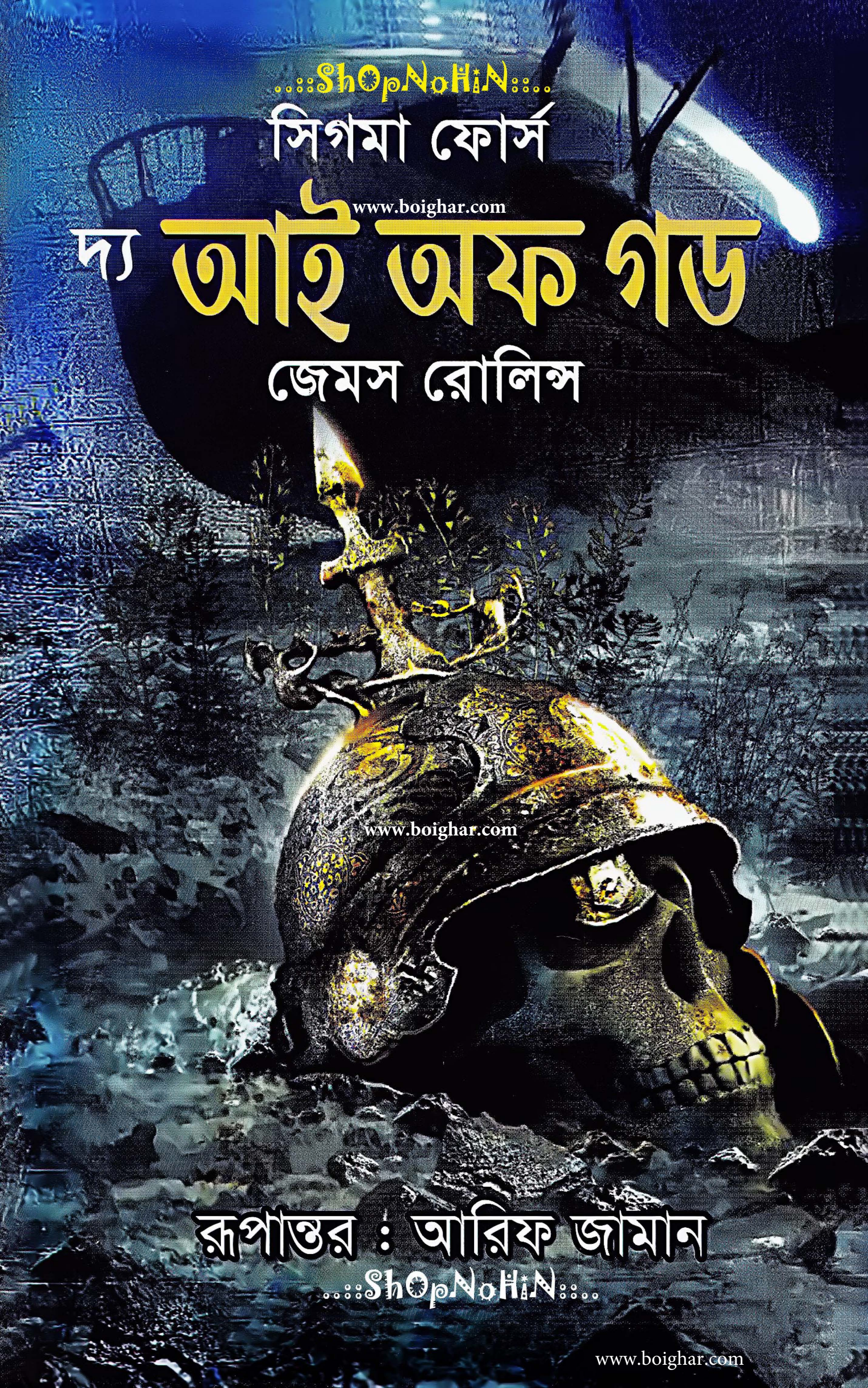
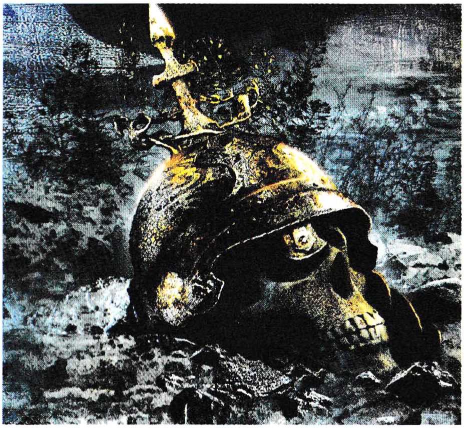


..::SHOpNoHiN::..
সিগমা ফোর্স
www.boighar.com
দ্য আই অফ গড
জেমস রোলিন্স
www.boighar.com
রূপান্তর : আরিফ জামান
..::SHOpNoHiN::..
www.boighar.com



ধ্বংস হয়ে মঙ্গোলিয়ার মাটিতে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আই অফ গড নামক স্যাটেলাইটের তোলা ছবিতে দেখা যায় আমেরিকার তিনটি শহর নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, ওয়াশিংটন ডি. সি. আগুনে ধোঁয়ায় ধিকিধিকি জ্বলছে। অথচ শহর তিনটির পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তাহলে এই ইমেজটি আসল কোথা থেকে...

অন্যদিকে ১০বছর আগে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ফাদার জসিপ আবার ফিরে এসেছেন দৃশ্যপটে। ভিগোর ভেরোনাকে মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা বই এবং তের শতাব্দীর অজ্ঞাত একজনের মাথার খুলি পাঠিয়েছেন তিনি। ডিএনএ টেস্টিং-এর পর জানা যায়, খুলির মালিক স্বয়ং চেঙ্গিস খান। খুলিটিতে লেখা *চার দিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে এই দুনিয়া*।

কমান্ডার গ্রে পিয়ের্সের এবারকার মিশন... ঠেকাতে হবে দুনিয়ার কেয়ামত। হাতে সময় ৯০ঘণ্টা। মিশন ব্যর্থ হলে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে পৃথিবী এবং ধ্বংস হয়ে যাবে মানবসভ্যতা।

দ্য আই অফ গড

দ্য আই অফ গড

জেমস রোলিন্স

রূপান্তর আরিফ জামান

রোদেলা

দ্য আই অফ গড
জেমস রোলিন্স
রূপান্তর : আরিফ জামান

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট-২০১৬

রোদেলা ৪০৮

রোদেলা
প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
রাকিবুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন; ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

The Eye Of God By James Rollins
Translated by Arif Zaman
First Published *August 2016*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, (Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. 460.00 Only   US $ 15.00
ISBN : 978-984-91702-3-5   Code : 408

উ ৎ স র্গ

মাকে

আমাকে নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করেন তিনি।

অনুবাদকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাবার নিকট আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি সবসময়ই আমার ভরসার কেন্দ্র। কৃতজ্ঞতা ভোকাবিল্ডার বইয়ের লেখক ফরহাদ হোসেন মাসুমের নিকটেও। অনুবাদ-কার্যে বিভিন্ন সময় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আমার বন্ধু তৌফিকুর রহমানকে ধন্যবাদ। সেও আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। প্রকাশককেও ধন্যবাদ দিতে হয়। নতুন একজন অনুবাদককে পাঠকের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়ার ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। এছাড়া আমার সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সূত্রলিপি

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যকার পার্থক্য আসলে মারাত্মক শক্তিশালী একটা বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

—আলবার্ট আইনস্টাইন

দ্য আই অফ গড

(সিগমা ফোর্স-৯)

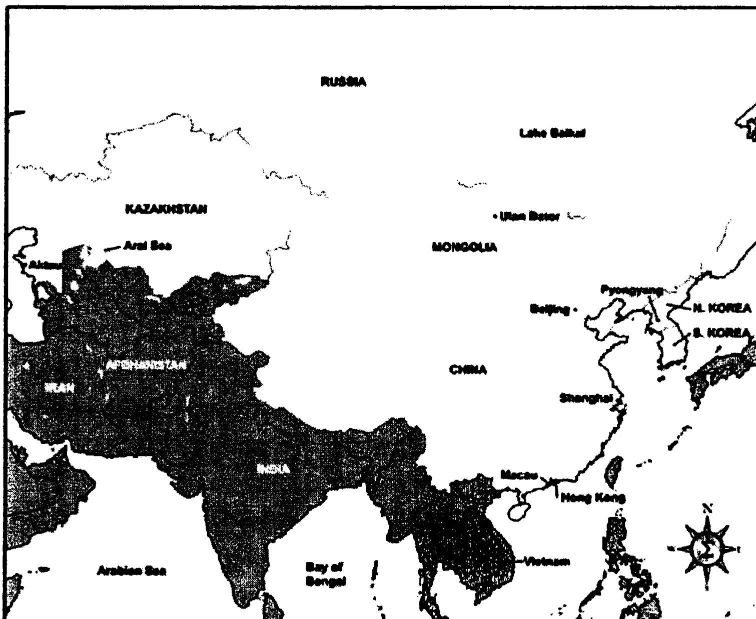
মূলঃ জেমস রোলিন্স

অনুবাদঃ আরিফ জামান

SCAN & EDITED BY:

..:::ShOpNoHiN:::..

EURASIA



RUSSIA
Lake Baikal
KAZAKHSTAN
Ulan Bator
Aral Sea
MONGOLIA
Pyongyang
Beijing
N. KOREA
S. KOREA
AFGHANISTAN
IRAN
CHINA
Shanghai
INDIA
Macau
Hong Kong
Vietnam
Arabian Sea
Bay of
Bengal
N

ঐতিহাসিক দলিল থেকে পাওয়া

সত্য কী? যখন এই কথার সাথে অতীত জড়িয়ে যায়, প্রশ্নটির উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উইনস্টন চার্চিল একবার বলেছিলেন, ইতিহাস নাকি বিজয়ীদের হাতে লেখা। এ কথা সত্যি হয়ে থাকলে লিখিত ইতিহাসের ওপরে আমরা কতটুকু ভরসা করতে পারি?

যা কিছু লিখিত পাওয়া যায় তা মাত্র ৬ হাজার বছর আগের, মানুষের খুব সামান্য কিছু অর্জনের চিহ্নই পাওয়া যায় ওতে। আর এমনকি ওই চিহ্নও ছেঁড়া আর পোকায় খাওয়া পাতার আড়ালে ঢাকা। সবচে অসাধারণ ব্যাপার, সেই ফাঁপা গর্তের মাঝে যে বিশাল বিশাল রহস্য আগে হারিয়ে গিয়েছিল, তা এখন আবার ফিরে আসার অপেক্ষায়—যার মাঝে সেই সব মুহূর্তও আছে যা ইতিহাস নির্মাণ করেছিল। সেই সব দুর্লভ মুহূর্ত যা পাল্টে দিয়েছিল পুরো মানব সভ্যতাকেই।

এমন একটা মুহূর্ত এসেছিল ৪৫২খ্রিস্টাব্দে, যখন আটিলা দ্যা হানের লুটেরার দল উত্তর ইটালিতে হানা দিয়ে সামনে যা পড়ছিল সব ছারখার করে দিচ্ছিল। এই বর্বর অসভ্য লোকের সামনে রোম ছিল অসহায়। এমন এক মুহূর্তে পোপ লিও ঘোড়ায় চড়ে রোমের বাইরে গিয়ে গার্দা লেকের পাড়ে আটিলার সাথে দেখা করতে যান। একলা আর গোপনে কিছুক্ষণ কথা বলেন তারা। ঠিক কী বলেন তার কোনো লিখিত দলিল পাওয়া যায় না। সেই সাক্ষাতের পরে, বিজয় নিশ্চিত জেনেও তার যাযাবর দলের লোক নিয়ে দ্রুত ইটালি ত্যাগ করেন আটিলা।

কেন? তাদের মধ্যে গোপনে কী এমন কথা হয়েছিল যে বিজয় নিশ্চিত জেনেও আটিলাকে ইটালি ছাড়তে হল? ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তর দেয়না...।

যদি জানতে চান আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের কত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলাম তাহলে এই পৃষ্ঠা উল্টান। কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত আপনার সামনে জেগে উঠবে যেখানে পশ্চিমা সভ্যতা একটি তলোয়ারের সামনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সামনে চলে এসেছিল—সেই তলোয়ার যাকে ডাকা হয় "সোর্ড অফ গড" নামে।

বৈজ্ঞানিক দলিল থেকে পাওয়া

বাস্তবতা কী? এর উত্তর দেয়া একই সাথে খুবই সহজ এবং খুবই কঠিন। যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্ন দার্শনিক আর পদার্থবিদদের হতবুদ্ধি করে রেখেছে। *রিপাবলিক* নামক বইটিতে প্লেটো লিখেছেন সত্যিকারের দুনিয়া আসলে গুহার গায়ে পড়া ঝিকিমিকি ছায়া ছাড়া আর কিছুই না। আশ্চর্যের ব্যাপার, হাজার বছর পরে এসে বৈজ্ঞানিকরাও এখন ঠিক একই কথা বলছেন।

এখন যেই শক্ত পোক্ত পৃষ্ঠায় আপনি আমার লেখা পড়ছেন ভালো করে লক্ষ করলে দেখবেন এ বস্তুটি তেমন কিছু না। জিনিসটা গঠিত পরমাণু দিয়ে। এই পরমাণু ভাঙলে পাবেন একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস। এর ভেতরে আছে প্রোটন এবং নিউট্রন। নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরাফেরা করছে ইলেকট্রন। এমনকি এগুলোকেও ভেঙে আরও ছোট ছোট টুকরা করা যায় যেমন কোয়ার্ক, নিউট্রিনোস এবং আরও কত কী। আরও গভীরে যান, এমন অদ্ভুত এক দুনিয়ায় পৌঁছে যাবেন যেখানে শুধু এনার্জির জয়গান। যেটা হয়তোবা প্লেটোর গুহার গায়ে পড়া ওই ঝিকিমিকি ছায়ার শক্তির উৎস।

এই একই অনুভূতি হবে রাতের আকাশের দিকে তাকালে। বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সির এই বিশাল মহাকাশ। এমনকি আমাদের এই বিশাল জগৎ, যা হয়তো আরও অনেক জগতের একটা, সেটাও প্রতি মুহূর্তে আকারে বেড়েই চলছে। আর এখন তো মনে করা হয়, আমাদের এই জগৎ আসলে শুধুই একটা হলোগ্রাম। একটা ত্রিমাত্রিক ভ্রান্তির জগৎ। যেখানে আমাদের জন্য সবকিছুই আগে থেকে প্রোগ্রাম করে রাখা।

এটা কী করে সম্ভব? তবে কী প্লেটো যা বলেছেন তাই ঠিক? যে আমাদের চারপাশের বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা আসলেই পুরোপুরি অজ্ঞ। চারপাশে যা দেখি তা আসলে গুহার দেয়ালের গায়ে পড়া ঝিকিমিকি ছায়া ছাড়া আর কিছুই না?

যদি ভয়াবহ সত্যিটা জানতে চান তাহলে পরের পৃষ্ঠায় যান।

প্রস্তাবনা

৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্ম
মধ্য হাঙ্গেরি

রাজা তার বিয়ের ফুলশয্যায় ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছেন।

খুনি তার সামনে একটু নুয়ে এল। মেয়েটি বার্গান্ডির রাজপুত্রের কন্যা। রাজার ৭ নম্বর বৌ। মাত্রই আগের রাতে বিয়ে হয়েছে। বর্বর রাজাটি ষড়যন্ত্র করে বিয়ে করেছে তাকে। মেয়েটির নাম ইল্ডিকো, মাতৃভাষায় যার অর্থ "হিংস্র যোদ্ধা"। কিন্তু মৃতপ্রায় মানুষটির সামনে তাকে অতো হিংস্র দেখাচ্ছে না।

সামনে শুয়ে আছে এক রক্তপিপাসু অত্যাচারী রাজা, লোকে যাকে "ফ্ল্যাজল্যাম ডেই" নামে ডাকে, যার অর্থ "দেবতার হাতের চাবুক"। এক জীবন্ত কিংবদন্তি। লোকমুখে বলা হয় তার হাতের তলোয়ারটি এসেছে সিথিয়ান যুদ্ধের দেবতার মাধ্যমে।

তার আটিলা নাম শুধু একবার উচ্চারণ করলে—খুলে যায় যেকোনো শহরের দরজা, ভয়ে মানুষ তার চোখের দিকে সরাসরি তাকায় না। আর সেই মানুষ এখন কিনা মারা যাচ্ছে নগ্ন অবস্থায়, তাকে এখন অন্যদের তুলনায় তেমন ভয়ের কিছুই মনে হচ্ছে না।

উচ্চতায় সে ইল্ডিকোর থেকে একটু বড় হবে, যদিও তার যাযাবর উপজাতির লোকদের তুলনায় পেশি এবং হাড় খুব একটা চওড়া হবে না। তার চোখ দুটো-দুইদিকে অনেকখানি প্রসারিত আর অনেক গভীরে খোদাই করা—যা দেখে ইল্ডিকোর মনে পড়ে যায় শুয়োরের কথা, বিশেষ করে সে যখন ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তার দিকে অনেকক্ষণ একটানা চেয়ে থাকে। রাতে বোতলের পর বোতল মদ খাওয়ায় ওই চোখও এখন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

এখন তার পালা ওর দিকে অনেকক্ষণ একটানা চেয়ে থাকার, সেই সময়ের অপেক্ষা করা কখন যমদূত এসে ওকে তুলে নিয়ে যায়।

নিজের ভাগ্যকে গালমন্দ করল সে। কী কারণে ওর ছোট্ট কাঁধে এতো বড় দায়িত্বভার দেয়া হল। তার ঘাড়েই কেন পুরো দুনিয়ার ভাগ্য সামলানোর মতো কঠিন বোঝা অর্পণ করতে হল? সে তো ১৪টি বসন্ত পার করে আসা সামান্য এক বালিকা মাত্র।

সপ্তাহ দুয়েক আগে ওদের বাসায় একজন আলখাল্লা পরা মানুষের আগমন হয়। তিনিই তাকে এই খুনে কাজের গুরুত্বের কথা বুঝিয়ে বলেন। ততদিনে বর্বর রাজার কাছে ইল্ডিকোকে বিয়ে দেয়ার কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও বাবা তাকে এই অচেনা লোকের সামনে এনে হাজির করান।

কার্ডিনালের আঙুলে কিছুক্ষণের জন্য স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়েছিল সে, কিন্তু সেটা বুঝতে পেরেই তিনি সেটিকে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেন। তারপরে তিনি খুলে বলেন তার গল্প। কিভাবে এক বছর আগে আসা আটিলার বর্বর বাহিনীর লোকেরা উত্তর ইটালির পাদুয়া এবং মিলান শহরে তাদের সামনে পড়া সব নারী, পুরুষ, শিশুদের কচুকাটা করছিল। শুধু যারা হামলা এড়িয়ে উপকূলের দিকের জলাভূমিতে পালাতে পেরেছিল, তারাই প্রাণে বেঁচে আছে এই নিষ্ঠুরতার কাহিনী বলার জন্য।

"রোম তার পাপাসক্ত তলোয়ারের কবলে পড়ে পতনের দিন গুনছিল" কার্ডিনাল ঠাণ্ডা ঘরের এক কোণায় বসে বললেন। "বর্বর রাজার আগমনের কথা শুনে পোপ লিও ঘোড়ায় চড়ে তার সাথে দেখা করতে যান এবং নিজের প্রভাব খাটিয়ে নির্দয় হানকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেন।"

কিন্তু ইল্ডিকো জানতো শুধু যাজকের প্রভাব খাটিয়ে তিনি ওই বর্বরকে ফেরত পাঠাতে পারতেন না, সেই সাথে রাজার কুসংস্কারের ভয়কেও কাজে লাগাতে হয়েছে।

ভীষণ ভয় পেয়ে, সে বিছানার কাছে রাখা বাক্সটির দিকে একবার তাকাল। সেদিন পোপের পক্ষ হতে আটিলাকে দেয়া এই ছোট্ট সিন্দুকের বাক্সটিকে একই সাথে উপহার এবং হুমকি হিসেবে বলা যায়। বাক্সটা খুব বেশি বড় হবে না। কিন্তু সে জানতো এর ভেতর সমগ্র দুনিয়ার ভাগ্য রক্ষিত আছে। এটা স্পর্শ করতে তাই ইল্ডিকোর ভয় হচ্ছিল। সে ভাবল, স্বামী মারা গেলে তখন এটা স্পর্শ করবে।

ওর কেবল একবারে একটা আতংক সামলানোরই ক্ষমতা আছে।

ওর ভীত দৃষ্টি রাজার বিছানা ঘরের এদিক ওদিকে ঘুরাফেরা করতে থাকল। জানালা দিয়ে দেখা গেল, পুব আকাশ নতুন একটি দিনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফর্সা হতে শুরু করেছে। সকাল হলে, তার লোকেরা দ্রুতগতিতে শোবার ঘরে এসে হাজির হবে। অবশ্য ততক্ষণে পরকালে পৌঁছে যাবে ওদের রাজা।

সে দেখল রাজার কষ্ট করে নেয়া প্রতিটা নিশ্বাসের সাথে সাথে রক্ত নাক দিয়ে বুদবুদ আকারে বের হয়ে আসছে। বুকের ভেতর থেকে কানে বাজে এরকম গলগল আওয়াজ আসছে। একটা দুর্বল কাশির সাথে রাজার ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত বের হয়ে দাঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গলা বেয়ে নিচে নেমে গেল। তার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সে মনে মনে তার দ্রুত মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করল।

জাহান্নামের আগুনে মর, ওটাই তোর উপযুক্ত জায়গা...

ঈশ্বর যেন তার প্রার্থনা শুনতে পেলেন। শেষ একটা নিশ্বাস নিয়ে, ঠোঁট দিয়ে আরও কিছু রক্ত বের করে, বুকটা শেষ বারের মতো কাঁপিয়ে রাজা বিছানায় ঢলে পড়লেন। আর উঠলেন না।

স্বস্তিতে ইন্ডিকোর কান্না পেয়ে গেল, পানি নেমে আসলো চোখ বেয়ে। একটা কাজ শেষ। ঈশ্বরের হাতের চাবুক শেষ পর্যন্ত মারা গেছে, দুনিয়ার সর্বনাশ ঠেকানো গেছে।

তার বাবার বাড়িতে, কার্ডিনাল তাকে আটিলা বাহিনীর আবারও ইটালিকে আক্রমণের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। বিয়ের ভোজের রাতে আটিলার লোকের সেই রকম কিছু কথা ইন্ডিকোর কানেও এসেছিল। ওরা বলছিল তারা আবারও রোমে গিয়ে লুটপাট করবে, শহর জ্বালিয়ে দেবে আর কচুকাটা করবে সবাইকে। একটা উন্নত সভ্যতা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে নিষ্ঠুর রাজার তলোয়ারের কবলে পড়ে।

একটা খুনের মাধ্যমে, এখনকার জন্য চিন্তামুক্ত হওয়া গেছে।

তবে কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। ভবিষ্যৎ এখনও ঝুঁকির মাঝে আছে।

কম্পমান শরীর নিয়ে পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে ছোট্ট সিন্দুকের কাছে এগিয়ে এল সে। স্বামীর গ্লাসে বিষ ঢেলে দেয়ার সময়ও এতো ভয় লাগেনি।

লোহার বাক্সটি কালো রঙ এর, সব দিক সমতল। ওপরে একটা কব্জাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোনো অলংকরণ করা না থাকলেও এর ওপরে একজোড়া প্রতীক আছে। এই লেখা তার কাছে অচেনা, কিন্তু কার্ডিনাল তাকে আগেই এ ব্যাপারে আভাস দিয়ে রেখেছিলেন। বলেছিলেন এই ভাষা আটিলার প্রাচীন পূর্বপুরুষদের ভাষা, সেই যাযাবর উপজাতি যারা অনেকদিন আগে পুবের দিকে থাকতো।

লেখাটি স্পর্শ করল সে।

木木

"গাছ", সে ফিসফিস করে বলল, শক্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। অক্ষরটাকে একটা গাছের মতো লাগছে। অনেক ভক্তি নিয়ে সে এর পাশের অক্ষরের দিকে আঙুল বুলালো... আরেকটা গাছ।

শুধু তখনই সে সিন্দুকের ঢাকনা খুলার সাহস জড়ো করতে পারল। ঢাকনা খুলে দেখা গেল, ভেতরে আরেকটা বাক্স রাখা, এবারেটা রুপালি রঙ এর। এর ওপরের লেখা একই রকমের অদ্ভুত, তবে এটাও খুব যত্ন করে লেখা।

示

ওই সহজ সরল সূক্ষ্ম রেখার মানে হচ্ছে আদেশ বা নির্দেশ।

সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে বুঝে, নিজের কাঁপাকাঁপা আঙুল স্থির করে রুপালি বাক্সটা তুলে তার ভেতরের সোনালি বাক্সটি বের করল ইন্ডিকো। মশালের

আলোয় এর উপরিতল চকচকে তরল পদার্থের মতো লাগছে। যেই প্রতীক এখানে খোদাই করা তা একটু আগে বের করা লোহা আর রুপার বাক্সে থাকা প্রতীকের মিলিত রূপ। একটার সাথে আরেকটা মিলে নতুন শব্দ তৈরি করেছে।

禁

এই শেষ কথাটির ব্যাপারে কার্ডিনাল তাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

"নিষিদ্ধ," তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলো।

খুব সাবধানে, বাক্সটি খুলল সে। ওখানে কী রাখা আছে তা আগে থেকে জানার পরেও শরীরে শিহরণ বয়ে গেল।

স্বর্ণের বাক্সের মধ্যে মানুষের হলদে রঙ-এর একটা মাথার খুলি রাখা। এর নিচের চোয়াল উধাও, শূন্য দৃষ্টি উপরের দিকে মুখ করে আছে। অন্য সব বাক্সের মতো এখানেও হাড়ের মধ্যে কিছু লেখা শোভা পাচ্ছে। খুলির ওপরে লিখিত কথাগুলো সর্পিল আকারে নিচে নেমে এসেছে। আগের তিনটা বাক্সে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তার বদলে প্রাচীন ইহুদি ভাষায় কিছু কথা লেখা—কার্ডিনাল তাকে এভাবেই বুঝিয়েছিলেন। একইভাবে, এধরনের দেহাবশেষের কী উদ্দেশ্য হতে পারে সেই ব্যাপারেও ধারণা দিয়েছিলেন তিনি।

মাথার খুলিতে ইহুদি ভাষায় অতি পুরাতন জাদুমন্ত্র লেখা, ঈশ্বরের কাছে দয়া ভিক্ষার করুণ মিনতি।

পোপ লিও আটিলাকে এই সম্পদ দিয়ে তার হাত থেকে রোমকে রেহাই দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই সাথে, পোপ তাকে এই বলেও সতর্ক করেছিলেন যে, এই ক্ষমতাবান রক্ষাকবচের মতো আরও অনেক রক্ষাকবচ রোমে রাখা আছে আর এটি স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা সুরক্ষিত। যদি কেউ এর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখে রোমের দেয়াল পার হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এই কথাকে আরও জোরালো করার জন্য, পোপ তাকে একটি কাহিনী বলেন যেখানে প্রথম আলারিক রাজা ভিসিগঠ চল্লিশ বছর আগে রোম শহর লুটপাট করতে এসে শহর ছাড়ার আগ মুহূর্তে মারা যান।

অভিশাপের কথায় ভয় পেয়ে, তার মূল্যবান ধন সম্পত্তি নিয়ে তক্ষুনি ইটালি ত্যাগ করেন আটিলা। তবে এতো কিছুর পরেও মনে হয় তিনি শেষ পর্যন্ত ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তার আবারও রোম আক্রমণ করার সাধ জেগেছিল, ঈশ্বরের একটা পরীক্ষা নেয়ার বাসনাও হয়তো হয়েছিল।

ইল্ডিকো তার স্বামীর মৃত লাশের দিকে তাকালেন।

মনে হচ্ছে ওই পরীক্ষায় সে ইতোমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে।

একজন মানুষ যতই শক্তিশালী হোক, মৃত্যুর হাত থেকে তার রেহাই নেই।

কী করতে হবে আগে থেকেই জানা, এবার সে খুলির দিকে হাত বাড়াল। এখনো, তার দৃষ্টি সর্পিল আকৃতি লেখার মধ্যিখানে রাখা। খুলির গায়ে লেখা আছে যার কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে তার কথা।

দুনিয়া ধ্বংসের তারিখ।

এর হাত থেকে নিস্তারের উপায় রাখা আছে খুলির ঠিক নিচে—লোহা, রুপা, স্বর্ণ এবং হাড়ের দ্বারা আড়াল করা। এর তাৎপর্য টের পাওয়া গেছে মাত্র এক চান্দ্রমাস আগে, যখন পারস্য থেকে এক নেস্টোরিয়ান যাজক এসে রোমের দরজায় হাজির হন। সে শুনেছে যে চার্চের ট্রেজার ভল্ট থেকে আটিলাকে একটা উপহার দেয়া হয়েছে। সেই উপহার যা এক কালে নেস্টোরিয়াস, কনস্টান্টিনোপলের (তুরস্কের ইস্তানবুলের পুরানো নাম) প্রতিষ্ঠাতা, নিজে চার্চকে প্রদান করেছিলেন। যাজক পোপ লিওকে তিনটি বাক্স আর তার মধ্যে খুলির আড়ালে থাকা সত্যটা ব্যাখ্যা করলেন। কিভাবে এটি কনস্টান্টিনোপল থেকে এতো দূরে আসলো আর পবিত্র শহরে পাঠানো হল নিরাপদে রাখার জন্য।

শেষে, তিনি পোপকে এই বাক্সের সত্যিকারের সম্পদের ব্যাপারে অবহিত করেন—সেই সাথে ওই মানুষটার কথাও খুলে বলেন যে এক সময় এই খুলি চামড়ার আড়ালে রেখে দুনিয়ার বুকে চড়ে বেড়াতো।

ইল্ডিকো তার আঙুল খুলির ওপর রাখল। খুলির ফাঁপা চোখ তার দিকে স্থির চেয়ে আছে। যেন তার মনের কথা বুঝতে চাইছে। এই একই চোখ, যদি নেস্টোরিয়ান যাজক সত্যি বলে থাকে, এক কালে যিশু খ্রিস্টের চোখের দিকেও চেয়ে ছিল।

পবিত্র খুলি উঠাবে কি-না সে ব্যাপারে তার মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা গেল—তার অনিচ্ছার জবাব হিসেবেই যেন কেউ একজন টোকা দিল ঘরের দরজায়। কেউ একজন ডেকে উঠল রাজাকে। সে হানের লোকদের ভাষা বুঝতে পারে না, তবে জানে যে এরা সব আটিলার লোক, রাজার কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে শীঘ্রই ভেতরে চলে আসবে।

সে ইতোমধ্যে অনেক দেরি করে ফেলছে।

তাড়াহুড়ো করে খুলি উঁচু করে ধরল নিচে কী রাখা আছে তা দেখার জন্য–কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। বাক্সের তলদেশে শুধু একটা স্বর্ণালি ছাপ দেখা গেল। এক সময় এখানে যা রাখা ছিল তার একটা ছাঁচ, বহু পুরাতন একটি ক্রুশ—একটি ভগ্নাবশেষ। বলা হয় ক্রুশটি এমন বস্তু দিয়ে বানানো হয়েছে, যা এসেছে স্বর্গ থেকে।

কিন্তু ওটা ওখানে নেই, সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

ইল্ডিকো তার মৃত স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, এই লোকটিকে মানুষ যেমন তার নির্মমতার জন্য চেনে তেমনি তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যও সে সুপরিচিত। লোকে আরও বলে যে সব টেবিলের তলায় তার কান আড়ি পেতে আছে। তাহলে কী হানদের রাজার কানে রোমের নেস্টোরিয়ান যাজকের বলা রহস্যময় কাহিনী পৌঁছেছিল? তিনি কী স্বর্গীয় ক্রুশটি নিজের জিম্মায় নিয়ে লুকিয়ে

ফেলেছিলেন? এটাই কী তাকে রোমে আবারও আক্রমণ করে লুটপাট করার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল?

বাইরের চেঁচামেচি এখন আরও জোরালো, দরজায় এখন আরও শক্তি নিয়ে আঘাত করা হচ্ছে।

হতাশ হয়ে ইল্ডিকো খুলিটি তার আগের জায়গায় রেখে বাক্স বন্ধ করে দিল। তারপরই হাঁটু গেড়ে বসে নিজের চেহারা ঢেকে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার কারণে শরীর দুলে উঠল, অন্যদিক থেকে ভেসে আসল পেছনের দরজা ভাঙার আওয়াজ।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার কারণে তার নিশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল, ঠিক যেভাবে গলায় রক্ত আটকে থাকার কারণে আটকে গেছিল তার স্বামীর নিশ্বাস।

লোকজন ধাক্কাধাক্কি করে শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ল। তাদের রাজাকে বিছানায় মৃত পড়ে থাকতে দেখে কান্নার আওয়াজ আরও তীব্র হল। এরপরই শুরু হল হাহাকার।

কিন্তু রাণীকে কেউ স্পর্শ করার সাহস করল না। নতুন বৌটি তখন হাঁটু গেড়ে বিছানার ওপরে এপাশ ওপাশ দুলে দুলে আহাজারি করছে। সবাই ভাবল এই চোখের জল বুঝি তাঁর স্বামীর জন্য, তাদের মৃত রাজার জন্য, কিন্তু ওদের ধারণা ছিল ভুল।

মেয়েটি কেঁদেছিল দুনিয়ার জন্য।
সেই দুনিয়া, যার ধ্বংস অনিবার্য।

বর্তমান সময়
১৭ই নভেম্বর, বিকাল ৪:৩৩ সিইটি
(সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান টাইম)
রোম, ইটালি

এমনকি তারাগুলোও তার সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

শীতকালের শীতল কামড়ে জবুথবু হয়ে, মনসিনিয়র (রোমান ক্যাথলিক গির্জার যাজকদের প্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধি) ভিগোর ভেরোনা পিজা ডেলা পিলোটার ছায়া পার হয়ে এগোতে থাকলেন। গায়ে উলের ভারী সোয়েটার থাকার পরেও তার শরীর কাঁপছে—শরীর কাঁপার কারণ অবশ্য ঠাণ্ডা নয়। বরং একটা ব্যাপারে তিনি সামান্য ভয় পেয়েছেন।

সেইন্ট পিটারের গম্বুজের ওপরে আকাশের এক কোণায় জ্বলন্ত একটা ধূমকেতু দেখা গেল। স্বর্গ থেকে আসা নতুন অতিথি—আকাশে এতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলজ্বল করছে যে, নতুন উঠা চাঁদও ম্লান হয়ে গেছে তার কাছে। ধূমকেতুর কারণে আকাশে তারার পানে দীর্ঘ, ঝিকিমিকি একটা লেজ এসে হাজির হয়েছে। এমন কিছু দেখলে, ঐতিহাসিকভাবে সামনে অশুভ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়।

সে রকম কিছু যেন না ঘটে, তার জন্য মনে মনে প্রার্থনা করলেন তিনি।

ভিগোর আরও ভালো করে চেপে ধরলেন হাতে ধরে থাকা পুঁটলিটিকে। তার গন্তব্য বেশি দূরে না। পন্টিফিকাল গ্রেগোরিয়ান ইউনিভার্সিটির সামনের দিকটা তার সামনে উদয় হল। যদিও ভিগোর এখন পন্টিফিকাল ইনস্টিটিউট অফ ক্রিশ্চিয়ান আর্কিওলজির একজন সদস্য, তবুও মাঝে মধ্যে এখানে ইউনিভার্সিটির গেস্ট লেকচারার হিসেবে ক্লাস নেন তিনি। অবশ্য তার মূল কাজ পোপের হয়ে দায়িত্ব পালন। যেহেতু তিনি আর্কিভো সার্জেট্টো ভ্যাটিকানো (ভ্যাটিকানের গোপন আর্কাইভ) এর প্রিফেক্ট। কিন্তু তার সাথে থাকা পুঁটলিটি প্রফেসর বা প্রিফেক্ট হিসেবে না, বরং একজন বন্ধুর কাছ থেকে বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে এসেছে এটি।

তার নিখোঁজ সহকর্মী থেকে পাওয়া একটা উপহার।

ইউনিভার্সিটির মূল দরজার সামনে পৌঁছে সাদা মার্বেলের মেঝেতে পা ফেলে এগোতে থাকলেন তিনি। পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অফিস তিনি

এখনও ধরে রেখেছেন। সত্যি বলতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল লাইব্রেরি ব্যবহার করার জন্য তাকে এখানে প্রায়ই আসতে হয়। এই লাইব্রেরিটি এমনকি শহরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাথেও পাল্লা দিতে সক্ষম। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ছয়তলা ভবনে সংরক্ষিত আছে দশ লাখের ওপরে বই, যার মাঝে আছে বহুপ্রাচীন পুঁথি আর দুর্লভ অনেক বই।

কিন্তু এই মুহূর্তে তার হাতে থাকা বইটির সাথে ভ্যাটিকানের আর্কাইভের আর সব বই-এর কোনো তুলনা চলে না—পোঁটলার মধ্যে অন্য যে জিনিসটা আছে তার ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। সেই কারণেই পুরো রোম শহরে একমাত্র যাকে বিশ্বাস করেন তাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় তার হাঁটু নালিশ জানাতে শুরু করল। এখন বয়স ষাটের কোটায়, বহুদিন প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে এখানে ওখানে ঘুরাঘুরির পরেও তার শরীর যথেষ্ট মজবুত। কিন্তু গত কয়েক বছর আর্কাইভের চার দেয়ালে টেবিলের পেছনে বসে বসে বই ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় কাটানোয় শরীরে একটু দুর্বলতা চলে এসেছে।

প্রভু, এই কাজ কী আমাকে দিয়ে হবে?

হতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদে পৌঁছালেন। একটু দূরে দেখা গেল অফিসের দরজার সামনে পরিচিত একজন ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাইঝিটি আগে আগে চলে এসে তাকে এখানে হারিয়ে দিয়েছে। কাজ শেষ করেই একদম সোজা চলে এসেছে নিশ্চয়ই। মেয়েটির পরনে এখনও আকাশী রঙ-এর পুলিশ ইউনিফর্ম। বয়স এখনও তিরিশ পেরোয়নি, এরই মধ্যে কমান্ডো কারাবিনিরি তুতেলা প্যাত্রিমনিও কালচারালের (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় কর্মরত পুলিশ) লেফটেন্যান্ট হয়ে গেছে। চুরি করে পাচার হয়ে যাওয়া আর্টের দিকটা সামলাতে হয় তাকে।

ভাইঝির জন্য তার গর্ব হয়। শুধু মেয়েটাকে আদর করেন বলেই না, এই ব্যাপারে ওর জ্ঞানের কারণেও আজকে মেয়েটিকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। এই মেয়েটির থেকে বেশি আর কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না।

"ভিগোর চাচা।" তাকে জড়িয়ে ধরল র‍্যাচেল। তারপর পেছন দিকে হেলান দিয়ে, ডান কানের দিকের কালো চুল আঙুল দিয়ে ঠিক করতে করতে চাচার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে একটা হাসি দিয়ে বলল। "কী এতো জরুরি দরকার পড়ল?"

ভিগোর হলের দিকে ভালো করে একবার দেখে নিলেন, রবিবার হওয়ায় আজ এখানে কেউ নেই। আর অফিসটাও একদম অন্ধকার। "পরে বলছি, আগে ভেতরে এসো।"

দরজা খুলে র‍্যাচেলকে ভেতরে নিয়ে এলেন। এখানে তার সম্মানজনক পদমর্যাদার পরেও, তার অফিসকে বদ্ধ জেলখানার চাইতে বেশি কিছু বলা যায় না। ঘরের উঁচু উঁচু খোপগুলো উপচে পড়ছে বই আর ম্যাগাজিন দিয়ে। ছোট একটা টেবিল দেয়ালের কোণার দিকে সরু জানালার নিচে রাখা, জানালাটা এতই চিকন যে বাইরে শুধু উঁকি দেয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়।

জানালা দিয়ে উঁকি দেয়া বাইরের নতুন উঠা চাঁদ ওই অগোছালো জায়গায় রুপালি আলো ফেলেছে।

দুইজনে ভেতরে ঢুকার পর ভিগোর দরজা লাগিয়ে আলো জ্বাললেন। পরিচিত পরিবেশে এসে নাক দিয়ে হুশ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

"টেবিলটা পরিষ্কার করতে একটু সাহায্য কর তো আমায়।"

পরিষ্কার করা শেষ হওয়ার পরে তার বোঝা ওখানে নামিয়ে রাখলেন ভিগোর, তারপরে বাদামি মোড়কটি খুলে বের করে আনলেন ছোট একটা কাঠের বাক্স।

"এটা এসেছে আজ সকালের দিকে। কোনো ফিরতি ঠিকানা নেই, শুধু প্রেরকের নাম লেখা।"

তিনি মোড়কের কোণার দিকে একটা লেখা তার দিকে তুলে ধরলেন।

Fr. Josip Tarasco

"ফাদার জসিপ টারাস্কো," র‍্যাচেল জোরে জোরে পড়ল, "এনাকে কি আমার চেনার কথা?"

"না, ওকে চেনাটা তোমার জন্য অস্বাভাবিক।" ভাইঝির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন। "তাকে এক দশক আগে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।"

র‍্যাচেলের চোখ কপালে উঠে গেল। "কিন্তু এই পোঁটলা দেখে তো এতো দিনের পুরানো বলে মনে হচ্ছে না।" মেয়েটি এবার তার চাচার দিকে তাকিয়ে বলল। "উনার নাম জাল করে কেউ তোমার সাথে মজা নেয়ার চেষ্টা করছে না তো?"

"সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সত্যি বলতে, আমার মনে হয় ওই কারণেই এর প্রেরক এটাকে হাতে হাতে পাঠিয়েছেন। যাতে আমি বুঝতে পারি, এটা ফাদার টারাস্কোর কাছ থেকেই এসেছে। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। পার্সেলের হাতের লেখা আমার কাছে থাকা ওর পুরানো চিঠির সাথে মিলিয়ে দেখলাম। হাতের লেখা মিলে গেছে।"

"তো তিনি যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তাহলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হল কেন?"

ভিগোর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ফাদার টারাস্কো হাঙ্গেরিতে একটা গবেষণা কাজ চলার সময় উধাও হয় যান। সে আঠারোশ শতকে ডাইনি নিধনের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু একটা লেখার কাজে ব্যস্ত ছিল।"

"ডাইনি নিধন?"

ভিগোর মাথা নাড়লেন। "সতের শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক দশক ব্যাপী খরা এবং অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হয় হাঙ্গেরি, সাথে ছিল দুর্ভিক্ষ আর মহামারী প্লেগ। একটা বলির পাঁঠা দরকার পড়েছিল, যাকে এর দায় দেয়া যায়। পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে চারশরও বেশি মানুষকে ডাইনি বিদ্যাচর্চার অভিযোগে খুন করা হয়েছিল তখন।"

"আর তোমার বন্ধুর ব্যাপারটা? আসলে কী হয়েছিল উনার?"

"তোমাকে বুঝতে হবে, জসিপ যখন হাঙ্গেরিতে যায়, দেশটি মাত্র সোভিয়েত (বর্তমানে বিলুপ্ত) নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়েছে। ওখানকার পরিবেশ তখনও অনেক

অস্থির, মানুষকে প্রশ্ন করলে নানান রকম বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা, বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকাগুলোতে। যদ্দূর মনে পড়ে শেষ বার আমি ওর কাছ থেকে শুধু ফোনে একটা মেসেজ পেয়েছিলাম। সে বলেছিল বারো জন ডাকিনী বিদ্যাচর্চাকারীর একটা দলের ব্যাপারে খোঁজ নিতে যাচ্ছে—ছয়জন মহিলা আর ছয়জন পুরুষ-যাদেরকে দক্ষিণ হাঙ্গেরির ছোট একটা শহরে আগুনে পোড়ানো হয়। তার গলার স্বরে ছিল একই সাথে ভয় আর উত্তেজনা। তারপরে আর কোনো খবর নেই। আমি ওর কাছ থেকে পরে আর কোনো কিছু শুনতেও পাইনি। পুলিশ আর ইন্টারপোল পুরো একটা বছর এনিয়ে তদন্ত করে। অবশেষে, আরও চার বছর নিরুদ্দেশ থাকার পরে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।"

"তো তাহলে তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন সেটা করতে হল? আর তার চেয়েও বড় কথা, এক দশক পরে আবার দেখা দিলেন কেন, এখন কেন?"

সমস্যার গভীরে দ্রুত ঢুকে যাওয়ার সামর্থ্য দেখে, র‍্যাচেলের দিকে পেছন ফিরে, লুকিয়ে লুকিয়ে ভিগোর একটা গর্বের হাসি হাসলেন। মনে মনে ভাইঝির বুদ্ধির তারিফ করলেন তিনি।

"ও আমাকে যা পাঠিয়েছে তা দেখে তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে," তিনি বললেন। "এসো দেখে যাও।"

ভিগোর বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে বাক্সটা খুলে, খুব সাবধানে বাক্সের দুটো জিনিস বের করে, টেবিলের ওপরে রাখলেন। এগুলোকে ডাকা হয় রেলিক (প্রত্নতাত্ত্বিক দেহাবশেষ) নামে।

র‍্যাচেল নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল, "এটা কি খুলি? একটা মানুষের মাথার খুলি?"

"হ্যাঁ।"

বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর সে সামনে এগিয়ে এল। সাথে সাথে চোখে পড়ল খুলির হাড়ের গায়ে কিছু একটা লেখা।

সে জিজ্ঞেস করল, "আর এই লেখা?"

"ইহুদি আরামাইক ভাষা। আমার বিশ্বাস এই রেলিকটি হচ্ছে প্রাচীন টালমুদিক জাদুবিদ্যার একটা উদাহরণ, যার চর্চা করত ব্যাবিলনীয় ইহুদিরা।"

"জাদু? ডাকিনীবিদ্যার মতো কিছু নাকি?"

"এক দিক দিয়ে তাই। এই ধরনের মন্ত্রের উদ্দেশ্য পিশাচদের কাছ থেকে নিজেদের হেফাজত করা বা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের মিনতি প্রার্থনা। বছরের পর বছর খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে, প্রত্নতত্ত্ববিদরা এরকম অনেক আর্টিফ্যাক্ট মাটি খুঁড়ে বের করেছেন—বেশির ভাগই জাদুমন্ত্র লিখিত মাটির বাসনকোসন। তবে এ ধরনের অল্প কিছু খুলিও পাওয়া গেছে। এরকম দুটো রেলিক রাখা আছে বার্লিনের জাদুঘরে। অন্যগুলো আছে ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের কাছে।"

"আর এটা? তুমি বলেছিলে ফাদার টারাস্কোর ডাইনির ব্যাপারে আগ্রহ আছে। আর আমার ধারণা সময়ের সাথে সাথে সেই আগ্রহ অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তুর দিকে গেছে।"

“হতে পারে। কিন্তু এই জিনিসটা আসল কি-না আমার তাতে সন্দেহ আছে। টালমুদিক জাদুচর্চা তৃতীয় শতাব্দীর দিকে শুরু হয়ে সপ্তম শতাব্দীতে এসে বন্ধ হয়ে যায়।” ভিগোর তার ডান হাত খুলির সামান্য ওপরে নিয়ে বাতাসে এমনভাবে ভাসালেন, যেন তিনি নিজেই একটু পর জাদুদণ্ড নিয়ে দক্ষ জাদুকরের মতো জাদু দেখানো শুরু করবেন। তবে সেটা না করে তিনি বললেন, “এই জিনিস অতো বেশি পুরানো হবে কি-না তাতে আমার সন্দেহ আছে। বড় জোর তের বা চৌদ্দ শতাব্দীর দিকের হতে পারে। তবে পরীক্ষা না করে তো নিশ্চিত বলা যায় না। তাই একটা দাঁত ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এর ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছি।”

তিনি গভীরভাবে চিন্তা করার ভঙ্গিতে আস্তে করে মাথা নাড়লেন।

“আরামাইক ভাষার সাথে আমার ভালোই পরিচয় আছে,” বলে চললেন তিনি, “আর এই লেখাটা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে প্রতিলিপিতে বেশ কিছু অমার্জিত ভুল খুঁজে পেলাম—অনেক বিপরীত বৈশিষ্ট্যসূচক কথা, কিছু কিছু উচ্চারণভঙ্গি হয় পুরোপুরি ভুল নয়তো একেবারেই অনুপস্থিত—যেন কেউ একজন মূল বইটার খুব বাজে একটা প্রতিলিপি তৈরি করেছে, এমন কেউ যার এই প্রাচীন ভাষার ব্যাপারে জ্ঞান খুব অল্প।”

“তো এই মাথার খুলি আসলে একটা ভুয়া জিনিস?”

“সত্যি বলতে, আমার ধারণা এই শৈল্পিক কাজের পেছনে কোনো নোংরা উদ্দেশ্য নেই। আমার মনে হয় এই প্রতিলিপি যত না ধাপ্পা দেয়ার জন্য তারচে বেশি সংরক্ষণের জন্য। কেউ হয়তো ভয় পেয়েছিল এই ভেবে যে এখানে সংরক্ষিত জ্ঞান হারিয়ে যেতে পারে। তাই সেই মানুষটি প্রতিলিপিটি তৈরি করেছে প্রাচীন কোনো জ্ঞান নিরাপদে রাখার জন্য।”

“কিসের জ্ঞান?”

“একটু পরেই ওই কথায় আসছি।” তিনি বাক্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় জিনিসটা বের করে টেবিলের ওপর রাখা মাথার খুলির পাশে রাখলেন। বহু বছরের পুরানো প্রাচীন একটা বই। বইটি তার বাড়িয়ে দেয়া হাতের মতো চওড়া আর লম্বায় এর দ্বিগুণের মতো হবে। শক্ত চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা, পৃষ্ঠাগুলো মোটা সুতা দিয়ে একটার সাথে একটা সেলাই করা।

“এটা এনথ্রোপোডার্মিক বিবলিওপেজির একটা উদাহরণ,” তিনি ব্যাখ্যা করলেন।

র‍্যাচেল কথাটা বুঝতে পারল না। “মানে... ?”

“এই বই মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা আর মানুষের পেশিতন্তু দিয়ে সেলাই করা।”

র‍্যাচেল ডেস্কের দিকে এগিয়ে এল, “তুমি কী করে জানলে?”

“এখনও নিশ্চিত জানি না। তবে খুলিটা যে ল্যাবে পাঠিয়েছি, সেখানে এটার চামড়ার একটা নমুনাও পাঠিয়েছি। দুটোরই ডিএনএ আর বয়স পরীক্ষা করে দেখা হবে।”

ভিগোর ভীতিকর বইটা হাতে তুলে নিলেন।

“তবে আমার ধারণা যে ঠিক সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। একটু আগে এটাকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম। গরু বা শুয়োরের চামড়া

থেকে মানুষের লোমকূপের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে আলাদা। আর যদি তুমি আরও কাছ থেকে দেখ, প্রচ্ছদের একবারে মাঝে–"

প্রচ্ছদের মাঝের অংশ যেটাকে দেখে মনে হয় পৃষ্ঠা ভাঁজ করার গভীর দাগ, সেখানে তিনি আঙুল বুলালেন।

"ভালো করে তাকালে এখানে তুমি মানুষের চোখের গ্রন্থি দেখতে পাবে।"

র‍্যাচেলের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। "চোখের গ্রন্থি?"

"বই এর প্রচ্ছদে একটা মানুষের চোখ। যেটা সেলাই করা মানুষের শরীরের পেশিতন্তু দিয়ে।"

ভাইঝি একটা ঢোক গিলল, "তো এটা তাহলে কী? রহস্যময় অতিপ্রাকৃত কিছু?"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। বিশেষ করে জসিপের আগ্রহের জায়গা যেহেতু হাঙ্গেরির ডাইনিদের নিয়ে। কিন্তু না, এটা মোটেও পৈশাচিক পাণ্ডুলিপি জাতীয় কিছু না। যদিও কেউ কেউ একে ধর্মের প্রতি অবমাননা জাতীয় কিছু বললেও বলতে পারে।"

তিনি সাবধানে পৃষ্ঠা উল্টালেন। সতর্ক থাকলেন যেন বই এর বাঁধাই-এর ওপর বেশি চাপ না পড়ে। ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটা পৃষ্ঠায় গেলেন। "এই বইটি আসলে বাইবেলের চেতনায় লেখা।"

র‍্যাচেল তার মাথা এক পাশে কাত করে প্রথম কথাটি ল্যাটিন থেকে অনুবাদ করল, "এ হচ্ছে সেই সব গোপন কথা, যেগুলো যিশু বেঁচে থাকতে বলে গিয়েছিলেন...'" কথাগুলো চিনতে পেরে মেয়েটি তার দিকে তাকাল। "এটা তো থমাসের গসপেল।"

তিনি মাথা নাড়লেন। "যিশু খ্রিস্টের বারোজন শিষ্যের একজন, যিনি মরণের পর যিশুর পুনরুত্থান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাকে ডাকা হয় সন্দেহবাদী থমাস নামে।"

"কিন্তু কেন এটি মানুষের চামড়া দিয়ে মোড়ানো?" বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল। "তোমার হারানো বন্ধু কী কারণে এমন বীভৎস জিনিস পাঠাতে গেলেন?"

"একটা সতর্কবার্তা হিসেবে।"

"কিসের জন্য?"

ভিগোর তার মনোযোগ আবারও খুলির দিকে ফেরালেন। "এই জাদুমন্ত্রটি আসলে দুনিয়া ধ্বংস না করে দেয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে লেখা এক বিনম্র আবেদন।"

"আবেদনটা আসলেই প্রশংসা করার মতো, তো—?"

তিনি ভাইঝিকে থামিয়ে দিলেন। "দুনিয়া ধ্বংসের দিন তারিখ মাথার খুলির ওপরে লেখা আছে। ইহুদিদের প্রাচীন দিনপঞ্জি থেকে ওই তারিখ আমি বর্তমানের আধুনিক তারিখে নিয়ে এসেছি।" তিনি লেখার মাঝে আঙুল বুলালেন, "এই কারণেই ফাদার জসিপ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে এই জিনিস পাঠিয়েছেন।"

র‍্যাচেল কথার ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য তাকিয়ে রইল।

ভিগোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন রাতের আকাশের ধূমকেতু দেখার জন্য, এতো উজ্জ্বল যে চাঁদের আলোও লজ্জা পেয়ে যাবে। ওখানে এখন কেয়ামতের অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তার মাঝে এক শিহরণ খেলে গেল। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন। "এই দুনিয়া টিকবে... আর মাত্র চার দিন।"

প্রথম অংশ
চূর্ণ-বিচূর্ণ

অধ্যায় : ১

১৭ই নভেম্বর, সকাল ৭:৪৫ পিএসটি
(প্যাসিফিক স্ট্যান্ডার্ড টাইম)
লস এঞ্জেলেস বিমান বাহিনীর ঘাঁটি
এল সেগুন্ডো, ক্যালিফোর্নিয়া

আতংক ইতোমধ্যে তার জায়গা করে নিতে শুরু করেছে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ওপরের পর্যবেক্ষণ ডেক থেকে, পেইন্টার ক্রো দেখলেন ঘরের টেকনিশিয়ানদের কিচিরমিচির আওয়াজ হঠাৎ করে থেমে গেছে। SMC (স্পেস এন্ড মিসাইল সিস্টেম সেন্টার) এর ফ্লোরের সবার মাঝে এক ধরনের ভয়ার্ত দৃষ্টি। এই ভোরবেলায় শুধু বিমান ঘাঁটির উচ্চপদস্থ অফিসাররা উপস্থিত আছেন, সেই সাথে আছেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের গবেষণা বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ মানুষ।

তাদের নিচের ফ্লোরটিকে বলা যায় নাসার ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। সেখানে সারি সারিভাবে রাখা আছে, কম্পিউটার কনসোল এবং স্যাটেলাইট কন্ট্রোল ডেস্ক। পেছনের দেয়ালে লাগোয়া তিনটা বিশাল এলসিডি স্ক্রিনের পর্দা। একদম মাঝখানের পর্দায় দেখাচ্ছে পৃথিবীর একটা মানচিত্র। পর্দায় আঁকাবাঁকা হয়ে ফুটে আছে উজ্জ্বল রেখা, যা অনুসরণ করছে একজোড়া মিলিটারি স্যাটেলাইটের গমনপথকে। সেই সাথে নিকটবর্তী ধূমকেতুকেও।

কোণার দিকে থাকা দুটো পর্দায় স্যাটেলাইটের ক্যামেরা থেকে পাওয়া ছবি সরাসরি দেখানো হচ্ছে। বাঁয়ে, পৃথিবীর একটি বাঁকানো রেখা মহাশূন্যের প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে দুলছে। ডানদিকের স্ক্রিনে, একটি ধূমকেতু তার লেজের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দিয়ে এর পেছনের নক্ষত্রগুলোকে আড়াল করে দখল করে রেখেছে পুরো পর্দা।

"কিছু একটা সমস্যা হয়েছে," পেইন্টার ফিসফিস করলেন।

"কী বলতে চাচ্ছ?" বস তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

জেনারেল গ্রেগরি মেটকাফ ডারপার চীফ, ডারপা হচ্ছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা। তিনি আপাদমস্তক ইউনিফর্ম পরে আছেন, বয়স পঞ্চাশের কোটায়, আফ্রিক্যান-আমেরিকান, এবং মার্কিন মিলিটারি একাডেমি ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে উঠে এসেছেন।

অন্যদিকে, পেইন্টার, আধা নেটিভ আমেরিকান, পরনে একটা কালো স্যুট। পায়ে একজোড়া কাউবয় বুট থাকায় তাকে আরও ইনফর্মাল লাগছে। ওগুলো লিসার কাছ থেকে পাওয়া উপহার। যে এখন নিউ মেক্সিকোতে গবেষণায় ব্যস্ত। বুটজোড়া পরার কারণে হয়তো কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করবে, তবে এগুলো তার বিশেষ পছন্দের। যেহেতু এগুলো পায়ে দিলে পুরো এক মাসের জন্য বাইরে যাওয়া তার প্রেমিকার কথা মনে পড়ে যায়।

নিচের কনসোলের দ্বিতীয় সারিতে থাকা অপারেশন সাপোর্ট অফিসারের দিকে ইশারা করে পেইন্টার বললেন, "কিছু একটা ওএসও-কে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে।"

মিশনের প্রধান স্পেশালিস্ট তখন স্টেশনে তার সহকর্মীর সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

মেটকাফ তার কথা উড়িয়ে দিলেন। "ওরা ব্যাপারটা সামলে নেবে। এটাই তো ওদের কাজ। ওদের জানা আছে ওরা কী করছে।" জেনারেল কথা শেষ করে দ্রুত কলোরাডো স্প্রিং থেকে পাস করা পঞ্চাশতম স্পেস উইং-এর কমান্ডারের সাথে আলোচনায় ফিরে গেলেন।

পেইন্টার-এর মাথা থেকে তারপরও চিন্তা পুরোপুরি দূর হল না। নিচের ক্রমবর্ধমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ওপর তাই কড়া নজর রাখলেন।

শুধু যে সিগমার ডাইরেক্টর হিসেবে এই কোড-ব্ল্যাক মিলিটারি মিশনটি দেখার জন্য তাকে আজ এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তা কিন্তু নয়। আরেকটা কারণ, ওই দুটো সামরিক স্যাটেলাইটের একটাতে তার নিজ হাতে ডিজাইন করা একটা যন্ত্রাংশও আছে।

এক জোড়া স্যাটেলাইট আইওজি-ওয়ান আর আইওজি-টু-চার মাস আগে মহাশূন্যে পাঠানো হয়। আইওজির পূর্ণ নাম ইন্টারপোলেশন অফ দা জিওডেটিক ইফেক্ট। একজন সামরিক পদার্থবিদের দেয়া নাম, যিনি এই প্রকল্পটি চালু করেছিলেন মূলত মহাকর্ষীয় গবেষণার জন্য। মানুষটার ইচ্ছে ছিল পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালের বক্রতার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করা, যেটা সহায়তা করবে স্যাটেলাইট আর ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার কাজে।

তবে, দুইবছর আগে একজোড়া শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধূমকেতুটি আবিষ্কারের পরপরই প্রজেক্টের মনোযোগ দ্রুত অন্য দিকে সরে যায়। বিশেষ করে, যখন ওখানে একটা অস্বাভাবিক শক্তি বিকিরণ দেখা যায়, তার পর।

পেইন্টার আড়চোখে তার বামপাশের সঙ্গিনীর দিকে তাকালেন। মেয়েটি এস্ট্রোফিজিসিস্ট (জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানী)। এসেছে স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরি থেকে।

ডক্টর জ্যাডা শ লম্বা গড়নের, বয়স মাত্র ২৩ বছর, দেহের গঠন দৌড়বিদের মতো চিকন। চেহারার রঙ উৎকৃষ্ট মানের কফির মতো কৃষ্ণবর্ণের, কালো চুল ছোট করে ছাঁটা, এতে তার লম্বা গলার সৌন্দর্য আরও ভালো করে ফুটে উঠেছে। পরনে সাদা রঙ-এর ল্যাব কোট আর জিন্স। এখন সে নার্ভাস ভঙ্গিতে বুড়ো আঙুলের নখ কামড়াচ্ছে।

বয়সে তরুণ এস্ট্রোফিজিসিস্ট, সতের মাস আগে হার্ভার্ড থেকে বের হয়ে এই কোড-ব্ল্যাক মিলিটারি মিশনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই জায়গার সাথে যে এখনও মানিয়ে নিতে পারেননি সেটা ভালমতোই প্রকাশ পাচ্ছে, তবে ব্যাপারটা লুকানোর জন্য চেষ্টার কমতিও কিন্তু করছেন না।

ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। সে এতো নার্ভাস হচ্ছে কী জন্য। ইতোমধ্যে তার কাজের জন্য তাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কোয়ান্টাম সমীকরণ ব্যবহার করে—যার হিসাবপদ্ধতি এত জটিল যে পেইন্টারের লোকদের বুদ্ধিতেও কুলাবে না—সে ডার্ক এনার্জি (কৃষ্ণ শক্তি) সম্বন্ধে অসাধারণ এক থিওরি আবিষ্কার করেছে। ডার্ক এনার্জি হচ্ছে সেই রহস্যময় শক্তি, যা দিয়ে সমগ্র মহাবিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ গঠিত। এবং আমাদের দুনিয়া যে প্রতি মুহূর্তে আকারে বাড়ছে, তাকে আরও বেগবান করার জন্য এই ডার্ক এনার্জিকেই দায়ী বলে মনে করা হয়।

তার দক্ষতার আরও প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, সেই হচ্ছে একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানী যে রাতের আকাশের জ্বলজ্বলে মহাজাগতিক অতিথির হঠাৎ আগমনের কিছু অস্বাভাবিক দিক ধরতে পেরেছে—একটা ধূমকেতু যার নামকরণ করা হয়েছে কমেট আইকন নামে।

দেড় বছর আগে, ডক্টর শ নতুন ডার্ক এনার্জি ক্যামেরার ডিজিটাল ফিডে চোখ রাখেন, একটা ৫৭০-মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যা আমেরিকার ফার্মিল্যাব বানিয়েছে আর স্থাপন করা হয়েছে চিলির পাহাড়ের ওপরের এক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। সেই ক্যামেরা ব্যবহার করে, ডক্টর শ সেই ধূমকেতুর চলার পথ অনুসরণ করেছেন। এর মাধ্যমেই তিনি এতে অস্বাভাবিকতা ধরতে পেরেছেন। তার বিশ্বাস এটাই হচ্ছে প্রমাণ যে, ওই ধূমকেতু তার চলার পথে ডার্ক এনার্জি নির্গত করছে যেটি এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ।

যেহেতু, সামরিক-অর্থনৈতিক দুদিক দিয়েই, এই জিনিসটির শক্তির নতুন উৎস হওয়ার বিশাল সম্ভাবনা আছে। তাই তৎক্ষণাৎ একে জাতীয় নিরাপত্তার ধুয়া তুলে, ছদ্মবেশের আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেই সময়ের পর থেকে, অতি গোপনীয় আইওজি প্রজেক্টের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে শুধু একটা লক্ষ্য ঠিক করা হয় ধূমকেতুতে ডার্ক এনার্জি থাকার সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করা। ওদের পরিকল্পনা, ধূমকেতুর জ্বলন্ত লেজের দিকে আইওজি-টুকে লেলিয়ে দেয়া হবে, যাতে সেটা ওই অস্বাভাবিক শক্তিকে শুষে নিতে পারে। আর ওই শক্তিকে স্যাটেলাইট পরে পৃথিবীর কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকা এর সহযোগী স্যাটেলাইট মহাকাশযানে ফিরতি প্রেরণ করবে।

সৌভাগ্যবশত এই কাজ সমাধা করার জন্য, আগের মিশন স্যাটেলাইটটিতে ইঞ্জিনিয়ারদের খুব বড় কোনো পরিবর্তন আনতে হয়নি। এর মূল নকশার একটা অংশের মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছে ক্রিস্টালের একটা নিখুঁত গোলক। যাকে স্যাটেলাইটের প্রাণকেন্দ্রে দাফন করা হয়েছে। পরিকল্পনা আছে, স্যাটেলাইটটিকে যদি একবার কক্ষপথে বসানো যায় তাহলে গোলকটিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে। এতে একটা জাইরোস্কোপিক এফেক্ট তৈরি হবে, যাতে পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালের বক্রতা

বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। যদি তারা সফলভাবে এক স্যাটেলাইট থেকে আরেক স্যাটেলাইটে ডার্ক এনার্জি রশ্মি আকারে প্রেরণ করতে পারে, তাহলে পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালের বক্রতায় খুব সামান্য পরিমাণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

এটা দারুণ সাহসী একটা পদক্ষেপ। এমনকি আইওজির পূর্ণ নামকে এখন মজা করে "আই অফ গড" (ঈশ্বরের চক্ষু) নামে ডাকা হচ্ছে। মনে মনে নতুন নামটার তারিফ করেন পেইন্টার। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, নিখুঁতভাবে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এটি। আর একে একে উদঘাটন করছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্য।

লিড স্পেশালিস্ট চিৎকার করে বলল। "মহাকাশযান দশ সেকেন্ডের মধ্যে ধূমকেতুর লেজে প্রবেশ করবে!"

শেষ পর্যন্ত তবে কাউন্টডাউন শুরু হল। ডক্টর শ এর চোখ সেঁটে আছে বিশাল স্ক্রিনের পর্দায় চলমান তথ্য প্রবাহের ওপর।

"আশা করি আগের বারে ওটা একটা ভুল ছিল, ডাইরেক্টর ক্রো," সে অস্ফুট স্বরে বলল। "এখন ভুল করার সময় না, যেহেতু আমরা এই মহাবিশ্বের জন্মের সাথে সম্পর্কিত একটা শক্তি নিয়ে কারবার করছি।"

সে যাই হোক না কেন, পেইন্টার ভাবল, এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

সকাল ৭:৫৫

ছয়টা মিনিট কষ্ট করে পার করার পর, আইওজি-টু এর উড্ডয়ন পথ ধীরে ধীরে গ্যাস এবং ধূলিকণায় আয়োনাইজ হয়ে মহাকাশের গভীরে হারিয়ে যেতে লাগল।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন পেইন্টার। পুরো রুমে সবার মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তের ঐতিহাসিক তাৎপর্য একবার ভালো করে অনুভব করার চেষ্টা করলেন তিনি।

"আইওজি-টুতে এনার্জি স্পাইক দেখা দিয়েছে!" ইকম টেকনিশিয়ান (ম্যানেজার অফ ইলেক্ট্রিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল এন্ড কনজুমেবলস) তার স্টেশন থেকে বলল।

মানুষের ফিসফিস করে কথা বলা শুরু হল, তবে সবাই চাপের মাঝে থাকায় দ্রুত কাজে ফিরে যেতে হল। এই রিডিং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেও হতে পারে।

সবকটি চোখ এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারের দিকের আরেকটা কনসোলের দিকে ঘুরে গেল, যিনি আইওজি-ওয়ানকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি তার মাথা ঝাঁকালেন। দেখে কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না যে, প্রথম স্যাটেলাইটের দ্বারা সংগ্রহকৃত এনার্জি পৃথিবীর কক্ষপথে ভ্রমণকারী যমজ স্যাটেলাইটকে পাঠানো হচ্ছে—তারপর ওই ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেলেন।

চিৎকার দিয়ে বললেন, "কিছু একটা পেয়েছি!"

এসএমসি কন্ট্রোল অফিসার তাড়াহুড়া করে ছুটে গেলেন তার দিকে। যেখানে সবাই কনফার্মেশনের জন্য অপেক্ষায় আছে, ডক্টর শ পৃথিবীর মানচিত্রের টেলিমেট্রি

ডাটার স্ক্রল বরাবর আঙুল তাক করে বললেন। "একে দেখে এখন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই তো মনে হচ্ছে।"

যদি তুমি তাই বল...

ওখানে যেই তথ্য প্রবাহ দেখাচ্ছে সেগুলোর অর্থ তার কাছে দুর্বোধ্য। আর এটি এখন আরও দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। নখ কামড়ানো উত্তেজনার আরেকটা মিনিটের পর, তথ্যের বন্যা ঝাপসা হয়ে গেল।

ইকম টেকনিশিয়ান হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। ধূমকেতুর লেজের মধ্য দিয়ে যাওয়া আইওজি-টুর যাত্রাপথের দিকে নজর রাখার সময় তার পর্দায় হঠাৎ হঠাৎ ওয়ার্নিং এবং এরর মেসেজের উদয় হচ্ছিল। "স্যার, এখানে এনার্জি লেভেল এখন অনেক নিচে নেমে গিয়ে শুধু লাল দাগে সতর্কবার্তা দেখাচ্ছে! আপনি আমাকে কী করতে বলেন?"

"বন্ধ করে দাও!" কন্ট্রোল অফিসার আদেশ দিল।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে, দ্রুত টাইপ করতে করতে ইকম টেকনিশিয়ান বলল। "অসম্ভব, স্যার! স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশন কন্ট্রোল সাড়া দিচ্ছে না।"

ডানদিকে, জায়ান্ট স্ক্রিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

"ভিডিও সম্প্রচারও হারালাম," টেকনিশিয়ান যোগ করল।

পেইন্টার কল্পনা করলেন, আইওজি-টু মহাশূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে, মহাকাশের আরেকটা আবর্জনা হিসেবে শূন্যে ভাসবে অনন্তকাল।

"স্যার!" আইওজি-ওয়ানের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোল অফিসারকে ইশারা করলেন তার পাশে আসার জন্য। "আমি এখানে নতুন রিডিং পাচ্ছি। আপনি এসে দেখলে ভালো হয়।"

ব্যাপার কী দেখার জন্য, ডক্টর শ পর্যবেক্ষণ ডেকের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার সাথে যোগ দিলেন পেইন্টার এবং সেই সাথে ডেকে থাকা বেশির ভাগ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারাও।

"জিওডেটিক ইফেক্ট বদলে যাচ্ছে," একটা মনিটরের দিকে আঙুল তাক করে, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাখ্যা করলেন। "দশমিক দুই শতাংশ বিচ্যুতি।"

"অসম্ভব," ডক্টর শ অস্ফুট স্বরে বলল। "যদি না পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালে ঢেউ খেলতে শুরু করে।"

"আর দেখুন!" ইঞ্জিনিয়ার বলে চলল। "আই অফ গডের জাইরোস্কোপিক মোমেন্টাম আরও শক্তিশালী হচ্ছে, উৎক্ষেপণের আগে যা হিসাব করা হয়েছিল তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। আমি এমনকি সম্মুখদিকে চালনামূলক একটা লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি!"

ডক্টর শ রেলিং শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন, মনে হবে নিচে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। "অসম্ভব। যদি না বাইরে থেকে একটা শক্তির উৎস 'আই অফ গডকে' জ্বালানি সরবরাহ করে।"

পেইন্টার মনে মনে নিশ্চিত ছিলেন যে, ডক্টর শ একে ডার্ক এনার্জি বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ডক্টর নিজেকে সামলে নিলেন। সবকিছু না জেনে এখনই মন্তব্য করাটা হবে বিরাট ভুল।

আরেকটা গলার স্বর চিৎকার দিয়ে উঠল—এই বার এসেছে কন্ট্রোল লেখা একটা স্টেশন থেকে। "আমরা কক্ষপথে আইওজি-ওয়ানের স্থিতিশীলতা হারাচ্ছি!"

পেইন্টার কেন্দ্রে থাকা বিশাল স্ক্রিনের দিকে তাকালেন, যেটা পৃথিবীর মানচিত্র এবং স্যাটেলাইটের যাত্রাপথ দেখাচ্ছে। আইওজি-ওয়ানের যাত্রাপথে সাইন ওয়েভ সুস্পষ্টভাবে চেপ্টা হয়ে গেছে।

"স্যাটেলাইটের ভেতরের জাইরোস্কোপিক ফোর্স অবশ্যই একে কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে," ডক্টর শ ব্যাখ্যা করলেন, তার গলার স্বরে একই সাথে ভয় এবং উত্তেজনা।

বামদিকের স্ক্রিন দেখাচ্ছে পৃথিবীর ছবি আস্তে আস্তে বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে, মনিটরের পুরো পর্দা দখল করে নিয়ে আড়াল করে দিচ্ছে মহাশূন্যকে। স্যাটেলাইটটি সরে যাচ্ছে তার কক্ষপথ থেকে। পৃথিবীর মাটিতে পড়তে প্রস্তুত।

বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে, স্যাটেলাইটের সম্প্রচারিত ছবি দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে গেল। অনেক আঁকাবাঁকা দাগ আর ভূতুড়ে ছায়া ভেসে এল, ছবিটি ঝাঁকি খেতে শুরু করল নেশাগ্রস্তের মতো।

এক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল মহাদেশ। সারি সারি মেঘের ফাঁক দিয়ে ফুটে উঠল সমদ্রের নীল জলরাশি।

এক মুহূর্ত পরে, অন্যগুলোর মতো এই স্ক্রিনের পর্দাও আঁধার হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে নেমে এল পিনপতন নীরবতা।

পর্দায় পৃথিবীর মানচিত্রে, স্যাটেলাইটের যাত্রাপথ হারিয়ে যেতে থাকল ধীরে ধীরে। অন্যদিকে কম্পিউটার বের করতে চেষ্টা করল, স্যাটেলাইটটি পৃথিবীর কোন জায়গায় গিয়ে মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হতে পারে তার সম্ভাবনা। হিসাবনিকাশ করে বের করার জন্য কম্পিউটারকে বেশ কিছু ব্যাপার বিবেচনায় আনতে হল। যেমন স্যাটেলাইট পৃথিবীতে প্রবেশের কোণাকুণি হার, বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তর ইত্যাদি।

"মনে হচ্ছে স্যাটেলাইট ধ্বংসাবশেষ মঙ্গোলিয়ার সীমান্তের কাছে গিয়ে পড়বে!" টেলিমেট্রি স্পেশালিস্ট বলল। "এমনকি চীনে গিয়েও পড়তে পারে।"

পঞ্চাশতম স্পেস উইং-এর কমান্ডার খেঁকিয়ে উঠলেন। "বাজি ধরে বলতে পারি, বেইজিং অবশ্যই এটাকে তুলে নেবে।"

পেইন্টার এ ব্যাপারে একমত। মহাশূন্য থেকে জ্বলন্ত কোনোকিছু ওদের কাছাকাছি একবার পড়লে হয়, চীন পড়িমড়ি করে সেদিকে ছুটে যাবে।

জেনারেল মেটকাফ কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন পেইন্টারের দিকে। পেইন্টার জানেন এই দৃষ্টির অর্থ কী। স্যাটেলাইটের উন্নত সামরিক প্রযুক্তি যেকোনো মূল্যে গোপন রাখতে হবে। কোনো মতেই একে বিদেশিদের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না।

এক মুহূর্ত, শেষ বারের মতো মিটিমিটি জ্বলে স্ক্রিনটি নিভে গেল। মৃত স্যাটেলাইটের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ।

“পাখির প্রাণ বায়ু উড়ে গেছে!” কন্ট্রোল অফিসার শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন। “সম্প্রচার বন্ধ। এখন, এটা শুধুই মাটিতে পড়ার অপেক্ষায় থাকা একটা পাথর।”

টেলিমেট্রি ডাটা পৃথিবীর মানচিত্র জুড়ে আস্তে আস্তে নামতে নামতে—এক পর্যায়ে থেমে গেল।

হঠাৎ, ডক্টর শ পেইন্টারের হাত খামচে ধরলেন। “স্যাটেলাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে যে ছবি দেখাচ্ছিল।” তিনি বললেন, “আমাদের অবশ্যই সেই ছবিটি ফিরিয়ে আনতে হবে।”

তার চোখজোড়ায় অস্বাভাবিক কিছু একটা ছিল, এমন কিছু যা দারুণভাবে ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো।

মেটকাফও ব্যাপারটা ধরতে পারলেন।

পেইন্টার তাকালেন তার বসের দিকে। “বসে থেকো না। কাজ শুরু করে দাও।”

ফ্লোরে থাকা সবার কাছে আদেশ পৌঁছে গেল। ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ানরা শুরু করলেন তাদের খেল দেখানো। কয়েক মিনিটের ব্যস্ত ছুটাছুটির পর, সেই সর্বশেষ ছবি আবারও ফুটে উঠল বড় পর্দায়।

ঘরের সবার নিশ্বাস আটকে এল।

মেটকাফ পেইন্টারের কানে কানে বললেন। “যদি ওই স্যাটেলাইটের একটা ক্ষুদ্র কণাও টিকে থাকে, তাকে খুঁজে বের কর। বিদেশিরা যেন ঘূর্ণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।”

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে পেইন্টারও আর অযথা কথা বাড়ালেন না। “আমার ফিল্ড অপারেটিভরা ইতোমধ্যে ওই এলাকায় আছে।”

মেটকাফ তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, নির্বাকভাবে জানতে চাইছেন সেটা কিভাবে হয়।

স্রেফ ভাগ্যের খেল!

তবে এই ভাগ্যকে কাজে লাগাতে হলেও, সবাইকে একত্র করে, দ্রুতগতিতে দল গঠন করতে হবে। কিন্তু তারপরেও, সব কাজ ফেলে, পেইন্টার হা করে চেয়ে রইলেন স্ক্রিনের দিকে।

স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিতে দেখানো হচ্ছে আমেরিকার পুব দিকের উপকূলীয় এলাকাকে। স্যাটেলাইটটি আকাশ থেকে জ্বলন্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ার সময় এই ছবি তুলেছে। ছবির মান তেমন ভালো না। তবে উপকূলীয় শহরগুলোর অবস্থা বুঝার জন্য যথেষ্ট ভালো।

বোস্টন, নিউ ইয়র্ক শহর, ওয়াশিংটন ডি.সি.।

প্রত্যেকটা শহর আগুনে ধোঁয়ায় ধিকিধিকি জ্বলছে।

অধ্যায় : ২

১৭ই নভেম্বর, রাত ১১:৫৮ সিএসটি
(চায়না স্ট্যান্ডার্ড টাইম)
ম্যাকাও, পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না

এক হারিয়ে যাওয়া মানুষের খোঁজে ওরা পাড়ি দিয়েছে অর্ধেক দুনিয়া।

সামনে পেছনে বহু মানুষের দীর্ঘ লাইন রেখে স্টিমারের বাইরে বেরিয়ে এলেন কমান্ডার গ্রে পিয়ের্স। হাঁটছেন ফেরি টার্মিনালের দিকে। উচ্চ গতির কাটামারান হং কং থেকে ম্যাকাও এর উপদ্বীপে পৌঁছে দিয়েছে তাকে। সময় লেগেছে এক ঘণ্টার চেয়ে একটু বেশি। তিনি পিঠটা একটু সিধা করে আড়মোড়া ভাঙলেন। অপেক্ষা করছেন কখন লোকে লোকারণ্য টার্মিনাল বিল্ডিং-এর পাসপোর্ট কন্ট্রোল ফাঁকা হবে।

আকাশের ধূমকেতুর সম্মানে আজকে পানির ওপরে লণ্ঠন ভাসিয়ে দেয়ার বিশেষ এক উৎসবের আয়োজন হয়েছে। উৎসব উদযাপন করতে তাই দলে দলে লোকজন আসছে। বড় একটা পার্টি চলছে, যেখানে হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে হ্রদে এবং নদীতে প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি টার্মিনাল থেকেও শয়ে শয়ে ক্ষুদ্র বাল্বের মতো আলো চোখে আসছে, যেন অসংখ্য ফুল এখানে ওখানে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে।

ওদের লাইনের সামনে, চেহারায় অসংখ্য বলিরেখাওয়ালা বয়স্ক একজন মানুষ দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন একটি বাঁশের খাঁচা। খাঁচার ভেতরে একটা জীবন্ত হাঁস। দুইজনের চেহারাই একইরকম গোমড়ামুখো। সতের ঘণ্টার ফ্লাইটের পর গ্রের চেহারাও এখন ওদের মতোই।

"ওই হাঁস আমার দিকে তাকায়া আছে কী জন্য?" কোয়াওস্কির প্রশ্ন।

"শুধু যে ওই হাঁসই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তা কিন্তু না," গ্রের উত্তর।

কোয়াওস্কি বিশালদেহী মানুষ, পরনে জিন্স আর পা পর্যন্ত লম্বা কোট। গ্রের চেয়ে এক মাথা লম্বা সে। বকের মতো উঁচু তার মাথাটি টার্মিনালের সবাইকে ছাপিয়ে বের হয়ে আছে। কয়েকজন তো এমনকি মার্কিন দৈত্যের ছবি পর্যন্ত তুলল, যেন একটা খাঁজকাটা গডজিলা কদমছাঁট চুল নিয়ে তাদের মাঝে হাজির হয়েছে।

গ্রে তার আরেক ভ্রমণসঙ্গীর দিকে ঘুরল, "এই লোকটার কাছে মূল্যবান তথ্য নাও থাকতে পারে। তাই বেশি আশা না করাই ভালো।"

সেইশান শ্রাগ করল। আপাতদৃষ্টিতে নির্বিকার, কিন্তু তার ভ্রুর ভাঁজ দেখে মনে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটা গ্রে আন্দাজ করতে পারল। শুধু এই লোককে সামনাসামনি জিজ্ঞেস করার জন্য এত দূর এসেছে ওরা। সেইশানের মায়ের ভাগ্যে কী ঘটেছে জানার জন্য এই লোকটাই শেষ ভরসা। বাইশ বছর আগে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন সেইশানের মা। অস্ত্রধারী লোকেরা একটি নয় বছর বয়সি বাচ্চা মেয়েকে ফেলে, ভিয়েতনামের নিজ বাড়ি থেকে পালাতে বাধ্য করেছিল তাকে। সেইশানের বদ্ধমূল ধারণা ছিল তার মা বহু আগেই মারা গেছে। কিন্তু মাস চারেক আগে নতুন একটা তথ্য পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হল তিনি এখনও বেঁচে আছেন। এই তথ্য পেতে আর এতদূর পর্যন্ত আসতে তাদেরকে সিগমার সব ক্ষমতা কাজে লাগাতে হয়েছে।

হয়তো এই তথ্যটাও ভুল, কিন্তু খোঁজ চালানো বন্ধ করা যাবে না।

সামনে, অবশেষে লাইন পরিষ্কার হল। কাস্টমস অফিসারের বিরক্তিমাখা মুখের দিকে এগিয়ে গেল সেইশান।

সেইশানের পরনে কালো রঙ-এর জিন্সের প্যান্ট, হালকা সবুজ রঙ-এর ঢিলা সিল্ক ব্লাউজ যা তার চোখের রঙ-এর সাথে ম্যাচ করা, সেই সাথে কাশ্মীরি শালের ফতুয়া যাতে রাতের ঠাণ্ডা শরীরে ভিড়তে না পারে, পায়ে হাইকিং বুট।

তার চেহারা অন্তত এখানে মানিয়ে যায়, কারণ এখানকার নিরানব্বই শতাংশ মানুষ এশীয় বংশোদ্ভূত। তার ক্ষেত্রে, যেহেতু শরীরে ইউরোপিয়ান রক্তও বইছে, ভিড়ের মধ্যেও তাকে খানিকটা আলাদা করে চেনা যায়। তার সরু চেহারা আর চোখের নিচের হাড়ের অংশ দেখলে মনে হবে সেটি সাদা মার্বেল পাথর খোদাই করে বানানো। তার কাজুবাদাম আকৃতির চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে পালিশ করা সবুজ রঙ-এর রত্নের মতো। মেয়েটির একমাত্র কোমল দিক, তার ঘাড় বেয়ে নেমে আসা দীঘল কালো কেশ।

এতগুলো বৈশিষ্ট্য একজন সীমান্ত রক্ষীর কড়া নজর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

সীমান্ত রক্ষী মানুষটি মোটাসোটা, পেটের স্ফীত অবস্থার কারণে পোশাকের বোতাম ছুটে বের হয়ে আসে আসে। সেইশানকে দেখে সিধা হয়ে বসলেন তিনি। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে তার হাতে পাসপোর্ট তুলে দিল। ওখানকার সব কাগজপত্র জাল, গ্রে আর কোয়াওস্কির কাগজেরও একই অবস্থা। কিন্তু তারপরেও এই বস্তুর ওয়াশিংটন ডি.সি. এবং হংকং-এর তুলনামূলক কঠোর এন্ট্রি পয়েন্ট পার হয়ে আসতে সমস্যা হয়নি।

ওদের কেউই চায় না নিজেদের আসল পরিচয় চাইনিজ সরকারের কাছে ফাঁস হোক। গ্রে আর কোয়াওস্কি দুইজনেই সিগমা ফোর্সের ফিল্ড অপারেটিভ। সিগমা হচ্ছে ডারপার একটা গোপন শাখা, যা স্পেশাল ফোর্সের সাবেক সৈনিকদের নিয়ে গঠিত। কাজে যোগ দেয়ার আগে এই সৈনিকদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নতুনভাবে তালিম দেয়া হয়, যাতে তারা বৈশ্বিক হুমকির বিরুদ্ধে দুনিয়াকে রক্ষা

করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। সেইশান আগে আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত অপরাধীদের হয়ে গুপ্তঘাতকের কাজ করতো, কিন্তু এক পর্যায়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে সিগমার হয়ে কাজে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। যদিও অফিসিয়ালি সে সিগমার অংশ না, কিন্তু আড়ালে থেকে ওদের হয়ে কাজ করে।

অন্তত এখনকার জন্য।

একটু পর গ্রে আর কোয়াওস্কি কাস্টমের হাত থেকে ছাড়া পেল। বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল। জনবহুল রাস্তায় ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। গ্রে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ম্যাকাও-এর উপদ্বীপ আর এর সাথে সংযুক্ত দ্বীপগুলোর প্রশস্ততার দিকে। নিয়ন বাতির উজ্জ্বল আলো ওদেরকে ডাকছে ইশারা দিয়ে, সাথে উচ্চশব্দে গান আর বহু মানুষের পদধ্বনি।

ম্যাকাও, আগে একসময় পর্তুগীজদের কলোনি ছিল। পরে দক্ষিণ চীনের জুয়ার আখড়া হয়ে উঠে। আর এখন তো এর আয় লাস ভেগাসকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফেরি টার্মিনাল থেকে সামান্য হাঁটা দূরত্বে হলদে স্বর্ণালি স্থাপনায় শহরের বৃহত্তম ক্যাসিনো গড়ে উঠেছে, নাম দ্যা স্যান্ডস ম্যাকাও। ধারণা করা হয়, তিরিশ কোটি ডলারের এই স্থাপনা তার নির্মাণ ব্যয় এক বছরের মধ্যে উঠিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একে একে আরও অনেক জুয়ার আখড়া ক্যাসিনো ব্যাঙ-এর ছাতার মতো গজাচ্ছে। বর্তমানে সংখ্যায় তেত্রিশটার মতো হবে। এবং এতগুলো ক্যাসিনো গড়ে উঠেছে ওয়াশিংটন ডিসির ছয় ভাগের মাত্র এক ভাগ আয়তনের একটা জায়গার মধ্যে।

কিন্তু ম্যাকাও-এর আবেদন শুধু এর জুয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। শহরে বেহিসাবি-উদ্দাম আনন্দের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু কিছু বৈধ, বেশির ভাগই অবৈধ। স্লট মেশিন আর পোকার টেবিলের বাইরেও সেগুলো বেশ ভালোভাবেই বিস্তৃত। এছাড়া ভেগাসের সেই পুরানো প্রবাদবাক্য এখানেও ভালমতোই চলে।

ম্যাকাও-এ যা ঘটে তা ম্যাকাও-এর ভেতরেই থাকে।

গ্রে-ও চায় ব্যাপারটা এরকমই থাকুক। ট্যাক্সি যখন সামনে এসে থামছে তখনও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জনতার ওপর রাখা। কেউ একজন তাকে হটিয়ে ট্যাক্সিতে উঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গ্রে পিঠ ঠেকিয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। কোয়াওস্কি ততক্ষণে মাথা নুইয়ে সামনের সিটে বসে পড়েছে, অন্যদিকে গ্রে আর সেইশান নিজেদের গলিয়ে নিয়েছে পেছনের সিটে।

সামনে ঝুঁকে, খুব দক্ষতার সাথে ড্রাইভারের সাথে কিছুক্ষণ ক্যানটোনিজ ভাষায় কথা বলল সেইশান।

একটু পরে, গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে চলল তাদের গন্তব্যের দিকে।

পিছনে আরাম করে বসলে পরে গ্রেকে তার মানিব্যাগ ফিরিয়ে দিল সেইশান।

গ্রে তার মানিব্যাগের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। "এটা তুমি কোথায়-?"

"তোমাকে পকেটমারে ধরেছিল। এখানে আরও সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।"

সামনের সিট থেকে ভেসে এল কোয়াওস্কির উচ্চ স্বরে হাসি।

গ্রে গলা বাড়িয়ে চারপাশে দেখার চেষ্টা করল। মনে করার চেষ্টা করছে চলার পথে কেউ তাকে ধাক্কা মেরেছিল কি-না। তখনই মনে পড়ল, ওই লোকটা তার মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য চালাকি করে আর একই সময় অন্য আরেকজন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিয়ে নেয় ওর পকেটের মানিব্যাগ। এবং সুস্পষ্টভাবে ওর মান-সম্মানও। সৌভাগ্যবশত, এরকম কিছু কিছু কেরামতি সেইশানেরও জানা, যেগুলো এইরকম বিপদসংকুল রাস্তাঘাট থেকেই শিখেছে ও।

মায়ের উধাও হয়ে যাওয়ার পর, সেইশানের শৈশব কাটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দারিদ্র্যপীড়িত এতিমখানাগুলোতে। যতক্ষণ না তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ মারার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সত্যি বলতে, প্রথম বারে যখন দুইজনের সাক্ষাৎ হয়, তখন সে গ্রের বুক বরাবর গুলি করেছিল। আন্তরিক সাক্ষাৎ বলতে যা বুঝায় সেরকম কিছু না। এখন, তার আগের মালিকের ব্যবসা ধুলায় মিশে যাওয়ার পরে দেখা গেল, মেয়েটি আবারও এতিম। অনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ নিয়ে দুনিয়ার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে ভাসমান অবস্থায়।

সেইশান হচ্ছে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খুনি, যাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে তার শিকড় থেকে।

এমনকি গ্রে-ও জানে এই মেয়ে যেকোনো মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যেতে পারে এবং এরপর আর কখনও ওর দেখা পাওয়া যাবে না। গত চার মাস ধরে ওরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছে, হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। তারপরেও ওদের দুইজনের মাঝে একটা দেয়াল জিইয়ে রাখছে সেইশান। গ্রের বন্ধুত্ব, সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করেছে, এমনকি একবারের জন্য বিছানাও। তবে সেই রাতে তেমন কিছু ঘটেনি। বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করতে হওয়াতেই সেটা ঘটে। আর ব্যাপারটা দুজনের বোঝাপরাতেই হয়, বেশি কিছু না। তারপরেও, সেই রাতে গ্রে এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারেনি। সেইশানের পাশে শুয়ে থাকা, তার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনা, এই করেই কেটে গিয়েছিল সেই রাত।

সেইশান বুনো জানোয়ারের মতোন। ভীতু, সবসময় সতর্ক, পোষ মানানো যায় না।

গ্রে যদি তাড়াহুড়া করে কিছু করার চেষ্টা করে, তাহলে সে হয়তো ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাবে।

এমনকি তার বুক পিঠ এখনও ট্যাক্সিতে শক্ত করে লেপ্টানো। একটু কাছে সরে এসে গ্রে তাকে টেনে আনল। অনুভব করছে মেয়েটির শরীরের টানটানভাব একটু কমেছে। সে নিজেকে গ্রের পাশে ঝুলিয়ে দিল। গ্রে এক হাত দিয়ে ওর কানে গিটার বাজাতে লাগল, আরেক হাত রাখল মেয়েটির হাতে। গ্রের একটা আঙুল তার বুড়ো আঙুলের কাটা দাগ খুঁজে বের করল।

নতুন দুনিয়ায় সেইশানের জায়গা করে নেয়া পর্যন্ত শুধু এইটুকুর আশাই করতে পারে গ্রে। সেই সাথে ও এটাও অনুভব করতে পারল, গত চার মাস ধরে

মায়ের খোঁজ পাওয়ার জন্য কোন জিনিসটি জ্বালানি সরবরাহ করছে মেয়েটিকে। নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কারের জন্য এটা একটা সুযোগ। সেই মানুষটার সাথে আবার মিলিত হওয়া, যে তাকে ভালোবাসতো, ছোটবেলায় আগলে আগলে রেখেছিল ওকে। মাকে পেলে হারিয়ে যাওয়া পরিবার আবারও পুনর্নির্মাণ করতে পারবে সেইশান। এবং শুধু তখনই, নিজের দৃষ্টি অতীত থেকে সরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে ফেরাতে পারবে মেয়েটি।

সেই লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছে গ্রে। ভালোবাসার মানুষের জন্য সেটি সে অর্জন করবেই। এবং এরজন্য সম্ভব অসম্ভব যেকোন কিছু করতে রাজি ও।

"যদি এই লোক কিছু জানে," গ্রে বড় গলায় কথা দিল, "ওর কাছ থেকে আমরা সেটা বের করে আনবোই।"

রাত ১২:৩২

"এখন ওরা পথে আছে," ফোনে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসল। "আর কয়েক মিনিটের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।"

"টোমাজ, ওদের পরিচয় সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত?"

জু-লঙ দেলগাডোর শরীরের ভর দেয়া আছে টেবিলের ওপর। এই টেবিল নিরেট সিলন কাঠ দিয়ে তৈরি। কাঠটি অনেক দুর্লভ আর দামি, যেটি প্রকাশ করছে তার রুচি কতটা উঁচুদরের। অফিসের বাকিটুকু দখল করে রেখেছে প্রাচীন সব শিল্পকর্ম। তার নিজের মতোই, সেগুলো পর্তুগীজ আর চাইনিজের মিশ্রণ।

"ওই লোকটির কাগজপত্র চুরি করতে চেষ্টা করেছিলাম," টোমাজ বলল, "কিন্তু মাঝখানে ওই মেয়েটা হস্তক্ষেপ করে। কিভাবে যেন আমাদের কাছ থেকে মানিব্যাগ নিয়ে নেয়।"

মেয়েটার দেখছি ভালোই কারিকুরি জানা।

টেবিলে রাখা আছে তিনটা ফটো। জু-লঙ হাত রাখলেন তার একটার ওপর। এই মেয়েটি ইউরেশীয়, তার মতোই এর রক্তেও দুটো ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে, মেয়েটা ফরাসী-ভিয়েতনামিজ।

তিনি কম্পিউটার মনিটরের পর্দায় পড়া নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন। উনিশ শতকের গোঁড়ায় হওয়া আফিম যুদ্ধের পর থেকে তাদের পর্তুগীজ পরিবার ম্যাকাও-এ আছে। তার পদবি বাবার কাছ থেকে ধার করা। নাম এসেছে মায়ের দিক থেকে। একইভাবে বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন গোল গোল চোখ আর মাথার ঘন কালো চুল, এই মুহূর্তে সেটি সুন্দর করে আঁচড়ানো। মায়ের দিক থেকে এসেছে মার্জিত আচরণ এবং মসৃণ চেহারা। তার বয়স চল্লিশের কোটায় হলেও দেখে তারচেয়ে কম মনে হয়। তার তারুণ্যে ভরপুর চালচলন দেখে কেউ কেউ ভুল করে তাকে নাবালক হিসেবে ধরে নেয় এবং অযাচিতভাবে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। এবং তখনই তারা করে বসে জীবনের সবচে বড় ভুল।

এমন ভুল, যার পুনরাবৃত্তির সুযোগ তাদেরকে আর দ্বিতীয়বার দেয়া হয় না।

জু-লঙ এর সবচে বড় প্রতিভা : মানুষের নজর ফাঁকি দিয়ে চলাফেলা করতে পারা, বহুদূর থেকে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা, সামান্যতম সুযোগ থেকেও লাভ আদায় করে নেয়া।

জু-লঙ এবার তার মনোযোগ ফেরালেন ছবিতে থাকা মেয়েটির দিকে। একজন গুপ্তঘাতক হিসেবে এর মাথার দাম বাড়াবাড়ি রকমের বেশি ধরা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ইসরাইলী মোসাদ তার মৃত্যুর জন্য সর্বোচ্চ দর হেঁকেছে। অতীতের কিছু অপরাধের জন্য ঠিক হয়েছে এই মেয়েকে খুন করা হবে। তার জড়িত থাকার কথাও গোপন থাকবে।

এবার তার দৃষ্টি ফেরালেন সাবেক মিলিটারি সেনার ছবির দিকে। রোদে পুড়ে যাওয়া চেহারা, ঘন নীল রঙ এর চোখ সূর্য থেকে আসা রোদের কারণে কুঁচকে আছে, কঠোর চোয়াল ঢাকা পড়ে গেছে খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়ালে। এই জনের দর এখনও বেড়েই চলেছে, বিশেষ করে গত বারো ঘণ্টা জুড়ে। মনে হচ্ছে এই লোক জীবনে কম শত্রু বানায়নি অথবা খুব মূল্যবান কিছু গোপন কথা এর জানা। তবে সেটা নিয়ে তাকে চিন্তা না করলেও চলবে। জু-লঙ এর কারবার শুধু মাল নিয়ে। এখন পর্যন্ত, সিরিয়ার একজন বেনামী ক্রেতা এই মালের জন্য সর্বোচ্চ দর হেঁকেছে।

তৃতীয় জন—দেখতে গরিলার মতো—দেহরক্ষীর চেয়ে বেশি কিছু মনে হচ্ছে না একে। আসল দুটো পুরস্কার বগলদাবা করার জন্য আগে একে পথ থেকে সরাতে হবে।

ওদের দুজনকে সহজেই ফেরিঘাট থেকে তুলে নিয়ে আসা যেতো। তবে দিনের আলোয় সবাইকে সামনে রেখে এমন একটা অপহরণ কার্য করলে নানান রকম ঝামেলা পোহাতে হত উনাকে। ১৯৯৯ সালে চাইনিজরা ম্যাকাও-এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়ার পর এখন অনেক গোপনীয়তা মেনে কাজ সারতে হয় তাকে। যদিও এর ভালো দিক হচ্ছে, নতুন সরকারের কঠোর অভিযানের কারণে এলাকার বেশির ভাগ চাইনিজ ট্রায়াড গ্যাং উৎখাত হয়েছে, প্রতিযোগিতা দূর হয়েছে এবং এর কারণে তার সংগঠন আরও বেশি ক্ষমতা ভোগ করতে পারছে। এখন, ম্যাকাও এর 'বস' হিসেবে, সবাই তাকে এই নামেই ডাকে, সব কিছুতেই তার খবরদারি চলে। এবং চাইনিজ সরকার বেশিরভাগ সময়ই চোখ বুজে থাকে, যতক্ষণ না পরিস্থিতির ওপর শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছেন জু-লঙ এবং সরকারি কর্মকর্তারাও তাদের সাপ্তাহিক চাঁদা সময়মতো পাচ্ছে।

ম্যাকাও যেমন দিনকে দিন সম্পদশালী হচ্ছে, তিনিও হচ্ছেন।

"তোমার লোকেরা ক্যাসিনো লিসবোয়াতে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে?" টোমাজকে জিজ্ঞেস করল জু-লঙ, কোনো ভুল দেখতে চান না তিনি। "ওদেরকে তুলে নিয়ে আসতে প্রস্তুত?"

"জ্বী, সিনর।"

"ভালো। আর ওদের কাছ থেকে কেমন বাধা আসতে পারে বলে মনে হয়?"

"ওদের কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। যদিও আমাদের সন্দেহ ওদের সবার কাছে ছুরি আছে। তবে তাতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না।"

সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন জু-লঙ।

ফোনটা রেখে, তিনি পর্তুগীজ নৌবাহিনীর ব্যবহৃত বহুপুরাতন সিন্দুকের ওপর রাখা প্লাজমা স্ক্রিনের পর্দার দিকে তাকালেন। টোমাজকে দিয়ে আগেই তিনি ক্যাসিনো লিসবোয়ার গার্ডকে ঘুষ দিয়ে রেখেছেন, যাতে ক্যাসিনোর অভ্যন্তরীণ ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, বিশেষ করে প্রধান গেমিং ফ্লোরের বাইরে ভিআইপি রুমের ভিডিও। এই ধরনের ভিআইপি রুম ম্যাকাওতে অনেক আছে। উঁচুদরের জুয়ারিদের জন্য বানানো হয়েছে এগুলো, যাদের চাহিদা প্রাইভেট টেবিল বা ম্যাকাও-এর কোনো অভিজাত পতিতার সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটানো।

এই রুমের একমাত্র বাসিন্দা এখন লাল রঙ-এর রেশমি সোফায় বসে তার অতিথির জন্য অপেক্ষা করছেন। গত কয়েক দিন ধরে এই লোক সবাইকে আজ রাতের সাক্ষাৎ এবং সেই সাথে নিজের সৌভাগ্যের কথা বলে বেড়াচ্ছে। আর যখন এই পরিমাণ নতুন আসা টাকার ব্যাপারে গুজব চালু হয়, বিশেষ করে বিদেশি মুদ্রার বিশাল অংকের টাকা, জু-লঙ দেলগাডোর কান পর্যন্ত খবর পৌছাতে বিন্দুমাত্র দেরি হয়না। তিনি দ্রুত নবাগত অতিথিদের পরিচয় আবিষ্কার করেন।

যেখানে বাতাসে টাকা উড়ে, সেখানে লাভ করার একটা না একটা রাস্তা সবসময়ই বের হয়ে যায়।

জু-লঙ টেবিলের পেছন দিকের জানালার বাইরের খোলা চত্বরে চোখ রাখলেন। তাদের পারিবারিক প্রাসাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে লিয়াল সেনাদো চত্বর, ঐতিহাসিকভাবে এটিকে ধরে নেয়া হয় ম্যাকাও এর ঔপনিবেশিক প্রাণকেন্দ্র, এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্তুগীজ সেনারা কুচকাওয়াজ করছে। আর ছুটির দিনে চাইনিজরা এখানে ড্রাগন নৃত্যের আয়োজন করে। এমনকি এই রাতেও, পাশের গাছগুলোতে লণ্ঠন ঝুলছে, খাঁচার মধ্যে রাখা আছে গান গাওয়া পাখি। চত্বরের সামনে ছোট একটা মাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়ামাটির পাত্রে মোমবাতি ভাসিয়ে রাখা, যাতে বিদেহী আত্মার গমনপথ আলোকিত হতে পারে।

কিন্তু সবচে বড় অগ্নিশিখা ঝুলে আছে আকাশে, উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ধূমকেতুর রুপালি অগ্নিশিখা।

সন্তুষ্টচিত্তে, তিনি থিতু হয়ে বসলেন অফিসের সিটে। মনোযোগ নিবদ্ধ প্লাজমা স্ক্রিনের পর্দায়। ক্যাসিনো লিসবোয়ায় আজ রাতের বিনোদন উপভোগ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত।

রাত ১২:৫৫

এটা তো সেই ম্যাকাও না যা সে মনে করতে পারে।

ক্যাব থেকে বের হয়েই সেইশান চারপাশে তাকাল। শেষবার যখন এখানে এসেছে, তাও প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেছে। পথ দিয়ে আসার সময় ট্যাক্সির

জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা অতীতের সেই ক্লান্ত পর্তুগীজ শহরকে আজ চিনতে বেগ পেতে হচ্ছে। কোথায় গেল আগের সেই সরু সরু গলি, ঔপনিবেশিক আমলের প্রাসাদ এবং ব্যারো চত্বর।

এগুলো এখন চাপা পড়ে গেছে নিয়ন বাতি আর চারপাশের বিত্ত বৈভবের আড়ালে। সেই আমলে, এমনকি ক্যাসিনো লিসবোয়ার অবস্থাও ছিল ভীষণ করুণ এবং কোনভাবেই আজকের বিয়ে বাড়ির মতো না। আর সর্বশেষ সংস্করণের কথা নাই বা বললাম, দ্যা গ্র্যান্ড লিসবোয়া, স্বর্ণালি টাওয়ার, তিনশ মিটার লম্বা পদ্ম ফুলের আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে।

নিঃসন্দেহে এটা সেই ম্যাকাও না, যা সে মনে করতে পারে।

অতীতের অস্পষ্ট সময়ের সাথে শুধু একমাত্র সাদৃশ্য হচ্ছে সেই সব হাজার হাজার জ্বলন্ত প্রদীপ যা ভেসে বেড়াচ্ছে পাশের নাম ভান হ্রদের পানিতে। হ্রদের কিনারায়ও অনেক ধূপ জ্বালানো হয়েছে। এবং মৃদুমন্দ হাওয়াকে সুরভিত করা হয়েছে আদা, মৌরি আর চন্দনের সুবাস দিয়ে। মৃত মানুষকে সম্মান দেখানোর এই ঐতিহ্য এখানে হাজার বছর ধরে চালু।

অনেক বছর সেইশান তার মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এরকম প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে।

এবার হয়তো সেই দিন ফুরালো বলে।

হাতঘড়ি দেখতে দেখতে সেইশানকে সামনে এগোনোর জন্য তাড়া দিল গ্রে, "হাতে আছে আর মাত্র ৫ মিনিট। তাড়াতাড়ি পা চালাও।"

গ্রে কোয়াওস্কিকে সামনে নিয়ে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, আর পেছন থেকে ওদেরকে অনুসরণ করছে সেইশান। অবশ্য সবসময় স্বামীর আজ্ঞা মেনে চলা বৌ -এর মতোন করে না, বরঞ্চ সে আসলে পেছন থেকে ওদের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখছে। ম্যাকাও এর আসল চেহারা হয়তো চোখ ঝলসানো নিয়ন বাতি আর জ্বলজ্বলে আলোর আড়ালে ঢাকা। কিন্তু সেইশান জানে, যখনই এতো ছোট একটি জায়গার মধ্যে এত পরিমাণে ধন সম্পত্তির আনাগোনা হয়, বিশেষ করে এমন একটা এলাকা, যেটির ধনী মানুষের ব্যাপারে তেমন খ্যাতি নেই, তখন বেশির ভাগ সময়ই সেই জায়গায় অপরাধ আর দুর্নীতি অনেক গভীরে তার শিকড় বিস্তার করে। পুরানো ম্যাকাওকে ওর চেনা আছে—গুণ্ডাদের মধ্যে মারামারি, মানব পাচার আর মানুষ খুন—এখনও এখানে ছায়ার মাঝে অনবরত ঘটেই চলেছে।

সেইশান দেখল, একদল থাই পতিতা হোটেলের কাছাকাছি ঘুরাঘুরি করছে, ম্যাকাও-এর এই এলাকায় দুর্নীতির শিকড় কতটা বিস্তৃত তার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। গ্রের শরীরের পুরুষালি সৌন্দর্য আর ওর কাছে আমেরিকান ডলার থাকার লক্ষণ দেখতে পেয়ে, ওদের একজন এগিয়ে এল গ্রের দিকে। কিন্তু সেইশান ওর দিকে এমন কটমট করে চাইল যে ওই মেয়েটি বাধ্য হল দ্রুত পিছিয়ে যেতে।

কোনো অসুবিধার মুখোমুখি না হয়েই ক্যাসিনো লিসবোয়ায় প্রবেশ করল ওরা। তৎক্ষণাৎ নাকে এসে আঘাত করল তামাকের কটু গন্ধ, জ্বালা করে উঠল চোখমুখ। সিগারেটের ঘন ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে আছে ভেতরের বাতাস, আলো-আঁধারিতে ঘেরা জায়গাটি একই সাথে অন্ধকার এবং ভীতিকর।

ওই আঁধারের মাঝ দিয়ে গ্রে-কে অনুসরণ করতে থাকল সেইশান।

এখানে লাস ভেগাস ক্যাসিনোর মতো অতটা চাকচিক্য নেই। পুরানো দিনের মতো করে বাজি খেলা হয় এখানে, আগের কালের একটা স্মৃতিচিহ্ন। ছাদের সিলিং নিচুতে ঝোলানো আর বাতি জ্বলছে মিটমিট করে। স্লট মেশিন ঝমঝম শব্দ করছে এবং বাতি চিলিক মারছে। মেইন ফ্লোরের গেমিং টেবিল বিশেষভাবে দখল করে আছে : বাকারা, পাই গাও, সিক বো, ফ্যান ট্যান। এক দল লোক, চেহারায় অসংখ্য দাগ, অনর্গল চেঁচিয়েই যাচ্ছে। আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে আছে মেয়েরা। মারাত্মকভাবে সিগারেট টেনেই যাচ্ছে। ভাগ্যের সহায়তা লাভের জন্য অনেকেই গলায় তাবিজ পরে আছে। দুটি কারণে এই লোকগুলোর এখানে আসা; নিজেদের বদঅভ্যাস অথবা ফটকা উপায়ে ভাগ্য ফেরানো।

কারুকার্য করা বারোটা ড্রাগন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সিলিং-এ, আলোকিত গোলক আঁকড়ে রেখেছে সেগুলোকে, যেটি রঙ পাল্টাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ওদের মধ্যে দুটি গোলক আলো দিচ্ছে না, যা প্রকটভাবে প্রকাশ করছে এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকে।

তারপরেও, সেইশানের খারাপ লাগল না। এই জায়গার খুনে প্রকৃতিতে মজা পাচ্ছে ও, তারিফ করছে ভণ্ডামির অভাবকে। অনুভব করল, এই জায়গার দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে মনের মিল আছে ওর।

"লিফট ঐদিকে," গ্রে বামদিকে ইশারা করে বলল।

ওদের গন্তব্য টপ ফ্লোর, যেতে হবে ভিআইপি রুমের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে। ওখানে গেলে চোখে পড়বে ম্যাকাও-এর সত্যিকার ধনদৌলত। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা ওই গোপন জায়গায় যেই সংখ্যক গেমিং টেবিল আছে, তা অতিক্রম করে যাবে মেইন ফ্লোরের টেবিল সংখ্যাকেও।

লিফটের ভেতরে ঢুকে চতুর্থ তলার বাটনে চাপ দিল গ্রে। উপরের তলার ভিআইপি রুমগুলো বিশেষভাবে চালায় জাঙ্কেট অপারেটররা। এরা হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানি, যারা চীন বা অন্য কোথাও থেকে পয়সাওয়ালা লোকদের ম্যাকাও-এ উড়িয়ে আনে। যাতে তাদের দিয়ে জুয়ার টেবিলে পয়সা উড়ানো যায়। ক্যাসিনোতে তাদের জন্য বিলাসিতা এবং কামনা নিবৃত্ত করার সবরকম ব্যবস্থা থাকে। এমনকি ক্যাসিনোর বেজমেন্টে একটা পতিতালয় পর্যন্ত আছে এবং সেখানে ইচ্ছেমতো অল্পবয়সি মেয়ের অর্ডার করা যায়।

বিশটা আলাদা আলাদা কোম্পানি এই রুমগুলোতে ব্যবসা চালায়, যার মধ্যে কয়েকটা চালানো হয় ক্রাইম সিন্ডিকেটদের দ্বারা। টাকা পাচার এখানে সাধারণ ঘটনা। এই লেভেলের গোপনীয়তা আর সতর্কতা গ্রে এবং সেইশান দুইজনের উদ্দেশ্যের জন্যই সুবিধাজনক। তারা এখানে বড় অংকের জুয়ারি হিসেবে অভিনয়

করছে। তাদের ইনফর্মারকে দেয়া টাকা জাঙ্কেট অপারেটরের মাধ্যমে ধুয়ে মুছে যাবে। শেষ পর্যন্ত, কারও হাতে ময়লা লেগে থাকবে না। তাদের উদ্দেশ্য একদম সহজ সরল : তথ্য নেবো, টাকা দেবো, আর চলে আসব।

লিফট খুলে গেলে একটা হলওয়ে ভেসে আসল। হলওয়েকে সুন্দর করার ব্যর্থ চেষ্টায় লাল আর স্বর্ণালি রঙ-এ রাঙানো হয়েছে। এখানে অনেক দরজা এবং তার অনেককটিতেই দশাসই গার্ড পাহারা দিচ্ছে।

কোয়াওস্কি ওদের দিকে রাগী ষাঁড়ের মতোন তাকাল।

"এই পথ দিয়ে," সেইশান সবাইকে পথ দেখিয়ে নিতে নিতে বলল।

এত কাছাকাছি এসে, সেইশান এখন তাড়াহুড়া করছে। মায়ের কী হল জানার জন্য এটাই হবে ওর শেষ সুযোগ; আর সব প্রচেষ্টা—একের পর এক—ব্যর্থ হয়েছে। সেইশান দুশ্চিন্তা ভুলে থাকার চেষ্টা করল। গত চার মাস, সে নিজেকে ব্যায়ামের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। যাতে আশা, হতাশা, ভয় এগুলো কাছে ভিড়তে না পারে। সেই কারণে, গ্রের আচরণে সুস্পষ্ট কামনার আভাস পেয়েও, মেয়েটি তাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি নেয়ার সাহস হয়নি।

ওদের ভিআইপি রুম পাওয়া গেল হলের একেবারে শেষ মাথায়। একজোড়া বিশালদেহী মানুষ দরজার পাশে দাঁড়ানো। দুইজনেরই জ্যাকেটের তলা স্ফীত, ওখানে নিশ্চয়ই আগ্নেয়াস্ত্র রাখা। রুম বুক করা লোকগুলোই ভাড়া করেছে এইসব বডিগার্ডদের।

ওদের কাছে পৌঁছে, সেইশান তার নকল আইডি দেখালো।

গ্রে আর কোয়াওস্কিও একই কাজ করল।

শুধু তখনই একজন গার্ড দরজায় দুইবার নক করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাদের দরজা খুলে দিল। যাতে ওরা ভেতরে ঢুকতে পারে। সবার আগে ঢুকা সেইশান প্রথমেই চকিতে পুরো রুমে একবার নজর বুলিয়ে নিল। দেয়ালের রঙ স্বর্ণালি। মেঝেতে একটা লাল-কালো কার্পেট বিছানো। বামপাশে সবুজাভ বাকারা টেবিল, ডান পাশে কয়েকটা মোটাসোটা চেয়ার।

পুরো ঘরটাকে খালি বলে দেয়া যেত। সেটা বলা যাচ্ছে না, কারণ একটা চেয়ারে একজন আরাম করে বসে আছে।

ডক্টর হুয়ান পাক।

এত সতর্কতা আর কৌশল অবলম্বন তার কারণেই নেয়া। তিনি উত্তর কোরিয়ার ইয়ংবিয়ন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিফিক রিসার্চ সেন্টারে নির্বাহী বৈজ্ঞানিক হিসেবে কাজ করছেন—এই জায়গা ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ, ইউরেনিয়াম হচ্ছে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির মূল কাঁচামাল। সেই সাথে তার জুয়ার প্রতিও মারাত্মক নেশা আছে। যদিও কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ছাড়া, এই তথ্য আর কারও জানা নেই।

আধ-খাওয়া একটা সিগারেট বের করতে করতে, সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন হুয়ান পাক। তার উচ্চতা পাঁচ ফুট থেকে সামান্য একটু বেশি। শরীরও বাঁশের কঞ্চির মতোন চিকন। উনি মেহমানদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সামান্য নিচু হলেন।

চোখ গ্রের ওপরে রাখা, যেন বুঝতে পেরেছেন গ্রে-ই দলের আসল লোক। মেয়েমানুষ বলে, সেইশানকে পাত্তাই দিলেন না।

"তোমরা দেরি করে এসেছ," চেহারায় ভদ্রতা নিয়ে, দৃঢ়তার সাথে বললেন। তারপর পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন। "তোমাদেরকে আমার মূল্যবান সময়ের এক ঘণ্টা দিচ্ছি। আমাদের কথা হয়েছিল আট লাখে।"

"এখন চার লাখ পাবে," গ্রে বলল। "যদি তোমার তথ্য আমাদের খুশি করাতে পারে তখন দেয়া হবে বাকিটা।"

টাকা দিতে হবে হং কং ডলারে, যা আশি হাজার মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। সেইশান এরচে দশগুণ বেশি দিতে রাজি আছে, যদি এই লোক তার মায়ের ব্যাপারে সত্যিই কোনো খোঁজ এনে দিতে পারে। আর পাকের চোখে যে মরিয়া ভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে বুঝা যায় এর চে আরও কমে একে রাজি করানো যেত। ডক্টর পাকের মাথার ওপর অনেক বড় অংকের দেনা ঝুলছে। সেই দেনার পরিমাণ এতো বড় যে, আজকের কারবারে পাওয়া টাকা দিয়েও তার পুরো শোধ হবে না।

"তোমাদের নিরাশ করা হবে না," পাক নিশ্চয়তা দিল।

রাত ১:১২

হুয়ান পাক অতিথিদের নিয়ে যাচ্ছেন নিজের রুমে, আর ম্যাকাও-এর অফিসে বসা জু-লঙ দেলগাডোর মুখে তখন সন্তুষ্টির হাসি।

উচ্চ মূল্যের দুইজন টার্গেট—একজন ভাড়াটে গুপ্ত ঘাতক এবং আরেকজন সাবেক মিলিটারি সেনা—পাককে অনুসরণ করে চেয়ারে গিয়ে বসল।

জু-লঙ খুব করে চাইছিলেন ওরা কী নিয়ে কথা বলে সেটা আড়ি পেতে শুনবেন। কিন্তু ক্যাসিনো লিসবোয়ার ভিডিও ক্যামেরায় অডিও শুনার ব্যবস্থা নেই।

লজ্জার বিষয়।

কিন্তু এখান থেকে যে টাকা আসবে, তাতে এই সমস্যা আসলে কোনো সমস্যাই না।

আর দেলগাডোরও খুব ভালো করে জানা—ভালো জিনিসগুলা তারাই পায়—যারা অপেক্ষা করতে জানে।

রাত ১:১৭

সেইশান গ্রে-কে সামনে এগিয়ে দিল, সেই নাহয় হুয়ান পাকের সাথে কথা বলুক। উত্তর কোরিয়ান বিজ্ঞানী মেয়েদের একেবারেই দাম দেন না।

উগ্র পুরুষতান্ত্রিক বেজন্মা...

"তো আমরা যে মহিলাকে খুঁজছি তাকে তুমি চেনো?" গ্রে শুরু করল।

"হ্যাঁ," মাথা দ্রুত উপর-নিচ করতে করতে পাক বলল। নার্ভাস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট জ্বালাচ্ছে। "তার নাম গুয়ান-ইন। যদিও এটাই আসল নাম কি-না তাতে সন্দেহ আছে।"

সেইশান মনে মনে বলছে, এটা আসল নাম না।

তার মায়ের আসল নাম মাই ফং লাই।

একটা কষ্টের স্মৃতি হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় সেইশান তাদের বাগানের সামনে পানি ভর্তি ছোট্ট পুকুরে খেলা করছিল। পানিতে আঙুল ডুবিয়ে একটা পোনা মাছের সাথে শয়তানি আর কী। ঠিক তখন মা এসে দাঁড়ালেন তার পাশে। জলের ওপর ভেসে উঠেছিল মায়ের চেহারা। পানির ওপর প্রতিফলিত তার সুন্দর চেহারাটি চারপাশের ঢেউ-এর তরঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে। চেরি ফুলের ঝরে পড়া পাতা সেই প্রতিফলিত মুখের চারপাশে ইতস্তত ছড়ানো।

এরাই তার মায়ের নিত্যসঙ্গী।

চেরি ফুলের ঝরে পড়া পাতা।

সেইশান নিজেকে আবার টেনে আনল বাস্তবের কঠিন জমানায়। তার মা যে নতুন আরেকটা নাম বেছে নিয়েছেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হলে, এরকম অনেক কৌশল অবলম্বন করা লাগে। আর নতুন নাম নেয়া মানে হচ্ছে নতুন করে জীবন শুরু করা।

সিগমার ক্ষমতা ব্যবহার করে, সেইশান সেই সব অস্ত্রধারী লোকদের পরিচয় বের করেছে, যারা তার মাকে ধরে নিয়ে যায়। ওরা ভিয়েতনাম গুপ্ত পুলিশের সদস্য। মোলায়েম ভাষায় ওদের জন-নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় নামে ডাকা হয়। কূটনীতিক বাবার সাথে ওর মায়ের ভালোবাসার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে, উনাকে ধরে নিয়ে যায় ওরা। উনি গোপন কথা যা যা জানেন, টর্চার করে সব বের করে আনার জন্য।

মাকে হো চি মিন শহরের বাইরের এক জেলখানায় আটকে রাখে ওরা। সৌভাগ্যক্রমে কারাগারে দাঙ্গা লাগে। সেই সুযোগে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। কারাগারের লোকেরা ভুলবশত ধরে নেয় তিনি দাঙ্গার সময় মারা গেছেন। যদিও কয়েকদিন পরে তারা সেই ভুল ধরতে পারে। ভাগ্যিস এই ভুল হয়েছিল, কারণ এর ফলে তিনি ভিয়েতনাম থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পান।

তিনি কি আমার খোঁজ করেছিলেন? সেইশান ভাবল। নাকি ভেবেছিলেন, আমি এরমধ্যে মরে গেছি?

সেইশানের মাথায় এরকম অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

"গুয়ান-ইন, "বলতে গিয়ে পাকের চেহারা ঘৃণায় রি রি করে উঠল, "এতো সুন্দর নাম তাকে মানায় না... আট বছর আগের দেখায় আমার সাথে যা করেছে, তারপরে তাকে সুন্দর বলা যায় না।"

"কি বলতে চাইছ?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"গুয়ান-ইন এর অর্থ দয়াবতী দেবী।" পাক তার বাম হাত উঁচু করে ধরল, যেখানে পাঁচটা আঙুলের জায়গায় এখন চারটা আঙুল। "এই হল তার দয়ার নমুনা।"

সেইশান কাছে এগিয়ে আসল। মুখ খুলছে প্রথমবারের মতো।

"তুমি তাকে কিভাবে চেনো?" গলার স্বর ঠাণ্ডা।

পাক প্রথমে ঠিক করেছিল উপেক্ষা করবে, তারপর তার চোখ কুঁচকে গেল। প্রথম দেখায় ভালো করে দেখেনি। এবার ভালো করে দেখে নিল। দৃষ্টিতে বিস্ময়।

"তোমার গলার স্বর..." তোতলাচ্ছেন। "কিন্তু এটা অসম্ভব।"

গ্রে সামনে এগিয়ে চোখে চোখ রেখে বলল। "আমাদের সময়ের অনেক দাম, ডক্টর পাক। সেইশান যা জিজ্ঞেস করেছে তার ঠিক ঠিক জবাব দাও... তাকে তুমি কিভাবে চেনো? কতটুকু চেনো?"

কথার উত্তর না দিয়ে, তিনি স্যুট ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুখ খুললেন কাজ হওয়ার পরে। "একসময় ঠিক ওই রুমে বসে উনি কারবার করতেন।" ছোট করে মাথা নেড়ে, ভিআইপি লাউঞ্জ-এর দিকে ইশারা করলেন। "ক্যাওলুনের এক গুণ্ডাবাহিনীর ড্রাগনহেড হিসেবে, ডুয়ান ঝি ট্রায়াড।"

এই নাম শুনে সেইশান আঁতকে উঠল।

গ্রে অবজ্ঞাভরে উপহাস নিয়ে বলল। "তো তুমি বলতে চাও, গুয়ান-ইন এই চাইনিজ ট্রায়াডের বস?"

"হ্যাঁ," সে ঝাঁঝালোভাবে বলল। "তিনিই একমাত্র মহিলা যে কোন ট্রায়াডের ড্রাগনহেড হতে পেরেছে। এবং ওই অবস্থানে আসার জন্য তাকে অনেক নির্দয় হতে হয়েছে। তার কাছ থেকে ঋণ নেয়ার সময় এটা আমার বুঝা উচিত ছিল।"

যেখানে আঙুল ছিল, সেই কাঁটা জায়গার শূন্যস্থানটি পাক এখন একমনে চুলকাচ্ছে।

গ্রে ব্যাপারটা খেয়াল করল। "তার লোকেরা তোমার আঙুল কেটে নিয়ে গেছে?"

"আরে নাহ," বিরক্ত কণ্ঠে বলল। "সে নিজে এই কাজ করেছে। সে ক্যাওলুন থেকে একটা হাতুড়ি আর একটা বাটালি নিয়ে আসে। তার গুণ্ডাবাহিনীর নামের অর্থ হচ্ছে গাছের ভাঙা ডাল। এই নাম দিয়েই ওরা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে চায় যে, ওদের থেকে ঋণ নিলে সেটি তাড়াতাড়ি শোধ দিতে হবে।"

নিষ্ঠুরভাবে আঙুল কেটে নেয়ার দৃশ্য কল্পনা করে, গ্রে মুখবিকৃত করল।

সেইশানের অবস্থাও বেশি সুবিধার না। তার মা ছোটবেলায় একটা আহত ঘুঘুর ডানা নিজ হাতে সারিয়ে দিয়েছিলেন। তার সাথে এই মহিলাকে মেলাতে বেগ পেতে হচ্ছে। কিন্তু সেইশান জানে এই লোক মিথ্যা বলছে না।

গ্রে নিশ্চিত হতে চাইছে। "আমরা কিভাবে বুঝব যে আমরা যাকে খুঁজছি, এই ট্রায়াড বসই সেই মহিলা? তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? তোমার কাছে তার কোনো ছবি আছে?"

তথ্য অনুসন্ধানের কাজে সুবিধার জন্য, সেইশানের মায়ের একটা ছবি জোগাড় করেছে সিগমা। ভিয়েতনামিজ কারাগারে বন্দী থাকার সময়কার ছবি। কারাগারের দলিল ঘেঁটে, ছবিটি উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সাথে তিনি এখন কোথায় কোথায় থাকতে পারেন, তার সম্ভাব্য অবস্থানও সিগমা বের করেছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত, এতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় একটা এলাকা চোখের সামনে চলে এসেছে। সেই

সাথে কম্পিউটারের সাহায্যে একটা ছবির ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যেটিতে দেখানো হচ্ছে বিশ বছর পর তাকে এখন কেমন দেখাতে পারে।

ডক্টর পাককে এখন উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, সেই টোপ গেলার জন্য।

"ছবি?" উত্তর কোরিয়ান বিজ্ঞানী মাথা ঝাঁকিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালেন। বুঝাই যাচ্ছে যে এই লোক চেইন স্মোকার। "মহিলা লোক সম্মুখে দেখা দেন না। শুধু তার বাহিনীর উঁচু পদে থাকা লোকেরা তার চেহারা দেখতে পায়। যদি কেউ তার চেহারা ভুল করে দেখে ফেলেও, তার আয়ু বেশিদিন লম্বা হয় না।"

"তাহলে তুমি কী করে—?"

পাক তার গলা স্পর্শ করল। "ওই ড্রাগন। যখন তিনি হাতুড়ি উঠান তখন আমি এটা দেখতে পাই... তার গলায় ঝুলন্ত, রুপালি আলোর ঝিলিক, এর মালিকের মতোই নির্দয়।"

"এরকম একটা?" সেইশান ব্লাউজের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা ক্ষুদ্র ড্রাগন বের করে আনল। সিগমার ডোশিয়েরে এর একটা ছবি রাখা আছে, কিন্তু সেইশানের কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অন্যটার প্রতিলিপি।

আসলটার স্মৃতি এতে খোদাই করা এবং মাঝে মাঝে সেই স্মৃতি স্বপ্নে তার সামনে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়... খোলা জানালার নিচে মায়ের কোলে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকা, রাতের পাখিরা তখন গান গাইছে, মায়ের গলায় ঝুলন্ত ড্রাগনের নেকলেসে চাঁদের রুপালি আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, প্রতিটা নিশ্বাসে উনার বুকে জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম রুপার মতো জ্বলজ্বল করছে...

কিন্তু হুয়ান পাকের স্মৃতি অতটা সুখের না। ওই লকেট দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল, যেন এর হাত থেকে পালাতে চাইছে সে।

"একই রকম নকশার ড্রাগনের লকেট আরও অনেক থাকতে পারে," গ্রে বলল। "তোমার কথায় কিছুই প্রমাণিত হয় না। এটা শুধুই এক টুকরা অলংকার, আট বছর আগে একটু সময়ের জন্য দেখেছিলে।"

"যদি তুমি সত্যিকারের প্রমাণ দেখতে চাও–"

সেইশান তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল, ততক্ষণে রুপালি ড্রাগনটা আবার আগের জায়গায় ফেরত গিয়েছে। আড়ালে কথা বলার জন্য গ্রে-কে ইশারা করল সে যেন এক পাশে সরে আসে।

বাকারা টেবিলের আড়ালে চলে যাওয়ার পর, গ্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল সেইশান। কোয়াওস্কির বিশালায়তন শরীর ওদেরকে সাহায্য করল আরও আড়াল পেতে।

"এই লোক সত্যি কথাই বলছে," সেইশান বলল। "একে প্রশ্ন করা বাদ দিয়ে, আমার মা এখন ক্যাওলুনের কোথায় আছে সেটার খোঁজ শুরু করা উচিত।"

"সেইশান, আমি জানি, ওর কথা বিশ্বাস করার জন্য তুমি মুখিয়ে আছ, কিন্তু–"

গ্রের কাঁধ খামচে ধরে, ওকে থামিয়ে দিল সেইশান। "ট্রায়াডের নাম ডুয়ান ঝি।"

সেইশানের চেহারায় কিছু একটা দেখতে পাওয়ায়, ওকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে নিজেকে চুপ রাখল গ্রে।

সেইশান অনুভব করল, ওর চোখে অশ্রু আসি আসি করছে। এমন এক জায়গা থেকে আসছে, যেখানে এখনও সুখ এবং দুঃখ একই সাথে থাকে, যেখানে রাতের পাখিরা এখনও বনে গান গেয়ে বেড়ায়।

"ওই নাম... গাছের ভাঙা ডাল," সে বলল। এমনকি একথা উচ্চারণ করতে গিয়েও সে অনুভব করল তার ভেতর ভাংচুর হচ্ছে।

বুঝতে পেরে অপেক্ষা করল গ্রে। সেইশান যাতে নিজের মতো করে গুছিয়ে বলতে পারে, তার সুযোগ দিল।

"আমার নাম..." বলতে গিয়ে থেমে গেল, ঘোমটা খুলে নিজের আসল চেহারা দেখানোর মতো অনুভূতি, "যেই নাম আমার মা আমাকে দিয়েছিল... যা আমার যন্ত্রণাময় শৈশবকে মাটিচাপা দেয়ার জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে... সেই নাম হল চি।"

নতুন নাম মানে, নতুনভাবে জীবন শুরুর সুযোগ।

গ্রের চোখ বড় বড়। "তোমার আসল নাম চি?"

"ছিল।"

সেই ছোট্ট মেয়েটি মারা গেছে বহুদিন আগে।

নিজেকে শান্ত করতে বড় করে নিশ্বাস নিল সেইশান। "ভিয়েতনামিজ ভাষায়, চি মানে হচ্ছে গাছের ডাল।"

সেইশান দেখল, গ্রে তার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছে।

মা তার ট্রায়াডের নামকরণ করেছে নিজের হারিয়ে যাওয়া মেয়ের নামে।

গ্রের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সাড়া আসার আগেই, একটা জোরালো কাশির মতো আওয়াজ ভেসে আসল দরজার পেছন থেকে। কিন্তু ওই আওয়াজ কোনো মানুষের গলা থেকে আসেনি। বাইরের রুমে কেউ একজনের থপ করে পড়ার আওয়াজ ওটি। সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়েছে কেউ।

এই আওয়াজ কানে আসতেই, হুমকি মোকাবেলার ভঙ্গিতে ইতোমধ্যে একপাশে ঘুরে দাঁড়িয়েছে গ্রে।

রুমের আরেক পাশ থেকে পাক বলে উঠল। "তুমি প্রমাণ চেয়েছিলে!" ধোঁয়া ওঠা সিগারেট মুখ থেকে বের করে দরজার দিকে ইশারা করল পাক। "প্রমাণ নিজেই আসছে!"

সেইশান সাথে সাথে বুঝল পাক কী করেছে। একটু আগে যা যা শুনল তা থেকে এটা আগেই বুঝে নেয়া উচিত ছিল ওর। নিজেকে গালমন্দ করল সে। আগে হলে, এমন বোকামি কখনও করত না ও। সিগমায় যোগ দেয়ার পর ওর বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে।

দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো পাক, কিন্তু ওকে দেখে মনে হল না ভয় পেয়েছে। এই খেলার আয়োজন সে নিজেই করেছে যাতে আরও বড় দাঁও মারা যায়। একটা সম্ভাব্য উপায়, যাতে তার আগের যত দেনা আছে সব একবারে শোধ হয়ে যাবে।

চালাকি করে মীরজাফরি করার মাধ্যমে সে তাদেরকে তার মায়ের ট্রায়াডের হাতে তুলে দিচ্ছে। গুটিবাজি করে মহিলার কানে আগেই একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল ও। এবং এই মহিলা নিজের গোপন চেহারা লুকিয়ে রাখতে যে কোনো কিছু করতে রাজি।

তিনি এমন এক মহিলা যিনি সত্য লুকিয়ে রাখতে প্রয়োজনে খুন করতেও পিছপা হন না।

সেইশান সেটা বুঝতে পারে।

মায়ের জায়গায় থাকলে সেও ওই একই কাজ করত।

বেঁচে থাকতে হলে এছাড়া উপায়ও যে নেই।

রাত ১:৪৪

জু-লঙ দেলগাডোর মাথা ঢুকছে না ক্যাসিনো লিসবোয়ায় ঘটনা হঠাৎ কোন দিকে মোড় নিল। উঠে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোন হাতে নিলেন তিনি।

প্লাজমা টিভির পর্দায় দেখাচ্ছে, ভিআইপি রুমের দরজার বাইরের কিছু একটা গোলমালের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে ওই তিনজন বিদেশি। তাদের মধ্যে দুইজন বাকারা টেবিলের এক পাশ উল্টে ফেলল, সেটিকে টেনে তাদের নিজেদের মাঝে এনে রাখল যাতে দরজার সামনে এটিকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ঘরের অন্য পাশে থাকা উত্তর কোরিয়ান বিজ্ঞানীকে দেখে তেমন একটা বিচলিত মনে না হলেও, তিনিও নিজেকে নিয়ে ঘরের এক কোণায় গিয়ে আড়াল নিলেন এবং অবস্থান নিলেন নিরাপদ একটি জায়গায়।

মোবাইলে স্পিড ডায়াল অপশন চালু থাকায়, বুড়ো আঙুলের এক চাপে লিসবোয়াতে থাকা টোমাজকে ফোন দিলেন জু-লঙ। তিনি তার দলকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ডক্টর পাক না যাওয়া পর্যন্ত যেন তার লোকেরা লক্ষ্যে হামলা না চালায়। উত্তর কোরিয়ার সাথে কোন ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। ওদের সরকারের সাথে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। তিনি ওদেশের গণ্যমান্য লোকদের ভ্রমণে সহায়তা করেন। হুয়ান পাকের মতো লোকদের, যাদের ম্যাকাও-এ নিয়মিত আসা যাওয়া আছে। সত্যি বলতে, তিনি নিজে পিয়ংইয়ং গিয়ে এই ব্যবসার খুঁটিনাটি দিক সম্পন্ন করেছিলেন।

ফোনে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে টোমাজ তার প্রতিবেদন দাখিল করল, এমনভাবে হাফাচ্ছিল যেন কেউ তাকে দাবড়ানি দিয়েছে। "ভিডিওতে যা দেখাচ্ছে তা আমাদেরও চোখে পড়েছে, সিনর। একটা বন্দুকযুদ্ধ। এখন সেদিকেই যাচ্ছি আমি। কেউ একজন ওই ভিআইপি রুমে হামলা চালিয়েছে।"

জু-লঙ-এর মনে জেগে উঠল ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ। কেউ কি তার মাল চুরির ধান্ধা করছে? নাকি কোনো এক বিপথগামী দরদাতা ঠিক করেছে, নিলামের নিয়ম না মেনে সরাসরি গিয়ে নিজের মাল নিজে উদ্ধার করবে?

টোমাজ তাকে শুধরে দিল। "আমাদের বিশ্বাস এটা কোনো একটা ট্রায়াডের কাজ।"

তিনি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বাতাসে একটা ঘুসি মারলেন।

শালার চাইনিজ কুত্তার দল...

তার পরিকল্পনা অবশ্যই ভুল কারুর কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

"আমাদেরকে এখন কী করতে বলেন, সিনর? পিছিয়ে যাবো নাকি আগের পরিকল্পনা মাফিক চলবে সবকিছু?"

জু-লঙয়ের হাতে এখন আর কোনো উপায় নেই। তিনি যদি পূর্ণ শক্তি নিয়ে পাল্টা আক্রমণ না করেন, ট্রায়াডরা এটিকে দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে ধরে নেবে, আর তখন এই হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে বছরের পর বছর যুদ্ধ করতে হবে। এজন্য তার সংগঠনকে তখন কঠিন মূল্য দিতে হবে। সেই সাথে ম্যাকাও নিয়ন্ত্রণকারী ওই সব চাইনিজ অফিসিয়ালদের চোখেও দুর্বল হয়ে যাবে তার অবস্থান। এটা কোনমতেই সহ্য করা যায় না।

ভয়াবহ ব্যবস্থা নিতে হবে।

"লিসবোয়ার চারপাশ আটকে দাও," তিনি আদেশ দিলেন, যারা অবৈধ অনুপ্রবেশ করেছে তাদের একটা শিক্ষা দেয়া লাগবে।

"আরও লোক নিয়ে এসো। ওই জায়গায় ট্রায়াডের যত লোক আছে, তারা একাজে জড়িত থাকুক বা না থাকুক, আমি চাই দেখা মাত্র তোমরা ওদের গুলি করে মেরে ফেলবে। যেকোনো সন্দেহভাজন মিত্রপক্ষ, যে এই হামলায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে বা হামলার ব্যাপারে আগে থেকে জানতো, আমি তার লাশ দেখতে চাই।"

"আর আমাদের লক্ষ্যবস্তু?"

মনে মনে হিসাব করলেন এখান থেকে কী পরিমাণ সুবিধা অসুবিধা পাওয়া যেতে পারে। এই দুইজনের কাছ থেকে বেশ ভালো পরিমাণে লাভ পাওয়া যেতো। তবে এদের মৃত্যুও প্রতিপক্ষের কাছে ভালো একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। শত্রুপক্ষ তখন বুঝে নেবে নিজের পদমর্যাদা এবং কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লাভের গুড় ফেলে দিতেও তিনি পিছপা হন না। চাইনিজদের কাছে, সম্মান এবং নিজের মুখরক্ষা প্রতিমুহূর্তে নিশ্বাস নেয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

রাগ প্রশমিত করার জন্য নিজেকে একটু সময় দিলেন, বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজেকে শান্ত করলেন। এছাড়া আর কিই-বা করার ছিল, যা করার তা তো করতেই হবে।

তাছাড়া, ঝামেলা শেষ হলে, এদের লাশ দিয়েও তখন সামান্য কিছু টাকা আয় করা যাবে।

আর একেবারে লাভ না হওয়ার চেয়ে, সামান্য একটু লাভ হওয়াও ভালো।

"ওদের খুন কর," তিনি আদেশ দিলেন। "সবকটার লাশ ফেলে দাও।"

অধ্যায় : ৩

১৭ই নভেম্বর, সকাল ৯:৪৬ পিএসটি
লস এঞ্জেলেস বিমান বাহিনীর ঘাঁটি
এল সেগুন্ডো, ক্যালিফোর্নিয়া

স্পেস এন্ড মিসাইল সিস্টেম সেন্টারের ফ্লোরে বিশৃংখল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

জায়ান্ট স্ক্রিনের পর্দায় জ্বলন্ত ইস্ট কোস্টের ছবি পাওয়ার পর প্রায় দুই ঘণ্টা পার। ছবি পাওয়ার পর, বিমান ঘাঁটিতে কর্মরত টেকনিশিয়ানেরা তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করে। পরে তারা নিশ্চিত হয়... নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, আর ওয়াশিংটন ডিসি সবকটি জায়গা নিরাপদ এবং অক্ষত। সেখানে জীবন তার আপন গতিতে বয়ে চলছে।

এই খবরে রুমের মধ্যে যে স্বস্তির সুবাতাস বয়ে যায়, তা ছিল অনুভব করার মতো। পেইন্টারের প্রতিক্রিয়াও তাদের থেকে আলাদা কিছু না। ওই জায়গায় তার অনেক বন্ধু-সহকর্মী আছে। তারপরেও, তিনি এই ভেবে খুশি যে তার প্রেমিকা এখন নিউ মেক্সিকোতে আছে। লিসার চেহারা তার কল্পনায় ফুটে উঠল, স্বর্ণালি চুল পিঠের ওপরে ফেলে রাখা, তার দিকে তাকিয়ে শয়তানি হাসি হাসছে, সেটি দেখলে যেকোন পুরুষের বুকের ধুকপুক কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। যদি ওর কোনো কিছু হয়ে যায়...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ইস্ট কোস্টের সবকিছুই ঠিক ঠাক।

তাহলে ওই স্যাটেলাইটটা বিধ্বস্ত হওয়ার সময় আমাদের কোন জাহান্নামটা দেখিয়ে গেল?

এটাই গত দুই ঘণ্টা যাবত বাতাসে ভাসতে থাকা লাখ টাকার প্রশ্ন। কন্ট্রোল রুমে থাকা মানুষেরা একেকজন একেক কথা বলছে। ওই ছবিটা কী কোনো প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী? কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করে দেখানো একটা নিউক্লিয়ার বোমা হামলার ভিডিও চিত্র? কিন্তু সকল ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, এমন কিছুর প্রোগ্রাম করা মহাকাশযানের মূল প্রোগ্রামিং ক্ষমতার বাইরে।

তাহলে ঠিক কী হয়েছিল?

পেইন্টার দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর জ্যাডা শ-এর পাশে, সামনে জায়ান্ট স্ক্রিনের বিশাল পর্দা, তাদের সাথে আরও আছেন কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার এবং উচ্চপদস্থ মিলিটারি কর্মকর্তা।

স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ম্যানহাটনের দ্বীপের একটা ছবি তাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজন অল্পবয়েসি টেকনিশিয়ান হাতে একটা লেজার পয়েন্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে লেজার পয়েন্টার-এর জ্বলজ্বলে লাল রঙ-এর বিন্দুটাকে দ্বীপের চওড়া অংশের দিকে পার করে দিল।

"ঠিক যেই মুহূর্তে আইওজি-ওয়ান জ্বলন্ত ইস্ট কোস্টের ছবি পাঠায়, তখন এনআরও স্যাটেলাইট এই ছবিটা তোলে। এখানে আপনি লম্বালম্বি রেখা দিয়ে রাস্তাগুলোকে আলাদা করতে পারবেন, সেন্ট্রাল পার্কের ওই ছোট ছোট বিন্দুগুলো হচ্ছে পার্কের হ্রদ। আর এখানে দেখাচ্ছে আইওজি-ওয়ানের তোলা সেই একই জায়গার ছবি।"

সে তার হাতে ধরা একটা বাটনে ক্লিক করল, তক্ষুণি প্রথমটার পাশে আরেকটা ছবির উদয় হল। ওই নতুন ছবিটা ছিল বিধ্বস্ত হওয়ার সময় স্যাটেলাইটের দ্বারা তুলা ছবিটির বড় করে ফুটিয়ে তোলা একটা অংশ, দেখাচ্ছে ম্যানহাটনের ওই একই এলাকা।

"যদি আমরা এর উপরে স্থাপন করি, একটা ছবির ওপরে আরেকটাকে..."

টেকনিশিয়ান তার জাদু দেখানো শুরু করল, দ্বিতীয়টার ওপরে প্রথমটাকে বসিয়ে সুপারইম্পোজ করছে। ধোঁয়া আর অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে, রাস্তার লম্বালম্বি রেখা নিখুঁতভাবে মিলে গেল। এমনকি সেন্ট্রাল পার্ক এর হ্রদও সবদিকে দিয়ে ম্যাচ করল।

সবার মধ্যে ফিসফিসানি কথার ঢেউ উঠেছে।

আরও ভালো করে দেখার জন্য ডক্টর শ এক পা এগিয়ে এলেন। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, কেউ একজন তাকে তিতা করলা খাইয়ে দিয়েছে।

"আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন," ওই টেকনিশিয়ান বলে চলল, "এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক শহর। এই ধ্বংস ছবির মতো করে যা তুলে ধরছে, এটা কোনো প্রকার কারিগরি ত্রুটি না। এইরকম বিস্তারিতভাবে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলে যাওয়া অসম্ভব।"

এই কথা প্রমাণ করার জন্য, জুম বাটনে চাপ দিয়ে দ্বীপের সবকিছু বড় করে তুলে ধরল টেকনিশিয়ানটি। যদিও পর্দায় দেখানো ছবি কিছুটা দানাদার-অস্পষ্ট এসেছে। এতে ম্যানহাটনের ছবিকে ক্ষুদ্রতম ভাগে এনে পরিশোধন করা হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এখন একটি জ্বলন্ত মশাল, আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ভেঙে গিয়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে আর কুইন্সবোরো ব্রিজ রূপ নিয়েছে ইস্পাতের দুমড়ানো মোচড়ানো চেহারায়। এটাকে দেখাচ্ছে হলিউডের ডিজ্যাস্টার মুভির মতো, যেখানে দেখানো হয় দুনিয়ায় কেয়ামত নেমে এসেছে আর রাস্তাঘাট বসতবাড়ি সব দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে আগুনে জ্বলছে।

বোস্টন এবং ওয়াশিংটন ডিসির অবস্থাও এর চেয়ে বেশি ভালো না।

দর্শক-শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রশ্নের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, কিন্তু ডক্টর শ সেগুলোর দিকে মনোযোগ না দিয়ে স্রেফ আরও কাছে এগিয়ে এলেন, গালের ওপর আঙুল দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওই দুটো ছবির মাঝখানে।

জেনারেল মেটকাফ কয়েক গজ দূর হতে পেইন্টারকে ডাক দিলেন, তার গলায় স্পষ্ট বিরক্তি। "ডাইরেক্টর ক্রো, এক সেকেন্ডের জন্য এদিকে আসুন।"

পেইন্টার পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে দাঁড়ানো বসের সাথে যোগ দেয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

"এটা হচ্ছে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিশোধিত টেলিমেট্রি ডাটা," মেটকাফ বললেন, তার আঙুল মানচিত্রের ওপর পতনশীল স্যাটেলাইটের যাত্রাপথের ওপরে তাক করে রাখা। "সম্ভবত বিধ্বস্ত হয়ে উত্তর মঙ্গোলিয়ার কোনো একটা দুর্গম অঞ্চলে পড়েছে। যেমনটা দেখতে পাচ্ছ, এটা রাশিয়া এবং চীনের সীমান্ত হতে খুব বেশি দূরে না। আর এখনও পর্যন্ত, এই ব্যাপারে ওদের দিক থেকে কোনো তৎপরতার খোঁজ আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।"

"ওই জায়গায় লোক বসতি কী রকম?"

মেটকাফ তার মাথা ঝাঁকালেন। "মঙ্গোলিয়ার এই পাহাড়ি এলাকা ভীষণ দুর্গম। শুধু যাযাবর উপজাতীয় লোকরাই থাকে।"

পেইন্টার তার কথার মানে বুঝতে পারছেন। "সেই ক্ষেত্রে, রাশিয়া অথবা চীনের নাকে এই ঘটনার গন্ধ পৌঁছানোর আগেই আমাদেরকে ওখানে পৌঁছে স্যাটেলাইটের পুড়ে যাওয়া টুকরা খুঁজে বের করতে হবে। এবং তার জন্য আমাদের হাতে সময় খুব কম।"

"একদম ঠিক।"

পেইন্টার স্ক্রিনের পর্দার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিলেন। কেউ বুঝতে পারছে না, এই ধরনের গোলমেলে ছবি এখানে আসল কিভাবে। কিন্তু ওরা সবাই জানে, সেই উত্তর রাখা আছে স্যাটেলাইট "আই অফ গড" এর ধ্বংসাবশেষের মাঝে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, ওই স্যাটেলাইটের উন্নত প্রযুক্তি কোনভাবেই বিদেশি শক্তির হাতে পড়তে দেয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

"আমি ইতোমধ্যে সিগমা কমান্ডের ক্যাপ্টেন ক্যাট ব্রায়ান্টের সাথে যোগাযোগ করেছি। এই মুহূর্তে সে সার্চ টিম পাঠানোর ব্যাপারে প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলায় ব্যস্ত।"

"খুব ভালো। আমি চাই এখান থেকে ছাড়া প্রথম প্লেনে করেই তুমি ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবে। ওখানে তোমার জন্য একটা বিমানে জ্বালানি ভরে রাখা আছে। এটাই তোমার টপ প্রায়োরিটি। তোমার কাজ হচ্ছে ওই স্যাটেলাইটটিকে খুঁজে বের করা আর তার ধ্বংসাবশেষ আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা।"

কথা শেষ হতেই পেইন্টারকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ খুঁজে নিলেন মেটকাফ।

অন্য আরেক পাশে, ডক্টর শ-এর মাথা টেকনিশিয়ানের দিকে নোয়ানো। ওই লোক স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে তার মাথা সমানে নাড়িয়েই যাচ্ছে, তার চেহারায় ফুটে উঠেছে ভয়ের চিহ্ন।

কী হচ্ছে ওখানে?

ডক্টর শ-এর কাছ থেকে সরে গিয়ে টেকনিশিয়ানটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টেশনে গেল। অন্যদেরও ইশারায় ডাকল যেন তার সাথে যোগ দেয়।

কৌতূহলী হয়ে, পেইন্টার অল্পবয়সি এস্ট্রোফিজিসিস্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওখানে সে খুব মনোযোগের সাথে স্ক্রিনের দিক দিয়ে তাকিয়ে আছে।

জ্যাডা তার মনোযোগ লক্ষ করে বলল, "আমি এখনও বলছি, এটা ওই ধূমকেতুর কাজ।"

পেইন্টার তার আগের থিওরি শুনেছে। "ডক্টর শ, আপনি এখনও বিশ্বাস করেন এতসব কিছু ডার্ক এনার্জির কারণেই ঘটছে?"

"আমাকে জ্যাডা নামে ডাকবেন। আর হ্যাঁ, আমরা স্যাটেলাইট থেকে সর্বশেষ যেই তথ্য পেয়েছি, তাতে জিওডেটিক ইফেক্ট ৫.৪ ডিগ্রি বিচ্যুতি দেখাচ্ছে।"

জ্যাডার দৃষ্টি পেইন্টারের দিকে রাখা, মেয়েটির চেহারার অত্যুৎসাহী অভিব্যক্তি দেখে বুঝা যায়, সে মনে মনে আশা করেছিল তার দেয়া এই তথ্যটি পেইন্টারের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে।

তেমনটা হয়নি।

"আসলে এর মানেটা কী?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

জ্যাডা হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গত দুই ঘণ্টা যাবত বিমান ঘাঁটির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে এ নিয়ে তর্কাতর্কি করেছে, চেষ্টা করেছে তার কথা বুঝানোর জন্য। আর এখন, মেজাজ ঠিক রাখাও মুশকিল হয়ে পড়েছে।

"কল্পনা করুন ট্রামপোলিনের (নিরাপত্তার জন্য জিমন্যাস্টরা যে স্প্রিং-এর ওপর স্থাপিত ক্যানভাসের ওপর কসরত করেন) ওপর একটা ভারী গোলক রাখা হয়েছে", সে বলল। "সেই গোলকের ভর এর উপরিভাগে একটা টোল সৃষ্টি করবে। ঠিক এটাই ঘটেছে পৃথিবীর চারপাশের ভৌগোলিক অবস্থানে। এটার কারণে স্থান-কাল কুঁচকে গিয়েছে। এই ব্যাপারটা থিওরি এবং পরীক্ষণ দুভাবে প্রমাণিত। এবং জিওডেটিক ইফেক্ট দিয়ে ওই কুঞ্চন পরিমাপ করা হয়। আর সেটি এখন বিচ্যুতি দেখাচ্ছে। স্থান-কালে একটা এবড়ো-খেবড়ো ভাব বা কোঁচকানো অবস্থা দেখা দিয়েছে। আমার থিওরি অনুযায়ী আমি আগেই জানতাম, আইওজি-ওয়ান যখন ডার্ক এনার্জির অন্ত:প্রবাহে এনার্জি সংগ্রহের কাজ করবে তখন এমনটা ঘটবেই। কিন্তু আমি কখনও আশা করিনি, জিনিসটায় এতো গভীরভাবে কুঞ্চন সৃষ্টি হবে।"

জ্যাডার চোখ জোড়ার মাঝের কপালে একটা গভীর কুঞ্চন সৃষ্টি হল।

"তো কোন ব্যাপারটা তোমাকে এতো দুশ্চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"ভেবেছিলাম দেখব যে, জিওডেটিক ইফেক্টে সামান্য একটু বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে। দশমিক শূন্য এক শতাংশের কম কিছু একটা, বা এরকম অল্প স্বল্প কিছু। পাঁচ শতাংশের বেশি বিচ্যুতি আর সেটা প্রায় এক মিনিটের মতো বজায় থাকবে..." জ্যাডা তার মাথাকে সামান্য একটু ঝাঁকি দিল।

"একটু আগে, তুমি থিওরি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলে যে, ডার্ক এনার্জির ওই বিশাল বিস্ফোরণ হয়তো স্থান-কালের জগতে সামান্য গর্ত সৃষ্টি করেছে। হয়তো এতে অন্য আরেকটা জগৎ খুলে গিয়েছে। সেই জগৎটি আমাদের নিজেদের দুনিয়ার সাথে সামান্তরাল, আর ওই জগতে ওদের ইস্ট কোস্ট ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাদেরটা নয়।"

মেয়েটা স্ক্রিনের পর্দা পর্যবেক্ষণ করল। "অথবা এটা হয়তো অন্য জগৎ না। এটা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতেরই একটা দৃশ্য।"

এটা একটা মারাত্মক সম্ভাবনা, যা সে আগে উচ্চারণ করেনি।

"সময় মোটেও সরল রেখার মতো চলে না," সে বলে চলল, কথাগুলো ঠিক যেন তার মাথার ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। "সময় শুধুই আরেকটা মাত্রা। যেমন কোনো বস্তুর উপর-নিচ বা এক পাশ-আরেক পাশ। এবং সময়ের প্রবাহ অভিকর্ষ বল বা গতিবেগ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। তাই যখন স্থান-কালে গর্ত হয় বা কুঁচকে যায়, এটার কারণে সময় সামান্য একটুখানি পার হয়ে এগিয়ে সামনে চলে যায়। ঠিক যেন, ভিনাইল রেকর্ড প্লেয়ারের (পুরানো আমলের কলের গানের রেকর্ড প্লেয়ার) প্লাস্টিকের ডিস্কে একটা কাটা দাগ থাকায় যন্ত্রটি সেটা না বাজিয়ে এগিয়ে সামনে চলে গেছে।"

তার চোখের আতংকিত দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হল।

পেইন্টার নিজের চেহারার আতংক ঠেকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন। "কখন থেকে তোমরা বাচ্চারা ভিনাইল রেকর্ড শুনছ?"

জ্যাডা তার দিকে ঘুরল, এই বিদ্রূপাত্মক কথায় তার চেহারা থেকে দুশ্চিন্তা সরে গিয়ে রাগ ফুটে উঠল। "আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই, আমার কাছে আগের আমলের একটা জ্যাজ গানের সংগ্রহ আছে, যেটি দুনিয়ার যে কারুর সাথে পাল্লা দিতে পারে। বি বি কিং, জন লি হুকার, মাইলস ডেভিস, হ্যান্স কলার।"

"বুঝেছি।" তিনি জ্যাডাকে শান্ত করার জন্য হাতের তালু দেখালেন।

"পুরানো ভিনাইল রেকর্ডের সাথে কোনো কিছুর তুলনা চলে না, "চেহারায় অহংকার নিয়ে সে তার কথা শেষ করল।

পেইন্টার এনিয়ে বচসা করার সুযোগ পেলেন না।

তার আগেই তাকে দীর্ঘ বিতর্ক থেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এলেন একজন টেকনিশিয়ান।

"তোমার আগের কথাই ঠিক ছিল," সে ভীত ভঙ্গিতে বলল।

"কোন ব্যাপারে?" পেইন্টার প্রশ্ন করল।

"আমাকে দেখাও," জ্যাডা তাকে উপেক্ষা করে বলল।

টেকনিশিয়ান স্ক্রিনের বিশাল পর্দার দিকে এগিয়ে গেল এবং আরও একবার সামনে নিয়ে আসল এনআরও স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি এবং সেটিকে আইওজি-ওয়ান থেকে নেয়া ছবির ওপরে সুপারইম্পোজ করে বসালো। সে এটাকে দ্রুত এদিক-ওদিক, একটার ওপরে আরেকটায় নাড়াতে লাগল।

"ছায়াগুলো মিলছে না, যেমনটা আপনি আগেই বলেছিলেন। শুধু এখানেই না, আমরা কিন্তু বোস্টনের কিছু কিছু জায়গাও মিলিয়ে দেখেছি। একই পরিমাণ অসংগতি ধরা পড়ছে।" সে তার ওয়ার্কস্টেশনে কাজে ব্যস্ত থাকা ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ানদের একটা দলের প্রতি আঙুল তাক করল। "আমরা ইস্ট কোস্টের বিভিন্ন এলাকাকে হিসাবের আওতায় রেখে, বিচ্যুতি কত ডিগ্রি তা বের করার চেষ্টা করছি।"

জ্যাডা মাথা নেড়ে সায় দিল। "সময়ের বিচ্যুতির পরিমাণ জানতে হবে আমাদের।"

"আমরা সেটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।"

পেইন্টার বুঝল না। "সমস্যা কী?"

জ্যাডা স্ক্রিনের বিশাল পর্দার দিকে আঙুল তাক করল। "দুটো ছবির যে ছায়াঘেরা এলাকা, তা একটার সাথে আরেকটা মিলছে না। ওরা সামান্য পরিমাণে আলাদা।"

"মানে কী দাঁড়ালো?"

"ওই দুটো ছবি তোলা হয়েছে একদম একই সময়ে, তাই সূর্যের আলোয় পড়া ছায়া মিলে যাওয়ার কথা। যেমন, আপনি যদি একই সময়ে একটা সূর্যঘড়ির ছবি তুলেন, তাহলে দুটো ছবিতেই সূর্যের আলোয় পড়া ছায়া মিলে যাবে। "জ্যাডা তার দিকে শক্ত করে তাকাল। "কিন্তু ওগুলো মিলছে না। ছায়াগুলো মোটেও সারিবদ্ধ না, যার মানে–"

"দুটো ছবিতে আকাশে সূর্যের অবস্থান আলাদা আলাদা।"

একটা ভীতিকর শিহরণের অনুভূতি তার শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল।

জ্যাডার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিশ্বাস। "স্যাটেলাইট 'আই অফ গড' ম্যানহাটনের যে ছবি তুলেছে সেটি আলাদা একটা সময়ের। স্যাটেলাইটটি যখন ভূপাতিত হয় ওটা সেই সময়ের ছবি না।"

পেইন্টার কল্পনা করলেন, ভিনাইল রেকর্ড প্লেয়ারের প্লাস্টিকের ডিস্কে কাটা দাগ থাকায় যন্ত্রটি সেটুকু না বাজিয়ে গানটি এগিয়ে সামনে চলে গেছে।

জ্যাডা বলে চলল, "স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবির সূর্যের অবস্থান কোন দিন তারিখের সাথে মিলে যায়, টেকনিশিয়ানরা সেটা হিসাব করে বের করার চেষ্টা করছে। ইস্ট কোস্টের ওখানে ঠিক সেই নিখুঁত সময়টা বের করার জন্য ওরা জায়গাটাকে নানাভাবে মাপজোখ করছে।"

ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোলের ক্রমবর্ধমান মানসিক উত্তেজনা এই মুহূর্তে অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছে।

প্রধান টেকনিশিয়ান চেয়ারে সিধা হয়ে বসে, জ্যাডার দিকে তাকালেন।

"বিচ্যুতি হচ্ছে অষ্টাশি... !" কেউ একজন তার জামার হাতা ধরে টান দিল। সে পর্দার দিকে ঝুঁকে এল, তারপর আবারও ফিরে বলল। "এখন থেকে নব্বই ঘণ্টা ধরে রাখুন।"

চার দিনেরও কম সময়।

জেনারেল মেটকাফ তার সাথে যোগ দিলেন। "কী হচ্ছে এখানে?"

পেইন্টারের দৃষ্টি পতিত হল জ্যাডার মুখের ওপর, সেখানে নিশ্চয়তার ছাপ।

"ওই ছবিটা।" পেইন্টার ধ্বংসযজ্ঞের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন। "ওটা কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি নয়। চারদিনের মধ্যে পৃথিবীর হাল ঠিক ওই রকমই দাঁড়াবে।"

সন্ধ্যা ৬:৫৪ সিইটি
রোম, ইটালি

ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ র‍্যাচেল ভেরোনাকে পানিতে ডুবে হাঁসফাঁস করে মারা যাওয়ার দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিল। উঠার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, বুকে ধরফরানি ভাব। শরীরটা যে এখন বিছানায় নেই সেটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। সে শুয়ে আছে চাচা ভিগোরের অফিসের তুলো-ঠাসা সোফায়। সেইন্ট থমাসকে নিয়ে একটা লেখা পড়ার সময় ঘুম তাকে অচেতন করে দিয়েছিল।

রসুন আর পেস্তার গন্ধে এখনও অফিস ঘরের বাতাস ম ম করছে। এখানে আসার সময় ওই প্যাকেটজাত খাবার সে তাদের দুইজনের জন্য এনেছিল। খালি প্যাকেটটি এখন আরাম করে শুয়ে আছে তার চাচার টেবিলে।

"ফোনটা কি ধরবে?" ভিগোর জিজ্ঞেস করলেন।

তার চশমা নাকের সামান্য ওপরে স্থির, চোখ খোলা রেখে ঝুঁকে আছেন বহুপ্রাচীন মাথার খুলিটির একদম সামনে। হাতে মাপজোখ করার একটা কম্পাস খোলা অবস্থায় রাখা। গ্রাফ কাগজে তাড়াহুড়ো করে যা মনে আসে তাই লিখে রাখছেন।

জোর গলায় ফোনটির আর্তনাদ শুরু হতেই, র‍্যাচেল গড়িমসি করে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। যাওয়ার সময় জানালার সরু ফাঁক দিয়ে এক চিলতে উঁকি দেয়া রুপালি চাঁদের দিকে চোখ পড়ল। চাঁদটির সাথে নির্বাক সঙ্গী হয়ে আছে ধূমকেতুর লম্বা লেজের বাঁকানো রেখা।

"অনেক রাত হয়ে গেছে, চাচা। আমরা এই কাজ সকালেও শেষ করতে পারব।"

তিনি বিরক্ত হয়ে কম্পাসটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। "আমার বেশিক্ষণ ঘুমানোর দরকার হয় না। আর চারপাশ যখন এইরকম নিঝুম, তখন কাজ করে আমি সবচে বেশি আরাম পাই।"

টেবিলের ওপর বাজতে থাকা ফোনটা ধরল র‍্যাচেল। "প্রনতো?"

একজন পুরুষের ক্লান্ত কণ্ঠ ভেসে আসল, *"সোনো ব্রুনো কন্টি, ডোটরে ডি রেসেরকো ডা সেন্ট্রো স্টাডি মিকরোসিতেমিয়া।"*

র‍্যাচেল রিসিভার চেপে রেখে বলল। "চাচা, ল্যাব থেকে ডক্টর কন্টি ফোন দিয়েছেন।"

তিনি ফোনের দিকে ইশারা করলেন। "ওদের অনেক সময় লেগেছে।"

জেনেটিসিস্টের (প্রজনন বিদ্যা বিশেষজ্ঞ) সাথে দ্রুতগতিতে কথা বলছেন ভিগোর, অন্যদিকে র‍্যাচেলের দৃষ্টি তখন মাথার খুলির দিকে স্থির। চাচার অধৈর্য হওয়ার কারণ সে বুঝতে পারছে। খুলির মাথার গায়ে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা লেখা; সেখানে খোদাই করা আছে নিয়তি ঠিক করা একটি তারিখ। কিন্তু হাড়ের গায়ে লেখা এই ভবিষ্যদ্বাণী দেখেও বিন্দুমাত্র ভয় হচ্ছে না ওর মনে। সৃষ্টির শুরু থেকেই দুনিয়া ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করছে মানুষ। প্রাচীন মায়ান সভ্যতার লোকেরা তাদের ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, দুই হাজার সালের দিকে দুনিয়ায় কেয়ামত নেমে আসবে।

এটাও নিশ্চয়ই সেই রকম কিছু একটা।

ভিগোরের কথোপকথন আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে দেখা দিল। তারপর তিনি তড়িঘড়ি করে ফোন রেখে দিলেন।

র‍্যাচেল দেখল তার চাচার চোখের চারপাশে কালো রেখা। "ল্যাব থেকে কী খবর আসল?" তার প্রশ্ন।

তিনি মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা থমাসের গসপেলের প্রতিলিপিটির দিকে তার হাত দিয়ে ইশারা করলেন। "খুলি আর বই-এর বয়স সম্পর্কে আমার ধারণা ওরা কনফার্ম করেছে।"

অবাক বিস্ময় সাথে নিয়ে র‍্যাচেল এই নিয়ে একশতম বারের মতো ভাবল, এই ধরনের পাগলামো কাজ করার বুদ্ধি কোন ধরনের মানুষের মাথায় আসতে পারে। হ্যাঁ, এই বইটা সেই আমলের প্রচলিত মতবিরোধী। এটা পাপের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উড়িয়ে দেয়। দাবি করে যে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার রাস্তা প্রত্যেকের নিজের মাঝেই রাখা, যদি তারা শুধু তাদের চক্ষু উন্মুক্ত করে আর জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে।

সন্ধান কর এবং তাহলেই তুমি তাকে খুঁজে পাবে।

তারপরেও, সেই মত প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাক বা না যাক, মানুষের চামড়া দিয়ে বই বাঁধাই করা লাগবে কেন?

"তাহলে এই বই আর মাথার খুলি কোন আমলের?" সে জিজ্ঞেস করল।

"ল্যাব থেকে বলল তেরো শতাব্দী।"

"তো তাহলে এটা তৃতীয় শতাব্দীর না, আরামাইক ভাষায় লেখা কথাগুলো দেখে আগে যেরকম ধারণা হয়েছিল? মানে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অতীতে যেমনটি খুঁজে পেয়েছিলেন, এটা আসলে মোটেও সেরকম ইহুদিদের জাদুকরি রক্ষাকবচ না।"

"না। ঠিক যেমনটা আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। এটা সম্ভবত আসলটার একটা প্রতিলিপি। সত্যি বলতে, এমনকি ওই মাথার খুলিটাও ইহুদিদের না।"

"তুমি জানলে কী করে?"

কাছে আসার জন্য তিনি র‍্যাচেলকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। "যখন তুমি ছোট করে ঘুম দিচ্ছিলে, আমি এর করোটিসংক্রান্ত কাঠামো এবং কনফরমেশনাল এনাটমি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। প্রথমত, এই খুলি হচ্ছে মেসোক্রেনিক।"

"যার মানে?"

"মানে এই খুলিটা চওড়া এবং এর উচ্চতা মাঝারি। আরও ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে, এর চোখ আর গালের মাঝখানের হাড় কতখানি পুরু, চোখের অক্ষিকোটর গোলগাল আর নাকের দিকের হাড় চেপ্টা এবং প্রশস্থ।" তিনি খুলিটিকে ধরে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। "আর দাঁতগুলোর দিকে একবার তাকাও। এই উপরের দাঁতটার আকৃতি কোদালের মতো, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লোকদের থেকে একদম আলাদা।"

"তাহলে এই খুলি কোথা থেকে আসলো?"

তিনি মেয়েটির দিকে ঘুরলেন, খাতায় তার মাপজোখ করার কম্পাস দিয়ে টোকা দিতে দিতে বললেন। "খুলির বিভিন্ন দিকের যে মাপজোখ করলাম, তা থেকে বলতে পারি, এই খুলি এসেছে পূর্ব-এশিয়ার দিক থেকে, যেটাকে সাধারণত ডাকা হয় মঙ্গোলোয়েড নামে।"

র‍্যাচেলের মধ্যে ভীষণ একটা শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত হল, চাচা আবারও প্রমাণ করলেন, যে তিনি শুধু একজন যাজকই নন, একজন জ্ঞানী মানুষও বটে। "তো তাহলে এই মাথার খুলি দূর প্রাচ্যের কোনো এক জায়গা থেকে এখানে এসেছে?"

"সেই সাথে ওই বইটাও," তিনি যোগ করলেন।

"বই?"

তিনি মাথাটা নিচু করে চশমার ফাঁক গলে তার দিকে তাকালেন। "আমি ভেবেছিলাম, ডক্টর কন্টির সাথে কথা বলার সময় তুমি আমার কথা শুনতে পেয়েছ।"

র‍্যাচেল না-বোধকভাবে তার মাথা ঝাঁকাল।

"ডক্টর কন্টির বিশ্লেষণ অনুসারে, বইটির চামড়া এবং মাথার খুলি একই ডিএনএ বহন করছে। এরা এসেছে একই মানুষের শরীর থেকে।"

এই কথা শুনে র‍্যাচেল কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল, যেন বিদ্যুতের শক খেয়েছে।

যেই লোকই এই রক্ষাকবচ দুটি তৈরি করুক, ওরা একজনের দেহ থেকে বানিয়েছে এটি। তারা প্রথমে তার চামড়া নিয়েছে, তারপর সেই একই লোকের মাথার খুলি দিয়ে এই রেলিক-জোড়া তৈরি করেছে।

ভিগোর বলে চললেন, "আমি ল্যাবকে জানালাম যে, তারা যেন অটোসোমাল এবং মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ দুটো দিয়েই বিভিন্ন জাতির একটা প্রোফাইল বানায়। যাতে এই দেহাবশেষের মালিক যেখান থেকে এসেছে সেই জায়গাটাকে আমরা ছোট করে আনতে পারি। যেহেতু ফাদার জসিপ এগুলো আমার কাছে পাঠিয়েছে, তার অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ আছে। ও বুঝতে পেরেছিল সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। জসিপ জানে, আমার কাছ থেকে ও সাহায্য পাবেই। এছাড়া আমার এমন সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ আছে, যা ওর নেই।"

"যেমন ওই ডিএনএ ল্যাব।"

তিনি সায় দিলেন।

"তো তাহলে ফাদার জসিপ কি এক মেসেজেই সব লিখে দিতে পারতেন না?"

ভিগোর তার দিকে চোখ তুলে বললেন। "কে বলেছে ও কোনো মেসেজ দেয়নি?"

এই কথা শুনে র‍্যাচেল তার দিকে তিরস্কার ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। "তাহলে তুমি আমাকে বলনি কেন?"

"মাত্র পনেরো মিনিট আগে দেখলাম। আমি চাইছিলাম আগে আমার মাপজোখ শেষ হোক, আর তোমারও কিছুক্ষণ ঘুমানোর দরকার ছিল। তখন আসল ওই ফোন, আর আমার মনোযোগও ওই ডিএনএ ল্যাব থেকে পাওয়া খবরের দিকে সরে গেল।"

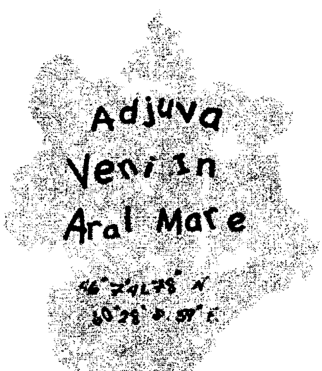
র‍্যাচেল খুলিটির দিকে স্থির চেয়ে থেকে বলল, "আমাকে দেখাও।"

খুলিটিকে উল্টে দিয়ে ভিগোর তার আঙুল তাক করলেন একটা গর্তের দিকে, যেখানটা দিয়ে খুলির মধ্যে মেরুদণ্ডের হাড় প্রবেশ করে। তারপরে একটা ছোট টর্চলাইট তুলে ভেতরটা আলোকিত করলেন। "গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখার জন্য এরচে ভালো জায়গা আর হয় না!"

কাছে এগিয়ে এসে র‍্যাচেল খুলির ভেতরের দিকটায় উঁকি মারল। ছোট্ট করে ল্যাটিন ভাষায় লেখা, মোমের মধ্যে নিখুঁতভাবে খোদাই করা। কল্পনায় ভেসে এল, খুলির সরু খাঁজের মধ্যে লম্বা হাতলওয়ালা একটা ধারালো যন্ত্র ঢুকিয়ে প্রতিটা অক্ষর এক এক করে লিখছেন ফাদার জসিপ।

এই পরিমাণ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হল কেন? এই লোকটার মাথায় কী কোনো সমস্যা আছে?

বার্তাটির দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।



ল্যাটিন ভাষা উচ্চস্বরে অনুবাদ করছে। "অ্যারাল সাগরে আসো। তোমার সাহায্য চাই।"

তার ভ্রু কুঁচকে গেল। মধ্য এশিয়ার কাজাখস্তান আর উজবেকিস্তানের সীমান্তের মাঝামাঝিতে অ্যারাল সাগরের অবস্থান। এটা একটা জনশূন্য এলাকা। সেই সাথে স্মরণ হল, একটু আগে চাচা বলেছেন খুলিটি এসেছে পূর্ব-এশিয়ার কোনো একটা জায়গা থেকে। ফাদার জসিপেরও কি একই ধারণা? দেহাবশেষের জাতিগত

ঐতিহ্যই কি তাকে হাঙ্গেরি থেকে খোঁজ চালানোর জন্য টেনে এনেছে? কিন্তু তাই যদি হয়, তিনি কীসের খোঁজ করছেন আর এত গোপনীয়তার কারণটাই বা কী?

তেরছা চোখে চাওয়ার পরে, আরও দেখতে পেল, ল্যাটিন ভাষার নিচে ওখানে অস্পষ্টভাবে কয়েকটা আরবি সংখ্যা লেখা।

ভিগোর অনুমান করতে পারলেন, কোন জিনিসটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। "দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশ।"

"এটা একটা নির্দিষ্ট জায়গার ঠিকানা।" র‍্যাচেল তার গলা থেকে বিস্ময় লুকাতে পারল না। "ঠিক ওখানেই ফাদার জসিপ তোমার সাথে দেখা করতে চান?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

র‍্যাচেল ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। তার ইচ্ছে নেই, একজন পাগলা যাজকের রহস্যময় লেখা অনুসরণ করে তার চাচা অচেনা আর দুর্গম একটা জায়গায় যান। বিশেষ করে, এমন একজন মানুষ যিনি প্রায় এক দশক আগে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন।

ভিগোর খুলিটা নামিয়ে রাখলেন। "আগামীকালই রওনা দিচ্ছি। কাজাখস্তানের দিকে প্রথম যেই বিমান যাবে সেটাতেই উঠে পড়ব।"

এই কথা শুনে র‍্যাচেল ভাবল তর্ক করবে কি-না, কিন্তু তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, চাচা যেই গোঁয়ারগোবিন্দ, তার মত পাল্টানো অসম্ভব। তাই সে একটা আপসরফায় আসতে চাইল। "আমাকে ছাড়া তুমি একলা যাবে না। তাছাড়া অফিসে আমার অনেক ছুটি পাওনা। কোনো ওজর আপত্তি চলবে না।"

তিনি হাসলেন। "তুমি যে এই কথা বলবে, সেটা আমি জানতাম। সত্যি বলতে আমি ভাবছিলাম, ডাইরেক্টর ক্রোর সাথে যোগাযোগ করব কি-না। সে হয়তো আমাদের জন্য বাড়তি কিছু ফিল্ড সাপোর্টের ব্যবস্থা করতে পারবে।"

"তুমি সিগমা ফোর্সকে এর সাথে জড়াতে চাও? শুধু তের শতাব্দীর আমলের প্রাচীন খুলিটার ওপরে কেয়ামতের ভবিষ্যদ্বাণী জাতীয় কিছু একটা লেখার কারণে?"

এই রকম একটা ভাবনা আসায় র‍্যাচেলের চোখদুটি হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরে গেল। সে আর চাচা অতীতে সিগমার সাথে একত্রে অনেক অভিযানে গিয়েছে। এই অজুহাতে নিশ্চিতভাবে কমান্ডার গ্রে পিয়ের্সের সাথে আবারও দেখা হয়ে যাবে। এক সময় তাদের মাঝে একটা অগোছালো সম্পর্ক ছিল, শেষ পর্যন্ত যেটি পরিণত হয় পারস্পরিক বন্ধুত্বে। মাঝে মাঝেই একে অপরকে সাহায্য করে ওরা। কিন্তু ওরা দুইজনেই জানে এরকম দূরবর্তী সম্পর্ক কখনও টিকবে না। কিন্তু তারপরেও... র‍্যাচেল এক মুহূর্ত এটা নিয়ে ভাবল। তারপর এই ভাবনাটিকে সরিয়ে দিল মন থেকে। এরকম একটা ছোটখাটো কাজে সিগমার বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক কাজে দক্ষ দলটির জড়ানোর কোনো কারণ নেই।

"ওদের দক্ষতা-অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে আসবে," ভিগোর জোর দিয়ে বললেন। "তাছাড়া, আমাদের হাতের সময়ও ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

যেন এই কথা প্রমাণ করার জন্যই, কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার আওয়াজ কানে এল। ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল সারা অফিস জুড়ে। সরু জানালার ভেতর দিয়ে একটা বস্তু সবেগে ভেতরে ঢুকে আচমকা লাফিয়ে উঠে রুমের দূর প্রান্তে গিয়ে পড়ল।

হঠাৎ আওয়াজে ভিগোর চমকে উঠেছেন। কিন্তু র‍্যাচেলের প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে তাকে তার জায়গা থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সে চাচার কব্জিটিকে শক্ত হাতে ধরল। তারপর, তাকে জানালা থেকে দূরে সরিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেল ঘরের অন্য পাশে।

চাচাকে নিয়ে মেঝেতে নুইয়ে পড়ল র‍্যাচেল। গড়াতে গড়াতে ডেস্কের পেছনে নিয়ে গেল। নিজের শরীর দিয়ে চাচাকে আড়াল দিয়েছে কী দেয়নি, ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হল গ্রেনেডটা। কান ঝালাপালা করে দেয়া বিস্ফোরণ। ঘর ভর্তি হয়ে গেল আগুনে ধোঁয়ায়।

সকাল ১০:১৮ পিএসটি
ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যাকাশে

ক্যালিফোর্নিয়ার ওপর দিয়ে উড়ার সময় জেট প্লেনের ডানার নিচ দিয়ে লস এঞ্জেলেস উধাও হয়ে গেল। যাত্রা করছে ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে। পেইন্টার পাইলটকে আগেই বলে রেখেছিলেন সে যেন জ্বালানির চিন্তা না করে। বোম্বারডিয়ার গ্লোবাল ফাইভ থাউজ্যান্ডের দৌড় কতটুকু সেটা তিনি দেখতে চান।

বিলাস বহুল অভ্যন্তরভাগ, সাথে মদে পরিপূর্ণ বার এবং লেদার আর্মচেয়ার দেখে বুঝাই যাচ্ছে না যে এর মধ্যে উন্নত প্রযুক্তির একটা ইঞ্জিন রাখা আছে, যেটা তার গতি ঘণ্টায় ৫৯০ মাইল পর্যন্ত তুলতে পারে।

পেইন্টারের ইচ্ছে এই ফ্লাইটেই প্রস্তুতকারকের দাবি পরীক্ষা করে দেখা, বিশেষ করে যেহেতু আগামী চার দিনের মধ্যে ইস্ট কোস্ট পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে।

সেই সম্ভাবনা সত্যি হোক বা না হোক, জেনারেল মেটকাফ তাকে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন ওই রহস্যকে এখনকার জন্য এক পাশে সরিয়ে রাখেন এবং তাকে উপদেশ দিয়েছেন আরও প্র্যাকটিক্যাল কাজে মনোযোগ দিতে : বিধ্বস্ত আইওজি-ওয়ান স্যাটেলাইট উদ্ধার করা। তার দেয়া সেই আদেশ এখনও কানে বাজছে।

স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের কর। এটাই তোমার টপ প্রায়োরিটি। টেকনিশিয়ানরা স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবির দিকটা সামলাবে। আর যেহেতু সাবধানের মার নেই, আমার কাজ হবে ইস্ট কোস্টের দিকে আমাদের মাথার ওপরে কতটুকু হুমকি আছে, তা বুঝার জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকির মূল্যায়ন শুরু করা। আমাদের প্রত্যেককেই এখন যার যার নিজস্ব অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বিমান লস এঞ্জেলেস আকাশসীমা পার হওয়ার হওয়ার জন্য একটা মোড় নিল। ধূমকেতুটি নীল আকাশে জ্বলজ্বল করছে, দিনের বেলায় দেখতে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট দীপ্তিময়। রাতের বেলা, ধূমকেতুর লেজটি যখন তারাগুলোর মাঝ দিয়ে টেনে লম্বা হয়ে অন্যদিকে ছড়িয়ে যায়, সেটি এতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলজ্বল করে যে, এর ঝিলিমিলি ঢেউগুলোকে পর্যন্ত আলাদা করা যায়। তখন একে দেখে একটা জীবন্ত জিনিসের

মতো মনে হয়। আশা করা যায়, ওটা ওখানে এক মাস যাবত পুড়তে থাকবে, যেহেতু ধূমকেতুর পাড়ি দেয়ার গতি খুব একটা দ্রুত নয়।

পেইন্টারের পাশের চামড়ার সিটে নিজেকে গলিয়ে দেয়া জ্যাডার মনোযোগ তার দিকে। এই মুহূর্তে সে গ্লাসে চুকচুক আওয়াজ তুলে কোকাকোলা পান করছে। পুরো বিমানে শুধু সে আর পেইন্টার। এছাড়া তৃতীয় কোনো যাত্রী নেই।

মেটকাফের সাথে জ্যাডা তার সময় সংক্রান্ত তত্ত্বগুলো শেয়ার করেছে। তার তত্ত্ব বলছে, স্থান-কালের জগতে ভাঁজ সৃষ্টি হওয়ায় সময় সামান্য একটু এগিয়ে সামনে চলে গেছে। তত্ত্বটি ছবিতে আবিষ্কার করা ওই গোলমেলে ছায়ার একটা ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। সেই ছায়া যেটা দেখে মনে হচ্ছে, স্যাটেলাইটের তোলা ছবিটি হয়তো এখন থেকে নব্বই ঘণ্টা পরবর্তী ভবিষ্যতের একটা ক্ষণিক দর্শন।

"আমার মনে হয় না, আমরা জেনারেলকে বুঝ দিতে পেরেছি," পেইন্টার তার দিকে ফিরে বলল।

"নিজেকে বুঝ দিতে পেরেছি কি-না, সে ব্যাপারেই তো আমি নিশ্চিত না," জ্যাডা যোগ করল।

পেইন্টার এই কথায় বিস্মিত, তার চেহারায়ও সেটি ফুটে উঠেছে।

"এখানে অনেককটি ব্যাপার কাজ করছে," সে ব্যাখ্যা করল, নার্ভাস ভঙ্গিতে সিট থেকে ফিরে তাকিয়েছে। "যেমনটা আগে বলেছি, ওই ছবিটি বিকল্প ভবিষ্যতের দিকে এক নজর দৃষ্টিপাত হতে পারে, আমাদের হতেই হবে তেমন কিছু না। সত্যি বলতে, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সময়ের সরল রৈখিক গতিপথ মেনে নেয় না। শুধু পর্যবেক্ষণ কার্যকলাপের দ্বারা কোয়ান্টাম মেকানিক্স কাজ করে, ঠিক যেমন শ্রোয়েডিংগারের বিড়াল।"

"আর সেটা এখানে প্রয়োগ হয় কী করে?"

"আচ্ছা, ওই বিড়ালটাকে ধরা যাক। কোয়ান্টাম মেকানিক্স যে কতটা জটিল এটা তার একটা ক্লাসিক উদাহরণ। ওই থট এক্সপেরিমেন্টে (কাল্পনিক পরীক্ষা), একটি বিড়ালকে বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে একটি বাক্সে বন্দী করে রাখা হয়, সেই বিষ খেয়ে বিড়ালটা মারা যেতেও পারে নাও যেতে পারে। বাক্সটা যতক্ষণ বন্ধ থাকবে, বিড়ালটার জীবন ততক্ষণ পর্যন্ত অনিশ্চিতভাবে পেণ্ডুলামের ওপর দুলবে—তখন সে একই সাথে জীবিত এবং মৃত। বিড়ালটার ভাগ্যে আসলেই কী ঘটেছে সেটা তখনই জানা যাবে তখনই যখন আপনি বাক্সটা খুলে নিজের চোখে সেটিকে পর্যবেক্ষণ করবেন। কেউ কেউ থিওরি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে যখন ওই বাক্সটি খোলা হবে, দুনিয়া তখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একটা দুনিয়ায়, বিড়ালটা জীবিত। অন্যটায়, সে মৃত।"

"বুঝলাম।"

"সেই একই পরিস্থিতি সম্ভবত এখানেও ঘটছে। স্থান-কাল এর চারপাশে ভাঁজ পড়ার কারণে হয়তো স্যাটেলাইট আরেক দুনিয়া থেকে ছবি তুলে এনেছে। সেই দুনিয়ায়, ওদের পৃথিবী জ্বলছে। সেটা যে আমাদের পৃথিবীই হতে হবে তেমন কোনো কথা নেই।"

“তো তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি। যে কোনো কারণেই হোক, মানবজাতির ভাগ্য সুতার ওপর ঝুলছে। তবে আমি কিন্তু এই সম্ভাবনা দেখে খুশি হতে পারছি না।”

“এখন আমরা যা যা করব সেটাই ঠিক করে দেবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে। স্যাটেলাইটের তোলা ছবি আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমরা জানি না, আমাদের নেয়া সিদ্ধান্ত কেয়ামতকে দূরে ঠেলে দিবে নাকি আরও কাছে টেনে আনবে।”

“শুনে মনে হচ্ছে, আগামী চার দিন আমরা সবাই অনেকটা শ্রোয়েডিংগারের বাক্সবন্দি বিড়ালের মতো, জীবন এবং মৃত্যুর অনিশ্চিত অবস্থার ফাঁদে পড়ে আছি।”

সে সায় দিল, তাকেও তেমন একটা খুশি দেখাচ্ছে না।

“তো আমরা কিছু করলেও শেষ, কিছু না করে বসে থাকলেও শেষ।”

জ্যাডা শ্রাগ করল। “বলতে গেলে এটাই কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মূল কথা।”

“তো তাহলে আমাদের প্রতি তোমার পরামর্শ কী?”

“আমাদেরকে ওই স্যাটেলাইট খুঁজে বের করতে হবে। এটাই এখন সবচে গুরুত্বপূর্ণ।”

“তুমি দেখি জেনারেল মেটকাফের সাথে তাল মেলাচ্ছ।”

“উনি খারাপ কিছু বলেননি। এখনও পর্যন্ত আমার বলা সব কথা অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ওই ধ্বংসাবশেষটা যদি নেড়েচেড়ে দেখতে পারি, তখন হয়তো আমি ধারণার ওপর নির্ভর না করে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু একটা বলতে পারব।” জ্যাডা তার সিট থেকে আরও নড়ে বসল যাতে তার সাথে আরও ভালো করে মুখোমুখি হওয়া যায়। “আমি জানি মঙ্গোলিয়ায় যারা ধ্বংসাবশেষ খোঁজার জন্য যাবে, তাদের সাথে আমাকে পাঠানোর ব্যাপারে আপনি আগ্রহী নন। কিন্তু স্যাটেলাইট সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। এই ব্যাপারে ভাল জ্ঞান আছে এমন কেউ যদি ওই সময় হাতের কাছে না থাকে, মূল্যবান তথ্য হারিয়ে যেতে পারে—বা এর চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারে।”

“আরও খারাপ বলতে তুমি কী বুঝাচ্ছ?”

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জ্যাডা। “আগেই বলেছি, ওই ডার্ক এনার্জির অন্ত:প্রবাহ স্থান-কালকে কুঁচকে এতে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। এই কোঁচকানো ভাঁজ হয়তো আগের গণনাকৃত হিসাবের চেয়ে আরও অনেক গভীর। কিন্তু আমার প্রাথমিক হিসাব আরেকটা বড় বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে।”

“কী বিপদ?”

“স্থান-কালের চার মাত্রার জগতে জট লেগে গিয়েছে। এই অবস্থা দীর্ঘসময় টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে। এবং সেই জট এখন কোয়ান্টাম লেভেলের সাথে গিট্টু পাকিয়ে স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষকে তার জালে আটকে ফেলছে।”

“জালে আটকে ফেলেছে?”

“এরকম ঘটনা তখনই ঘটে যখন দুটো বস্তু কিছুকালের জন্য একে অপরের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। ধরুন কোয়ান্টাম রাজ্যে তারা কিছুদিন একসাথে

বিচরণ করল, তারপর এক পর্যায়ে আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ওই দুটো বস্তুর কোয়ান্টাম সম্পর্ক তখনও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকবে। যেখানে একটা বস্তুর কোয়ান্টাম অবস্থার পরিবর্তন হলে অন্য বস্তুর কোয়ান্টাম অবস্থাও সাথে সাথে পাল্টে যাবে। এমনকি এদের মধ্যে যদি সীমাহীন দূরত্ব থাকে তারপরেও।"

"এটা তো চেনা জগতের যুক্তির বিরোধিতা করছে।"

"এবং আলোর গতিকেও মান্য করছে না। সত্যি বলতে, এটা আইনস্টাইনকে ভীষণ রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তিনি জার্মান ভাষায় এই পরিস্থিতির নামকরণ করেছিলেন স্পুকহাফতে ফের্নওয়্যারকুং (দূর থেকে ভূতুড়ে কাণ্ড)। তারপরেও, এই বিস্ময়কর ঘটনা যে শুধু ল্যাবরেটরিতে অতিক্ষুদ্র পরমাণুর ওপরে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে তা কিন্তু না। এছাড়া কিছুদিন আগে একদল চীনা গবেষক আরও বড়সড় বস্তুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সত্য সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খালি চোখে দেখা সম্ভব এরকম একজোড়া হীরা দিয়ে এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন উনারা। এর জন্য শুধু যথেষ্ট পরিমাণে এনার্জি খরচ করতে হবে।"

"ডার্ক এনার্জির বিস্ফোরণের মতো কিছু একটা।"

"ঠিক তাই। যদি পৃথিবীর চারপাশে স্থান-কালের চার মাত্রার জগতে জট লেগে যায়, আর এর কোয়ান্টাম অবস্থা স্যাটেলাইটকে তার জালে আটকেই ফেলে, তাহলে দুর্ঘটনায় পাওয়া ধ্বংসাবশেষের অসাবধানে নড়াচড়ায় সেই জট মহাশূন্যে স্থান-কালের জগতে একটা গর্ত সৃষ্টি করবে। পরবর্তীতে মহাশূন্যের সেই গর্ত আমাদের পৃথিবীকে টেনেও নিতে পারে।"

"আর সেটা ভালো কিছু হবে না।"

"যদি আপনি এই গ্রহকে ভালোবাসেন।"

"ডক্টর শ, আপনি দারুণ আকর্ষণীয়ভাবে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন।"

চূড়ান্ত কিছু একটা বলার আগেই তার স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ফোন এসেছে সিগমা কমান্ড থেকে। ক্যাপ্টেন ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট, তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। ক্যাটের কাজ হচ্ছে সিগমার জন্য দরকারি তথ্য সংগ্রহ করা, তবে এই মুহূর্তে ওর ওপর অর্পিত প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সার্চ টিম গঠন করার জন্য প্রাথমিক কাজ সেরে রাখা।

ওর সাথে আগেও কথা বলেছেন পেইন্টার। ওদের পরিকল্পনা হচ্ছে কমান্ডার পিয়ের্সের দলকে চীন থেকে সরাসরি মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাতোরে পাঠিয়ে দেয়া, সেখানে তার দল ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো দলের সাথে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হবে।

ক্যাট পরামর্শ দিয়েছে অভিযানের লোকবল কম রাখার জন্য। কারণ মঙ্গোলিয়ার খান খেনতি পর্বতমালায় বিধ্বস্ত হয়েছে স্যাটেলাইটটি। জায়গাটি কঠোরভাবে সুরক্ষিত। স্থানীয় লোকজন পবিত্রভূমি বলে মনে করে এই স্থানটিকে। এই স্থানে অবাঞ্ছিত মানুষের, বিশেষ করে বিদেশি মানুষদের অনুপ্রবেশে আরোপ করা হয়েছে মারাত্মক বিধিনিষেধ। প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক দুই কারণেই জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো রকম ভুল ভ্রান্তি হলে সেখানকার মানুষ ওদের দলকে লাথি মেরে দেশ থেকে বের করে দেবে।

যেই কারণে, পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে এখনও মাথা ঘামানো হচ্ছে।

পেইন্টার মনে মনে ভাবছিলেন, ফোন মারফত তাকে ভালো কোনো সংবাদ দেবে ক্যাট।

তবে ক্যাটের প্রথম কথাই তার আশার বেলুন চুপসে দিল।

"ডাইরেক্টর, আমাদের আরেকটা সমস্যা হয়েছে।"

অবশ্যই, তা তো হবেই...

"আমাদের এসপিয়োনাজ সার্ভিস (গুপ্তচর বিভাগ) মাত্র জানালো ইটালিতে একটা হামলা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য এখনও হাতে পাইনি, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কেউ একজন মনসিনিয়র ভেরোনার ইউনিভার্সিটি অফিসে রকেট-চালিত গ্রেনেড ছুড়েছে।"

"ভিগোর? সে কি ঠিক আছে?"

"তিনি ভালোই আছেন। সত্যি বলতে, আপনার সাথে কথা বলার জন্য এই মুহূর্তে কনফারেন্স কলের লাইনে আছেন তিনি। আক্রমণের সময় তার ভাইঝিও উনার সাথে ছিল। ওদের কারও শরীরেই চোট লাগেনি। ভিগোর আপনার সাথে কথা বলতে জোরাজুরি করছিলেন... আর আমার মনে হল আপনিও হয়তো তার সাথে কথা বলতে চাইবেন।"

"ওকে লাইনে দাও।"

পেইন্টারকে অনেকের সাথেই কথা বলতে হবে, কিন্তু এটুকু সৌজন্যতা মনসিনিয়রের প্রাপ্য।

ক্যাট সংযোগ করিয়ে দিল। মনসিনিয়র ভেরোনার পরিচিত গমগমে কণ্ঠস্বর লাইনে ভেসে আসল।

"ডাইরেক্টর ক্রো, ধন্যবাদ।"

এরকম একটা ঘটনার পরেও ভিগোরের গলা অস্বাভাবিক রকম শান্ত। তবে কথা হচ্ছে বুড়ো মানুষটা আগে থেকেই এরকম প্রাণোচ্ছল।

"আমি জানি তুমি ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু একটা ব্যাপারে দারুণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কথাটা তোমাকে বলে রাখা তাই জরুরি মনে হল।"

"কী কথা?"

"খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, আমার বিশ্বাস এই দুনিয়া বিশাল একটা সংকটের মুখে পড়েছে।"

একথা শুনে রোমহর্ষক অনুভূতি হল পেইন্টারের।

"কেন আপনার এমনটা মনে হল?"

মনসিনিয়র তার তথাকথিত মৃত প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া রহস্যময় বাক্সের কথা বললেন : মাথার খুলি আর মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা একটা বই। ভিগোর তাকে হাঙ্গেরির ডাইনি নিধন, টালমুদিকের জাদুকরী দেহাবশেষ আর একটা লিপি যাতে ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে রেহাই দেয়ার মিনতি লেখা... সব খুলে বললেন।

এই কাহিনী শুনে পেইন্টার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। স্পেস সেন্টারে যা হচ্ছে তার সাথে অন্তত এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ভিগোর বলে চলল, "আক্রমণের পরে, আমি এখন বুঝতে পারি কেন আমার কলিগ, ফাদার জসিপ গা ঢাকা দিয়েছিল। ও যেই জিনিসেরই খোঁজ করুক না কেন, সেটি কোনো একটি সহিংস গোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই গোষ্ঠী চায় না এই তথ্য বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। জসিপ আমাকে মধ্য এশিয়ার অ্যারাল সাগরের একটা জায়গায় তার সাথে যোগ দিতে বলেছে। চাইছিলাম যদি তুমি আমাকে কিছু ফিল্ড সাপোর্টের ব্যবস্থা করতে পার... বিশেষ করে এখন যেহেতু আমাদের হাতের সময় ফুরিয়ে আসছে।"

পেইন্টারের ইচ্ছে ছিল তাকে প্রয়োজনীয় লোকবল-জিনিসপাতি দিয়ে সাহায্য করার, কিন্তু বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের লোকজনকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়তো ঠিক হবে না।

"আমি দুঃখিত–"

ক্যাট বাধা দিল, কনফারেন্সিং-এ সেও লাইনে আছে।

"মনসিনিয়র ভিগোর, মনে হয় আপনার ডাইরেক্টর ক্রোকে বলা উচিত কেন আপনি মনে করেন আমাদের হাতে সময় কম।"

"আমি দুঃখিত।" তিনি ক্ষমা চাইলেন। "আমি ভেবেছিলাম এর মধ্যে বলে ফেলেছি। কিন্তু এখন বুঝলাম শুধু ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্টকে বলেছি, ডাইরেক্টরকে না।"

"কী কথা?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করল।

"খুলির গায়ে যা লেখা আছে, যা ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে রেহাই দেয়ার মিনতি জানাচ্ছে... এটি আসলে দুনিয়া যাতে ধ্বংস না করা হয় তার জন্য করুণা প্রার্থনা।"

"আপনি এটা এর মধ্যে বলে ফেলেছেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এই দুনিয়া কবে ধ্বংস হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলতে ভুলে গেছিলাম।"

পেইন্টার অনুভব করল তার মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল কিছু একটা চলে যাচ্ছে। "আমাকে অনুমান করতে দিন... চার দিনের মধ্যে।"

"হ্যাঁ।" ভিগোর অবাক হয়ে উত্তর দিলেন। "কিন্তু বুঝলে কিভাবে?"

পেইন্টার সাথে সাথে এর ব্যাখ্যা দিলেন না। তিনি ভিগোরকে একটু অপেক্ষায় রেখে তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড-এর সাথে কথা শুরু করলেন।

"তোমার কী মনে হয়?" ক্যাটকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার কাছে ব্যাপারটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়েছে। ওই দেহাবশেষে বলা তারিখ আমাদের স্পেস এন্ড মিসাইল সিস্টেম সেন্টারের দেয়া দুনিয়া ধ্বংসের তারিখের সাথে কী করে মিলে গেল?"

বুঝাই যাচ্ছে ক্যাট ইতোমধ্যে সেই সংবাদ পেয়ে গেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই কাজেই তো সে দক্ষ, তথ্য সংগ্রহ করা। কোনো কিছুই তাকে ফাঁকি দিতে পারেনা।

"এটা কি শুধুই হঠাৎ করে দুটো ঘটনার মিলে যাওয়া?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করল। "এটা তো প্রত্নতাত্ত্বিকদের আরেকটা বেকার ছোটাছুটিও হতে পারে। এর জন্য আমাদের লোকবল দেয়া কি ঠিক হবে?"

"এই ক্ষেত্রে, আমি হ্যাঁ বলার পক্ষে রায় দেবো। প্রথমত, এর জন্য আমাদের পরিকল্পনায় তেমন একটা নড়চড় আনা লাগবে না। মনসিনিয়র ভেরোনা মধ্য এশিয়ার যেই জায়গার কথা বলেছেন, তা ওয়াশিংটন ডি.সি. থেকে মঙ্গোলিয়া যাওয়ার পথেই পড়বে। আমাদের টিমের জন্য অ্যারাল সাগরে কিছুক্ষণের জন্য থেমে ব্যাপারটা তদন্ত করে আসা খুব একটা কঠিন কিছু হবে না। এটা আমাদের হাতে থাকা সময়ের ওপর তেমন একটা প্রভাবও ফেলবে না। তাছাড়া, আমাকে এখনও মঙ্গোলিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে কিছু কাজকর্ম সারতে হবে। এই সময়ের মধ্যে, আমরা দ্বিতীয় আরেকটা দল পাঠাতে পারি। যেটা ইতোমধ্যে ওই জায়গার কাছাকাছি আছে। একটু আগে আগে গিয়ে ওরা ওই এলাকার প্রাথমিক পরিদর্শন সেরে আসতে পারে।"

"তুমি গ্রে, কোয়াওস্কি আর সেইশানের কথা বলছ।"

ক্যাট নড করল।

"এটা মঙ্গোলিয়ার রাজধানী শহর উলান বাতোর থেকে হং কং পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ।"

"শুনে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা তুমি ইতোমধ্যে আগা থেকে ডগা পর্যন্ত ভেবে বসে আছ। কিন্তু তোমাকে আমার জানিয়ে রাখা উচিত, আমেরিকান দলে তৃতীয় একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"

তিনি জ্যাডার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

"যদিও একজন বেসামরিক নাগরিক তবুও তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এখানে দরকার হতে পারে।"

"সেটা কোনো সমস্যা না। ডক্টর শ-এর সাহায্য পেলে ভালোই হয়।"

তিনি হাসলেন। সব সময়কার মতোই, ক্যাট তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

"সেই সাথে, এই কৌশল অবলম্বন করায় আমরা আরেকটা সুবিধা পাবো। মনসিনিয়র এবং তার রহস্যময় সহকর্মীর সাথে কাজ করলে আমাদের পরিচয় নিখুঁতভাবে গোপন থাকবে। আর আমাদের তখন খান খেনতির ওই কঠোর ভাবে সুরক্ষিত এলাকায় অনুসন্ধান কাজ চালাতে কোনো অসুবিধা হবে না।"

"অবশ্যই।" পেইন্টার মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, ক্যাটের তেলেসমাতি বুদ্ধি দেখে যারপরনাই আনন্দিত।

"ওরা সবাই মিলে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক দল গঠন করে ফেলতে পারবে।"

"ঠিক তাই। বিশেষ করে মনসিনিয়র ভিগোর যদি আমাদের সাথে মঙ্গোলিয়া যাওয়ার সাহস করেন। আর এখন পরিস্থিতি যে রকম দেখা যাচ্ছে, আমাদের দুই পক্ষের উদ্দেশ্য আসলে একই।"

দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো...

"তাহলে আসো কাজ শুরু করে দেই। গ্রে-কে ডেকে পাঠাও আর তার দলকে প্রস্তুত কর।"

ক্যাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, চোখেমুখে স্পষ্ট বিরক্তি।

"ওর নাগাল পেলে তবেই না বলতাম..."

অধ্যায় : ৪

১৮ই নভেম্বর, রাত ২:০২ সিএসটি
চীন-এর ম্যাকাও

ক্যাসিনো লিসবোয়ায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অন্তত গ্রের কাছে ব্যাপারটা সেরকমই। ভিআইপি রুমে চারপাশ থেকে আসা ঠুসঠাস আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হলরুমে, প্রথমদিককার বন্দুকের গুলির চাপা আওয়াজ এখন পরিপূর্ণ বন্দুক যুদ্ধে রূপ নিয়েছে।

দূর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এল।

গ্রে ঠিক করেছে দরজার সামনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করবে। কোয়াওস্কির সাহায্য নিয়ে, বাকারা টেবিলটিকে উল্টে ফেলল ও। তারপর ভেতরে আসার একমাত্র পথটির সামনে ভারী টেবিলটিকে বসিয়ে দিল। একটা লাল-পশমি সোফা যোগ করে দুর্গ মজবুতকরণ কাজে আরও সহায়তা দান করল সেইশান। দরজা বাদে পালানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে পাশের সরু জানালা, কিন্তু ও পথে যাওয়া যাবে না। ওদিক দিয়ে বের হলে তাদের মাথা সোজা গিয়ে চার-তলার নিচের পিচঢালা রাস্তার ওপর আছড়ে পড়বে।

ঘরের অন্যপাশে থাকা ডক্টর হুয়ান পাক দূরের এক কোণায় গিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছেন। তার বিশ্বাসঘাতক চেহারায় খেলা করা আত্মতৃপ্তি এখন আতংকে রূপান্তরিত হয়েছে। পাকের পরিকল্পনায় কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে। ডুয়ান ঝি ট্রায়াড অ্যামবুশ চালিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। গ্রে প্রথমে ভেবেছিল হোটেল সিকিউরিটি বুঝি ট্রায়াডের হামলার জবাবে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু লড়াই আরও ফাটাফাটি হওয়ার পর সে বুঝতে পারে, আসলে এলাকা নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের জন্য দুই ট্রায়াড মুখোমুখি লড়াই করছে।

আর, সুস্পষ্টভাবে, আমরাই হচ্ছি সেই লড়াইয়ে জয়ীদের প্রথম পুরস্কার।

গ্রে জানে তাদের ব্যারিকেড আজীবন টিকবে না। কেউ না কেউ এটা ভাঙার জন্য এগিয়ে আসবেই। তার মনের ভাবনা প্রমাণের জন্যই যেন একটা শটগানের গুলি দরজার মধ্য দিয়ে মুঠি সাইজের গর্ত তৈরি করল।

"কোয়াওস্কি, যা করার এক্ষুণি করতে হবে!" গ্রে চিৎকার দিল।

কোয়াওস্কি বলল, "বেল্ট খুলতে গিয়ে প্যান্ট তো সামলাতে পারছি না!"

কোয়াওস্কির বেল্টে বিস্ফোরক রাখা আছে। সে প্যান্ট থেকে তার বেল্ট খুলে আনল এবং সেটিকে মেঝেতে বৃত্তাকারে রাখল, তারপর ফিতা দিয়ে একটি ধাতুর আংটাকে জায়গামতো পরিয়ে এর সাথে রেডিও রিসিভার জুড়ে দিল। কোয়াওস্কি হচ্ছে সিগমার এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। যেহেতু চীনে অস্ত্র আনাটা ঝুঁকিপূর্ণ, কোয়াওস্কি তাই প্যান্টের বেল্টে প্যাঁচিয়ে সাথে করে একটা বিস্ফোরক নিয়ে এসেছে।

এই উচ্চ প্রযুক্তির বিস্ফোরকটি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ডারপার। এক্সপ্লোসিভকে কার্বন গ্রাফিনের টিউবের মধ্যে আটকে এর মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যার ফলে টিউবের ভেতরের বস্তুকে সনাক্ত করা বিমানবন্দরের সিকিউরিটির পক্ষেও অসম্ভব।

"অল সেট," গড়িয়ে গড়িয়ে ওদের কাছে পৌঁছে বলল কোয়াওস্কি।

"তোমরা কী করছ?" ওদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল পাক।

"আগুন ধরিয়ে গর্ত বানাব!" বিশালদেহী মানুষটি একথা চেঁচিয়ে বলেই বুড়ো আঙুল দিয়ে ট্রান্সমিটারে চাপ বসিয়ে দিল।

বিস্ফোরণে ঘরটা কেঁপে উঠল, গ্রের কান এমন ঝাঁ ঝাঁ করছে, যেন সেটির ধারে-কাছে কেউ একজন ঘণ্টি বাজিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য ঘরের বাইরের গোলাগুলি থেমে গেল, বিস্ফোরণের ধাক্কায় সবাই বরফের মতো জমে গিয়েছে।

"লেটস গো!" চিৎকার করে বলল গ্রে।

গ্রে মনে মনে প্রার্থনা করছে, বিস্ফোরকটা যেন ভালমতো কাজ করে। তা না হলে, তাদের কপালে খারাবি আছে। কারণ কোয়াওস্কির কাছে থাকা একমাত্র বিস্ফোরকটা তারা উড়িয়ে দিয়েছে।

সামনে, পুড়ে যাওয়া গালিচার আগ্নেয় ধোঁয়ার মাঝে উদ্ভাসিত হল আগ্নেয়গিরির একটি জ্বালামুখ। বিস্ফোরণটি ঘটেছে মেঝেতে, অথবা আরও ভালো করে বলতে গেলে, মেঝের মধ্য দিয়ে। মেঝের ইস্পাতের কাঠামো এখনও অক্ষত, কিন্তু বিস্ফোরণের কারণে সেখানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

গর্তের মধ্য দিয়ে গ্রের দৃষ্টি চলে গেল। তাদের পায়ের তলার তৃতীয় তলার ডিজাইন প্রায় চতুর্থ তলার ডিজাইনের মতো। সৌভাগ্যবশত নিচের ভিআইপি রুমটাতে এখন কেউ নেই।

বন্দুক দাগার আওয়াজ আবার ফিরে আসতেই মনে হল অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। গ্রে সেইশানকে ইশারা করল আগে আগে যেতে। মেয়েটি বিল্ডিং-এর কাঠামোর ফাঁক দিয়ে সহজেই নিজেকে গলিয়ে নিয়ে মসৃণভাবে নিচের ফ্লোরে লাফিয়ে ঢুকে পড়ল।

গ্রে আর কোয়াওস্কিও তাকে অনুসরণ করবে, কিন্তু হুয়ান পাক মাঝখানে হস্তক্ষেপ করলেন। তাকেও যেন ওদের সঙ্গে নেয়া হয় তার জন্য কাতর কণ্ঠে অনুনয় করছেন। কোয়াওস্কি মাছি তাড়ানোর মতো করে হাতের এক ঝটকায় তাকে অন্য পাশে সরিয়ে দিল। হুয়ান পাক তাতেই উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়লেন দেয়ালে। আঘাতের চোটে নাক দিয়ে বেরিয়ে এল ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত।

এক মুহূর্ত পরে, গ্রে দাঁড়িয়ে আছে সেইশানের পাশে, তৃতীয় তলার দরজার ধারে। কোয়াওস্কি তাদের পেছনে ধপাস করে লাফিয়ে পড়ল।

"মনে হয় বাইরের অবস্থা পরিষ্কার," সেইশান বলল, তার কান দরজার দিকে ঘুরানো। "কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমাদের এই জায়গা ত্যাগ করতে হবে। এই চালাকিতে বেশিক্ষণ কাজ হবে না।"

"কিন্তু হোটেল থেকে বের হওয়ার সব পথে পাহারা বসানো।" গ্রে বলল।

"আমি হয়তো একটা পথের কথা জানি।"

দরজা খুলে সেইশান তার মাথাটা সামান্য একটুখানি বাইরে বের করল, তারপর ঝড়ের বেগে রওনা হল করিডর ধরে।

"পথটার কথা আগেভাগে বলে রাখলে মনে হয় ভালো হত!" কোয়াওস্কির কণ্ঠে অসন্তোষের সুর। গ্রেকে সাথে নিয়ে তারা দুইজন সেইশানকে অনুসরণ করছে।

ফায়ার একজিটের সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল সেইশান, দরজায় লাথি মেরে ভেতরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করতেই মুখোমুখি হল একজন বন্দুকধারীর। ওপর থেকে দৌড়ে নামছে, সিঁড়ি পার হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

নিচু হয়ে তার বুকে আঘাত করল সেইশান, আক্রমণকারীকে কনুই দিয়ে মোক্ষম এক ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে।

গ্রে এক পা ঘুরিয়ে অন্য পা দিয়ে জোরসে চোয়াল বরাবর লাথি কসাল, লোকটি উড়ে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে, মাথার পেছনে ফাটল ধরল, শরীর মুচড়ে গিয়ে মাটিতে পতিত হল।

"ঈশ্বর যেন ভিলেন বানিয়ে আমাকে তোমাদের সাথে লড়তে না পাঠায়," কোয়াওস্কি বিস্মিত।

ট্রায়াড মেম্বারের কাছে একটি একে-ফরটি সেভেন অটোমেটিক রাইফেল রাখা ছিল, গ্রে সেটি নিজের কাছে নিয়ে নিল। তার কাঁধের এক কোণায় রাখা আছে চাইনিজ আর্মি রেড স্টার পিস্তল। গ্রে সেই অস্ত্রটি ছুড়ে দিল কোয়াওস্কির দিকে।

"ক্রিসমাসের উপহার দেয়া দেখি শুরু হয়ে গেছে!" সে অস্ফুট স্বরে বলল, দক্ষ হাতে জিনিসটা উল্টে পাল্টে দেখছে।

"চল যাই!" সেইশান তাড়া দিল, সিঁড়ির ওপর ভালো করে নজর রাখছে।

গ্রে রাইফেল নিয়ে তার সাথে যোগ দিল। তারা একত্রে তাড়াহুড়া করে সিঁড়ি পার হচ্ছে। এক ল্যান্ডিং থেকে লাফিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে আরেক ল্যান্ডিং-এ। ওপরের বন্দুকযুদ্ধের তেজ সামান্য স্তিমিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তারা ফার্স্ট ফ্লোরে পৌঁছাতেই, তাদের সামনের একজিট ডোর দিয়ে কারা যেন বেরিয়ে আসতে চাইল। এরা লোক হিসেবে ভালো-খারাপ যাই হোক, এখন অতো কিছু ভাবার সময় নেই। গ্রে তাই ভয় দেখানোর জন্য কিছুক্ষণ উল্টা পাল্টা গুলি বর্ষণ করল, আর একজিট ডোরের দরজাও দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় কোয়াওস্কি তার মুখ ঘুরিয়ে এক রাউন্ড গুলি করে জানান দিল, কেউ যেন তাদের অনুসরণ করার ধৃষ্টতা না দেখায়।

ফার্স্ট ফ্লোরের দরজার দিকে না গিয়ে সেইশান নামছে বেজমেন্ট লেভেলের দিকে। এখানে আসার আগে, ক্যাসিনো লিসবোয়া নিয়ে ভালোই গবেষণা করেছে

গ্রে। সে জানে, ক্যাসিনো বিল্ডিং-এর বেজমেন্টে একটি বিশাল শপিং মল আছে। ওখানে যে শুধু দোকানপাটই আছে তা কিন্তু নয়, জায়গাটি একই সাথে পতিতাদের কলকাকলিতেও মুখর হয়ে থাকে। তাই এই লেভেলটিকে অনেকে 'হুকার মল' নামে ডাকে।

সেইশান বেজমেন্টের দরজার কাছে পৌঁছেই লাথি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। উপরের দাঙ্গাহাঙ্গামার সাথে তুলনা করলে এই জায়গাটা ভয়ানক রকম চুপচাপ।

সেইশান মৃদুস্বরে বলল। "যেমনটা ভেবেছিলাম, সবকটি দোকান ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"

নিশ্চয়ই মারামারি শুরু হওয়ার সাথে সাথে দোকানের মালিকেরা সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে তাদের খুপরিঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রে মনে মনে ভাবছে, সেইশানের পরিকল্পনা কী হতে পারে। লোকজন বের হওয়ার সবকটি পথেই অস্ত্রধারী লোকেরা পাহারা দিচ্ছে। হয়তো দোকানগুলোর ওপর কেউ নজর রাখছে না। কিন্তু তার কারণ, ট্রায়াড মেম্বাররা ভালো করেই জানে, চুরি-ডাকাতি লুটপাটের শিকার না হওয়ার জন্য দোকান মালিকেরা যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে নিজেদেরকে বোতলবন্দী করে ফেলবে।

তাহলে সেইশান কী করে আশা করতে পারে যে—?

গায়ের সোয়েটার মৃদু ঝাঁকি দিয়ে খুলে সেটিকে এক পাশে ছুড়ে মারল সেইশান। তারপর নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলল এক টানে, জামার বোতাম মেঝেতে পড়ছে পট পট শব্দ করে, কালো রঙ এর ব্রা উন্মুক্ত, পেটের দিকের পেশিবহুল বাঁকানো রেখা প্রকাশিত। সবশেষে নিজের চুলগুলোকে উষ্কখুষ্ক করে দিল সেইশান।

"কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?" মেয়েটির প্রশ্ন।

গ্রের মুখে কথা যোগাচ্ছে না... আর এই প্রথমবারের মতো, কোয়াওস্কিরও একই অবস্থা।

ওদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দরজা দিয়ে বের হতে হতে সেইশান বলল, "সিকিউরিটি গেটের তালা খুলতে না পারা পর্যন্ত আমার জন্য আড়াল থেকে অপেক্ষা করবে।"

শক্তিশালী হাত দিয়ে গ্রের কাঁধে চাপড় মেরে কোয়াওস্কি বলল। "তুমি তো বিরাট ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ হে, কমান্ডার পিয়ের্স!"

কোয়াওস্কির সাথে নিজের ভাগ্য নিয়ে তর্ক করতে চাচ্ছে না গ্রে।

রাত ২:১৪

নিজের মন্দভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছেন জু-লঙ দেলগাডো।

তিনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন অফিসের প্লাজমা স্ক্রিনের সামনে। টিভি পর্দায় দেখাচ্ছে, ভিআইপি রুমের মেঝের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছে ধোঁয়া উঠা বিস্ফোরিত গর্ত। মনে মনে ভাবছেন, এই দুর্ভাগ্যের জন্য ধূমকেতুকে গালাগাল করবেন কি-না।

কিন্তু এই ধরনের বোকা বোকা কুসংস্কারে তার বিশ্বাস নেই। এই দুর্দশার কারণ তার খুব ভালো করেই জানা।

তিনি আসলে শিকারকে ছোট করে দেখেছিলেন।

এই ভুল দুইবার হবে না।

কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি দেখলেন, দুই পুরুষের মধ্যে গায়ে গতরে বিশালদেহীটা প্রচণ্ড শব্দে রুমের মেঝেতে বিস্ফোরণ ঘটাল। এর পর ওরা মেঝের মধ্যে দিয়ে নিজেদের গলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল! যেন তিনটা ভীতু ইঁদুর প্রাণের মায়ায় মরিয়া হয়ে গর্তের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। এবং চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া জু-লঙ-এর আর কিচ্ছু করার নেই।

ঘরের একমাত্র বাসিন্দা তখন ঘরের এক কোণায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

ডক্টর হুয়ান পাক।

উত্তর কোরিয়ান বিজ্ঞানীকে দেখতে দেখতে, টিভির নিচের পর্তুগীজ ক্যাবিনেটে টোকা মারলেন জু-লঙ। মাথায় নানান রকম চিন্তা খেলা করছে। প্রতিটি বিকল্প পথ বিচার করে দেখছেন। যেই পথে গেলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেই পথটি তাকে দ্রুত বেছে নিতে হবে।

অবশেষে একটা পথ বেছে নিলেন।

একটু আগে, টার্গেটের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়ার জন্য টোমাজের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই সবাই যুদ্ধে ব্যস্ত। তিনি মানসচোখে দেখলেন, ক্যাসিনোর প্রতিটা ফ্লোরে ফ্লোরে গুলিবিনিময় হচ্ছে। এই যুদ্ধ তার হুকুমেই হচ্ছে। এখন টোমাজ যদি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সেই লড়াই চালিয়ে যায়, তার জন্য তো আর ছেলেটাকে দোষারোপ করা যায় না।

ফোনের বাটনে চাপ দিলেন। ওপাশ থেকে একজন ধরতেই, চাঁছাছোলা ভাষায় আদেশ দিলেন। "আমার গাড়ি বের কর।"

অপেক্ষার সময়, দরজায় কেউ একজন আস্তে করে নক করল। ঘুরে দেখতে পেলেন ছোটখাটো আকৃতির একজন যুবতী ভেতরে প্রবেশ করছে, পরনে রেশমি স্লিপিং রোব, পায়ে স্লিপার। তার রোদে পোড়া চেহারার সুন্দর মুখটি মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো, মধু রঙের চুল মাথায় আলতো করে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। কাছে আসার সময়, মেয়েটি এক হাত দিয়ে তার ফুলে যাওয়া স্ফীত পেটে হাত বুলাচ্ছিল।

"নাতালিয়া, জানু আমার, তোমার তো এখন বিছানায় থাকার কথা।"

"তোমার ছেলে সেটা আর হতে দিল কই," নাতালিয়ার ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে আমন্ত্রণের ছাপ স্পষ্ট। "হয়তো ওর বাবা যদি পাশে শুয়ে থাকতো..."

"তোমার সাথে থাকতে পারলে ভালোই হত, কিন্তু ব্যবসার কাজগুলো না সারলে তো চলছে না, হানি!"

অভিমানে ঠোঁট ফোলাল নাতালিয়া।

জু-লঙ হাঁটু মুড়ে বসে নাতালিয়ার গর্ভে চুমু এঁকে দিলেন, সেখানটায় ঘুমিয়ে আছে তার অনাগত ছেলে। "কথা দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো," তারপর নাতালিয়ার গালে গুড বাই কিস দিয়ে, তাকে এগিয়ে দিয়ে আসলেন দরজা পর্যন্ত।

আজ রাতে স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে পারলে জু-লঙ খুশিই হতেন। কিন্তু ছোটবেলায় বাবা তাকে শিখিয়েছেন, সে যুদ্ধ হোক বা ব্যবসা, হাত নোংরা করার কাজটা কাউকে না কাউকে করতেই হয়।

রাত ২:১৬

সেইশান বুঝতে পারছে হাতে সময় নেই, সব পথ একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাসিনো লিসবোয়া থেকে দ্রুত বেরুতে না পারলে এখান থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা শূন্য।

একথা ভাবতে ভাবতে, বেজমেন্টের শপিং মলে প্রবেশ করল সেইশান। সামান্য একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে, বুঝাতে চাইছে বিরাট বিপদে পড়েছে ও। এই মুহূর্তে শপিং মলে কাজ করা পতিতাদের একজন হিসেবে অভিনয় করছে ও, যে কিনা হুট করে পড়ে গিয়েছে অস্ত্রযুদ্ধের মাঝে।

বৃত্তাকারে চারপাশে দৌড়াতে শুরু করল ও, চুল টানছে, ক্যানটোনিজ ভাষায় সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে, চোখ দিয়ে পানি ঝরছে অবিরাম ধারায়। চোখের জল তার পুরো মুখ ঢেকে ফেলেছে, এক গেট থেকে আরেক গেটে দৌড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে গেটে জোরে জোরে থাবা মারছে, যেন দয়ালু কেউ একজন এসে তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে।

সেইশান জানে এখানকার দোকান মালিক এবং পতিতাদের মাঝে একটি অলিখিত সম্পর্ক আছে। দুই পক্ষের ভেতর লাভজনক বাণিজ্য প্রবাহ বিদ্যমান। এরকম জায়গায় যেমনটা থাকা খুবই স্বাভাবিক।

পতিতাদের টানে এখানে অনেক খদ্দের আসে। কাজ শেষে, সেইসব খদ্দেররা এখানকার দোকান থেকে জিনিসপাতি ক্রয় করে। অন্যদিকে যেসব পুরুষের শুধুই পণ্য ক্রয়ের জন্য এখানে আগমন, হয়তো অন্য উদ্দেশ্য নেই, পতিতারা তাদেরকেও প্রলুব্ধ করে নিজেদের কাছে টেনে আনে।

বিশাল এক জীবন চক্র।

এই জটিল সম্পর্কের কারণেই দুই পক্ষ একে অপরকে সবসময় সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। খাবারের দোকানগুলোর সামনে পৌঁছুতেই, ইস্পাতের বেড়ার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও। দুলে দুলে চিৎকার করে কান্না করতে থাকল। মনে হচ্ছে, বাবা-মার সাথে মেলায় এসে হারিয়ে যাওয়া একটি শিশু বাড়ি যাওয়ার জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে।

যেমনটা আশা করা হয়েছিল, কান্নার আওয়াজ শুনে একজন মানুষ লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে এলেন। পাকা চুল ওয়ালা ছোট খাটো আকৃতির বৃদ্ধ, গায়ে নোংরা জামা, ভীরু পায়ে গেটের সামনে হাজির হলেন। হাতের ইশারায় সেইশানকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইছেন, কণ্ঠে তিরস্কার।

কিন্তু তার তিরস্কারকে পাত্তা না দিয়ে, গেটের সাথে লেপ্টে থাকল সেইশান। সিনেমায় দেখানো বিপদে পড়া মেয়েদের চেহারা ফুটিয়ে ধরল নিজের চেহারায়, কাকুতি মিনতি করে সাহায্য প্রার্থনা করছে।

বুড়ো লোকটি বুঝতে পারছেন, এই মেয়েকে এখান থেকে তাড়ানো অসম্ভব। একটু নিচু হয়ে চারপাশ ভালো করে দেখে নিলেন তিনি, যখন নিশ্চিত হলেন মেয়েটি একা, শুধু তখনই ঝুঁকি নিলেন গেটের তালা খুলার।

ইস্পাতের বেড়া তোলা শুরু করতেই, গোপনে গ্রে আর কোয়াওস্কিকে ইশারা দিয়ে ডাকল সেইশান।

সেইশানের পেছনের সিঁড়িঘরের দরজা দিয়ে ওরা দুইজন বুড়ো মানুষটির দিকে দৌড়ে এল।

বিস্মিত দোকান মালিক চেষ্টা করলেন চাপ দিয়ে বেড়া আটকে দিতে। কিন্তু বেড়ার নিচে পা গলিয়ে সেই সম্ভাবনা আটকে দিল সেইশান। কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে বুড়োটিকে পেছনে সরিয়ে দিল ও, তারপর হ্যাঁচকা টানে বেড়াটিকে টেনে উপরে তুলে ফেলল।

এক দৌড়ে, নিচু হয়ে পিছলে গিয়ে, বেড়ার গেট পার হয়ে গেল গ্রে।

পেছনে থাকা কোয়াওস্কি তার বিশাল দেহ নিয়ে এমনভাবে পার হল, যেন একটা দুই লিটার কোকের বোতল গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়া পার হচ্ছে। এই জায়গায় একটা কমলা লেবু গড়িয়ে যাওয়ার কথাও কল্পনা করা যায়।

গ্রে তার রাইফেল তাক করল ওই মানুষটির দিকে।

"গেট বন্ধ করে দাও," সেইশান আদেশ দিল।

দোকান মালিক টু শব্দটি না করে হুকুম মান্য করল।

"ওকে বল আমরা কারুর ক্ষতি চাই না," গ্রে বলল।

সেইশান কথাটা অনুবাদ করল, কিন্তু মেয়েটির চোখের কঠোর দৃষ্টি এবং পাথুরে মুখাবয়ব দেখে বুড়ো লোকটি এই কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তাকে কয়েকটা ছোট ছোট প্রশ্ন করল ও, তারপর নজর ফিরাল গ্রের দিকে।

"এই গুদামঘর থেকে বের হওয়ার রাস্তা এই পথে," একথা বলে দোকানমালিক পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদের।

বাজারে প্রবেশ করতেই, ওরা দেখল একটি লম্বা কাউন্টার। সেখানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফল আর শাকসবজির সারি সারি বাক্স সাজিয়ে রাখা। একপাশের পানিভর্তি কয়েকটি ট্যাংকে রাখা আছে জ্যান্ত মাছ, কচ্ছপ, ব্যাঙ, শেলফিশ।

ওরা কংক্রিটের ঢালু রাস্তায় পৌঁছাল। এই রাস্তাটি মূলত মাল আনা নেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। তাদের বামে, বাইরে বের হওয়ার একটি ছোট দরজা রাখা।

ওদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন, এই ভেবে খুশি মনে দরজাটি খুলে দিলেন দোকানদার।

হাতে রাইফেল নিয়ে, সবার আগে সেই দরজা দিয়ে বের হল গ্রে।

তাকে অনুসরণ করে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল সেইশান।

ওরা শুনল চতুর্দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ আসছে, এবং পুলিশের গাড়ি ঘিরে ধরেছে ক্যাসিনো লিসবোয়াকে। কিন্তু নাম ভানহ্রদের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষের উৎসবে তাতে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ল না।

ক্যাসিনোর বাইরে থাকা উৎসবে মাতোয়ারা লোকজন গুণ্ডাদের মারামারি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। হ্রদের পানির ওপর আতসবাজি ফুটানো হচ্ছে, জলে ভাসমান হাজারো লণ্ঠনের মাঝে সেই বিস্ফোরণ প্রতিফলিত হল।

"এরপর কী?" কোয়াওস্কিকে এক রকম চিৎকার করে প্রশ্নটা করতে হল।

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বের হতে হবে," গ্রে বলল, হ্রদের দিকে যে বিপুল পরিমাণ মানুষ জড়ো হয়েছে সেই দিক বরাবর হাঁটছে। "কিন্তু এখন ট্যাক্সি পাওয়াটা কঠিন হবে, আর বিদেশি হওয়াতে আমরা জনতার সাথে মিশে যেতেও পারব না।"

"আমি পারবো," সেইশান বলল।

ছেঁড়া ব্লাউজটাকে প্যান্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে, ওদের দিকে ফিরল সেইশান।

"এখানেই থাকো," হুকুম দিল। "আমি না ফেরা পর্যন্ত নিজেদের আড়াল করে রাখবে।"

রাত ২:২৮

গলির মুখে সেঁটে আছে গ্রে, এক মুহূর্তের জন্যও জনতার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। কোয়াওস্কিও নজর রাখছে, যেন পেছন থেকে কেউ এসে আচমকা আক্রমণ করতে না পারে।

কিছুক্ষণ আগে, কোয়াওস্কির সাথে অস্ত্র বিনিময় করেছে গ্রে। বিশালদেহী মানুষটার বড়সড় আলখাল্লায় চওড়া একে-ফরটি সেভেন রাইফেল লুকিয়ে রাখতে সুবিধা। তার পিস্তল ঊরুর ওপরে রাখল গ্রে, শরীর একপাশে ঘুরিয়ে রেখেছে, সরাসরি তাকালেও কেউ বুঝবে না যে সাথে অস্ত্র আছে।

অন্যদিকে রাস্তায় সাইরেনের আওয়াজ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

গ্রের ডান দিকে, হ্রদের চারপাশ এখনও হুল্লোড়বাজ মানুষে পরিপূর্ণ। কিন্তু বাম দিকটায়, রাস্তার মানুষজন ইতোমধ্যে কমে আসতে শুরু করেছে। হয় ঘুমানোর জন্য বিছানায় ফিরে যাচ্ছে অথবা যাচ্ছে কোনো ক্যাসিনো বা মদের দোকানের দিকে।

হঠাৎ ইঞ্জিনের জোরালো গর্জন জনতার হুল্লোড়কে ছাপিয়ে কানে বেজে উঠল। মোটরসাইকেলে চড়ে একটি পরিচিত মানবমূর্তি এগিয়ে আসছে। কোন রকমে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে বাইকটা নিয়ে এগিয়ে আসছে সেইশান, এই উটকো জিনিস দেখে চারপাশের মানুষজনও তাকে পথ করে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

পথচারীদের চলমান প্রবাহ বিক্ষিপ্ত, যেন এক ঝাঁক পায়রাকে কেউ চমকে দিয়েছে।

লোকজন সরে যাওয়ার পর দেখা গেল এটি আসলে মোটর সাইকেল নয়। সামনের দিকটা যদিও মোটর সাইকেলের মতো, পেছনের দিকটা হচ্ছে ছোট

চাকার বগি-গাড়ি। এই ধরনের বাহনকে ত্রিচক্রযান বলা হয়। আসার পথে এগুলোকে রাস্তায় দেখেছিল গ্রে। ম্যাকাও, সরু রাস্তাঘাটের একটি শহর, বাহন হিসেবে চার চাকার গাড়ির তুলনায় ত্রিচক্রযান এখানে বেশি উপযুক্ত।

কিন্তু গুণ্ডা বাহিনীর ধাওয়া থেকে পালানোর সময় না।

ওদের পায়ের সামনে এনে বাহনটি স্কিড করিয়ে থামাল সেইশান। "তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো! আর মাথা নিচু করে রাখবে!"

আর কোনো উপায়বুদ্ধি দেখতে না পেয়ে, বাধ্য ছেলের মতো পেছনের বগিতে চড়ে বসল গ্রে আর কোয়াওস্কি। খোলা জায়গায় এভাবে বসে থাকতে হওয়ায়, গ্রের ভীষণ বিব্রত লাগছে। চারপাশে সব এশিয়ান লোক, আর একজন সাদা চামড়ার বিদেশি ও।

অন্যদিকে কোয়াওস্কিও নিজের বিশাল বপু শরীর নিয়ে বেগতিক অবস্থায়, তার বিশাল আলখাল্লা দিয়ে ত্রিচক্রযানের গভীরে গিয়ে লুকানোর চেষ্টায় ব্যস্ত।

"ফালতু একটা বুদ্ধি।" কোয়াওস্কির কণ্ঠে বিরক্তি।

ওরা বসতেই, বাহনটি চালু করল সেইশান। নাম ভান হ্রদের ধার দিয়ে ক্যাসিনো লিসবোয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

"এর চেয়ে ভালো জিনিস যোগাড় করা এই মুহূর্তে অসম্ভব," ওদের দিকে পেছন ফিরে বলল মেয়েটি। "ওরা শহরের সব রাস্তাঘাট ব্লক করে দিয়েছে।"

গ্রে দেখল, ম্যাকাও ফেরি টার্মিনালের দিকে না গিয়ে ওদের বাহন অন্য কোথাও যাচ্ছে।

"আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"ওখানে," ইশারা দিয়ে টাইপার একটা দ্বীপকে বুঝাতে চাইল ও। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা সেতু চলে গেছে এর ওপর দিয়ে। "ওই পাশে একটা ছোট আকারের ফেরি টার্মিনাল আছে, ভেনেশিয়ান হোটেল থেকে বেশি দূরে না। ওখানে আমাদের খোঁজ করার সম্ভাবনা কম। একটু আগে জানলাম, আজ রাতের শেষ ফেরি বিশ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে যাবে ওখান থেকে।"

এবং আমাদেরকে এর ওপর চড়েই পালাতে হবে।

শিকারী ওদের ঘাড়ের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলছে, ম্যাকাও তাই এই মুহূর্তে ভীষণ বিপজ্জনক।

বাইসাইকেল এবং পথচারীদের টুকটাক আহত করে ব্যস্ত রাস্তার মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে এগিয়ে চলছে ওদের ত্রিচক্রযান।

ব্রিজের কাছে পৌঁছুতেই লক্ষ করল, ওখান থেকে দ্বীপের দূরত্ব হবে প্রায় তিন কিলোমিটার।

ব্রিজের প্রবেশপথের সামনে ট্রাফিক জ্যাম, কিন্তু সেইশানের চলার গতিতে তেমন একটা হেরফের হল না।

বিপজ্জনক গতিতে লোকজন ঠেলাঠেলি করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল ওদের বাহন। ব্রিজের উভয় পাশে, চাঁদের আলোয় আলোকিত নদীর জল হাজার

হাজার ভাসমান লণ্ঠন বুকে নিয়ে চিকচিক করছে, ছড়িয়ে গিয়েছে বহু দূর পর্যন্ত, আকাশের তারার প্রতিফলন সৃষ্টি হয়েছে সেই পানিতে।

অন্যদিকে, নিয়ন বাতির মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে টাইপা দ্বীপ।

ব্রিজ পার হতে ওদের দশ মিনিট লাগল, তারপর ওরা টাইপা ফেরি টার্মিনালের দিকে চলে যাওয়া সরু রাস্তার দিকে ঘুরল।

কিন্তু বিশ গজ যাওয়ার আগেই, বিশালাকায় একটি ক্যাডিল্যাক গাড়ি ডান পাশের সরু গলি দিয়ে ছুটে এসে তাদের বাহনটিকে মাটিতে শুইয়ে দিল। আঘাতের ধাক্কায় সৈকতের দেয়ালের দিকে ঘুরে গিয়ে জোরালোভাবে বাড়ি খেল বাহনটি।

সিট থেকে উড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল গ্রে। কোয়াওস্কির সাথে জট পাকিয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা।

অবশেষে ওদের স্থান হল বালিতে। বালুতে ভর দেয়া অবস্থাতেই পিস্তল চলে এসেছে গ্রে হাতে। ক্যাডিলাকের দিকে লক্ষ্যস্থির করল। গাড়িটি এই মুহূর্তে রাস্তা ব্লক করে রোডের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে।

চাইনিজ এবং পর্তুগীজের মিশ্রণে কয়েকজন মানুষ গাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু সামনে দেয়ালের বাধা থাকায় ক্লিয়ার শট নেয়া যাচ্ছেনা।

হঠাৎ করে গ্রের খেয়াল হল সেইশান নেই ওদের সাথে।

বুকের মাঝে ভীষণ ধুকপুক করছে, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রে। অপহরণকারীদের একজনের হাতে গুলি করল ও; কিন্তু পরের তিনটা গুলি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হল। তারপর দেখল সেইশান দাঁড়িয়ে আছে ওদের মাঝে। অচেতন, চেহারা রক্তাক্ত। ওকে ক্যাডিলাকের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গুলি করলে সেইশানের গায়ে লাগতে পারে এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত পিস্তল নামিয়ে নিল ও। নিজের মন্দভাগ্যকে গালাগাল করল কিছুক্ষণ।

কিন্তু শত্রুপক্ষের সেই ভয় নেই।

ওদের পিস্তলের বুলেটে গ্রের পায়ের কাছের বালু ছিটকে আসছে।

কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো কোয়াওস্কি অবশেষে ওর একে-ফরটি সেভেনটিকে বের করে আনতে পেরেছে। এক হাতে ধরে রেখে দেয়ালের দিকে গুলি ছুড়তেই শত্রুপক্ষের দুইজন ধরাশায়ী।

অন্য হাত দিয়ে সেতুর দিকে ইশারা করে কোয়াওস্কি বুঝাতে চাইল ওদের দ্রুত নিরাপদ কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।

সৈকতের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা সহজ টার্গেটে পরিণত হবে।

আর কোনো উপায় বুদ্ধি না থাকায়, পালানোর জন্য দৌড় লাগাল ওরা। লক্ষ্যস্থির না করেই ক্যাডিল্যাকে দিকে কয়েকটা গুলি ছুড়ল গ্রে। কিন্তু বুলেটপ্রুফ জানালায় বুলেট কামড় বসাতে পারল না। মার্সিডিজ এর পাশে একজন লম্বা, দাড়িওয়ালা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। এসব কোনো কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করছে না। মোরগকে জাপ্টে ধরে যেভাবে খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢোকানো হয়, সেভাবে গাড়ির পেছনে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি সেইশানকে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল দরাম করে, তারপর টায়ারের আর্তনাদকে সঙ্গী করে, দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল ক্যাডিল্যাক। শুধু রয়ে গেল কয়েকজন বন্দুকবাজ। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে, ব্রিজের নিচে চলে যেতে সক্ষম হয়েছে গ্রে এবং কোয়াওস্কি।

"আগেই বলেছিলাম বুদ্ধিটা ফালতু ছিল," কোয়াওস্কি বলল।

"যেতে থাকো।"

মাথা নিচু করে রইল ওরা। ওদের অবশ্যই স্নাইপারের চোখ ফাঁকি দিতে হবে। অন্য পাশে পৌঁছানোর আশায়, সৈকতের দেয়াল টপকে পার হয়ে গেল ওরা।

রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম, সেই সুযোগে মাথা নিচু করে রাস্তা পার হওয়া শুরু করল ওরা। ওদের বাঁয়ে, পিস্তলধারীদের একজন সৈকতে আতিপাতি করে নজর বুলাচ্ছে, আরেকজন গুলি করার ভালো এঙ্গেল পাওয়ার আশায় দেয়ালের ওপরে চড়ে বসেছে।

রোডঘাট পেরিয়ে মানুষে ঠাসা সরু গলির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করল গ্রে। পেছন পেছন ওকে অনুসরণ করল কোয়াওস্কি।

"সেইশানের কী অবস্থা?" কোয়াওস্কি হাঁসফাঁস করতে করতে জিজ্ঞেস করল।

"ওরা ওকে মেরে ফেলেনি... অন্তত রাস্তায় তো নয়ই," গ্রে উত্তর দিল।

এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

আরও সিকি মাইল পর্যন্ত এগোল ওরা। হ্রদের সাথে সমান্তরাল, তবে ব্রিজ থেকে উলটো দিকে। মানুষ এখনও রাস্তায় ভিড় করে আছে, কিন্তু রাতের শুরুতে যতটা ছিল তার চেয়ে কম। কিন্তু তারপরেও, ওদের চারপাশে সবাই এশিয়ান, আর ওরা দুইজন বেমানান আমেরিকান। এই অবস্থায় শিকারীদের পক্ষে ওদের খোঁজ পাওয়া খুব একটা কঠিন নয়।

একথা মাথায় থাকায়, থেমে যাওয়ার সাহস হল না।

"আমাদের পরিকল্পনা কী?" কোয়াওস্কি প্রশ্ন করল।

এখন পর্যন্ত, যা যা করেছে সব উত্তেজনার বশে করেছে গ্রে। কিন্তু কোয়াওস্কির কথায়ও যুক্তি আছে। এখন মাথা খাটিয়ে একটি জুতসই পরিকল্পনা করা দরকার।

এই হামলার ছক যেই আঁকুক, তার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। ওই লোক নিশ্চয়ই আগেই বুঝতে পেরেছিল, ফেরি টার্মিনাল দিয়ে পালাতে চেষ্টা করবে ওরা। যেহেতু, ওই দ্বীপে যাওয়ার জন্য এই ব্রিজের কাছে না এসে উপায় নেই, তাই ওরা আগে থেকে এইখানে অ্যামবুশ বসিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

"ওরা অবশ্যই ফেরি টার্মিনালের ওপরে নজর রেখেছিল," গ্রে বলল, সশব্দে চিন্তা করছে। "অর্থাৎ হংকং-এ যাওয়ার জন্য আমাদের অন্য কোনো উপায় বুদ্ধি বের করা লাগবে।"

"সেইশানের কী হবে? আমরা কি ওকে স্রেফ এখানে রেখে চলে যাবো?"

"এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যদি গুণ্ডারা ওকে ধরে নিয়ে যায়, উদ্ধার করার জন্য যে অস্ত্র লাগবে তা আমাদের কাছে নেই। এমনকি ওকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে সেটা জানলেও লাভ হচ্ছে না। আর মানুষের সন্দেহ না জাগিয়ে, ম্যাকাও-এর পথে ঘাটে চলাফেরা করাও আমাদের জন্য অসম্ভব।"

"তাহলে আমাদের এখন দৌড়ের ওপর থাকতে হবে?"

আপাতত।

ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে সৈকতের ধারে এগিয়ে চলল গ্রে। ইশারা করে ছোট নৌকা এবং ইয়ট রাখার জেটির দিকটা দেখিয়ে কোয়াওস্কিকে বলল। "আমাদের নৌকা জাতীয় কিছু একটা লাগবে।"

জেটিতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত ফুর্তিবাজ লোকদের সাথে মিশে গিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। হার্বারে পৌঁছুতেই, সবার মনোযোগ এড়িয়ে এক পাশে সরে গেল। নোঙ্গর করা ইয়টগুলোর পাশের জলে লণ্ঠন ভাসছে। ল্যান্ডিং ধরে হাঁটতে লাগল, একটু পরে চোখে পড়ল স্টাইলিশ লুকিং গাঢ় নীল রঙ-এর একটি ইয়ট। ইয়টটির মালিকানার দাবিদার মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি। উচ্চারণভঙ্গিতে মনে হচ্ছে উনারা ব্রিটিশ, সম্ভবত উৎসব শেষে দেশে ফেরার তোরজোর করছেন।

গ্রে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। "এক্সকিউজ মি!"

দুইজন কথা কাটাকাটির মাঝ পর্যায়ে ঘুরে তাকাল।

ওদিকে ফিরে একটা লাজুক লাজুক হাসি দিল গ্রে। আঙুল দিয়ে চুলটা এমনভাবে ঠিক করল, যেন পরের কথাটা মেনে নিতে ভীষণ কষ্ট হবে ওদের।

"মনে মনে ভাবছিলাম, যদি হংকং-এর দিকে যান আর আমাদের মতো দুইজন মানুষকে সাহায্য করেন। জুয়া খেলতে গিয়ে আমরা সর্বস্ব হারিয়েছি। আমাদের পকেটে এমনকি ক্যাওলুনে ফিরে যাওয়ার মতো পয়সা পর্যন্ত নেই।"

লোকটি মাতাল মাতাল চোখে ঢুলু ঢুলু করতে করতে সন্দেহ নিয়ে তাকালেন ওদের দুইজনের দিকে। "তোমরা তো দেখি ইয়াংকী," তিনি বললেন, ওরা লিলিপুট হলেও ওদের সাথে তিনি এভাবেই কথা বলতেন। "এমনিতে তোমাদের আমি তুলতে মানা করতাম না, তোমরা ছেলে ভাল, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ–"

ওদেরকে তার পিস্তল দেখাল গ্রে, কোয়াওস্কিও জামার ভেতরে লুকিয়ে রাখা একে-ফরটি সেভেন বের করল।

"এখন?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

ওই লোক এমনভাবে হাঁসফাঁস করতে থাকল যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। "আমার স্ত্রী প্রতি মুহূর্তে আমাকে এনিয়ে খোঁটা দেবে।"

মহিলা তার দুইহাত ভাঁজ করলেন। "তোমাকে আগেই বলেছিলাম, এখানে আসাই ভুল হয়েছে।"

স্বামীটি শ্রাগ করলেন।

পাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইয়টে তুলে ওদেরকে মুখে তুলো ঠেসে বেঁধে রাখা হল। তারপর, জেটি থেকে ইয়ট ছাড়িয়ে নিয়ে হংকং-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিল ওরা।

ওদের পেছনে ম্যাকাও-এর বাতি ধীরে ধীরে টিমিয়ে আসতেই, ইয়টের স্টিয়ারিং থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ ভার কোয়াওস্কির হাতে তুলে দিল গ্রে। "হুইলটা ধর তো।"

কোয়াওস্কি, এক সময়কার সাগরে চরে বেড়ানো নাবিক, আনন্দের সাথে এগিয়ে এসে জায়গাটা নিল। এক হাতের তালু ঘষছে আরেক হাতের সাথে। মনে মনে ঠিক করছে, এটা নিয়ে একটু পর কী কী কারিকুরি করবে। "দেখি তো এই বাবুটা কী করতে পারে!"

স্বাভাবিক অবস্থায় এই কথা শুনলে গ্রে দুশ্চিন্তায় পড়ে যেত, তবে এই মুহূর্তে তাকে আরও বড় বিপদ সামলাতে হবে।

কাজ হতে সামান্য একটু ফুরসত পেয়ে, গ্রে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করল স্যাটেলাইট ফোনটি। দেখল সিগমা কমান্ড থেকে কয়েকটা ভয়েস মেইল এসে ইনবক্সে জমা হয়েছে। ক্যাসিনো লিসবোয়ার মিটিং-এর আগে ফোন বন্ধ করে দিয়েছিল ও, এবং তারপর থেকে ফোনের দিকে তাকানোর আর সুযোগ হয়নি।

রেকর্ড করা মেসেজ শুনার বদলে, স্রেফ ওয়াশিংটন ডিসির সিগমা কমান্ডে ফোন দিল গ্রে। কেউ যাতে অবাঞ্ছিতভাবে আড়ি পাতার সুযোগ না পায়, তার জন্য এই ফোনে ডারপার এনক্রিপশন সফটওয়্যার দেয়া আছে।

ক্যাট ব্রায়ান্ট তৎক্ষণাৎ ফোন ধরলেন। "ফোন দিতে দেরি হল কেন?"

"একটু ব্যস্ত ছিলাম।"

গ্রের কণ্ঠস্বরে কিছু একটা থাকায় ক্যাট দ্রুত বুঝে ফেলল কোনো সমস্যা হয়েছে। "কী ব্যাপার?"

গ্রে অল্প কথায় সব কিছু বুঝিয়ে বলল।

কয়েকটা প্রশ্ন করে সমস্যার গভীরতা দ্রুত আন্দাজ করে নিল ক্যাট। "গ্রে, তোমার জন্য আমি সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারছি না। বা করলেও সেটা তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

"বুঝেছি। তবে সেইজন্য আমি যোগাযোগ করিনি। শুধু বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সিগমাকে আগেই একটা ধারণা দিয়ে রাখলাম।"

যদি না ব্যাপার স্যাপার পরে বেগতিক দেখা দেয়।

"এখানে কিছু ঝামেলা সামলাতে হচ্ছে," ক্যাট বলল। "সেই কারণেই তোমার সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছিলাম। ডাইরেক্টর ক্রো চাচ্ছেন, তুমি আর তোমার দল মিলে মঙ্গোলিয়া যাও।"

মঙ্গোলিয়া?

ক্যাট স্যাটেলাইট বিধ্বস্ত হওয়া আর আগুনে জ্বলন্ত ইস্ট কোস্টের কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করল।

"ওখানে যেতে পারব না," কথা শেষ হওয়ার পর গ্রে বলল। "অন্তত এখন না।"

"ঠিক আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা তোমার পক্ষে সম্ভবও না।" তার পরের কথাতে দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল। "কিন্তু ওখানে তুমি কোন ঝামেলা পাকাতে চাইছ, গ্রে? তোমার কাছে কোনো মাল-মশলা নেই। এছাড়া ম্যাকাও-এর গুণ্ডাবাহিনী ভীষণ নিষ্ঠুর আর ভাল টাকা পয়সারও মালিক।"

"আমার একটা প্ল্যান আছে।"

"কী প্ল্যান?"

স্রোত কেটে এগিয়ে যাওয়া পানি আর দূর শহরের আবছা বাতির দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল গ্রে।

"আগুনের সাথে লড়াই হবে আগুন নিয়ে।"

অধ্যায় : ৫

১৭ই নভেম্বর, সন্ধ্যা ৬:০৪ ইএসটি
ওয়াশিংটন ডি.সি.

জ্যাডার নিশ্বাস আটকে এলো।

এখানে কী করছি আমি?

মনে হচ্ছে যেন মাটি ফাঁক করে তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

লিফটে সামনে ওর সাথে দাঁড়িয়ে আছেন পেইন্টার ক্রো। একটা সিকিউরিটি প্যাডে হাতের তালু রাখলেন তিনি। নীল রঙ-এর রশ্মি এসে তালুটিকে স্ক্যান করল এবং আর লিফটের দরজা খুলে তাদেরকে পাতালে নিয়ে যেতে লাগল।

জেট বিমানটি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে দেশের এই প্রান্তে নিয়ে এসেছে ওদের। ল্যান্ড করার পর, একটি প্রাইভেট কার তাদেরকে তুলে আনে ন্যাশনাল মলের সামনে। শেষ পর্যন্ত গাড়িটি সুবিশাল স্মিথসোনিয়ান দুর্গের সম্মুখে থামে। দুর্গের চূড়ায় একটি পতাকা উড়ছে সগৌরবে। গাড়ি থেকে নেমে বাইরে এক পা রাখল জ্যাডা। নতুন দৃষ্টিতে দেখছে ঐতিহাসিক স্থাপনাটিকে। এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় ১৮৫৫ সালে, ইমারতটি গোথিক রিভাইভালের চমৎকার একটি উদাহরণ। বর্তমানে এই দুর্গটি দেশের অনেককটি জাদুঘরের প্রাণকেন্দ্র, যেই জাদুঘরগুলো স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে।

জ্যাডার বেড়ে ওঠা কংগ্রেস হাইটসে। দক্ষিণপূর্ব ওয়াশিংটন ডিসির তুলনামূলক দরিদ্র একটি এলাকা ছিল সেটি। ছোটবেলায় এই দুর্গে অসংখ্য বার এসেছে ও। এখানকার জাদুঘরে প্রবেশ করতে পয়সা লাগেনা। আর তার মা, স্বামীহীনা একলা মহিলা, নিজের মেয়ের শিক্ষা ত্বরান্বিত করতে যত উপায় বুদ্ধি ছিল তার কিছুই বাকি রাখেননি।

নিচু গলায় ফিসফিসিয়ে জ্যাডা বলল। "ভাবতেই পারিনি এটা দুর্গের পাতালের নিচে অবস্থিত।" পেটের মধ্যে পুরে লিফটটি দুর্গের নিচের অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

"এক কালে এই স্থানটি ছিল মাটির তলার সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল, বিপদ দেখা দিলে লোকজন তখন এখানে এসে ঠাঁই নিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে এই

জায়গাটি এমনকি বৈজ্ঞানিকদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার হয়েছিল। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সবাই একে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে চলে যায়। এবং সবাই এর কথা ভুলে যায়।"

"ওয়াশিংটন শহরের মাঝে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান খালি পড়ে ছিল?" পেইন্টারের দিকে ফিরে দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসছে ও।

তিনিও ফিরতি হাসি দিলেন। এমন একটি মেয়ের জন্য, যার বয়স তার চেয়ে বিশ বছর কম হবে। পেইন্টার মানুষ হিসেবে সুদর্শন, মাথার চুল ঘন কালো। এবং তার চোখজোড়া নীল রঙ-এর।

এখানে উড়ে আসার সময় বিমানে তাদের মাঝে লম্বা সময় ধরে কথা হয়েছে। জ্যাডা দেখল এই মানুষটি দারুণ স্মার্ট, সেই সাথে নানান ব্যাপারে তার জ্ঞান প্রশংসা করার মতো। যদিও জ্যাজ গানের ইতিহাস একেবারেই জানেন না। তবে তার সুন্দর নীল চোখের দিকে তাকিয়ে এই দোষটি খুব সহজেই ক্ষমা করে দেয়া যায়।

"একবার যখন এই ধুলাভরা জায়গাটা আমার চোখে পড়ে," তিনি বললেন, "সাথে সাথে বুঝতে পারি, সিগমার দোকানপাট বসানোর জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। কারণ এখান থেকে সহজেই স্মিথসোনিয়ান ল্যাবরেটরি ব্যবহার করা এবং ওয়াশিংটন ডি.সি.র ক্ষমতাবান লোকদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পাওয়া সম্ভব।"

জ্যাডার কানে এল সিগমা বসের গলায় পিতৃসুলভ গর্বের ছোঁয়া; নতুন একজনকে জায়গাটা দেখাতে পেরে মানুষটা ভীষণ খুশি। মনে মনে সন্দেহ হচ্ছে, নতুন কাউকে এই এলাকার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া নিশ্চয়ই খুব দুর্লভ ঘটনা, এই সুযোগ তেমন একটা আসে না।

লিফটের দরজা হুশ করে খুলে গিয়ে লম্বা একটা করিডর বেরিয়ে এল।

"এটি আমাদের কমান্ড লেভেল," তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন। "সামনে দিকটা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার আখড়া, ইচ্ছে করলে ওটাকে তুমি সিগমার প্রাণ কেন্দ্রও বলতে পারো।"

একজন হালকা পাতলা গড়নের মহিলা, পরনে নীল পোশাক, তাদের অভিবাদন জানানোর জন্য এগিয়ে এলেন। তার সুন্দর চেহারায় সামান্য কঠোরতা। সেই সাথে জ্যাডার মনে হল, তার গালের কোণায় একটা কাটা দাগ, কিন্তু ঐদিকে তাকিয়ে থাকা থেকে সামলে রাখল নিজেকে।

"ডাইরেক্টর ক্রো," মহিলাটি বলল। "আপনাকে আমাদের মাঝে ফিরে পেয়ে ভালো লাগছে, স্যার।"

"ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট," পেইন্টার পরিচয় করিয়ে দিলেন। "আমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।"

"ক্যাট ডাকলেই চলবে।" চেহারায় উষ্ণহাসি মেখে তিনি জ্যাডার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। "স্বাগতম, ডক্টর শ।"

জ্যাডা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, এই দুনিয়ার আরও কী কী দেখতে হবে তা ভেবে নার্ভাস, কিন্তু সে এটাও জানে পরিচয়পর্বের লম্বা করার জন্য পেইন্টার হাতে বেশি সময় পাবেন না।

"প্রস্তুতি কেমন চলছে?" পেইন্টারের প্রশ্ন। "আমি চাই এই দল এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হবে।"

"আপনি কমান্ডার পিয়ের্সের ব্যাপারে শুনেছেন?" প্রশ্নটি করে ক্যাট তাদের দুইজনকে কমিউনিকেশন রুমের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। গোলাকার রুমটি ছোট আকৃতির। ঘরের বেশির ভাগ জায়গা দখল করে আছে কম্পিউটারের মনিটর এবং ইন্টারফেস।

"শুনেছি। ওর বিপদে আমরা আছি। ধরে নিচ্ছি, তুমিও ইতোমধ্যে ওকে একই কথা বলেছ। ওর যেকোনো প্রয়োজনে সহায়তা করতে প্রস্তুত আমরা।"

ক্যাট তার দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল, গ্রের যেকোন সমস্যায় তার পক্ষ থেকে সাহায্যের এতটুকু কমতি হবে না। এরপর একজন পাইলট যেভাবে বিমানে চালকের আসন গ্রহণ করে, সেভাবে মনিটরের সামনে রাখা চেয়ারে বসল ক্যাট। "আমাদের অভিযান শুরু করতে ভোরের ফ্লাইটে রোম থেকে কাজাখস্তানে পৌঁছাবেন মনসিনিয়র ভেরোনা এবং তার ভাইঝি। জার্নিতে সময় ব্যয় হবে পাঁচ ঘণ্টা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমাদের দলটিও ভেরোনার সাথে ঠিক একই সময়ে মাটি স্পর্শ করবে... কাজাখস্তান সময় দুপুরে।"

জ্যাডার কপালে কুঞ্চন। অভিযানের এই অংশটার গুরুত্ব তার মাথায় ঢুকছে না। "তো আমি যেমনটা বুঝলাম, "সে বলল, কাহিনীটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে চাচ্ছে, "আমরা মঙ্গোলিয়ার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালাতে যাচ্ছি। আর এই দাবি আরও পাকাপোক্ত করতে এরাও যাচ্ছে আমাদের সাথে।"

"ঠিক," ক্যাটের উত্তর। "কিন্তু সেই সাথে কাজাখস্তানে দিনের বাকি সময়টুকু একটি রহস্য সমাধানে ব্যয় হবে, যার সাথে বর্তমান হুমকির সম্পর্ক থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। নেতিবাচক কিছু নজরে না আসলে, আমরা তখন সামনে এগিয়ে যাবো।"

পেইন্টার অল্প কথায় খুলি আর বই-এর ব্যাপারটা খুলে বললেন। কিন্তু যেহেতু ইতিহাসের ব্যাপারে জ্যাডার আগ্রহ খুব সামান্য, তাই সে তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনল না।

"এই অভিযানে আর কে কে আছে?" জ্যাডা জানতে চাইল।

উত্তর মেয়েটির পেছন থেকে আসল। "সেটা হচ্ছি আমি।"

মেয়েটি ঘুরে তাকাতেই তার দৃষ্টি একজন মানুষকে খুঁজে নিল। উচ্চতা তার থেকে কয়েক ইঞ্চি কম হবে, কিন্তু শরীরটা ষাঁড়ের মতো মাংসল। পরনে জিন্স প্যান্ট, একটা টি শার্ট আর মাথায় ওয়াশিংটন রেডসিকন বেসবল ক্যাপ, যেটা তার নিখুঁতভাবে কামানো মাথা ঢেকে রাখতে ব্যর্থ। জ্যাডার প্রথমে মনে হয়েছিল একে পাত্তা দেয়ার কিছু নেই, তারপর চোখে পড়ল তার কালো এক জোড়া চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক—সেই সাথে সেখানে খেলা করছে কৌতুকভরা দুষ্টুমি হাসি।

যদিও বলতে পারবে না কারণটা কী, কিন্তু এক পলক দেখেই এই মানুষটিকে তার পছন্দ হয়ে গেছে। যেন এই লোকটি হলেও হতে পারতো তার কোনো এক বোকাসোকা বড় ভাই।

মনে হচ্ছে এই অনুভূতি শুধু ওর একারই না।

ক্যাট ব্রায়ান্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, আগন্তুক সেদিকে এগিয়ে মহিলাটির ঠোঁটে কিস করল।

সে উঠে দাঁড়াতেই, ক্যাট নজর ফিরিয়েছে জ্যাডার দিকে। "সে তোমার খুব ভালো কেয়ার করবে।"

"এই কথা ওকে বলতেই হচ্ছে, কারণ ও হচ্ছে আমার বউ।" ভালবাসা নিয়ে এক হাত রাখল স্ত্রীর কাঁধে।

এই পর্যায়ে জ্যাডা লক্ষ করল তার অন্য হাতটি নকল। জামার আস্তিন থেকে নেমে আসা পুরু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে কব্জির সাথে। হাতটা এত আসলের মতো লাগছিল যে, আরেকটু হলে ব্যাপারটা তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল।

পেইন্টার ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। "মংক ককালিস সিগমার সেরাদের একজন।"

"সেরাদের একজন?" আহত গলায় জিজ্ঞেস করল মংক। দিলে বড় ব্যথা পেয়েছে সে।

পেইন্টার তাকে পাত্তা দিলেন না। "তোমার সাথে আরও একজন থাকবে, বেশি দিন হয়নি আমাদের মাঝে এসেছে। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পদার্থবিজ্ঞানে ওর ভালো দখল আছে। সেই সাথে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও মোটামুটি জানে। আরও আছে, যাকে বলে, অসাধারণ প্রতিভা। আমার মনে হয় ওর সাথে কাজ করলে তুমি বুঝবে ও কী দারুণ জিনিস।"

"ওর নাম ডানকান রেন," ক্যাট বলল।

"যার কথা বললে, সে এখন কোথায়?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন। "মনে হয় এই মিশনের সবাইকে আজ এখানে থাকতে বলেছিলাম।"

ক্যাটের সাথে ওর স্বামীর দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল মনিটরের দিকে। অস্ফুট স্বরে বলল। "আমি ইতোমধ্যে ওর সাথে কথা কথা বলেছি। একটা চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আটকে গেছে। তবে শীঘ্রই সবার সাথে যোগ দেবে। "

পেইন্টার ভ্রু কোঁচকালেন। "চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপার?"

সন্ধ্যা ৬:১৮

"নড়বে না," আগাম সতর্ক করে দেয়া হল।

ডানকান তার ছয় ফুট দুই ইঞ্চির বিশাল শরীর ছোট্ট একটা ফোল্ডিং চেয়ারে রেখে শুয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। চেয়ার এতো ছোট যে পা বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। ভারসাম্য রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে। পা কাঁপছে।

"ক্লাইড, যদি চেয়ার বসানোর সময় খেয়াল রাখো যে তোমার সব ক্লায়েন্ট চিকনা চাকনা হেরোইনখোর না, তাহলে আমার জন্য একটু সুবিধা হয়।"

একটু সামনে, মুখে সারজিক্যাল মাস্ক আর চোখে একটা ম্যাগনিফাইং চশমার গ্লাস পরে দাঁড়িয়ে আছে ডানকানের বন্ধু ক্লাইড।

ডানকানের বিশাল হাত শক্ত করে ধরল ও। যেন কোনো জ্যোতিষী হাতের তালু দেখতে চাচ্ছে। তবে জ্যোতিষবিদ্যা চর্চার বদলে, শল্য চিকিৎসায় কাজে লাগে এমন একটা ছুরি নিল ও। ডানকানের বাঁ হাতের তর্জনীর ডগায় ফুটা করল। হাতের কবজির দিকটায় ভীষণ জ্বালা করে উঠল, কিন্তু তারপরেও সে নিজের হাত স্থির রাখল ডানকান।

ছুরিটিকে ডান পাশে ছুড়ে ফেলে ক্লাইড বলল। "একটু পরে কিন্তু আরও বেশি ব্যথা হবে।"

তাই... ?

তার বন্ধু একজোড়া জীবাণুমুক্ত চিমটা নিয়ে একটু আগে করা আঙুলের ফুটায় ঢুকিয়ে দিল। ইস্পাতের চিমটা ভেতরে ঢুকতেই, ডানকানের দাঁতমুখ খিচিয়ে উঠল ব্যথায়। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

"পেয়ে গেছি!" তার অত্যাচারকারী বলল।

ডানকান চোখ খুলে কালো রঙ এর গোলগাল ছোট্ট একটা জিনিস দেখতে পেল। আকারে একটা চালের সমান হবে। কাটা জায়গা থেকে মাত্র বের করে আনা। চিমটার সাঁড়াশিতে আটকে আছে দৃঢ়ভাবে।

এটি দুষ্প্রাপ্য মৌল দিয়ে বানানো চুম্বকের একটা ছোট্ট টুকরা।

"আগেরটা সরিয়ে এখানে নতুন একটাকে বসাতে হবে..."

একই চিমটা ব্যবহার করে, প্লেট থেকে একদম নতুন একটা চুম্বক টেনে তুলল ক্লাইড। ডানকান এটি নিয়ে এসেছে ক্লাইডের জন্য। এই চুম্বক নিউ ব্রান্সউইকের ডারপা ল্যাব থেকে পাওয়া সৌজন্য উপহার। যদিও এগুলোর ব্যবহার ডাক্তার দ্বারা অনুমোদিত নয়।

চাল সাইজের গোল্লাটিকে আঙুলের ফুটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হল। একবার জায়গা মতো ঢুকিয়ে দেয়ার পরে, কয়েক ফোঁটা সার্জিক্যাল গ্লু দিয়ে কাটা জায়গা বন্ধ করে দেয়া হল। চুম্বক এখন চামড়ার নিচে সোমাটোসেনসোরি নার্ভের পাশে পড়ে থাকবে। সোমাটোসেনসোরি নার্ভ হচ্ছে সেই নার্ভ যার কারণে আমরা চাপ, তাপ এবং ব্যথা অনুভব করতে পারি।

তবে অন্যসব অনুভূতির চেয়ে ব্যথা নামক অনুভূতিটিই সবচে বেশি যন্ত্রণা করে।

"ধন্যবাদ, ক্লাইড।"

হাতে যে টনটনে ব্যথা হচ্ছে তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ডানকান হাতের মুঠো একবার খুলে আবার বন্ধ করল। এখানে এবারই প্রথম আসা নয়। এর আগেও আসতে হয়েছে। তার দুই হাতের দশটা আঙুলের সবকটিতে এরকম চুম্বক ঢুকানো। আর মাঝেই মাঝেই পুরানো চুম্বক বের করে আঙুলে নতুন চুম্বক ঢুকাতে হয়।

"কেমন লাগছে এখন?" ঝাঁকি মেরে মুখ থেকে মাস্ক টেনে আনল ক্লাইড।

সাধারণত আমরা যে রকম ডাক্তার দেখি সেরকম না এই ক্লাইড। তার নাকের দুই ফুটার মাঝে একটা দুল লাগানো। এছাড়া নিচের ঠোঁটে আছে পুরু ইস্পাতের আরেকটা আংটি।

সত্যি বলতে, এই লোক আগে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করতো (ডেন্টাল হাইজেনিস্ট ছিল)। নতুন পেশায় এখন রোন্যাল্ড রিগান বিমানবন্দরের কাছের একটা গুদামঘরে দোকান খুলে বসেছে। বায়োহ্যাকিং-এর কাজে সে দারুণ পারদর্শী। বায়োহ্যাকার হচ্ছে সেই মানুষ যে মানব দেহে জিনিস জুড়ে দেয়ার প্রযুক্তি উন্নয়ন করেন এবং নিজেই তা শরীরে স্থাপন করেন।

ক্লাইড অবশ্য নিজেকে বায়ো হ্যাকারের বদলে "বিপ্লবী শিল্পী" বলে ডাকতে ভালোবাসে।

এই বায়োহ্যাকিং ব্যবসার অনেক শাখা প্রশাখা। যার একটার সাথে আরেকটার ভালো সম্পর্ক আছে। একজন উল্কি আঁকিয়ে আছেন যিনি রেডিয়ামের মতো আঁধারে জ্বলজ্বল করা কালি দিয়ে উল্কি আঁকেন। আর একজন ফুঁটা-গর্তকারী আছেন যিনি তার ক্লায়েন্টের চোখের সাদা অংশে ছোট্ট এক টুকরা অলংকার বসিয়ে দেন। আরেকজন আবার শরীরে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিটি চিপস ঢুকিয়ে দেন, যেটা পরে পরিধানযোগ্য পেনড্রাইভে পরিণত হয়।

যদিও মানুষ মূলত অভিনবত্ব আর চরম উত্তেজনার জন্য এটার পিছনে টাকা খরচ করে। তবে হাতেগোনা কয়েক জনের কাছে বায়োহ্যাকিং নতুন একটা ধর্ম আর এই জায়গা হচ্ছে তার চার্চ। ডানকানের কাছে, এটা স্রেফ তার পেশার জন্য দরকারী একটা জিনিস। এই প্রযুক্তি দিয়ে সে দুনিয়াটাকে একদম নতুনভাবে দেখতে পায়।

"নতুন চুম্বকের খেল দেখতে চাও নাকি হে?" ক্লাইড জিজ্ঞেস করল।

"হয়ত অনেক ব্যথা হবে, তবে কেমন কাজ করছে দেখা যায়।"

ক্লাইড আসলে সেটাই চাইছে।

তার সার্জন পাশের টেবিলে যেতে ইশারা করল। টেবিলটির সাথে সার্কিট বোর্ড সংযুক্ত করা, উন্মুক্ত তার কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে এবং বিভিন্ন উচ্চতার কতগুলো হার্ড ড্রাইভ ওখানে গাদাগাদি করে রাখা।

"আমার নতুন আর্টটি এখনও ঘষা মাজার পর্যায়ে আছে।"

"চালু করে দাও তবে।"

ক্লাইড সুইচ টিপে দিল। "আমি যে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক তৈরি করেছি, তা পুরোপুরি চালু হতে সামান্য কিছু সময় লাগবে।"

"মনে হয় ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারবো।"

অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করে। তবে ফিঙ্গারটিপসে (আঙুলের ডগা) থাকা চুম্বক পয়সা তুলে আনা বা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য মুছে ফেলা, এসব পারে না। এমনকি বিমানবন্দরের স্ক্রিনিং মেশিনেও এগুলো ধরা পড়ে না। কিন্তু এটা যা করতে পারে তা হচ্ছে, আশেপাশে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকলে এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি করে। এই ক্ষুদ্র কম্পন আঙুলের প্রান্তভাগের নার্ভকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট। এবং নার্ভ উদ্দীপ্ত হওয়ার কারণে এই কম্পন ভিন্ন মাত্রার এক স্পর্শানুভূতি সৃষ্টি করে, যাকে আক্ষরিক অর্থে সিক্সথ সেন্স বলা যায়।

চর্চার মাধ্যমে ডানকান আবিষ্কার করেছে যে, ওই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বিভিন্ন রকমের অনুভূতি তৈরি করতে সক্ষম। আকার, আকৃতি বা ক্ষমতার মাত্রাগত দিক দিয়ে প্রত্যেকটি অনুভূতি স্বতন্ত্রভাবে একে অপরের থেকে আলাদা। এনার্জি ট্রান্সফরমারের চারিদিক ঘিরে থাকা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি এটি ক্যাচ করতে পারে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের নিয়মিতভাবে নিক্ষিপ্ত ছন্দোবদ্ধভাবে তরঙ্গও তার হাতে চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম।

পাওয়ার লাইনের তারগুলোর মাঝ দিয়ে রেশম-কোমল এনার্জি প্রবাহিত হয়। সেগুলো স্পর্শ করলে এমন অনুভূতি হয়, যেন তার আঙুলের ওপর দিয়ে মসৃণ চামড়াওয়ালা একটি সাপ ঢেউ খেলিয়ে হামা দিচ্ছে।

একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, এই চুম্বকটি ডানকানকে ব্যবহারিক কাজেও বেশ সাহায্য করে। তারের মধ্য দিয়ে কী রকম এনার্জি প্রবাহিত হচ্ছে সেটি তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠাহর করতে পারে। অথবা ল্যাপটপের ভেতরের হার্ড ড্রাইভ ঠিকঠাকমতো ঘুরছে কি-না সেটাও এটি বুঝতে সক্ষম। ডানকান এমনকি এটা দিয়ে একবার তার ১৮৫৫ মাস্টাং কোবরা আর গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপের একটা সমস্যা ধরতে পেরেছিল।

এই গোপন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক দুনিয়ার জটিল মজা পেয়ে যাওয়ার পর, সে আর কখনও স্বাভাবিক দুনিয়ায় ফিরে যেতে চায়নি। এই চুম্বক ছাড়া সে অন্ধ হয়ে যাবে।

"রেডি হয়ে যাওয়ার কথা," ক্লাইড টেবিলের ওপরে রাখা সতর্কভাবে পরিচালিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দিকে তার হাতের ইশারা দিয়ে বলল।

ডানকান টেবিলের ওপরে তার হাতটা উঠালো। অনুভব করল, ক্লাইড তার যন্ত্রপাতি দিয়ে যেই এনার্জি ফিল্ড ক্রিয়েট করেছে, সেটা তার আঙুলকে ঠেলে দিচ্ছে পেছনের দিকে। চামড়ায় সৃষ্টি করছে অদ্ভুত এক অনুভূতি। চৌম্বকীয় আঙুলগুলোকে উপরে ভাসিয়ে এদিক ওদিক নড়াচড়া করাল ও। আবিষ্কার করল ক্লাইডের চতুরতার সাথে বসানো হার্ডওয়্যার এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে সৃষ্টি করা অনুপম সব আকার আকৃতি।

টের পেল হাতের দুই ধার দিয়ে এনার্জি প্রবাহিত হচ্ছে। যতই আঙুল নিচে নামিয়ে আনছে উষ্ণ অনুভূতিটির তীব্রতা ততই বাড়ছে।

আরও ভালো করে বুঝার জন্য হাতটিকে টেবিলের সারফেসের কাছে নিয়ে যেতেই, তার ফিঙ্গারটিপসে অদৃশ্য জিনিসটি আকার আকৃতি নিয়ে জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। মনের মাঝে ফুটে উঠল একটা চিত্র, যেটাকে বাস্তব ছবি থেকে আলাদা করা অসম্ভব।

"অসাধারণ কাজ," ডানকান বলল।

"এই জিনিসকে আমি বলি, ডিজিটাল যুগের ছাই-এর গাদা থেকে উঠে আসা ফিনিক্স পাখি।"

"কবি হয়ে যাচ্ছ দেখি, ক্লাইড।"

"ধন্যবাদ, ডাংক।"

সে ক্লাইডকে তার কাজের জন্য টাকা দিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর পা বাড়াল গুদামঘর থেকে বের হওয়ার জন্য।

ইচ্ছে করলে এই কাজের জন্য সে সিগমার কাউকে বেছে নিতে পারতো। মংক ককালিসের মেডিক্যাল ফরেনসিক বিষয়ে ডিগ্রি নেয়া আছে। একাজের জন্য সে যথেষ্ট দক্ষ। তবে কথা হচ্ছে, ক্লাইডকে সে কলেজ জীবন থেকে চেনে। সেই কলেজ জীবন, যখন সে ভাবত, বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসেবে একদিন সারা দুনিয়া শাসন করবে ও। ওর পেশিবহুল হাতে অসংখ্য উল্কি। হাতের কনুই থেকে শুরু হয়ে উঠে গেছে আস্তিন পর্যন্ত। ওর বাম কানের উপরে রুপালি রঙ-এর দুল। ছোট একটা ঈগল পাখি সাইজের দুল। আফগানিস্তানের টাকুরে যুদ্ধের সময় যে বন্ধুদের হারিয়েছে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে লাগানো। শেষ পর্যন্ত তার বাস্কেটবল ক্যারিয়ার আর এগোতে পারেনি। পরপর কয়েকটা ইনজুরি তাকে মাঠের বাইরে ঠেলে দেয়। কলেজের স্কলারশিপ পর্যন্ত বাতিল করতে হয়। শেষে তার জায়গা হয় আমেরিকান নেভিতে।

পঁচিশ বছর পার হওয়ার আগেই আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালনের জন্য ছয় বার ট্যুর দিয়ে দেয় ও। শেষ দুই ট্যুরে ছিল মেরিন ফোর্সের সাথে। কিন্তু টাকুরের ট্যুরের পর তাকে আর ডাকা হয়নি। পরে, পেইন্টার ক্রো তার সামনে এসে হাজির হন সিগমায় যোগ দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে। আগের জীবনে, কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছিল ডানকান। সেখানে নিশ্চয়ই প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল, যার কারণে সিগমা তাকে চাইছে। দ্রুত কয়েকটা কোর্স সম্পন্ন করার পরে, এখন পদার্থবিদ্যা এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোর ওপরেই ডিগ্রি আছে ওর। আর সিগমার সাথে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক অভিযানে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত।

বিধ্বস্ত স্যাটেলাইট খুঁজে বের করার অভিযান।

পুরোপুরি প্রস্তুত হতেই আজ এখানে আসা।

ডানকান হাতের মুঠো একবার খুলে আবার বন্ধ করল। ব্যথা ইতোমধ্যে অনেকটা কমতির দিকে।

গুদামঘর থেকে বের হয়ে দেখল সামনে পার্ক করা তার মাস্টাং গাড়ির সামনে দুই জন মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে আছে। গাড়িটা তার অতীতের স্মৃতি। বাম কানের দুলটির মতোই। আসলে এই সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িটি কেনা হয়েছিল তার ছোট ভাই-এর জন্য। ছোট ভাই বিলি মাত্র আঠারো বছর বয়সে ক্যান্সারে মারা যায়। ভাই-এর পোকায় খাওয়া দাঁতের সুন্দর সারল্য মাখা হাসি হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো। কিন্তু গাড়িটা রয়ে গেছে। দুই ভাই এর অনেক সুখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই গাড়ির সাথে। সেই সাথে জড়িয়ে আছে স্বজন হারানোর ব্যথা আর খুব তাড়াতাড়ি বিদায় বলে দেয়ার ভয়াবহ যন্ত্রণাও।

এদের দেখে নিজের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। মাস্টাং-এর পাশের লোকদের দিকে চুপিসারে এগিয়ে গেল ও। পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। একেবারে সামনে না যাওয়া পর্যন্ত ওদেরকে নিজের অবস্থান বুঝতে দিল না। গাড়ির ইঞ্জিনিয়ার মালিক গাড়ি এমনভাবে লক করেছে যে দরজা খুলতে দুইজন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

ওরা তার উপস্থিতি ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝল না—যতক্ষণে না ডানকান গলা খাকারি দিল।

অবাক হয়ে, একজন ঘুরে দাঁড়াল হাতে লোহার দণ্ড নিয়ে।

আচ্ছা!

এক সেকেন্ড পর, রক্তমাখা শরীর নিয়ে দুইজনেই ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গাড়ির সম্মুখ হতে নিষ্ক্রান্ত হল।

দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল ডানকান। স্পর্শ করার আগেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। ডান হাতের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিটি চিপসের কেরামতি। আঙুলের চুম্বকের মতো আরেকটা বায়োহ্যাকিং প্রযুক্তি। এই কারণেই ওই দুইজন শতচেষ্টা করেও গাড়ির দরজা খুলতে পারেনি।

যদিও সে নিজেকে বুঝ দেয় এই বলে যে, সে শরীরে এই জিনিস ঢুকিয়েছে পেশাদারি কাজে সুবিধার জন্য, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে তার ভালো করেই জানা আছে যে, এটা তার চেয়েও বেশি কিছু। এমনকি সিগমা তার কাছে কাজের প্রস্তাব নিয়ে আসার বহু আগে থেকেই, নিজের শরীর রাজ্যের উল্কি দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছিল ও। জানতো, এই পরিবর্তনগুলোর করার বড় একটা কারণ হচ্ছে বিলি। দেহের কোষের পাগলামোর কারণে মারা গিয়েছিল ও। শরীরের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে দেহের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার মাধ্যমে নিজস্ব ভাষায় ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে ডানকান।

প্রথম উল্কিটি ছিল বিলির হাতের তালুর হুবহু কপি। এটা আঁকিয়েছিল হৃৎপিণ্ডের ওপরে। পরে সেখানে ভাইয়ের মৃত্যুর তারিখ যোগ করে। প্রায়ই ডানকানের হাত অজান্তে উল্কির সেই জায়গায় চলে যায়। একান্তে থাকলে নিজের মাঝে ভাবনা আসে, কী কারণে ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন, আর একমাত্র ছোট ভাইটাকে দূরে সরিয়ে নিলেন।

একই কথা বলা চলে ওর আফগানিস্তানের বন্ধুদের ব্যাপারেও। ওরা আর কখনও দুনিয়ার বুকে দাপিয়ে বেড়াবে না। সেইসব বন্ধু, যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট বা গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা বোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আমি বেঁচে আছি, ওরা মরে গেছে।

এর মাধ্যমে দুনিয়ার চরম এক সত্য প্রকাশ পায়।

ভাগ্য একটা নির্মম, নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন বেজন্মা।

শারীরিক উত্তেজনা এবং অপরাধবোধ, উভয় কারণেই উদ্দীপ্ত হয়ে, ঝাঁকি দিয়ে টান মেরে গাড়ির দরজা টেনে দিল ভেতরে। প্রচণ্ড বেগে গাড়ি ছুটাল ওয়াশিংটন ডিসির শেষ সীমানার দিকে। হুস হাঁস আওয়াজ তুলে গিয়ার পাল্টাল, ট্রাফিক লাইটের গাড়ি থামানোর প্রতিটা নির্দেশ অমান্য করল।

তারপরেও অতীতের ভূত তাড়ানো যায় না মাথা থেকে। হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বন্ধুরা, ছোট ভাই বিলির চেহারা। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বিলির মুখে একগাল হাসি।

নিজে একা বেঁচে থেকে, তাকে এখন অন্য সবার কথা ভেবে ভেবে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

পার হয়ে যাওয়া প্রতিটা পদক্ষেপে, পেরিয়ে আসা প্রত্যেকটা দিনে, সেই সত্য, সেই দায়িত্বের বোঝা, পিঠের ওপর আরও ভারী হয়ে চেপে বসছে। এই জিনিস বয়ে বেড়ানো দিনকে দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

তারপরেও প্রতিটা দিন শুধু একটা কাজই করে যায় ও।

নিজেকে নিয়ে আরও জোরে ছুটতে থাকা।

সন্ধ্যা ৬:৩৪

"তুমি দেখি ভীষণ টেনশনে আছ" পেইন্টার বললেন।

কোলে রাখা মোটাসোটা ডোশিয়ের (কোন ব্যক্তি বা ঘটনার তথ্যসংবলিত কাগজ পত্র) এর দিকে চেয়ে আছে জ্যাডা। বসে আছে ডাইরেক্টর ক্রোর অফিসে। হঠাৎ মনে হল চারদেয়াল ঘেরা রুমে দমবন্ধ হয়ে আসছে ওর। এর জন্য যে শুধু মাথার ওপরের অতিকায় স্মিথসোনিয়ান দুর্গই দায়ী তা কিন্তু নয়, সেই সাথে কোলে রাখা ভলিউমটির ওজন এবং সেখানে লেখা তথ্যকেও এর দায় নিতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানে অর্ধেক দুনিয়া পাড়ি দিতে হবে জ্যাডাকে। পৃথিবীর ভাগ্য এর ওপরেই নির্ভর করছে। পৃথিবীর কথা বাদ দিলেও, এস্ট্রোফিজিসিস্ট হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে পারবে কিনা সেটাও এই এসাইনমেন্টের ওপর নির্ভর করছে।

কংগ্রেস হাইটসে বড় হয়েছে জ্যাডা, এক কালে বাড়ি থেকে এক দৌড়ে স্কুলে যেতো আসতো। ভালো ছাত্রী এবং বই পড়ুয়া হওয়ার কারণে ক্লাসমেটরা ওকে সবসময় খেপাতো। আর আজ সে এত বড় এসাইনমেন্টের সামনে!

সেই কারণে, হ্যাঁ... সামান্য টেনশন তো অনুভব হচ্ছেই।

"তোমার সাথে দারুণ একটা দল দেয়া হচ্ছে," পেইন্টার তাকে আশ্বস্ত করলেন। "সব কাজের ভার তোমার ওপরে চাপানো হবে না-সেটা করা উচিতও নয়। এবং নিজের দলের ওপর বিশ্বাস রেখো।"

"যদি আপনি তাই বলেন।"

"আমি বলছি।"

ধাতস্থ হওয়ার জন্য বড় করে একটা শ্বাস নিল জ্যাডা। পেইন্টারের অফিস একদম সাদামাটা। মাত্র একটি টেবিল, ফাইল রাখার জন্য একটি আলমারি, আর একটি কম্পিউটার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। কিন্তু এই জায়গাটার মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের উষ্ণতা বিরাজ করছে। এখানে সবকিছুতেই ব্যক্তিগত স্পর্শের ছোঁয়া। টেবিলের ওপরে, একজন মহিলার অনেক ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে।

নিশ্চয়ই উনার প্রেমিকা।

ভাগ্যবতী মহিলা।

এই ঘরটি সিগমার কমান্ড সেন্টার হিসেবে কাজ করে। তিনটা বিশাল টিভি পর্দা ঝুলছে টেবিলের ধারের দেয়ালে, যেন বাইরের দুনিয়া দেখার জানালা।

একটা স্ক্রিনে কমেট আইকনকে (ধূমকেতুটির নাম) সরাসরি দেখানো হচ্ছে; আরেকটায় দেখানো হচ্ছে, ভূমিতে পতিত হওয়ার সময় স্যাটেলাইট থেকে তোলা সর্বশেষ ছবি; এবং তৃতীয় পর্দায় দেখানো হচ্ছে স্পেস এন্ড মিসাইল সিস্টেম সেন্টার হতে পাওয়া সরাসরি সম্প্রচারিত ইমেজ।

জুতার টক টক এবং নিচু গলার ফিসফিসানি আওয়াজ কানে আসায় ওদের মনোযোগ সরে গেল দরজার দিকে। একজনকে টানতে টানতে নিয়ে আসছেন ক্যাট ব্রায়ান্ট।

"দেখো কাকে ধরে নিয়ে এসেছি," ক্যাট বলল।

পেইন্টার হ্যান্ডশেক করলেন ওর সাথে। "আরও আগে আসা উচিত ছিল, সার্জেন্ট রেন।"

ওকে দেখে জ্যাডাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

নিশ্চয়ই এই লোকটিই তার টিমমেট, ডানকান রেন। বয়স বিস্ময়কর ভাবে কম। জ্যাডার চেয়ে হয়তো বছর দুয়েকের বড় হবে। ওদিকে তাকিয়ে এর শরীরের মাপ বুঝার চেষ্টা করল জ্যাডা। ওর দৈহিক গঠন দশাসই আকারের, তার জামার হাতা দিয়ে উঁকি মারছে অসংখ্য উল্কি। কিন্তু শরীর মোটেও পেশিবহুল না।

ডানকানের সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় নজরে এল ওর হাতের আঙুলে কয়েকটা আঁচড়ের দাগ। "জ্যাডা শ।"

"তুমিই তাহলে সেই এস্ট্রোফিজিসিস্ট?" জিজ্ঞেস করল ও।

ডানকানের চোখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে বিস্ময়। ব্যাপারটা বিরক্তিকর। এই ছোট ক্যারিয়ারে এরকম দৃষ্টি অনেকবার দেখেছে জ্যাডা। ফিজিক্সকে এখনও অনেকে পুরুষের সাম্রাজ্য বলে মনে করে।

"দুর্দান্ত," কোমরের ওপর দুই হাত রেখে বলল। "তো তাহলে চলুন, স্যাটেলাইট খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি।"

"বিমানে জ্বালানি ভরা শেষ। আমরা কখন চড়ব তার জন্য অপেক্ষা করছে," ক্যাট বলল। "আমি তোমাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।"

মনে মনে আঁতকে উঠল জ্যাডা। সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি ঘটছে।

ডানকান ওর কনুই স্পর্শ করে ওকে আশ্বস্ত করল, যেন তার মনের ভয় বুঝতে পেরেছে।

একটু আগে বলা পেইন্টারের উপদেশ মনে পড়ল ওর।

নিজের দলের ওপর বিশ্বাস রেখো।

কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস রাখি কী করে?

ডানকান ওর দিকে এগিয়ে এল, তার চোখে হালকা দুশ্চিন্তার ছাপ থাকলেও, একই সাথে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনায় চকচক করছে সেটি। "তুমি রেডি তো?"

"মনে হয় এবার রেডি হয়ে যাওয়া উচিত।"

"এই তো চাই।"

ওরা চলে যাওয়ার পর, পেইন্টারের দিকে ঘুরে, টেবিলে কয়েকটা ফাইল রাখল ক্যাট। "গ্রে হংকং-এ যে অপারেশন চালানোর প্ল্যান করছে তার সর্বশেষ রিপোর্ট।"

পেইন্টার নড করলেন। "একটু আগে কম্পিউটার থেকে দেখে নিয়েছি। ও যে পথে যাচ্ছে তা কিন্তু দারুণ বিপজ্জনক।"

"সেইশানের জন্য ওই পথে যেতেও সে রাজি।"

অধ্যায় : ৬

১৮ই নভেম্বর, সকাল ৮:০৪
এইচকেটি (হংকং টাইম)

ক্যাওলুন, পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না

সিংহের গুহায় ঢুকার জন্য তৈরি হল গ্রে।

অথবা এই ক্ষেত্রে বলতে হবে, সিংহীর গুহা।

ক্যাওলুন উপদ্বীপের মং কক জেলা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, চারপাশে মানুষের ভিড়ের প্রচণ্ড চাপ। এখন সকাল, অফিস টাইম। লোকজন দলে দলে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সেটিকে পাত্তা না দিয়ে মানুষজন ধেয়ে চলছে। কারও কারও মাথায় ছাতা, অন্যদের মাথায় বাঁশ দিয়ে বানানো চওড়া হ্যাট। যতদূরে চোখ যায়, সবখানে মানুষের ব্যস্ত ছুটাছুটি। গাড়িগুলো আকাশচুম্বি দালানের মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে ধীরে ধীরে। রাস্তা সংলগ্ন বারান্দায় ঝুলে আছে হরেক রকমের কাপড়, যেন হাজারো দেশের পতাকা ঝুলছে সেখানে।

বাতাস দিক পাল্টানোর সাথে এমনকি নাকে আসা ঘ্রাণও পাল্টে যাচ্ছে শুয়োরের চর্বি ভাজার গন্ধ, থাই মশলা, উপচে পড়া ডাস্টবিন থেকে আসছে বোটকা গন্ধ, এছাড়া আছে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া চীনা মেয়েদের ব্যবহৃত সুগন্ধির উৎকট ঘ্রাণ। চারপাশ থেকে অনেক হকার ওদের ডাকছে, বিদেশি চামড়ার মানুষ দেখে আকর্ষিত হয়েছে ওরা।

হেই, বস, একটা স্যুট আছে, নিয়ে যান, দাম একদম কম...

খুব ভালো হাতঘড়ি আছে...

ভীষণ মজার খাবার, একদম তাজা... খেয়েই দেখুন...

ক্যাওলুনের চেঁচামেচি কানে তালা ধরিয়ে দেয়ার মতোন। নিউ ইয়র্ক শহরকে অনেকে ঘনবসতি মনে করে। কিন্তু এই জায়গার সাথে তুলনা করলে, নিউ ইয়র্ককে ভূতুড়ে নির্জন শহর বলে মনে হবে।

ক্যাওলুন উপদ্বীপকে হংকং-এর অর্ধেক বলে ধরে নেয়া হয়। ভিক্টোরিয়া হার্বারের ওই পাড়ে আছে বাকি অর্ধেক, জায়গাটির নাম হং কং আইল্যান্ড। সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সারি সারি বৃহৎ অট্টালিকা, আলো ঝলমলে

বহুতল দালান। এছাড়া পুরো শহরকে ঘিরে রেখেছে ভিক্টোরিয়া পাহারচূড়ার রাজকীয় শোভা।

আজ সকালে, সূর্য তখনও ঘুমন্ত, চুরি করা স্পিডবোট নিয়ে নদীপথে ক্যাওলুনে হাজির হয়েছে গ্রে এবং কোয়াওস্কি। দূর দিগন্তে ফুটে উঠা ইমারত ইশারা দিয়ে ডাকছিল ওদের। হং কং আইল্যান্ডের চাকচিক্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো।

ক্যাওলুনের আধাঁরঘেরা একটা পরিত্যক্ত ডকে ইয়ট ভেড়ায় ওরা। পরে একটা সস্তা হোটেলে দুই ঘণ্টার ঘুম দেয় ওরা দুইজন। এরই মাঝে সিগমার সংগ্রহ করা ট্রায়াড সম্পর্কিত খবর এসে পৌঁছায় ওদের হাতে। এরপর, কোয়াওস্কিকে সাথে নিয়ে মং ককের প্রস্টিটিউশন জোনে (পতিতালয়) প্রবেশ করে গ্রে। পতিতালয় ছাড়াও এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক কারাওকে বার, স্নানঘর এবং রেস্তোরাঁ।

"এই পথে," মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে কোয়াওস্কিকে বলল গ্রে।

চেঁচামেচি ভরা মেইন রাস্তা থেকে সরে ওরা প্রবেশ করল ভিড়ে ঠাসা সরু গলিপথের গোলকধাঁধায়। প্রতিটা মোড় ঘুরার সাথে সাথে হকারদের অনুরোধ অনুনয় আরও কমে আসছে, নিমন্ত্রণ পাল্টে গিয়ে তাদের ফ্যাঁকাসে চেহারায় ফুটে উঠছে সন্দেহ।

"মনে হয় সামনের বিল্ডিংটাই," গ্রে বলল।

সরু রাস্তা দিয়ে শেষবারের মতো মোড় ঘুরতেই, তিনটি সতের তলা বিল্ডিং-এর একটি এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে পৌঁছাল ওরা, সবকটি বিল্ডিং সেতু দিয়ে জোড়া লাগানো। বিশাল স্থাপনাটি জরাজীর্ণ। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঢেউ খেলানো টিন, কাঠ এবং জঞ্জাল দিয়ে তৈরি জং ধরা একটা পাহাড়। এমনকি এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে বারান্দাগুলোও পাশের বিল্ডিংগুলো থেকে আলাদা। বারান্দাকে আটকে দেয়া হয়েছে ইস্পাতের জালি-খাঁচা দিয়ে। সেই খাঁচার ফুটো দিয়ে মশা হয়তো ঢুকতে পারবে, কিন্তু কোনো পাখি পারবে না।

"জেলখানার মতো মনে হচ্ছে," কোয়াওস্কি বলল।

এক দিক দিয়ে এটি হয়তো জেলখানাই। কারণ, এখানকার বাসিন্দারা বন্দী হয়ে আছে দারিদ্র্যের বেড়াজালে।

তবে বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরের মানুষগুলোর কথা আলাদা। ওই ফ্লোরগুলো সূর্যের কাছাকাছি, আলো-বাতাসের অভাব নেই। সিগমার গুপ্তচরদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরটিই হচ্ছে ডুয়ান ঝি ট্রায়াডের আবাসস্থল।

ট্রায়াডের কুখ্যাত ড্রাগনহেডের সাথে মোলাকাতের জন্য এখানে এসেছে গ্রে।

ম্যাকাও-এ থাকতে, ডক্টর হুয়ান পাক টাকার বিনিময়ে ট্রায়াডের হাতে তুলে দেয় গ্রের দলকে। ফাঁদে ফেলে ওদেরকে ঠেলে দেয় অ্যামবুশের সামনে। ট্রায়াড বস কাউকে তার চেহারা দেখান না এবং সেই ব্যাপারে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করলে তার জীবনও হুমকির মুখে পড়ে। সেই তার কাছেই এসে গ্রে এক প্রকার জুয়া খেলছে।

কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওর।

হঠাৎ কয়েকটা ক্রিমিনাল এসে কালো একটা ক্যাডিলাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় সেইশানকে। এরা ডুয়ান ঝি ট্রায়াডের লোক কি-না তাতে সন্দেহ আছে গ্রের। চেহারা দেখে মনে হয়েছিল ইউরোপিয়ান অথবা স্থানীয় পর্তুগীজ। কিন্তু চাইনিজ ট্রায়াডগুলো তো পশ্চিমা লোকদের সহ্য করতে পারে না।

তাহলে কারা ওকে অপহরণ করল... আর নিয়ে গেলইবা কোথায়?

গ্রে ধরে নিয়েছে যে, সেইশান এখনও জীবিত। সেইশানকে ইচ্ছে করলে ওরা ম্যাকাও-এর রাস্তাতেই মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু সেটা ওরা করেনি। সেইশানের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা যদিও খুব কম, কিন্তু তবুও এটুকু সম্ভাবনাকেই দু হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইল গ্রে।

অপহরণকারীদের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার জন্য একটা উপায় মাথায় এসেছে গ্রের। আগে এক সময়, ম্যাকাও-এ কারবার চালাতো ডুয়ান ঝি ট্রায়াড। সুতরাং এর বস নিশ্চয়ই এখনও সেখানকার ট্রায়াডের বড় বড় সব গুণ্ডাকে চেনেন এবং খুব সম্ভবত ওদের সাথে তার ভালো যোগাযোগও আছে। তার চেয়েও বড় কথা, উদ্ধার কাজ চালানোর জন্য যে লোকবল আর জিনিসপাতি দরকার সেটাও আছে উনার কাছে। নিজের মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য এটুকু যে তিনি করবেন সেটা তাই আশা করাই যায়।

কিন্তু নিজের জান বাঁচিয়ে উনার কাছ পর্যন্ত গিয়ে কথাগুলো বলে আসার সুযোগ কি পাওয়া যাবে?

কোয়াওস্কির দিকে ঘুরল গ্রে। "সরে যাওয়ার শেষ সুযোগ। আমি একলা যেতে রাজি। মনে হয় তুমি আমার সাথে না গেলে আরও ভালো হয়।"

হোটেলে থাকতেও ওকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল গ্রে।

তখনও সে ওই একই জবাব পেয়েছিল।

"ফাক ইউ।" কোয়াওস্কি দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল।

ওর সাথে যোগ দিল গ্রে। কোয়াওস্কির লম্বা লম্বা পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটছে সেও। ইস্পাতের সিকিউরিটি গেট দিয়ে একসাথে ঢুকল দুজন। এই গেট দিনের বেলায় খোলা থাকে আর রাতের বেলায় বন্ধ থাকে। প্রতি পদক্ষেপে তারা অনুভব করল কিছু মানুষ চোখে সন্দেহ নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কারও চোখে ঘৃণা। তবে বেশির ভাগ মানুষ তাদের দিকে তেমন একটা মনোযোগ দিল না।

গেট পার হতেই তিন বিল্ডিং-এর এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের মধ্যিখানে একটা কোর্টইয়ার্ডে (দেয়ালঘেরা ছাদবিহীন অঙ্গন) পৌঁছুল ওরা। ব্রিজ এবং অন্যান্য স্থাপনার কারণে দিনের আলো আসতে না পারলেও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঠিকই তার পথ করে নিয়ে নিচে নামছে। তার কান্নার জল ভিজিয়ে দিচ্ছে সবকিছুকে। সারিবদ্ধ হয়ে কয়েকটি অস্থায়ী দোকান দাঁড়িয়ে আছে কোর্টইয়ার্ডের নিচের লেভেলে। তন্মধ্যে আছে একটি কসাইখানা, দোকানটির হুকে বিক্রির জন্য আস্ত একটা রাজ-হংসী ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া আছে মদ এবং তামাকজাত

পণ্য বিক্রির দোকান, এমনকি একটি ক্যান্ডি চকলেটের দোকানও আছে এই বিবর্ণ জায়গায়।

"সিঁড়ি এদিক দিয়ে," কোয়াওস্কি বলল।

উপরে উঠার একমাত্র পথ হচ্ছে এই খোলা সিঁড়ি, যেটা চলে গেছে বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে। তিনটি বিল্ডিং-এর মাঝে ডুয়ান ঝি ট্রায়াডের আস্তানা যে ঠিক কোনটি, সেই ব্যাপারে গ্রের কোনো ধারণা নেই। অথবা সত্যিই এর অস্তিত্ব আছে কি-না, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নয় গ্রে।

সবচেয়ে কাছের সিঁড়ির দিকে রওনা হল ওরা, শুরু করল উপরে উঠতে। পরিকল্পনা হচ্ছে, কেউ থামানোর চেষ্টা না করা পর্যন্ত এগোতেই থাকবে ওরা। তবে এমন কারুর মুখোমুখি না হলে ভালো হয়, যে আগে গুলি করে, তারপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে।

একের পর এক সিঁড়ি পার হতে শুরু করল ওরা। সিঁড়ির সামনের ল্যান্ডিং-এর কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা গেল নিচের শহরের রাস্তাঘাট ধীরে ধীরে ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে। প্রতিটি ফ্লোর পার হওয়ার সময় অনেক খোলা দরজা চোখে পড়ল। এপার্টমেন্টের ভেতরের জগৎ যেন আজব এক দুনিয়া। তারের জালি দিয়ে তৈরি খাঁচা মেঝে থেকে উঁচু হয়ে সিলিং অব্দি পৌঁছে গিয়েছে। মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে, শুয়ে বা বসে আছে। আরাম করে ঘুমুচ্ছে কেউ কেউ। নিঃসন্দেহে, বাসস্থানের জন্য এরচে বেশি খরচের সামর্থ্য নেই এদের। কিন্তু তারপরেও, ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি এর বাসিন্দারা। তার কয়েকটা উদাহরণ হচ্ছে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেয়া বা তেরপল দিয়ে সুন্দর করে পর্দা বানানো। এমনকি টিভিও চলছে কয়েকটা রুমে। সবকটি রুমের বাতাস সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে ভারী হয়ে আছে। তবে সিগারেটের গন্ধও বাথরুম থেকে আসা মানব বিষ্ঠার গন্ধ পুরোপুরি চাপা দিতে পারল না।

বাদামি রঙ-এর একটা হৃষ্টপুষ্ট ইঁদুর ওদের পায়ের ফাঁক গলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

"ইঁদুরটা স্মার্ট আছে," কোয়াওস্কি বলল।

দশতলা পার হতেই দেখা গেল, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা কাঁচের আড়াল থেকে নজর রাখা শুরু করেছে ওদের।

নিশ্চয়ই ট্রায়াডের কাজ।

"মনে হয় যথেষ্ট উপরে পৌঁছে গেছি," অবশেষে বলল গ্রে। "আমি নিশ্চিত ওরা আমাদের ওপর নজর রাখছে।"

সিঁড়ি থেকে সরে এসে হলওয়ের দিকে এগোল গ্রে। একটা ক্যামেরার সামনে দাঁড় করাল নিজেকে। সাবধানে ধীরে ধীরে বেল্টের দিকে হাত বাড়াল। গোপন জায়গা থেকে রেড স্টার পিস্তলটি বের করে আনল দুই আঙুল দিয়ে, তারপর সেটিকে পায়ের সামনে রাখল। ওর একে-ফোরটিসেভেন রাইফেলটিও একইভাবে সামনে রাখল কোয়াওস্কি।

"ডুয়ান ঝি ট্রায়াডের ড্রাগনহেড, গুয়ান-ইনের সাথে কথা বলতে চাই আমি!" ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলল।

সাড়া পাওয়া গেল সাথে সাথে।

দড়াম করে ডানে-বামে দুই দিক দিয়ে দরজা খুলে গেল। চারজন মানুষ বের হয়ে আসল হাতে অস্ত্র নিয়ে।

শুধু তো একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম, তার জন্য এতো আয়োজনের কী দরকার ছিল বাপু!

নিচু হয়ে, সবচেয়ে কাছে থাকা মানুষটির হাঁটুতে কষে লাথি মারল গ্রে। লাথি খেয়ে আক্রমণকারীর মুখ সামনের দিকে ঝুলে পড়তেই, জোরালোভাবে তার গলায় ঘুষি বসিয়ে দিল ও। লোকটির মুখ হা হয়ে গেল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পায়ের কাছে রাখা পিস্তলটিকে তুলে আনল গ্রে। বন্দীর কানের লতির কাছে ধরল পিস্তলের মাজল।

অন্যদিকে প্রথম আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করে ফেলছে কোয়াওস্কি। লোকটার ইস্পাতের ব্যাট এখন শোভা পাচ্ছে তার হাতে।

হাতের ব্যাটটিকে মারমুখি ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে কোয়াওস্কি। কিন্তু, মাটিতে পড়ে থাকা আক্রমণকারীর উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই। সে তখন থেঁতলানো হাত নিয়ে মাটিতে শুয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

মনোযোগ ক্যামেরার দিকে ফেরাল গ্রে।

"আমরা শুধু কথা বলতে চেয়েছিলাম!" গলা ফাটিয়ে বলল।

এই কথা প্রমাণের জন্য, ওর বন্দীকে মুক্ত করে দিল ও। ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিল। এরপর, নিচু হয়ে ফ্লোরে রাখল হাতের পিস্তলটা। হাত দুখানা উঁচু করে, ক্যামেরার সামনে উন্মুক্ত করল হাতের তালু।

গ্রে আশা করছে, ওদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য এই অতর্কিত আক্রমণটি সাজানো হয়েছিল।

অপেক্ষা করছে ও, অনুভব করল ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে ঘাড় বেয়ে। অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে পুরো এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে। এমনকি টেলিভিশনের গুঞ্জন ধ্বনি আর গানের আওয়াজও নেই।

হঠাৎ গর্জে উঠল কোয়াওস্কি। "তোরা কেউ ইংরেজি জানোস না?"

একথা শুনেই কি-না, হলের শেষ মাথার একটা দরজা খুলে গেল।

"আমি জানি।"

করিডর ধরে এগিয়ে আসছে একটি মানবমূর্তি। লোকটি বেশ লম্বা, সাদা হয়ে যাওয়া ঝাকড়া চুল পনিটেইলের মতো ফিতা দিয়ে প্যাঁচিয়ে পিঠের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। বয়স সম্ভবত ষাটের কোটায়, কিন্তু চলাফেরা করছে রেশমি গতিতে, জড়তা নেই কোনো। এক হাতে ধরে রেখেছে লম্বা বাঁকানো চাইনিজ তলোয়ার, যার নাম চাইনিজ ডাও সেবার। অন্য হাতের তালু সতর্ক ভঙ্গিতে রাখা আছে সিগ সাওয়ারের বাটে।

“শ্রদ্ধেয় ড্রাগনহেডের সাথে তোমাদের কারবার কী?” সে জিজ্ঞেস করল।

গ্রে জানে, উল্টাপাল্টা উত্তর দিলে এক্ষুণি খুন হয়ে যাবে।

“উনাকে বল, আমার কাছে মাই ফং লাইর মেয়ের ব্যাপারে তথ্য আছে।”

তলোয়ারধারীর মুখের ভাবে কিছু ফুটে না উঠায় ধরে নেয়া যায়, এই নামের কোনো তাৎপর্য নেই ওর কাছে। প্রত্যুত্তর হিসেবে, উল্টো দিকে ঘুরে শান্তভাবে হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

ওরা দুজন আবারও অপেক্ষা করতে লাগল। ক্যানটোনিজ ভাষায় গর্জে উঠে একজন গার্ড ওদেরকে বলল কয়েক পা পিছিয়ে যেতে, যাতে অন্য একজন এসে মুঠোয় ভরে নিয়ে আসতে পারে ওদের অস্ত্র।

“অবস্থা তো দেখি ভালো থেকে আরো ভালোর দিকে যাচ্ছে,” কোয়াওস্কির রসালো প্রতিক্রিয়া।

বেহালার তারের মতো টেনশনে টান টান হয়ে আছে ওরা দুইজন।

অবশেষে, ফিরে এল তলোয়ারধারী। অন্ধকারের দরজা ফুরে বের হয়ে মুখোমুখি হল ওদের।

“উদারতার সঙ্গে, তোমাদের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন উনি,” বলল সে।

শরীরের টান টান ভাব একটু কমল গ্রের।

“কিন্তু তোমার কথা যদি উনার পছন্দ না হয়,” আগেভাগে সতর্ক করে দিচ্ছে, “তাহলে উনার চেহারাই হবে তোমার দেখা শেষ চেহারা।”

গ্রের এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সকাল ৮:৪৪

অন্ধকার হতে জেগে উঠল সেইশান।

নড়াচড়া না করে চুপচাপ পড়ে রইল ও। ব্যাংকক আর নম পেনের রাস্তায় ভয়াবহ দিনগুলোতে টিকে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে এখন নড়াচড়া না করে চুপচাপ শুয়ে থাকলেই ভালো। অপেক্ষা করল মাথার ঘোলাটে ভাব কখন দূর হয়। কী হয়েছিল? আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে এল ওর স্মৃতি।

ওরা জাপটে ধরেছিল ওকে, তারপর ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে চোখ বেঁধে ফেলে। পেশিতে ব্যথা অনুভূত হল। নিশ্চয়ই কবজি-গোড়ালি দুটোই শক্ত করে বাঁধা। চোখের সামনে এখনও কাপড় দেয়া, তবে ফাঁক ফোকড় দিয়ে চুইয়ে পড়া আলো থেকে বুঝা যাচ্ছে বাইরে এখন দিন।

সেইশান ভাবল, আমাকে কি আজকেই অপহরণ করা হয়েছে?

কল্পনায় ভেসে এল সেই সংঘর্ষের কথা, গ্রে আর কোয়াওস্কি বাতাসে ভাসছিল তখন।

ওরা কি বেঁচে আছে?

অন্য সম্ভাবনার কথা ভাবতে মন সায় দিল না।

হতাশা ভর করলে মগজ ভালো কাজ করে না। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে মগজের পূর্ণ ক্ষমতা লাগবে ওর। নিজেকে বলল ও, এখন হতাশ হওয়া চলবে না। হতাশ হলেই শরীরে দুর্বলতা ভর করবে।

মাথার ঘোলা ঘোলা ভাব কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল সেইশান। পারল না। তবে অনুভব করল, শক্ত কিছুর ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। সম্ভবত ধাতু জাতীয় কিছু একটা। মোটর গাড়ির তেলের ঘ্রাণ আসছে নাকে। মাঝে মাঝে আচমকা ঝাঁকুনি আর কম্পন থেকে বুঝা যাচ্ছে, চার চাকার কোনো একটা বাহনে রাখা হয়েছে ওকে।

হয়তো একটা ভ্যান বা একটা ট্রাক।

কিন্তু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা ওকে?

এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে কেন ওরা আমাকে?

এই প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করা তেমন কঠিন কিছু না। সেইশানের মাথার ওপর ঝুলতে থাকা পরোয়ানার কথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে কেউ। এবং এখন সে চাইছে ওকে বিক্রি করে টাকা কামাবে।

"আর ঘুমিয়ে থাকার ভান করে লাভ নেই।" খুব কাছ থেকে বলে উঠল কেউ একজন।

ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল সেইশান। বিরুদ্ধ পরিবেশে টিকে থাকার প্রয়োজনে পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে অনেক ধারালো করে তুলতে হয়েছে ওকে। তারপরও এতো কাছে কেউ চলে এসেছে সেটা ধরতেই পারেনি। মনোবল অনেকখানি কমে গেল এতে। অস্বস্তিতে ভুগছে। শুধু নীরবতা এবং শব্দহীনতাই ওর অস্বস্তির একমাত্র কারণ নয়। চারপাশের পরিবেশে বিরাজ করছে কবরের নিস্তব্ধতা। যেন এই লোকটি ভূতুড়ে কেউ, কোনো অস্তিত্ব নেই এর।

"প্রথমত, এখানে তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই," নির্ভুল ক্যানটোনিজ ভাষায় বলল সে। কথার সুরে ভদ্রতার ছাপ স্পষ্ট। ইউরোপিয়ান আঞ্চলিক ভাষার একটা টান আছে। তবে এই লোক অবশ্যই ম্যাকাও-এর স্থানীয়। উচ্চারণ ভঙ্গি সম্ভবত পর্তুগীজ। "আমরা তোমাকে খুন করতে চাই না। বা তোমার কোনো ক্ষতি করারও ইচ্ছে নেই আমাদের। অন্তত, আমার নিজের সেই ইচ্ছে নেই। ব্যবসার প্রয়োজনেই শুধু তোমাকে ধরে আনা।"

তাহলে সেইশানের ধারণাই ঠিক। কেউ একজন লাভের আশায় ওকে বিক্রির ধান্দায় আছে। কিন্তু একথা মাথায় আসায় খুব একটা শান্তি পাওয়া গেল না।

"দ্বিতীয়ত, তোমার বন্ধুদের ব্যাপারে বলতে গেলে..."

এই বার একটু চমকে যেতেই হল। গ্রের আর কোয়াওস্কির চেহারা মনের কোণায় ভেসে উঠেছে। ওরা কি বেঁচে আছে?

লোকটার ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসির রেখা।

"ওরা বেঁচে আছে," সেইশানকে ভালো করে দেখতে দেখতে বলল, "যদিও ভয় হয় খুব বেশিক্ষণের জন্য না। ওদের খোঁজ বের করতে অবশ্য বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাকে। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার প্রতিপক্ষের আস্তানায় আছে ওরা। আমার মাথায় আসছে না, ওরা ওখানে গেল কী করতে? কিন্তু তারপরই মনে হল, এতে আমার কিসসু যায় আসে না। একটা পুরানো চীনা

প্রবাদ আছে   জিয়াং শুয়াং চাও। প্রবাদটা মনে হয় বর্তমান অবস্থায় খাপে খাপে মিলে যায়।"

মনে মনে চীনা প্রবাদটির অনুবাদ করল সেইশান।

একটা তীর, দুটো শকুন।

কথার মানে বুঝতে পেরে শিহরণ বয়ে গেল ওর শরীরে। চীনা প্রবাদটি বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদের সাথে খুব ভালোভাবে মিলে যায়।

এক ঢিলে দুই পাখি।

সকাল ৮:৫৮

লিফটের দরজা খুলে যেতেই গ্রের মনে হল জাহান্নাম থেকে স্বর্গে ফিরে এসেছে ওরা।

তলোয়ারধারীকে অনুসরণ করল গ্রে। এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হল, যেটা আগে খুব সম্ভবত বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরের বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট ছিল। পুরো এপার্টমেন্ট উন্মুক্ত, সাদা আসবাবপত্র দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মেঝেটি মসৃণ বাঁশের তৈরি। টবের মধ্যে বিভিন্ন রঙ এবং আকৃতির আর্কিড গাছের বিশাল সংগ্রহ। অগণিত তুষার-শুভ্র মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ফিশ ট্যাঙ্কে।

কিন্তু নিচের ফ্লোরের নারকীয় অবস্থার সাথে তুলনা করলে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা হচ্ছে এখানকার আলোর পরিমাণ। এমনকি আজকের মেঘাচ্ছন্ন আকাশও আলোর উজ্জ্বলতা খুব একটা কমাতে পারেনি। বড়সড় আকৃতির জানালা ক্যাওলুনের দিকে মুখ বাড়িয়ে আছে, হং কং শহরের চকমকে টাওয়ার দেখা যাচ্ছে সেখান দিয়ে। এপার্টমেন্টের মধ্যিখান দখল করে আছে একটি কাঁচের দেয়ালঘেরা অ্যাট্রিয়াম (ছাদবিহীন ঘর), একটি ঝর্না দিয়ে অবিরত ধারায় পানি বয়ে যাচ্ছে। ঝর্নার ফলে একটি পুকুর সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পদ্ম ফুল ভাসছে। পুকুরটির পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক ধরনের গাছ, কোনো কোনোটায় ফুল ধরেছে। এবং একটি লণ্ঠন ধীরে ধীরে দুলছে পানির ওপরে।

একজন মহিলা, রোগা আকৃতির, পরনে বেল্ট লাগানো ঢিলেঢালা গাউন, ঝুঁকে আছেন লণ্ঠনটির দিকে। হাতে একটি লম্বা মোমবাতি। লণ্ঠনে আগুন জ্বালিয়ে তার সামনে বসে রইলেন তিনি।

ম্যাকাও এর উৎসবের কথা ভেসে এল গ্রের কল্পনায়। নাম ভন হ্রদের জলে হাজারটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে অন্য জগতে পাড়ি দেয়া প্রিয় মানুষটির আত্মা শান্তি পায়।

স্থির পদক্ষেপে লিফট থেকে বেরিয়ে অ্যাট্রিয়ামের দিকে এগোল গ্রে।

লিফটের দিকে তাকিয়ে গোমড়া মুখ করে কোয়াওস্কি বলল। "লিফট থাকার পরেও চোদ্দ তোলা সিঁড়ি বাইলাম কেন?"

লিফটের ব্যবহার সম্ভবত ট্রায়াড মেম্বারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু কোয়াওস্কির কাছে এ কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না ও। কাঁচের আড়ালে থাকা মানুষটির ওপরে মনোযোগ ধরে রাখল ও।

অ্যাট্রিয়ামের দরজার কয়েক গজ দূরে থাকতেই তলোয়ারধারী ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলল। "আর যেও না, এখানেই থাকো।"

লণ্ঠনের সামনে মাথা নুইয়ে রাখলেন ওই মহিলা, জ্বলন্ত মোমবাতির সম্মুখে ভাঁজ করে রাখা আছে হাতদুটো।

পুরো দুই মিনিট সবাই চুপচাপ। মুখ খোলার জন্য উশখুশ করছিল কোয়াওস্কি, তবে একবারের জন্য হলেও বুঝতে পেরেছে, এই পরিবেশে মুখটা বন্ধ রাখা উচিত।

অবশেষে, পুকুরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বাও করলেন তিনি, তারপর সিধা হয়ে ঘুরলেন ওদের দিকে। ঢিলেঢালা গাউনের হুড তুলে দেয়ায়, বৃষ্টির মাঝে উনার চেহারা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রহস্যময় লাগছে উনাকে। ধীরে ধীরে খুললেন অ্যাট্রিয়ামের দরজার স্লাইডিং ডোর।

দারুণ কমনীয়তার সাথে, মেঝেতে পা রাখলেন তিনি। মনে হচ্ছিল, ঐশ্বরিক একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটল দুনিয়ায়।

"গুয়ান-ইন," মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধার সুরে বলল তলোয়ারধারী।

"মিয়াও গাও, ঝুয়াং।" ফ্যাকাসে একটি হাত স্পর্শ করল তলোয়ারধারীকে।

ডুয়ান ঝির ড্রাগনহেড এবার গ্রের দিকে ঘুরলেন।

"তুমি মাই ফং লাই-এর কথা বললে," গলার স্বর শান্ত, যদিও তাতে হুমকির আভাস আছে, "তুমি এমন একজনের কথা বলছ যে বহু আগে মারা গেছে।"

"আপনার মেয়ের স্মৃতিতে সে এখনও জীবিত।"

কোনো প্রতিক্রিয়া হল না মহিলার চেহারায়, বুঝাই যাচ্ছে নিজের আবেগ চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন তিনি।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর, শান্ত গলায় বললেন। "তুমি আবারও মৃত মানুষ নিয়ে কথা বলছ।"

"ঘণ্টাখানেক আগে ক্যাসিনো লিসবোয়ায় মায়ের খোঁজ করার সময়ও ওর দেহে প্রাণ ছিল।"

চোয়াল সামান্য নিচু হওয়া ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া হল না গুয়ান-ইনের চেহারায়। নিজের মেয়েকে খুন করার কত কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন সেটাই হয়তো ভাবছেন তিনি। আবার, গ্রে সত্যি বলছে নাকি ভাওতা দিচ্ছে, সেটা ভাবাও বিচিত্র নয়।

"ক্যাসিনো লিসবোয়াতে তাহলে তোমরাই ছিলে।"

কোয়াওস্কির দিকে ইশারা করল গ্রে। "আমরা তিনজন। ড্রাগনের অলংকারটি দেখে ডক্টর হুয়ান পাক বলেছিল সে নাকি এর মালিকের পরিচয় জানে। তাই সত্যিটা জানার জন্য আমরা ম্যাকাওতে আসি।"

উপহাসের সুরে হালকা নাক সিটকালেন তিনি। "কিন্তু সত্যিটা কী?" জিজ্ঞেস করলেন।

তার কণ্ঠে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস।

"যদি অনুমতি দেন..." নিজের জ্যাকেটের পকেটের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে, ওর মোবাইল ফোন রাখা আছে ওখানে।

"ধীরে ধীরে," ঝুয়াং সতর্ক করে দিল।

ফোন বের করে সেইশানের ছবি রাখা ফোল্ডারে গেল গ্রে। পরিষ্কারভাবে ওর মুখ দেখা যায় এমন একটি ছবি বের করল। ওর চেহারা দেখতে পেয়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর নিরাপত্তা ভাবনায় আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল গ্রের মন। কিন্তু তারপরেও ছবি দেখানোর সময় নিজের হাতকে স্থির রাখল।

গুয়ান-ইন সামনে ঝুঁকে আসলেন, অন্ধকারের আড়ালে চেহারা ঢেকে থাকার কারণে বুঝা যাচ্ছিল না উনার মনে কতটা তোলপাড় হচ্ছে। কিন্তু কাছে আসার সময় উনার পা যেভাবে কাঁপছিল, নিজেকে সামলে রাখতে যে বেশ কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। বিশ বছর পার হলেও, একজন মা ঠিকই চিনে নেবেন তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে।

ফোনটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল গ্রে। "মোবাইলে আরও ছবি আছে। আপনি আঙুল চালিয়ে দেখে নিতে পারেন।"

গুয়ান-ইন হাত বাড়ালেন, তার আঙুল এমনভাবে কাঁপছিল যেন সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। মেয়ে যদি এখনও বেঁচে থাকে, একজন ব্যর্থ মা হিসেবে কী বলে সান্ত্বনা দেবেন তখন নিজেকে?

অবশেষে ফোনটা নিলেন তিনি। গ্রের দিকে পিছন ফিরে আঙুল চালিয়ে ফোল্ডারে থাকা ছবিগুলো দেখতে থাকলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর, থর থর করে কেঁপে উঠল উনার শরীর, বাঁশের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলেন তিনি।

ঝুয়াং তখন এতো দ্রুত জায়গা পরিবর্তন করল যে সেটা বুঝতেই পারল না গ্রে। এক সেকেন্ড আগেও সে তার পাশেই ছিল... আর পর মুহূর্তে, তাকে দেখা গেল হাঁটু গেড়ে বসে আছে গুয়ান-ইনের পাশে, তলোয়ারটি তখনও ওদের দিকে তাক করা, যেন উল্টা পাল্টা কিছু না করার জন্য সাবধান করে দিচ্ছে ওদের।

"এটাই আমার মেয়ে," গুয়ান-ইন ফিসফিস করে বলল। "কিন্তু কিভাবে সম্ভব?"

উনার মনের গভীরে কী কী আবেগ খেলা করছে সেটা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। তবে গ্রে সেগুলো অনুমান করতে পারে অপরাধবোধ, লজ্জা, আশা, আনন্দ, আতংক, রাগ।

শেষ দুটো আবেগই জিতল, কারণ নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে ওদের দিকে ঘুরলেন তিনি। তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল ঝুয়াং, উনাকে আগলে রাখতে চাইছে সে। কিন্তু তার চোখে দুশ্চিন্তার প্রবল ছাপ দেখে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়,

মহিলাটিকে সুরক্ষিত রাখার ইচ্ছে শুধু তার পেশাদারি দায়িত্ববোধ থেকেই আসছে না। সম্ভবত গুয়ান-ইনকে ভালোবাসে ঝুয়াং।

হুড মেলে ধরলেন গুয়ান-ইন, ঝর্নার মতো নেমে এল উনার লম্বা কালো চুল। সেইসাথে উনার চেহারার ক্ষতচিহ্নটিও প্রকাশিত হল। ভ্রুর পাশ দিয়ে গিয়ে গাল বেয়ে নেমে এসেছে। অল্পের জন্য চোখ স্পর্শ করেনি। কেউ একজন ভীষণ যন্ত্রণা সহকারে ছুরি দিয়ে চেহারায় খোদাই করে দিয়েছে একে। পুরানো অত্যাচারের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে একে। কিন্তু তারপরেও এই ক্ষতচিহ্নটিকে শৈল্পিক আকৃতি দিয়েছেন তিনি। হয়তো পুরানো যন্ত্রণা লাঘবের জন্য উল্কি আঁকিয়েছেন এর ওপর। আঘাত পাওয়ার জায়গায় একটি ড্রাগনের লেজ, ভ্রু বেয়ে নেমে চলে গিয়েছে গাল পর্যন্ত।

যেন একটা রুপালি সাপ উনার গাল বেয়ে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে রহস্যময়ভাবে।

"ও এখন কোথায় আছে?" উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন গুয়ান-ইন, সেখানে এখন ইস্পাতের কাঠিন্য, "আমার মেয়ে কোথায় আছে?"

উনার চেহারার ভয়ংকর অবস্থা দেখে ঢোক গিলল গ্রে, অবিলম্বে রাস্তা থেকে অপহরণের ব্যাপারে রিপোর্ট দিল।

"গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার চেহারার বিবরণ দাও," গুয়ান-ইন জিজ্ঞেস করল।

লম্বা, কর্তৃত্বসম্পন্ন আর ছোট করে ছাঁটা দাড়িওয়ালা লোকটির চেহারার বিবরণ দিল ও। "পর্তুগীজদের মতোন দেখাচ্ছিল ওকে, বংশের ধারায় হয়তো চাইনিজ রক্তও আছে।"

মাথা দোলালেন তিনি, "ওকে আমি ভালো করেই চিনি। ওর নাম জু-লঙ দেলগাডো, পুরো ম্যাকাও-এর বস সে।"

গুয়ান-ইনের চেহারায় দুশ্চিন্তার হালকা ছায়া।

এই শক্ত পোক্ত মহিলার কপালেও যদি ভাঁজ পড়ে, তাহলে তো খারাপ লক্ষণ।

সকাল ৯:১৮

ব্রেক করার সময় একটা নালিশ জানিয়ে গাড়িটা শেষ পর্যন্ত থামল।

সেইশান শুনল, নিচু গলায় ড্রাইভারের সাথে পর্তুগীজে কথা বলছে কেউ একজন, কিন্তু ঠিক কী বলল বুঝতে পারল না। দরজা খুলল এবং আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

একজন হাত বাড়াল ওর চেহারার দিকে। হাতের স্পর্শ পেয়ে সজোরে মাথা ঝাড়া দিল সেইশান। কিন্তু লোকটির আসল উদ্দেশ্য ছিল ওর চোখ ঢেকে রাখা কাপড় উঠিয়ে দেয়ার। হঠাৎ চোখে আলো পড়ায় পিটপিট করে উঠল ওর চোখ।

"চেঁচামেঁচি করবে না," ওর অপহরণকারী বলল। "এখনও বহুদূর পাড়ি দিতে হবে আমাদের।"

লোকটির গায়ে দামি সিল্কি স্যুট, সাজসজ্জায় রুচির ছাপ স্পষ্ট। গাঢ় বাদামি রঙ-এর চোখ তার লম্বা চুল এবং সুন্দরভাবে শেভ করা দাড়ির সাথে মানিয়ে গেছে। কোণার দিকে চোখটা একটু টানা টানা, যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই লোকের দেহে পর্তুগীজ-চাইনিজ উভয় জাতের রক্ত বইছে।

চারপাশে তাকিয়ে সেইশান বুঝতে পারল, ভ্যানের ফ্লোরের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে।

পেছনের দরজা দুম করে খুলে যেতেই উজ্জ্বল আলো আবার চোখ ধাঁধিয়ে দিল ওর। আরেকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে বয়স তুলনামূলক কম, ক্লিন শেভড। সুন্দর করে ছাঁটা কালো চুল। বিশাল কাঁধ স্যুটের মাঝে চেপে বসে আছে শক্ত হয়ে। চোখজোড়ার রঙ ভয়াবহ রকমের ফ্যাঁকাসে নীল।

"টোমাজ," তার অপহরণকারী বলল। "আমরা কি ফ্লাইট-এর জন্য প্রস্তুত?"

সে নড করল। "জ্বী, সিনর দেলগাডো, আমাদের বিমান প্রস্তুত।"

যাকে দেলগাডো নামে ডাকা হচ্ছিল, মেয়েটার দিকে ঘুরল সে। "এই ফ্লাইটে আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, "সে বলল। "যাতে পাওনা টাকা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি। তাছাড়া, এই মুহূর্তে ম্যাকাও-এ থাকা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। হংকং-এ এরপর যেই ঘটনা ঘটানো হবে, তারপর তো রাস্তায় বের হওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে। এর ফলাফল হিসেবে কিছু দিন ভীষণ রক্তারক্তি হবে।"

"আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

সেইশানের কথাকে পাত্তা দিল না দেলগাডো, ভ্যান থেকে মাথা নিচু করে বের হয়ে পিঠ টানটান করে জড়তা কাটানোর চেষ্টা করল। "আজকের দিনটা দারুণ সুন্দর, কী বলো!"

তার আজ্ঞাধীন ব্যক্তি, টোমাজ, সেইশানের রশি বাঁধা পা আঁকড়ে ধরল শক্ত করে, তারপর ঝাঁকি মেরে টানতে টানতে সেটিকে নিয়ে এল সূর্যের আলোর তলায়। একটা ড্যাগার বেরিয়ে এল ওর হাতে, সেটা দিয়ে ওর পায়ের বাঁধন কেটে দিল টোমাজ। যদিও সেইশানের হাত তখনও পিঠমোড়া করে বাঁধা।

পায়ের ওপর কোনমতে খাড়া হওয়ার পর, সেইশান দেখল কোনো একটা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। তিরিশ গজ দূরে চকচকে একটি বিমান অপেক্ষায় আছে ওদের জন্য। সিঁড়ি নামিয়ে রাখা হয়েছে নিচে, যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত। একটি মানবমূর্তি দাঁড়ালো দরজার সামনে, তারপর পা বাড়ালো আলোর দিকে।

মোটাসোটা একটি ব্যান্ডেজ তার ভাঙা নাককে ঢেকে রেখেছে।

ডক্টর হুয়ান পাক।

"আহ, আমাদের খরিদ্দার।" বিমানের দিকে পা বাড়ালেন দেলগাডো, কব্জিতে পরা রোলেক্স ঘড়িটার দিকে একবারের জন্য চেয়ে নিলেন তিনি। "আসুন, আসুন। আর অল্প কয়েক মিনিট, তারপর হংকং-এর ধারে কাছেও থাকতে চাইবে না আমাদের কেউ।"

"এটুকুই জানো?"

একজন মায়ের ভালোবাসা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুয়ান-ইনের গলায়। গত কয়েকটা মিনিট ধরে আন্তরিকভাবে গ্রেকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন তিনি। সেইশানের রহস্যময় অতীত, এই ভয়াবহ দুনিয়ায় নিজেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে এমন হাজারো প্রশ্ন।

একটা সোফায় বসে আছে ওরা। ওদের পাশে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ঝুয়াং। মাছভর্তি চৌবাচ্চাটিকে ধীরে ধীরে আরাম করে দেখছে কোয়াওস্কি। চৌবাচ্চার গ্লাসে টোকা দিল। একদম কাছে গিয়ে নাক ঠেকিয়ে আগ্রহী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পানিতে মাছের সাঁতার কাঁটার দিকে।

গুয়ান-ইনের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে গ্রে খুশিই হত, কিন্তু এমনকি সে নিজেও সেইশানের রহস্যময় অতীত ইতিহাস পুরোপুরি জানে না। শুধু খণ্ড খণ্ড কিছু জিনিস একের পর এক এতিমখানায় কাটানো, রাস্তাঘাটের দুঃসহ সময়, অপরাধী সংগঠনে যোগ দেয়া। গ্রের জবান থেকে আসা অতীত ইতিহাস বর্ণনার সময় মনে হল, গুয়ান-ইন সেটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছেন। কিছু কিছু দিক দিয়ে, মা-মেয়ে দুইজনকেই কঠিন পরিস্থিতি পাড়ি দিয়ে মোটামুটি সাদৃশ্যপূর্ণ পথ বেয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তারা ঠিকই উপরে উঠেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েও আছেন।

কিন্তু তারপরেও, মায়ের কাছে মেয়ের কাহিনী ভালো করে তুলে ধরতে পারল না গ্রে। তবে ব্যাপার হচ্ছে, শুধু কথা দিয়ে একজন মাকে মেয়ের শূন্যতা পূরণ করা অসম্ভব।

"আমি ওকে খুঁজে বের করব, "গুয়ান-ইন নিজের কাছে শপথ করলেন।

ইতোমধ্যে সংগঠনের সবার কাছে নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে। জু-লঙ দেলগাডো তার মেয়েকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে সেই খবর শীঘ্রই বের করে আনা হবে।

"অতীতে আমি ওর জন্য কিছুই করতে পারিনি, "গুয়ান-ইন আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। "ভিয়েতনামে যারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তারা ছিল নিষ্ঠুর, এত নিষ্ঠুর যা আমি কল্পনাও করিনি। ওরা বলেছিল, আমার মেয়ে মারা গেছে।"

"আপনাকে হতাশ করার জন্য বলেছিল। যাতে আপনার মনের জোর ভেঙে দেয়া সহজ হয়।"

"কিন্তু এই কথা আমাকে আরও তাতিয়ে দেয়, পালিয়ে গিয়ে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আরও সংকল্পবদ্ধ হই, যেটা আমি শেষ পর্যন্ত করেই ছাড়ি।" তার চোখে আগুন খেলা করছে। "তারপরও আমি হাল ছাড়িনি। মেয়ের খোঁজ চালিয়ে গেছি, কিন্তু শুরুর দিকে ব্যাপারটা ছিল অনেক কঠিন, কারণ পালিয়ে যাওয়ার পর

আমার আর ভিয়েতনামে পা ফেলার ঝুঁকি নেয়ার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাই হাল ছেড়ে দিতেই হল।"

"এভাবে খোঁজ চালিয়ে যাওয়া ভীষণ যন্ত্রণার," গ্রে বলল।

"আশা করাও মাঝে মাঝে মনে হয় একটা অভিশাপ।" গুয়ান-ইন তার ভাঁজ করা হাতের দিকে নিচু হয়ে চেয়ে রইলেন। "ওকে হৃদয়ের গভীরে চিরকালের জন্য কবর দেয়াই ছিল আমার জন্য সহজ।"

কয়েকটা লম্বা মুহূর্ত দুজনেই কথা না বলে নীরব রইলেন।

"আর তুমি?" গুয়ান-ইন দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলেন। "ওকে এখানে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য কেন তুমি এতো বড় ঝুঁকি নিলে।"

গ্রের মুখে কথা ফুটছে না।

মহিলা তার চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন। "তুমি কী ওকে ভালোবাসো?"

গ্রে তার চোখের দিকে তাকালো, জানে মিথ্যা বলা সম্ভব না।

ঠিক তখন প্রথম বিস্ফোরণে বিল্ডিং কমপ্লেক্স কেঁপে উঠল।

মাছভর্তি চৌবাচ্চার স্বচ্ছ পানিতে ঢেউ উঠেছে, লম্বা লম্বা পাতাওয়ালা অর্কিড গাছ গোড়া থেকে দুলছে।

"হচ্ছেটা কী!" কোয়াওস্কি চেঁচিয়ে উঠল।

গুয়ান-ইন পায়ের ওপরে উঠে দাঁড়ালেন।

তার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী, ঝুয়াং, কানে ফোন ঝুলিয়ে, দ্রুতবেগে কথা বলতে বলতে জানালার দিকে ছুটল। নিচ থেকে বৃষ্টির মাঝ দিয়ে ধোঁয়ার স্তর জেগে উঠেছে।

দূরে কোথাও আরেকটা বিস্ফোরণ।

গুয়ান-ইন জানালার দিকে ছুটে গেলেন। গ্রে আর কোয়াওস্কিও তাকে অনুসরণ করল। ঝুয়াং এর কাছ থেকে পাওয়া সংবাদ অনুবাদ করে ওদের নিকট উপস্থাপন করলেন তিনি।

"সবকটি প্রবেশপথ দিয়ে সিমেন্টের ভারী ট্রাক উপস্থিত হয়েছে।"

গ্রের মনের পর্দায় ভেসে উঠল বড়সড় আকৃতির গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে চাকা পিষে এগিয়ে আসছে। তাদের ইচ্ছে একসাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ করবে। কিন্তু মনের পর্দার আসা ওই বিশাল বিশাল গাড়িগুলোকে সিমেন্ট ট্রাক বলা যায় না...

আরেক দিক দিয়ে আরেকটা বিস্ফোরণ।

কেউ একজন পুরো এলাকা তাদের চোখের সামনে উড়িয়ে দিতে চায়। গ্রে তার পরিচয় অনুমান করতে পারে জু-লঙ দেলগাডো। নিশ্চয়ই ওদের এখানে আসার খবর তার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বিদেশি চেহারার লোকজন সন্দেহজনক অনুপ্রবেশ করলে মানুষের নজরে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

"আমাদের এখান থেকে বের হতেই হবে!" গ্রে সতর্ক করে দিয়ে বলল। "এক্ষুণি!"

ঝুয়াংও এর সাথে একমত, তার মালকিনের দিকে ঘুরল। "আপনাকে নিরাপদ কোথাও সরে যেতে হবে।"

গুয়ান-ইন উঠে দাঁড়ালেন, পিঠ সোজা, তার রাগান্বিত চেহারায় ড্রাগন আরও স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল করছে। "আমার সব লোককে একত্র কর, "তিনি আদেশ দিলেন। "যত জনকে পার সবাইকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও।"

নিচে কত লোক আছে তা ভাবতে চেষ্টা করল গ্রে।

"মাটির নিচের টানেল ব্যবহার কর," তিনি বললেন।

বিল্ডিং থেকে দ্রুত বের হতে ট্রায়াডের গোপন পথ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

"আপনার আগে আগে যাওয়া উচিত," ঝুয়াং তাড়া দিচ্ছে।

"আগে আমার আদেশ সবার কাছে পৌঁছে দাও।"

ক্যাপ্টেন তার জাহাজ সাথে নিয়ে ডুবে যেতে চাইছেন। সেই জাহাজ ডুবে যাওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে। বাইরে বিল্ডিং-এর একটা অংশ ধসে পড়ার বিকট শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। ধোঁয়া তার কালো আস্তরণ দিয়ে বাইরের জানালার দৃশ্য পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। যেন নিচ থেকে আসা চাপা চিৎকার-ধ্বনি উপরের দিকে উঠে আসছে।

ঝুয়াং ফোনে চিৎকার করে কিছু একটা বলল। কয়েক সেকেন্ড পরে, পুরো বিল্ডিং-এ বেজে উঠল লাউডস্পিকার। ফ্লোরে ফ্লোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার আওয়াজ। ড্রাগনহেডের আদেশ পৌঁছে দিচ্ছে প্রতিটা কোণে কোণে।

শুধু তখনই শান্ত হলেন গুয়ান-ইন।

হলের টিকেট চেকার যেভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, ঝুঁয়াং তার মালকিনকে সেভাবে লিফট থেকে দূরে সরিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। লিফট ব্যবহার করা এখন বিপজ্জনক। একটু আগে গ্রে আর কোয়াওস্কি যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছে সেদিকে টেনে নিয়ে গেলেন গুয়ান-ইনকে।

"তাড়াতাড়ি কর! টানেলে দ্রুত পৌঁছাতে হবে!"

ওরা যখন দৌড়াতে দৌড়াতে নামছিল, মাঝের চত্বরে তখন জাহান্নাম আছড়ে পড়েছে। নিচতলার দিকে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে একাধিক অগ্নিকাণ্ড। হঠাৎ সেতুর একটা অংশ ভেঙে গেল। কয়েকজন ঝুলন্ত মানুষ নিচে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে বইতে বইতে নেমে গেল। ওই পাড়ের এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এক পাশে টাল হয়ে নুয়ে পড়ল, একটা একটা করে ফ্লোর ভেতর থেকে আগুন সহকারে বিস্ফোরিত হল, বাঁকা হয়ে একটু তফাতে গিয়ে ঝরে পড়ল, ধীরে ধীরে অন্য সব টাওয়ার থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলছে।

গ্রে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। গুয়ান-ইনও তার সাথে একই গতি বজায় রেখে ছুটছেন, ঝুয়াং আছে তার পাশে, কোয়াওস্কি অনুসরণ করছে তাদের। আকস্মিক একটা আঘাত সিঁড়িঘর কাঁপিয়ে দিল, সবাই বাধ্য হল হাঁটু গেড়ে বসতে।

পুরো সিঁড়িঘর টাওয়ারের পাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

"এই পথে!" গ্রে বিকটস্বরে চিৎকার করে উঠল।

গ্রে সিঁড়ি থেকে লাফ দিল, এক লাফেই ক্রমবর্ধমান শূন্যস্থান পার। টাওয়ারের বাইরের দিকের করিডরে পৌঁছাল, সেটি কোর্টইয়ার্ড-এর দিকে মুখ করে আছে। অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল। ঝুয়াং-এর লাফ দেয়ার সময় গুয়ান-ইন তার সাথে তাল মেলাতে পারলেন না। টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিনারায়—কিন্তু কোয়াওস্কি মহিলাকে বগলদাবা করে, তাকে নিয়ে এক লাফে পৌঁছে গেল গ্রের কাছে।

"ধন্যবাদ," কোয়াওস্কি যখন গুয়ান-ইনকে নামিয়ে দিচ্ছিল, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলেন।

"এখান থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব," গ্রে বলল।

কেউ তর্ক করল না, ভাগ্যের নির্মমতাকে মেনে নিয়েছে। নিচে আগুন প্রচণ্ডভাবে তর্জন গর্জন করছে, ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে সবকিছু, আগুন সামনে যা কিছু পাচ্ছে তাকেই জ্বালানি হিসেবে নিয়ে আরও ফুলে ফেঁপে উঠছে।

"তাহলে আমরা যাব কোথায়?" কোয়াওস্কি জিজ্ঞেস করল। "আমরা এখন দশম তলায় আছি, আর বাসার থেকে ডানাটা নিয়ে আসার কথা মনে ছিল না!"

গ্রে কোয়াওস্কির কাঁধ চাপড়ে দিল, এমন সুন্দর একটা পরামর্শ দেয়ার জন্য আদর করে দিচ্ছে। "তাহলে নিজেদের ডানা আমরা নিজেরাই বানিয়ে নেব।" সে ঝুয়াং-এর মুখোমুখি হল। "আমাদেরকে বিল্ডিং-এর কোণার দিকের একটা এপার্টমেন্টে নিয়ে চল।"

তলোয়ারধারী লেফটেন্যান্ট বিনাপ্রশ্নে সেই নির্দেশ মান্য করল। দ্রুতবেগে তাদের নিয়ে প্রবেশ করল টাওয়ারের অভ্যন্তরস্থ গোলকধাঁধায়। কয়েকটা ছোটখাট বাঁক নেয়ার পরে, একটা দরজার সামনে গিয়ে আঙুল তাক করল ঝুয়াং।

গ্রে দেখল সেই দরজায় তালা মারা। সে এক পা পিছিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় পায়ের গোড়ালি দিয়ে কষে একটা লাথি মারল। বয়সি কাঠের দরজার পুরাতন কাঠামো সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে ছিন্নভিন্ন হয়ে খুলে গেল।

"ভেতরে আসো!" সে চিৎকার করে উঠল। "বিছানার চাদর, কাপড়-লত্ত্রি, যেকোনো কিছু যা দিয়ে রশি বানানো যায়, আমার সামনে এনে জড়ো কর।"

কোয়াওস্কি আর গুয়ান-ইনকে এই দায়িত্ব দিল গ্রে।

ঝুয়াংকে টানতে টানতে বাইরের বারান্দার সাথে লাগোয়া সন্নিহিত দরজার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। রাস্তা থেকে যেসব বারান্দা দেখা যায় সেই সব বারান্দার মতোই, এই বারান্দাও ইস্পাতের খাঁচায় পরিণত হয়েছে। শিকল দিয়ে সংযুক্ত ইস্পাতের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বাইরে থেকে।

"আমাকে সাহায্য কর," এ কথা বলে বারান্দার রেলিং-এর একটা অংশ খুলে আনার কাজে লেগে পড়ল গ্রে।

ওরা কাজ করছে ক্ষিপ্রগতিতে। টাওয়ার বিল্ডিং কেঁপে উঠছে গুড়গুড় শব্দ করে, নিচের দিকটা আগুনে খেয়ে ফেলায় উপরের অংশ তখন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল।

অবশেষে, গ্রে আলগা বেড়ার একটা অংশে লাথি দিল এবং সেটা নিচের ধোঁয়া উঠা রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

"রশি বানানোর কাজ কদ্দূর?" সে এপার্টমেন্টের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে চিৎকার দিল।

"মাটি পর্যন্ত পৌঁছানোর মতো লম্বা রশি বানানো কোনদিনও সম্ভব হবে না!" কোয়াওস্কির

সেটা গ্রের উদ্দেশ্যও না। কাজ কদ্দূর এগোল দেখার জন্য ভেতরে ঢুকল গ্রে। দেখল দুইজন মিলে একসাথে গিট্টু লাগিয়ে ষাট ফুটের মতো দড়ি বানিয়েছে। টাওয়ার হঠাৎ মারাত্মকভাবে কেঁপে উঠল। ব্যাপারটা গ্রেকে সাহায্য করল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে।

"যথেষ্ট ভালো!"

গ্রে রশির এক প্রান্ত বাঁধল বারান্দার রেলিং-এর সাথে এবং অপর প্রান্ত রাস্তার দিকে ছুড়ে দিল।

"তুমি কী করছ?" কোয়াওস্কি জিজ্ঞেস করল।

ইশারা দিয়ে, সরু রাস্তার ওপর পাশের বিল্ডিং-এর খোলা বারান্দার দিকটা দেখাল গ্রে।

"তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ," কোয়াওস্কি বলল।

কেউ তর্ক করল না।

নিচে তাকিয়ে, গ্রে এই ভেবে অবাক হয়ে গেল, ওই সিমেন্ট ট্রাক রাস্তার সরু গলি পার হয়ে এখান পর্যন্ত আসতে পারল কিভাবে। কিন্তু এটা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে, হং কং শহরের পরিকল্পনাবিদদের ধন্যবাদ দিল গ্রে। ক্যাওলুনে এতো ঘন করে একটার সাথে একটা লাগোয়া বিল্ডিং যারা তৈরি করেছেন, তারা তো অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

গ্রে রেলিং-এর ওপরে চড়ে বসে রশিটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল। নিশ্বাস চেপে রেখে, নিজেকে এক হাত এক হাত করে নামিয়ে আনছে। কয়েক বার হাত ফসকে যাওয়ায় বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেও চোখজোড়া দুই বিল্ডিং-এর মাঝামাঝি দূরত্বের মাঝে স্থির করে রাখল। মনে মনে হিসাব কষছে, আর কতটুকু দূরত্ব রশি বেয়ে নামতে হবে।

নিচের তিনটা ফ্লোর পার হয়ে যাওয়ার পরে, সে এক পা দিয়ে বারান্দার রেলিং-এ ভর দিল। ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে নিচে নামার সময়, চোখজোড়ায় ভীষণ জ্বালা অনুভব হচ্ছিল। কিন্তু তারপরেও, হাল না ছেড়ে এগিয়ে এসেছে। বারান্দায় পা রেখে জোরে চাপ দিয়ে চেষ্টা করল নিজেকে রাস্তার ওপারের বারান্দায় নেয়ার জন্য। তার দেহকে সামনে পেছনে দোলাতে শুরু করল। এক বিল্ডিং-এর বারান্দা থেকে আরেক বিল্ডিং-এর বারান্দায় যাওয়ার চেষ্টা।

কিন্তু এটুকু চেষ্টাই যথেষ্ট নয়।

গ্রে আরও জোর গতিতে নিজেকে ঝাঁকাতে শুরু করল, ধোঁয়ার কারণে নিশ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু গ্রের থেমে যাওয়ার দুঃসাহস হল না।

শেষ পর্যন্ত, তার পায়ের ডগা দূরের বারান্দার রেলিং স্পর্শ করল। ভারসাম্য রক্ষা করে পা ফেলার জন্য সেটা যদিও যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু তবুও এর ফলে মনে আত্মবিশ্বাস এল যে চেষ্টা করলে পারবে।

আবারও দুলতে দুলতে অপর পাশে ফেরত গেল গ্রে।

কাম অন...

"পিয়ের্স!" কোয়াওস্কি বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে জানান দিল। "তোমার নিচে তাকাও!"

গ্রে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল। রশির শেষ প্রান্তে আগুন ধরে গিয়েছে আর সেই আগুনের শিখা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ওহ, না...

পরিস্থিতি পুরোপুরি বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, রেলিং-এ পা চেপে সর্বশক্তিতে নিজেকে অপর পাশে ছুড়ে দিল গ্রে। এটাই শেষ সুযোগ। এর পরে আর সুযোগ আসবে না।

নিচের জ্বলন্ত আগুন আর রাস্তা পেরিয়ে, ওপাশের রেলিং-এর ধারে গিয়ে পড়ল গ্রে। রেলিং-এ যাতে ঘষা না খেতে হয় সেইজন্য পা দুটোকে উঁচু করে রাখল। কোনো রকমে নিজেকে রেলিং-এর সাথে আটকাতে সক্ষম হল।

বুক ভরে ছাড়ল স্বস্তির নিশ্বাস।

কিন্তু অসাবধানতার কারণে মনোযোগ সরে যাওয়ায় পা পিছলে গেল, নিজের ভারসাম্য রাখতে পারল না। শুধু পায়ের উপরের দিকটা কোনমতে রেলিং-এ আটকে আছে। ওখানেই ঝুলে রইল গ্রে, এই অবস্থায় বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। শীঘ্রই নিচে পড়ে যাবে।

গ্রের মাথার নিচে, আগুন ততক্ষণে রশির শেষ প্রান্তকে প্রায় স্পর্শ করে ফেলেছে।

তারপর সে অনুভব করল কয়েকটা হাত তার পায়ের গোড়ালিকে খামচে ধরেছে।

পায়ের ডগা ছাড়িয়ে উপরে তাকিয়ে দেখল, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা, স্বামী-স্ত্রী, সম্ভবত এপার্টমেন্টের মালিক, তাকে সাহায্যের জন্য তার পা আঁকড়ে ধরেছে। ওরা তাকে টানতে টানতে বারান্দার রেলিং-এ তুলে আনলেন। ভারসাম্য ফিরে পেয়েই, পা দিয়ে জোরালো আঘাত আর চড় থাপ্পড় দিয়ে রশিতে লাগা আগুন নিভিয়ে দিল গ্রে। তারপর রশিটিকে রেলিং-এর উপরের দিকে বাঁধল। পুরোটা সময়, স্বামী-স্ত্রী দুইজন তার কানের কাছে ক্যানটোনিজ ভাষায় সমানে কিচিরমিচির করে কথা বলে গেল। মনে হচ্ছে, ওরা গ্রেকে বকাবকি করছে। কেন সে এরকম একটা হঠকারী আর বেপরোয়া কাজ করতে গেল।

এমনভাবে বকাবকি করছে, যেন একটা বাচ্চা বড়সড় কোনো দুষ্টুমি করে ফেলেছে।

গ্রে যখন বুঝল, রশির সেতু আর ঢিল হবে না, অথবা এই মুহূর্তে এরচে শক্তভাবে টাইট দেয়া অসম্ভব—তখন সে অন্যদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল।

"একবারে একজন একজন করে আসবে! কাম অন!"

গুয়ান-ইন আগে আসলেন, জিমন্যাস্টের মতোন ক্ষিপ্র তার নড়াচড়া, সেতু বলতে গেলে কাঁপলই না। তিনি কাছে এসে মাথা নুইয়ে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এরপর আসল ঝুয়াং, বুকের সাথে রাখা তলোয়ারটি ঝুলছে নিচের দিকে।

কোয়াওস্কি আসল সবার শেষে। আসার সময় সে তামাম দুনিয়ার ঈশ্বরকে সমানে গালমন্দ করল। এবং, ঈশ্বর নিঃসন্দেহে ব্যাপারটাকে ভালো চোখে নিলেন না। কারণ, মাঝপথে থাকতেই কোয়াওস্কির রশি ছিড়ে গেল এবং তাকে টেনে নিয়ে গেল শূন্যের মাঝারে।

গ্রে তার পেটটাকে রেলিং-এ চেপে ধরল, আতংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই অবস্থায় কী করবে জানা নেই।

সৌভাগ্যবশত রশি ছিড়ে যাওয়ার সময়েও কোয়াওস্কি সেটিকে ধরে ছিল। এবং তার ভারী শরীর তিন তলার নিচের বারান্দায় গিয়ে আছড়ে পড়ল। উপরে কোন জাহান্নামটা হচ্ছে দেখার জন্য সেই বারান্দায় তখন বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল। কোয়াওস্কি ভারী শরীর নিয়ে হামলে পড়ল তাদের ওপর। লোকজন বিক্ষিপ্ত। কেউ কেউ ভারী শরীরের আঘাতের টাল সামলাতে না পেরে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ভয়ার্ত জনতা আকাশ ফাটিয়ে জুড়ে দিল ভয়াবহ চিৎকার।

রেলিং-এ ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে গ্রে বিকটস্বরে চিৎকার করে বলল, "তুমি ঠিক আছ তো?"

কোয়াওস্কি কোনমতে গোঁ গোঁ করে বলল, "পরের বার তুমি সবার শেষে যাবে!"

ঝুয়াং স্নেহের সাথে মালকিনের চেহারাকে লাল রঙ-এর সিল্কের স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে দিল, গুয়ান-ইনের চেহারা দুনিয়া থেকে আবারও লুকিয়ে গেল। তারপর গ্রের দিকে মুখ ঘুরালেন তিনি।

"আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী।"

"কিন্তু অনেক মানুষ তাদেরটা হারিয়েছে।"

তিনি সায় দিলেন এই কথায়। দুইজনেই হামলার কারণে হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশের দিকে ফিরলেন। তাদের অন্য পাশে, আগুন ধীরে ধীরে বিশাল বিল্ডিংটিকে গিলে ফেলল। এরপর সেটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পরিণত হল ধ্বংসস্তূপে।

তাদের পেছনে, কানে ফোন নিয়ে কথা বলছে ঝুয়াং। সম্ভবত ক্ষয়ক্ষতির খোঁজখবর নিচ্ছে। এক মিনিট পরে, সে তার মালকিনের পাশে ফিরল। মাথা নিচু

করে কিছুক্ষণ গুজুর গুজুর করলেন ওরা দুইজন। তারপর লেফটেন্যান্ট এক পাশে সরে গেল, আর গুয়ান-ইন ফিরলেন গ্রের দিকে।

"ঝুয়াং ম্যাকাও থেকে খবর এনেছে," তাকে বললেন।

খারাপ খবর শুনতে হবে ভেবে গ্রের নার্ভাস লাগছে।

"আমার মেয়ে এখনও জীবিত।"

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

"কিন্তু জু-লঙ তাড়াহুড়া করে ওকে চীনের বাইরে কোথাও সরিয়ে নিয়েছে।"

"কোথায়-?"

মুখ আড়াল করে রাখা স্কার্ফ তার কণ্ঠের ভয় চেপে রাখতে ব্যর্থ। "উত্তর কোরিয়ায়।"

গ্রের মনের পর্দায় ভেসে উঠল এমন একটা দেশের কথা, যেটি অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক রাখে না, এমন দুর্গম জায়গা যেখানে কেউ যেতে চায় না, রাস্তাঘাট ভয়ানক রকম জনশূন্য, সেই সাথে আছে স্বৈরাচারী শাসকের পাগলামো এবং দুর্ভেদ্য সীমান্ত।

"ওখান থেকে ওকে বের করে আনতে হলে আমাদের পুরো একটা আর্মি লাগবে," ধোঁয়া আর আগুনের মাঝে অস্ফুট স্বরে বলল গ্রে।

সেই কথা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছেন গুয়ান-ইন, কিন্তু তার বদলে বললেন, "তুমি এখনও আমার আগের প্রশ্নের জবাব দাওনি।"

গ্রে তার মুখোমুখি হল, মনে হল একজন আতংকিত মা চেয়ে আছেন তার দিকে।

"আমার মেয়েকে ভালোবাসো?"

গ্রে মিথ্যা বলতে পারবে না, কিন্তু ভয়ে সে চুপ করে থাকল। তবে তার চোখ দেখে তিনি উত্তরটা আন্দাজ করে নিলেন, তারপর অন্যদিকে ঘুরলেন।

"তাহলে আমি তোমাকে সেই আর্মি দেবো।"

দ্বিতীয় অংশ

সাধু লোক এবং পাপী লোক

অধ্যায় ৭

১৮ই নভেম্বর, দুপুর ১:৩৪ ওআরএটি
(ওরাল টাইম)
আক্তাউ, কাজাখস্তান

“একে দেখে তো আমার কাছে সাগর বলে মনে হচ্ছে।”

ভাতিঝির কথা শুনে নড়েচড়ে বসলেন মনসিনিয়র ভিগোর ভেরোনা। ডিএনএ রিপোর্ট থেকে মুখ তুলে তাকালেন। বারংবার এই কাগজ পড়েই যাচ্ছেন তিনি। মনে মনে অনুভব করছেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে তার। ল্যাবের রিপোর্টের ফলাফল আজ ভোরবেলা ফ্যাক্স মারফত পাঠানো হয়েছে তাকে।

বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজেকে বর্তমানে টেনে আনলেন তিনি। একটা বিরতি নেয়া দরকার। মাথাটা একটু পরিষ্কার হলে হয়তো তখন বুঝতে পারবো ঠিক কোন জিনিসটা জ্বালিয়ে মারছে আমাকে।

কাস্পিয়ান হ্রদের ধারের ছোট একটি রেস্তোরাঁয় বসে আছে ওরা। জানালার বাইরে দেখা যাচ্ছে, হ্রদের পানির হালকা স্রোত পাশের খাড়া পাহাড়ে বাড়ি মারছে অনবরত।

সিগমার টিম এক ঘণ্টার মধ্যে ওদের সাথে দেখা করতে আসবে। এরপর, একটা চার্টার্ড হেলিকপ্টার নিয়ে ফাদার জসিপের দেয়া ঠিকানায় সবাই মিলে রওনা হবে ওরা।

“কোনো এক কালে, কাস্পিয়ান হ্রদ অবশ্য সাগরই ছিল,” ভিগোর বললেন। “সেটা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগের কথা। সেই কারণেই কাস্পিয়ান এখনও লবণাক্ত। প্রাচীন সাগরটি এখন সম্পূর্ণভাবে স্থলবেষ্টিত। পানির পরিমাণ কমে গিয়ে বিভক্ত হয়েছে তিন ভাগে। কাস্পিয়ান হ্রদ, কৃষ্ণসাগর... আর এরপরে আমরা যেখানে যাচ্ছি, অ্যারাল সাগরে।”

“অ্যারাল সাগরেরও এখন আর বেশি কিছু অবশিষ্ট নেই,” হাসিমুখে বলল র‍্যাচেল। পুলিশের পোশাক পাল্টে তার পরনে এখন লাল টার্টলনেক সোয়েটার, জিন্স আর পায়ে হাইকিং বুট।

"আহ... কিন্তু এটি ভূতাত্ত্বিকদের দোষ নয়, এর জন্য দায়ী মানুষ। একসময় সমগ্র দুনিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম হ্রদ ছিল অ্যারাল সাগর, আয়তনে প্রায় আয়ারল্যান্ড এর সমান। কিন্তু সেচকাজের জন্য সোভিয়েতরা ষাটের দশকে অ্যারাল সাগরে গিয়ে পড়া প্রধান দুটি নদীর গতিপথ বদলে দেয়, আর তাতেই সাগর শুকিয়ে যায়। নব্বই শতাংশ পানি হারাতে হয় একে, পরিণত হয় লবণাক্ত আর বিষাক্ত পতিত জমিতে। ওখানে এখন পরিত্যক্ত আর মরিচা পড়া মাছ ধরা জাহাজ ছাড়া আর কিছু নেই।"

"তুমি কিন্তু আমাদের আসন্ন ট্যুরের বিজ্ঞাপনী প্রচার ঠিকমতো করছ না।" মজা করে বলল র‍্যাচেল।

"কিন্তু ফাদার জসিপের বিশ্বাস এই জায়গাটা কোনো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তা নাহলে, আমাদের ওখানে যেতে বলবে কেন সে?"

"হয়তো উনার মাথায় সমস্যা আছে। তিনি কিন্তু পুরো একটা দশক গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন।"

"হয়তো, কিন্তু ডাইরেক্টর ক্রোর এই প্রজেক্টের ওপর আস্থা আছে। সেই কারণেই আমাদেরকে ফিল্ড সাপোর্ট দিতে রাজি হয়েছে সে।"

দুই হাত ভাঁজ করে পেছনে হেলান দিয়ে বসল র‍্যাচেল, চেহারায় অসন্তোষ। ইউনিভার্সিটিতে হামলার পরে, এই অভিযানের পুরোপুরি বিরুদ্ধে গিয়েছিল সে। এমনকি ভিগোরকে রোমে গৃহবন্দি করে রাখার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল। ভিগোর জানেন, শুধু সিগমার কন্ডিশনাল সাপোর্টের কারণে আজকে কাস্পিয়ান হ্রদের কিনারায় বসে থাকতে পারছেন তিনি, নাহলে র‍্যাচেল আসতে দিত না তাকে।

কিন্তু তারপরেও, কী কারণে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন সেই ব্যাপারটা ওদের কাছে ব্যাখ্যা করেননি ডাইরেক্টর–ভিগোর বা র‍্যাচেল কারও কাছেই না। যেটা নিয়ে ওরা দুজনেই কিছুটা চিন্তিত। ডাইরেক্টর শুধু বলেছেন, মঙ্গোলিয়ার সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অভিযান আড়াল করার জন্য একটা কাভার স্টোরি দরকার পড়বে তার।

মঙ্গোলিয়া...

এই ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ভিগোরকে।

উনার চোখ আবারও মাথার খুলি আর বই-এর ডিএনএ রিপোর্টের ওপর নিবদ্ধ হল। কিন্তু সামনে এগিয়ে ওগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখল র‍্যাচেল।

"এখন না, চাচা। অনেকক্ষণ ওগুলোর দিকে চেয়ে আছ তুমি। একটু বিশ্রাম নাও।"

"ঠিক আছে, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি। মনে হচ্ছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে।"

শ্রাগ করল র‍্যাচেল।

"ল্যাবের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, এই ডিএনএ পূর্ব এশিয়ার কোনো একটা জাতির।"

"একটু আগেই সেই কথা বলেছ তুমি। এর চামড়া আর মাথার খুলি একই লোকের। এমন কেউ যে আগে একসময় দূরপ্রাচ্যে থাকতো।"

"ঠিক, কিন্তু গতরাত্রে যে অটোসোমাল স্টাডি ফ্যাক্স করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ল্যাবরেটরি আমাদের নমুনা কয়েকটা জাতির জিনের সাথে মিলিয়ে দেখেছে। সেখান থেকে, তারা যে যে জাতির সম্ভাবনা বেশি সেগুলোর একটা র‍্যাঙ্কিং করেছে।" আঙুল দিয়ে সেখানে টোকা মারলেন তিনি। "হান চাইনিজ, বারিয়াট, দাউর, কাজাখ–"

র‍্যাচেল বাধা দিল, "কাজাখস্তানের লোকদের কাজাখ বলে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেই র‍্যাঙ্কিং-এ সবার উপরে আছে মঙ্গোলিয়ানরা।"

নড়েচড়ে বসল র‍্যাচেল। "পেইন্টার তো দলবল নিয়ে আমাদের সেখানেই পাঠাতে চায়।"

"ঠিক এই ব্যাপারটাই আমাকে চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। আমি জানি এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু আমার চোখে সেটা ধরা পড়ছে না।"

"তাহলে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাক," সে বলল। "ডাইরেক্টর ক্রো কি তোমাকে জানিয়েছেন মঙ্গোলিয়ার ঠিক কোন জায়গায় তার দলকে পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন তিনি?"

"মঙ্গোলিয়ার রাজধানী থেকে উত্তর-পুবের পর্বতমালার কোনো এক জায়গায়... খান খেনতি পর্বতমালা।"

"আর সেটা একটা নিষিদ্ধ এলাকা।"

ভিগোর সায় দিলেন।

"কেন?"

"জায়গাটা প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক দুই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।"

"ঐতিহাসিকভাবে কেন?"

উত্তর দেয়ার জন্য মুখ খুলতে গেলেন ভিগোর–তারপর একটা ভীতিকর সম্ভাবনার কথা মাথায় আসাতেই থেমে গেলেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্য, এই চিন্তা চারপাশের পরিবেশ থেকে আলাদা করে দিল তাকে। এতই মগ্ন হয়ে গেলেন যে দৃষ্টি ঘোলা হয়ে গেল। চোখ খোলা, কিন্তু আসলে কিছু দেখছেন না।

"চাচা... ?"

নিজের ভুল চিনতে পেরে প্রখর হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। "গাছের দিকে তাকিয়ে আছি, অথচ বিশাল বন আমার নজর এড়িয়ে গেছে..."

তিনি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত বাড়িয়ে মুঠোফোন বের করলেন। ডিএনএ ল্যাবরেটরির ফোন নাম্বারে ডায়াল করলেন। ডক্টর কন্টিকে লাইন দিতে বললেন। লাইনে আসলে পরে তাকে তার আশংকার কথা বললেন। বুঝিয়ে বললেন কী কী করা লাগবে। ডক্টর প্রথমে মানতে চাইছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

"ওয়াই ক্রোমোজোম মার্কার পরীক্ষা করে দেখ," ভিগোর কথা শেষ করলেন। "আর যত তাড়াতাড়ি পার পরীক্ষা শেষ করে এই নাম্বারে ফোন দাও আমাকে।"

“ব্যাপার কী?” ফোন কেটে দেয়ার পর র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

“খান খেনতি পর্বতমালা। মঙ্গোলিয়ার লোকদের কাছে জায়গাটা পবিত্র, কারণ ধারণা করা হয় ওখানেই কোথাও ওদের মহানায়কের সমাধি লুকানো আছে।”

সেই মহানায়কের নাম আন্দাজ করা র‍্যাচেলের কাছে তেমন কঠিন কিছু না। “চেঙ্গিস খান?”

ভিগোর মাথা নাড়লেন। “সেই মঙ্গোলিয়ান যুদ্ধবাজ যে তলোয়ারের শক্তিবলে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল আর... সেই সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বিস্তৃত হয়ে এই জানালার বাইরে যে পানিপথ দেখা যাচ্ছে সেখান অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল।”

র‍্যাচেল বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। “তোমার নিশ্চয়ই মনে হয় না যে ওই মাথার খুলি-?”

“ঠিক সেটাই আমি ডক্টর কন্টিকে অনুরোধ করলাম কনফার্ম করার জন্য।”

“কিন্তু তিনি কনফার্ম করবেন কিভাবে?”

“কয়েক বছর আগের করা একটি জেনেটিক স্টাডি থেকে জানা যায়, পৃথিবীর প্রতি দুইশ জনে একজন মানুষ তাদের দেহে ওয়াই ক্রোমোজোম বয়ে বেড়াচ্ছে। এই ক্রোমোজোমটির উৎপত্তিস্থল মঙ্গোলিয়া। এলাকাভিত্তিকভাবে হিসাব করলে, বিস্ময়করভাবে মঙ্গোলিয়ায় প্রতি দশ জনের এক জন এই ক্রোমোজোমটির মালিক। রিপোর্টের শেষে মন্তব্য করা হয়, এই সুপার ওয়াই ক্রোমোজোমটি প্রায় হাজার খানেক বছর আগে মঙ্গোলিয়ায় বাস করা একজন মানুষের শরীর হতে এসেছে।”

“চেঙ্গিস খান?”

ভিগোর মাথা নাড়লেন। “আর কে হবে? চেঙ্গিস আর তার আত্মীয়দের বৌ এর সংখ্যা ছিল হিসাবছাড়া। এছাড়া যুদ্ধে কোনো অঞ্চল জয় করলে, সেখানকার মেয়েদের ধর্ষণ করেও অনেক বাচ্চা জন্ম দিয়েছে সে। আর জানোই তো, চেঙ্গিসের বাহিনী অর্ধেক দুনিয়া জয় করেছিল।”

“এবং এর মাধ্যমে ওদের জেনেটিক স্ট্যাম্প ছড়িয়ে যায়।”

“এবং আমরা সেটি যাচাইও করতে পারি। ওই ওয়াই ক্রোমোজোম মার্কার জিন বিজ্ঞানীদের কাছে সুপরিচিত। আর আমাদের নমুনার সাথে ওগুলোর তুলনা করা কোনো ব্যাপারই না।”

“ঠিক সেটাই ডক্টর কন্টি এমুহূর্তে পরীক্ষা করছেন?”

“ও বলল ফলাফল দিতে খুব একটা দেরি হবে না। কারণ, আমাদের নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা এরিমধ্যে করা আছে।”

“কিন্তু তোমার ধারণা যদি সত্যি হয় আর ওই মার্কার যদি মিলে যায়, তাতে লাভটা কী? যেমনটা তুমি একটু আগেই বললে, অনেক মানুষ ওই ওয়াই ক্রোমোজোম বয়ে বেড়াচ্ছে।”

“হ্যাঁ, কিন্তু চেঙ্গিস মারা গেছে ১২২৭ সালে।”

“তের শতকে...” র‍্যাচেলের কপালে কুঞ্চন। “মাথার খুলির সমান বয়স।”

ভিগোর তার ভ্রু উঁচু করলেন। "ঠিক ওই সময় কতজন মানুষ এই ক্রোমোজোম শরীরে বহন করতো বলে তুমি মনে কর?"

র‍্যাচেলের মনের সন্দেহ এখনও দূর হয়নি।

ভিগোর জোরালো গলায় বললেন, "মারা যাওয়ার পর, চেঙ্গিসের অনুসারীরা তার শবযাত্রায় যত লোক অংশ নিয়েছিল সবাইকে গণহারে হত্যা করে। সেই সাথে যেসব কারিগর সমাধি বানিয়েছিল এবং যেসব সৈন্য নির্মাণকাজ তদারকি করেছিল, তাদেরকেও খুন করা হয়। এই রক্তপাতের ফলে, এর গোপনীয়তা আজও টিকে আছে। চেঙ্গিসের সমাধির অবস্থান এখনও পর্যন্ত আজানা। শত শত বছর অনুসন্ধান চালানোর পরেও, এটি একটি রহস্যই রয়ে গিয়েছে। লোকমুখে গুজব, সেই সমাধিতে তার দখলকৃত সকল রাজ্যের লুটপাট করা ধন-সম্পত্তি লুক্কায়িত আছে।"

"এমন গুপ্তধন আবিষ্কারের জন্য মানুষও খুন করা সাজে," র‍্যাচেল বলল, নিঃসন্দেহে তার ইঙ্গিত তাদের ওপরে হওয়া গ্রেনেড হামলার ঘটনার দিকে।

"আমরা এমন ধন-সম্পত্তির কথা বলছি যা তুতেনখামেনের ধন সম্পত্তিকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। চেঙ্গিস অর্ধেক দুনিয়া জয় করেছিল, আর এর ফলে অপরিমেয় মাত্রায় ধন-সম্পত্তি প্রবাহিত হয় মঙ্গোলিয়ায়। চীন, ভারত, পারস্য, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ জয় করে পাওয়া বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-মণি-মুক্তা। কিন্তু চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর সেগুলো নিখোঁজ হয়ে যায়। ধারণা করা হয়, ওর সমাধিতে সেই আটাত্তরটা শাসকের মুকুট রাখা আছে, যাদেরকে সে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। অসংখ্য চার্চ, বিশেষ করে রাশিয়ান ক্যাথেড্রাল থেকে লুটপাট করা ধর্মীয় দিক দিয়ে অমূল্য সব আর্টিফ্যাক্টগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম।"

"আর এর কিচ্ছু কখনও পাওয়া যায়নি?"

"আমাদের কাছে তার চেয়েও বড় কথা, তার দেহটিকেই কখনও পাওয়া যায়নি।"

র‍্যাচেল কিছু বলার আগেই, ভিগোরের ফোন বেজে উঠল। ডক্টর কন্টি ফোন দিয়েছেন ভেবে, ছোঁ মেরে সেটিকে কানে দিলেন তিনি।

যেভাবে বলেছিলে সেভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, মনসিনিয়র ভেরোনা। পঁচিশটি জেনেটিক মার্কারের সবকটির সাথে, যেগুলো চেঙ্গিস খানের হ্যাপলোটাইপ তৈরি করেছে, তোমার দেয়া স্যাম্পল মিলিয়ে দেখলাম।"

"কতগুলো ম্যাচ করেছে?"

"পঁচিশটির মধ্যে পঁচিশটিই।"

ভিগোরের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল। পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটির দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন তিনি। এই ব্যাগের ভেতরে এমন একজন মানুষের খুলি এবং চামড়া সংরক্ষিত আছে, যাকে তার অঞ্চলের লোকেরা দেবতাজ্ঞানে পূজো করে। এখন পুরো ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, কী কারণে কিছু মানুষ এটিকে মুঠোয় ভরার জন্য এতটাই উতলা হয়ে উঠেছে যে খুন করতেও পিছপা হচ্ছে না।

কারণ, এর মাঝেই লুকিয়ে আছে তামাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তধন আবিষ্কারের চাবি।

চেঙ্গিস খানের দেহাবশেষ।

দুপুর ২:১০

"তোমার কথাই ঠিক," ডানকান বলল। "আমাদের ইটালিয়ান বন্ধুদের পেছনে ফেউ লেগেছে।"

সৈকতের ধারে গজিয়ে ওঠা বারবিকিউ স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে ডানকান রেন, সাথে মংক ককালিস। সূর্যের সমৃদ্ধ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সাগরের জলে। দিনটায় হালকা ঠাণ্ডার আমেজ। কিন্তু পাশের কাঠ কয়লার গ্রিল—যেখানে শিক কাবাব, চর্বি এবং সবজি রান্না হচ্ছে–থেকে যে তাপ আসছে তা ডানকানের পাতলা জ্যাকেট উষ্ণ করে তোলার জন্য যথেষ্ট। পারস্য দেশীয় তেল-মশলার ঝাঁঝালো গন্ধ প্রবেশ করছে ওর নাকে এবং সমুদ্রের দিক হতে বয়ে আসা বাতাস হুল ফোটাচ্ছে ওর চোখে।

আক্তাউ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ল্যান্ড করার পরে, ডক্টর জ্যাডা শকে নিয়ে একটি প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে যায় ওরা। ওদের জন্য আগেই একটি চার্টার্ড হেলিকপ্টার রাখা ছিল সেখানে। জ্যাডার নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পরে, দলের বাকি দুই সদস্যকে সংগ্রহ করার জন্য রওনা দেয় মংক এবং ডানকান। ভিগোর এবং র‍্যাচেলের ওপরে হামলার ব্যাপারে বিস্তারিত বলা হয়েছে ডানকানকে। এবং মংক তাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, দুইজনের কাছাকাছি হওয়ার আগে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে রোম থেকে ভেরোনাদের কেউ অনুসরণ করছে কি-না সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

লেজওয়ালা কেউ যদি ওদের অনুসরণ করেই, নাটকীয়ভাবে বলেছিল মংক, তাহলে সেই লেজ কেটে ফেলার এখনই উপযুক্ত সময়।

পরে প্রমাণিত হয়, এই সতর্কতা অবলম্বন ছিল দারুণ স্মার্ট একটা সিদ্ধান্ত।

ডানকান তখনই বুঝতে পারে, অভিজ্ঞ এই সিগমা অপারেটিভের কাছ থেকে দুই একটা জিনিস শেখার এখনও বাকি আছে ওর।

"এই খেলাটা তাহলে কীভাবে খেলতে চাচ্ছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল ও।

গত বিশ মিনিট ধরে রেস্টুরেন্টের ওপর কড়া নজর রাখছে ওরা। লক্ষ করেছে, ভেরোনাদের প্রতি দুইজন মানুষ সন্দেহজনকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করছে। এই রেস্টুরেন্টটি রাস্তার সাথে প্রায় লাগোয়া, ফুটপাথ থেকে আলাদা করার জন্য শুধু একটি ফিতা দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষেরা জগিং করছেন সেই রাস্তায় এবং সাইকেলচালকেরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে সরু রাস্তা বেয়ে সাই সাই করে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

যদিও এখন নভেম্বর এবং ট্যুরিস্ট সিজন নয়, তারপরেও চারপাশে প্রচুর ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। সেই কারণে, রেস্টুরেন্টের বাইরে কেউ যদি সন্দেহজনকভাবে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় অবস্থান করে, তাকে শনাক্ত করা খুব একটা শক্ত কিছু নয়।

কালো চুল ওয়ালা একজন মানুষ, নিঃসন্দেহে এশিয়ান, রেস্টুরেন্টের পাশের সৈকতের ধারে একটি বেঞ্চ নিয়ে বসে আছে। তার পরনে হাঁটু অবধি লম্বা কোট। কোটের পকেটের শেষ মাথা অব্দি ঢুকিয়ে রেখেছে হাতজোড়াকে এবং রেস্টুরেন্টের দিক থেকে চোখ বলতে গেলে সরাচ্ছেই না।

হাবভাব ভীষণ সন্দেহজনক।

অন্যজন, এক মহিলা, পুরুষ সঙ্গীর চুল এবং আকার আকৃতির সাথে সাদৃশ্য আছে এর। মাথায় কালো রঙ-এর উলের টুপি। ওর পরনে থাকা কোটটিকে পুরুষটির পরনের কোটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়। মহিলা একটু রোগা ধরনের, গালের হাড় সামান্য বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু চোখজোড়ায় আবেদন আছে। দেখতে মোটামুটি আকর্ষণীয়। রেস্টুরেন্টের পাশের ল্যাম্প পোস্টে পিঠ ঠেকিয়ে নিজেকে খাড়া করে রেখেছে সে।

"আমি সৈকত ধরে যাচ্ছি," মংক বলল। "পেছন থেকে ওই লোকটির পাশে গিয়ে উপস্থিত হব। আর তুমি ওই মেয়েটির কাছকাছি হবে। আমি জায়গামতো না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তুমি। আমি ইশারা করলেই... দুজনে মিলে ওই দুইজনকে পাকড়াও করব আমরা।"

"বুঝেছি।"

"তোমাকে দেখে যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে আর অবশ্যই নিজের অস্ত্র লুকিয়ে রাখবে। ওদেরকে ভালোয় ভালোয় একবার মার্সিডিজে ঢুকিয়ে নিই। তারপর এয়ারফিল্ডে যাওয়ার পথে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। আমি জানতে চাই, এই হারামিগুলার পরিচয় কী এবং কেন এরা আমার বন্ধুদের বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছে।"

"তোমার কী মনে হয়, হামলা না করে ওখানে বসে শুধু শুধু নজর রাখছে কেন?"

মংক অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। "হয়তো দিনের আলোয় সবার সামনে কিছু করতে চাচ্ছে না। অথবা ওদেরকে শুধু অনুসরণ করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হয়তো জানতে চায়, এরা রোম থেকে কেন কাজাখস্তানে এল। কারণ যাই হোক, এদের যাত্রার এখানেই সমাপ্তি।"

পিছিয়ে গিয়ে সৈকতের দিকে মুখ ঘুরাল মংক, অলসভঙ্গিতে হাঁটতে থাকল বালুর ওপর দিয়ে। একবারের জন্যও সৈকতে বসে থাকা মানুষটির দিকে তাকাল না সে। মংক তখন অর্ধেক পথ পার হয়েছে... ঠিক তখনই কাউন্টার থেকে বেরিয়ে মেয়েটির দিকে যাত্রা করল ডানকান। মনে মনে হিসাব কষছে কখন টার্গেটের কাছাকাছি হবে, যাতে দুজনের নিজ নিজ টার্গেটকে ঠিক একই সময়ে কাবু করা যায়।

পরিকল্পনা সেই রকমই ছিল—যতক্ষণ না সাইকেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে মনোযোগ অন্যদিকে সরে গেল ওর। সেদিকে চেয়ে দেখল, চলমান এক সাইকেলচালক পথ থেকে সরে যাওয়ার জন্য ইশারা করছে ওকে। কয়েক পা দূরে থাকা মহিলাটি ততক্ষণে নড়েচড়ে উঠেছে।

সাইকেলটি পথ বেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে রাখা পা নামিয়ে দুই পায়ে ভর দিল মেয়েটি। যেন ঘুমন্ত অবস্থা থেকে আচমকা জেগে উঠেছেন তিনি। মুখ ঘুরিয়ে নিল সৈকতে থাকা তার পুরুষ সঙ্গীর দিকে।

দুর্ভাগ্যবশত মংক ওই মুহূর্তটিই বেছে নিল বেঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মেয়েটি থমকে দাঁড়াল, নিঃসন্দেহে সে সন্দেহ করছে কোথাও কোনো ঘাপলা হয়েছে। ঝট করে একপাশে ঘুরল সে, তক্ষুণি তার চোখজোড়া খুঁজে নিল ডানকানকে। ডানকানের চোখে নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু ছিল বা যেহেতু এতক্ষণ যাবত নজরে রাখা ভেরোনাদের মতো ডানকান নিজেও একজন ফ্যাকাসে চেহারার বিদেশি, মেয়েটির প্রতিক্রিয়া হল তাৎক্ষণিক।

ঝড়ের বেগে রেস্টুরেন্টের দিকে মুখ ঘোরাল মেয়েটি।

ধুশ শালা...

ডানকান ডাইভ দিল মেয়েটির দিকে, তার দুহাত সামনে প্রসারিত, ধরেই ফেলেছিল প্রায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরনের ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের পিচ্ছিল জামায় ছোঁয়া দিয়ে আঙুলের ফাঁক গলে ফসকে গেল মেয়েটি। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ওই মুহূর্তেই জগিং করা ছুটন্ত একজনের সাথে ধাক্কা লাগল মেয়েটির। ধাক্কা লেগে এমনভাবে ছিটকে গেল, যেন হঠাৎ আঘাতে চমকে ওঠা ভীতসন্ত্রস্ত এক হরিণী। ধাক্কার কারণে হঠাৎ পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তক্ষুণি মেয়েটিকে এক হাত দিয়ে প্যাঁচিয়ে ধরল ডানকান, একটানে নিয়ে এল নিজের দিকে।

চোখের কোণা দিয়ে ডানকান দেখল, ওর টার্গেটের পিঠে চাপ দিয়ে বুকটাকে ঠেসে বেঞ্চের ওপর রেখেছে মংক, যাতে লোকটি কোনো নড়াচড়া না করতে পারে।

এই হচ্ছে মংকের সাবধানতার নমুনা।

পথচলতি মানুষের প্রবাহ হঠাৎ ধীর। আশেপাশে যারা আছে, তারাও সম্ভাব্য ঝামেলা এড়িয়ে থাকার জন্য দূরে সরে গেল।

আরও ভালোভাবে কাবু করার জন্য, অন্য হাত দিয়ে মেয়েটাকে জাপ্টে ধরল ডানকান। কিন্তু মেয়েটির শরীরের যেখানটায় স্তনের মৃদু চাপ অনুভব করার কথা, সেখানটায় টের পেল শক্ত, অনমনীয় কিছু একটার উপস্থিতি। তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার, ডানকানের আঙুলের ডগায় থাকা দুষ্প্রাপ্য-মৌলের ম্যাগনেট জানান দিল, মেয়েটির কোটের তলায় শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে।

সাথে সাথে ডানকান বুঝতে পারল কেন এই মেয়েটি হঠাৎ করে রেস্টুরেন্টের ভেতরে যাওয়ার জন্য এত উতলা হয়ে দৌড় দিচ্ছিল।

বিপজ্জনক কিছুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লোকে যেমনটা করে, সেভাবে মেয়েটিকে উঁচু করে ধরে বালির দিকে ছুড়ে দিল ডানকান। মেয়েটির ছোট আকৃতির দেহ দূরে গিয়ে ধপাস করে বালিতে পতিত হল।

"বোমা!" চারপাশের সবার উদ্দেশ্যে বিকটস্বরে চিৎকার করে উঠল সে, যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় তার পার্টনার মংকের নাম।

বোমার কথা শুনে লোকজন যখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে, ডানকান তখন ছুটছে রেস্টুরেন্টের জানালার দিকে। অন্যদিকে মংক বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, শেষবারের মতো টার্গেটের চেহারায় ঘুসি বসিয়ে তাকে ধরাশায়ী করে দিল—তারপর অনুসরণ করল ডানকানকে।

ততক্ষণে লুকানো জায়গা থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে ডানকান। জানালার কাঁচে দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল, কাঁচের স্তর দুর্বল হয়ে যেতেই, কাঁধ সামনে বাড়িয়ে ডাইভ দিল। জানালার কাঁচের দেয়াল চূর্ণবিচূর্ণ করে প্রবেশ করল ভেতরে।

যখন অন্দরে পা ফেলছে, চারপাশে ঝর্নাধারার মতো রিনিঝিনি আওয়াজ তুলে কাঁচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল। এবং তারপর আরেক লাফে পৌঁছে গেল ভিগোর এবং র‍্যাচেলের কাছাকাছি। ওদেরকে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল দিল।

ঘুরে দেখল, জানালার একই ছিদ্রে মাথা ঢুকিয়ে মংকও ডাইভ দিয়েছে—শূন্যে থাকা অবস্থায়ই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল বোমাটি।

জানালা সংলগ্ন পুরো দেয়াল চুরমার হয়ে গেল বিস্ফোরণে। এর সাথে যুক্ত হল পাথর, বালু আর ধোঁয়ার মিলিত তুষারবৃষ্টি। কাঁধ বেঁকিয়ে মংক পতিত হল রেস্টুরেন্টের মেঝেতে। ওদের দুই ইটালিয়ান সঙ্গীকে আড়াল করল ডানকান।

টেবিলের ওপরে আর মেঝেতে থাকা গ্লাসের ঝাপাঝাপি বন্ধ হওয়ার আগেই, ভিগোর এবং র‍্যাচেলকে পায়ের ওপর খাড়া করে তুলতে সক্ষম হল ও।

"পেছনের দরজা দিয়ে! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!"

বুড়ো মানুষটি তার ব্যাগ ফেলে যেতে চাইছিলেন না।

কথা না বাড়িয়ে, সেটাকে বগলদাবা করল ডানকান। সেই মুহূর্তে ডানকানের নিজেকে সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া হোটেলের বেয়ারা বলে মনে হচ্ছিল।

ক্ষিপ্রগতিতে দুইজনকে নিয়ে ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে কিচেনঘরের দিকে উড়ে চলল ডানকান। যাওয়ার পথে মংককেও তুলে নিল মেঝে থেকে। কয়েকটি গভীর ক্ষত দিয়ে মংকের শরীর থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছিল। ভাঙ্গা কাঁচের একটি বড়সড় টুকরা ওর কোটের বাইরের দিকটায় কাঁটার মতো বেরিয়ে আছে।

ঝাঁ ঝাঁ ধরা কান এবং মাথার দপদপানি সত্ত্বেও ডানকানের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল যখন মংক তাকে বলল, "এই ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে সামলাতে পারতে!"

কিচেন পার হওয়ার সময় মেঝেতে মুখ থুবড়ে থাকা কয়েকজন রাঁধুনিকে পাশ কাটিয়ে আসতে হল ওদের। অবশেষে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। একবার খোলা জায়গায় আসলে পরে, কেউই ওদের গতি ধীর করল না। আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী আরও থাকতে পারে।

ধোঁয়ার রাজ্য থেকে পালিয়ে ব্যস্ত শহরের মেইন রাস্তায় প্রবেশ করল ওরা। রোডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি ট্যাক্সি থামাতে সক্ষম হল ডানকান।

ঝটপট ট্যাক্সির ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। ড্রাইভারের পাশের ফ্রন্ট সিটে বসল মংক, ওর চেহারা তখনও রক্তভেজা, রক্ত দেখে ড্রাইভারের চেহারা ফ্যাঁকাসে। ওদেরকে এয়ারফিল্ডে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল মংক। ভীত ড্রাইভার

গাইগুই করতে শুরু করল। কিন্তু মংক যখন ওর দিকে এক তোড়া নোট ছুড়ে মারল, তখন ভীষণভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে রাজি হয়ে গেল সে।

শহর ছেড়ে আসতেই দম ফেলার ফুরসত পেল ওরা। পেছনের সিটে বসা মেয়েটার দিকে ঘুরল ডানকান, আবিষ্কার করল সুন্দর এক জোড়া সবুজাভ চোখ- অবশ্য, ওই চোখ দুটিকে আরও সুন্দর লাগত যদি সেগুলো তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে না থাকতো।

"আমি আগেই জানতাম, রোম ছেড়ে আসাই মস্ত বড় ভুল হয়েছে।" র‍্যাচেল বলল।

দুপুর ২:২২

জ্যাডা বুঝতে পারছে না এখানে ওর কাজটা আসলে কী।

নীলাভ-ধূসর ইউরোকপ্টার ইসি ১৭৫ এর একটা বড়সড় কেবিনে বসে আছে সে। যদিও মাঝপথে কাজাখস্তানে আসায় মনে মনে বিরক্ত, কিন্তু কপ্টারের প্রশস্ত কেবিন দেখে সেই বিরক্তি কিছুটা কমেছে। সামনের সিট পর্যন্ত পা উঁচু করে বাড়িয়ে নিজের সিটে আরামসে বসে আছে ও। এই কেবিন খুব সহজেই এক ডজন বা তারও বেশি যাত্রী ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু অ্যারাল সাগরে যাবে মাত্র পাঁচজন। একটু আগে ডানকান ওকে এর কারণ ব্যাখ্যা করে, কেন এই ঢাউস সাইজের উড়ুক্কু যানের প্রয়োজন হল ওদের। কারণ, ওরা যেখানে যাচ্ছে সেখানে বিমান ল্যান্ড করার মতো উপযুক্ত এয়ারফিল্ড নেই।

সেই রকম দূরের একটা জায়গা এটি।

কিন্তু আমি অন্তত দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না।

ল্যাপটপ খুলল ও, কমেট আইকনের ব্যাপারে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য রিভিউ করার ইচ্ছা। জানালার বাইরে এক পলকের জন্য দৃষ্টি যাওয়ায় ধূমকেতুর লেজ থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া আলোকচ্ছটা চোখে পড়ল, যেন জ্বলজ্বলে একটি কমা চিহ্ন দিনের আকাশে ফুটে আছে।

স্ক্রিনের পর্দায় দেখানো আলাস্কার ভিডিও ফুটেজের দিকে স্থির চেয়ে রইল জ্যাডা।

বিশাল এলাকার ওপর উল্কাবৃষ্টির মিটমিটে রেখা এবং রুপালি লেজ কয়েক সেকেন্ড পরে পরে ঝলকে উঠছে। ভিডিও ফুটেজে আসা ছবি এত পরিষ্কার যে ধুলার লেজ (ডাস্ট টেইল) এবং গ্যাসের লেজ (গ্যাস টেইল) আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। আনাড়ি ক্যামেরাম্যান এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। উল্কাবৃষ্টির মাঝে ধূমকেতুর লেজ এমনভাবে ফুটে আছে যেন, বল্লমের ডগায় আগুন লাগিয়ে সেটিকে ছুড়ে দেয়া হয়েছে আতসবাজির আগুনে গোলার মাঝে।

এই সময় ফোন এল। জ্যাডা যাতে স্পেস এন্ড মিসাইল সিস্টেম সেন্টারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে তার জন্য ডাইরেক্টর ক্রো তাকে এনক্রিপটেড (যাতে কেউ আড়ি পাততে না পারে) স্যাটেলাইট ফোন দিয়েছেন। ওই ফোনটাই

এখন সে কানে দিয়ে রেখেছে—যদিও মায়ের দেয়া এই ফোনকল এনক্রিপশনের কোনো দরকার নেই।

"হ্যাঁ, মা, আমি ভালো আছি," সে বলল। "ক্যালিফোর্নিয়াতে আমার দারুণ একটা সময় যাচ্ছে।"

মায়ের সাথে মিথ্যা বলতে জ্যাডার জঘন্য অনুভূতি হয়, কিন্তু পেইন্টারের কঠোর অনুশাসনের কারণে এটি বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে।

"রাতের আকাশে আলোর নাচন চোখে পড়েছে?"

"অবশ্যই, চোখে পড়েছে, মা।"

অন্ততপক্ষে এই কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা না।

"হানি, আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমাকে কাছে পেতে। যদি আগের মতো একত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতাম আমরা," মা বললেন। "যখন ছোট্ট একটা মেয়ে ছিলে তুমি।"

ন্যাশনাল মলের পার্কের ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে, এক হাত মাথার নিচে রেখে শুয়ে থাকার স্মৃতি চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠায় জ্যাডার ঠোঁটের কোণায় সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। সেই যে কম্বলের নিচে কাঁপতে কাঁপতে, তারা লিওনিড বা পারসিড উল্কাবৃষ্টির পতন দেখত। মা তাকে শিখিয়েছিলেন, বার্ষিক উল্কাবৃষ্টির নামকরণ করা হয় সেই কন্সটেলেশনের (নক্ষত্রপুঞ্জ) নামে, যেখান থেকে আবির্ভাব হয়েছে উল্কাগুলোর। যেমন লিও এবং পার্সিয়াস কন্সটেলেশন। মায়ের কারণেই নক্ষত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি হয়েছে জ্যাডার মনে। এমন একটা দুনিয়ায় সে বেড়ে উঠেছে যেখানে জীবন খুব ক্ষুদ্র আর খাবার জোটানো খুব কঠিন। নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকালেই শুধু জ্যাডার মনে হত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল, এর সম্ভাবনা কত বড়।

যেমন কংগ্রেস হাইটসে বসবাস করা একটা মেয়ে হয়েও একজন সফল এস্ট্রোফিজিসিস্টে পরিণত হওয়া।

"মা, আমারও দারুণ ইচ্ছে ছিল তোমার সাথে থাকার।" সময়ের দিকে একবার তাকাল ও। "হেই, মা, তোমার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত, নাহলে হলিডে মার্টের সকালের শিফট ধরতে পারবে না।"

"ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ... আমার তবে যাওয়াই উচিত।"

মেয়ের জন্য গর্বিত মায়ের কথা ধ্বনিত হল ফোন লাইনে, পৃথিবীর অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে সেটা পৌঁছুল মেয়ের কাছে।

"মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"সোনাজাদু আমার, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।"

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে, বিষাদে আক্রান্ত হল জ্যাডার মন। নিজেকে ভীষণ স্বার্থপর মনে হচ্ছে। কী জীবনটাই না বেছে নিতে হল ওকে।

চোখের পানি আটকে রেখে আবারও নিজের কাজে ফিরে গেল ও। রিওয়াইন্ড করে দেখা শুরু করল ভিডিও ফুটেজ। এসএমসির টেকনিশিয়ানেরা এখনও বুঝার চেষ্টা করছে ফুটেজে দেখানো দৃশ্যটি কি শুধুই একটি কোইন্সিডেন্স, নাকি এর

সাথে সৌরজগতের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া কমেট আইকনের যাত্রাপথের কোন সম্পর্ক আছে।

সর্বশেষ খবর পাওয়ার জন্য এসএমসির একজন পরিচিত টেকনিশিয়ানকে মেসেজ পাঠিয়েছে জ্যাডা। বর্তমানে ধারণা করে হচ্ছে, ধূমকেতুর যাত্রাপথ সম্ভবত কুপিয়ার বেল্টে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। কুপিয়ার বেল্ট হচ্ছে নেপচুনের কক্ষপথের পাশে থাকা বরফ দিয়ে তৈরি গ্রহাণুদের আবাসস্থল। ধূমকেতুর যাত্রাপথ কুপিয়ার বেল্টের গ্রহাণুদের আকর্ষণ করে পৃথিবীর ওপর আছড়ে ফেলার মতলব করছে। বিখ্যাত হ্যাঁলির ধূমকেতুর মতো স্বল্প-স্থায়ী কিছু ধুমকেতু ছাড়াও, এই বেল্টে ত্রিশ হাজারেরও বেশি গ্রহাণু আছে। যেগুলোর ব্যাস একশ কিলোমিটারেরও বেশি হবে।

যদিও সবচেয়ে রোমাঞ্চকর সংবাদ হচ্ছে, আমাদের সৌর জগৎ থেকে অনেক দূরবর্তী উর্ট ক্লাউড থেকে এসেছে এই কমেট আইকন। উর্ট ক্লাউড হচ্ছে দীর্ঘ-স্থায়ী ধূমকেতুর আবাসস্থল। এরা হচ্ছে সেই সব দুর্লভ অতিথি, যেমন হ্যাল-ব্লপ, যারা প্রতি চার হাজার দুইশ বছরে একবার দেখা দেয়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব বলছে যে, কমেট আইকন যখন শেষবার আমাদের সৌরজগৎ দিয়ে যায়, সেটা প্রায় দুই হাজার আটশ বছর আগের কথা। নিশ্চিতভাবে বহুপ্রাচীন মেহমান বলা চলে একে। ওদের ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে এটি খুবই উত্তেজক ঘটনা। কারণ উর্ট ক্লাউডে যা আছে তা হচ্ছে আদি নীহারিকার অবশিষ্টাংশ। সেই নীহারিকা, যা দিয়ে সম্পূর্ণ সৌর জগৎ গঠিত হয়েছে। একারণে কমেট আইকন পরিণত হয়েছে দূর সময়ের সংবাদ বয়ে আনা বার্তাবাহকে। সম্ভবত এর মাঝেই সংরক্ষিত আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্য সমাধানের চাবি।

যার মধ্যে হয়তো অন্তর্ভুক্ত আছে ডার্ক এনার্জির রহস্যটিও।

একটা জোরালো গর্জন এসে হেলিকপ্টারের কেবিনকে কাঁপিয়ে দিল। মাথার ওপরের রোটর ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করেছে।

ব্যাপারটা কী...?

নড়েচড়ে বসল ও।

কোপাইলট তার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে পাশের দরজা খুললেন। বাইরের আওয়াজ কানে তালা ধরিয়ে দেয়ার মতো।

পাইলট পেছনে হেলান দিয়ে, মেয়েটির দিকে চেঁচিয়ে বলল, "সিটবেল্ট বেঁধে নিন! মাত্রই আদেশ পেলাম, দ্রুত টেকঅফ করতে হবে!"

এই কথা শুনে জ্যাডার বুকের ভেতর হাতুড়িপেটা শুরু হয়ে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখল কো-পাইলট উড্ডয়নের আগে চূড়ান্ত চেকআপ করছে। দৃষ্টিসীমা থেকে কিছু দূরে, কালো থিকথিকে ধোঁয়ার স্তর ঝুলছে শহরের উপরে, নীল আকাশ আস্তে আস্তে কালচে রূপ ধারণ করছে।

কয়েক মুহূর্ত পর, একটি ট্যাক্সি স্পিডে চালিয়ে ছুটে এল ওর দিকে। সামনের সিটে বসে আছে মংক। কিন্তু ওদের তো কালো রং-এর মার্সিডিজ এসইউভিতে করে আসার কথা।

দরজার কিনারা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরল জ্যাডা।

কী হচ্ছে এসব?

ট্যাক্সি স্কিড করে থামাল নিজেকে। সবকটি দরজা খুলে গেল। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ডানকান। অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন বুড়োমতো একজন মানুষ, গায়ে পাতলা জ্যাকেট, ভি-কলারের কালো সোয়েটার। যেটা প্রকাশ করছে, একজন রোমান যাজক তিনি। পিক্সি-বব চুলের কাটিং দেয়া একজন অল্পবয়েসি মহিলা বের হতে সাহায্য করল তাকে।

ভিগোর এবং র‍্যাচেল ভেরোনা।

দুজনেরই মুখ বেজার।

ট্রাঙ্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের লাগেজ বের করে আনল ডানকান একটা মাত্র রোলার ব্যাগ স্যুটকেস। সাজসরঞ্জাম বলতে এটুকুই, আর কিছু না?

ট্যাক্সির প্যাসেঞ্জার ডোরের জানালার মাঝ দিয়ে মংকের কাঁধ ঝোঁকানো, ড্রাইভারকে তার পাওনা মিটিয়ে দেয়ায় ব্যস্ত সে। শরীর সিধা করে দাঁড়াতেই দেখা গেল, মংকের চেহারায় রক্ত লেগে আছে। আর শ্বাসও নিচ্ছে অতিকষ্টে। জ্যাডার চোখ একবারের জন্য শহরের আকাশের কালচে ধোঁয়ার দিকে ঘুরে এসে ওদের ওপর নিবদ্ধ হল। মনে মনে নিশ্চিত, ধোঁয়ার স্তরের সাথে এদের আহত হওয়ার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে।

ওদের দল তাড়াহুড়া করে অপেক্ষমাণ হেলিকপ্টারের কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

প্রতিটা পদক্ষেপে র‍্যাচেলের মেজাজ আরও খারাপ হতে লাগল। দেখে মনে হবে, বিমানে চড়ার ব্যাপারে তার বিশেষ অনিচ্ছা আছে। একদম সামনে পৌঁছে, শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াল সে।

"আমাদের এখানেই থাকা উচিত!" চিৎকার করতে করতে চাচার হাত খামচে ধরল। "চল রোমে ফেরত যাই!"

জ্যাডা মনে মনে আশা করছে, এমনটাই যেন হয়। সেটি হলে এক্ষুণি কাজাখস্তান ত্যাগ করে, সোজা মঙ্গোলিয়ার দিকে রওনা দিয়ে, বিধ্বস্ত স্যাটেলাইট খোঁজার কাজ শুরু করে দিতে পারবে ওরা।

মাথা এদিক ওদিক ঝাঁকাল মংক। "র‍্যাচেল, ইতোমধ্যে কেউ একজন তোমাদের ওপর লক্ষ্যস্থির করেছে। সে যেই হোক, আমরা আগে যা ধারণা করেছিলাম, এই লোক তার চেয়েও করিতকর্মা। ওরা এতো সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়।"

ডানকানও তার সঙ্গীর সাথে একমত। "ওই ফাদার জসিপ এই বাজে অবস্থার মধ্যে টেনে এনেছে তোমাদের। একমাত্র তিনিই এখান থেকে টেনে বের করে আনতে পারেন তোমাদের।"

পরিষ্কারভাবে এই কথার অর্থ অনুধাবন করতে পারল র‍্যাচেল। চাচার হাত ছেড়ে দিল ও, তারপর তারা দুইজনেই হেলিকপ্টারে চড়ে বসল। ওদেরকে জায়গা করে দিল জ্যাডা। ওরা দুজন এখন সিট বেল্ট বাঁধায় ব্যস্ত। ব্যস্ততার কারণে জ্যাডার সাথে আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্ব শুরু হতে দেরি হচ্ছে।

জ্যাডার সামনে একটা জায়গা খুঁজে নিল ডানকান। ওর শারীরিক উপস্থিতিতে মেয়েটির মন একটু শান্ত হল।

সামনে ঝুঁকে জ্যাডার হাঁটু স্পর্শ করে ডানকান বলল। "তাড়াহুড়ার জন্য দুঃখিত। আমরা এই এলাকায় ফাঁদে পড়ে যেতে চাইনি। পাছে আবার কাজাখস্তানের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বোমা হামলার কারণে আকাশ পথ বন্ধ করে দেয়।"

কেবিনের চারপাশে তাকাল জ্যাডা।

এ আবার কীসের মধ্যে এসে পড়লাম রে বাবা?

দুপুর ৩:০৭

কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় উঠে স্থির ভঙ্গিতে যাত্রা করছে ইউরোকপ্টার। পার হয়ে যাওয়া দৃশ্য দেখতে জানালায় মুখ বাড়াল ডানকান। পাখার গর্জনকে সাথী করে, তীব্র বেগে বিস্তৃত নীল সাগর পার হয়ে মরুভূমির মলিন ধুলার স্তরে প্রবেশ করল যান্ত্রিক ফড়িংটি। ল্যান্ডস্কেপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লতাগুল্ম, সাদা রেখায় টানটান হয়ে আছে লবণাক্ত ভূমি। পাথরের টিলার ওপর বাতাস ঘূর্ণি পাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে উট চোখে পড়ছে। কালচে রঙ-এর মাটিতে সাদা রঙ-এর কয়েকটি তাঁবু দাঁড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে।

জামার হাতায় টান পড়ায় ডানকানের মনোযোগ আবার ফেরত এল কেবিনের দিকে।

পাশে রাখা সুটকেসের দিকে ইশারা করলেন মনসিনিয়র ভেরোনা। "সার্জেন্ট রেন, আমার ব্যাগটা কি একটু খুলে দেবে? ওই গোলমালের পরে আমার সব জিনিসপাতি জায়গামতো আছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম।"

এমন একটি ঘটনাকে গোলমাল বলা, শুধু এই লোকের পক্ষেই সম্ভব।

"মনসিনিয়র, আমাকে ডানকান বলে ডাকবেন।"

"শুধু যদি তুমি আমাকে ভিগোর বলে ডাকো।"

"ওকে।"

স্যুটকেসটিকে তুলে এনে সেটিকে নিজের হাঁটুর ওপর স্থাপন করল ডানকান। ডালা খুলে পেছনে রাখল। দেখা গেল কালো ফোম দিয়ে মুড়িয়ে রাখা দুটো বস্তুর সাথে স্যুটকেসে ভাঁজ করে রাখা আছে কয়েকটি কাপড়।

"আসলে দুটোর মধ্যে বড়টার ব্যাপারেই আমার চিন্তা বেশি।" ভিগোর বলল। "এটাই সবচেয়ে ভঙ্গুর।"

মনসিনিয়র ডানকানকে ইশারা করলেন ফোমের মোড়ক তুলে ফেলার জন্য।

ডানকান আন্দাজ করতে পারে, কোন জিনিসটার কারণে বুড়ো মিয়া চিন্তায় পড়ে গেছে। তাই আগেই বুঝতে পেরেছিল ওকে কী করতে বলা হবে। মোড়ক তুলে ফেলতেই দেখা গেল, একটি খুলি তার শূন্য অক্ষিকোটর নিয়ে স্থির চেয়ে আছে ওর দিকে।

"প্লিজ, এটাকে আমার হাতে দাও, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোনো পর্যায়ে আছে দেখে নেই।"

আফগানিস্তানে অনেক মানুষকে চোখের সামনে মরতে দেখেছে ডানকান, কিন্তু তারপরেও এটি দেখে সে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল। পাশেই বসে আছে জ্যাডা, ওর চেহারায় একই সাথে পেশাদারি আগ্রহ এবং নিদারুণ বিতৃষ্ণা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, দুই হাত বাড়াল ডানকান। খুলিটি ধরতে প্রস্তুত। কিন্তু এমনকি হাড় স্পর্শ করার আগেই, ওর আঙুলের ডগার ম্যাগনেটে কিছু একটা অনুভব করল।

অবাক হয়ে, নিজের হাত দুটিকে সরিয়ে নিল ও। আঙুলে ঝাঁকি মারল।

"এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই," ভিগোর বললেন, ডানকানের প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে ভুল হয়েছে উনার।

মনসিনিয়রের কথা কানে না নিয়ে, হাতটিকে খুলির ওপরে স্থির করল ডানকান। এমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। কেউ যেন তার আঙুলগুলোকে আঠালো জেলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই জেলি বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা চার্জড হয়ে আছে। কেমন যেন তেল চিটচিটে একটা অনুভূতি।

"কী করছ তুমি?" জ্যাডার জিজ্ঞসা।

ডানকান টের পেল জ্যাডা তার দিকে আজব চোখে তাকিয়ে আছে। "এই খুলিটা অদ্ভুত ধরনের তড়িৎচৌম্বকীয় শক্তির বিকিরণ ঘটাচ্ছে। যদিও পরিমাণে খুব দুর্বল, তবে ঘটাচ্ছে।"

জ্যাডা তার ভ্রু কুঁচকে বলল। "কিভাবে... তুমি বুঝতে পারছ কিভাবে?"

জ্যাডাকে এখনও চুম্বকের ব্যাপারটা বলেনি ডানকান, কিন্তু এখন সবার কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল ও। কথা শেষ হতেই ও বলল, "কোনো সন্দেহ নেই যে আমার ফিঙ্গারটিপস ওই খুলি থেকে আসা কিছু একটা অনুভব করতে পারছে।"

"তাহলে ওই বইটাও একবার স্পর্শ করে দেখা উচিত তোমার," র‍্যাচেল বলল। এগিয়ে গিয়ে বইটি বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে।

বই-এর বাঁধাই অনেক জরাজীর্ণ আর গভীরভাবে ভাঁজ পরা।

ধীরে ধীরে বই-এর কভারে আঙুল চালাল ও। তবে এই বারে, বইয়ের চামড়ার ত্বক স্পর্শ করতে হল কম্পন অনুভব করার জন্য। সেই একই অনুভূতি।

"আরও দুর্বল... কিন্তু একই।"

"এই রেলিকে কি এখনও তেজস্ক্রিয়তা রয়ে গেছে?" র‍্যাচেল প্রশ্ন করল। "আজকের আগেও আমরা জানতাম না কোন মানুষের দেহাবশেষ এটি। হয়তো তেজস্ক্রিয় কোন কিছুর আশেপাশে ছিল এই রেলিকটি।"

জ্যাডা ভ্রু কোঁচকাল, র‍্যাচেলের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে। "আমার স্যুটকেসে কিছু যন্ত্রপাতি আছে যাতে বিধ্বস্ত–"

আচমকা থেমে গিয়ে মংকের দিকে আড়চোখে তাকাল জ্যাডা, ভালো করেই বুঝতে পারছে অভিযানের উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেয়ার কত কাছাকাছি চলে এসেছিল ও। এখনও পর্যন্ত যেটা ভেরোনাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

গলা পরিষ্কার করে, আবার আগের কথায় ফিরে এল জ্যাডা। "আমার কাছে যন্ত্রপাতি আছে যাতে বিভিন্ন প্রকার শক্তি বিকিরণ চিহ্নিত করা যায়। গাইগার

কাউন্টারস, মাল্টিমিটার, ইত্যাদি ইত্যাদি। ল্যান্ড করার পর, ডানকানের কথা যাচাই করে দেখব আমি।"

শ্রাগ করল ডানকান। "আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু ওখান দিয়ে এনার্জি নির্গত হচ্ছে।"

সিটে হেলান দিলেন ভিগোর। "তাহলে যত তাড়াতাড়ি ফাদার জসিপের দেয়া ঠিকানায় পৌঁছাতে পারবো, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।"

মনসিনিয়রের কথায় তেমন একটা ভরসা পেল না ডানকান। ব্যাগের চেইন টেনে দিয়ে জনশূন্য এলাকার দিকে নজর দিল আবার। এক মুহূর্ত পরে, ও বুঝতে পারল, তার হাতের আঙুল নিজে থেকেই একটা আরেকটাকে ঘষা দিচ্ছে, যেন তেল চিটচিটে ভাব দূর করতে চায় ওরা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা একটু আগে যা অনুভব করল, সেটি ভাষায় প্রকাশ করতে ভালোই বেগ পেতে হচ্ছে ওকে।

ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলেও, অনুভূতিটা যে ভালো না, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অধ্যায় ৮

১৮ই নভেম্বর, বিকাল ৫:২৮ ইউএলএটি
(উলান বাতোর টাইম)
উলান বাতোর, মঙ্গোলিয়া

আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের পাইপলাইন থেকে হিসহিস শব্দে বাষ্প বের হয়ে আসছে উলান বাতোরের রাস্তায়। আজকের সভাস্থল আলোকিত হয়ে আছে তেলের প্রদীপ থেকে আসা হলদে আভায়। গোত্রের সদস্যদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু (মাস্টার অফ দ্যা ব্লু উলফ)। নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখার জন্য নেকড়ের মুখোশটা একবার ঠিকঠাক করে নিলেন তিনি।

তার আসল পরিচয় জানে শুধু তার লেফটেন্যান্ট।

তার নাম বাটু খান, নামের অর্থ শক্তিশালী শাসক।

"আক্তাউ-এর আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে ওরা?" লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথাটাকে দ্রুত উপর-নিচ করল আরসালান। তরুণ লেফটেন্যান্ট, বয়স তিরিশ পার হয়নি, চুল-এর রঙ কালো, মুখে দাঁড়ি নেই, লম্বা, মেদহীন শরীর। পরনে পশ্চিমাদের মতো জিন্স আর পুরু উলের সোয়েটার, কিন্তু চোখের নিচ থেকে বের হয়ে আসা হাড় এবং লালচে চেহারা দেখে বলে দেয়া যায় এর শরীরে খাঁটি মঙ্গোলিয়ান রক্ত বইছে। যে রক্তের সাথে আগে একসময় মঙ্গোলিয়া শাসন করা চাইনিজ বা সোভিয়েত শাসকের কোন সম্পর্ক নেই।

মঙ্গোলিয়ার অধিকাংশ তরুণদের মতোই বাটু খানের আমলে পাওয়া কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অহংকার বুকে ধারণ করে আছে আরসালান। মহান চেঙ্গিস খানের সত্যিকার বংশধর এরা।

বাটু খানের মনে পড়ে, সোভিয়েত শাসকেরা চেঙ্গিসের নাম নেয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। পাছে দেশের নির্যাতিত মানুষগুলো অতীত ইতিহাসের গর্বে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে। এমনকি ট্যাংক দিয়ে খেনতি পর্বতমালার সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড পর্যন্ত সৃষ্টি করেছিল সোভিয়েতরা, যাতে কেউ মহান চেঙ্গিস খানের জন্মস্থান দেখতে বা ওখানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে না পারে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আসার পর এই পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে চেঙ্গিস খান আবারও ছাই-এর গাদা থেকে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। মঙ্গোলিয়ার জনগণের কাছে তিনি মানুষরূপী দেবতা। অসংখ্য শিশুর নাম রাখা হয়েছে তেমুজিন নামে... যেটি ওদের মহান রাজার আসল নাম। যদিও পরে তিনি চেঙ্গিস নামটি গ্রহণ করেন, যার অর্থ দুনিয়ার শাসক। মঙ্গোলিয়ার রাস্তাঘাট, সিগারেট, ক্যান্ডি, বিয়ারের বোতল সবখানে আজকাল এই নাম ব্যবহার করা হয়। মুদ্রার ওপর অঙ্কিত হয়েছে তার চেহারা। এছাড়া শহরে ২৫০ টনের একটি ইস্পাতের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে চেঙ্গিস খান সেখানে উলান বাতোরের দর্শনার্থীদের অভিবাদন জানাচ্ছেন।

এই নতুন পাওয়া অহংকার এখন দেশের মানুষের শিরায় উপশিরায় বয়ে যাচ্ছে।

লেফটেন্যান্টের চেহারার দিকে কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়ে থাকার পরেও, সেই অহংকারের ছিটেফোঁটাও দেখতে পেলেন না বাটু খান, সেখানে শুধু ব্যর্থতার গ্লানি। ঠিক করলেন কিছু শক্ত শক্ত কথা শুনিয়ে দেবেন একে। ভবিষ্যতে এই লজ্জা ওকে উদ্বুদ্ধ করবে।

"ওই ইটালিয়ানরা মরুভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। ভয় পেয়ে রোমে ফেরত না গেলে এর পর ওরা ওখানেই যাবে।"

"সেটাই কর। কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত, ওর দলে আমার লোক ঢুকে পড়ার ব্যাপারটা ওই যাজকের চোখ এড়িয়ে গেছে?"

"বালু আর নিজের লক্ষ ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না ফাদার জসিপ।"

"তাহলে ওদের সাথে যোগ দাও।"

"আর যদি ইটালিয়ানরা আসে?"

"ওদের খুন করবে। তারপর ওদের কাছে যা কিছু পাবে সব নিয়ে আসবে আমার কাছে।"

"আর ফাদার জসিপকে কী করব?"

বাটু খান রুমের চারপাশে তাকালেন। তিন প্রজন্ম ধরে এই গোত্র টিকে আছে। সোভিয়েত আমলে ওদের সাথে লড়াই করে টিকে থাকার জন্য তার দাদা গঠন করেছিলেন এই গোত্রটি। গোত্রের প্রত্যেক নেতাকে বোরজিগিন উপাধি দেয়া হয়, যার অর্থ নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু, চেঙ্গিস খানের বাহিনীর আদি নাম।

কিন্তু দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। মঙ্গোলিয়ার অর্থনীতি এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। মাটির নিচের খনি সম্পদ দেশকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করছে। দেশের সত্যিকারের ধন-সম্পদ এখন চেঙ্গিসের সমাধিতে না, বরং মাটির নিচের কয়লা, তামা, ইউরেনিয়াম আর স্বর্ণতে জমা রাখা, সেখানে সঞ্চিত আছে ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি।

ইতোমধ্যে কয়েকটা খনিতে বিশাল অংকের টাকা খাটিয়েছেন বাটু খান। সেখান থেকে ভালোই আয় করেন তিনি। কিন্তু তারপরেও তিনি বাপ-দাদার বলা চেঙ্গিস খানের গল্প এখনও ভুলে যাননি। যেই সব গল্পে বলা হয়েছিল, চেঙ্গিসের সমাধিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে অনেক অনেক ধন-সম্পত্তি।

ওই সব পবিত্র কবরস্থান যারা খোঁড়াখুঁড়ি করে, তাদের ওপর তাই তিনি কড়া নজর রাখেন।

যার মধ্যে আছে মানুষ হিসেবে অসামাজিক আর পাগলা কিসিমের ফাদার জসিপ টারাস্কোর নামও।

বছর ছয়েক আগে একটা মানুষ হাওয়া থেকে হাজির হয় কাজাখস্তানে। অনেককটি আলাদা আলাদা নাম ব্যবহার করে নিজের পরিচয় গোপন রাখেন তিনি, বালু আর লবণের মধ্যে গর্ত খুঁড়েন, মৃত সাগরের কমে যাওয়া পানির দিকে ধাওয়া দেন। এই অচেনা লোকটি দুই বছর ধরে এই করেই কাটিয়ে দেয়। যতক্ষণ না ওর প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা পৌঁছায় উলান বাতোরে এই লোক আসলে চাচ্ছে চেঙ্গিস খানের গোপন সমাধিস্থানের খোঁজ বের করতে। খোঁজ চালানোর জন্য এই লোক যেসব জায়গায় হানা দিতো, সেগুলো এতোই উদ্ভট যে এই সব খনন কাজকে প্রথমে তেমন একটা পাত্তাই দেননি বাটু খান। শুধু নজর রাখার জন্য নিজের কয়েকটা মানুষকে লাগিয়ে দেন এর পেছনে।

কিন্তু তিন দিন আগে, অদ্ভুত একটা গুজব কানে আসে। কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক দেহাবশেষ খুঁজে পান ফাদার জসিপ, কোথা থেকে পেলেন কারও জানা নেই। এগুলোর চেহারাও দেখতে দেননি তিনি কাউকে। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন কেউ বুঝি মেরেধরে ছিনিয়ে নেবে তার কাছ থেকে। তার গুপ্তচরদের কথা অনুসারে, ওই লোক গত এক মাস জুড়ে ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় ছিল।

মাথার খুলি আর মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা একটা বই এর কথা ছড়াতে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে ভীতিকর সব গুজব চালু হয়। অনেকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ করে এই মানুষ জিনিসটা বাক্সবন্দি করে অন্য আরেক জায়গায় পাঠিয়ে দেন, হয়তো এই ভেবে ভয় পান যে ওই দেহাবশেষের কথা ভুল মানুষের কান অব্দি পৌঁছাতে পারে। সত্যি বলতে যেটা শেষ অব্দি পৌঁছেছিল।

বাটু খানের কানে।

গোপন প্রভাব খাটিয়ে, রোমে যাওয়ার পথে ওই প্যাকেজ তিনি হস্তগত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারপরেও তার হাত ফসকে যায় এটি। যদিও মানুষটির আসল নাম শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছেন তিনি, যা লেখা ছিল ওই প্যাকেজের গায়ে।

ফাদার জসিপ টারাস্কো।

সেই সাথে বাটু খান এও জানতে পারেন, ওই প্যাকেজ কার হাতে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তারপরেও দেহাবশেষটি ফাঁকি দিয়ে গেল তাকে।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণের জন্য না।

পাগলা যাজকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে আরসালান।

মুখ তুললেন বাটু খান। "জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সম্ভব হলে ফাদার জসিপকে এখানে নিয়ে আসবে।"

"আর যদি সম্ভব না হয়?"

"তাহলে অন্যদের মতো ওকেও জ্যান্ত কবর দিবে।"

কথা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে, মুখ ফিরিয়ে গরম বাষ্প চলাচলকারী টানেলের গোলকধাঁধার দিকে হাঁটা ধরলেন তিনি। গোত্রের অন্যান্য সদস্যও আলাদা হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেল।

বাটু খানের চেহারায় এখনও আটকে আছে নেকড়ের মুখোশ। উলান বাতোরের গৃহহীন মানুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। পিঁপড়ার মতো উপহাসের পাত্র এরা। বেশির ভাগই মদের প্রতি আসক্ত এবং এদের দিয়ে কোনো প্রকার কাজ করানো সম্ভব না। এদের উপস্থিতিকে পাত্তা দিলেন না তিনি, সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন। মঙ্গোলিয়ার অভিশপ্ত মানুষ এরা, এদেরকে চোখের সামনে থেকে দূরে দূরে রাখা উচিত।

নেকড়ের মুখোশ পরা চেহারা দেখে কয়েকটা বাচ্চা ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল।

শেষ পর্যন্ত, মই এর কাছে এসে সেটি বেয়ে উপরে উঠে একটা সরু গলিতে হাজির হলেন তিনি। গোত্রের একজন সদস্য সেই বাহির হওয়ার গোপন পথের উপরের ম্যানহোলের ঢাকনা বন্ধ করে দিল।

মানুষটি দূরে সরে যাওয়ার পরেই শুধু বাটু খান তার চেহারায় আটকে থাকা নেকড়ের মুখোশ খুললেন। নিজের স্যুট ঠিকঠাক করে নিলেন এবং মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা ধরলেন মেইন রাস্তার দিকে। রাতটা মোটামুটি ঠাণ্ডা, তবে এই মৌসুমে যেমন ঠাণ্ডা পড়ার কথা সেই তুলনায় একটু গরম।

সুখবাতার স্কয়ারের রাস্তার সামনে জেগে উঠেছে পার্লামেন্ট ভবন। এর মার্বেল পাথরের সিঁড়ির একদম ওপরে, চেঙ্গিস খানের বিশাল একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি রাখা। স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে, শহরের বাইরে দৃষ্টি মেলে রেখেছেন তিনি।

অথবা হয়তো তিনি আকাশের ধূমকেতুটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

ধারণা করা হয়, চেঙ্গিসের জীবদ্দশায় হাজির হয়েছিল হ্যাঁলির ধূমকেতু। চেঙ্গিস একে তার নিজস্ব তারকা বলে মনে করতেন। এর পশ্চিম মুখী যাত্রা পথ দেখে তিনি ধারণা করেছিলেন, এটি আসলে তার বাহিনীকে ইউরোপের দিকে যাত্রা করতে ইশারা করছে।

এই ধূমকেতুটাও কি তার জীবনে সেইরকম দারুণ কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে?

খোলা ময়দান দিয়ে হাঁটার সময় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দুটো পতনশীল তারার জ্বলে উঠা দেখতে পেলেন বাটু খান, যেন তার এই চিন্তা যে সঠিক তা স্বীকার করে নিচ্ছে ইশারা দিয়ে।

নবউদ্দীপ্ত প্রাণশক্তির ঢেউ সাথে করে, সংসদ ভবনের দিকে হাঁটা ধরলেন তিনি। পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় একজন মানুষ মাথা নোয়াল তার দিকে। বাটু খান ভাবলেন, এই লোকটি হয়তো বিশ্বাস করে তিনিই চেঙ্গিসের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত রক্ষক। তবে তিনি জানেন, মঙ্গোলিয়ান বিচার বিভাগের মন্ত্রী হওয়ার কারণেই শুধু সম্মান দেখিয়েছে এই লোক।

ধূমকেতুর দিকে ফিরে তাকালেন বাটু খান।

চেঙ্গিসের মতো, হয়তো এই ধুমকেতুও আমার একান্ত নিজের। পথ দেখাচ্ছে সাফল্য, ক্ষমতা এবং ধন সম্পদের দিকে।

অধ্যায় ৯

১৮ই নভেম্বর, সন্ধ্যা ৭:০২ কেএসটি (কোরিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম)

পিয়ংইয়ং, উত্তর কোরিয়া।

কোনো দেশে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করার জন্য কৌশলটা একটু অদ্ভুত।

বাসের একদম শেষের দিকে বসে আছে গ্রে। অন্যদিকে, বেঞ্চের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছে কোয়াওস্কি, নাক ডাকছে ঘড় ঘড় শব্দে। বাসের বাকি অংশ চাইনিজ নারী-পুরুষে ভর্তি, হয় ঝিমুচ্ছে নয়তো ফিসফিসিয়ে নিচু গলায় আলাপ করছে, কারও কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে, কেউ মাথায় চাপিয়েছে বেজবল ক্যাপ। ক্যাপের ওপরে চিত্রিত আছে হাস্যোজ্জ্বল একটি বিড়ালের কার্টুন ছবি। একই চিত্র অঙ্কিত আছে বাসের গায়েও, কারণ এটিই বেইজিং ভিত্তিক ট্যুর কোম্পানির অফিসিয়াল লোগো।

বাসের সামনের দিকে বসে আছে ঝুয়াং। ড্রাইভারের সাথে সাথে রাস্তার ওপর নজর রাখছে। ড্রাইভারটি ডুয়ান ঝি ট্রায়াডের সদস্য, একই কথা বলা চলে বাসের অন্য সব আরোহীদের ক্ষেত্রেও।

দলটি আজ ভোরে প্রাইভেট বিমানে হংকং থেকে উড়ে এসে এখানকার একটি ছোট বিমানবন্দরে ল্যান্ড করেছে। বিমানবন্দরটির অবস্থান চীন-উত্তর কোরিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি। সেখানে তাদেরকে নেয়ার জন্য ট্যুর কোম্পানির দুটি বাস অপেক্ষায় ছিল।

বেসামরিক লোকদের জন্য নিষিদ্ধ, ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যবর্তী, কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা সীমান্তের সাথে তুলনা করলে, চীন-উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত স্রেফ লোক দেখানোর জন্য রাখা। লোকমুখে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার উদ্বাস্তু মানুষেরা যাতে দেশ থেকে পালিয়ে চীনে গিয়ে আশ্রয় নিতে না পারে, সেটা ঠেকানোই এই সীমান্তের মূল কাজ। দেখা যাচ্ছে, কথাটা মিথ্যে নয়।

সীমান্ত পার হওয়ার সময়, গ্রে আর কোয়াওস্কি বাসের পেছনের গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে ছিল। সেখানে তাদের সাথে সঙ্গী হিসেবে আছে ভারী অস্ত্রশস্ত্রের

বড়সড় মজুদ। কিন্তু তারপরেও, মিলিটারি সেনাদের দ্বারা কোনো চেকিং-এর মুখোমুখি হতে হল না। এই বাসগুলোর চলাচল এখানে খুব সাধারণ ঘটনা। এমন যানবাহনে করে প্রায়ই ধনী চীনারা পিয়ংইয়ং এর রূপসুধা উপভোগ করতে আসে। দরিদ্র উত্তর-কোরিয়ানরা কখনই এমন কোনো কিছু করে না, যাতে বিদেশি পর্যটকরা বিরক্ত হয়। পর্যটন খাত হতে আসা ডলার যে ওদের বৈদেশিক মুদ্রার সবচেয়ে বড় উৎস।

সীমান্ত পার হওয়ার পর, পাহাড়ি পথ বেয়ে বাসজোড়া ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দক্ষিণের রাজধানী শহরের দিকে। চার ঘণ্টা পরে, রাজধানী পিয়ংইয়ং এর দেখা পাওয়া গেল। হংকং-এর ব্যস্ত রাস্তা এবং চোখ ঝলসানো আলোর পর, এই জায়গাটিকে মনে হচ্ছে ভূতুড়ে একটি অঞ্চল। রাতের ছায়াভরা আকাশের মাঝে উঁচু দালানগুলোকে অশরীরি আত্মার মতো লাগছিল। অন্ধকারের মাঝে অল্প কয়েকটি মিনার ঔজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছে, আলো আসছে অল্প কয়েকটি স্ট্রিটল্যাম্প এবং জানালা হতে, কিন্তু সেগুলো জ্বলছে মিটমিটিয়ে। কোনো নড়াচড়া নেই, শহরটিতে যেন সময় থমকে গিয়েছে।

গ্রের সামনের সিটে বসা কেউ একজন আড়মোড়া ভেঙ্গে সিধা হয়ে বসল।

“দুঃখজনক,” গুয়ান-ইন ফিসফিসিয়ে বললেন, মেয়ের দুশ্চিন্তায় তিনি একেবারেই ঘুমাতে পারেননি। “পিয়ংইয়ং-এর মানুষরা দিনে মাত্র তিন ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ পায়। এখানকার লোককে তাই অনেক হিসাব করে সেটিকে খরচ করতে হয়।”

চার লেনের হাইওয়ে ধরে শহরের দিকে যাওয়ার সময় একটাও যান বাহন নজরে পড়ল না। এমনকি ওরা যখন শহরে প্রবেশ করল, তখনও রাস্তায় কোনো গাড়ি নেই; এমনকি ট্রাফিক বাতি পর্যন্ত অন্ধকার। বাসের ভেতর কবরস্থানের মতো অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে, যেন একটু আওয়াজ পেলেই নির্জন শহরের প্রেতাত্মা ঘাড় মটকানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর।

জীবনের প্রথম লক্ষণের চিহ্ন পাওয়া গেল রাস্তায় চলাচল করা একটি একাকী মিলিটারি ট্রাকের মাঝে, সেটি চক্কর দিচ্ছিল উজ্জ্বলভাবে আলোকিত বড়সড় এক স্থাপনা ঘিরে।

গুয়ান-ইন ফিসফিসিয়ে বললেন, “ওটা হচ্ছে সাংদের কামসুসান প্যালেস, একসময় এটিকে প্রেসিডেন্টের বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা হত। তার মৃত্যুর পরে, এ জায়গাটিকে তার সমাধিস্তম্ভ হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ওখানে তার দেহ কাঁচের দেয়ালের আড়ালে যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।”

স্বৈরাচারী নেতার কার্যকলাপের আরেকটা উদাহরণ এটি। রাষ্ট্র নিজে এই ব্যক্তিকে সবার কাছে একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ হিসেবে তুলে ধরছে। এখানে কিম ইল-সাং এবং তার বংশধরদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়।

“এর নির্মাণ ব্যয় হচ্ছে এক বিলিয়ন ডলার,” সমাধিটি দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার পর গুয়ান-ইন মুখ বিকৃত করে রাগান্বিত গলায় বললেন, “অথচ উত্তর কোরিয়ানেরা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে।”

নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি কিম ইল-সাং মারা যান। তার মৃত্যুর পরে দেশে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ মানুষ এতে মারা যায়। পরিস্থিতি শেষের দিকে এতো খারাপ হয় যে, এক পর্যায়ে গ্রাম্য এলাকায় নরমাংস খাওয়ার প্রচলন শুরু হয়। বাচ্চারা যেন খোলা জায়গায় না ঘুমায় সেজন্য মায়েরা এখনও সতর্ক থাকে।

উত্তর কোরিয়ার মানুষের দরিদ্র জীবন সেই থেকে খুব একটা পাল্টায়নি।

এই দেশটা এখনও নিজেকে ভালমতো খাওয়াতে পরাতে পারে না। বাজেট স্বল্পতার কারণে অবকাঠামো দাঁড় করানো যাচ্ছে না, এক খাতে টাকা দিলে অন্য খাতে টান পড়ে। এমনকি দেশের কারখানাগুলোও দরকারি যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুতের অভাবের কারণে কঠিন সময় পার করছে।

একমাত্র ইন্ডাস্ট্রি, যা খুব ভালমতো চলছে, সেটি হল দেশের রাজনৈতিক মঞ্চ।

বাসের জানালা দিয়ে ফুটে উঠল বাইরের গিরিখাতের মুখে দাঁড়ানো অন্ধকারাচ্ছন্ন এপার্টমেন্ট বিল্ডিং। একঘেয়ে আঁধারের মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে উঁচু উঁচু আলো ঝলমলে বিলবোর্ড এবং সারি সারি দেয়ালচিত্র। কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই কোকাকোলা বা পেপসি বা হাল ফ্যাশনের জামা কাপড়ের বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হচ্ছে না, বরং সেখানে ফুটে আছে তাদের সুপ্রিম লিডারের (মহান নেতা) বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা স্থিরচিত্র। যেগুলো দেখলে নিজের অজান্তেই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে।

জোড়া বাস একটা ছয় লেনের ফাঁকা রাস্তায় উঠতেই দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়ল দ্যা রাইয়োগিয়ং হোটেল। এটা হচ্ছে পুরো পিয়ংইয়ং-এর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং। একে দেখায় কাঁচ দিয়ে বানানো রকেটচালিত মহাকাশযানের মতো, তিনটি ডানা মেলে যেকোনো মুহূর্তে উড়াল দেবে আকাশে। উচ্চতা একশ তলারও বেশি। কিন্তু শহরের বাকি অংশের মতো এই বিল্ডিং-এও কোনো আলো নেই। শুধু এর কয়েকটা লবি আর এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা জানালার আলো দেখে বুঝা যায় এখানে মানুষ থাকে।

প্রায় পরিত্যক্ত হোটেলটিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। গুয়ান-ইনের কেরামতি আর বড় রকমের ঘুষের বিনিময়ে সেইশানের চেহারার সাথে মিলে যায় এমন একজন মহিলার খোঁজ আবিষ্কার করেছে ওরা। তাকে রাজধানী শহর থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি মিলিটারি কেওয়াজোতে (সংশোধানাগার) নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এমন একটা দরিদ্র দেশ, যেখানে দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো, সেখানে টাকা ছড়ালে যে কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব।

হোটেলে থাকতেই পোশাক পাল্টে উত্তর কোরিয়ান সামরিক ইউনিফর্ম পড়ে দেহকে অস্ত্রে সজ্জিত করবে ওরা। রাত দুটোয় মিলিটারিদের বহন করার একটা খালি ট্রাক হোটেলের সামান্য বাইরে ফেলে রাখা হবে। গুয়ান-ইনের পক্ষ হতে দেয়া বিশাল অংকের ঘুষের বদৌলতে পাওয়া গেছে এটি। তারপর ওই ট্রাক এবং ইউনিফর্ম ব্যবহার করে, শেষ রাতের দিকে ক্যাম্পে হামলা চালাবে ওরা।

হোটেলে পৌঁছে, সম্মুখে থাকা বাসটি বৃত্তাকার প্রবেশ পথ ধরে অগ্রসর হয়ে বিশাল গেট পার হল।

গ্রের বাস অনুসরণ করল সেটিকে।

নানান রকম ঝামেলা মিটিয়ে কয়েক মাস আগে খুলে দেয়া হয়েছে এই হোটেলটি। এর নির্মাণকাজ শেষ হতে বিশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। বিল্ডিংটি সবসময়ই ফাঁকা এবং অন্ধকার থাকে, যা রূপক অর্থে রাজধানী শহরকেই প্রকাশ করছে। শহরের মানুষজন সেই কারণে এই হোটেলের একটা ভয়ানক নাম দিয়েছে।

হোটেল মৃত্যুপুরী।

গ্রে মনে মনে প্রার্থনা করল, এই নাম যেন সত্যি হয়ে দেখা না দেয়।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রার্থনা মিথ্যা হতে এমনকি এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হল না ওকে।

প্রথম বাসটি থেমেছে কি থামেনি, অমনি কয়েক ডজন সশস্ত্র সৈনিক ভয়ানক গর্জনে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। সৈনিকদের লাইটের আলোয় পুরো পরিবেশ আলোকিত। একটি মিলিটারি জিপগাড়ি ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এসে বাসটির পেছনের পালানোর পথে ব্যারিকেড বসাল।

সরাসরি শত্রুর ফাঁদে এসে ধরা দিয়েছে ওরা।

সন্ধ্যা ৭:৩৩

গুপ্তঘাতকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন জু-লঙ দেলগাডো। মেয়েটির পরনে শুধু ব্রা এবং প্যান্টি, মানসিকভাবে দুর্বল রাখার কৌশল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বানানো স্পেশাল চেয়ারে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। মোটাসোটা চেইন দিয়ে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ বাঁধা হয়েছে আলাদা আলাদাভাবে। চেয়ারটিতে এমন কারিকুরি ফলানো হয়েছে, যাতে বন্দীর দেহের বিভিন্ন জয়েন্টকে মুচড়ে ফেলা যায়। বিভিন্ন পজিশনে সেট করার অপশন আছে চেয়ারে, যাতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ভয়াবহ যন্ত্রণা দেয়া সম্ভব।

এই মুহূর্তে পিছনদিকে বেঁকিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। নিতম্ব এবং কাঁধের জয়েন্ট টানটান করে রাখা, মেরুদণ্ডের হাড়ের ওপরে চাপ পড়েছে এতে। এই পজিশনে গত তিন ঘণ্টা যাবত রাখা হয়েছে ওকে।

হুয়ান পাক মজা করে বলেছিল, "এর শরীরকে আরও নমনীয় করা হচ্ছে, যাতে নিজে থেকে আপনা আপনি বেঁকে যায়।"

ব্যান্ডেজ লাগানো নাকের মধ্য দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে নিজের স্থূল রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসছিলেন উত্তর কোরিয়ান বিজ্ঞানী। স্রেফ প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে ছিল হুয়ান পাকের। যাতে নিজের মর্যাদায় লাগা আঘাতের যন্ত্রণা প্রশমিত করা যায়। কিন্তু মেয়েটিকে টর্চার করাটা এখন তিনি উপভোগই করছেন।

এই পজিশন নিঃসন্দেহে দারুণ যন্ত্রণাদায়ক। ঘরের হীমশীতল তাপমাত্রা সত্ত্বেও সেইশানের উন্মুক্ত দেহে ঘাম চিকচিক করছে, চরম ব্যথার লক্ষণ। দেলগাডো মানসচোখে দেখতে পেলেন যন্ত্রণায় মেয়েটির মুখচোখ বিকৃত হয়ে দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছে। কিন্তু মেয়েটির মাথা ঢাকা থাকার কারণে সেটি দেখা যাচ্ছিল না। সেইশানের মাথা হুড দিয়ে ঢেকে দেয়া এবং কানে লাগানো হয়েছে শব্দ শোষণের ক্ষমতাসম্পন্ন হেডফোন। দেহের ইন্দ্রিয়গুলোর অনুভূতি ক্ষমতা সীমিত করে দেয়ার চেষ্টা, যাতে শুধু নিজের ব্যথার দিকেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে।

টর্চার চালানোর কায়দা কৌশল উত্তর কোরিয়ানদের ভালোমতোই জানা।

এবং নিজের দেশের লোকদের প্রতিও তারা একই রকম নির্মম। তার প্রমাণ... ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে চলাফেরা করা ক্যাম্পে থাকা হাড় জিরজিরে অর্ধভুক্ত মানুষগুলো। একটা ঘরে চল্লিশ জন বন্দীকে গাদাগাদি করে রাখে এরা, সেই ঘরের আয়তন খুব বেশি হলে দুটো গাড়ি রাখার গ্যারেজের সমান হবে। জু-লঙ দেখেছেন, মাটিচাপা দেয়ার অধিকার অর্জনের জন্য দুই জন মানুষ একটা মৃতদেহের সামনে মারামারি করছে, এই লড়াই হচ্ছে শুধু সামান্য কিছু অতিরিক্ত খাবার পাওয়ার আশায়।

এই জায়গাটি অশউইৎজের (নাৎসি বাহিনীর নির্যাতন ক্যাম্প) উত্তর কোরিয়ান সংস্করণ।

জু-লঙ এর পকেটে থাকা ফোনটি বেজে উঠল। আন্দাজ করছেন রাইয়োগিয়ং হোটেলের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর জন্য কেউ একজন ফোন দিয়েছে তাকে।

তার বদলে ভেসে এল একটি নারী কণ্ঠস্বর, "জু-লঙ..."

তিনি হাসলেন, মনের দুশ্চিন্তা কিছুটা কমেছে। "নাতালিয়া, জানু আমার, ফোন দিলে কেন? সব ঠিক আছে তো?"

কল্পনায় ভেসে আসল তার বৌ-এর স্ফীত পেট, সেখানে লুকিয়ে আছে তার ছেলে।

"ঘুমাতে যাওয়ার আগে তোমার গলার আওয়াজ শুনতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল," গলায় চাপা ঘুম ঘুম ভাব। "আমার পাশে তোমার উষ্ণ দেহ ভীষণ মিস করছি।"

"কথা দিচ্ছি আজ রাতের পরে আর কখনও তোমার বিছানা খালি থাকবে না। আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই আমাকে পাবে তোমার পাশে।"

"ম্মম," ঘুম জড়ানো গলায় বলল। "কথা যেন ঠিক থাকে।"

"থাকবে।"

শুভ রাত্রি, শুভ বিদায় বলে স্বামী-স্ত্রীর কথা শেষ হল।

ফোন রেখে দেয়ার সময় চোখে পড়ল পাশের রুমের সেইশানের ক্ষতবিক্ষত শরীর। মনটা সামান্য অপরাধবোধে আক্রান্ত হল। কিন্তু এই হঠাৎ আসা অপরাধবোধ কাটিয়ে উঠার জন্য তাকে ভালোই টাকা পয়সা দেয়া হয়েছে। এখানকার কাজ শেষ হলেই আগামীকাল ম্যাকাও-এ ফিরে যাবেন তিনি।

সে রাতেই বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন, কিন্তু তার আগেই খবর এল আগুনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গুয়ান-ইনের ঘাঁটি থেকে ট্রায়াড বসের পলায়নের

সংবাদ। জানতে পারলেন, ওই আমেরিকানরা কিভাবে সেদিনের হামলায় বেঁচে গিয়েছিল। শুনলেন কিভাবে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো খেল দেখিয়ে ওই অগ্নিকুণ্ড থেকে পালিয়েছিল ওরা। তারপর মাত্র আধা ঘণ্টা আগে কয়েকটি গোপন উৎস থেকে তথ্য এল, দলবল নিয়ে এই মুহূর্তে উত্তর কোরিয়ায় আছেন গুয়ান-ইন। শুধু তাই না, এই ক্যাম্পে আক্রমণ করারও প্ল্যান কষছেন তিনি।

হুয়ান পাককে সেই কথা জানানোর পর, রাইয়োগিয়ং হোটেলে অতর্কিত হামলা চালানোর জন্য একটি অ্যামবুশ টিম গঠন করে ওরা। যাতে গুয়ান-ইনের গুণ্ডা বাহিনীর উদ্ধারকার্যক্রম শুরুর আগেই গুড়িয়ে দেয়া যায়।

জু-লঙ এর চোখ রুমের দিকে স্থির। একটা প্রশ্ন কিছুতেই মাথা থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না।

কেন তুমি এতো মূল্যবান, কী কারণে তোমাকে উদ্ধারের জন্য এত উতলা হয়ে উঠেছে ওরা?

জু-লঙ-এর বিশ্বাস, অনেক কম মূল্য ধরা হয়েছে সেইশানের জন্য। কিন্তু পাককে এ কথা বলে লাভ নেই। নাকের সাথে ওর সম্মানও আহত হয়েছে। ওর প্রস্তাব মেনে নিতেই হবে। দেন দরবার করে লাভ নেই। পাক প্রতিশোধ চায় এবং সেই অনুরোধ অস্বীকার করার উপায় নেই।

যেন ওর চিন্তা আড়াল থেকে শুনতে পেয়েই, উদয় হলেন পাক। তার চেহারায় চওড়া হাসি। "দেলগাডো-সি, তোমার কথামতোই এসেছে ওরা। এখন ওরা আমাদের হাতের মুঠোয়।"

দেলগাডোর কল্পনায় ভেসে এল, গুয়ান-ইন বসে আছেন সেইশানের পাশে। এবং ওদের অত্যাচার উপভোগ করছেন হুয়ান পাক। হয়তো একেই এতোগুলো ঝামেলা সামলানোর বোনাস হিসেবে ধরে নিতে পারেন জু-লঙ। এই মহিলার অনুপস্থিতিতে ম্যাকাও-এ তার অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

"কিন্তু এখন কিছু হাতের কাজ শেষ করতে হবে আমাদের," পাক বলল, তার দৃষ্টি রুমের চারপাশে নগ্ন কামনার নজর বুলাচ্ছে। "তুমি বলেছিলে এই মেয়ে একজন গুপ্তঘাতক, আর এর সাথে অনেক অপরাধীদের সম্পর্ক আছে। আমরা জানতে চাই তারা কারা, কিভাবে তারা আমাদের জন্য লাভজনক হতে পারে। আর তার চেয়েও বড় কথা, ওই দুজন আমেরিকানের সাথে ওর সম্পর্কটাই বা কী।"

"ওই দুইজন কী এখনও গুয়ান-ইনের সাথে আছে?"

এখনও পর্যন্ত, জু-লঙ এই ব্যাপারে তার লোকদের কাছ থেকে নিশ্চিত কোনো উত্তর পাননি। কেউ বলছে আছে, কেউ বলছে নেই।

"এখনও জানি না, কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই এর উত্তর পেয়ে যাবো। "

পাকের পেছনের দরজা দিয়ে একজন লোক ঘরে ঢুকল। লম্বা, হাড় জিরজিরে শরীর, কামাই করায় মাথা পুরোপুরি টাক, গায়ে সাদা রঙ-এর লম্বা একটি এপ্রন, হাতে বহন করছে স্টেইনলেস স্টিলের একটা চকচকে ট্রে। সেখানে রাখা আছে অনেক বদখত চেহারার সার্জিক্যাল টুল (অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি)। নিশ্চিতভাবে

এগুলো দিয়ে মেয়েটির ওপর টর্চার চালানো হবে। লোকটির চেহারা নির্বিকার। ওদের দিকে তাকিয়ে ছোট করে মাথাটাকে একটু নোয়ালো সে।

"এর নাম হচ্ছে কোওন," পাক পরিচয় করিয়ে দিল। "এমন কোনো প্রশ্ন নেই, যার উত্তর এই যন্ত্র দিয়ে সে বের করে আনতে পারে না।"

জিজ্ঞাসাবাদকারী সামনের ঘরে রওনা দিলেন, পাকও চলল তার সাথে সাথে।

পাক দরজার সামনে থামল। "আমাদের সাথে যোগ দিতে চাও নাকি হে? তোমাকে স্বাগতম। আফটার অল, এটা তো তোমারই জিনিস।"

"এখন আর আমার নেই," সে শুধরে দিল। "তুমি পুরো টাকা দিয়ে দিয়েছ। এখন এই জিনিস নিয়ে কী করবে তা তোমার ব্যাপার। আমার এতে কোনো দায় নেই।"

অথবা আমার কোনো দোষ নেই, নিঃশব্দে যোগ করল জু-লঙ।

শ্রাগ করে বিদায় নিলেন ডক্টর পাক।

শেষ বারের মতো পাশের রুমের দিকে তাকালেন জু-লঙ।

এতোক্ষণ যাবত এই মেয়ে একবারের জন্যও ব্যথায় চিৎকার করেনি... তবে শীঘ্রই করবে।

সন্ধ্যা ৭:৩৯

"বাসটিকে পেছন দিকে ঠেলে দাও!" বিকটস্বরে চিৎকার করছে গ্রে। "গতি যেন না কমে!"

সামনের বাসকে মিলিটারি পুলিশ ঘিরে ফেলার সাথে সাথেই পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গিয়েছে গ্রে। যা করার দ্রুত করতে হবে, না হলে এই ফাঁদ নরকের দুয়ারে পাঠিয়ে দেবে ওদের সবাইকে।

ঝুয়াংও ব্যাপারটি দ্রুত আন্দাজ করতে পেরেছে। গ্রের দেয়া নির্দেশ বাস ড্রাইভারকে ক্যানটোনিজ ভাষায় রিপিট করল ও। তৎক্ষণাৎ বাসটি নিজেকে ঘুরিয়ে নিল পেছন দিকে।

হাই স্পিড তুলতেই, পশ্চাদবর্তী গতির ধাক্কায় হাঁটু ভেঙ্গে বাসের লুকানো কম্পার্টমেন্টের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গ্রে।

ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে এসে বাসের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে দিল। আক্রমণের ঝাঁঝ বাসের সামনের দিকেই বেশি যাচ্ছে। গুলির আঘাতে বাসের ড্রাইভার হঠাৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করে পড়ে গেলেন এক পাশে। একদিকে ঝুঁকে বাসটি খাড়া হয়ে রইল। নিষ্ঠুরভাবে ড্রাইভারের দেহকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে তার শূন্যস্থান পূরণ করলেন ঝুয়াং।

ত্বরিৎ গতিতে সিধা হয়ে জোরের সাথে ছুটতে শুরু করল বাসটি।

ততক্ষণে লুকানো কম্পার্টমেন্ট থেকে অটোমেটিক রাইফেলটি নিজের কাছে নিয়ে এসেছে গ্রে। ঈশ্বর না করুন... সীমান্তে কোনো ঝামেলা হলে সামাল দেয়া যাবে, এই ভেবে এতক্ষণ হাতের কাছে রাখা হয়েছিল এটাকে।

"অন্যদেরকে অস্ত্র সরবরাহ কর," বাকি অস্ত্রের দিকে ইশারা করে গ্রে কোয়াওস্কিকে আদেশ দিল।

এযাত্রায় বেঁচে ফেরার জন্য এই বাসটিকে হয়ে উঠতে হবে, শহরের মাঝ দিয়ে ছুঁটে চলা একটি আক্রমণকারী বাহন।

কিন্তু তার আগে অ্যামবুশের বাধা ভাঙতে হবে ওদের।

একলাফে বাসের ব্যাকসিটে গিয়ে এর ছাদের ওপর দিককার ইমার্জেন্সি একজিট খুলে ফেলল গ্রে। তারপর নিজের শরীরের অর্ধেকটা সেখান দিয়ে বের করে তাদের পালানোর রাস্তা আটকে রাখা দুটো জিপগাড়ির দিকে রাইফেল তাক করল ও।

একটি জীপের উইন্ডশিল্ড (গাড়ির সামনের কাঁচ) গুঁড়িয়ে দিয়ে তাকে বাধ্য করল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে পথের পাশে গিয়ে পড়তে। অন্যটি মুখ ঘুরিয়ে নিলেও রাস্তাতেই থাকল, যতক্ষণ না ব্যাকগিয়ারে চাপ দিয়ে নিজেকে সজোরে পেছনে এনে ফেলল বাসটি।

বাসের ধাক্কা খেয়ে এক পাশে সরে গেল জিপগাড়িটি।

ধাক্কার প্রভাবে আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে পড়েই যাচ্ছিল গ্রে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল ও। এবারকার মতো ওরা ফাঁদ থেকে নিস্তার পেয়েছে।

পেছন দিকে ঘুরার সাথে সাথে, ১৮০ ডিগ্রিতে নিজেকে স্কিড করিয়ে নিয়ে বাসটি মুখ ঘুরাল ছয় লেনের হাইওয়ে রাস্তার দিকে। বাসের মুখ ততক্ষণে হোটেলের দিক থেকে ঘুরে গিয়েছে। গিয়ার পাল্টানোর পর গর্জে উঠল ইঞ্জিন, তারপর আবারও চাকা গড়িয়ে সামনে এগোতে থাকল বাসটি, ফাঁকা রাস্তায় গতি বৃদ্ধি করছে।

কিন্তু মিলিটারি জিপগাড়িটি ওদের পিছু ছাড়ল না।

সাইরেন বাজিয়ে আরও যানবাহন সামনে উদয় হল, চওড়া রাস্তায় তাড়া করছে ওদেরকে।

হামলাটি যদিও ওদের কাছে বড় একটি সারপ্রাইজ হিসেবে এসেছে। কিন্তু তারপরেও বলতেই হচ্ছে এই অ্যামবুশের পরিকল্পনা যেই করুক, পরিকল্পনা ভালো করে সাজাতে পারেনি সে। আক্রমণের জন্য পিয়ংইয়ং পুলিশ বাহিনীকে ঠিকমতো একত্রিত করা যায়নি। হয়তো ওই লোকের হাতে সবকিছু গুছিয়ে আনার মতো পর্যাপ্ত সময় ছিল না। কিন্তু এখন এই শহর জেগে উঠেছে, একটু পরেই হামলা করবে সর্বশক্তি নিয়ে।

বাসের মধ্যে, সবার হাতে হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। বাসের জানালার সাইডে সাইডে বেরিয়ে এসেছে রাইফেলের বাটের ডগা। কিন্তু তারপরেও, উত্তর কোরিয়ার শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীকে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওরা?

উত্তর হচ্ছে : খুব একটা বেশিক্ষণের জন্য না।

মাথা নিচু করে গুয়ান-ইনের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে। "ওই লোকের সাথে যোগাযোগ করুন, যার আমাদেরকে মিলিটারি ট্রাক দেয়ার কথা। ওকে বলুন, ট্রাকটিকে যেন অন্য কোথাও ডেলিভারি দেয়।"

গ্রের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। তারপর রাইফেলটা কাঁধের ওপরে ঝুলিয়ে রেখে বের করে আনলেন ফোনটা।

এখন সেইশানের কাছে পৌছানোর আশা পুরোপুরি নির্ভর করছে পুরানো একটি প্রবাদবাক্য অনুসরণ করার ওপর যদি ওদেরকে পরাজিত করতে না পারো, তবে মিশে যাও ওদের সাথে।

যথেষ্ট পরিমাণ গোলমেলে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে ওদেরকে, যাতে এই বাস খালি করে ওই মিলিটারি ট্রাকে উঠে পড়া যায়। ট্রাক নিয়ে ওরা সেটাকে ক্যাম্পে হামলা চালানোর জন্য ঘুরিয়ে নেবে। আর রাস্তায় যেভাবে বন্যার মতো মিলিটারি যানবাহন নামছে, উত্তর কোরিয়ানরা হয়তো ছদ্মবেশধারী ট্রাকটিকে নিজেদের ট্রাক ভেবে গুলিয়ে ফেলবে অন্য ট্রাকগুলোর সাথে।

"দক্ষিণের যাওয়ার রাস্তার কাছাকাছি একটা আন্ডারপাস আছে," গ্রে বলল। "ওকে বলুন ওখানেই রেখে যেতে ওটাকে... এক্ষুণি!"

পরিকল্পনার বিস্তারিত জানানো হতেই, ঠেলা মেরে আবারও হ্যাচের মধ্য দিয়ে নিজের মাথাটিকে বাইরে বের করল ও।

হোটেল থেকে পিছু নেয়া জিপ গাড়িটি ওদের কাছাকাছি হচ্ছে, গুলি ছুড়ছে বাসের উইন্ডশিল্ডের ওপর। কিন্তু গোলাগুলি যা হচ্ছে তার বেশির ভাগই এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও গ্রের কব্জির কাছাকাছি ঠোকর দিল একটা বুলেট।

মাথা নিচু করে, অটোমেটিক রাইফেল তাক করে ফিরতি গুলি ছুড়ল গ্রে। একটা জিপের উইন্ডশিল্ড গুঁড়িয়ে দিল, গোলার আঘাতে এর মুখ ঘুরে গিয়ে বাড়ি খেল আরেকটার সাথে।

এই সংঘর্ষের কারণে জিপগাড়ির গতি কমে গেল। এবং সেই সুযোগে তাদের মাঝের দূরত্ব বেশ ভালোভাবেই বাড়িয়ে নিল বাসটিও।

জ্বলজ্বলে হেডলাইট এবং সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ সাথে নিয়ে তাদের কাছাকাছি হচ্ছে পুলিশের গাড়িটি। বন্দুকের ফুটো দিয়ে মুহুর্মুহু গর্জনে জোনাকির আলো বেরোচ্ছে বাসের দুই পাশ থেকে। বাসটির পালানোর পথ আটকে দিতে চাইল কয়েকটা বাহন। কিন্তু ছয় লেনের রাস্তা অনেক চওড়া, ধাক্কা মেরে সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল বাস। অন্যদিকে বাসের আরোহী যোদ্ধারাও নির্দয়ভাবে শিলাবৃষ্টির মতো বুলেট ছুঁড়তে লাগল নিজেদের বন্দুক থেকে।

কিছুক্ষণের জন্য স্থলপথের হামলা থেকে নিস্তার পেল ওরা।

দুর্ভাগ্যবশত, আকাশ পথের ব্যাপারেও একই কথা বলা যাচ্ছে না।

রাস্তার সামনে ধরে দৃশ্যপটে উদয় হল একটা হেলিকপ্টার। মুখ ঘুরিয়ে নিল ওদের দিকে। চেইনওয়ালা মেশিন গান দিয়ে শুরু করল অনবরত ফায়ারিং।

কোনোভাবেই ওই যান্ত্রিক ফড়িঙকে টেক্কা দিতে পারবে না এই ভারী বাসটি।

শরীরটাকে একপাশে মুচড়ে দিয়ে হেলিকপ্টারের দিক বরাবর গুলো চালাল গ্রে। কিন্তু এর গায়ের আবরণ এত পুরু যে, গুলি এতে কোনো আঁচড়ই কাটতে পারল না। যেন কাগজ দলা পাকিয়ে এর দিকে ছুড়ে মারছে গ্রে।

তারপর বাসের সামনের দরজা খুলে গিয়ে সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল একজন বিশালদেহী মানুষ, কোয়াওস্কি, ঘাড়ে একটা রাশিয়ান আরপিজি-২৯ গ্রেনেড লঞ্চার। এই অস্ত্র দিয়ে এমনিতে ভারী ট্যাঙ্কের সাথে লড়াই চালানো হয়। যে কোনো কিছুকে গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম এটি।

জোরালো চিৎকার সাথে নিয়ে একদম কাছ থেকে ফায়ার করল কোয়াওস্কি। আকাশপথে ধোঁয়ার লেজ সৃষ্টি করে উড়ে গেল রকেটচালিত গ্রেনেডটি এবং আঘাত হানল হেলিকপ্টারের রোটরের ঠিক নিচে।

হ্যাচ থেকে মাথা নামিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল গ্রে। ছাদের একজিট ডোর দিয়ে দেখল, হেলিকপ্টারটি বিস্ফোরিত হয়ে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টারের ঠিক নিচে থাকা বাসটি এর জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে রেহাই পেতে চাইল।

কিন্তু ব্যর্থ হল সেই চেষ্টা।

বিস্ফোরণের কারণে বাস দুলে উঠেছে। রোটর ব্লেডের একটা অংশ বাসের উইন্ডশিল্ড ভেদ করে বর্শার মতো এগিয়ে এল। থামল গ্রের পায়ের একদম কাছাকাছি এসে। এত কাছাকাছি, যে ইস্পাতের গরম উষ্ণতা অনুভব করতে পারল গ্রে।

টায়ার ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারপরেও ছুটে চলছে বাসটি।

আবারও হ্যাচ দিয়ে তার মাথা বের করল গ্রে, পেছনে পড়ে রইল হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ থেকে বের হওয়া কালো ধোঁয়া।

আড়াল নেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেই কিনা, বাসটিকে মেইন রোড থেকে ছাড়িয়ে এনে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর গোলকধাঁধায় টেনে আনল ঝুয়াং। গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করে রেখেছে, যাতে নিজেদের উপস্থিতি গোপন রাখা যায়।

গ্রে মনে মনে আশা করছে, পতঙ্গ যেভাবে মোমবাতির আলোয় আকৃষ্ট হয়, পুলিশের মনোযোগও সেভাবে ঘুরে যাবে জ্বলন্ত হেলিকপ্টারের দিকে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবে ওরা।

পিয়ংইয়ং-এর সর্বত্র সাইরেন বাজছে।

তারপরও, রাস্তাঘাট ফাঁকাই থাকল, আশপাশের বাড়ির সব জানালাও অন্ধকার। মুখ লুকিয়ে চুপচাপ থাকার গুণাগুণ এখানকার মানুষদের ভালো করেই জানা।

কঠিন উত্তেজনার কয়েকটা মিনিট পার করার পরে, আন্ডারপাসের পথ খুঁজে পেল ওরা। আঁধারের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, বাসটিকে ধীর গতিতে সেদিকে নিয়ে চলল ঝুয়াং। আন্ডারপাসটি এত নিচু যে হ্যাচ থেকে ওর মাথা নিচে নামিয়ে আনতে বাধ্য হল গ্রে, তা নাহলে ওর মাথাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।

গ্রে তড়িঘড়ি করে বাসের সামনের দিকে গেল, ওখানে থাকা কোয়াওস্কি হাতে ধরে রেখেছে গ্রেনেড লঞ্চারের টিউব। হাইওয়েতে নামল ওরা। জায়গাটাকে দেখে ফাঁকা বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এখানে এতো অন্ধকার যে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না।

যদি ট্রাকটি এখানে না থাকে... ?

ভীষণভাবে আতংকিত হয়ে, ঝুয়াং-এর কানে কানে ফিসফিস করে গ্রে বলল, "বাতি জ্বালাও।"

হেডলাইট জ্বালাতেই, পুরো আন্ডারপাস আলোকিত হয়ে উঠল, লুকানো লুকানো প্রত্যেকটা কোণায় আলো পৌঁছে গেছে।

কিন্তু কিচ্ছু নেই।

গ্রে গুয়ান-ইনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল, তিনি গ্রেকে অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে এলেন।

তিনি শ্রাগ করলেন। "ও বলেছিল ও থাকবে।"

কোয়াওস্কি তার হাতের তালু দিয়ে দরজায় দুম করে একটা থাবা বসিয়ে দিল। "মাদারফা–"

হঠাৎ একটু দূরে দেখা গেল এক জোড়া হেডলাইটের আলো। বিশাল একটা ট্রাক উদয় হল দৃষ্টিসীমায়, রাস্তার কোণা ঘেঁষে দ্রুতগতিতে স্কিড করে এগিয়ে আসছে, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেখানটা বরাবর।

বাসের দরজা খুলে লাফিয়ে বের হল গ্রে, অস্ত্র উঁচিয়ে রেখেছে দ্রুত সামনে এগিয়ে আসা ট্রাকটির দিকে।

অস্ত্র নামিয়ে রাখতে অনুরোধ করলেন গুয়ান-ইন। "এটি আমাদেরই ট্রাক।"

ওই সবুজ ট্রাক শক্ত ব্রেক কষে তাদের সামনে এসে থামতেই, গুয়ান-ইনের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হল। ট্রাকটি চাইনিজ মডেলের, ড্রাইভারের কক্ষটি তুলনামূলক উঁচু, পিছন দিকে ফাঁকা জায়গা আছে।

ড্রাইভারটি ট্রাক ছেড়ে বেরিয়ে এসেই গুয়ান-ইনের কাছ থেকে এক তোড়া টাকা হস্তগত করল। তারপর এক দৌড়ে উধাও হয়ে গেল।

"এই লোক মনে হয় কথা কইতে পছন্দ করে না।" কোয়াওস্কির রসালো প্রতিক্রিয়া।

ওরা বাস থেকে দ্রুত সব মালসামান ট্রাকে স্থানান্তর করল। ইউনিফর্ম-অস্ত্রশস্ত্র কিছুই বাদ গেল না। একইভাবে, ট্রাকের পেছন থেকে তিনটা মিলিটারি মোটরসাইকেল নামিয়ে আনা হল পিচঢালা রাস্তায়। ট্রাককে সঙ্গ দেয়ার জন্য এই বাইকগুলোকে সামনের দিকে রাখা হবে। বদলাবদলির কাজ শেষ হয়ে গেল পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে।

পাঁচজন মানুষ—দেখতে কোরিয়ানদের মতো, কোরিয়ান ভাষায়ও চটপটে—দ্রুত জামাকাপড় পরে নিল ওরা। তাদের তিনজন চড়ে বসল মোটরসাইকেলে এবং বাকি দুইজন গিয়ে বসল ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে। দলের বাকি লোকজন জায়গা নিল ট্রাকের পেছনে।

শুধু বাস চালাতে রাজি হওয়া সেই সাহসী স্বেচ্ছাসেবকটি ছাড়া।

বাস যাবে একদিকে, ট্রাক যাবে আরেক দিকে। এই বাস পুলিশের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার কাজ করবে। যতক্ষণ পারা যায় পুলিশের সাথে ধাওয়া

ধাওয়ির খেলা খেলবে। তারপর খেলা শেষ হলে পরে বাস ফেলে বাসের ড্রাইভার এই আঁধারঘেরা শহরের বিশালতায় ডুব দিয়ে উধাও হয়ে যাবে।

ট্রাকের মধ্যে থাকা গ্রে দেখল, ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে যাচ্ছে বাসটি। তারপর নজর ফিরিয়ে আনল আঁধারঘেরা ট্রাকের দিকে। সবাই নিজেদের জামা-কাপড় পাল্টে উত্তর কোরিয়ান ইউনিফর্ম পরেছে।

বিস্মিত হয়ে গ্রে দেখল, গুয়ান-ইন স্থির তাকিয়ে আছেন ওর দিকে।

তাদের দুইজনের মনেই একই দুশ্চিন্তা।

পালানোর কাহিনী যদি সেইশানের অপহরণকারীর কানে পৌঁছায়, তখন কী প্রতিক্রিয়া হবে ওদের? ওরা কি মেয়েটাকে নতুন কোনো জায়গায় সরিয়ে নেবে নাকি তৎক্ষণাৎ খুন করবে?

তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, সেইশানকে উদ্ধারের জন্য কতটুকু সময় আছে হাতে?

রাত ৮:০২

সেইশানের নখ দিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকছে ইস্পাতের সুইটি। ভীষণ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল ওর দেহ। অন্য চারটা আঙুলেও ইতোমধ্যে সুই গুজে দেয়া হয়েছে। কাঁধ বেয়ে নেমে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণা। নাকের ফুটো দিয়ে গভীরভাবে নিশ্বাস নিল সেইশান, কিন্তু তবুও আর্তনাদ করল না।

সেইশানের ওপরে মাথা ঝুঁকে টুলে বসে আছে ওর অত্যাচারকারী। লোকটার চেহারা নির্বিকার, ভীষণ মনোযোগ নিয়ে ঝুঁকে আছে সেইশানের নখের দিকে, যেন সে সেইশানের হাতের নখ পালিশ করছে।

এই অশুভ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সব যন্ত্রপাতি সারি সারি করে রাখা হয়েছে মেয়েটির সামনে, ফ্লোরোসেন্ট বাল্বের আলোয় মৃদু মৃদু জ্বলজ্বল করছে সেগুলো। সেইশানকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়ার জন্য এগুলোকে ওর চোখের সামনে রাখা হয়েছে। মুখ না খোলার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলে ভবিষ্যতে যেই ভয়াবহ যন্ত্রণা দেয়া হবে তার আগাম সতর্কবার্তা।

পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন হুয়ান পাক, এক হাত মুঠি করে ঘুসি বসাচ্ছেন আরেক হাতের তালুতে। "আমাকে বল ওই আমেরিকানরা কারা, বলে দিলে আর টর্চার চালাবো না।"

শয়তানটা এমনভাবে বলছে, যেন বললে এখনই ছেড়ে দেবে!

ওরা চায়, জিজ্ঞাসাবাদ করে সবকিছু বের করে আনবে ওর কাছ থেকে। একটা প্রশ্নের উত্তর দিলে তৎক্ষণাৎ সামনে এসে হাজির হবে আরেকটা প্রশ্ন। সেইশান জানে, আগামী দিনগুলো অপরিসীম যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্য। এরা হয়তোবা গণধর্ষণ করবে। মনের জোর একসময় তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। আর সেই সময় যা যা জিজ্ঞেস করা হবে, সব কিছুই বলবে সেইশান। সেটা সত্যি হোক বা মিথ্যা। তখন আর কিছুতেই কিছু যাবে আসবে না।

কিন্তু তারপরেও, ব্যাপারটা এখন যেভাবে সামলাচ্ছে ও, তার জন্য বাহবা দিতেই হয় ওকে।

ওরা গ্রে আর কোয়াওস্কির ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে। তার অর্থ, ম্যাকাও-এর হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিল ওরা। সেইশান নিশ্চিত, গ্রে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে যেভাবে হোক ওকে উদ্ধার করবেই সে।

কিন্তু সেই পর্যন্ত কি আমি টিকে থাকতে পারব?

আমি যে এখানে আছি, ও কি জানে?

এই আশাকে দূরে সরিয়ে রাখল সেইশান। জানে এসব চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। শুধু শুধু নিজের মনটাকে দুর্বল করা। শেষে গিয়ে, গ্রে যদি তাকে উদ্ধারের কোনো চেষ্টা না করে, সেটাই সবচে ভালো। কারণ, ওটা করতে গেলে, অকারণে নিজের প্রাণটা হারাবে গ্রে।

তার জিজ্ঞাসাবাদকারী—যে সেইশানের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছে কোওন নামে—বৈদ্যুতিক ক্লিপগুলো আলতোভাবে একে একে পাঁচটা আঙুলের নখের ডগায় লাগানো সুইয়ে জোড়া লাগালো। কোওন নরম সুরে কথা বলে, কখনও মুখ তুলে চায় না, ফিসফিসানি গলার আওয়াজ, যেন ব্যথা দেয়ার জন্য ক্ষমা চাইছে।

"বিদ্যুৎ তোমাকে এমন ঝাঁকুনি দেবে, মনে হবে যেন সবকটি নখ এক সাথে উপড়ে ফেলা হচ্ছে। যেই পরিমাণ ব্যথা পাবে, তা কল্পনার বাইরে।"

এই কথাকে পাত্তা দিল না সেইশান। এই লোক চাইছে, কী পরিমাণ ব্যথা পাবে, তা যেন আগে থেকেই কল্পনা করে বসে থাকে ও। অনেক সময় কল্পনা করা ব্যথা সত্যি সত্যি পাওয়া ব্যথাকে বাড়িয়ে তোলে বহুগুণে।

পাক এগিয়ে এল, কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলল। "আমাকে বল ওই আমেরিকানরা কারা।"

ওই দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা একটা হাসি দিল সেইশান, "ওরা তোর বিচি কেটে শুয়োর দিয়ে খাওয়াবে।"

পাকের কোরিয়ান চোখ রাগে সরু হয়ে গিয়েছে। মাথাটাকে সামনে বাড়িয়ে, ওর চেহারা বরাবর মোক্ষম এক গুঁতা দিল সেইশান।

পাক চিৎকার করে পিছিয়ে গেল, নাক দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত।

কোওনের দিকে ইশারা করল পাক। "তাড়াতাড়ি কর! আমি চাই ওর মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে আসুক!"

কোওন শান্ত। তাড়াহুড়ো নেই, কাছে গিয়ে একটা ডায়াল ঘুরিয়ে দিল, "এটাই সবচে কম ভোল্টেজ," একথা বলে সুইচে একটা টোকা দিল সে।

পাক যা চেয়েছিল তা দেখতে পেল চোখের সামনে।

তীব্র ব্যথায় সেইশানের শরীর দুলে উঠেছে। যতটা না তীব্র যন্ত্রণা তারচেয়েও বেশি অপ্রত্যাশিত চমকের কারণে, ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রবল আর্তনাদ। হাতে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, বৈদ্যুতিক শকের ঝাঁকুনি ওর দেহকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। শরীরের পেশি শক্ত হয়ে ভয়ানকভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

লাল আগুনের মাঝ দিয়ে, কোওন আর পাকের পেছনের দরজা খুলে যেতে দেখল সেইশান।

হঠাৎ বাধা পড়ায়, ওদের মনোযোগ সরে গেল অন্যদিকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে সুইচ অফ করে দিল কোওন, আর বাঁকা হয়ে চেয়ারের এক পাশে হেলে পড়ল সেইশান। আঘাত পরবর্তী যন্ত্রণায় তখনও সেইশানের শরীর ভয়াবহভাবে কাঁপছে।

অবাকদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে আছে দেলগাডো। এসব দেখে ছাই বর্ণ ধারণ করেছে ওর চেহারা।

গলা পরিষ্কার করে দেলগাডো বলল, "মাত্র খবর পেলাম। ডুয়ান ঝির বাহিনীর অর্ধেক ধরা পড়েছে। বাকি অর্ধেক অন্য বাসে করে পালিয়েছে। পুরো পিয়ংইয়ং এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের।"

ওদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে, ব্যথা ভুলে একটু চিন্তা করার চেষ্টা করল সেইশান। ডুয়ান ঝি হচ্ছে ওর মায়ের ট্রায়াড। কিন্তু উত্তর কোরিয়াতে কী করছে ওরা? ব্যাপারটা মিলছে না। মা কি শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হংকং এ আক্রমণ চালিয়েছে নাকি হামলার কারণ আরও ব্যক্তিগত কিছু?

মেয়েটি চাইল সেই আশা মন থেকে সরিয়ে দিতে, কিন্তু পুরোপুরি সরিয়ে দেয়া সম্ভব হল না।

পাক দেলগাডোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। "আর গুয়ান-ইন?"

তার মা...

সেইশানের নিশ্বাস আটকে এল।

দেলগাডোর চেহারায় ব্যর্থতা। "ধরা পড়াদের মধ্যে ওকে পাওয়া যায়নি, ওর লেফটেন্যান্ট ঝুয়াংকেও না।"

হাতের মুঠি পাকিয়ে এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে লাগল পাক, "তাহলে ওই মহিলা এখনও আমাদের মাটিতেই। তবে বেশিক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারবে না। ধরা ওকে পড়তেই হবে।"

এই বিশ্বাসের সাথে একমত হতে পারল না দেলগাডো। এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিজের আস্তানায় মারাত্মক হামলার পরেও বেঁচে আছেন গুয়ান-ইন। এবং প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখা বোকামি।

"আমার কাছে আরও খবর আছে," দেলগাডো বলল। "গুয়ান-ইনের সাথে ওই দুজন আমেরিকানও আছে।"

"ওরা এখানেও এসেছে!" পাকের চেহারা অন্ধকার।

সেইশানের ভেতরে আবেগের ঢেউ... নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার পরেও ওর মাঝে একটু আশা জেগে উঠেছে।

"বন্দীর কী হবে?" মনোযোগ সেইশানের দিকে ফিরিয়ে দেলগাডো জিজ্ঞেস করল, "একে এখানে রেখে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

পাক মাথা নাড়ল। "আমার ল্যাবের কাছেই একটা কারাগার আছে। এটার অবস্থান উত্তরের ওই দূর পাহাড়ে। ওখানকার দায়িত্বে থাকা অল্প কয়েকজনই শুধু এর ঠিকানা জানে। জায়গাটা সুরক্ষিতও বটে। ওখানে নেয়ার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। মনে হচ্ছে সেটা এখনই করা লাগবে।"

সেইশানের মনে অশুভ সংকেত বেজে উঠল। জানে, ওকে একবার ওই কারাগারে নিয়ে গেলে, বের হবার কোনো আশা থাকবে না।

"ওকে এখনই খুন করে ফেললে ভালো হয়," একথা বলে, দেলগাডো পাকের প্যান্টে গোঁজা পিস্তলের দিকে ইশারা করল, "মাথা বরাবর একটা গুলি।"

সেইশান বুঝল, পাকের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই প্রস্তাব করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি মেরে ফেললে আর মাসের পর মাস ধরে অত্যাচার করার দরকার পড়ে না।

পাক একথা মেনে নিল না, উগ্র জাতীয়তাবাদী গর্বে তার বুকটা ফুলে উঠল। "এরকম ছোট্ট হুমকির মুখে ওরকম করলে, আমার দেশের লোক আমাকে কাপুরুষ বলবে।"

দেলগাডো শ্রাগ করল।

সেইশানের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল পাক, নাক দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে। সেইশান সেই মুখের ভাব পড়তে পারল। আত্মসম্মানের জন্য না, বরং টর্চারের আনন্দ পাওয়ার জন্যই আসলে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। একটু আগে পাক এর স্বাদ পেয়েছে। এখন সে আরও চায়।

পকেট থেকে পিস্তল বের করে, বাইরে থাকা গার্ডকে ডাক দিল পাক। গার্ড ঢুকার পরে, পিস্তলের ডগা সেইশানের দিকে তাক করে বলল। "ওকে ধরে আমার জিপে নিয়ে যাও। দেখবে ওর হাত-পা যেন ভালো করে বাঁধা থাকে।"

"স্যার, বাইরে অনেক ঠাণ্ডা," গার্ড নম্র স্বরে বলল। "ওর জন্য কি গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করব?"

পাক সেইশানকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একবার দেখে নিল।

"দরকার নেই," শেষ পর্যন্ত বললেন। "যদি ও গরম চায়, তাহলে আমার কাছে ওকে ভিক্ষা চাইতে হবে।"

কথা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে, গার্ড তার রাইফেলটি তাক করল সেইশানের দিকে। পায়ের সাথে লাগানো কাফ খুলে ফেলল কোওন।

প্রথমে ওর গোড়ালি, তারপরে কবজি।

সর্বশেষ বাহু মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে, নখের সাথে লাগানো সুই-এর প্রান্ত ভাগ দিয়ে কোওনের চোখ ফুটা করে দিল সেইশান। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল কোওন, গার্ড যেই পাশ দিয়ে গুলি করবে তার দেহ সেদিকে আংশিক ব্যারিকেড সৃষ্টি করল। ঠিক যেভাবে আগেই পরিকল্পনা করেছিল সেইশান।

লাফিয়ে উঠে কোওনকে জাপটে ধরল সেইশান, কোওনের শরীর দিয়ে নিজের আর গার্ডের মাঝে একটা আড়াল সৃষ্টি করল। গার্ড বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়ল, সেগুলো কোওনের শরীর ভেদ করে চলে গেলেও সেইশানকে ছুঁতে পারল না। সেইশান এরপর কোওনের শরীর এক ধাক্কায় গার্ডের ওপর ফেলে দিল। তারপর পাকের হতভম্ব আঙুল থেকে এক ঝটকায় পিস্তলটি হস্তগত করল।

এরপর নিখুঁত নিশানায় সৈনিকের খুলি উড়িয়ে দিল ও।

দরজার দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে, এক ঝটকায় সৈনিকের রাইফেলখানি তুলে নিল ও। দেলগাডো এবং পাককে রেখে গেল অক্ষত অবস্থায়। সামনে কী

বিপদ রাখা আছে কে জানে! তাই এদেরকে খুন করার জন্য মূল্যবান বুলেট খরচ করল না।

বাইরে বের হতেই, বজ্র-আঁটুনিতে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষের দরজা আটকে দিল সেইশান। তারপর ভয়াবহ যন্ত্রণা সয়ে একটা একটা করে ইস্পাতের সুই বের করে আনল নখ থেকে। জানালার ফুঁটা দিয়ে দেখল, পাক তখন অক্ষম রাগে ফুঁসছে। এই ঘরটা এমন যে, অত্যাচারিতের আর্তনাদ বাইরে বেরুতে পারে না। স্বভাবতই, ওদের হম্বিতম্বিও বাইরে বেরুতে পারল না।

দেলগাডোর সাথে চোখাচোখি হল সেইশানের। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন দেলগাডো, সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে মাথাটা একটু নোয়ালেন।

নিজেকে ঘুরিয়ে, সেইশান দৌড় দিল পালানোর জন্য। সৌভাগ্যবশত, এই সময়ে এখানটা জনমানব শূন্য। লকারের সামনে এসে গতি সামান্য ধীর করল ও। লকার বের করে খুঁজে দেখল কী কী রাখা আছে ওখানে। আশা করছে, একটি উত্তর কোরিয়ান সামরিক ইউনিফর্ম খুঁজে পাবে ওখানে।

সেটা পেল না। বরং কারাগারের বাসিন্দাদের দেয়া হয় এমন একটি জামা খুঁজে পেল। গায়ের ওপর সেটাকে গলিয়ে নিল, সাথে পরল একটি ঢিলা প্যান্ট।

মন খারাপ করে, রাইফেলটা লকারে রেখে দিল ও। এত বড় রাইফেল লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। আর যেহেতু ওর পরনে বন্দীর পোশাক, তাই কেউ যদি দেখে ওর কাছে রাইফেল আছে, তাহলে বিরাট ঝামেলা সৃষ্টি হবে তখন।

পায়ের গোড়ালিতে পিস্তল লাগিয়ে, রাতের আঁধারে চুপি চুপি বের হয়ে এল ও। কানে এল, পিয়ংইয়ং-এর দিক থেকে সাইরেনের অ্যালার্ম আসছে।

সাথে একটা পিস্তল থাকার পরেও, এখানকার কড়া পাহারা ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আর যদি দৈবক্রমে সেটা পারেও, কোথায় যাবে ও?

সেইশান শুধু মনে মনে আশা করতে পারে, গ্রে ওর অবস্থান জানে এবং ওকে উদ্ধার করতে সে ছুটে আসবেই।

জীবনে এই প্রথমবারের মতো, আশার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করল সেইশান।

অধ্যায় : ১০

১৮ই নভেম্বর, বিকাল ৫:০৫ কিউওয়াইজিটি
(কাইজিলোরদা টাইম)
অ্যারাল সাগর, কাজাখস্তান

জমাট বাঁধা লবণাক্ত ভূমি এবং ধূলিঝড়ের ওপর দিয়ে বাতাসে ঢেউ কেটে এগিয়ে চলছে ইউরোকপ্টার। যতদূরে চোখ যায়, সবখানে ক্লান্তিকরভাবে ভেসে আসছে একই দৃশ্য। নয়নে বিতৃষ্ণা মেখে সেদিকে স্থির চেয়ে আছে জ্যাডা। মেনে নেয়া কষ্টকর, এই বিবর্ণ এলাকাটি এক কালে সুন্দর নীলাভ জলরাশিতে টইটুম্বুর করত। মাছেরা ঘুরে বেড়াতো ঝাঁকে ঝাঁকে। সাগরের কিনারায় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য গ্রাম এবং ব্যবসাকেন্দ্র। ভরাট দিনের আলোয়, মানুষের কলকাকলিতে মুখর হয়ে থাকতো পুরো এলাকা।

ওদিকে তাকিয়ে এখন অকল্পনীয় মনে হচ্ছে একে।

অ্যারাল সাগরের তথ্য সম্বলিত মিশন ডোশিয়েরট মনোযোগ দিয়ে পড়েছিল জ্যাডা। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সাগরে পানি সরবরাহ করা প্রধান দুটি নদীর গতিপথ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় সোভিয়েতরা–যাতে ওদের তুলা ক্ষেতে সেচ দেয়ার কাজে সুবিধা হয়। এর ফলে এক দশক পার হতে না হতেই, সাগরের পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়। একসময় যে পানি ছিল, কমতে কমতে এখন তার ১০ শতাংশে এসে ঠেকেছে। ইরি হ্রদ এবং অন্টারিও হ্রদ দুটো মিলিয়ে যতটুকু হয়, সেই পরিমাণ পানি হারিয়েছে এই সাগর। এখন এই সাগরের উত্তর-দক্ষিণে শুধু অল্প কয়েকটা লবণাক্ত জলাধার টিকে আছে।

সেগুলোর মাঝে, জেগে উঠেছে এই পতিত জমি।

"ওরা একে ডাকে আরালকাম মরুভূমি নামে," ওর মনোযোগ দেখে মনসিনিয়র বললেন, অন্যরা তখনও ঘুমিয়ে। "এর বিষাক্ত লবণাক্ত ভূমি এতো বিশাল যে মহাশূন্য থেকেও দেখা যায় একে।"

"বিষাক্ত লবণ?" সে জিজ্ঞেস করল।

"সাগর উধাও হয়ে যাওয়ার পর, অনেক দূষিত পদার্থ এবং কীটনাশক পেছনে রেখে গেছে এটি। জোরালো বাতাস নিয়মিতভাবে ওই ধুলাবালুকে দিয়ে

আঁধারঘেরা ভয়ংকর এক ধূলিঝড় সৃষ্টি করে, লোকে যাকে 'ব্ল্যাক ব্লিজার্ড' নামে ডাকে।"

জ্যাডা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখল, একটা হালকা ঘূর্ণিবাতাস লবণাক্ত ভূমিতে এমনভাবে পাক খাচ্ছে, যেন এক্ষুণি ওদেরকে ধাওয়া করবে।

"অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোগ হতে শুরু করে এখানকার মানুষের। শ্বাসনালীর সংক্রমণ, অজানা কারণে রক্তশূন্যতা, ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হারও বৃদ্ধি পায় মারাত্মকভাবে। গড় আয়ু পঁয়ষট্টি বছর থেকে কমতে কমতে নেমে যায় একান্নতে।"

আজব সংখ্যাগুলোর কথা শুনে জ্যাডা অবাক হয়ে গেল।

"আর এর প্রভাব যে শুধু স্থানীয় এলাকাতেই পড়েছে তা কিন্তু না। দমকা হাওয়া মরুভূমির বিষাক্ত পদার্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে সারা দুনিয়ায়। আরালের বিষাক্ত ধুলা-বালি তুমি গ্রিনল্যান্ডের হিমবাহে, নরওয়ের বনে এমনকি এন্টার্কটিকার পেঙুইনদের রক্তেও খুঁজে পাবে।"

জ্যাডা তার মাথা ঝাঁকাল, মনকে এই নিয়ে হাজার বারের মতো জিজ্ঞেস করল কেন এই রকম জনমানবশূন্য একটা এলাকায় আসতে গেল ওরা। বেছে নেয়ার সুযোগ দিলে, কাজাখস্তানের আরেকটা জায়গায় গিয়ে হাজির হত ও দ্য বাইকনুর কসমোড্রোম, রাশিয়ার প্রিমিয়ার স্পেস সেন্টার। যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে জায়গাটা মাত্র দুইশ মাইল পূর্বে।

অন্তত ওখানে গেলে, স্যাটেলাইট বিধ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি আরও বেশি তথ্য পেতে পারতাম।

ওখানেই যেতাম, যদিনা সবকিছুতে এতো চরম গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করা হত।

এতক্ষণ, আড়াআড়ি বসে থাকা ডানকানের আঙুলের ডগার দিকে তাকিয়েছিল জ্যাডা। ডানকান বলেছিল, ওই রেলিক থেকে শক্তি বিকিরণ অনুভব করতে পেরেছে সে। তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকায় সেই সময় ওর কথাকে পাত্তা দেয়নি, কিন্তু এখন ভীষণ কৌতূহল অনুভব করছে এই ব্যাপারটির প্রতি।

নাকি এগুলো সবই ওর অর্থহীন প্রলাপ?

এই মুহূর্তে ডানকানকে পর্যবেক্ষণ করছে সে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পাশের সঙ্গীর গায়ের ওপর হামলে পড়ছিল ডানকানের শরীর। একে দেখে তো পাগল বা উন্মাদ জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে না।

পাইলট জানাল। "আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গা থেকে আমরা মাত্র দশ মিনিটের দূরত্বে আছি।"

সবাই নড়েচড়ে বসল।

মনোযোগ আবারও জানালার দিকে ফিরিয়ে আনল জ্যাডা। দূর আকাশে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সূর্য। ছোট ছোট পাহাড় আর পুরানো আমলের ভাঙাচোরা মরিচা পরা জাহাজ লম্বা এক ছায়া ফেলেছে মরুভূমির বুকে।

গন্তব্যের কাছাকাছি আসার পর, নেমে আসতে শুরু করল ইউরোকপ্টার। দ্রুতবেগে নিচে নামছে, বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে লবণাক্ত ভূমির ওপরে।

"এসে গেছি," পাইলট বলল।

সবাই তাদের যার যার জানালার দিকে মুখ ঘুরাল।

বিশাল একটা পরিত্যক্ত জাহাজ মরুভূমির বুকে খাড়া হয়ে বসে আছে, এর তলি বালির গভীরে ডুবন্ত, এই ধুলার সাগরে একটা ভূতুড়ে জাহাজের মতো লাগছে একে। মরিচার কারণে ক্ষয়ে যাওয়ায় জাহাজের অনেক কিছুই ক্ষয়প্রাপ্ত, দেয়াল বিবর্ণ হয়ে ধারণ করেছে গাঢ় কমলা-লাল রঙ, শ্বেতশুভ্র লবণাক্ত ভূমিতে বহুদূর থেকেও আলাদা করে চোখে পড়ে একে।

"এই কি সেই জায়গা?" র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

"কোঅর্ডিনেটস (অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ) মিলে গেছে," পাইলট নিশ্চিত করল।

ডানকান বলল। "জাহাজের আশেপাশের লবণাক্ত মাটিতে টায়ারের অনেক গভীর দাগ দেখতে পাচ্ছি আমি।"

"তাহলে ঠিকানা ঠিকই আছে," মনসিনিয়র জোর দিয়ে বললেন।

মংক তার রেডিও স্পর্শ করল যাতে পাইলটের সাথে আরও ভালোভাবে যোগাযোগ করা যায়। "আমাদের নিচে নামাও। জাহাজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ল্যান্ড কর।"

যান্ত্রিক ফড়িং তড়িৎগতিতে সেই পাশে চলে গেল, এক মুহূর্ত বাতাসে স্থির হয়ে ভেসে রইল, তারপর নিচু হতে থাকল যতক্ষণে না হেলিকপ্টার মাটি স্পর্শ করে, লবণ আর ধুলার ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা।

মংক তার কানের ইয়ারফোন খুলে পাইলটের দিকে চেঁচিয়ে বলল। "আমি অল-ক্লিয়ার সিগন্যাল দিলে তারপর হেলিকপ্টারের রোটর বন্ধ করবে, ঠিক আছে?"

টান দিয়ে হ্যাচ খুলে ফেলল ও। হুল ফুটানো ধুলাবালি মোকাবিলা করার জন্য একটা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল।

"আগে বাইরের অবস্থা দেখে আসি আমরা।" সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে যেন কেউ ভেতর থেকে বের না হয়, ওর সাথে থাকল শুধু ডানকান।

আঁধারঘেরা কেবিন থেকে জ্যাডা দেখল, মরুভূমির ধুলা পাড়ি দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে মংক আর ডানকান। এখন এখানে শীত, মোটামুটি ঠাণ্ডা, তবে খুব একটা তীব্র না। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে লবণ, ডিজেল আর মরিচা ধরা জাহাজের গন্ধ।

পথের ওই পাড়ে, জাহাজের বাম পাশে একটা কালো দরজা ওদেরকে যেন ভেতরে আসতে ইশারা দিয়ে ডাকছে। জাহাজটির সম্মুখভাগ বালির সাথে লাগোয়া হয়ে ধুলার সামনে উন্মুক্ত হয়ে আছে। ওরা দুইজন সেদিকে পা বাড়িয়ে অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করেছে কী করেনি, অমনি জাহাজের পেছন দিকের লুকানো দরজার ফাঁক কেটে দৃশ্যপটে হাজির হল একটি ল্যান্ড রোভার। গাড়িটি এমনভাবে বানানো হয়েছে যেন মরুভূমির মাঝে ছদ্মবেশ ধরে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। এর সামনের দিকটা চওড়া। টায়ারগুলোতে কারিকুরি ফলানো হয়েছে, যেন বালির মধ্য দিয়ে চলতে খুব একটা অসুবিধা না হয়। গাড়িটি পড়িমড়ি করে ছুটে আসছে ওদের দিক বরাবর। মংক এবং ডানকানের অবৈধ অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা মাঝ রাস্তায় থামিয়ে দিতে প্রস্তুত।

হুমকি মোকাবেলা করার ভঙ্গিতে সেদিকে অস্ত্র বাগিয়ে ধরল ওরা দুইজন।

দূরত্ব বজায় রেখে ওদের সম্মুখে এসে থামল ল্যান্ড রোভারটি।

দুই পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা বিনিময় হল। মনসিনিয়রের নাম কানে এল বেশ কয়েকবার। আরেকটা মিনিট আলাপ আলোচনার শেষে, জোরে জোরে পা ফেলে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে এল মংক।

"ওরা বলল ফাদার জসিপ জাহাজের মধ্যে আছেন," সে বলল। "আমি ওদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যেন উনি নিজে বেরিয়ে এসে আমাদের ভেতরে নিয়ে যান, যাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এখানে কোনো ষড়যন্ত্র চলছে না। কিন্তু ওরা আমার প্রস্তাবে রাজি হল না।"

"আন্দাজ করতে পারি, ফাদার জসিপের পাগলামো এখন বেশ চড়া পর্যায়ে আছে," ভিগোর বললেন।

মনসিনিয়রের গলায় কিছু একটার আভাস পেল জ্যাডা। এই লোকটার ব্যাপারে কিছু একটা গোপন করছেন না তো তিনি?

"আমি ওর সাথে একলা গিয়ে দেখা করব," ভিগোর বেরোতে বেরোতে বললেন।

"না, সেটা হচ্ছে না," র‍্যাচেলও পা বাড়িয়ে চাচার সাথে যোগ দিল। "আমিও সাথে যাবো।"

"আমরা সবাই যাবো," মংক বলল, কিন্তু ও ফিরল জ্যাডার দিকে। "হয়তো তুমি হেলিকপ্টারের সাথে থাকলেই সবচে ভালো হয়।"

জ্যাডা কয়েক সেকেন্ড ভাবল এটা নিয়ে, তারপরে মাথা নাড়ল, চেহারায় যতটুকু পারা যায় সাহস নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। "আমি এতো দূর শুধু হেলিকপ্টারের সাথে লেপ্টে থাকার জন্য আসিনি।"

মংক মাথা নাড়ল, তারপরে কেবিনে মাথা ঢুকিয়ে পাইলটের দিকে চেঁচিয়ে বলল, "তোমার সাথে রেডিওতে যোগাযোগ রাখা হবে। হেলিকপ্টারের সব দরজা জানালা বন্ধ রাখো। কিন্তু ইঞ্জিন গরম রাখো। আমাদের হয়তো এখান থেকে জরুরি ভিত্তিতে পালানোর দরকার হতে পারে।"

পাইলট মংকের উদ্দেশ্যে একটা থাম্বস আপ দিল। "তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে।"

বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ার পরে, ওরা সবাই ডানকানের সাথে যোগ দেয়ার জন্য হেলিকপ্টার ত্যাগ করে বালিতে নেমে আসল। সুযোগ বুঝে মংকের ছায়ার মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করল জ্যাডা। বিশালদেহী মানুষটি তাকে ভরসা দেয়ার ভঙ্গিতে চোখটিপ মারল—যেটি মেয়েটার মনকে শান্ত করার ব্যাপারে বিস্ময়করভাবে কাজ করল।

এটা তো বটেই, সেই সাথে মংকের হাতের রাইফেলটাও হয়তো জ্যাডার মন শান্ত হওয়ার আরেকটি কারণ।

ওদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য ল্যান্ড রোভারের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে বের হলেন একজন একাকী আগন্তুক। ওর উচ্চতা জ্যাডার মতই, কালো রঙ-এর

কোঁকড়ানো চুল, হয়ত বয়সও জ্যাডার মতোই হবে। পরনে কাজাখস্তানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক চওড়া পায়জামা, একটা লম্বা শার্ট, ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো জ্যাকেট। ওদের কাছে খালি হাতে এল সে। কিন্তু হাতটা উঁচু করে ধরতেই দেখা গেল, তার বাম হাতের কব্জিতে চামড়ার একটি কাপড় প্যাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

লোকটি সজোরে শিস বাজাতেই, কান ফাটানো শব্দে সাড়া দিল কিছু একটা।

একটি পাখি সজোরে ডানা ঝাপ্টিয়ে মাথার ওপরে উদয় হল এবং মাথা নিচু করে দ্রুত গতিতে ঢালু হয়ে নেমে আসতে লাগল। কাজাখ লোকটার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ লাগার ঠিক আগ মুহূর্তে, পাখা ঝাপ্টে বিশাল দুটো ডানা দুই পাশে নিয়ে সজোরে বাড়ি মারল, ব্রেক কষে নিজেকে থামালো। ধারালো নখর ওর মালিকের কব্জি জুড়ে প্যাঁচিয়ে রাখা চামড়ার বেড়ি খুঁজে নিল। বাজপাখিটি পাখা ঝাপ্টে শান্ত হয়ে আসতেই, ডানা ভাঁজ করে শরীরের সাথে লেপ্টে ফেলল সেটি। ক্ষুদ্র চোখ দিয়ে নবাগত অতিথিদের দিকে সন্দেহ ভরা চোখে কঠোরভাবে তাকিয়ে রইল–যতক্ষণে না চামড়ার একটা ছোট ঘোমটা পাখির মাথায় পরিয়ে তার চোখ ঢেকে দিল লোকটি।

ভিনদেশী এবার ওদের মুখোমুখি হল। মনসিনিয়রকে উদ্দেশ্য করে সম্মানের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল তাকে। "ফাদার জসিপ তার প্রিয় বন্ধুর ছবি দেখিয়েছেন আমাকে, মনসিনিয়র ভেরোনা। আসুন, আপনাকে স্বাগতম।" ইংরেজিতে কোনো ভুলভ্রান্তির ছাপ নেই, উন্নত ব্রিটিশ বাচনভঙ্গিতে কথা বলছে সে। "আমার নাম সাঞ্জা, আর আমার সাথের চড়া মেজাজের পাখনাওয়ালা সঙ্গীটির নাম হচ্ছে হিরু।"

ভিগোর হাসলেন। "গ্রিকদের দেয়া হোরাস নামের মিসরীয় রূপ।"

"ঠিক ধরেছেন। সেই আকাশের দেবতা, যার মাথা দেখতে বাজপাখির মতো।" সাঞ্জা জাহাজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল। "দয়া করে আমাকে অনুসরণ করুন। ফাদার জসিপ আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন।"

ওদের দলকে দরজার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ও। দরজাটি জাহাজের কাঠামো কেটে বানানো হয়েছে। বামপাশে, জাহাজের পশ্চাৎদিক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ল্যান্ড রোভারটি।

লম্বা ধ্বংসোন্মুখ জাহাজটা ভালো করে দেখার জন্য গলা বাড়িয়ে উঁচু করে ধরলেন ভিগোর। "ফাদার জসিপ এতদিন যাবত এটাতেই আছেন?"

"এটাতে না। এটার নিচে।"

মাথা নিচু করে জাহাজের ভেতরের অন্ধকারে প্রবেশ করল সাঞ্জা।

ডানকানকে অনুসরণ করল জ্যাডা। এরপর জাহাজের গুহাকৃতির বেজমেন্টে নিজেকে খুঁজে পেল সে। নৌযানটির অভ্যন্তরভাগের অবস্থাকে বাইরের তুলনায় খুব একটা ভালো বলা যায় না। বহু বছর মরুভূমির জঘন্য আবহাওয়ায় থাকার কারণে, মরিচা পড়া লোহা লক্কর এবং ক্ষয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতির বাসস্থানে পরিণত হয়েছে বেজমেন্টটি।

দূরে ডান পাশে, তার চোখে পড়ল বাইরের রুক্ষ আবহাওয়া থেকে আড়াল করার জন্য ল্যান্ড রোভারটিকে সেখানকার অস্থায়ী গ্যারেজে পার্ক করে রাখা হয়েছে।

"এই পথে।" বামদিকের উন্মুক্ত সিঁড়ির দিকে ইশারা করল সাঞ্জা। সিঁড়ির রেলিংয়ে মরিচা পড়ে একদম ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে। টর্চলাইট জ্বালিয়ে, ওদেরকে নিচে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সাঞ্জা।

আরও গভীরে অগ্রসর হতেই, পায়ের নিচের লোহার সিঁড়ি অকস্মাৎ পরিণত হল শক্ত পাথরে। জাহাজের তলার দিকের একটি সরু ছিদ্রের মাঝ দিয়ে পাথর খুঁড়ে একটি প্যাসেজ তৈরি করা হয়েছে। অতিকায় জাহাজের জটিল গোলকধাঁধায় হারিয়ে গিয়েছে এটি। মূল প্যাসেজের পাশে শাখা বিস্তার করেছে অনেক সুড়ঙ্গপথ। হাঁটতে শুরু করায় চোখের সামনে একে একে উদয় হতে লাগল ছোট ছোট ঘর এবং অন্যান্য কক্ষ।

জায়গাটা এত বিশাল যে মনে হচ্ছিল, ছোটখাটো একটি গ্রাম অনায়াসে এঁটে যাবে এর ভেতর।

"এতসব বানিয়েছে কে?" ডানকান প্রশ্ন করল সাঞ্জাকে।

"প্রথমত, সত্তরের দশকের গোঁড়ার দিকে মাদক ব্যবসায়ীরা বানায় এটি। তারপর আশির দশকের শেষে গিয়ে জঙ্গি বাহিনী আরও বড় করে একে। আর নব্বই-এর দশকে এটা অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। ফাদার জসিপ একে তার বেজ ক্যাম্প বানান, যাতে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে নির্বিঘ্নে যেন নিজের কাজ করতে পারেন তিনি।"

নিচের থেকে আলোর একটা আভা ভেসে এলো। ওই আলোর কাছাকাছি হতেই, হাতের টর্চলাইটের বাটনে চাপ দিয়ে সেটিকে বন্ধ করে দিল সাঞ্জা। এটাকে রেখে দিল পকেটে।

কিছুক্ষণ পরে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল ওরা, যাকে দেখে জাহাজের সবচেয়ে নিচের তলা বলে মনে হল। সিঁড়িগুলো বড়সড় মনুষ্যনির্মিত গুহায় পরিণত হয়েছে। বাস্কেটবলের কোর্টের মতোই বিশাল এলাকা দখল করে আছে। সম্মুখে আরও বড় বড় হলরুম আছে, কিন্তু আরও সামনে এগোনোর প্রয়োজন নেই ওদের।

মূল ঘরটিকে বলা যায় মধ্যযুগীয় লাইব্রেরি এবং মূল্যবান সম্পদের গোপন ভাণ্ডারের মিলিত রূপ। সারি সারি বুক শেলফ বইয়ের ভারে নুয়ে পড়েছে। টেবিল ঢাকা পড়েছে স্তূপ করে রাখা কাগজ এবং নোটবুকের তলায়, সেই সাথে আছে পোড়ামাটির ভাঙ্গা বাসন-কোসনের কয়েকটি টুকরা, এমনকি ধুলার পুরু আস্তরণ পড়া কয়েকটি হাড় পর্যন্তও আছে। দেয়ালের গায়ে আরও লাগানো আছে অনেক চার্ট এবং মানচিত্র। কোনো কোনোটি অর্ধেক ছেঁড়া, অন্যগুলোতে এত ঘন করে হিজিবিজি লেখা যে সেগুলোর বিষয়বস্তু আড়ালে ঢাকা পড়েছে। দেয়ালে জায়গা করে নিয়েছে বিচিত্র ধরনের সব চিত্র, সেগুলোকে তীর চিহ্ন দিয়ে হয় আলাদা করা হয়েছে বা সংযুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র পরিবেশটি এমনভাবে সজ্জিত, যেন বিশাল এক কর্মযজ্ঞ চলছে এখানে।

বিদঘুটে পরিবেশের মাঝেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এই রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট।

সাঞ্জার পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরে আছেন তিনি, কিন্তু তার সাথে আরও যোগ হয়েছে খ্রিস্টীয় যাজকদের রোমান কলার। এতগুলো বছর যাবত. সূর্য আর জোরালো বাতাসের মাঝে থাকার ফলে তার শরীরের চামড়া তামাটে রঙ ধারণ করেছে। তার মাথার সব চুল ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছে। গাল এবং চিবুক বেয়ে নেমে এসেছে কয়েক দিনের পুরানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

ভিগোরের থেকে অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছিল তাকে–যদিও জ্যাডা বুঝতে পারছিল এই লোক আসলে ভিগোরের থেকে বছর দশেক ছোট হবেন।

মানুষটার মুখের ভাবে বয়স্ক বয়স্ক ভাব। কিন্তু তিনি যখন ওদের দিকে ঘুরলেন, তার চোখজোড়ায় দেখা গেল উজ্জ্বল আলোর আভা। কিন্তু জ্যাডার মনে তখন অন্য চিন্তা : ওই উজ্বল আভা কিসের ইঙ্গিত?

প্রচণ্ড মেধাবী সম্পন্ন মানুষের নাকি একজন ছিটগ্রস্ত লোকের।

বিকাল ৫:৫৮

বন্ধুর চেহারার এই ভগ্নদশা দেখতে পেয়ে, বিস্ময় লুকাতে পারলেন না ভিগোর।

"জসিপ?"

"ভিগোর, বন্ধু আমার!" মেঝেতে স্তূপ করে রাখা বই-এর ফাঁক গলে জসিপ ছুটে এলেন বন্ধুর দিকে, তার রোগা হাতজোড়া বাড়িয়ে দিলেন সম্ভাষণ জানানোর জন্য, মানুষটির চোখের কোণায় চিকচিক করছিল অশ্রুজল। "তুমি এসেছ!"

"না এসে কিভাবে পারি?"

জসিপ কাছাকাছি হতেই, পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তারা। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে জাপ্টে ধরছিল। জসিপ বারবার হাত দিয়ে ভিগোরের কাঁধ খামচে ধরছিলেন, যেন দেখতে চাইছিলেন ওগুলো আসল কি-না। ভিগোর তার বন্ধুর শুকিয়ে আধখান হয়ে যাওয়া শরীর অনুভব করলেন। মনে মনে ভাবছিলেন, এতগুলো বছর মরুভূমির রুক্ষ আবহাওয়ায় কাটিয়ে জসিপের শরীর একদম মমির মতো হাড় জিরজিরে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে তার এও সন্দেহ হল, যত না মরুভূমির বাজে পরিবেশ, তারচেয়ে জসিপের পাগলের মতো টানা কাজ করে যাওয়াই ওর শরীরের এহেন হাড্ডিসার হাল হওয়ার জন্য দায়ী।

দুঃখের বিষয়, পাগলামোর ব্যাপারটা সত্যি। এবং ছেলেবেলাতেই আক্রান্ত হন তিনি এতে।

স্কুলে থাকতে, তার মাঝে প্রথমবার মানসিক রোগে ভোগার লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্কুলের ছাদের ওপরে নগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাকে। দাবি করছিলেন আকাশের তারার মাঝ দিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছেন তিনি। তাকে বলেছেন, তিনি যেন তার কাপড় চোপড় সব খুলে ফেলেন, যাতে তারার আলোয় আরও ভালো করে স্নান করতে পারেন তিনি। এবং এতে ঈশ্বরের আরও কাছাকাছি হতে পারবেন তিনি।

তার কিছু দিন পর, জসিপের মনে বাইপোলার ডিজঅর্ডার (এক ধরনের মানসিক অসুখ) ধরা পড়ে। এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগী হয় একেবারে বিষণ্ন বা ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে যায়। লিথিয়াম এবং অন্যান্য এন্টিডিপ্রেসেন্ট দিয়ে সেইসব উন্মাদনার সময় সুস্থ রাখতে হত তাকে। কিন্তু অসুখটা কখনও পুরোপুরি সারেনি। যদিও অসুখের ভালো দিক হচ্ছে, এর কারণে জসিপের ভেতরে দারুণ মেধার সঞ্চার হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল প্রচণ্ড প্রতিভাবান একজন মানুষের।

মানসিক অসুস্থতা এখনও তাকে পুরোপুরিভাবে ছেড়ে যায়নি। কোনো কোনো সময়ে তার মাঝে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। আচরণে কিছু পরিবর্তন আসে। আর, কিছু কিছু দুর্লভ মুহূর্তে, দেখা দেয় ম্যানিক ফেজ (উন্মাদনার চরম পর্যায়)। তাই দশ বছর আগে যখন হঠাৎ করে দুনিয়ার বুক থেকে হাওয়া হয়ে যান জসিপ, এতে খুব একটা অবাক হননি ভিগোর।

কিন্তু এখন ওর কী অবস্থা... ?

ওদের কোলাকুলির পর্ব শেষ হওয়ার পর, বন্ধুর চেহারার দিকে ভালো করে তাকালেন ভিগোর।

বন্ধুর মনোযোগ লক্ষ করে জসিপ বললেন। "ভিগোর, আমি জানি তুমি কী ভাবছ। আমার মানসিক অবস্থা এখন ভালো।" ঘরের দিকে এক পলক তাকিয়ে দ্রুত হাতে একবার আঙুল বুলিয়ে নিলেন চুলের মাঝে। "হয়তো এই মুহূর্তে মানসিকভাবে একটু অস্থির আছি, সেটা স্বীকারও করি। কিন্তু সেটার কারণ হচ্ছে সারাক্ষণ সময়ের সাথে লড়াই করার চাপ।"

এসব কিছু শুনে, চাচার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাচেল। ভিগোর তাকে জসিপের মানসিক অবস্থার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন এটা বললে হয়তো র‍্যাচেল এখানে আসতে বাধা দিবে উনাকে। সেই সাথে আরেকটা দুশ্চিন্তাও ছিল, এই তথ্য জানাজানি হলে ওর বন্ধুর কথাকে কেউ হয়তো তখন আর দাম দিবে না।

ভিগোরের ওইসব কুসংস্কারের বালাই নেই।

বন্ধুর মানসিক অবস্থার পরেও, জসিপের প্রতিভাকে সম্মান করেন তিনি।

"আমাকে বলো তো, এমন একটা আজব কায়দা করে এই পর্যন্ত ডেকে আনতে হল কেন আমাদের। তাছাড়া আমার জন্য বড় ধরনের বিপদ বয়ে এনেছিল তোমার পাঠানো জিনিসটি।"

"ওরা তোমাকে খুঁজে পেয়েছিল?"

"কে খুঁজে পাবে?" ভিগোরের কল্পনায় ইউনিভার্সিটিতে ওই আক্রমণ এবং আস্তাউ-এর ভয়াবহ বোমা হামলার কথা ভেসে এল।

জসিপের চোখে ফুটে উঠল অস্থিরতা, অজানা ভয়ের আশংকায় ভীত তিনি। প্যারানয়ার লক্ষণ। ভিগোর দেখতে পেলেন, নিজেকে সামলানোর জন্য জোর লড়াই করছে তার বন্ধুটি।

তিনি বললেন। "আমার জানা নেই। যাকে দিয়ে তোমার কাছে জিনিসটা পাঠিয়েছিলাম, তাকে কেউ একজন মেরে ফেলে। ওরা ওর ওপর অত্যাচার

চালায়, লাশ মরুভূমিতে ফেলে রাখে। আমি ভেবেছিলাম... ওটা ডাকাতের কাণ্ড। কিন্তু এখন... ?"

নিজেকে স্বাভাবিক রাখার সেই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিলেন জসিপ। তার চেহারায় সন্দেহের স্পষ্ট আভা। তার সন্দেহমাখা দৃষ্টি একবারে করে ঘুরে এল সবার উপরে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য দ্রুত পরিচয় পর্ব শুরু করলেন ভিগোর। "তোমার নিশ্চয়ই র‍্যাচেল, আমার ভাইঝিকে মনে আছে?"

আচমকা র‍্যাচেলকে চিনতে পেরে জসিপের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "অবশ্যই! অবশ্যই! কী দারুণ!"

পরিচিত মুখ দেখতে পেয়ে ভিগোরের বন্ধুর চেহারা থেকে তৎক্ষণাৎ টেনশনের ছাপ সরে গেল। ভরসা পেলেন, এই মুহূর্তে বন্ধুদের মাঝেই আছেন তিনি। "আসো, তোমাকে দেখানোর মতো অনেক কিছু আছে, অথচ সেই তুলনায় হাতে সময় খুব কম।"

বেঞ্চ লাগোয়া একটি কাঠের টেবিলের দিকে ওদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে এলেন তিনি। টেবিলটির উপরে স্তূপাকারে থাকা কাগজের টিলা পরিষ্কার করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সাঞ্জা। কাজ শেষ হতেই, সবাই বেঞ্চে বসে পড়ল।

"খুলি আর ওই বইটা?" জসিপ শুরু করলেন, চোখমুখ দিয়ে ঠিকরে বের হচ্ছিল অত্যুগ্র আগ্রহ।

"ওগুলো হেলিকপ্টারে রাখা আছে।"

"কেউ কি নিয়ে আসতে পারবে?"

ডানকান উঠে দাঁড়াল ওগুলো নিয়ে আসার জন্য।

"ধন্যবাদ, ইয়াং ম্যান," জসিপ বললেন। তারপর ঘুরলেন ভিগোরের দিকে। "মনে হয় তুমি ইতোমধ্যে খুলির মালিকের পরিচয় বের করে ফেলতে পেরেছ।"

"চেঙ্গিস খান। প্রত্নতত্ত্বটি তার দেহাবশেষ থেকেই তৈরি।"

"খুব ভালো। তোমার যেহেতু ল্যাবরেটরির সাথে যোগাযোগ আছে, তাই আমি জানতাম তুমি এই রহস্যের সমাধান করবেই।"

"কিন্তু এমন ভয়ংকর জিনিস তুমি পেলে কোথায়?"

"ডাইনির সমাধিতে।"

এই কথা শুনে ডক্টর শ-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তাচ্ছিল্যসূচক ধ্বনি। সে মনে মনে নিশ্চিত যে, এখানে এসে তাদের স্রেফ অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে। এমনকি রেলিকের অতীত ইতিহাস বলার পরেও ব্যাপারটির গুরুত্ব তার কাছে পরিষ্কার হয়নি। নিঃসন্দেহে তার এখানে বেজায় বিরক্ত লাগছে এবং সেটা চেপে রাখার বিন্দু মাত্র চেষ্টাও ডক্টর করছেন না। এবং সে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, এসব অযথা কাজ ফেলে কখন তারা মঙ্গোলিয়ার উদ্দেশ্যে সিগমার গোপন অভিযানে রওনা হবে।

মেয়েটিকে পাত্তা না দিয়ে, জসিপকে কথা বলায় উৎসাহ দিলেন ভিগোর। "আমার মনে পড়ে তুমি হাঙ্গেরিতে একটা গবেষণা কাজে গিয়েছিলে, আঠারো শতকের দিকে ডাইনি নিধনের ব্যাপারে তদন্ত করতে।"

"হ্যাঁ। আমি সেগেদে ছিলাম, ওটা হচ্ছে দক্ষিণ হাঙ্গেরির টিসা নদীর পাশের একটা ছোট শহর।"

নদীর নামের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য জসিপ একটু জোর দিলেন, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ভিগোরের দিকে, যেন তিনি তাকে আন্দাজ করার জন্য একটা ক্লু দিচ্ছেন। এই নাম শুনে ভিগোরের মাথায় কী একটা যেন উঁকি দিয়েও মিলিয়ে গেল, তবে সেটি যে ঠিক কী তা তিনি ধরতে পারলেন না।

জসিপ বলে চলল, "১৭২৮-এর জুলাই এ, ডাইনি নিধনের সময়, বসরকানিসগেত নামের নদীর ছোট একটা দ্বীপে বারো জন স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা দলকে পুড়িয়ে মারা হয়। নদীর নাম বসরকানিসগেত, যার অর্থ ডাইনিদের দ্বীপ। সেই ঘটনার কথা মাথায় রেখেই এই নামকরণ। অনেক নিরীহ মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছিল সেখানে।"

"কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা যে কত রকম আজেবাজে কাজ করে," র‍্যাচেল বিড়বিড় করে এই সব বোকা লোকদের গালমন্দ করল।

পাশে দাঁড়ানো জ্যাডাও সায় দিল এই কথায়।

"সত্যি বলতে, এই বিশেষ ধরনের খুনগুলোর সাথে মানুষের মনের অন্ধ বিশ্বাসের খুব সামান্যই বিরোধ আছে। হাঙ্গেরি তখন এক দশক ব্যাপী লম্বা খরায় আক্রান্ত হয়েছিল। নদীর পানি সরে গিয়ে মাটি একদম শুকনা ঝরঝরা হয়ে গিয়েছিল। কৃষিজমি পরিণত হয়েছিল ধু ধু মরুভূমিতে, দুর্ভিক্ষ খুবই ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।"

"মানুষজনের একটা বলির পাঁঠার দরকার পড়েছিল," ভিগোর বললেন।

"আর বলি দেয়ার জন্য কাউকে না কাউকে লাগতোই। চারশরও বেশি লোককে সেই সময় খুন করা হয়। তবে শুধু মানুষের অন্ধ কুসংস্কারের কারণেই কিন্তু এই লোকদের সবাইকে খুন করা হয়নি। অনেক ক্ষমতাবান লোক সেই নিষ্ঠুর সময়কে নিজেদের জীবন হুমকিমুক্ত করা অথবা ছোটখাটো প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।"

"আর সেগেদের ওই বারো জন মানুষ?" র‍্যাচেল প্রশ্ন করল, এই স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টিকারী বিষয়ে আরও কিছু শুনার জন্য প্রস্তুত।

"শহরের বাইরের একটা আশ্রমে সেই বিচারের দলিলের একটা আসল কপি খুঁজে পাই আমি। যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তার সাথে ডাকিনীবিদ্যা চর্চার তেমন একটা সম্পর্ক ছিল না। বরং ওই বারো জন কোনো একটা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে, এমন কোনো একটা গুজবের সাথেই এই মামলার বেশি সম্পর্ক ছিল। সত্যি হোক বা না হোক, এই ব্যাপার নিয়ে মুখ খুলতে অস্বীকৃতি জানায় ওই বারোজন। আদালতে অনেকে সাক্ষ্য দেয়, এই বারো জনের কাউকে কাউকে খুলি আর একটা বই-এর কথা বলতে শুনেছিল ওরা। বইটি আবার বাঁধাই করা হয়েছিল মানুষের চামড়া দিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ, মামলাটি ছিল রহস্যময় এবং অতিপ্রাকৃত ধরনের। শেষ পর্যন্ত ওদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার রায় দেয়া হয়।"

মংক তার যান্ত্রিক হাতের কৃত্রিম আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা মারতে মারতে বলল। "তো তাহলে আপনি বলছেন যে, এই বারোজনকে এক প্রকার গুপ্তধনের সন্ধান জানার জন্য পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।"

"এই গুপ্তধন কোনো হেজিপেজি ধরনের গুপ্তধন না।" জসিপ ভিগোরের দিকে আবারও ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন তিনি আশা করছেন তার অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি যা বুঝাতে চাচ্ছেন, তা সাথে সাথে আঁচ করে ফেলবেন বন্ধুটি।

ভিগোর বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকলেন। আরেকটু হলে বলতে চাইছিলেন যে ব্যাপারটার কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। তারপর রহস্য সমাধানের সব সূত্র একসাথে মিলিয়ে হঠাৎ চোখের পলকে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলেন তিনি।

"সেই টিসা নদী!"

জসিপ হাসলেন।

"ব্যাপারটা কী?" জ্যাডা জিজ্ঞেস করল।

উত্তেজনায় সিধা হয়ে বসলেন ভিগোর। "চেঙ্গিস খানেরই সমাধিই কিন্তু একমাত্র সমাধি না যেটি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সেই সাথে আরেকজন পরাক্রমশালী যোদ্ধার সমাধির কথাও বলতে হয়... হাঙ্গেরীয়দের কাছে একজন নায়ক তিনি।"

র‍্যাচেল ব্যাপারটা ধরতে পারল। "তুমি আটিলা দ্যা হানের কথা বলছ!"

ভিগোর মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের কারণে ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিয়ের রাতে মারা যায় আটিলা। চেঙ্গিসের মতোই, তার বাহিনীর সৈন্যরা তাকে গোপনে কবর দেয়। তার মৃতদেহের সাথে ছিল ওর লুটতরাজ করা সব ধন-সম্পত্তি। ওই সমাধির অবস্থানের কথা যারা যারা জানতো, তাদের সবাইকে খুন করে আটিলার সৈনিকেরা। গুজব আছে যে, আটিলাকে তিনটা কফিনের একটা সেটের মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। যার একটা ছিল লোহার, আরেকটা রুপার, আর একদম ভেতরেরটা খাঁটি স্বর্ণের।"

মংকের আঙুলের বাজনা বাজানো থেমে গেল। "আর আজ পর্যন্ত ওর সমাধিস্থান কেউ খুঁজে পায়নি?"

"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানান গুজব ডালপালা মেলেছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করে, ওর সৈনিকরা ওকে কবর দেয়ার জন্য টিসা নদীর গতিমুখ অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। তারপর তাকে কাঁদামাটির নিচের গোপন একটা কক্ষে শায়িত করে। এরপর, আবারও তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় নদীটিকে।"

"নিঃসন্দেহে, এই কাজ করলে ওই সমাধিটি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব," মংক স্বীকার করল।

মনের মধ্যে একটা কথা উঁকি দেয়ায়, জসিপের দিকে ঝট করে ঘুরলেন ভিগোর। "কিন্তু দাঁড়াও, তুমি বলেছিলে যে আঠারোশ শতকের খরার সময় এই ঘটনা ঘটেছিল।"

"খরার কারণে নদী তখন শুকিয়ে খটখটা হয়ে যায়," জসিপের মুখে হাসি।

"এতেই হয়তো ওই গোপন জায়গা উন্মুক্ত হয়ে যায়!" ভিগোরের কল্পনায় ভেসে এল, পানি সরে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে আটিলার গোপন সমাধি। "তুমি বলতে চাচ্ছ, কেউ একজন আসলেই খুঁজে পেয়েছিল এটাকে?"

"আর এটাকে গোপনও রাখতে চেয়েছিল," জসিপ যোগ করলেন।

"সেই বারোজন ষড়যন্ত্রকারী... সেই বারোজন ডাইনি।"

"হ্যাঁ।" টেবিলের সামনে ঝুঁকে এলেন জসিপ। "কিন্তু সেগেদের লোকজন একটা ব্যাপার জানত না। ওখানে আসলে তেরোজন ডাকিনীবিদ্যা চর্চাকারী ছিল।"

সন্ধ্যা ৬:০৭

হেলিকপ্টার থেকে ভূগর্ভস্থ লাইব্রেরিতে ফিরে এসে ডানকান দেখল সবাই স্তব্ধ হয়ে চুপচাপ বসে আছে। বুঝতে অসুবিধা হল না, কিছু একটা মিস করেছে ও। রেলিক দুটিকে টেবিলের ওপর রাখল ও। জোড়া রেলিকটি এখনও ইনসুলেটিং ফোম দিয়ে মোড়ানো। ওর ফিঙ্গারটিপস যেই পরিমাণ স্পর্শকাতর, তাতে এগুলোকে সরাসরি স্পর্শ করা মোটেও ঠিক হবে না।

সে জ্যাডার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারখানা কী?"

জ্যাডা ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটে চাপা দিয়ে মুখ দিয়ে 'শশশ' শব্দে বাতাস ছেড়ে ওকে ইঙ্গিত করল চুপ থাকার জন্য। তারপর ইশারায় দেখিয়ে দিল পাশের বেঞ্চটি।

ডানকান বসলে পরে, মনসিনিয়র জিজ্ঞেস করলেন জসিপকে, "কোন তের নম্বর ডাইনীর কথা বলছ?"

আজব প্রশ্ন শুনে ডানকানের ভ্রু কুঁচকে গেল।

ইয়াপ... নিশ্চিত কিছু একটা মিস করেছি আমি।

সন্ধ্যা ৬:০৯

ফাদার জসিপের ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছেন ভিগোর।

তার বন্ধু বললেন, "দলিল থেকে আবিষ্কার করলাম, ডাইনিদের ওই বিশেষ বিচারে যোগদান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেগেদের বিশপ। একজন ধার্মিক মানুষের সাথে এই ব্যাপারটা কোনোমতেই যায় না। আমার কাছে একে অস্বাভাবিক লেগেছিল।"

ভিগোর মনে মনে ভাবলেন, ব্যাপারটা আসলেই অস্বাভাবিক।

"তাই আমি উনার ব্যক্তিগত ডায়রির খোঁজ করলাম। শহরের ফ্রান্সিশান চার্চে সেগুলো খুঁজেও পেলাম। এই চার্চ পনেরো শতক থেকে চালু আছে। চার্চের অনেক বই পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত বা নরম হয়ে ঝুরঝুরা হয়ে গেছে। তার লেখা ঘাঁটাঘাঁটি করে সেগুলোর মধ্যে হাতে আঁকা একটা ছবি পেলাম। ছবিটিতে মানুষের মাথার একটা খুলি আঁকা। এটা দেখে আদালতে তোলা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কথা মনে পড়ে গেল আমার। এর ঠিক নিচে ল্যাটিন ভাষায় লেখা

ঈশ্বর, আমার পাপকে ক্ষমা করে দিও। সেই সাথে আমার নীরবতাকেও। এবং নিরুপায় হয়ে যা আমাকে কবর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে তাকেও।"

ভিগোর জসিপের পরের পদক্ষেপ অনুমান করতে পারেন। "তো তুমি এবারে তার কবরের খোঁজ বের করলে।"

"তার দেহাবশেষ চার্চের নিচে একটা সমাধিস্তম্ভে রাখা ছিল।" এ কথা বলার সময় বন্ধুর চেহারার লালচে ভাব লক্ষ করে ভিগোর আন্দাজ করলেন জসিপ এর পরে যা বলতে যাচ্ছে তা একজন খ্রিস্টান যাজক হিসেবে ভীষণ লজ্জার। "আমি অনুমতি নেইনি। অপেক্ষা করার মতো এত ধৈর্য আমার সেই সময় ছিল না। আমি তখন পাগলামোর চরম পর্যায়ে ছিলাম। সেই পর্যায়ে নিজের সব কাজকেই ঠিক মনে হত।"

ভিগোর তার পাশে বসা বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলেন। তাকে ভরসা দিলেন।

টেবিলের ওপরে রাখা জিনিস দুটির দিকে তাকিয়ে, জসিপ তার অপরাধ স্বীকার করলেন। "রাত যখন প্রায় শেষ, হাতুড়ি দিয়ে মার্বেল পাথরের দরজা ভেঙে ওখানে প্রবেশ করি আমি।"

"সেখানেই তুমি মাথার খুলি আর বই খুঁজে পাও?"

"অন্যান্য জিনিসের মধ্যে।"

"আরও কি কিছু ছিল?"

"মৃত্যুর আগে বিশপের লেখা একটি হস্তলিপি আমি আবিষ্কার করি, তার অতীত অপরাধের লিখিত স্বীকৃতিপত্র। একটি ব্রোঞ্জের টিউবে এটিকে সিলগালা করে রাখা হয়েছিল। এর ভেতরে, তিনি আটিলার সমাধিস্থল খুঁজে পাওয়ার কথা খুলে বলেছিলেন। কিভাবে একজন কৃষক শুকিয়ে যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে এতে হোঁচট খায়। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে দেখে যে পুরোটা খালি। অনেকদিন আগেই জায়গাটিতে লুটপাট চালিয়ে খালি করে ফেলা হয়েছিল। শুধু পড়ে আছে একটি লোহার বাক্স। সেখানে অমূল্য কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ছাড়া আর কিছু ছিল না।"

"মাথার খুলি আর বই।"

"কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে ভীষণ আতংক জাগায় ওই কৃষক শহরের বিশপের কাছে ছুটে আসে। তার মনে হয়েছিল, সে হোঁচট খেয়ে ডাইনিদের মিলিত হওয়ার স্থানে উপস্থিত হয়েছিল। এই কথা শুনতে পেরে, ওই স্থানে যাওয়ার জন্য বিশপ তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বারোজন সঙ্গীকে ডাকলেন।"

"সেই বারোজন মানুষ যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল," ভিগোর বলল।

"ঠিক। নদীর ধারের ওই পাতালঘরে কে লুটপাট চালিয়েছিল সেটা ওরা আবিষ্কার করে। চোরগুলোর রেখে যাওয়া একটি স্বর্ণের ব্রেসলেট খুঁজে পায় ওরা। ব্রেসলেটে খোদাই করা আছে একটি চিত্র। ফিনিক্স পাখি লড়াই করছে একটি পিশাচের সাথে। এবং সেই সাথে এতে চেঙ্গিস খানের নামাঙ্কিতও ছিল।"

তো চেঙ্গিস খান তাহলে আটিলার সমাধি খুঁজে পেয়েছিল...?

ভিগোর মনে মনে স্বীকার করলেন, এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদিও ওদের দুটো সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী আগে পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপরেও ভৌগোলিক দিক থেকে চিন্তা করলে, ওদের সাম্রাজ্য আসলে একটা আরেকটাকে ক্রস করেছে। চেঙ্গিস অবশ্যই আটিলার কবরের কথা জানতে পেরেছিল এবং কবরের সাথে থাকা গুপ্তধনের সন্ধানও করেছিল। মঙ্গোল বাহিনী কখনও হাঙ্গেরিকে পুরোপুরি নিজেদের আয়ত্তে আনতে পারেনি। কিন্তু এখানে ওখানে অনেককটি খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। সেই সব সামরিক অভিযানের সময় অবশ্যই কোনো না কোনো বন্দী অত্যাচারের ঠেলায় মুখ খুলেছে। আর তাতেই ওরা আটিলার সমাধির খোঁজ পায় এবং বিন্দুমাত্র দেরি না করে যা আছে সব লুটপাট করে নিয়ে আসে।

কিন্তু এর কোনোটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেয় না।

জসিপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ভিগোর বললেন। "কিন্তু আটিলার পুরানো সমাধিতে চেঙ্গিস খানের নিজের মাথার খুলি আর চামড়ায় বাঁধাই করা বই কী করে ঢুকল?"

"দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সতর্কবার্তার কারণে।"

সাঞ্জার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন জসিপ, এতক্ষণ যেন উনার কাছ থেকে শুধু একটি ইশারার অপেক্ষায় ছিল সে। তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে এল, সুরক্ষিত রাখার জন্য এগুলোকে বিশেষ এক ধরনের প্লাস্টিকের কভারে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে।

"এই কাগজগুলোও আটিলার সমাধিতে পাওয়া যায়।"

ওগুলোকে ভিগোরের সামনে রাখা হল। তিনি অতি পুরাতন পৃষ্ঠার দিকে তাকালেন। খুব ঠাহর করে দেখলে অস্পষ্ট হাতের লেখা দেখতে পাওয়া যায়। দুই চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একে ল্যাটিন ভাষায় লেখা বলে ধরতে পারলেন তিনি।

একদম ওপরের লাইন অনুবাদ করলেন তিনি, "এটি হচ্ছে ইল্ডিকোর লেখা শেষ ইচ্ছাপত্র, যার শরীরে বইছে বুর্গান্ডির রাজা গন্ডোইকের রক্ত। এবং এই কথা গুলো হচ্ছে ভবিষ্যতের মানুষদের উদ্দেশ্যে বলে যাওয়া আমার অন্তিম বাণী..."

নামটা চিনতে পেরে ভিগোর বন্ধুর দিকে তাকালেন। "ইল্ডিকো ছিল আটিলার শেষ বৌ। কেউ কেউ বিশ্বাস করে বিয়ের রাতে আটিলাকে বিষ দিয়ে খুন করেছিল সে।"

"ওটা সে এখানে স্বীকারও করেছে।" স্তূপীকৃত কাগজ স্পর্শ করে জসিপ বললেন। "সময় পেলে এই লেখাগুলো পড়ে দেখো। ওই পাতালকক্ষে আটিলার মরদেহের সাথে জীবন্ত কবর দেয়ার পর এগুলো লিখেছিল সে। এবং চার্চের নিকট হতে নির্দেশ পাওয়ার কারণেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় মেয়েটি।"

"কী বললে?" ভিগোরের কণ্ঠে বিস্ময়।

"একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে, পোপ লিও দ্যা গ্রেট তাকে এই কাজ দেন। আগের বছর আটিলাকে দেয়া বস্তুটি উদ্ধার করে আনার দায়িত্ব দেয়া হয় ওকে।"

সেই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ এর কথা ভিগোরের ভালো মতোই জানা ছিল—শুধু একটা জিনিস ছাড়া। "পোপ তাকে ঠিক কী দিয়েছিলেন?"

"একটা বাক্স। বা ঠিক করে বললে তিনটা বাক্স। একটার ভেতরে আরেকটা রাখা। একদম উপরেরটা লোহার, তারপরে রুপার, তারপরে স্বর্ণের।"

আটিলার কফিনের ব্যাপারে যে গুজব শুনতে পাওয়া যায় ঠিক সেই রকম।

পোপের দেয়া উপহারটাই কি তবে এই কাহিনীর উৎস? নাকি নিজের সমাধি তৈরির এমন গুজব আটিলা নিজেই ছড়িয়েছে?

"ওই বাক্সের মধ্যে কী রাখা ছিল?" সমস্যার একদম গভীরে আঘাত করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুড়ে দিল র‍্যাচেল।

"প্রথমত, ওখানে একটা খুলি রাখা ছিল। প্রাচীন আরামাইক ভাষা লিখিত ছিল এর গায়ে।"

ভিগোর মানসচোখে দেখলেন ওই লেখাটি, যেটি রোমে থাকতে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। "তো ওই বাক্সে মূল দেহাবশেষটি রাখা ছিল, যেটি নকল করে চেঙ্গিসের খুলিকে আকৃতি দেয়া হয়?"

বুড়ো আঙুল দিয়ে ফোম দ্বারা মোড়ানো বস্তুটির দিকে ইশারা করে মংক বলল "তো চেঙ্গিসের খুলি ছিল স্রেফ আগেরটির একটি জেরক্স কপি। কেন সেটা করতে হল?"

র‍্যাচেল বুঝিয়ে বলল, "কেউ একজন চেয়েছিল প্রথম খুলির গায়ে লিখিত কথা–পৃথিবী ধ্বংস না করার করুণ মিনতি এবং তার দিন তারিখ–যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত টিকে থাকে।"

"কিন্তু কেন?" কথার মাঝ পথে বাধা দিল জ্যাডা, স্পষ্টতই বিরক্ত। "কেন এই জিনিস সংরক্ষণের জন্য এতো সময় খরচা করতে হল? যেখানে এই কেয়ামতের আগাম ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই?"

"কে বলেছে যে, এর ব্যাপারে কিছুই করার নেই?" জসিপ বাধা দিয়ে বললেন। "আমি বলেছিলাম, তিনটা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রথম বস্তুটি ছিল ওই খুলি।"

"ওখানে তাহলে আর কী কী ছিল?" ভিগোর জিজ্ঞেস করলেন।

"ইল্ডিকোর লেখা অনুসারে, বাক্স আর তার ভেতরের সামগ্রী এসেছিল পূর্ব পারস্য হতে। পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করার জন্য নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান গোষ্ঠী কতৃক রোমে পাঠানো হয় এগুলোকে। এই প্রত্যাশায়, যে সঠিক সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে এগুলোকে।"

"বা অন্ততপক্ষে খুলিতে খোদাই করা সেই তারিখ পর্যন্ত," ভিগোর যোগ করলেন।

একমত হওয়ার ভঙ্গিতে তার মাথা নোয়ালেন জসিপ। "এর ভেতরে রক্ষিত বস্তুর ব্যাপারে ভালমতো না জেনেই, এই উপহার হাতছাড়া করেছিলেন পোপ লিও। কিন্তু পারস্য থেকে আসা নেস্টোরিয়ান দূত যখন পোপকে বস্তুটির সত্যিকারের ইতিহাস খুলে বলেন, তখনই নিজের মারাত্মক ভুলটি ধরতে পারেন তিনি।"

মংক নাক সিটকাল। "তাই তিনি একটা বাচ্চা মেয়েকে পাঠান এটা ফিরিয়ে আনার জন্য।"

"হয়তো এছাড়া আটিলার কাছাকাছি হওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না," জসিপ প্রতিবাদ করলেন। "কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ওই মেয়েটিও ব্যর্থ হয়। তাকে দেয়া উপহারটির ব্যাপারে কিছু গুজব খুব সম্ভবত আটিলার কানে এসেছিল। যেই কারণে একে লুকিয়ে ফেলেন তিনি।"

"কী ছিল সেটা?" ভিগোর জিজ্ঞেস করলেন।

"ইন্ডিকোর নিজের কথায়... একটা ঐশ্বরিক ক্রুশ। আকাশ হতে দূরপ্রাচ্যের মাটিতে পতিত একটি নক্ষত্রপিণ্ড থেকে খোদাই করা হয় এটিকে।"

"একটি উল্কাপিণ্ড!" উত্তেজিত হয়ে জ্যাডা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"খুব সম্ভবত," জসিপ একমত। "সেই পতিত নক্ষত্রপিণ্ড থেকে খোদাই করা হয় ক্রুশটি। এবং একজন পুণ্যবান অতিথিকে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয় এটি। প্রাচ্য দেশে উপস্থিত হয়ে নতুন এক ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছিল সেই অতিথি।"

"তুমি সেইন্ট থমাসকে নিয়ে কথা বলছ," উত্তেজিত গলায় বললেন ভিগোর। "সেইন্ট থমাসকে ওই সদ্য খোদাই করা ক্রুশটা দিয়েছিলেন স্বয়ং চাইনিজ সম্রাট।"

ঐতিহাসিকেরা এই একটা ব্যাপারে একমত, ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে গিয়ে সুদূর ভারত পর্যন্ত গিয়েছিলেন সেইন্ট থমাস। সেখানে শেষ পর্যন্ত শহীদ হন তিনি। কিন্তু অল্প কিছু পণ্ডিত এও বিশ্বাস করে... হয়তো চীন, এমনকি জাপান পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিনি।

ভিগোর তার গলার স্বর থেকে বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না। "তুমি কি বলছ যে ওই বাক্সেই সেইন্ট থমাসের ক্রুশ রাখা আছে?"

"শুধু তার ক্রুশ না," জসিপ বললেন।

ভিগোর তার বন্ধুর অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকিয়ে সত্য উপলব্ধি করতে পারলেন।

এতে সেইন্ট থমাসের খুলিও রাখা আছে।

এক মুহূর্তের জন্য, মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললেন ভিগোর। এই জ্ঞানটিই কি তার বন্ধুকে উন্মাদনার দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য দায়ী? জসিপ এর মাঝে স্বীকার করেছে যে তার আচরণে অস্বাভাবিকতা আছে। এই কারণেই কি তবে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল?

"ইন্ডিকোর প্রামাণিক বক্তব্য অনুসারে," জসিপ বলে চললেন, "ওই ক্রুশটা ধরে রাখার সময় সেইন্ট থমাস কল্পনায় দেখতে পান, পৃথিবী আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এমনকি এও দেখতে পান যে ঘটনাটি কখন ঘটবে। তার মৃত্যুর পরেও খ্রিস্টান পাদ্রিদের দ্বারা এই জ্ঞান সংরক্ষিত করে রাখা হয়।"

"সেইন্ট থমাসের খুলির ওপরে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে?"

জসিপ সায় দিলেন। "সেইন্ট থমাসের বক্তব্য অনুসারে, এই ঐশ্বরিক ক্রুশটিই হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র, যেটি দুনিয়াকে ওই তারিখে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। যদি এটা খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবী মহা বিপর্যয়ে পতিত হবে।"

"আর এই ক্রুশ আটিলার সাথে সমাধিস্থ হয়েছিল?" ভিগোর জিজ্ঞেস করল।

কাগজের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন জসিপ। "ইল্ডিকো সেটাই দাবি করেছে। আটিলার সমাধির ভেতরে তালাবন্দী থাকার সময় ওই বাক্সটি আবারও খুঁজে পায় সে। কিন্তু ক্রুশটি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। এবং এই কথাগুলো ইল্ডিকো এই আশায় লিখেছিল, যেন কেউ একজন এটি খুঁজে পায়।"

"যেটা চেঙ্গিস পেয়েছিল," ভিগোর কথা শেষ করলেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘরের সবাই পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে রইল।

অবশেষে, গলা খাকারি দিয়ে মংক বলল। "তো তাহলে আমি সোজাসুজিই বলি। পোপ ভুলবশত আটিলাকে এই মূল্যবান সম্পদটি দিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র করেও একে ফিরিয়ে আনা যায়নি। কয়েক শতাব্দী পরে, আটিলার সমাধিতে লুটপাট চালায় চেঙ্গিস। সেখানে ইল্ডিকোর লেখা পায় সে। ক্রুশটিও পায়। আর নিজের মৃত্যুর পরে, নিজের দেহকে এই জ্ঞান সংরক্ষণে উৎসর্গ করে সে।"

"শুধু সংরক্ষণ করাই না," জসিপ বললেন, "কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তিনি একটা রোডম্যাপ রেখে গিয়েছিলেন। আমাদের রাস্তা দেখিয়ে গেছেন, যে রাস্তা ধরে গেলে আমরা ওই লুকানো ক্রুশটি খুঁজে পাবো। তিনি নিজের শরীরকে সেই রাস্তার পথপ্রদর্শকে রূপান্তর করেছেন।"

এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলেন ভিগোর। "চেঙ্গিস খান সবসময় বিশ্বাস করতেন, ভবিষ্যৎ তার অধীনস্থ। আর সেই সাথে যদি বিবেচনা করি যে, আজকের দুনিয়ার প্রতি দুইশ জনের একজন হচ্ছে তার বংশধর। তাহলে এমনটা হতেই পারে। নিজের বংশধরদের রক্ষা করতে চাইতেই পারেন তিনি।"

জসিপ একমত। "রক্তপিপাসু স্বেচ্ছাচারী একজন শাসকের ভাবমূর্তি থাকার পরেও, নিজের সময়ের থেকে চেঙ্গিসের চিন্তাভাবনা অনেক উন্নত ছিল। তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। কূটনৈতিক দূতকে বিশেষ নিরাপত্তা দেয়ার ধারণা চালু করেন, এমনকি মহিলাদেরও কাউন্সিলে যোগ দেয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন স্বাধীনতা প্রদান করেছিল মঙ্গোলরা। এমনকি ওদের রাজধানী শহরে, একটা নেস্টোরিয়ান গির্জা পর্যন্ত আছে। সেই গির্জার যাজকেরা হয়তো চেঙ্গিসের ওপরে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।"

"আমার মনে হয় শেষ কথাটার ব্যাপারে তোমার ধারণা হয়তো সঠিক," ভিগোর বললেন। "নেস্টোরিয়ানরা চেঙ্গিসের ওপরে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এবং চেঙ্গিস যে নিজের দেহকে সেইন্ট থমাসের গসপেল সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, তাতেও তোমার ধারণা প্রমাণিত হয়।"

কিন্তু গোয়েন্দার মতো সন্দেহ নিয়ে র‍্যাচেল আরও প্রমাণ দাবি করল। "শুনতে খারাপ লাগছে না, কিন্তু এসব কথা প্রমাণ করতে পারবে তোমরা? কোনো বাস্তবসম্মত প্রমাণ আছে, যে ওই ক্রুশ সবসময় নিজের কাছে রাখতেন চেঙ্গিস?"

জসিপ ভিগোরের দিকে আঙুল তাক করলেন। "ওর কাছে আছে।"

ভিগোরকে দেখে মনে হল কেউ তার নামে মিথ্যা অভিযোগ করছে। "তুমি কী বলতে চাচ্ছ? আমার কাছে আছে মানে?"

"ভ্যাটিকানের গোপন আর্কাইভে। তুমি এখন ওই জায়গার প্রিফেক্ট, সেটা কি মিথ্যা?"

ভিগোর মাথা খাটিয়ে বের করার চেষ্টা করলেন, জসিপ আসলে ঠিক কী বুঝাতে চাচ্ছে। তারপর তার কল্পনায় ভেসে এল আর্কাইভে রক্ষিত একটি মহামূল্যবান সম্পদের কথা। "চেঙ্গিস খানের নাতির কাছ থেকে পাওয়া চিঠি!"

দুই হাত ভাঁজ করলেন জসিপ। এমন ভাব নিলেন, যেন মাত্রই উকিল হিসেবে একটা মামলায় জয়লাভ করেছেন তিনি।

অন্যদের কাছে বিষয়টার ব্যাখ্যা করলেন ভিগোর। "১২৪৬ সালে পোপের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন চেঙ্গিসের নাতি গাইয়ুক খান। চিঠিতে তিনি দাবি করেন, তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য পোপকে নিজ উদ্যোগে মঙ্গোলিয়া আসতে হবে। পোপকে এই বলেও সতর্ক করে দেয়া হয়... যদি তিনি না আসেন, তাহলে পৃথিবীর সামনে খুব খারাপ পরিণতি অপেক্ষা করছে।"

র‍্যাচেল তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল। "একে নিশ্চিত প্রমাণ বলা যায় না। কিন্তু তারপরেও আমি স্বীকার করছি, চেঙ্গিসের নাতি হয়তো দুনিয়ার নিয়তি ওর নিজের কাছে জিম্মায় থাকার কথা জানতো। অথবা চেঙ্গিসের সমাধিতে রাখার কথা অন্তত জানতো।"

ভিগোর ছোট করে কাঁধ ঝাঁকালেন। "সে হয়ত এটা পোপকে ফেরত দেয়ার কথা ভাবছিল। শুধু পোপ যদি ওখানে যাত্রা করতেন... দুর্ভাগ্যবশত সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।"

ডানকান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "যদি তিনি যেতেন, তাহলে আমাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যেতো।"

মংক বিশাল করে কাঁধে ঝাঁকি দিল। "অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম। এই ইতিহাস শিক্ষার আসরের তারিফ করি আমি। কিন্তু এবার আসেন ফালতু কথা বাদ দেই। কেউ একজন কি আমাকে দয়া করে বলবেন, এই ক্রুশ কিভাবে পৃথিবীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে?"

উত্তরের আশায় জসিপের দিকে তাকালেন ভিগোর। তার বন্ধু পরাজিত ভঙ্গিতে ছোট করে মাথা ঝাঁকালেন। কিন্তু তার বদলে, একদম অকল্পনীয় একজনের কাছ থেকে উত্তর আসলো। এমন একজন যে কিনা এতোক্ষণ যাবত সেইন্ট থমাসের মতই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

ডক্টর জ্যাডা শ হাত উঁচু করলেন। "আমি জানি।"

অধ্যায় : ১১

১৮ই নভেম্বর, রাত ৯:১০ কেএসটি
পিয়ংইয়ং, উত্তর কোরিয়া

ট্রাকের চাকার গুড়গুড় আওয়াজ জেলখানার দরজায় ওদের আগমন ঘোষণা করছে।

ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে থাকা গ্রে এতে মনে মনে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল। রাজধানী শহর পিয়ংইয়ং থেকে নিরাপদে পালাতে সক্ষম হয়েছে ওরা। এখন এগিয়ে চলছে তাইডং নদীর পাশের জলাভূমি ধরে। এখানে আসার পথে ওদেরকে কয়েকবার প্যাট্রল দেয়া সৈনিকদের সামনে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু মোটরসাইকেলে থাকা ট্রায়াড মেম্বাররা ভালোভাবেই সামাল দিয়েছে একে। যেহেতু, কর্তৃপক্ষ এখনও বাসের খোঁজ করছে। তাই নিজেদের মিলিটারি ট্রাক দেখে ওরাও আর কিছু সন্দেহ করেনি।

কিন্তু গ্রে জানে, এই ভাগ্য খুব একটা বেশিক্ষণের জন্য ওদের সহায় হবে না। হোটেলে আসতে না আসতেই দলের অর্ধেক যোদ্ধাকে হারাতে হয়েছে ওদের। এবং শত্রুদের হাতে আটক হওয়া একজনও যদি মুখ খোলে, তাহলেই হামলার পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

গ্রের কানে এল, ওদের ড্রাইভার হেড়ে গলায় গেটে পাহারা দেয়া গার্ডের সাথে কথা বলছে। পরিকল্পনা হচ্ছে, ওরা রিইনফোর্সমেন্ট (নতুন যোগ হওয়া সৈনিকদের দল) হিসেবে ভান করবে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, কর্তৃপক্ষ মনে করছে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল। তাই সেটিকে জোরদার করার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে ওদেরকে। দূরের শহর থেকে ভেসে আসা সাইরেনের আওয়াজ নিঃসন্দেহে ওদের দাবিকে আরও পাকাপোক্ত করবে।

ট্রাকের ভেতরে বসে থাকা গ্রের কানে এল, বাইরের খুট খাট শব্দে পায়ের আওয়াজ এবং মানুষজনের উত্তেজিত গলার স্বর। গার্ডদের চেহারা নার্ভাস। খুব সম্ভবত, রাজধানী শহরে কী হচ্ছে সেই ব্যাপারে তারা এখনও অন্ধকারে আছে।

হঠাৎ পেছনের ফ্ল্যাপ গুটিয়ে নেয়া হল। ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো ভেতরে প্রবেশ করে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। এতে ভালোই হল, কারণ এই অজুহাতে ওরা সবাই হয় নিজেদের চেহারা হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল অথবা মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

ফ্ল্যাশলাইটের বীম চারপাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল গার্ড। কিন্তু যখন দেখল এরা সবাই উত্তর কোরিয়ান ইউনিফর্ম পরা পুরুষ-মহিলা, তখন আলো সরিয়ে নিজেকে গেটহাউসের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সে।

গিয়ার চেঞ্জ করে আবারও চলতে শুরু করল ট্রাকটি। হামাগুড়ি দিয়ে ট্রাকের চাকা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল সামনে। এক পাশে সরে গেল গ্রে এবং ঝুঁকি নিয়ে বাসের ফুটা দিয়ে বাইরে উঁকি মারল ও। এই এলাকাটির আয়তন হবে প্রায় একশ একর। পুরো এলাকা ঘিরে আছে উঁচু উঁচু কাঁটাতারওয়ালা বেড়া। প্রতি পঞ্চাশ গজ পরে পরে বসে আছে একটা করে ওয়াচটাওয়ার। ভেতরে থাকা স্থাপনাগুলো সিমেন্টের বিল্ডিং এবং কাঠের ব্যারাকঘরের মিশ্রণ।

হাতে থাকা মানচিত্রে আঙুল রাখল গ্রে। এখানে আসার পথে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে এটি। জিজ্ঞাসাবাদের জায়গা মেইন গেটের কাছাকাছি। সম্ভবত, ওখানেই আটক রাখা হয়েছে সেইশানকে।

কিন্তু এখনও কি ওখানে আছে ও?

দ্বিতীয় বেড়া পার হওয়ার আগে একটা মাইন ফিল্ড পাড়ি দিতে হল ওদের ট্রাকটিকে। তাদেরকে রিসিভ করার জন্য ভেতরের গেট খুলে দেয়া হল।

মোটরসাইকেলগুলো প্রবেশ করল আগে আগে, দেখাদেখি ঢুকল ওদের ট্রাক। ভেতরে ঢুকতেই, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ওদের পেছনের দরজা।

এখন আর ফিরে যাওয়ার পথ খোলা নেই।

আর ভেতরে ঢুকে পড়াটাই হচ্ছে তুলনামূলক সহজ কাজ।

ট্রাকের মেঝে উপড়ে ফেলে বের করা হল ভারী অস্ত্রশস্ত্র: মেশিন গান, গ্রেনেড লঞ্চার, এমনকি একটা ৬০ মিলিমিটার লাইটওয়েট মর্টার পর্যন্ত।

কোয়াওস্কি কাঁধে তুলে নিল একটা রকেট লঞ্চার। এটার লম্বা টিউব বসালো তার কাঁধে আর অন্য হাতে আটকে নিল অটোমেটিক রাইফেলটিকে। নিজের বুকে প্যাঁচিয়ে রেখেছে বুলেটের চেইন। পরনে রাজ্যের সব যুদ্ধাস্ত্র চাপিয়েছে সে।

"এতদিনে গায়ে একটু ভালো জামাকাপড় চাপানোর সুযোগ পেলাম, আগে নিজেকে ন্যাংটা ন্যাংটা লাগতো।" কোয়াওস্কি বলল, ওর গলার গমগমে আওয়াজ ট্রাকের গর্জন ছাপিয়েও স্পষ্ট শুনা গেল।

তাদের ট্রাক জিজ্ঞাসাবাদের বিল্ডিং বরাবর এগিয়ে চলল এবং এর প্রবেশপথের সামনে পার্ক করল। ড্রাইভার ট্রাকের ইঞ্জিন চালু রাখল। ভাগ্য সহায় হলে কোনো গোলমাল ছাড়াই সেইশানকে এখান থেকে বের করে আনতে পারবে ওরা। তারপর কোনো হাঙ্গামা না করে যেভাবে এসেছে সেভাবে এখান থেকে বের হয়ে যাবে। গেটের গার্ড যদি কোনো প্রশ্ন করে ওদেরকে বলা হবে, হঠাৎ শহরে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে ওদের।

ঝুয়াং উঁকি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে নিলেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি-না। সন্তুষ্ট হলে পরে, গ্রে আর গুয়ান-ইনকে সামনে আগানোর জন্য ইশারা করলেন তিনি।

জিজ্ঞাসাবাদের বিল্ডিংয়ের সম্মুখদিকটাকে ভালো করে দেখে নিল গ্রে। সিমেন্টের কংক্রিট দিয়ে বানানো বিল্ডিংটি এক তলা। রাতের এই সময়ে প্রায় পুরোপুরি অন্ধকার। এই বিল্ডিং দ্রুত চষে ফেলতে তাই খুব একটা বেগ পেতে হবে না ওদের।

"লেটস গো," ট্রাক থেকে নেমে গ্রে বলল।

দরজার সামনের দিকটায় দৌড়ে গেল ওরা।

দরজার কাছে যেতেই গ্রে দেখল খোলা পড়ে আছে এটি। আস্তে করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, রাইফেল বাগিয়ে দ্রুত চারপাশে একটা ঘুরান দিল, কিন্তু কাউকে নজরে পড়ল না। মানুষের গলার স্বর শুনার জন্য কান খাড়া করল ও, কিন্তু কোনো আওয়াজ কানে এল না।

গুয়ান-ইন যোগ দিলেন ওর সাথে। তাকে ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছে, চোয়াল ঝুলে আছে। গ্রের মনে পড়ল, এই রকমই কোনো একটা ভিয়েতনামি ক্যাম্পে এক বছর পাশবিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন সেইশানের মা। উনার গাল এবং কপাল পর্যন্ত চলে যাওয়া ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকাল গ্রে। ভেতরে প্রবেশের সময় ঝুয়াং-এর হাতের স্পর্শ পেয়ে তিনি যেভাবে লাফিয়ে উঠেছিলেন তাতে বুঝা যায়, ক্যাম্পে থাকার কারণে শারীরিক আঘাতের চেয়ে মানসিকভাবেই বেশি চোট পেয়েছেন তিনি।

"আমার মানচিত্র অনুসারে," গ্রে বলল, গুয়ান-ইনের মনোযোগ টেনে আনল হাতে ধরা মানচিত্রের দিকে, "কারাগার এবং জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকার কথা পেছনের দিকে।"

ওর কথায় সায় দেয়ার মত করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

একে একে সবকটি রুম চেক করে দেখল ওরা। করিডরের শেষ মাথায় দেখা গেল, কিঞ্চিৎ খুলে রাখা দরজা থেকে আলো বেরিয়ে আসছে।

ঐদিকে রাইফেল তাক করল গ্রে। কান খাড়া, যদি কোনো আওয়াজ পাওয়া যায়।

এই নিশ্চুপ পরিবেশ ওর স্নায়ুর ওপরে চাপ ফেলতে শুরু করেছে।

খোলা দরজার দিকে পৌঁছাল ও। উঁকি দিয়ে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল। ছোট একটা ঘর, জানালার দিকে মুখ করে রাখা আছে কয়েকটা চেয়ার।

সাবধানে, নিজেকে ভেতরে গলিয়ে দিল গ্রে। একটি কাঁচের স্বচ্ছ দেয়ালের মুখোমুখি হল। সম্ভবত এই কাঁচটি একটি এক মুখি আয়না। যার এক পাশ দিয়ে পরিষ্কারভাবে অন্যপাশ দেখা যায়, কিন্তু অন্যপাশের মানুষ এই পাশের মানুষদের দেখতে পায় না। আয়নার মতো শুধু নিজেদেরই দেখতে পায়। কাঁচের দেয়াল ছাড়িয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল গ্রে। দুইজন মানুষ মেঝেতে পড়ে আছে, তাদের পাশে জমা হয়েছে রক্তের ছোটখাট পুকুর। এদের একজন উত্তর কোরিয়ান গার্ড। অন্যজনের গায়ের সাদা কোট দেখে গ্রে অনুমান করল, এই লোক সম্ভবত ল্যাব টেকনিশিয়ান গোছের কেউ হবে।

মৃত মানুষদের সাথে আরও দুইজন লোক ভাগাভাগি করে আছে জায়গাটা। তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এদের। ওরা দুই জনে রুম থেকে বেরুনোর একমাত্র

দরজাটি খোলার চেষ্টা করছেন। সেই সাথে চোখে পড়ল, জানালার নিচের মেঝেতে বাঁকা হয়ে পড়ে আছে লোহার টুলটা। নিশ্চয়ই এটা দিয়ে ওরা জানালার কাঁচ ভাঙার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরে দেখতে পায় জানালাটি আসলে বুলেটপ্রুফ।

তৎক্ষণাৎ ফাঁদে পড়া একজনকে চিনতে পারল গ্রে, এমনকি নাকের ডগায় ব্যান্ডেজ থাকার পরেও।

হুয়ান পাক।

অন্যজন দাঁড়িয়ে আছে লম্বা হয়ে, গালে কালো দাড়ি আর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ইউরেশীয় টাইপ। গ্রের মনে পড়ল, এই লোককে ম্যাকাও-এর রাস্তায় দেখেছিল ও। এই লোকই ক্যাডিল্যাকে ঢুকিয়েছিল সেইশানকে।

"ওর নাম জু-লঙ দেলগাডো," গুয়ান-ইন বললেন।

গ্রের চোখ স্থির দুইজন মৃত মানুষের দিকে। সেইশানের হাতের কাজ চিনতে পারছে।

"মনে হয় একটা সমস্যা হয়েছে আমাদের," গ্রে বলল। "আপনার মেয়ে পালিয়েছে।"

পরিস্থিতি আরও জটিল করার জন্যই যেন, ক্যাম্পের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেজে উঠল, সাথে লাউডস্পিকারে গর্জে উঠা হুকুম ধাকুম।

গুয়ান-ইন এর দিকে ঘুরল গ্রে।

ওদের এখানে আসার খবর জানাজানি হয়ে গেছে।

রাত ৯:১৬

নোংরার মধ্যে শুয়ে আছে সেইশান। সাইরেনের আওয়াজ কানে আসায় মনে মনে একটু দমে গিয়েছে ও।

হামাগুড়ি দিয়ে, উঁচু থাম দিয়ে বানানো একটা ব্যারাকের ভেতরে এসে লুকিয়েছে সেইশান। এই জেলখানাটি বানানো হয়েছে তাইডং নদীর ধার ঘেঁষা জলাভূমির ওপরে। তাই এই এলাকা মাঝে সাঝেই জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। এই পরিস্থিতি সামলাতে ঘরগুলোকে সেজন্য কাঠের খাম্বার ওপর রাখা হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, এই জেলখানাটি তৈরির সময় বন্দীদের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেনি কর্তৃপক্ষ। এখানে উষ্ণতার ব্যবস্থা নেই, বাতাস চলাচল খুব সামান্য, আর যেভাবে প্রস্রাব ও মানব বিষ্ঠার উৎকট দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ধরে নেয়া যায়, টয়লেটের দিকটাও কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে গিয়েছে।

এখানে গত আধঘণ্টা যাবত আছে সেইশান। তার কানে এসেছে উপরে গাদাগাদি করে থাকা মানুষদের চাপা ধ্বনি ফিসফিস আওয়াজ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, রাগী গলায় কথাবার্তা, এমনকি একটি বাচ্চাকে শান্ত করার জন্য একজন মায়ের কোমল কোমল কথা পর্যন্ত। একটা পুরো পরিবারকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এখানে। কাউকে কাউকে আটক রাখা হয়েছে এবারকার মতোন উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ বন্দীকে আটকে রেখে খাটিয়ে নেয়া হবে দাসের মতো।

• ক্রোধ সেইশানের ভেতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাইল। একমাত্র এই অনুভূতিটিই এই হিমশীতল রাতেও উষ্ণ রেখেছে সেইশানকে।

বিশেষ করে এই জায়গাটিই বেছে নিয়েছে ও, কারণ এখান থেকে মেইন গেট পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। আশা করছে, গ্রে যদি ওকে উদ্ধার করতে আসে, তাহলে সেটা এখান থেকে আগে ভাগেই দেখতে পাবে ও।

কয়েক মুহূর্ত আগে সেইশান লক্ষ্য করেছিল, ভারী চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে গাঢ় সবুজ রঙ-এর একটি মিলিটারি ট্রাক। ট্রাকের সামনে ছিল ইউনিফর্ম পরা মোটরসাইকেল আরোহী। নিশ্চয়ই এখানে নতুন সৈন্য সমাবেশ করছে ওরা। লক্ষণ ভালো নয়। ট্রাকটি নিজেকে জিজ্ঞাসাবাদ বিল্ডিং এর অন্ধকার কোণে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল।

নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিল সেইশান।

একটু পরে সাইরেন বেজে উঠল। সেইশানের কল্পনায় ভেসে এল, রিইনফোর্সড সৈন্যরা তালাবদ্ধ কক্ষে আবিষ্কার করছে পাক এবং জু-লঙকে। ওর পলায়ন এখন আর অজানা নয়।

এলার্ম বেজে উঠার সাথে সাথে জ্বলে উঠল সার্চলাইট, যার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পুরো এলাকা। ওর খোঁজে জেগে উঠেছে পুরো ক্যাম্প।

দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তল আঁকড়ে ধরল ও। মনে মনে ভাবছে কোথায় গিয়ে লুকানো যায়। ভাবল বন্দীদের সাথে মিশে যাবে কি-না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কেউ একজন মুখ খুলবেই। আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে, গার্ড ডেকে এনে ধরিয়ে দেবে, যাতে কর্তৃপক্ষের সামান্য একটু সুনজর পাওয়া যায়।

হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করল সেইশান, মেইন গেট থেকে দূরে চলে যেতে চাইছে সে। উজ্জ্বল আলো থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা। শুধু ছায়াঘেরা আঁধারই এখন শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা দিতে পারে ওকে।

মাথাটিকে সামান্য উঁচু করে মেইন গেট বরাবর তাকাল সেইশান। তাকিয়ে দেখল একটা ট্যাঙ্ক নোংরা কাঁদামাটিকে নিষ্পেষিত করতে করতে এগিয়ে আসছে। এটির গোপন অভিসন্ধি, সেইশানের পালানোর সকল পথ আটকে দেবে।

নিচু হয়ে সেনাছাউনির দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেল সেইশান। ছায়াঘেরা অন্ধকার এতে সাহায্য করল।

কিছুক্ষণ আগেও, সেইশান প্রার্থনা করছিল গ্রে যেন ওকে উদ্ধার করতে আসে।

কিন্তু এখন প্রার্থনা করল, ঈশ্বর যেন এই জায়গা থেকে গ্রেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

রাত ৯:১৮

গুয়ান-ইনকে পেছনে রেখে, জিজ্ঞাসাবাদ বিল্ডিং-এর প্রবেশপথের দিকে দৌড় লাগাল গ্রে। তীব্রবেগে সামনের দিকে ধাবিত হচ্ছে ঝুয়াং, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

"হোটেলে ধরা পড়াদের কেউ একজন নিশ্চয়ই মুখ খুলেছে," গ্রে বলল।

"অথবা এখানে ঢোকার সময় আমাদেরকে কেউ একজন দেখে ফেলেছিল," গুয়ান-ইন প্রতিবাদ করলেন। তার কঠোর মুখের ভাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার লোকেরা এতো সহজে মুখ খুলেছে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন না।

দরজার কাছে পৌঁছুতেই গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকাল ঝুয়াং। এরপর ওদেরকে ইশারা করল ওর সাথে যোগ দেয়ার জন্য। তলোয়ারধারীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গ্রে দেখল, আঁধারঘেরা ক্যাম্প এখন উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে জ্বলজ্বল করছে। সেখান থেকে নজর সরিয়ে ডান দিকে তাকাতেই দেখল গেটের পাশে বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে জড়ো হয়ে আছে উত্তর কোরিয়ান নিরাপত্তা রক্ষীরা। এখানকার কেউ ওদের ট্রাক বা এর ভেতরের ভুয়া রক্ষীদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না।

"আমাদের পরিচয় এখনও ফাঁস হয়নি," স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গ্রে বলল। "তবে, আপনার দলের কেউ একজন অবশ্যই আমাদের পরিকল্পনার কিছু অংশ বলে দিয়েছে।"

"কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্যের ব্যাপারে মুখ খোলেনি সে," পাল্টা জবাব দিলেন গুয়ান-ইন। মানুষটির পক্ষ নিয়ে তাকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। খুব সম্ভবত, এই মুহূর্তে নিদারুণ অত্যাচার চালানো হচ্ছে তার ওপর।

কারাগারের প্রবেশমুখের বিভ্রান্ত মানুষের জটলার দিকে তাকিয়ে গ্রে বলল, "এখনও খোলেনি। তবে সারপ্রাইজ অ্যাটাক করার জন্য আমাদের হাতের সময় কমে আসছে।" গ্রে জানে এই বিভ্রান্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। "দ্রুত ওই মেইন গেটের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে আমাদের।"

গ্রের দুশ্চিন্তা বুঝতে পারছেন গুয়ান-ইন। "আর সেই নিয়ন্ত্রণ ততক্ষণ যাবত ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ না আমার মেয়েকে পাচ্ছি আমি।"

গ্রে মাথা নাড়ল। যুদ্ধ শুরু হলেই জাহান্নাম ভেঙে পড়বে ওদের মাথার ওপর। নিজেদের আড়ালে রাখার প্রয়োজনীয়তা এখন ফুরিয়ে গেছে।

গুয়ান-ইন আর তার লেফট্যানেন্টের দিকে ঘুরল গ্রে। "তোমাদের দুইজনকেই আমার দরকার। তোমরা সবাই মিলে আক্রমণ করবে এবং গেটের সবাইকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে। অতর্কিত হামলার কারণে সবার চোখ থাকবে তোমাদের দিকে, যার কারণে ছোট একটা দল নিয়ে দ্রুত গতিতে ক্যাম্পের অন্য দিকে হানা দেয়ার সুযোগ পাব আমি।"

এর প্রত্যুত্তরে ঝুয়াং কোনো কথা বলল না। স্রেফ পিঠের তলোয়ারটিকে খোপ থেকে বের করে আনল সে।

এরপর মোটরসাইকেলের দিকে গ্রে তার আঙুল তাক করল।

"আমি আর কোয়াওস্কি ওখান থেকে দুটো বাইক নিচ্ছি। আলাদা আলাদা ভাবে আমরা পুরো এলাকা চষে ফেলব। আমি নিশ্চিত, এখানকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে সেইশান। আশা করি ওর কাছাকাছি হলে, চেহারা দেখেই আমাদের চিনতে পারবে সে।"

ঝুয়াং-এর সাথে সংক্ষিপ্ত কিছু আলাপ সেরে নিলেন গুয়ান-ইন। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ গতিতে তার দলের লোকদের হামলার জন্য প্রস্তুত

করতে চলে গেল ঝুয়াং। মহিলা এর পর ফিরলেন গ্রের দিকে, এবং বজ্রমুষ্টিতে তার হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, "আমার মেয়েকে খুঁজে বের কর।"

"করবো," গ্রে কথা দিল।

আর মনে মনে বলল, নাহলে চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়ব।

রাত ৯:২২

হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটা ব্যারাকের নিচে এসে সিধা হল সেইশান। এর আগে দুটো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প পার হয়ে এই পর্যন্ত এসেছে। এবং এখন নিজেকে আঁধারের মাঝে লেপ্টে রেখেছে। বেড়া যতই তার থেকে দূরে সরেছে, ততই আরও গাঢ় থেকে গাঢ় হয়েছে অন্ধকার।

পরের ব্যারাকে যাওয়ার জন্য ঘুরতে যাবে, সেই মুহূর্তে কান ফাটানো একটি বিস্ফোরণে পুরো এলাকা কেঁপে উঠল। তাকিয়ে দেখল, আলোকিত ফ্লাডলাইটের মধ্য দিয়ে কুণ্ডলি পাঁকিয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার পুরু স্তর।

কোন জাহান্নামটা হচ্ছে এখানে...?

দূরে কোথাও বন্দুকের দাগার গুড়মুড় আওয়াজ ওর কানে এসে আঘাত করল।

গ্রে কি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছে?

বোকামির জন্য গ্রেকে মনে মনে শাপশাপান্ত করলেও, আসলে ভেতরে ভেতরে বেশ স্বস্তি অনুভব করছে ও। এরপর একটা যুতসই জায়গা পাওয়ার জন্য চারিদিকে তাকাল সেইশান। যেখান থেকে মেইন গেটের দিকটা আরও ভালো করে দেখার সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

ওর পেছনের বাতি হঠাৎ ঝলসে উঠল। ওদিককার গণ্ডগোলের দিকে মনোযোগ দেয়ায় মনোযোগ অন্যদিকে সরে গিয়েছিল ওর। হুমকিটা লক্ষ করল, তবে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। একটা উত্তর কোরিয়ান জিপগাড়ি চোখ ধাঁধানো হেডলাইট জ্বালিয়ে দুলকি চালে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পেছন পেছন আসছে নতুন দুই সারি সৈনিকের প্লাটুন।

বাতির আলোয় এক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল সেইশান। তারপরেই খেয়াল হল, ওর হাতে একটা জ্বলজ্যান্ত পিস্তল ধরে রাখা।

বন্দীর পোশাকে একজন মানুষ, আর তার সাথে একটা পিস্তল।

রাত ৯:২৩

কোয়াওস্কির পাশ দিয়ে বাইক চালাচ্ছে গ্রে। গোলাগুলি এড়িয়ে ক্যাম্পের আরও গভীরে প্রবেশ করছে বাইক দুটি।

বাইকের রিয়ারভিউ মিররের মধ্য দিয়ে গ্রে দেখল, মর্টারের বিস্ফোরণে গেট উড়ে যাচ্ছে। কালো ধোঁয়ায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। অন্যদিকে দলবল নিয়ে গুয়ান-ইন দৌড়াচ্ছেন, হতভম্ব সৈনিকদের এখুনি কচুকাটা করবেন। ধোঁয়ার স্তরের মাঝ দিয়ে মুহূর্মুহু ঝলসে উঠছে ঝুয়াং-এর ইস্পাতের তলোয়ার। যেন মেঘের মধ্যে থাকা বজ্রপাত তার ঝলকানি দেখিয়েই আবারও মিলিয়ে যাচ্ছে।

রকেট চালিত গ্রেনেড লঞ্চারের আঘাতে হওয়া পর পর দুই বিস্ফোরণে গেটের পাশের দুটি গার্ড টাওয়ার কেঁপে উঠল। পরিণত হল জ্বলন্ত মশালে। একটু পরে রূপ নিল কালো থিকথিকে ধোঁয়ায়। শটগানের ছোঁড়া গুলিতে বেড়ার পাশে থাকা দুই দিকের স্পটলাইটের কাঁচ ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ চারিধারে নেমে এল গভীর অন্ধকার।

গোলাগুলির মুহূর্মুহু গর্জন চলছেই। গ্রে তার হাত দুলিয়ে কোয়াওস্কিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য সিগন্যাল দিল। সেইশানের খোঁজে ও যাবে ডানদিকে, আর বাঁয়ে যাবে গ্রে।

পার্টনার আলাদা হয়ে যেতেই, কাঁধ উঁচু করে শরীরটিকে সামনের দিকে বাড়িয়ে, গ্রে তার বাইকটিকে ব্যারাকের সারির নিকষ অন্ধকারের মাঝে ঘুরিয়ে নিল। গ্রে জানে, শুধু গার্ডদের হতভম্ব করে সফলভাবে সারপ্রাইজ দেয়ার কারণে ট্রায়াড মেম্বারেরা দখল করতে পেরেছে গেটটি। একবার যদি পুরো ক্যাম্প এই বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারে, ওদের ছোট বাহিনীর পক্ষে এই জায়গায় টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে তখন।

সময় ফুরিয়ে আসছে, চাপ বাড়ছে। ব্যারাকের সারির আঁধারের মাঝে উঁকিঝুকি মেরে সেইশানের খোঁজ করতে থাকল গ্রে।

সেইশান, তুমি কোথায়?

রাত ৯:২৪

উত্তর কোরিয়ান বাহিনীর স্বল্প সময়ের হতবাক হয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে, সবচেয়ে কাছের ব্যারাকের দিকে যাত্রা শুরু করল সেইশান। দৌড়ানোর মাঝেই শরীরটিকে মুচড়ে জিপ গাড়ির দিকে পিস্তল তাক করল। ট্রিগারে মুহূর্মুহু চাপ দিয়ে না থেমে বারংবার গুলি ছুড়তেই থাকল। সেইশানের পাল্টা হামলায় গাড়ির একটা হেডলাইট উধাও হয়ে গেল। আড়াল নিতে বাধ্য হল সৈনিকেরা।

নিজেকে মাটিতে গড়িয়ে দিল সেইশান, প্রচণ্ডবেগে দৌড়ে চলার গতি তাকে টানতে টানতে কাছের ব্যারাকের খুঁটির মাঝে নিক্ষিপ্ত করল। অন্ধকারাচ্ছান্ন কোণ নিয়ে এরপর দ্রুততার সাথে নিজেকে লুকিয়ে নিল সে। গুলি চালিয়েই যাচ্ছে সৈনিকেরা। পেছনের নরম মাটি গুলির আঘাতে ছিটকে উঠল, শিকারকে বাগে না পেয়ে মাটিতে নিষ্ফল কামড় বসাচ্ছে বুলেটগুলো।

ওই পাশে যাওয়ার জন্য হামা দিয়ে চলতেই থাকল ও। অন্য পাশে পৌঁছুলে একটু থামল ও, তারপর আবারও গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলল ব্যারাকের নিচে দিয়ে।

এত কিছুর মাঝেও উত্তর কোরিয়ানদের ওপর থেকে নজর সরায়নি সেইশান। জিপ গাড়িটি আবারও তার পূর্বাবস্থায় ফেরত এসেছে, বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার মাধ্যমে একটি ফাঁদ তৈরি করছে ওর জন্য। অন্যদিকে সৈনিকদের জোড়া সারি আলাদা হয়ে ব্যারাকের মাঝে মাঝে অবস্থান নিল যাতে সেইশানের পালানোর সব পথ ঠেকিয়ে দেয়া যায়।

কিছুক্ষণের জন্য বেকায়দায় পড়েছে এরা। কিন্তু এতে খুব বেশি লাভ নেই। এক কী দুই মিনিটের জন্য হয়তো মুক্তির স্বাদ মিলবে। সৈনিকেরা যেভাবে বন্যার

মতো এগিয়ে এসে ওকে ঘিরে ধরছে, আর যেহেতু তার পিস্তলে গুলিও আছে মাত্র একটা, ওর একার পক্ষে কোনভাবেই এই লড়াই বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

অন্য কোনো উপায় বুদ্ধি বের করতে না পারলে, এই অসম লড়াইয়ের এখানেই ইতি টানতে হবে ওকে।

রাত ৯:২৫

মোটরসাইকেলের গোঁ গোঁ শব্দ ছাপিয়ে তার বাঁয়ে বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেল গ্রে। সেই সাথে মানুষের বিকট চিৎকার আর উচ্চস্বরে দেয়া আদেশ নির্দেশ। গ্রের মনের মধ্যেও তখন ভীষণ উত্তেজনা, কে জানে কী হয়!

ব্যারাকের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মানবমূর্তি চোখে পড়ল, পরনে কয়েদিদের নোংরা পোশাক। সেইশানকে চিনতে গ্রের একটু সময় লাগল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ...

সেইশানকে খুঁজে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গ্রে। সেই সাথে এমন এক গভীর অনুভূতি, যা ওর হৃদয়কে উষ্ণতায় ভরিয়ে দিল।

ওর হাত গ্রের দিকে উঁচু করে ধরল সেইশান, যেন গ্রেকে ইশারা করে বলছে ওকে আলিঙ্গন করতে চায় সে।

গ্রে এগিয়ে গেল সেই ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য, ঠিক তখনই তার নজরে এল হাতে কিছু একটা তাক করে ওর দিকে ধরে রেখেছে সেইশান। একটি পিস্তল?

গ্রেকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল সেইশান।

রাত ৯:২৬

ওই মোটরসাইকেলটা সেইশানের জরুরি ভিত্তিতে দরকার।

এক সেকেন্ড আগে, ওর কানে প্রবেশ করে ইঞ্জিনের কর্কশ গর্জন। এবং শোনামাত্র এর উৎসের দিকে ছুটে আসে সে। সেইশান জানে, এটিই ওর পালানোর একমাত্র উপায় হতে পারে। যেহেতু পিস্তলে বুলেট বাকি আছে মাত্র একটি, এখানে কোনমতে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিল সেইশান, তারপর পিস্তল তাক করে ট্রিগার চেপে দিল।

বুলেটের ধাক্কায় মোটর সাইকেল আরোহী পেছন দিকে উড়ে গেল, বাইক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল তার দেহ।

আরোহীবিহীন মোটরসাইকেলটি একপাশে কাত হয়ে মুচড়ে গিয়ে আঘাত হানল ব্যারাকের এক পাশে। বুলেটবিহীন পিস্তলটি ছুড়ে দিয়ে এক ছুটে বাইকের ধারে পৌঁছে গেল সেইশান। সেটিকে মাটি থেকে তুলে এনে এর সিটের ওপর চড়ে বসল। এক লাথিতে চালু করল বাইকের ইঞ্জিন, সশব্দে গর্জে উঠল সেটি। গায়ের জোরে বাইকটিকে ঘুরিয়ে সুবিধামতো অবস্থানে নিয়ে এল সেইশান।

আরোহী ততক্ষণে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং হাত বাড়িয়েছে তার অটোমেটিক রাইফেল তুলে নেয়ার জন্য।

সেইশান মনে মনে ভাবল... রাইফেলটাও লাগবে আমার।

বাইক ঘুরিয়ে সেদিক রওনা হল সেইশান, হাত বাড়িয়ে রাখল বাইরের দিকে, আগ্নেয়াস্ত্রটিকে ছোঁ মেরে তুলে নিতে প্রস্তুত।

ঠিক তখনই, আহত মানুষটি তার যন্ত্রণাকাতর চেহারা সেইশানের দিকে উন্মুক্ত করল।

ওই চেহারা চিনতে পেরে সেইশানের দম বন্ধ হয়ে এল। আঁধার হয়ে গেল সবকিছু, শুধু তাকিয়ে রইল ওর গাঢ় নীল চোখ-জোড়ার দিকে।

গ্রে...

হার্ড ব্রেক কষে তার প্রেমিকের কাছে পৌঁছে গেল সেইশান।

ততক্ষণে গ্রে উঠে দাঁড়িয়েছে, কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসা রক্তধারা থামানোর চেষ্টা করছে। "আসলেই আমার দিকে বারবার গুলি ছোঁড়াটা এবার তোমার থামানো উচিত," অস্ফুট স্বরে একথা বলে, সুস্থ হাত দিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল রাইফেলটি। "পরের বার শুধু হ্যাঁলো বললেই চলবে।"

ওকে কাছে টেনে এনে ওর ঠোঁটে চুমু একে দিল সেইশান।

"ওকে, ওকে... এখন একটু ভালো লাগছে। তবে চুমুটা কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝেই প্রাকটিসের মধ্যে রাখা লাগবে।"

হঠাৎ সেইশানের কানে এল জিপগাড়িটি ধীর গর্জনে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

"বাইকে চড়ে বসো!" চিৎকার করে গ্রেকে তাড়া দিয়ে বলল সেইশান।

ব্যথা সত্ত্বেও, ত্বড়িৎগতিতে বাইকে উঠে বসল গ্রে। এক হাত সেইশানের কোমরে প্যাঁচিয়ে রাখল। অন্যহাতে পেছনে আগুয়ান শত্রুপক্ষের দিকে সমানে গুলি চালিয়ে গেল।

রিয়ারভিউ মিররে সেইশান দেখল, গুলির আঘাত থেকে বাঁচতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড়াল নিচ্ছে সৈন্যরা।

"এগিয়ে চল!" গ্রে বলল।

মোটরবাইকের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল এবং মোটরবাইকটিকে খরগোশের মতো লাফিয়ে নিয়ে ছুট দিল সেইশান।

গ্রে তার বাহু দিয়ে শক্ত করে সেইশানকে আঁকড়ে ধরল।

সেইশান জানে না এই বিপদ থেকে সে উদ্ধার পাবে কি-না। তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত। গ্রেকে আর কখনও কাছছাড়া করতে চায় না সে।

রাত ৯:২৮

প্রতিটা ঝাঁকুনিতে গ্রের কাঁধে ভীষণ জ্বালা করে উঠছে। যদি সেইশানের পিস্তল দেখে সে শেষ মুহূর্তে এক পাশে সরে না যেতো, তাহলে হয়ত মেয়েটা তার হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত।

সেইশানকে তার আহত বাহু দিয়ে জাপ্টে ধরে থাকল গ্রে। অন্য হাতে রাইফেল ধরে রেখেছে। সামনে উত্তর কোরিয়ান ইউনিফর্ম পরা কাউকে দেখলেই গুলি ছুড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না সে।

তারপর ত্রিশ গজ পেছনে, জিপগাড়িটি তার এক মাত্র আলোকিত হেড লাইট জ্বালিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ড্রাইভারের পাশের সিটে দাঁড়িয়ে আছে একজন সৈনিক, উইন্ডশিল্ডের ওপর রাইফেল রেখে সেটি গ্রের দিকে তাক করে রেখেছে।

জিপগাড়ির দিক বরাবর গুলি ছুড়ে যে একটা হেড লাইট বাকি ছিল, সেটিকেও কানা করে দিল গ্রে।

অন্ধ হয়ে যাওয়ায় গাড়ির মুখ ঘুরে গেল অন্যদিকে, সৈনিকটির হাত বেঁকিয়ে গেল। যেই গুলি লাগার কথা গ্রের গায়ে সেটি পাশের ব্যারাকে গিয়ে লাগল। ব্যারাক ঘরের কাঠের বেড়া গুলিতে গুলিতে ঝাঝড়া হয়ে গেল। ভেতর থেকে ভেসে এল ভয়ার্ত মানুষের কান ফাটানো চিৎকার।

"ডানে ঘুরাও।" সেইশানের উদ্দেশ্যে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল গ্রে।

মেয়েটি আদেশ মোতাবেক বাইক সেদিকে ঘুরিয়ে নিল। এত দ্রুত গতিতে ঘুরাল যে, আরেকটু হলে গ্রের হাত থেকে সেইশানের শরীর ছুটেই যাচ্ছিল। তবে গ্রের ঊরু তখনও সিটের সাথে লেপ্টে ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে আবারও গুলি বর্ষণ শুরু করল গ্রে। এবারে লক্ষ্য স্থির করল সামনের দিকের ডান পাশের টায়ারের প্রতি। কয়েক বার ফায়ার করল, গুলি টায়ারের রাবারকে ছিঁড়ে ছ্যাবড়া বানিয়ে দিল।

"বাঁয়ে!" গলা ফাটিয়ে বলল গ্রে।

বাইক ঘুরে গেল আরেক পাশে, বাম দিকের টায়ারের দিকে রাইফেল তাক করল গ্রে। আরেক বার ফায়ার করল এবং এই টায়ারকেও একই ভাগ্য বরণ করে নিতে হল।

প্রথম টায়ার হারানোর পর চলন্ত জিপগাড়ির কাঁপাকাঁপি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবারে দ্বিতীয়টি হারানোর পর, উন্মত্ত হয়ে পড়ল গাড়িটি। সম্মুখ দিক সামনে বাড়িয়ে কাঁদার মধ্যিখানে পতিত হল।

জিপগাড়িটি একদিকে তাদের পেছনে ধীরে ধীরে হামা দিচ্ছে, অন্যদিকে সেইশান তার বাইকের গতি বাড়িয়ে একশ মিটার দূরের মেইন গেট বরাবর এগিয়ে চলল। গ্রে তার রাইফেল পেছন দিকে তাক করে রাখল, সেদিকে কয়েকটা গুলি ছুড়ে শত্রুপক্ষকে বুঝিয়ে দিল ওদের পিছু নিলে ফলাফল ভালো হবে না।

হঠাৎ করে কী কারণে যেন হার্ড ব্রেক কষল সেইশান। ব্রেকের ধাক্কায় বাইকের পেছনের চাকা উপরে উঠে গেল, সামনের ঘূর্ণায়মান চাকার নাক ঘষে গেল মাটিতে।

পেছনে মুখ ঘুরাতেই গ্রে দেখতে পেল জেলখানার প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে চলছে একটি ট্যাংক। চল্লিশ টন ওজনের একটি চনমা হো ট্যাংক। ব্যারাকঘর এবং প্রাশাসনিক ভবনের মাঝের রাস্তা দখল করে আছে ট্যাংকটি।

দানবটি ওদের পাত্তা দিল না বা হয়ত ধরে নিল ওরা ওদের নিজেদের পক্ষের লোক। সে যাই ভাবুক, ট্যাংকটি তার ১১৫ মিলিমিটার লম্বা ব্যারেল উঁচু করে

বাড়িয়ে রাখল মেইন গেটের দিক বরাবর। ওদের সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে প্রস্তুত।

"একে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর!" সেইশানের কানের কাছে মুখ নিয়ে গ্রে চিৎকার করে বলল।

ওদের পালানোর আশা টিকে আছে তিনটি যদির ওপর। যদি তারা ইস্পাতের জানোয়ারটিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারাতে পারে, যদি মেইন গেটে পৌঁছাতে পারে এবং যদি অন্যদের নিয়ে এই জায়গা দ্রুত ত্যাগ করতে পারে।

বাইকে পুরোপুরি ঝুঁকে, ব্যারাকের মাঝের সরু জায়গাটিকে বেছে নিয়ে বাম পাশে মোড় ঘুরাল সেইশান। ইঞ্জিনের গর্জনকে সঙ্গী করে প্রথম ব্যারাক পার হয়ে গেল এবং মেইন রোডের সাথে সমান্তরাল তুলনামূলক ছোট একটি লেনে নিজেকে প্রবেশ করাল।

থ্রটল চেপে গতি বাড়িয়ে, পাকা রাস্তা ধরে উড়ে চলল বাইকটি।

এক নজরে ট্যাংকটির সম্মুখ দিকে এগিয়ে যাওয়া দেখে নিল গ্রে।

একে হারানো কোন কালেই সম্ভব হবে না।

এমনকি দানবাকৃতির ট্যাংক যদি তার অস্ত্র নাও ব্যবহার করে, তারপরেও বিশালদেহী গোলিয়াথকে হারাতে ওদেরকে বেগ পেতে হবে।

সত্যিকার অর্থেই অবস্থা বেগতিক, যতক্ষণ না দৃশ্যপটে ডেভিডের উদয় হল।

ধোঁয়ার ভেতর হতে নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। বাইকে চড়ে বসা কোয়াওস্কি। ট্যাংকের দিক বরাবর ছুটে চলল সে। সেইশানকে খুঁজে পাওয়ার পর রেডিও মারফত তাকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিল গ্রে। বিশালদেহী মানুষটি নিশ্চয়ই তাদের আগেই গেটে পৌঁছে গিয়েছিল... এবং নিঃসন্দেহে বর্তমান ট্যাংক সমস্যার কোনো একটা সমাধানও সে মনে মনে ভেবে রেখেছে।

বাইকের হ্যান্ডেলবার ছেড়ে দিয়ে কোয়াওস্কি কাঁধে তুলে নিল আরপিজি টুয়েন্টি নাইন রকেট লঞ্চার। এবং তৎক্ষণাৎ ফায়ার করল। রকেটটি বাতাসে শিস কেটে ভেসে গিয়ে মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করল এবং সোজা ট্যাংকটির মাথায় গিয়ে আঘাত হানলো।

গগনবিদারী বিস্ফোরণের শব্দে মাটি এমনভাবে দুলে উঠল, যেন কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়েছে। আওয়াজের সাথে যুক্ত হল আগুনের ফুলকি, ধোঁয়া এবং প্রচণ্ড তাপে ঝলসে যাওয়া লালচে ইস্পাত টুকরোর বৃষ্টি।

অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণ হারানোয় কোয়াওস্কির বাইকটি ভারসাম্য হারিয়ে এক পাশে কাত হয়ে গিয়েছে। মাটিতে স্কিড করে বাইকটি জ্বলন্ত ট্যাংক-এর দিক বরাবর এগিয়ে চলল। বিপরীত পাশ হতে, ট্যাংকটিও তার দিকে ধেয়ে এল। কোয়াওস্কিকে গিলে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

সেইশান তার বাইক চেপে ধীর হয়ে যাওয়া ট্যাংকটির সম্মুখে এগিয়ে গেল। নিঃসন্দেহে, কোয়াওস্কিকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক। কিন্তু ধোঁয়ার দেয়াল ভেদ করে গভীরে প্রবেশ করতেই ওরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল, বিশালদেহীটি

এরিমধ্যে নিজেকে পায়ের ওপরে খাড়া করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এবং উঠেই মেইন গেট বরাবর ছুট দিল সে।

এই মানুষটিকে ধ্বংস করা স্রেফ অসম্ভব।

ট্যাংকটি তখন পুড়ে কয়লা। ভেতর থেকে ধোঁয়ার বাষ্প উগরে দিচ্ছে। এই ট্যাংক এখন আর ওদের জন্য কোনো হুমকি নয়। কিন্তু তারপরেও, ওদেরকে এখনও নিরাপদ বলা যাচ্ছে না।

কোয়াওস্কির সামান্য একটু আগে গ্রে এবং সেইশান মেইন গেটে পৌঁছাল।

কোয়াওস্কি একবার হাঁফায় তো মাথা নিচু করে এবং আবারও হাঁফায়। প্রথমে আঙুল তাক করল সেইশানের দিকে, তারপর সেটি ঘুরিয়ে নিল গ্রের দিকে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে বলল, "খোদার কসম, পরের বার যেন দেরি না হয়।"

আক্রমণকারী দলের সবাই এই জায়গা ত্যাগ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে।

জেলখানার অপর পাশ হতে, জিপ এবং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহী গাড়ি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে মুখ করে।

সেইশানের পেছনের সিটে বসা গ্রে বলল, "যাওয়ার সময় হল।"

ট্রায়াড দলের একজন সদস্য তারিফ করার ভঙ্গিতে কোয়াওস্কির চওড়া কাঁধ চাপড়ে দিল।

এই পয়েন্ট হতে ওদের পরকিল্পনা হচ্ছে, ট্রাক ছুটিয়ে ওরা পিয়ংইয়ং-এর উদ্দেশ্যে ফিরে যাবে। সেখানে যানটিকে পরিত্যাগ করবে ওরা। দলের সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন সেফ হাউজে গিয়ে গা ঢাকা দেবে। তারপর হাতে কাগজ পত্র এসে পৌঁছুলেই, সেগুলো বগলদাবা করে সীমান্ত পার হয়ে চীনে চলে যাবে।

গ্রের দল বাইকে করে আলাদা একটি রাস্তায় যাবে, পিয়ংইয়ং থেকে দূরের একটি জায়গায়।

কিন্তু সে একলাই যাচ্ছে না।

ডান পা খামচে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এলেন গুয়ান-ইন। এক হাত দিয়ে সাহায্যের ভঙ্গিতে ঝুয়াং তার কোমর প্যাঁচিয়ে রাখল, অন্য হাতে ধরে রাখল তার তলোয়ার।

বহুদিন পর মাকে দেখে সেইশান উতলা হয়ে পড়ল। কিন্তু বর্তমান সময়টি পারিবারিক পুনর্মিলনের জন্য উপযুক্ত নয়। সামান্য দূরে বন্দুকের গর্জন ওদেরকে সেটাই মনে করিয়ে দিল। তারপরেও, মা-মেয়ে একে অপরের দিকে অদ্ভুত এবং অস্বস্তিকরভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। দীর্ঘদিন পরে দেখা, বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় তো লাগবেই।

মা-মেয়েকে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়েই, একটি বাইক এনে হাজির করা হল ট্রায়াড লিডারের সম্মুখে। ঝুয়াং তার তলোয়ারটিকে পিঠের খোপের মধ্যে ভরে বাইকের সামনে চেপে বসলেন, গুয়ান-ইন চড়ে বসলেন পিছনের সিটে। কিন্তু, তার চোখজোড়া সেঁটে রইল সেইশানের ওপর। এক মুহূর্তের জন্যও সেদিক থেকে নজর ফেরালেন না তিনি।

অ্যাসল্ট টিমের বাকি সদস্যরা হুড়াহুড়ি করে ট্রাকের পেছনে জায়গা করে নিল।

চূড়ান্ত গর্জন সঙ্গী করে ভারী ট্রাকটি গেট ভেঙ্গে বেরিয়ে এল, তাকে অনুসরণ করল পেছনের তিনটি মোটর বাইক। জেলখানা পেছনে ফেলে আসতেই, গতি বাড়িয়ে সামনে ছুটল ওরা। সিকি মাইল দূরে, নদীর ধারঘেষা আরেকটি রাস্তা মেইন রোড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যপাশে চলে গিয়েছে।

সেইশান তার বাইকের মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে ছুটে চলল, অন্য দুটি বাইকও তাকে অনুসরণ করল।

ট্রাকটি পিয়ংইয়ং-এর দিকে তার যাত্রা অব্যাহত রাখল। অন্যদিকে বাইক তিনটি তাইডং নদীর সীমান্ত ঘেষা জলাভূমি ধরে এগিয়ে চলল।

গ্রে খেয়াল করল সেইশান মাঝে মাঝেই বাইকের রিয়ার ভিউ মিররে নজর রাখছে। নিশ্চয়ই মাকে পর্যবেক্ষণ করছে সে। কিন্তু তারপরেও, বাইকের গতি এক মুহূর্তের জন্যও ধীর করেনি সেইশান। বরং অন্যদের তুলনায় নিজেকে সামনে বাড়িয়ে রেখেছে। মেয়েটির ছুটে চলা দেখে মনে হবে যেন জলাভূমির অশুভ প্রেতাত্মা তাকে ধাওয়া করে সম্মুখপানে ছুটিয়ে নিয়ে চলছে।

এবং হয়তোবা সেইশানের মাথাতেও একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

তার মায়ের ভূত...একটি প্রেতাত্মা, এখন জ্বলজ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ।

ছোটবেলার স্মৃতিতে মায়ের চেহারা যেমন ছিল তার থেকে তিনি এখন অনেকটাই আলাদা। মাঝখানে বিশ বছর পার হয়ে গিয়েছে, আলাদা তো হবেই। কিন্তু অতীতের সাথে বর্তমানের মায়ের চেহারা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পরেও পাওয়া যাবে।

গ্রের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। উত্তর কোরিয়ান জেলখানা থেকে পালাতে পেরেছে ওরা...তবে উত্তর কোরিয়া থেকে তো আর পালাতে পারেনি।

অধ্যায় ১২

১৮ই নভেম্বর, সন্ধ্যা ৭:২২ কিউওয়াইজিটি
(কাইজিলোরদা টাইম)
অ্যারাল সাগর, কাজাখস্তান

"আমি একটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে চাই," জ্যাডা বলল।

এই প্রথমবারের মতো জ্যাডার কাছে মনে হচ্ছে এই জনমানব শূন্য এলাকার মরিচা ধরা জাহাজে আসাটা একদম বৃথা যাবে না। সাধারণত ইতিহাস জ্যাডাকে তেমন একটা আকর্ষণ করে না, বিশেষ করে আটিলা দ্যা হান এবং চেঙ্গিস খানের ব্যাপারে বলা কথাবার্তা। কিন্তু যখন বলা হল এই সুপ্রাচীন ক্রুশটি উল্কাপিণ্ড থেকে খোদাই করে তৈরি—তখনই তার আগ্রহ জেগে উঠে।

"তো আপনি বলতে চাচ্ছেন," ফাদার জসিপের দিকে হাতের ইশারায় জ্যাডা বলল, "খুলির গায়ে পৃথিবী ধ্বংসের যে দিন তারিখ লেখা আছে সেটি ঠেকানোর জন্য এই ক্রুশটিই হচ্ছে একমাত্র বস্তু।"

সেই কথায় সায় দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো বিবর্ণ এস্ট্রোনমিক্যাল ক্যালেন্ডারের দিকে এক পলক দৃষ্টি ফেললেন ফাদার জসিপ। এতে নক্ষত্রপুঞ্জকে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে এবং জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক নানা টিকা টিপ্পনির উল্লেখ আছে। এর হাল হকিকত দেখে ধরে নেয়া যায় এটি কোপার্নিকাসের আমলের বস্তু।

"মোটামুটিভাবে আজ থেকে তিন দিন," তিনি নিশ্চিত করলেন।

"ঠিক।" সে মংকের দিকে এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। "আর অন্য আরেকটা সোর্স আমাদেরকে কনফার্ম করেছে যে ওই একই দিনে আরেকটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা আছে। যার সাথে আকাশের ধূমকেতুর সম্পর্ক আছে।"

ভিগোর আর র‍্যাচেল দুজনেই মংক-এর দিকে ঘুরল, নিঃসন্দেহে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছেন সেই কনফার্মেশনটি কিসের। কিন্তু কোনো কথা না বলে শুধু দুই হাত ভাঁজ করল মংক।

মনসিনিয়র দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, গোপনীয়তার বহর দেখে মনে মনে চরম বিরক্ত তিনি। "বলতে থাকো," তিনি তাকে উৎসাহ দিলেন। "মাত্রই বললে তুমি

হয়তো জানো ওই ক্রুশ কিভাবে আমাদের দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।”

“এটা একটা অনুমান মাত্র,” আগেই সাবধান করে দিল। “কিন্তু প্রথমে একটা জিনিস ভালো করে দেখতে হবে আমাকে।”

ডানকানের দিকে ঘুরল জ্যাডা।

ঘরে থাকা সব মানুষের চোখ ডানকানের দিকে ঘুরে গেল। এতক্ষণ অলস ভঙ্গিতে বসে ছিল সে। হঠাৎ সিধা হল ডানকান, সবার নজর ওর দিকে থাকায় ওর হতভম্ব চেহারায় একই সাথে বিস্ময় এবং বিভ্রান্তি খেলা করছে।

“কী ব্যাপার, তোমরা আমার দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেন?”

“তুমি কি দয়া করে খুলি আর বইটার মোড়ক খুলবে?” জ্যাডা জিজ্ঞেস করল। “ওগুলোকে টেবিলের ওপরে রাখো।”

ডানকানের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জ্যাডা। লক্ষ করল রেলিকটি ধরার সময় ডানকানের ঠোঁট কামড়ানো মুখে বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছে।

“এই বস্তুগুলো থেকে অবিরাম শক্তি বিকিরণ কি এখনও অনুভব করছ?”

“আমি দুঃখিত... হ্যাঁ।” ডানকান তার আঙুলগুলোকে প্যান্টের সাথে ঘষল, এমন ভাবভঙ্গি করছে যেন বাজে অনুভূতিটির হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছে ও।

মেয়েটি যাজক দুইজনের মুখোমুখি হল। “এই ক্রুশ কী চেঙ্গিস সবসময় নিজের সাথে বহন করত? ধরুন বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকার রক্ষাকবচ হিসেবে।”

ভিগোর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন। “এর গুরুত্ব সম্পর্কে ইন্ডিকো যা লিখেছে তার পরে, আমার মনে হয় এমনটা হওয়ার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে।”

“জীবিতাবস্থায় একে সুরক্ষিত রাখা চেঙ্গিস তার দায়িত্ব বলে মনে করত।” জসিপ একমত হলেন।

“এবং হয়তো মৃত্যুর পরেও,” খুলি আর বই-এর দিকে ইশারা করে, ভিগোর যোগ করলেন। তিনি মেয়েটিকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন। “তুমি কী বলতে চাচ্ছ যে, এই ক্রুশটির কারণে তার দেহের টিস্যুতে বিষাক্ত কোনো কিছু সংক্রমিত হয়েছে? ধরো... তেজস্ক্রিয় বস্তুর মতো?”

“আমি মনে করি না এটি তেজস্ক্রিয়,” যদিও তার হাত নিশপিশ করছে এই ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কনফার্ম হওয়ার জন্য, পারলে এখুনি হেলিকপ্টার থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে কাজে লেগে পড়ে।

তবে সেটি না করে সে বলল, “কিন্তু আমার মনে হয় ওই ক্রুশ কোনো প্রকার শক্তি বিকিরণ করছিল, যার প্রভাব উনার দেহের মাঝে রয়ে যায়। এবং সম্ভবত এর কারণে তার টিস্যুর কোয়ান্টাম স্তরে পরিবর্তন সাধিত হয়।”

“কোন ধরনের এনার্জি এমনটা করতে পারে?” র‍্যাচেল প্রশ্ন করল।

“ডার্ক এনার্জি,” জ্যাডা বলল, ইতিহাস থেকে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে আসতে পেরে খুশি। “এই এনার্জি আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মের সাথে আবদ্ধ। আর যদিও এটি

বিগ ব্যাং-এর পরবর্তী সময়ে রয়ে যাওয়া এনার্জির সত্তর শতাংশের মালিক, তারপরেও আমরা এখনও জানি না এটা আসলে কী, কোথা থেকে এর উৎপত্তি। শুধু জানি যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবেশে এটি থাকতেই হবে।"

ভিগোর একটা ভ্রু উঁচু করলেন, "এবং তুমি মনে কর যে ওই ক্রুশ এই এনার্জি বহন করছে? কি, একটা ব্যাটারির মতো?"

"কথাটা বেশি সহজ সরল হয়ে গেল, কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো সেরকমই। আমি ভালোভাবে খুঁটিয়ে না দেখে কনফার্ম করতে পারছি না। তবে এই ধরনের ব্যাপারগুলো নিয়েই আমাকে কাজ করতে হয়। আমার করা তাত্ত্বিক হিসাব বলে যে, কোয়ান্টাম ফোমের কৃত্রিম কণাগুলোর একে অপরকে বিনাশের ফলাফল হচ্ছে ডার্ক এনার্জি যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থান-কালের সবটুকু স্থান দখল করে আছে।"

জ্যাডা দেখল ওর কথা সবার মাথার ওপর দিয়ে গেছে, তাই সে আরও সহজ সরল করে বলার চেষ্টা করল। "স্থান-কালের জগৎ নির্মাণে ডার্ক এনার্জির মৌলিক ভূমিকা আছে। এটি হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পেছনের চালিকা শক্তি, এমন একটা এনার্জি যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মৌলিক শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি, সবল-দুর্বল পারমাণবিক শক্তি, যেকোনো কিছু যার কারণে এক বস্তুর সাথে আরেক বস্তুর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।"

"মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো?" ডানকান জিজ্ঞেস করল।

জ্যাডা ওর কাঁধ স্পর্শ করল, নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ওকে। "ঠিক তাই। কারণ ডার্ক এনার্জি আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তাত্ত্বিক ধারণা আসলে একে ওপরের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ।"

মংক-এর দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোঁচকাল র‍্যাচেল, তারপরে মুখ ঘুরাল জ্যাডার দিকে। একজন গোয়েন্দার ভাব ধারণ করে, গোপন কথা সরাসরি বের করে আনার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুড়ে দিল। "একটা কথা," জোর দিয়ে বলল, "বেশি কথা বাড়াতে চাচ্ছিনা আমি। কিন্তু তুমি কী কারণে বিশ্বাস কর, এই ক্রুশ ডার্ক এনার্জি বিকিরণ করছে?"

"কারণ আকাশের ধূমকেতুটিও ঠিক এই কাজটাই করছে।"

এই উত্তরে সবাই নড়েচড়ে বসল। মংকের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল জ্যাডা, বুঝতে পেরেছে হয়তো এই কথা বলে সীমালঙ্ঘন করেছে সে। কিন্তু তার কাছে মনে হয়, র‍্যাচেলের এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার অধিকার আছে। এই মেয়েটার বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে ওর প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা অনুভব করছে সে। র‍্যাচেলকে অন্ধকারে রাখাটা বড় বোকামি হবে।

মংক শুধু কাঁধটা একটু ঝাঁকাল। জ্যাডাকে এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিচ্ছে।

খুশিমনে এই স্বাধীনতা গ্রহণ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে লাগল জ্যাডা। "বা অন্ততপক্ষে এই ধূমকেতুর চলার পথে সামান্য একটু মহাকর্ষীয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়েছে। আর অস্বাভাবিকতার মাত্রা আমার তাত্ত্বিক হিসাবের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে।"

"আর ওই ক্রুশ?" জসিপ জিজ্ঞেস করল।

"আপনি আগেই বলেছিলেন যে ওই ক্রুশ একটি পতিত তারকা। এটি খোদাই করা হয়েছে একটি উল্কাপিণ্ড থেকে।" মেয়েটির মানসচোখে ভেসে এল আলাস্কায় হওয়া উল্কাবৃষ্টির ভিডিও ফুটেজের দৃশ্য। "আমার ধারণা এই উল্কাপিণ্ডটি সম্ভবত ধূমকেতুর আলাদা হয়ে যাওয়া একটি খণ্ড। শেষ বার যখন পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন পৃথিবীতে পতিত হয়।"

র‍্যাচেল এই সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করল, তারপর জিজ্ঞেস করল। "শেষ কবে এই ধূমকেতু হাজির হয়েছিল?"

"প্রায় দুই হাজার আটশ বছর আগে।"

"মানে খ্রিস্ট পূর্ব আটশর দিকে।" র‍্যাচেল জসিপের দিকে ঘুরল। "আপনি ক্রুশ সম্বন্ধে যা যা জানতে পেরেছেন তার সাথে এদের কোনো যোগসূত্র আছে?"

জসিপ হতাশ ভঙ্গিতে হাত দিয়ে তার ঘাড়ের পেছনদিকটা চুলকালেন। "ইন্ডিকো শুধু বলেছে যে, সেইন্ট থমাস প্রাচ্যে আসার বহু আগে ওই ক্রুশ আকাশ থেকে মাটিতে পড়েছে।"

হতাশাজনক অবস্থা। নিশ্চিত হতে পারলে খুব ভালো হত।

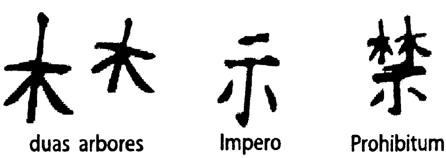
তারপর জসিপ হঠাৎ করে সিধা হয়ে বসলেন। "দাঁড়াও!"

তিনি এলোপাথারি ভঙ্গিতে দ্রুত পায়ে ইন্ডিকোর লেখা পার্চমেন্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"এদিকে দেখো!"

সন্ধ্যা ৭:৩৮

টেবিলের মাঝখানে একটা কাগজ এনে রাখলেন জসিপ। ভিগোর উঠে দাঁড়ালেন আরও ভালো করে দেখার জন্য।



একটা ছবিতে টোকা মারলেন জসিপ।

"ইন্ডিকোর কথা অনুসারে, যেই বাক্সে মাথার খুলি আর ক্রুশ রাখা ছিল, সেখানে এই তিনটা প্রতীক খোদাই করা ছিল।"

ভিগোর তার চোখের চশমাটা ঠিকঠাক করে নিলেন। খুব ছোট করে লেখা, মনে হচ্ছে চীনা ভাষা। তিনটা প্রতীকের একটা সেট, সাথে নিচে ল্যাটিন ভাষায় কিছু কথা লেখা।

ছবিটা ভালো করে দেখার জন্য ভিগোর সামনে ঝুঁকে আসলেন আর ল্যাটিন ভাষায় জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। "প্রথম প্রতীক দুটো গাছের মিলিত রূপ।" সত্যি বলতে আসলেই একে দেখে এক জোড়া গাছ বলে মনে হচ্ছে। "পরেরটা হচ্ছে নির্দেশ। আর শেষের কথা হচ্ছে, নিষিদ্ধ।"

জসিপ শেষ অক্ষরের দিকে আঙুল বুলালেন। "লক্ষ করে দেখ কিভাবে প্রথম দুটো প্রতীক একত্রে মিলে তৃতীয় প্রতীকটি গঠন করেছে। সেই প্রতীকটি যার অর্থ নিষিদ্ধ।"

ওটা দেখার পরেও এর তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না ভিগোর।

"এটা পড়ো," জসিপ বলল। "ইন্ডিকো ওই প্রতীকের নিচে কী লিখেছে সেটা একবার পড়ো।"

ওই লাইনগুলো আরও অস্পষ্ট। কিন্তু তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের ল্যাটিন ভাষায় লেখা দুটো আয়াত চিনতে পারলেন। দুটোই বুক অফ জেনেসিস থেকে নেয়া।

প্রথম আয়াত উচ্চস্বরে অনুবাদ করলেন তিনি। "'এবং প্রভু ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে আদেশ দিলেন। বললেন, বাগানের প্রত্যেকটা ফল তোমরা বিনা বাধায় খেতে পারবে। কিন্তু ভালো-মন্দের জ্ঞানসমৃদ্ধ ওই বৃক্ষের ফল তোমরা খেতে পারবে না, কারণ যেই দিন তোমরা ওই ফল খাবে সেইদিন তোমরা নিশ্চিতভাবে মারা পড়বে।'"

ভিগোর পরের লাইনটা পড়ল। এবার আরেকটা বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বৃক্ষটি হচ্ছে, স্বর্গের বাগানের জীবনদায়ী বৃক্ষ। "'দেখো, মানুষ আমাদের মতো হয়ে উঠছে, ভালো এবং মন্দের মাঝে ফারাক করতে পারছে   কী হবে তারা যদি জীবনদায়ী বৃক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং এর ফল ভক্ষণ করে? তারপর তো তারা অমর হয়ে যাবে!'"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই, অত্যুগ্র আগ্রহের সাথে পরের পৃষ্ঠায় গেলেন জসিপ। "বহু আগের চাইনিজরা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য চিত্রের সাহায্য নিত, আর মাঝে মাঝেই সহজ সরল প্রতীকগুলো একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে দিয়ে ভাষা আরও জটিল করে ফেলত।"

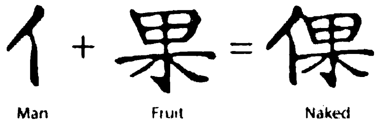
ইন্ডিকো কী লিখেছে দেখার জন্য ভিগোর ফিরে তাকালেন। "কিন্তু এতে তো লেখা আছে যে, বহু আগের চীনারা খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্টের ব্যাপারে জানতো। সেই কাহিনী, যাতে ঈশ্বর দুটো গাছের কথা বলেছিলেন, যেগুলোর ফল খাওয়া মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।"

"আমার কাছে এরকম আরও উদাহরণ আছে।" জসিপ তাড়াহুড়া করে উঠে পাশের টেবিলের দিকে ছুট লাগালেন, এবং ওখানকার গাদাগাদি করে রাখা জিনিসপাতি এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

টেবিলের কাগজটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন ভিগোর, বুঝার চেষ্টা করছেন ইঙ্গিতটার মানে কি। বহু আগের চীনারা কি বাইবেলে লেখা ঘটনার ব্যাপারে জানতো? একে কী তাহলে বাইবেলে বলা কাহিনীর স্বীকৃতিদান হিসেবে ধরে নেয়া যায়? চীনা ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন লিখিত ভাষা, চার হাজার বছর পরেও এখনও টিকে আছে এটি।

জসিপ ফিরলেন। "মাত্র দুটো খুঁজে পেলাম, তবে আমার কাছে আরও অনেক আছে।"

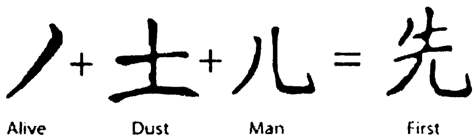
প্রথম পাতা বিছিয়ে রাখলেন তিনি।



চাইনিজ ভাষায় লেখা মানুষ এবং ফল নামক দুটি প্রতীক একত্রে জুড়ে গিয়ে নগ্ন শব্দটি সৃষ্টি করেছে। এমনকি ভিগোরও আন্দাজ করতে পারলেন এখানে কিসের কথা চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাইবেল, বুক অব জেনেসিস ৩:৬৭
তিনি জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। "'...মহিলাটি গাছের ফল নিয়ে খেলেন, তিনি তার স্বামীকেও এর একটা অংশ দিলেন, যিনি সেই সময় তার পাশেই ছিলেন, এবং তারপর দুইজনেই সেই ফল খেল। তারপর তাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল, আর তারা বুঝতে পারলেন যে, তাদের শরীর এই মুহূর্তে নগ্ন।'"

জসিপ উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে পরের পৃষ্ঠায় গেলেন, "এখানে আরও একটা।"



তার বন্ধু লেখার ওপরে আঙুল বুলিয়ে বললেন। "এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন আমলের চাইনিজ অক্ষরে জীবিত, মাটি এবং মানুষ নামক তিনটি শব্দ লেখা হয়েছে। এবং সব অক্ষর একত্রে মিলে গিয়ে চীনা ভাষায় 'প্রথম' শব্দটি তৈরি করছে এরা।" তিনি উত্তেজিত ভঙ্গিতে ভিগোরের দিকে তাকালেন।

"আবারও বাইবেল থেকে...," ভিগোর বলল। "...আদমের রেফারেন্স, ঈশ্বরের সৃষ্টি করা প্রথম মানুষ।"

"...মাটি হতে সৃষ্ট।" জসিপ যোগ করলেন। "আমি তোমাকে আরও দেখাতে পারি।"

উনাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি এক্ষুণি সেটা করবেন, তার চোখজোড়ায় আচ্ছন্নভাব খেলা করছিল, কিন্তু একহাত উঁচিয়ে ভিগোর তার বন্ধুকে সে কাজ থেকে নিরস্ত করলেন। "আমার জানা নেই যে এসব নিয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে আমরা বাড়াবাড়ি করছি কিনা, কিন্তু এর সাথে ডক্টর শ-এর করা একটু আগের সেই প্রশ্নের সম্পর্ক কোথায়? মানে ওই উল্কাপিণ্ডটির পতনের তারিখের সাথে এর সম্পর্ক কোথায়, যেটি খোদাই করে পরবর্তিতে সেইন্ট থমাসের ক্রুশ বানানো হয়?"

"আহ," তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। "দুঃখিত। কিন্তু দেখো, সেইন্ট থমাসের রেলিকোয়্যারি, মানে ওই তিনটি বাক্স-খুলি এবং ক্রুশ–সেগুলো প্রাচ্যদেশীয় নেস্টোরিয়ান যাজকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত। এই যাজকেরাই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যারা বাক্সগুলোর গায়ে এই অক্ষরগুলো খোদাই করেছেন।"

"নেস্টোরিয়ান?" জ্যাডা জিজ্ঞেস করল. "আমি প্রাচীন খ্রিস্টান গোষ্ঠীদের ব্যাপারে তেমন একটা পরিচিত নই।"

ভিগোর তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "নেস্টোরিয়ানিসম শুরু হয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে, আটিলা দ্যা হানের সামান্য আগে। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন নেস্টোরিয়াস, তিনি সেই সময় কনস্টান্টিনোপলেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তার দেয়া একটি মতবাদের কারণে চার্চের ভেতর দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হয়। তিনি প্রচার করেন যে, যিশুখ্রিস্টের মাঝে দুই রকম ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান। একটি ব্যক্তিত্ব ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, অন্যটি সাধারণ মানুষ। এমন একটা চিন্তা সেই আমলের ধর্মীয় চিন্তা চেতনার বিরোধী, এবং এর ফলে চার্চের ভেতর আলাদা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। বিস্তারিত ব্যাপারগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর পরে নেস্টোরিয়ান চার্চ প্রাচ্যে ছড়িয়ে যায়। পারস্য, ভারত, মধ্য এশিয়া, এমনকি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে চীন পর্যন্ত।"

"যেটা আমার মূল কথাকেই আবার ফিরিয়ে আনছে," জসিপ বলল। "আমার মনে হয়, রেলিকের গায়ে নেস্টোরিয়ান যাজকেরা চীনা ভাষায় যে কথাগুলো লিখে রেখেছিলেন সেগুলো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।"

ভিগোর তার দিকে তাকালেন, অপেক্ষা করছেন জসিপের কথা শুনার জন্য। কিন্তু জসিপকে দেখে মনে হল, তিনি যেন এই দুনিয়ায় নেই। স্থির চোখে শূন্য দৃষ্টি মেলে উপরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি।

তারপর আবারও কথা বলা শুরু করলেন তিনি। এমনভাবে বলছেন যেন আগে কোনো বিরতি নেননি। আঙুল দিয়ে গুনতে গুনতে বললেন। "প্রথমত, আমার বিশ্বাস এগুলো কনফার্ম করছে যে সেইন্ট থমাস অবশ্যই চীন পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দূর প্রাচ্য থেকে আবিষ্কার করা চাইনিজ লিপিটি ওল্ড টেস্টামেন্টের সত্যতা নিশ্চিত করছে, সেই সত্য যা বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে। এবং তৃতীয়ত, আমার মনে হয় ওরা হাবেভাবে বুঝাতে চাচ্ছে যে ক্রুশটির বয়স অত্যন্ত প্রাচীন।"

এই কথা বলে তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যাডার দিকে তাকালেন।

"সেটা কিভাবে হয়?" সে জিজ্ঞেস করল।

"কারণ ওরা বুক অফ জেনেসিস থেকে পাওয়া রেফারেন্সকে ক্রুশের সাথে জোড়া লাগিয়েছিল। আমার মনে হয় চীনের নক্ষত্র পতনের কাহিনী নেস্টোরিয়ান যাজকদের কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তাদেরকে জানানো হয়েছিল কিভাবে এই উল্কাপিণ্ডটি প্রাচীন এক আমলে পৃথিবীর বুকে পা রাখে। এবং তারা ঠিক করেন উল্কাপিণ্ডটি থেকে ক্রুশটি খোদাইয়ের মাধ্যমেই এর প্রাচীন সত্তার প্রতি সম্মান জানাবেন।"

জ্যাডার চেহারায় চিন্তার রেখা। "সে যাই হোক, ধূমকেতুটির সর্বশেষ পৃথিবীতে আগমনের দিন তারিখের ব্যাপারটি তারপরও এটি নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। যদিও মেনে নিচ্ছি যে এইসব নেস্টোরিয়ান যাজকেরা একে প্রাচীন বলে বিশ্বাস করেন। বাইবেলের কথা অনুযায়ী প্রাচীন। কিন্তু এর পুরোটাই অনুমানের

ওপর প্রতিষ্ঠিত। ওই ক্রুশ নিজে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত, ধূমকেতুর সাথে এর আসলেই সম্পর্ক আছে কি-না তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।"

ভিগোর মাথা নাড়লেন। "যার কারণে বড় একটা প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসছে : সেই ক্রুশটি এখন আছে কোথায়?"

সন্ধ্যা ৭:৫৫

এদের গুরুগম্ভীর আলোচনায় ডানকানের তেমন একটা মনোযোগ নেই। তার বদলে, সে টেবিলের ওপর বসে থাকা রেলিকটির সাথে খেলা করছিল। মুখে নতুন হওয়া ব্রণ নিয়ে বাচ্চারা যেমন খোঁচাখুঁচি করে, তেমনিভাবে... একে ক্রমাগত খোঁচাখুঁচি করা থেকে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না সে। রেলিকটির ভেতর অদ্ভুত এক ইলেক্ট্রিক্যাল ফিল্ড প্রবাহিত হচ্ছে।

"ওই ক্রুশ অবশ্যই চেঙ্গিস খানের সমাধিতে রাখা আছে," জসিপ জোর দিয়ে বললেন। "সেই সমাধির খোঁজ পেলে ওই ক্রুশটাও আমরা খুঁজে পাবো।"

"তোমার কথা হয়তো সত্যি," মনসিনিয়র একমত। "পাউরুটির টুকরার মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেঙ্গিসের শরীরের দেহাবশেষ খুব সম্ভবত তার সমাধির দিকে যাওয়ার পথ নির্দেশ করছে আমাদেরকে।"

অন্যদিকে ডানকান তার হাতজোড়াকে প্রাচীন খুলিটির ওপরে ছোটাছুটি করাচ্ছিল। ওর ফিঙ্গারটিপসে পিচ্ছিল ধরনের একটি এনার্জি ফিল্ড প্রদর্শিত হচ্ছে। জ্যাডার বিশ্বাস এটি হচ্ছে ডার্ক এনার্জি। যেহেতু ডানকানের পড়াশুনার বিষয় ছিল ফিজিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তাই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জ্যাডার করা তাত্ত্বিক গবেষণার দিকে নজর বুলিয়েছিল ও। এই অভিযানে যোগ দেয়ার সময় ওর মিশন ডোশিয়েরের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছিল সেই রিসার্চ পেপারটি (গবেষণা পত্র)। ডানকানের কাছে মনে হয়েছে, জ্যাডার করা এই রিসার্চ পেপারটিও জ্যাডার মতোই সেক্সি এবং স্মার্ট।

একটা শিহরণ সাথে করে খুলিটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল ডানকান। হাতজোড়াকে এবার বইটির দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

অন্যদিকে ভিগোর তখন টেবিলের চারপাশে পায়চারি করছিলেন। "আর ঠিক এটাই তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, জসিপ। এতগুলো বছর ধরে।"

"দেহাবশেষটি খুঁজে পাওয়ার পরে আমার মানসিক অবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়। লজ্জা, ভয়, অজানা উৎস থেকে ক্ষতির আতংক আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। একাকী চিন্তা করার জন্য একটা শুনশান নির্জন জায়গা ভীষণ দরকারী হয়ে পড়েছিল, যেটি আমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারবে।"

এটা বুঝার জন্য ডানকানের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। জসিপকে দেখেই বোঝা যায়, যাজকমশাই এক প্রকার দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন।

"আর আদালত আমাকে মৃত ঘোষণা করার পর মনে হল একদিক দিয়ে আমার জন্য ভালোই হয়েছে এটি," তিনি ব্যাখ্যা করলেন। "এখন আমি একমনে

শান্তিতে আমার কাজ করতে পারব। এটি হবে আমার স্বেচ্ছা নির্বাসন, আমার নিজস্ব আশ্রম যেখানে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে একাকী কাজ করার সুযোগ পাব আমি।"

"একা থাকার ইচ্ছে হয়ে থাকলে," মংক বলল, "বলতেই হবে দারুণ একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন আপনি। এখানে আপনার খোঁজ পাওয়া দুঃসাধ্য।"

"শুধু একা থাকার জন্যই যে আমি অ্যারাল সাগরে এসেছি তা কিন্তু না। হয়তো প্রথম দিকে ব্যাপারটা সেই রকমই ছিল। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারলাম, আমার উত্তেজিত মস্তিষ্ক কিছু একটার সংযোগ ঘটাতে চাইছে, কিন্তু সঠিক সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমার চেতনায় সেটি পুরোপুরি পৌঁছাতে পারছে না। অতীতের বিভন্ন সময়ের মতোই, আমি দেখলাম আমার রোগের ম্যানিক ফেজের (উন্মাদনার চরম পর্যায়) কিছু কিছু ভালো দিকও আছে।"

আহ, তিনি তাহলে বাইপোলার ডিজঅর্ডার রোগে আক্রান্ত। ডানকান বুঝতে পারল। অবশ্যই লক্ষণ দেখে আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল ওর। ওর একজন কলেজ ফ্রেন্ডেরও ঠিক এই অসুস্থতা আছে। এই জিনিস বয়ে বেড়ানো অতো সোজা না।

"তোমার মস্তিষ্ক কীসের ব্যাপারে সংযোগ ঘটাতে চাইছিল?" ভিগোরের প্রশ্ন।

জসিপ দেহাবশেষের দিকে ইশারা করলেন।

"এখানে আমাদের কাছে চেঙ্গিসের খুলি আছে। এবং বইয়ের কাভারে পাওয়া চক্ষুটি থেকে আমরা জানি, বইটি তার মুখের ত্বক দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছিল।"

একথা কানে আসতেই ডানকান বুঝতে পারল ওর আঙুলের ডগা এতক্ষণ কীসের ওপরে ভাসমান ছিল। ব্যাপারটি ধরতে পেরে মনটা ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল ওর। কিন্তু তারপরেও ভয়ংকর কৌতূহল দমন করা গেল না, বইয়ের মাঝের চক্ষুটির খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চালাল ডানকান।

যাজক বলে চললেন, "অন্য কথায়, চেঙ্গিস খানের গলার ওপরের দিক হতে এই রেলিকটিকে তৈরি করা হয়েছে।"

ভিগোর অস্ফুট স্বরে বললেন, "তোমার কথা ঠিক। আমি নিজেও ব্যাপারটা এভাবে ভাবিনি।"

"মাঝে মাঝে হালকা পাতলা পাগলামো খারাপ জিনিস না। আমার ম্যানিক ফেজে আমি এখানে এসে থামি। শুধু এরপরেই আমি বুঝতে পারি ঈশ্বর কেন আমাকে এখানে টেনে আনলেন। আমার আসলে এখানেই থাকার কথা।"

"কেন?" ভিগোর চাপ দিলেন।

"আমার মনে হয় আরও দেহাবশেষ আছে। শুধু এই দুটোই না।"

"রহস্য সমাধানের আরও সূত্র," র‍্যাচেল বলল।

"চেঙ্গিসের ছেলে তার বাবার খুলি থেকে তৈরি রেলিকটিকে হাঙ্গেরিতে রেখে যায়। সেটি তার সাম্রাজ্যের সবচেয়ে পশ্চিমের দিকটা চিহ্নিত করেছিল। এই সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবার তরফ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ওই বস্তুগুলো কেন শুধু ওখানেই পাওয়া গেল? ব্যাপারটা ঠিক মিলছিল না। সময়

গড়াতে থাকল... আর আমিও এই ব্যাপারে ভিন্ন একটা থিওরি দাঁড় করাই, যেটাকে তখন আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। আমার বিশ্বাস চেঙ্গিস তার ছেলেকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, পুরো বিশ্বকে যেন তার সমাধিস্থানে পরিণত করা হয়। তার আত্মার পরিধিকে যেন মঙ্গোল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়া হয়।"

"এটা চেঙ্গিসের চিন্তাধারার সাথে মিলে যায়," ভিগোর একমত হলেন. "তাহলে সে তার মস্তক পাঠায়..."

"হাঙ্গেরির এক প্রান্তে, আটিলার সমাধিতে, "জসিপ সায় দিয়ে বললেন। "কিন্তু এরপর কোথায়?"

"এখানে?" জ্যাডা জিজ্ঞেস করল।

তিনি হ্যাঁ সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। "চেঙ্গিসের শাসনামলে অ্যারাল সাগরের চারপাশের এলাকাটি ছিল মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে পশ্চিম প্রান্ত। স্থানটির তাৎপর্য আছে। তাই মনে হল অনুসন্ধান কার্য শুরুর জন্য এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।"

ভিগোর মাথা ঘুরিয়ে পুরো ঘরটাকে একবার দেখে নিলেন। "তো তাহলে এতগুলো দিন তুমি এইসব হারানো রেলিকের সন্ধান করেছ?"

"অনুসন্ধানের জন্য এলাকাটা বিরাট। এবং সাগর শুকিয়ে যাওয়ায় এখানকার ভূ-প্রকৃতিও মারাত্মকভাবে পাল্টে গিয়েছিল।" এক পাশে এগিয়ে গিয়ে সাথে করে একটি চার্ট নিয়ে ফিরে এলেন জসিপ। চার্টটিকে টেবিলের ওপর রেখে সেটার ভাঁজ খুললেন তিনি। "এই মানচিত্রে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে, আগে একসময় অ্যারাল সাগরকে ঠিক কী রকম দেখাতো।"

ডানকান সিধা হয়ে কিছুক্ষণ মানচিত্রে দেখানো জলের দিকটা খেয়াল করল—লক্ষ করল কিছু একটা মিলছে না, অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

"অ্যারাল সাগর মানে হচ্ছে বহুদ্বীপের সাগর।" যাজক ব্যাখ্যা দিলেন। "এক কালে এখানে পনেরোশরও বেশি দ্বীপ পানির মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার ধারণা চেঙ্গিসের পরবর্তী রেলিক এই দ্বীপগুলোর একটার মধ্যেই আছে।"

"তো তুমি একটা একটা করে সব দ্বীপ খুঁজে দেখছ?" ভিগোর জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাকে সাহায্য করার লোক আছে।" সাঞ্জার দিকে ইশারা করলেন জসিপ।

"আর এর খরচ জোগাড় করেন কিভাবে?" মংক জিজ্ঞেস করল।

বেশ ভালো একটা প্রশ্ন।

যাজক পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন। নিঃসন্দেহে এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

বন্ধুকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন ভিগোর। "তুমি বলেছিলে, আটিলার সমাধিতে সেই হাঙ্গেরিয়ান বিশপটি চেঙ্গিসের রেখে যাওয়া একটি সূত্র পায়, যেটিতে খান সাহেবের নামাঙ্কিত ছিল। একটি স্বর্ণের ব্রেসলেট পেয়েছিল ওরা, যেটিতে চিত্রিত ছিল ফিনিক্স পাখি একটি পিশাচের সাথে লড়াই করছে।"

একথায় জসিপ তার মাথাটিকে হাঁটুর কাছে ঝুঁকিয়ে ফেললেন। "আমি এটা মঙ্গোলিয়ার এক ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। ওর অনেক ধন-সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সংগ্রহ আরও বাড়ানোর জন্য এই জিনিস কিনেছিল সে। অন্ততপক্ষে আমি এতোটুকু নিশ্চিত, ওই ছোট্ট এক টুকরো ইতিহাস ভালো জায়গায় সংরক্ষিত আছে।"

র‍্যাচেলের কপালে ভীষণ কুঞ্চনের সৃষ্টি হল। একজন ইটালিয়ান পুলিশ সদস্য হিসেবে ওকে প্রধানত বহুপুরাতন অ্যান্টিক দ্রব্যের কালোবাজারে বিক্রয়ের দিকটা দেখতে হয়। "কার কাছে বিক্রি করেছেন?"

যাজক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

ভিগোরও এই ব্যাপারে আর বন্ধুকে চাপ দিলেন না। "এখন এটা নিয়ে না ভাবলেও চলবে।"

জসিপ এখনও ব্যাখ্যা করেই যাচ্ছে, "দয়া করে এই ক্রেতাকে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করবেন না। বিক্রির জন্য আমি নিজেই তাকে বেছে নিয়েছিলাম। আর উনি এটা কিনেছেন শুধু নিজ দেশের ইতিহাস নিজের জিম্মায় রেখে সংরক্ষণ করার জন্য।"

মংক তাদের সমস্যা সংক্রান্ত আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। "আপনার ধারণা পরের সূত্রটি এখানেই রাখা, কিন্তু আমার মনে হয় সময়মতো এটিকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এটা অনেকটা খড়ের গাদায় সুই খোঁজার মতো হয়ে যায়।"

"আমি নিজেও অনেকদিন যাবত চেষ্টা করে যাচ্ছি," জসিপ তার সাথে একমত।

"তাহলে এসব বাদ দিয়ে এবার আমরা মঙ্গোলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি," জ্যাডা বলল, কথার সুরে মনে হল এই আইডিয়াটিই তার পছন্দ।

ওদের মধ্যকার আলোচনা যখন পরাজয়ের দিকে মোড় নিচ্ছিল, ডানকান তার হাত আরও একবারের মতো বইয়ের উপরিতলে ভাসালো। মুখ ফুটে কথা বলার আগে একটা ব্যাপার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে সে।

মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে, তার আঙুলটিকে বাতাসে ভাসিয়ে সেই জায়গাটির উপরিতলে স্থির করল। "মনসিনিয়র ভেরোনা... মানে ভিগোর... চক্ষুটির অবস্থান কি ঠিক এইখানে?"

কাছে এগিয়ে এসে ডানকানের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালেন ভিগোর। "হ্যাঁ। আমি জানি এটা চোখে পড়া একটু কঠিন। আমি নিজেও শুধু আতস কাঁচের নিচে রাখার পরেই একে খুঁজে পেয়েছিলাম।"

ডানকান তার হাতটাকে বইয়ের ওপর এদিক ওদিক ঘুরাল, এনার্জি ফিল্ডের উপরিতল সন্ধান করছে সে। চক্ষুটির অবস্থানে হাত পৌঁছুতেই, তার আঙুল সামান্য উঁচু হয়ে গেল, তারপর এনার্জি ফিল্ডের জায়গাটিকে অতিক্রম করতেই আবারও নিচু হল সেটি। "আমার জানা নেই এই ব্যাপারটি প্রাসঙ্গিক কিনা, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি চক্ষুর ঠিক উপরের এনার্জি ফিল্ড অন্য জায়গার তুলনায় বেশি শক্তিশালী।"

ভিগোর তার ভ্রু কুঁচকালেন। "সেটা কেন হতে যাবে?"

জ্যাডা একপাশে ঝুঁকে বলল। "ডানকান, তুমি আগেই বলেছিলে ওই খুলিটির এনার্জি ফিল্ড মুখের ত্বকের এনার্জি ফিল্ডের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমার বিশ্বাস ওই জায়গায় ভরের পরিমাণ বেশি। বেশি ভর হওয়ার কারণেই বেশি এনার্জি বিকিরিত হচ্ছে।"

ডানকান সায় দিল, জ্যাডা যখন সায়েন্স নিয়ে কথা বলে তখন ওর দারুণ লাগে। "এর মানে হচ্ছে অবশ্যই কভারের এই জায়গা অন্য জায়গার থেকে বেশি ভর সংরক্ষণ করছে।"

ভিগোর ভ্রু কোঁচকালেন। "তোমরা দুইজন কী নিয়ে কথা বলছ?"

ডানকান মনসিনিয়রের দিকে ঘুরল। "ওই চোখটার নিচে কিছু একটা লুকানো আছে।"

বিস্ময়ে ফাদার জসিপের মুখ হা হয়ে গেল। "এটার দিকে তাকানোর কথা আমার মাথাতেই আসেনি। এই বই এক্স-রে করিয়েছিলাম, কিন্তু তখন আমি এতে অস্বাভাবিক কিছু পাইনি।"

জ্যাডা শ্রাগ করল। "যদি এটা চামড়ার মতোই নরম টিস্যু হয়ে থাকে, তাহলে এটা সহজেই এক্স-রের চোখ ফাঁকি দেবে।"

মংক আঙুল তাক করল। "আমাদেরকে ওই চক্ষু খুলে দেখতে হবে।"

ফাদার জসিপের দিকে ঘুরলেন ভিগোর।

"আমি জিনিসপাতি নিয়ে আসছি," একথা বলেই জসিপ দৌড় লাগাল।

ভিগোর মাথা ঝাঁকালেন। "আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল এটা। সেইন্ট থমাসের গসপেলে এই কথা বারবার বলা হয়েছে। ঈশ্বরকে যারা সত্যিকারভাবে পেতে চায়, তাদের সবার জন্য সেই রাস্তা উন্মুক্ত। সন্ধান কর এবং তাহলেই তুমি খুঁজে পাবে তাকে।"

"তোমাদেরকে শুধু চোখ দুটো উন্মুক্ত করতে হবে," র‍্যাচেল যোগ করল।

জসিপ এক দৌড়ে সরু এক্স-এক্টো ছুরি, চিমটা আর একটা সাঁড়াশি নিয়ে এল। অপথ্যালমোলজিক্যাল সার্জারি করার জন্য প্রস্তুত।

ভিগোর আর জসিপকে জায়গা করে দেয়ার জন্য ডানকান একপাশে সরে গেল। দুই প্রত্নতত্ত্ববিদ কাজ শুরু করলেন। বহু সময় পার হওয়ার কারণে এর চোখের পাতা শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। তাই খুব সাবধানে তারা চোখের চারপাশটা বৃত্তাকারে কেটে নিলেন এবং চামড়াটিকে উপরে তুলে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন।

ভয় ভর করল ভিগোরের কণ্ঠে। "আমাকে একটা–"

জসিপ তাকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিল।

"ধন্যবাদ।"

বইয়ের কভারে করা গর্তের দিকে ঝুঁকে এলেন মনসিনিয়র। "আমার মনে হয় লুক্কায়িত টিস্যুটি একটি মমিকৃত জিহ্বার পাতলা টুকরা।"

"ওহ, দারুণ," জ্যাডার মুখ দিয়ে কাতর শব্দ বেরিয়ে এল, এক পা পিছিয়ে গেল সে। দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানীদেরও জানার আগ্রহের একটা সীমা আছে।

"ওর উপরিতলে একটা ট্যাটু আঁকা হয়েছে," জসিপ মন্তব্য করল। "এসে দেখে যাও।"

সামনে ঝুঁকে আসল ডানকান, আর লেন্সটি ধরলেন ভিগোর। চামড়ার টিস্যুর উপরিতলে কালো রঙ-এর একটি চিত্র ফুটে উঠল।

"এটা একটা মানচিত্র," ডানকান জোরে জোরে বলল, জসিপের একটু আগের দেখানো চার্টের সাথে মিলটা চিনতে পেরেছে। "অ্যারাল সাগরের মানচিত্র।"

র‍্যাচেল বলল। "জিহ্বার উপরে লেখা?"

র‍্যাচেলের দিকে ফিরে তাকালেন জসিপ, অতিরিক্ত উত্তেজনার উচ্ছ্বাস তার চোখেমুখে। "চেঙ্গিস আমাদের বলছে কোথায় যাওয়া লাগবে।"

ভিগোর নিশ্চিত করলেন। "উল্কিতে একটি দ্বীপকে লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর নিচে ইকাস কথাটি লেখা। ল্যাটিন ভাষায় ঘোড়ার প্রতিশব্দ এটি।"

"মঙ্গোলরা ঘোড়াকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে," জসিপ বলল। "ওদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আক্ষরিক অর্থেই ঘোড়াকে জীবনদানকারী রক্তসুধা বলা যায়। দীর্ঘ যাত্রায় যোদ্ধারা প্রায়ই ঘোড়ার রক্ত পান করতো। এছাড়া ঘোড়ার দুধ দিয়ে আরাক নামের একটা জোরালো মদজাতীয় পানীয়ও তৈরি করা হত। ঘোড়া না থাকলে–"

দরজার ওখানে একটা আওয়াজ আসায় ওদের সবার মনোযোগ চলে গেল ওদিকে।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালেন জসিপ। কিন্তু লম্বাকৃতির লোকটি মাথা নুইয়ে ঘরে ঢুকতেই, তার চেহারা থেকে সব উদ্বেগ দূর হয়ে গেল। সেখানে জায়গা করে নিল চওড়া একটা হাসি। "তুমি ফিরে এসেছ! তোমার টাইমিং এরও প্রশংসা করতে হয়। আমাদের কাছে দারুণ খবর আছে!"

তাড়াহুড়া করে এগিয়ে এসে তরুণটিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন জসিপ। খুব সম্ভবত সাঞ্জার ভাই জাতীয় কেউ হবে সে, কারণ তার গায়েও একই রকম শিপস্কিন কোট এবং ঢিলা প্যান্ট। শুধু এই লোক ভুল করে নিজের বাজপাখিটা বাসায় ফেলে এসেছে।

আগন্তুককে টেবিলের দিকে এগিয়ে নিয়ে এলেন জসিপ। "সবাইকে বলছি, এ আমার একজন ভালো বন্ধু এবং আমার খননকাজের দলের নেতৃত্বে আছে সে।" ওর কাঁধ চাপড়ে দিলেন তিনি, "ওর নাম হচ্ছে আরসালান।"

অধ্যায় : ১৩

১৮ই নভেম্বর, রাত ১০:১৭ ইউএলএটি
উলান বাতোর, মঙ্গোলিয়া

নিজের সংগ্রহশালার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন বাটু খান। তার গায়ে পুরু পশমের বাথরোব এবং পায়ে স্লিপার। গত পনেরো মিনিট যাবত তিনি এমাথা ওমাথা পায়চারি করছেন। মাথায় টেনশন ভর করলে প্রায়ই এরকম করেন তিনি।

তার সংগ্রহশালায় মঙ্গোলিয়ার স্বর্ণযুগের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আছে অলংকার, শবযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মুখোশ, বাদ্যযন্ত্র, মাটির বাসন-কোসন। বিভিন্ন আকৃতির অনেক তীর ছোঁড়ার যন্ত্র রাখার জন্য পুরো একটি দেয়াল বরাদ্দ করেছেন তিনি। মঙ্গোল যোদ্ধারা এক কালে এসব অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করত। ঘোড়ার পিঠে চড়া অবস্থায় ছোঁড়ার জন্য ছোট আকারের অস্ত্র থেকে শুরু করে বড় বড় দেয়ালঘেরা শহরে হামলা চালানোর জন্য ত্রিফলা বিশিষ্ট অস্ত্র পর্যন্ত রাখা আছে এখানে। কোনো কোনোটি তৈরি হয়েছে প্রাণীর পেশিতন্তু এবং মাথার শিং দিয়ে। তার কাছে আরও যুদ্ধাস্ত্র আছে। যেমন লড়াই-এ ব্যবহৃত কুড়াল, খঞ্জর এবং বর্শা।

তার 'নীলাভ নেকড়ের' গোত্রের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে প্রায়ই শহরের বাইরের খোলা জায়গায় মিলিত হন তিনি। সেখানে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের পুরানো সব কৌশল রপ্তের প্রশিক্ষণ নেন তারা। তাদের পরনে থাকে সিল্কের প্রলেপ দেয়া মোটা চামড়ার পোশাক এবং মাথায় থাকে লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ। দলের অন্য সদস্যের মতো তিনিও হালকা বা ভারী দুই ধরনের তীর ছোঁড়ার যন্ত্র চালনায় পারদর্শী।

মনোযোগ দিয়ে নিজের বিস্তৃত সংগ্রহের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। এতগুলো জিনিসের জায়গা দিতে গিয়ে নিজের পেন্টহাউসের উপরতলার ঘরকে ব্যক্তিগত জাদুঘরে পরিণত করেছেন তিনি।

এই মুহূর্তে তার মনোযোগ রাখা আছে একটা ছোট্ট বাক্সের ওপর। এতে সংরক্ষিত আছে একটি স্বর্ণের ব্রেসলেট। অতি সুন্দর কারুকাজ করা এই ব্রেসলেটটি ফাদার জসিপ টারাস্কোর কাছ থেকে কিনেছেন তিনি। এক সময় এই যাজককে অ্যান্টিক মাল চোরাচালানকারী বলে মনে করতেন বাটু খান। আবার

কখনও কখনও মনে হতো, লোকটার সম্ভবত মাথা খারাপ। মরুভূমিতে বেগার খাটা খাটনি করে।

শেষে ওই লোক প্রমাণ করেই ছাড়ল, একে দেখে যা মনে হয় সে আসলে তার চেয়েও বেশি কিছু।

এবং তার সংগ্রহশালার অন্য সব বস্তুর মতো এই স্বর্ণের ব্রেসলেটও শুধু ডিসপ্লে ভারী করার জন্য রাখা হয়নি। গোত্রের লোকদের সাথে থাকার সময় এটাকে তিনি গর্বের সাথে পরিধান করেন। তিনি জানেন, একসময় এই ব্রেসলেট পরিধান করতেন স্বয়ং চেঙ্গিস খান।

শুধু এই কারণে, স্বর্ণের ব্রেসলেটটির জন্য উদার হস্তে টাকা খরচ করেছেন বাটু খান। আফসোসের ব্যাপার, এই টাকা শুধু বালি আর লবণের মধ্যে গর্ত খোঁড়ার কাজেই উড়িয়ে দেবে ওই যাজক।

কী বাজে একটা অপচয়!

এই পর্যায়ে এসে বাটু খানের পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। হাই হ্যাঁলোর তোয়াক্কা না করে আসল কথায় চলে গেলেন তিনি।

"ফাদার জসিপের কাছ অব্দি পৌঁছেছ তোমরা? ইটালিয়ানরা আছে ওখানে?"

ওই প্রান্তের লোকের এই চাঁছাছোলা আচরণের সাথে পরিচয় থাকায় সেও তাই সরাসরি জবাব দিল। "ওরা এখন এখানেই, সাথে তিনজন আমেরিকানও আছে।"

"আরও প্রত্নতত্ত্ববিদ?"

"মনে হয় না। ওদেরকে মিলিটারিদের মতো দেখাচ্ছিল, অন্তত ওই লম্বামতোন লোকটা।"

"এতে কোনো সমস্যা হবে নাতো?"

"না, আমার লোকেরা ওদেরকে নজরে রেখেছে। প্রায় সবকিছু জায়গামতো বসানো শেষ। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই। ফাদার জসিপের বিশ্বাস, তিনি এমন একটা সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন যা তাদেরকে চেঙ্গিস খানের সমাধিতে পৌঁছে দিতে পারবে। ওরা সবাই এ নিয়ে খুব উত্তেজিত এবং আজ রাতেই বেরিয়ে পড়তে চাইছেন।"

রহস্যের সমাধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র...

"ওই সূত্রের ব্যাপারটা কী জেনে নাও," বাটু খান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। "আর ওদেরকে খোঁজ চালিয়ে যেতে দাও। যদি ওরা কিছু পায়, সেগুলো নিজের অধিকারে নিয়ে নেবে। যদি কিছু না পায়... যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেভাবে আগাবে। ওদের সবাইকে ওই মরচে ধরা জাহাজের নিচে জ্যান্ত কবর দেবে।"

"হয়ে যাবে।"

বাটু খানের এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আজ অব্দি তাকে হতাশ করেনি আরসালান।

অধ্যায় : ১৪

১৮ই নভেম্বর, রাত ১১:২২ কেএসটি
তাইডং নদী, উত্তর কোরিয়া

গ্রের বাইকের হেডলাইট নেভানো। নদীর ধারের রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত সামনে এগোচ্ছে গ্রে। রাতের আঁধারের মাঝ দিয়ে অন্য দুটি বাইকও অনুসরণ করছে তাকে। যন্ত্রণাদায়কভাবে ধীর গতিতে অগ্রগতি হচ্ছে ওদের।

গ্রের কাঁধের জ্বালাপোড়া সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। আধা ঘণ্টা আগে, আঘাতের জায়গা পরিষ্কার করার জন্য সংক্ষিপ্ত একটা বিরতি নেয় সেইশান। নতুন একটা ব্যান্ডেজ লাগায় এবং ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেহে ব্যথানাশক ওষুধ এবং এন্টিবায়োটিক প্রবেশ করায়। অন্যরা তখন একটু দূরে গিয়ে এলাকার ওপর নজর রাখছিল।

ভুল করে গুলি ছোঁড়ার খেসারত হিসেবে সেইশান শুধু এটুকুই করতে পারে।

সৌভাগ্যবশত বুলেট শরীরের খুব একটা গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। ওষুধের কারণে ব্যথা একটু কমতেই, যাত্রার চূড়ান্ত পর্যায় সমাধা করার জন্য বাইকের হাল নেয় গ্রে। শহুরে রাস্তা এড়িয়ে অলিগলি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ওরা।

ওদের বাঁয়ে, তাইডং নদীর বিস্তৃত জলসীমায় তারার আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। কব্জিতে বাঁধা জিপিএসটাকে একবার দেখে নেয়ার জন্য বাইকের গতি ধীর করল গ্রে। যদিও সরাসরি গেলে পিয়ংইয়ং থেকে উপকূলের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে মোটরবাইক নিয়ে কাদামাটি আর নুড়ি বিছানো রাস্তা পার হওয়ার কারণে এইটুকু পথই দশগুণ বেড়ে গিয়েছে।

কিন্তু তারপরেও, কাঙ্ক্ষিত জায়গায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ওরা। এবং সৈকতের ধারের মধ্যরাতের মিটিং ওরা মিস করতে চাচ্ছে না। ওদের সুযোগ সীমিত, একে হেলায় নষ্ট করা যাবে না।

পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তার দিকে আঙুল ইশারা করল গ্রে। “এটাই সেই পথ! এই রাস্তাই আমাদের সরাসরি সাগরের দিকে নিয়ে যাবে।”



..::ShOpNoHiN::..
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Exclusive
স্ক্যানিং
এডিটিং
..::ShOp No HiN ::..
Visit Us at ..::ShOpNoHiN::..
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের গর্জন সাথী করে, বাইকটিকে ঘুরিয়ে সেই পথে নিয়ে চলল গ্রে। গোটা রাস্তা গর্ত আর খানা-খন্দে ভরা। রাস্তার পিচ-খোয়া সব উঠে গিয়ে এবড়ো-খেবড়ো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তার একদম কোণায় গিয়ে শক্ত জমিন খুঁজে পেল গ্রে। এদিকটার অবস্থা একটু ভালো। ট্রাক্টরের চাকা এখানে কামড় বসানোর খুব একটা সুযোগ পায়নি।

শীতকাল মাত্র শুরু হওয়ায় রাস্তার ধারের কৃষিজমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। হাতের কাছে, কাঁটাতারের বেড়া উঁচু হয়ে দুই দিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওদের।

এই উন্মুক্ত জায়গায় এসে গ্রের নিজেকে নগ্ন বলে অনুভূত হচ্ছে।

এমনকি ওদের বাইকের গুড়ুগুড়ু গর্জনও যেন নির্জন পরিবেশে এসে বেড়ে গিয়েছে। খোলা মাঠের কৃষিজমির মাঝ দিয়ে সেটি ধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। কিন্তু এনিয়ে এখন আর চিন্তা করার কিছু নেই। ওদের গন্তব্য এখান থেকে মাত্র মাইল দুয়েক দূরে।

তারপর রাতের নির্জনতা ভেদ করে 'থাম্প-থাম্প' ধ্বনি ভেসে আসল।

বাইকের গতি ধীর করে দিয়ে, গলা বাড়িয়ে আকাশে উঁকি মারল গ্রে।

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আঙুল তাক করল সেইশান। একটা কালচে ছায়ামূর্তি নিচু হয়ে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে। অস্পষ্টালোকে বিপদের অশুভ বার্তা।

একটা হেলিকপ্টার, বাতি নিভিয়ে এগিয়ে আসছে।

শুধু টার্গেটের অবস্থান আগে থেকে চিহ্নিত করে ফেলতে পারলেই একটি হেলিকপ্টার নিজের হেডলাইট নিভিয়ে রাখে। আঁধারের মাঝ দিয়ে উড়ছে এটি। নিজেকে লুকিয়ে রেখে যতটা পারা যায় কাছে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

এর মানে, ওদের অবস্থান এখন আর গোপন নেই।

পিয়ংইয়ং-এর কেউ একজন অবশ্যই ওদের পালানোর পথের ব্যাপারে মুখ খুলেছে বা কোনো একজন গ্রাম্য কৃষক হয়তো রাতের অন্ধকারের মাঝ দিয়ে চলা তিনটি মোটরসাইকেলের ব্যাপারে রিপোর্ট দিয়েছে। কারণ যাই হোক, এই পরিস্থিতি ওদেরকে মোকাবিলা করতেই হবে। পিছপা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এখন।

প্রায় নিশ্চিতভাবে বলে দেয়া যায় ওই হেলিকপ্টারে নাইট-ভিশন ইকুইপমেন্ট আছে। গ্রে তাই বাইকের হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল, যাতে রাস্তা আরও ভালোভাবে আলোকিত হয়। এখান থেকে ওদের যতটা সম্ভব গতি বাড়িয়ে এগোতে হবে।

"আমার সাথে থাকো!" সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার দিল গ্রে।

পেছনের অন্য বাইকগুলোরও হেডলাইটের আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে উঠল।

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, হেলিকপ্টারের নেভিগেশন লাইটের আলোয় আকাশ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। স্পটলাইটের আলোর রশ্মি মাটি কামড়ে দ্রুতবেগে ওদের দিকে ছুটে আসছে।

দ্রুত রাস্তার একপাশে সরে গেল গ্রে। কোয়াওস্কি নিল অন্য পাশ। কাছাকাছি থেকে ওদের অনুসরণ করল ঝুয়াং এবং গুয়ান-ইন। ওদের কাছে হেলিকপ্টারের সাথে লড়াই করার মতো কিছু নেই। রকেট মর্টার যেগুলো ছিল সেগুলো সব বন্দীখানায় ব্যবহার করতে হয়েছে। এবং বাকি সব ভারী অস্ত্রপাতিও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ট্রাকের সাথে।

গ্রের পেছনে বসে থাকা সেইশান ঝট করে পেছনে ঘুরল এবং তার অটোমেটিক রাইফেল হেলিকপ্টারের দিকে তাক করে ফায়ার করল।

যান্ত্রিক ফড়িং-এর যাত্রাপথ সামান্য টলে গেল, কিন্তু সেটি শুধু হঠাৎ বিস্মিত হওয়ার কারণে।

কিন্তু তারপরেও এই সুযোগে তাদের মধ্যকার দূরত্ব সামান্য বৃদ্ধি পেল।

ডানদিকে একটা বড়সড় খামারবাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল কোয়াওস্কি। এই মুহূর্তে ওদের রাস্তার দুইপাশ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা। ফাঁদে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। বাইক চালনা করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই এবং হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করাও ওদের পক্ষে অসম্ভব। এমতাবস্থায় খোলা জায়গায় যাওয়াটাই সর্বাপেক্ষা ভালো বুদ্ধি।

গ্রে-ও একমত। "লেটস গো!"

তিনটা মোটর বাইক খামারে প্রবেশ করল। চাকা তুলে দিয়ে গবাদি পশুদের আটকে রাখার জন্য তৈরি করা সুরক্ষা বেষ্টনি টপকে গিয়ে পার হল। সম্মুখে উপস্থিত হল নুড়ি পাথরে ভরা বিস্তৃত এক এলাকা। এক সাইডে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি দুধ দোহনের গব্যশালা। অন্য সাইডে, কিছু সংখ্যক বাংকহাউজ এবং ওয়ার্কশপ। গবাদিপশুর খোঁয়াড় এবং চারণভূমি শুরু হয়েছে এরপর থেকে। বিরাট এলাহী কারবার চলছে এখানে।

ক্লিক ক্লিক আওয়াজে আশপাশের বাড়িঘরের বাতি জ্বলে উঠল। জানালা দিয়ে উঁকি মারল কয়েকজনের কৌতূহলী চেহারা। হয়তো ওদের হাউকাউ লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু যখন দেখল সামনে কী আসছে, দ্রুত গতিতে আলো নিভিয়ে জানালার পর্দা টেনে দিল ওরা।

মোটরবাইকের রিয়ারভিউ মিররে দেখা গেল, মাথা নিচু করে ওদের দিকে উড়ে আসছে হেলিকপ্টারটি। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওদের মাথার ওপর চলে আসবে।

"এই পথে!" গ্রে চিৎকার দিল, তারপর বাইকটা ঢুকিয়ে দিল বাম পাশে।

সামনে একটি বড়সড় আকৃতির গরুর আস্তাবল দাঁড়িয়ে আছে। সেটির খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে প্রবেশের জন্য ছুট লাগাল গ্রে। ওদের দ্রুত আড়াল নেয়া লাগবে। এবং ওদেরকে আরও তাড়া দেয়ার জন্যই কিনা, মেশিন গানের মুহুর্মুহু গুলি ঠিকড়ে পড়ল ওদের আশেপাশে। পাইলট নিশ্চয়ই আগেই ধরতে পেরেছে যে ওদের শিকার গর্তে ঢুকে মুখ লুকানোর চেষ্টা করছে।

সেইশান পেছন ফিরে গুলি করল, এবং গুয়ান-ইনও একই কাজ করলেন। বিপদের মুখোমুখি হয়েও মা-মেয়ের চেহারা নির্বিকার। ফুল অটোমেটিক ফায়ারে ওদের হাতের রাইফেল ঝলসে উঠছে।

তারপর গ্রের বাইক উড়ে গিয়ে আস্তাবলের দরজায় মধ্যে ঢুকল, প্রবেশ করল এর আঁধারের গভীরতায়। অন্য দুটি বাইকও অনুসরণ করল গ্রেকে।

যান্ত্রিক ফড়িং মুখ ঘুরিয়ে নিল আস্তাবলের ছাদের আকাশে। আস্তাবলের দরজা দিয়ে তো আর হেলিকপ্টার প্রবেশ করানো যায় না। তাই সে ছাদ পেরিয়ে চলে গেল আস্তাবলের বিপরীত পাশের দরজায়, যেখানে আরেক সেট দরজা উন্মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তাবলটি লম্বা এবং চওড়া। স্থাপনার মাঝে একটা সোভিয়েত গন্ধ আছে, বানানো হয়েছে বিশালাকারে উৎপাদনের জন্য। তাদের বাম দিকে এক সারিতে বেশ কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় দুধ দোহন যন্ত্র মুখ বাড়িয়ে রেখেছে। অন্য আরেক পাশ বিস্তৃত হয়ে সৃষ্টি করেছে সারিবদ্ধ লম্বা গরুর খোঁয়াড়। প্রতিটায় চার পাঁচটি করে গরু অবস্থান করছে। গরুগুলো বড় বড় চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাম্বা হাম্বা রবে অভিযোগ জানানো শুরু করল। কেন ওদের রাতের শান্তি বিনষ্ট করা হল!

গ্রে অনুমান করল এখানে একশরও বেশি গবাদি পশু রাখা। দূরের দরজা পেরিয়ে, আরও কতগুলো বিশাল বিশাল গরুর খোঁয়াড় উঁকি মারল। এক পাল গরু গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। যেদিকে তাকাচ্ছে সবখানে শুধু গরুর নাক আর লেজ দেখা যাচ্ছে। এই জায়গার উৎকট দুর্গন্ধ এমনই বিকট, যে গ্রের মনে হল, বুলেট ছোঁড়ার আগেই গন্ধের চোটে ঘায়েল হয়ে যেতে পারে ওরা।

গ্রে তার বাইকের হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে গরুর খোঁয়াড়ের মাঝে অবস্থান নিল; অন্য দুটিও তার উদাহরণ অনুসরণ করল। ভীতিকর ভঙ্গিতে হেলিকপ্টারটি মাথার ওপরে চক্কর দিতে লাগল, বুঝতে পেরেছে তাদের টার্গেট আস্তাবলের ভেতরের ফাঁদে আটকা পড়েছে। হেলিকপ্টারটির এখন একটাই কাজ। কোন দরজা দিয়ে এরা পালানোর চেষ্টা করবে, সেটার জন্য অপেক্ষা করা।

দুর্ভাগ্যবশত, গ্রে জানে পালানোর প্রচেষ্টা চালাতেই হবে ওদেরকে। এখানে কোনোমতেই আটকে থাকা যাবে না। স্থলপথ ধরে অবশ্যই উত্তর কোরিয়ান সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে।

কিন্তু ওটা নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে।

গ্রে তার হাতঘড়ির দিকে চকিতে নজর বুলিয়ে নিল। এখন প্রায় মধ্যরাত। যদি ওরা আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে উপকূলে পৌঁছাতে না পারে, তখন আর কিছুতেই কিছু আর যাবে আসবে না।

"এই খেলার নিয়ম কানুনটা একটু বুঝিয়ে বলো?" কোয়াওস্কির প্রশ্ন।

গ্রে বুঝিয়ে বলল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কোয়াওস্কির চেহারা।

রাত ১১:৪১

ওদের হাতে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

বাইনোকুলারে চোখ ফেলল গ্রে। দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হয়ে গরুর খামারের খোলা চত্বর পেরিয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হল। সিকি মাইল দূরের বৃক্ষসারি হাতছানি দিয়ে

ডাকল ওকে। যদি গ্রের দল ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, উপকূলীয় বনাঞ্চল যথেষ্ট আড়াল দিতে পারবে ওদের। ওরা সৈকতে পৌঁছাতে পারবে। এবং আজ রাতের নির্দিষ্ট মিলনস্থানে মিলিতও হতে পারবে।

কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে আস্তাবলের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে দিতে হবে।

"লেটস স্টার্ট," গ্রে আদেশ দিল।

খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দিল ওরা। গরুর পিঠে চাপড় মারতে মারতে সেগুলোকে খেদিয়ে বাইরে বের করে আনল। এর জন্য খুব একটা খাটুনি করতে হল না ওদের। কারণ গবাদিপশুগুলো এমন নির্দেশ মেনে চলতে অভ্যস্ত।

আস্তাবলের মধ্যিখান গরুতে গরুতে পরিপূর্ণ হয়ে যেতেই, গ্রে তার সঙ্গী সাথীদের বাইকে চড়তে ইশারা করল। আস্তাবলের মাঝখানে অবস্থান নিয়ে, বাইকের প্যাডেলে লাথি মেরে ইঞ্জিন চালু করে, সেটিকে গর্জনে রূপান্তরিত করল ওরা। এই আওয়াজ কানে আসতেই জানোয়ারগুলো আতংকিতভাবে ছোটাছুটি শুরু করল। ওদের ছোটাছুটি আরও ত্বরান্বিত করতেই কিনা, হাতের রাইফেল উঁচিয়ে ছাদ বরাবর কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ল সেইশান। কান ফাটানো আওয়াজ ভালোই কাজে দিল।

উচ্চস্বরে হাম্বা হাম্বা রব জুড়ে দিয়ে, দুই প্রান্ত দিয়ে পালাতে চাইল গরুর পাল। ঠাসাঠাসি পরিবেশে একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে ভয়ার্ত পরিবেশে আরও বেশি ভয় সঞ্চারিত হল এতে।

গ্রের দল বাইকের হেডলাইট নিভিয়ে বিপরীত দিকের দুটি দরজার পাশে পড়ে রইল। অন্যদিকে গরুগুলো আতংকিত হয়ে ছোটাছুটি করছে।

এমন অপ্রত্যাশিত কৌশলে বিস্মিত হয়ে উত্তেজিতভাবে আস্তাবলের এক দরজা থেকে আরেক দরজায় উড়ে চলল হেলিকপ্টারটি। বুঝতে পারছে না, আস্তাবলের ভেতরে কী হচ্ছে।

এরপর ওরা খোঁয়াড়ের দরজা খুলে ফেলল দুই পাশ হতে।

আস্তাবলের ভেতরের আতংকিত জানোয়ারগুলো চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। যেন শুকনো ঘাসে ম্যাচের জ্বলন্ত কাঠি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ভীত পশুগুলো দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল নার্ভাস ভঙ্গিমায় এবং তাদের খুরের আঘাতে পায়ের তলার মাটিতে কম্পন সৃষ্টি হল।

গেট খুলে যাওয়ার পরে, ভেতরের চাপ ছেড়ে গেল। সবচেয়ে কাছের জানোয়ারটি গেট পেরিয়ে নিজেকে খোলা জায়গায় নিয়ে এল, অন্যরাও তার উদাহরণ অনুসরণ করল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হওয়া স্টাম্পিড (আতংকিত ছোটাছুটি) পরিণত হল তীব্র স্রোতে।

মোটরসাইকেলে অলস ভঙ্গিমায় বসে রইল কোয়াওস্কি। আলসেমির মধ্যেই কাঁধে থাকা রাইফেলটিকে আকাশপানে উঁচিয়ে ধরল।

ততক্ষণে হেলিকপ্টারের ধুকপুকানি আওয়াজ পরিণত হয়েছে তীব্র গর্জনে। এর রোটরের ধারালো ব্লেডের ঘূর্ণনগতি জানোয়ারগুলোর মনে চরম ভয়ের উদ্রেক

করল—স্পটলাইটের চোখ ঝলসে দেয়া আলোর রোশনাই-এর কথা না হয় নাই বললাম।

কোয়াওস্কি তার অবস্থান থেকে গুলি চালাল।

ওপরে কাঁচ ভাঙার শব্দ আসল। হেলিকপ্টারের স্পটলাইট নিভে গেল। অন্ধকার আবারও ফিরে পেল তার রাজত্ব।

হঠাৎ হামলায় বিস্মিত হয়ে যান্ত্রিক ফড়িঙটি তার নিজের মুখ ঘুরিয়ে নিল।

গরুগুলোকে সাথী করে বাইক তিনটি বাতি নিভিয়ে খোলা মাঠের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল। আস্তাবল থেকে দূরে, বৃক্ষসারির আরও কাছাকাছি।

গ্রে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করল যাতে বাইকের গায়ে কোনো গরুর সংঘর্ষ না লেগে যায়। কিন্তু সেই সৌজন্যে ফেরত এল না। কয়েক বার, গরুর পালের সাথে সংঘর্ষ হল বা ওদের লেজ থেকে আসা চাবুকের বাড়ির আঘাত ওর মুখ বরাবর এসে লাগল। কিন্তু তবুও বাইক কোনমতে স্থির রেখে নিজেকে চালিয়ে নিল সে।

অন্য দুটি বাইকও একই কাজ করল।

ওদের পেছনে, ওই হেলিকপ্টার তখনও আস্তাবলের চারপাশে চক্কর মেরেই যাচ্ছে। শিকার কোথায় গিয়ে লুকালো না বুঝে হতবুদ্ধি অবস্থা। অবশেষে বিভ্রান্তি পরিষ্কার হওয়ার পর, যান্ত্রিক ফড়িং আবারও মাঠের ওপর স্থির হল। কিন্তু খামারের জানোয়ারগুলো ততক্ষণে দৌড়াদৌড়ি করে যে যেদিকে পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

তারপরেও ওই হেলিকপ্টার পরাজয় মেনে নিতে রাজি হল না। এবং মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে লাগল ইতিউতি ছোটাছুটি করা জানোয়ারগুলোকে।

হতভাগা প্রাণীগুলোর দুর্ভাগ্যের জন্য গ্রের হৃদয় কেঁদে উঠল। কিন্তু যখন মনে হল যে এদের লালন পালন করা হয় নিষ্ঠুরভাবে এবং আস্তাবলে থাকতে হয় গাদাগাদি করে, প্রতিনিয়ত সইতে হয় অপমান এবং লাঞ্ছনা। হয়তো একে একটা উদারতা বলা যায়। অন্ততপক্ষে ওই জানোয়ারগুলো মৃত্যুর আগে এক মুহূর্তের জন্য স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে কোয়াওস্কির নিজস্ব মতামত ছিল। ওরা জঙ্গলে পৌঁছে বাইকের গতি ধীর করল, এবং সে এই বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "ফাকিং এসহোলস।"

এইভাবে পলায়ন খুবই ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর অপচয় করার কোনো ইচ্ছে নেই গ্রের।

আঁধারঘেরা উপকূলীয় বনাঞ্চল পেরিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। সম্মুখে উদয় হল একটি রাস্তার।

জিপিএসটা একবার দেখে নিয়ে, তুফান গতিতে বাতাস কেটে আবারও সম্মুখপানে এগিয়ে চলল গ্রে। এক মিনিট পর, বৃক্ষসারি পার হয়ে একটি পাথুরে সৈকতে পৌঁছুল ওরা।

পাথরের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউ পেরিয়ে তার দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরালো গ্রে। রাতের তারার ঠাণ্ডা আলো আলতো করে ভিজিয়ে দিচ্ছিল ওদের।

কিন্তু পুরো এলাকায় প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই।

"এটাই কি সেই জায়গা?" কোয়াওস্কির প্রশ্ন।

গ্রে সায় দিল। কিন্তু সে মনে মনে ভয় পাচ্ছে এই ভেবে যে বেশি দেরি করে ফেলল না তো। বাইকের পেছনের ব্যাগ থেকে একটা ফ্লেয়ার গান বের করে সেটাকে প্রজ্জ্বলিত করল। এবং ছুঁড়ে মারল সৈকতের আকাশে।

আগুনে সবুজ স্ফুলিঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল চারিদিক, তার আভা প্রতিফলিত হল সাগরের পানিতে।

গ্রে মনে মনে প্রার্থনা করল কেউ একজন যেন দেখতে পায় একে।

কেউ একজন দেখতে পেল।

ডান দিক বরাবর, জঙ্গল পেরিয়ে উত্তর কোরিয়ান হেলিকপ্টারটি উদয় হল। জোরালোভাবে থাম্পিং থাম্পিং করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে এটি।

মেশিন গান ক্রমাগত পটরপটর আওয়াজ তুলে জীবন্ত হল। এখুনি ওদেরকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, আঁধারের বুক চিড়ে হাজির হল একটি আগুনের গোলা। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হিসহিসানি আওয়াজকে সাথী করে এগিয়ে এল সেটি। হেলিকপ্টারে আঘাত হানল একটি মিসাইল এবং যান্ত্রিক ফড়িংটি পরিণত হল জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপে।

কান ফাটানো বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করার পর গ্রে দেখল ধ্বংস হয়ে যাওয়া হেলিকপ্টারটির জ্বলন্ত কণা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল বনের ওপর। অন্যদিকে এর পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া ভারী কাঠামোটি সশব্দে সমুদ্রে পতিত হল।

বিস্ফোরণের আওয়াজ হারিয়ে যাওয়ার আগেই, একটি ছোট বিমান ধোঁয়ার স্তর কেটে ওদের দিকে এগিয়ে এল। এবং সৈকতের ওপরে নিজেকে স্থির করে ভাসিয়ে রাখল। এটি হচ্ছে নতুন মডেলের স্টিলথ এয়ারক্র্যাফট (নিজেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশযান), ইউ এস ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কোণার দিকটাকে তীক্ষ্ণ এবং উপরিভাগ সমতল রাখা হয়েছে যাতে রাডারকে বোকা বানানো যায়।

কিন্তু এই আগুনে বিস্ফোরণের খবর খুব বেশিক্ষণ গোপন থাকবে না।

স্টিলথ এয়ারক্র্যাফটের মিসাইল লঞ্চার দিয়ে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই অবস্থায় হেলিকপ্টারটি সৈকতে নিচু হয়ে নেমে এল আর নিজের দরজাগুলো খুলে দিল ওদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য।

ক্যাটকে সাথে নিয়ে আগেই এই উদ্ধারকার্যের বন্দোবস্ত করেছিল গ্রে। পরিকল্পনামাফিক, দক্ষিণ কোরিয়ান এলাকার পানিপথে থাকা একটি আমেরিকান জাহাজ হতে স্টিলথ এয়ারক্র্যাফটটি উড়ে আসে। জলের স্রোত পাড়ি দিয়ে নিচু হয়ে এতদূর উড়ে এসেছে এটি। তবে ক্যাট এই বলে আগেভাগেই সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই কৌশলের সুযোগ একবারই নেয়া যাবে এবং এর সফলতার জন্য নিখুঁত টাইমিং এর দরকার হবে। উত্তর কোরিয়ানরা একই ফাঁদে দুইবার পা ফেলবে না।

গ্রের দলের শেষ সদস্য হেলিকপ্টারে প্রবেশ করতেই, একজন ক্রু মেম্বার সশব্দে এর পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল। যান্ত্রিক ফড়িংটি তৎক্ষণাৎ কোরিয়ান উপদ্বীপ থেকে এর লেজ ঘুরিয়ে নিল। এরপর জলের ওপরে দিয়ে দ্রুতবেগে উড়ে চলল, ঘূর্ণায়মান রোটর ব্লেড রাতের অন্ধকারে তুলল ফিসফিসানি আওয়াজ।

শরীরের সাথে ফিতা বাঁধা হয়ে যেতেই, চারপাশে একবার তাকাল গ্রে। চিন্তা করল এতো ঝুঁকি আর এতো রক্তপাতের কথা। পিছনে হেলান দিয়ে বসতেই দেখতে পেল, গুয়ান-ইন তার সিট থেকে উঠে এগিয়ে যাচ্ছেন সেইশানের সিটের দিকে।

গত দুই দশকের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো, একজন মা মৃদুভাবে তার আঙুলের ডগা ছোঁয়াতে পারলেন তার মেয়ের গালে।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সম্মুখে দৃষ্টি ফেরাল গ্রে।

এত দিন পর দেখা, এমনটিই তো হওয়ার কথা।

অধ্যায় ১৫

১৮ই নভেম্বর, রাত ৯:৪১ কিউওয়াইজিটি
(কাইজিলোরদা টাইম)
অ্যারাল সাগর, কাজাখস্তান

র‍্যাচেলের মনে চাচাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এখন জসিপের সাথে গভীর আলোচনায় মত্ত তিনি। তাদের দুজনের মাথা পাশাপাশি নিচের দিকে ঝুঁকে আছে। একজন আরেকজনের সাথে লাগোয়া অবস্থায় বসে আছে। মনে হচ্ছে যেন, নৌকায় করে মাছ শিকারে যাবে বলে দুই স্কুল ছাত্র উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু ওদের কেউই স্কুল পড়ুয়া বাচ্চা ছেলে নয়।

বিশেষ করে ভিগোর তো নয়ই।

যদিও বাইরে দিয়ে শক্তপোক্ত একটা ভাবভঙ্গি ধরে থাকেন তিনি, কিন্তু বয়সের কারণে সেই পাতলা প্রলেপেও ফাটল ধরতে শুরু করেছে। এক মুহূর্ত আগেও হেলিকপ্টারে উঠাতে সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত একটি হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। অতীতে হয়তো তিনি নিজে নিজেই ভেতরে ঢুকে যেতে পারতেন। এই ভ্রমণের আগে এই ব্যাপারটি হাজারো বার লক্ষ্য করেছে র‍্যাচেল। এমনকি মাস দুয়েক আগে ভিগোরকে মুখ ফুটে বলেছেও, কিন্তু র‍্যাচেলের উদ্বেগকে পাত্তাই দেননি তিনি। বরং খোলা মাঠে কাজ করার বদলে ডেস্কে কাজ করার ওপরে সব দোষ চাপিয়েছেন। র‍্যাচেল তাকে পরামর্শ দেয় উনি যেন তার কাজের চাপ কমিয়ে দেন, যেন ভ্যাটিকানে দায়িত্বের বোঝা আরও কম নেন। কিন্তু তাকে এই কথা বলা অনর্থক। এটি যেন পূর্ণ বেগে ছুটতে থাকা একটি মালবাহী ট্রেনকে ধীরে চলতে বলার মতো।

এই ভ্রমণে এসে, র‍্যাচেলের দুশ্চিন্তা আরও দ্বিগুণ হয়েছে। এইবারের অভিযানের আগে চাচার সাথে ওর সেইভাবে তেমন একটা দেখা সাক্ষাৎ হত না। শুধু মাঝে মাঝে ছুটির দিন বা পারিবারিক ভোজের সময় একটু আধটু হত। কিন্তু এখন গত চব্বিশ ঘণ্টা তার সাথে কাটানোর পর, র‍্যাচেলের ভয় হচ্ছে শুধু বয়সের কারণেই তার শরীরে এই দুর্বলতা ভর করেছে কি-না। ইউনিভার্সিটি অফিসে থাকতেই সে দেখেছিল, চাচার চোখের নিচটা কালো হয়ে গিয়েছে। আর এখন

র‍্যাচেল দেখছে কিভাবে তিনি ভারী করে শ্বাস ফেলছেন, কখনও কখনও বুকের বাম পাশটা চেপে ধরছেন। কিন্তু যখনই র‍্যাচেলের চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছেন, তখনই আবার সেখান থেকে হাত সরিয়ে ফেলছেন।

র‍্যাচেলের কাছ থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছেন তিনি।

এবং এটাই র‍্যাচেলকে আতংকিত করে তুলছে। এমনকি দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার দুশ্চিন্তাও এর কাছে কিছুই না।

র‍্যাচেলের বাবা বাস দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। তারপর বাবার শূন্যতা পূরণ করেছিলেন ভিগোর। তার যত্নের পরশে, বড় হয়ে উঠেছিল র‍্যাচেল। ওকে হাতে ধরে রোমের জাদুঘরে জাদুঘরে ঘুরিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। ফ্লোরেন্সের পথে পথে ওরা দুজনে মিলে অনেক মজা করেছে, ক্যাপ্রিতে গিয়ে পানিতে ঝাপাঝাপি করেছে। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন কিভাবে নিজের কাজকে ভালবাসতে হয়। মেয়ে হওয়ার কারণে যেন কখনও হার না মেনে নেয়। তিনি সেই সাথে তার মাঝে ইতিহাস এবং শিল্পকর্মের জন্য ভালোবাসাও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেইসব শিল্পকর্ম, যেখানে মানুষের মুখের অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তৈলচিত্র, কাঁচ এবং ব্রোঞ্জ, মার্বেল এবং গ্র্যানাইট পাথরে।

তাহলে র‍্যাচেল কেন আজ চাচাকে রক্ষার চেষ্টা করবে না? রোমে থাকতে, আতংক ওর মনকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও অমঙ্গলের হাত থেকে চাচাকে বাঁচানোর জন্য তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখার কথা ভেবেছিল সে। কিন্তু এখন তার হাস্যোজ্জ্বল আর উত্তেজিত চেহারা দেখে র‍্যাচেল বুঝতে পারল, সেটা করলে বড় ধরনের ভুল করা হতো। র‍্যাচেলের জানা নেই কতগুলো বছর চাচার সাথে কাটিয়েছে সে। কিন্তু সে জানে, চাচাকে সাহায্য করার এখনই সময়। তার হাত নিজের হাতে টেনে আনার। সেই মানুষটি হওয়া যে তাকে চলতি পথে ভরসা দেবে, যার ওপর তিনি বুড়ো বয়সে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারবেন।

এই মানুষটিই এই দুনিয়ার রূপ ওর সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেই দুনিয়া কী করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে সে?

মনে মনে এটা স্বীকার করে নিয়ে, নিজের মনোযোগ ঘুরিয়ে নিচের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে ফেরাল র‍্যাচেল। হেলিকপ্টারটি উত্তর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এমন এক জায়গায় ও যাচ্ছে যেটি আরও বেশি জনমানবশূন্য। উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সেটি। প্রবাল প্রাচীর বেষ্টিত শুষ্ক লবণ সমৃদ্ধ নির্জন একটি এলাকা। শুধু একজন মৃত সম্রাটের জিহ্বায় অঙ্কিত মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে সেখানে যাচ্ছে ওরা।

র‍্যাচেল অনুভব করল উত্তেজনার একটা ঢেউ ওর ভেতরটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওখানে কী খুঁজে পাবে ওরা? অন্যরাও এনিয়ে সমানভাবে উত্তেজিত। এমনকি জ্যাডাও, যে কিনা প্রথমে এখানে আসতেই চায়নি।

র‍্যাচেল তার সিটে হেলান দিল। চারপাশের সঙ্গী সাথীদের সাথে পেয়ে ভীষণ খুশি সে। সাঞ্জার কব্জিতে বসে থাকা বাজপাখিটির দিকে চোখ পড়ল র‍্যাচেলের।

র‍্যাচেলের মনোযোগ লক্ষ্য করে ওকে নড করল সাঙ্গা।

"এটি কোন জাতের পাখি?" র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

সাঙ্গা নড়েচড়ে বসল। পাখিটির ব্যাপারে আগ্রহ দেখানোয় ওকে আনন্দিত দেখাচ্ছে। "এটি হচ্ছে জারফ্যালকন। ফ্যালকো রাস্টিকোলাস। সবচে বড় আকারের বাজপাখির জাতের একটা।"

"খুব সুন্দর পাখি।"

সাদা ফকফকা দাঁত বের করে সুন্দর একটা হাসি দিল সাঙ্গা। "ওর কানে না গেলেই হয়। হিরু এর মধ্যে এরকম অনেক প্রশংসা পেয়ে গেছে।"

"কিন্তু ও তো একদম স্থির হয়ে বসে আছে।"

সাঙ্গা একটা আঙুল দিয়ে হিরুর ঘোমটার চারপাশে দ্রুত হাত বুলালো। "চোখে হুড দেয়া থাকলে বাজপাখি নড়াচড়া করে না। কারণ সে জানে, নড়াচড়া করলেই বিপদ। সে নিশ্চল পড়ে থাকবে, নিজের মালিকের ওপরে বিশ্বাস রাখবে। অতীতে অভিজাত মানুষরা এদের নিয়ে আদালতপাড়ায়, ভোজসভায়, সামাজিক কাজে যেত। এমনকি ঘোড়ার পিঠে চড়ার সময়েও এরা তাদের সাথে সাথে থাকতো।"

"আর এখন দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টারেও থাকে এরা।"

"আমাদের সবাইকে আধুনিক দুনিয়ার সাথে মানিয়ে নিতে হবে। তবে বাজপাখির সাহায্যে শিকার কিন্তু চেঙ্গিস খানের আমল থেকে চলে আসছে। মঙ্গোল যোদ্ধারা বাজপাখি দিয়ে শিয়াল শিকার করত, মাঝে মধ্যে এমনকি নেকড়েও।"

"নেকড়ে? সত্যি? এত বড় আকারের প্রাণী।"

সাঙ্গা সায় দিল। "শুধু নেকড়ে না। মানুষও। সত্যি বলতে, চেঙ্গিস খান ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে বাজপাখিকে ব্যবহার করতো।"

"তাহলে তো তুমি গর্ব করার মতো একটা ঐতিহ্য ধরে রেখেছ, সাঙ্গা। এমনকি এখনও চেঙ্গিসকে হৃদয়ে লালন করছ।"

"হ্যাঁ, আমি আর আমার কাজিন।" সে সামনের সারির সিটে বসা আরসালানের দিকে ইশারা করল। "আমাদের মহান পূর্বপুরুষ নিয়ে আমরা ভীষণ গর্বিত।"

এই পর্যায়ে পাইলট বাধা দিল। "কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাতে আর মিনিটখানেকের মতো লাগবে আমাদের। তোমরা কী এখনই ল্যান্ড করতে চাও নাকি আকাশ থেকে জায়গাটা এক চক্কর ঘুরে দেখবে?"

ভিগোর সামনে ঝুঁকে উত্তর দিলেন। "প্লিজ, কয়েকটা চক্কর দাও। ব্যাপারটা পরে আমাদের কাজে লাগবে।"

আরালকাম মরুভূমির ওপর দিয়ে ভেসে চলল ওদের হেলিকপ্টার। ওদের সবার মনোযোগ জানালার দিকে নিবদ্ধ। লবণাক্ত জলাভূমির লতাগুল্ম ওদের দিকে তাকিয়ে চিকচিক করছে। সম্মুখে, ক্রিস্টালের সাগরের মাঝ দিয়ে আঁধারঘেরা পাহাড়চূড়া উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হেলিকপ্টার দুইবার চক্কর দিল, তবে মনে দাগ কাটার মতো কিছু নজরে এল না।

"অনুসন্ধান শুরু করতে এবার আমাদের ল্যান্ড করতে হবে," জসিপ ঘোষণা করলেন।

মংক চিৎকার করে ওকে নির্দেশ দিল। "ল্যান্ড কর! যদ্দূর সম্ভব পাহাড়ের কাছাকাছি!"

খুব দক্ষতার সাথে ফড়িংটাকে চালনা করল পাইলট। পাহাড়ের নিরাপদ পাশে নিয়ে দশ গজের মধ্যে ল্যান্ড করাল। কিন্তু পাইলটকে এর জন্য নিঃসন্দেহে বেশ ভালো একটা ধকল পোহাতে হল।

"বাইরে ভয়ংকর বাতাস," আগেই সতর্ক করে দিল পাইলট। "বাতাসের চাপ অনেক।"

দরজা খুলার সাথে সাথেই পাইলটের কথার সত্যতা টের পাওয়া গেল। তাপমাত্রা হুশ করে নেমে গেছে কয়েক ডিগ্রি নিচে। এমনকি পাহাড়ের আড়ালে থাকার পরেও, হিমশীতল বায়ু র‍্যাচেলের জ্যাকেট গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সবাই হেলিকপ্টার থেকে নেমে এল।

পায়ের নিচের লবণের শক্ত স্তর চিড়বিড় করে উঠল। ওদের চারপাশে এক অদ্ভুত দৃশ্য জেগে উঠল। মনে হচ্ছে কেউ একজন মজা দেখার জন্য কড়াই এর ওপর কয়েক স্তরের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ছড়িয়ে দিয়েছে। নিচু হয়ে দেখার পর, র‍্যাচেল বুঝতে পারল ওগুলো আসলে লবণের স্ট্র। প্রত্যেকটা দেখতে স্বচ্ছ ক্রিস্টালের মতো। এক আঙুল চওড়া আর প্রান্তভাগ খোঁচা খোঁচা। পুরো এলাকায় এমন অসংখ্য জিনিস ছড়ানো ছিটানো। যার কারণে জায়গাটিতে এক ধরনের ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এসবকে পাত্তা না দিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জসিপ।

"প্রথমে একে পায়ে হেঁটে বৃত্তাকারে ঘুরে দেখা উচিত আমাদের," তিনি পরামর্শ দিলেন, কেউ একজন সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালালো।

ভিগোরও সায় দিলেন।

চাচার কাছে এগিয়ে এল র‍্যাচেল। এবং তার কাঁধ বাড়িয়ে দিল, যাতে সেখানে ভর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন তিনি। "এগিয়ে আসো, বুড়ো ভাম। তুমিই আমাকে এই জায়গায় টেনে এনেছো..."

আদর করার ভঙ্গিতে র‍্যাচেলকে তিরস্কার করলেন তিনি। তবে ওর প্রস্তাবে সাড়াও দিলেন। দুজন মিলে একত্রে বরফের স্বচ্ছ স্ফটিক পার হয়ে এগোতে থাকলেন। প্রথম দশ মিনিট ভাতিঝির ওপর ঝুঁকে থাকলেন তিনি। তারপর যখন মনে হল তার গায়ে যথেষ্ট জোর আছে, তখন নিজে নিজেই চললেন। র‍্যাচেল চাইল তাকে এনিয়ে প্রশ্ন করবে, কিন্তু পরে ভাবল চাচাকে আরেকটু ধাতস্থ হতে দিই। প্রশ্ন পরেও জিজ্ঞেস করা যাবে।

মংক এগিয়ে এল, সম্ভবত তার চোখেও একই দুর্বলতা ধরা পড়েছে। মংকের কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ। কিন্তু তারপরেও র‍্যাচেলের চাচার ব্যাপারে নিজের মুখ খুলল না সে।

বরঞ্চ মনোযোগের সাথে ধারালো ক্রিস্টালের শক্ত আবরণ দেখতে থাকল মংক। "মনে হচ্ছে বহুদিন এখানে কারও পা পড়েনি।"

র‍্যাচেল বুঝল, কথা সত্যি। "কোন পায়ের ছাপ নেই।"

স্বচ্ছ ক্রিস্টালগুলোকে দেখে ভঙ্গুর মনে হচ্ছে, এগুলো গড়ে উঠতে নিশ্চয়ই বহু বছর লেগেছে। এখান দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে তার লক্ষণ অবশ্যই জায়গায় জায়গায় ফুটে উঠত।

অবশেষে জোরালো বাতাসের সুচালো দাঁতের বাধা পেরিয়ে বৃত্তাকার পরিভ্রমণ শেষ করতে পারল ওরা। প্রবল বেগে অবিরাম বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, হুল ফুটানো বালুর ঝাঁক দেহে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে এবং জিহ্বাকে উপহার দিচ্ছে তিতকুটে একটা স্বাদ।

গ্লাভস পরা হাতে বসে থাকা বাজপাখিটিকে সামলাতে ভীষণ বেগ পেতে হচ্ছিল সাঞ্জাকে। তাই সে পাখির মাথার ওপর থেকে হুড ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে তাকে আকাশপানে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ আকাশে উড়লে হয়তো পাখিটার মন ভালো হবে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে পাখিটা তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল। চাঁদের আলোয় ওর রুপালি ডানা ঝলকানি দিচ্ছিল।

সাঞ্জার কাজিন দিগন্তের দিকে আঙুল ইশারা দিল। লবণাক্ত ভূমি এবং তারাভরা আকাশ সেদিকে অস্পষ্ট হয়ে ঝাপসা রূপ ধারণ করেছে।

"ঝড় আসছে," আরসালান আগেই সতর্ক করে দিল।

"যেনতেন ঝড় নয়, এটা একটা ব্ল্যাক ব্লিজার্ড," সাঞ্জা শুধরে দিল।

বাতাসের হাত থেকে নিজের চোখজোড়া আড়াল করে, সেদিকে স্থির চেয়ে রইল র‍্যাচেল। চাচার দেয়া সতর্কবার্তা মনে পড়ল ওর। এমন ধুলাঝড়ের বিষাক্ততার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন তিনি।

"ঝড় আসলে এখানে থাকা ঠিক হবে না আমাদের," আরসালান বলল।

কেউ তর্ক করল না, শুধু হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সবাই।

কয়েক গজ পার হতেই, ওদের সবার মুখের নিচের অর্ধেকটা সাঞ্জার বাড়িয়ে দেয়া রুমালের তলায় ঢাকা পড়ল। নিঃসন্দেহে এই ঝড় ওদেরকে প্রায়ই মোকাবেলা করতে হয়। তাই এই পরিস্থিতিতে এমন সতর্কতা এখানে খুবই সাধারণ ব্যাপার।

জোরালো বাতাসের কারণে পাহাড়ের কাছাকাছি হতে বাধ্য হল র‍্যাচেল। বাতাসের ঘূর্ণির হাত থেকে বাঁচতে মাথা গোঁজার যেকোন ঠাঁইকে স্বাগত জানাবে মেয়েটি।

হঠাৎ একটি জোরালো চিৎকার ভেসে এল।

দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে জসিপের কাছাকাছি হল র‍্যাচেল। পায়ের কাছে রাখা ফ্ল্যাশলাইটের আলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। পাথরের ফাটলে একটি আকৃতি অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে সেখানে। র‍্যাচেল বুঝতে পারল না কোন ব্যাপারটি হঠাৎ খেপিয়ে দিয়েছে যাজককে।

"ওটাকে কি ঘোড়ার মাথা বলে মনে হচ্ছে?" লাইটের আলো একদিকে তাক করে বললেন তিনি। "খাড়া নাক, কান পেছন দিকে টানা, গলা টানটান।"

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে, র‍্যাচেল অনুভব করল তার কথা সঠিক। এটাকে আসলেই মাটির গায়ে পড়া ঘোড়ার একটি ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে রেখেছে।

"ইকাস," হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে বললেন ভিগোর। "ঠিক যেভাবে উল্কিতে অঙ্কিত ছিল।"

জসিপ সায় দিলেন। উত্তেজনায় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে তার চোখজোড়া।

প্রবেশপথের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে ভেতরে আলো ফেলে মংক বলল। "মনে হচ্ছে এই দিক দিয়ে ঢোকার যথেষ্ট জায়গা আছে।"

"এটা কি একটা টানেল?" জ্যাডা জিজ্ঞেস করল।

উপরের দিকে তাকাল ডানকান। "হয়তো এককালে এটি সামুদ্রিক টানেল ছিল," সে বলল। "এর প্রবেশপথ সম্ভবত তখন পানির নিচে থাকতো।"

জসিপ ভিগোরের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে বললেন। "একদম হাঙ্গেরির টিসা নদীর মতো। নদী যখন শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায় শুধু তখনই গোপন সমাধি প্রকাশ পায়।"

"চলুন ভেতরে ঢুকি।" মংক বলল।

মাথা নিচু করে ভেতরে প্রবেশ করল মংক, সবার আগে আগে চলছে যাতে সামনে বিপদ দেখলে অন্যদের আগেই সতর্ক করে দিতে পারে। অন্যরাও দ্রুত অনুসরণ করল তাকে।

র‍্যাচেলের দিকে এক পলক তাকালেন ভিগোর। তার মুখের হাসি একান থেকে ওকান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তার আর তর সইছে না।

এটির কারণেই তো তিনি বেঁচে আছেন।

ঈশ্বরের নিকট মিনতি করল র‍্যাচেল... বিপদ হলে চাচাকে যেন রক্ষা করেন তিনি।

রাত ১০:৩৭

হামাগুড়ি দিয়ে জসিপকে অনুসরণ করলেন ভিগোর।

তিনি যা ভেবেছিলেন টানেলে মাথা গলানোর মতো তার চেয়ে বেশি জায়গা আছে। এবং সম্মুখের যেকোন বাধা দূর করার জন্য মংকের কৃত্রিম হাতটির শক্তিমত্তাও বেশ কাজে লাগলো। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর, জমাট বাঁধা বালু, লবণের শক্ত স্তরকে সে ড্রিলিং মেশিনের মতো সামনে থেকে সরিয়ে দিল। টানেলের গভীর থেকে আরও গভীরে প্রবেশ করল ওরা।

"মনে হয় আর কয়েক গজ পরেই আমরা পৌঁছে যাবো!" পেছন ফিরে বলল মংক।

এক মিনিট পরেই, ওর কথা সত্য প্রমাণিত হল।

দৃষ্টিসীমা থেকে মংকের ফ্ল্যাশলাইটের বাতি উধাও হয়ে গেল, পেছনে পড়ে রইল এর আভা। তারপর এগিয়ে গিয়ে টানেল হতে বের হলেন জসিপ। কিন্তু পায়ের ওপর দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে চারপাশে তাকাতেই তার চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল।

হৃৎপিণ্ডের প্রবল ধুকপুকানিকে সাথী করে ভিগোর অতিকষ্টে টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছুলেন এবং নিজেকে ঠেলে গুহার বাইরে বের করে আনলেন।

হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের বাতিটিকে উঁচু করে ধরলেন তিনি। অন্যদের আলোর সাথে তারটিও যোগ হল।

পুরোপুরি লবণাক্ত কণায় আবৃত একটি বড়সড় গুহা তার সম্মুখে জেগে উঠল। গম্বুজাকৃতির সাদা সিলিং-এ উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়ানো স্বচ্ছ ক্রিস্টাল দণ্ড ঝুলে আছে। এমনভাবে বের হয়ে আছে যেন বর্ণিল রঙ-এর শ্বদন্ত। পুরো জায়গা জুড়ে অনেক লবণাক্ত পিলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মেঝে থেকে উঁচু হয়ে সিলিং অব্দি পৌঁছে গিয়েছে। রুপালি-সাদা ক্রিস্টাল প্রতিটি উপরিতলকে আবৃত করে রেখেছে।

অন্যরাও যোগ দিল ওদের সাথে, ভেতরে প্রবেশের সময় একেকজন একেকভাবে তাদের বিস্ময় প্রকাশ করল।

সবার পরে এসে যোগ করল ডানকান, "হলি মাদার অফ–"

জসিপ তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিলেন। "এই গুহাও হয়তো বহুদিন পানির তলায় চাপা পড়েছিল। পানি সরে গেলে এখানে শুধু সাগরের লবণ পড়ে থাকে।"

"আশা করি আরও কিছু জিনিসও পড়ে থাকে," একথা বলে ঘরের অপর পাশের দিকে ইশারা করলেন ভিগোর। "চেঙ্গিসের দেহাবশেষের আরও অংশ পাওয়ার জন্য আমাদের এবার অনুসন্ধান শুরু করতে হবে।"

ওদের দল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে তন্ন তন্ন করে চোখ বুলাতে লাগল। কাজটা মোটেও সহজ নয়। কারণ বাইরের মতো এখানেও পায়ের তলার পাথর ক্রিস্টালে আবৃত। পার্থক্য হচ্ছে বাইরের ক্রিস্টাল মোটা আঙুলের সমান এবং এখানকার ক্রিস্টাল আকারে বেড়ে গিয়ে মানুষের উরুর আকার ধারণ করেছে। মাতালে চুর হয়ে যাওয়া লোকের মতো একে অপরের দিকে ঝুঁকে আছে।

কাজ করার সময় মচমচে ক্রিস্টালের দণ্ড ভাঙ্গার আওয়াজ দেয়ালের গায়ে লেগে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। বাতাসে সাগরের নোনা গন্ধ এবং তাতে চোখ জ্বালা করছিল।

জ্যাডা ডানকানের সাথে ফিসফিস করে কথা বলল, কিন্তু বদ্ধ গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ওর কথা সবার কানে পৌঁছাল। "এখানে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দী ধরে পানির স্তর ওঠা নামা করছে, নাহলে এই পরিমাণ ক্রিস্টালের স্তূপ জমতো না।"

"এবং বৃষ্টিপাতও প্রতিবছর কিছু না কিছু যোগ করেছে এর সাথে, "ডানকান বলল। "উপর থেকে চুইয়ে পড়া লবণও।"

উপরের ছাদের দিকে স্থির তাকিয়ে রইল জ্যাডা। "আন্দাজ করছি, চেঙ্গিসের আমলে এই গুহা সম্পূর্ণভাবে পানিতে নিমজ্জিত ছিল না। কিন্তু তখন এখানে প্রবেশ করতে হলে পানির মাঝ দিয়ে সাঁতার কেটে আসতে হত।"

ওর ধারণা হয়তো সঠিক।

হঠাৎ দেহে ক্লান্তি ভর করায় ভিগোর বুঝতে পারলেন প্রত্নতত্ত্ব নামক খেলাটি শুধু অল্পবয়েসি মানুষদের জন্য। তাই, টেলিগ্রাফের খাম্বার মতো মোটা লবণাক্ত

পিলারের ওপর শরীরের ভর চাপিয়ে দিলেন তিনি। হয়তো ভেবেছিলেন তার শরীর সাপোর্ট দেয়ার জন্য এটি যথেষ্ট শক্তিশালী।

কিন্তু তার ধারণাকে মিথ্যা করে দিয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল এটি, প্রমাণ করল এর ভঙ্গুর প্রকৃতি।

সৌভাগ্যবশত মংক আর র‍্যাচেল কাছাকাছিই ছিল। তারা তাকে টেনে তুলে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়া ক্রিস্টাল থেকে আড়াল করল।

"সাবধানে, চাচা," র‍্যাচেল সাবধান করে দিল, তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল আর কাঁধ থেকে ধুলা ঝেড়ে দিল।

"এদিকে দেখুন," ভাঙ্গা পিলারের দিকে আঙুল তাক করে মংক বলল।

হাতের ফ্ল্যাশলাইটটির মুখ সেদিকে ঘোরালেন ভিগোর। ওখানে কিছু একটা লুকিয়ে আছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে চিকচিক করে উঠল সেটি।

"সবাই এদিকে আসো!" দলের সবার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বললেন তিনি।

ব্যাপার কী দেখার জন্য অন্যরা তার চারপাশে জড়ো হল।

এক হাঁটু গেড়ে বসে জসিপ বললেন। "মনে হচ্ছে একটি পাথুরে স্তম্ভ, বাক্সের মতো কিছু একটা এর ওপরে রাখা আছে।"

"আটিলার সমাধির ব্যাপারে ঠিক যেমনটা বলেছিলেন হাঙ্গেরিয়ান বিশপ!" চেহারায় বিস্ময় নিয়ে ভিগোর বললেন। "নিশ্চয়ই এটাই সেটা।"

জসিপ উঠে দাঁড়ালেন। "একে বের করে আনতে হলে লবণের স্তর ভাংতে হবে!"

যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ ছোটখাটো একটি ব্যাকপ্যাক নিয়ে হাজির হল আরসালান। সেখান থেকে হাতুড়ি, বাটালি আর ব্রাশ বের করলেন তারা। দুজনে মিলে পিলারের পুরু স্তর পাতলা করার কাজ শুরু করে দিলেন।

দেখা গেল বাক্সটি মোটামুটি বড় আকারের। লম্বায় এক ফুট হবে, চওড়ায় হবে এর দ্বিগুণ।

হাতের ঝাড়ায় এর কালো উপরিতল হতে ক্রিস্টাল সরিয়ে দিলেন তিনি। বাটালির কয়েক জায়গায় খাঁজ পড়ে গিয়েছিল। তাই সেটি রেখে দিয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে খননকার্য চালিয়ে গেলেন জসিপ। "মরিচার নিচটা রূপা বলে মনে হচ্ছে।"

ভিগোর সামনে ঝুঁকে আসলেন। আরসালান তখন সিন্দুকের নিচের অর্ধেকটি উন্মুক্ত করছিল। "মনে হয় তুমি ঠিক বলছ। আর ওখানে একটি কব্জাও লাগানো আছে।"

হাতুড়ির শেষ এক বাড়িতে বাক্সের বাকিটুকুও লবণের কঠিন আবরণ হতে বাইরে বের করে আনা হল।

কাজ শেষ হতেই পিছিয়ে এল আরসালান।

জসিপের দিকে ইশারা করলেন ভিগোর। "তুমিই খোলো। এ অধিকার শুধু তোমার।"

আবেগের তীব্রতায় জসিপের মুখে কথা যোগাচ্ছিল না। কৃতজ্ঞতায় বন্ধুর হাত খামচে ধরলেন তিনি। ভিগোরের বাহুর ওপরে তার আঙুলগুলো কিছুটা কাঁপছিল।

দুই হাত দিয়ে, ঢাকনি উঁচু করলেন জসিপ। কর্কশ আওয়াজ সাথী করে অবশেষে এটি পুরোপুরি উন্মুক্ত হল।

নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল র‍্যাচেল, এক হাত দিয়ে আড়াল করল ওর চেহারা। "মাই গড..."

রাত ১১:০২

ভিগোরের ভাইঝি সরে যাওয়ায়, বাক্সে কী রাখা আছে তা ভালো করে দেখার সুযোগ পেল ডানকান।

ভাস্কর্যটি একটি নৌকার ছোটখাট সংস্করণ। নৌকার তলি সুন্দরভাবে এর অগ্রভাগের সাথে গিয়ে মিশেছে। দুই পাশের তক্তার বোর্ড দক্ষ হাতে খোদাই করা হয়েছে। এক জোড়া মাস্তুল বর্গাকৃতির পালকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

"মনে হচ্ছে সং রাজবংশের আমলের চীনা নৌকা," ভিগোর বলল। "মধ্য যুগে এই ধরনের জাহাজ চীনের নদী আর সাগর চষে বেড়াতো।"

র‍্যাচেল তার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "কিন্তু এটি তৈরি হয়েছে পাজরের হাড় এবং মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি দিয়ে। নৌকার পাল বানানো হয়েছে মানুষের চামড়া দিয়ে।"

সামনে এগিয়ে এল ডানকান। এবং দেখল র‍্যাচেলের কথা সত্যি। নৌকার বাঁকানো তক্তা পাঁজরের হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছে। অগ্রভাগ তৈরি হয়েছে মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি দিয়ে। নৌকার পালও যে মানুষের চামড়া দিয়ে বানানো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

"আরও চেঙ্গিস," মংক বলল।

"আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি?" র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

"আমি একটা নমুনা রোমের জেনেটিক ল্যাবে পাঠাতে পারি, "ভিগোর প্রস্তাব দিল। "মোটামুটি এক দিনের মধ্যেই ফলাফল চলে আসবে।"

ডানকানকে কনুই দিয়ে হালকা একটা খোঁচা দিয়ে জ্যাডা বলল, "অথবা আমরা এখনই জেনে নিতে পারি।"

সবার চোখ ডানকানের দিকে ঘুরে গেল।

ডানকান বুঝল।

"ও ঠিক বলেছে।" হাত উঁচু করে আঙুল দুলিয়ে ডানকান বলল। "যদি এই টিস্যু ওই একই শরীরের হয়ে থাকে, সেটি আমাদের কারও অজানা থাকবে না।"

অন্যরা ডানকানের পথ থেকে সরে দাঁড়ালো। কয়েক পা সামনে এগিয়ে ওর আঙুলের ডগা নৌকার বাঁকানো পার্শ্বের দিকে চালনা করল সে। তাৎক্ষণিকভাবে আগের মতো একই প্রেশার অনুভব করল সে। সেই একই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের এনার্জি ফিল্ড যেটি সে আগের দেহাবশেষে পেয়েছিল। ডানকান কসম কেটে বলতে পারে, এই এনার্জি ফিল্ডের রঙ অনুভব করতে পারছে সে। তবে এই ইলেক্ট্রিক ফিল্ডের অতিক্ষুদ্র কম্পন অন্য কারুর কাছে ব্যাখ্যা করা ভীষণ কঠিন।

অন্ধ লোকের কাছে আকাশের রঙ কী রকম নীল তা বুঝিয়ে বলার মতোন।

তবে এই ক্ষেত্রে, যদি ওকে রঙ বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে কালো রঙ বেছে নেবে ও।

কাজ হয়ে যেতেই পিছিয়ে এল ডানকান। এবং ঝাঁকি মেরে আঙুলের ডগার শিরশিরানি ভাব থেকে মুক্তি পেতে চাইল সে।

"নিশ্চিতভাবে একই," সিদ্ধান্ত প্রদান করল ডানকান।

কেউ কিছু বলার আগেই, কান ফাটানো একটি চিৎকারে জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠলো সবাই। সাঞ্জার বাজপাখি উড়ে এসে ক্ষীপ্রবেগে টানেলে প্রবেশ করল। সাঞ্জা তার হাত উঁচু করে ধরতেই তার ডানা দুই দিকে মেলে ধরে সেখানে ল্যান্ড করল পাখিটি।

"ঝড় নিশ্চয়ই চলে এসেছে," হিরুর পালক থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে সাঞ্জা বলল। "আমাদের এবার রওনা দেয়া উচিত।"

তীব্রস্বরের আরেকটি আওয়াজ রুমে প্রবেশ করল। এইবার এসেছে দলনেতার রেডিওর তরফ থেকে। ওদের পাইলট মংককে ঝড়ের ব্যাপারটি কনফার্ম করল।

"আমাদের এখনই যেতে হবে।" ডানকানের দিকে মুখ ফিরিয়ে বাক্সটির দিকে ইশারা করে মংক বলল। "বন্ধ কর ওটাকে। চল ফিরে যাই।"

জসিপ আর ভিগোরের সাহায্য নিয়ে ডানকান মরিচা পড়া সিন্দুকটিকে সবলে জাপ্টে ধরে উঁচু করল। মারাত্মক ভারী বস্তু। সত্য সত্যই যদি এটা খাঁটি রুপার তৈরি হয়, তাহলে এটি দিয়ে ছোটখাটো একটা জমিদারি কিনে ফেলা যাবে।

সিন্দুকটিকে টানেল দিয়ে বের করার সময় মংক তাকে সাহায্য করল। বাইরে বের হলে পরে, ডানকান বুঝতে পারল কী কারণে বাজপাখিটি হঠাৎ প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এতটা উতলা হয়ে পড়েছিল। একটু আগের রাতের তারাভরা আকাশ এখন আর নেই। মাথার ওপরে কালো মেঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের দিকটায় ধুলা ঘূর্ণি পাকাচ্ছে। পশ্চিম দিকের পরিস্থিতি আরও খারাপ।

সময় নষ্ট না করে দলের সবাই সমতলভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলল, তাদের পিঠ বাতাসের দিকে ঠেকিয়ে রাখা।

ডানকানের এক হাত রাখা বাক্সটির ওপর এবং অন্যটি বাঁধা আছে জ্যাডার হাতের সাথে। তার সম্মুখে, মংক এবং র‍্যাচেল সাহায্য করছে ভিগোরকে, অন্যদিকে সাঞ্জা এবং আরসালান সহায়তা করছে জসিপকে।

অবশেষে পাহাড়ের এক পাশ ঘুরে ঝড়ের সরাসরি আক্রমণ পেরিয়ে আসতে সক্ষম হল ওরা। ওদেরকে দেখতে পেয়েই বেরিয়ে এল পাইলট, হেলিকপ্টারের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি প্রবেশের জন্য ইশারা করল।

যদিও ওদেরকে এভাবে উৎসাহিত করার তেমন একটা দরকার ছিল না।

একটা দল হিসেবে হেলিকপ্টারের কেবিনে আশ্রয় নেয়ার জন্য দৌড় দিল ওরা এবং কষ্টেসৃষ্টে ভেতরে প্রবেশ করল। গায়ের সাথে ফিতা বাঁধার আগেই যান্ত্রিক ফড়িংটিকে আকাশে উড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হলেন পাইলট।

মাটির স্পর্শ থেকে মুক্ত হতেই, হেলিকপ্টারটি তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিচু হয়ে লবণাক্ত ভুমির ওপর দিয়ে উড়ে চলল। যদ্দূর পারা যায় ঝড়ের মুখ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখল।

এরিমধ্যে সবাই যার যার সিট খুঁজে নিয়ে নিজের শরীরের সাথে সিট বেল্ট বেঁধে নিয়েছে।

ঝড়ের ঝাপ্টা এড়াতে হেলিকপ্টারকে যুদ্ধ করতে হল। কেবিনের ভেতরের ঝাঁকুনিতে শরীরের মাংস খুলে পড়ে যাওয়ার দশা। যেন সিট বেল্ট ফুঁড়ে ওদের দেহ বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ঝড়ের কেন্দ্রস্থল থেকে পালিয়ে আসার পর হেলিকপ্টারের ভেতরটা একটু শান্ত রূপ ধারণ করল।

দীর্ঘ কয়েক মিনিট কারও মুখে কথা জোগাল না। নিশ্বাস নেয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল সবাই।

"এখান থেকে আমাদের হেলিকপ্টারের মসৃণগতিতে চালাতে পারার কথা," একটু পরে পাইলট ওদেরকে বলল। যদিও তার কাঁপাকাঁপা গলার স্বর বুঝিয়ে দিল, অল্পের জন্য ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে ওরা।

রাতের আকাশ চিরে এগোতে থাকল ওরা, মাথার ওপরে জ্বলজ্বল করছিল সারি সারি তারা।

অবশেষে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকা ডানকান একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বলল। "তো, ভালোই মজা হল!"

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে, বিহ্বলভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল জ্যাডা।

রাত ১১:৩৩

সবাই আবারও তাদের ঘাঁটিতে ফেরত আসছে। কিন্তু ভিগোরের মনোযোগ মরচে পড়া রুপালি বাক্সটির দিকে। সেটি এখন আরাম করে শুয়ে আছে ডানকানের পাশের সিটে। ডানকান তার এক হাত রেখেছে এর ওপরে।

ভিগোর আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন এতে লুকিয়ে রাখা সূত্র ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে। তবে আন্দাজের কাজ কিন্তু তিনি একলাই করছেন না।

"ওই নৌকায় অবশ্যই রহস্য সমাধানের কোনো একটা ক্লু রাখা আছে," জসিপ বলল। "এরপরে কোথায় যেতে হবে তার কোনো একটা ইঙ্গিত।"

ভিগোরের কল্পনায় বই-এর প্রচ্ছদে সেলাই করা সেই চোখটির কথা ভেসে এল। এবং এতে রক্ষিত সেই গোপন সূত্রটি। "তোমার কথা হয়তো সঠিক। লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখা যাবে কী সূত্র পাওয়া যায়।"

তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল, যা জসিপের নজরে পড়ল। "কী ব্যাপার?"

উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ভিগোর। "একটু ক্লান্ত।" মিথ্যা বললেন তিনি।

"আমি মনে মনে ভাবছি চেঙ্গিসের আর কতগুলো দেহাবশেষ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে," জসিপ বলল। "কতগুলো ভাগে নিজেকে বিভক্ত করেছেন ওই চেঙ্গিস খান?"

ভিগোর তার সিট থেকে এক পাশে ফিরলেন, জসিপ এখনও বুঝতে পারেনি দেখে তিনি বিস্মিত। "এরপর আমাদের শুধু আর একটি জায়গায় খোঁজ করা বাকি।"

জসিপ তার দিকে ভ্রু কুঁচকে বললেন। "তুমি কিভাবে জানো—?"

তারপর ব্যাপারটি আন্দাজ করতে পেরে তার চোখজোড়া হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ভিগোরের হাঁটুতে চাপড় দিলেন। "মাই ফ্রেন্ড, তোমার শরীরে হয়ত ক্লান্তি ভর করেছে, তবে তোমার মন কিন্তু এখনও তরতাজা।"

অন্যপাশে মংক নড়েচড়ে বসল, সে আড়ি পেতে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। "কিন্তু যাদের শরীর দেহ-মন দুই দিক দিয়েই ক্লান্ত, তারা কিভাবে বুঝবে?"

ভিগোর তার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হেসে বললেন। "আমরা যেই বাক্সটা পেলাম সেটা রুপার।" তারপর তিনি মাথা দিয়ে ডানকানের পাশে রাখা বাক্সের দিকে ইশারা করলেন। "কিন্তু হাঙ্গেরিয়ান বিশপের কথা অনুসারে, আটিলার সমাধির বাক্সটা ছিল লোহার।"

জসিপ উত্তেজনার বশে সিধা হয়ে বললেন। "যার মানে ওই চূড়ান্ত বাক্স, যেটি পেলে আমাদের অভিযান পূর্ণতা লাভ করবে, সেটা হবে স্বর্ণের।"

মংকের মাথায় এবার ঢুকল। "সেইন্ট থমাসের রেলিকোয়্যারির তিনটি বাক্সের মতো? লোহা, রূপা, স্বর্ণ।"

ভিগোর সায় দিলেন। "চেঙ্গিস খানের লুকানো সমাধি খুঁজে পাওয়া থেকে আমরা আর মাত্র এক পা দূরে।"

ডানকান তার হাতের তালু দিয়ে বাক্সটিতে টোকা দিয়ে বলল। "সেটা তখনই ঘটবে, যখন আমরা এই হাড়নির্মিত নৌকাটির দেয়া ধাঁধার সমাধান করতে পারব।"

ভিগোর নাক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রার্থনা করলেন, এই কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন ঈশ্বর তার শক্তি অটুট রাখেন।

আর একটু সময় দিও খোদা...

পাইলটের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর পাওয়া গেল। "আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফেরত এসেছি। কিন্তু আজ রাত আমাদের হয়তো জাহাজের ভেতর বন্দী হয়েই থাকতে হবে। এই আবহাওয়া মানুষ বা পশু কারুর পক্ষেই সামলানো সম্ভব না।"

জানালার বাইরের দূর দিগন্তে ধেয়ে আসা ঝড়ের দিকে ভিগোর তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মনে হচ্ছে ব্ল্যাক ব্লিজার্ড এখনও হাল ছাড়েনি এবং তার সব তেজ নিয়ে আছড়ে পড়ার জন্য ধাওয়া করেই যাচ্ছে।

কী আসছে বুঝতে পেরে, হেলিকপ্টার দ্রুত নিচে নেমে এল। জাহাজের শক্ত খোলসে নিরাপদ আশ্রয় নেবে সে। নিঃসন্দেহে দৈত্যাকার জলযানটি অতীতেও এই ধরনের প্রচণ্ড বাতাসের বেগ সামলেছে এবং আজ সেটা সে আবারও করবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পেছনে হেলান দিলেন ভিগোর।

একবার পাতালঘরে যেতে পারলেই আমরা নিরাপদ।

অধ্যায় : ১৬

১৯ শে নভেম্বর, রাত ২:৪৪ কেএসটি

রণতরী ইউএসএস বেনফোল্ডের রেলিং-এ দাঁড়িয়ে আছে সেইশান, পরনে হুডওয়ালা পার্কা। রেশমি হুড ফেলে রাখা হয়েছে পেছনে। নিচের বদ্ধ ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওর।

ভেতরে তাজা বাতাসের অভাব, তাই জাহাজের ডেকে উঠে আসা।

আজকের রাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা, তারাগুলোকে জ্বলজ্বলে হীরার মতো লাগছে; এমনকি আকাশের ধূমকেতুর দিকে তাকালেও মনে হচ্ছে একটা বরফের পিণ্ডকে এপাশ থেকে টানতে টানতে ওপাশে নিয়ে আসা হয়েছে।

জাহাজটি দক্ষিণ কোরিয়ার পানিপথ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত পিয়ংইয়ং কোনো প্রকার বিপদসংকেত সম্প্রচার করেনি। সম্ভবত উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে ছোট হতে চায় না। তারপরেও বলতেই হয় খারাপ কিছু হওয়ার থেকে ওরা একচুলের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল। গ্রে আছে ডাক্তারদের সাথে, নিজেকে সারিয়ে তুলে ভালোভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

হঠাৎ মনের পর্দায় ভেসে আসল সে পিস্তল তুলে গ্রেকে গুলি করছে। স্রেফ নিজের সহজাত প্রবৃত্তি বশত গুলি ছুড়েছিল সে। মাথায় তখন একটাই চিন্তা, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এছাড়া আর সব কিছু তখন অর্থহীন। শুধু বাইকের আরোহীকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তারপরেও...

আমি ওকে প্রায় খুনই করে ফেলছিলাম।

হঠাৎ পেছনের ডেকের একটা ধাতব হ্যাচ ঠং করে খুলে গেল। সে চোখদুটো বন্ধ করল, পেছনে কে এসেছে সেটা দেখার আগ্রহ নেই। পায়ের আওয়াজ কাছে এগিয়ে আসতেই, নাকে এল জুই ফুলের মিষ্টি সুবাস। এই সুঘ্রাণ তাকে বহু আগের অতীত স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিল। এমনকি এখনও মনের পর্দায় ভেসে আসল, সূর্যের হলুদ রশ্মির মাঝে ফুলে ফুলে ভরা আঙুর লতার ছবি। সেই সাথে রক্তিম বেগুনি ফুল আর পেটমোটা হলদে মৌমাছির পাশ দিয়ে উড়ে উড়ে যাওয়া।

সেইশান এই স্মৃতি এক পাশে সরিয়ে রাখল।

“চি,” মা তাকে পুরানো নাম ধরে ডাকলেন। ঠোঁট থেকে বের হওয়া ছোট্ট একটা কথা, কিন্তু এই কথার ভার এতো বেশি যে নিশ্বাস আটকে আসে।

“সেইশান নামটাই আমার পছন্দ,” চোখ খুলে জবাব দিল। “ওই নামের চেয়ে এই নামেই অনেক বেশি দিন কাটিয়েছি আমি।”

ছোট দুটি হাত তার রেলিং-এর পাশটা চেপে ধরল। যদিও সেই হাত সেইশানকে স্পর্শ করল না, কিন্তু তা শরীরের এতো কাছাকাছি যে এই ঠাণ্ডা রাত্রে পাশের দেহের উষ্ণতা অনুভব করা গেল। তবে এতো কাছে এসেও দুইজনের মধ্যে এক সাগরের দূরত্ব ঘোচানো গেল না।

ওদের পুনর্মিলনকে হাজারো রকমে কল্পনা করেছিল সেইশান। তবে তার কোনোটাই আজকের অদ্ভুত মিলনের সাথে মেলে না। এখানে ফিরে আসার যাত্রাকালে সে তার মায়ের চেহারাকে ভালো করে লক্ষ করেছে। সে হাতে ধরে ধরে দেখিয়ে দিতে পারবে যা তার দুঃখের স্মৃতিতে ভীষণ পরিচিত : চোখের ওপরে ভ্রুর একটা টান, নিচের ঠোঁটের বক্ররেখা, চোখের আকৃতি। কিন্তু সেই সাথে এটাও বলতে হয়, এই চেহারা একজন অচেনা, অপরিচিত মানুষের চেহারা। এর কারণ ওই হালকা বেগুনি রঙ-এর ক্ষতচিহ্ন বা উল্কি না, বরং আরও গভীর কিছু একটা।

শেষবার যখন মায়ের মুখের দিকে তাকানোর সুযোগ হয়েছিল তখন তার বয়স মাত্র নয়। এখন সে এমন একজন মহিলার দিকে চেয়ে আছে যার বয়স সেই দূর অতীতের মহিলার চেয়ে প্রায় বিশ বছর বেশি। সে নিজেও এখন আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। তার মাও এখন আর যুবতী না।

“আমাকে শীঘ্রই চলে যেতে হবে,” মা আগেই জানিয়ে রাখলেন।

সেইশান বড় একটা নিশ্বাস নিল, বুঝার চেষ্টা করল এই কথা শুনে নিজের কাছে কেমন লাগছে। কান্না কি আসবে? কিন্তু নিজের মাঝে তেমন কিছু অনুভব করল না। নিজের নিরুৎসাহ লক্ষ করে নিজের কাছেই ভীষণ খারাপ লাগল।

“আমার কিছু দায় দায়িত্ব আছে,” মা ব্যাখ্যা করলেন। “আমার লোকেরা বিপদে আছে। ওদের সাহায্য দরকার। আমি ওদেরকে ত্যাগ করতে পারি না।”

কথাগুলোর কাঠিন্য উপলব্ধি করতে পেরে, তিক্ত একটা হাসি হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল সেইশান।

তার মাও সেটা অনুভব করতে পারলেন।

“আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম,” লম্বা সময় চুপ থেকে শেষে নরম গলায় বললেন।

“আমি জানি।” একই কথা গ্রের কাছ থেকেও শুনেছে সে।

“ওরা বলেছিল তুমি মারা গেছ, তারপরেও নিরুপায় না হওয়া পর্যন্ত আমি যদ্দূর পারি খোঁজ চালিয়ে গেছি।”

সেইশান নিজের হাতের দিকে চেয়ে রইল। লোহার রেলিং-এ আঙুল শক্ত করে চেপে ধরায় তা এতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দেখতে অদ্ভুত লাগছে।

“আমার সাথে চলো,” মা কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করলেন।

সেইশান কথা না বলে চুপ থাকল।

“তুমি পারবেনা, তাই না?” তিনি ফিসফিস করে বললেন।

“আমারও কিছু দায় দায়িত্ব আছে।”

আরও কিছু ক্ষণ কারও মুখে কথা আসল না। পরিবেশ বিষাদে ভারী হয়ে আছে।

“শুনলাম ওই ছেলেটা নাকি আবারও তার কাজে ফেরত যাবে। ওর সাথে যাবে বলে ঠিক করেছ নাকি?”

সেইশান জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

ওরা দুজন একসাথে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল। দুইজনেরই অনেক কথা বলার ছিল, তারপরেও খুব সামান্যই বলা হল। এছাড়া আর কীই বা করা যেত? একে অপরকে শরীরের আঘাত দেখানো, রক্তারক্তি আর খুনোখুনির কাহিনী শেয়ার করা, দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্য কী কী করা উচিত তার ব্যাপারে একে অপরকে টিপস দেয়া? কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তারা কিছুই বলল না।

মা যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন। চলে যাওয়ার জন্য কয়েক পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন। পেছন থেকে চাপা গলায় বললেন। “তোকে কি সত্যিই ফিরে পেলাম, আমার ছোট্ট চি? নাকি আবারও সারাজীবনের জন্য হারালাম?”

তিনি চলে গেলেন, শুধু পেছনে পড়ে রইল জুঁই ফুলের মিষ্টি সুবাস।

রাত ৩:১৪

ক্লান্ত পায়ের ওপরে নির্ভর করতে না পেরে কনফারেন্স টেবিলে ঠেস দিল গ্রে। ওর এবং কোয়াওস্কির জন্য শুধু অফিসারদের নামে করা রুমটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে, জাহাজের ক্যাপ্টেনের তরফ থেকে পাওয়া সৌজন্যে উপহার। ক্রু মেম্বারেরা তাদেরকে কফি বানিয়ে দিয়েছে, সাথে নিয়ে এসেছে ভাজা ডিম আর বেকন।

উত্তর কোরিয়া থেকে দুইজন আমেরিকান অপারেটিভের পালিয়ে আসার ঘটনা তো আর নিত্যদিন ঘটে না।

গ্রের আহত কাঁধ পরিষ্কার করে সেখানে স্প্রে করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হয়েছে। এই অবস্থায় গ্রের কাছে এখন দুনিয়াটা অনেক আরামের। ঘোলাটে কফিও নিঃসন্দেহে এতে ভালো সাহায্য করছে।

কোয়াওস্কি বসে আছে পাশের চেয়ারে। পা উঁচিয়ে রেখেছে টেবিলে। এক প্লেট বেকন পেটের ওপর শুইয়ে রেখে আরাম করে মুখে পুরে দিচ্ছে সেটিকে। হঠাৎ ওর চোয়াল হা হয়ে গেল। জোরালো আওয়াজ সাথে করে বিরাট করে একটা হাই তুলল ও।

গ্রের সামনে রাখা বিশাল এলসিডি মনিটরটি কয়েকবার পিটপিট করে জীবন্ত হয়ে উঠল। এই প্রাইভেট রুমে হাই সিকিউরিটি চ্যানেলের মাঝ দিয়ে ভিডিওচিত্র সম্প্রচারিত হচ্ছে। একটু পরেই তার চোখের সামনে ভেসে এল ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত সিগমা কমান্ডের যোগাযোগ কেন্দ্র।

ডাইরেক্টর তার মুখোমুখি হলেন, পাশে ক্যাট বসা। কম্পিউটারের কী বোর্ডে ক্ষিপ্রতার সাথে টোকাটুকি করছে। সেই আজকের গোপন ভিডিও কনফারেন্স কলের আয়োজক।

পেইন্টার নড করলেন গ্রের দিকে। "কমান্ডার পিয়ের্স, শরীরের অবস্থা কেমন?"

"এই আর কী!"

"আমি জানি তুমি মাত্রই 'জাহান্নাম থেকে ফিরে এসেছ," পেইন্টার বললেন, "কিন্তু তোমার শরীর যদি ভালো থাকে, তুমি আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনে যোগ দিতে পারো।"

"মঙ্গোলিয়াতে," গ্রে বলল।

ক্যাট ওকে ইতোমধ্যে মিশনের কথা জানিয়েছে। বিধ্বস্ত স্যাটেলাইটের ব্যাপারে কিছু খবরাখবরও জানে গ্রে।

"আমি তোমাদের কাছ থেকে সৎ একটা উত্তর চাইছি," পেইন্টার বললেন। "তুমি আর কোয়াওস্কি, তোমরা দুইজন কি মিশনে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ফিট?"

গ্রে দ্রুত একবার কোয়াওস্কির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল, সে স্রেফ কাঁধটাকে একটু ঝাঁকিয়ে প্লেট থেকে আরেক টুকরা বেকন নিয়ে মুখে দিল।

"আমার মনে হয় যথেষ্ট ফিট বললে তা মোটামুটিভাবে আমাদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে," গ্রে উত্তর দিল। "কিন্তু যাওয়ার পথে হালকা একটু ঘুম দিলে আমাদের শরীর আরও ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

"ভালো, তাহলে আমি তোমাকে এই জিনিসটা দেখাতে চাই।" পেইন্টার ক্যাটের দিকে ঘুরল।

পর্দায় ক্যাটের উদয় হল, এখনও এক হাত দিয়ে কী বোর্ডে টোকাটুকি করায় ব্যস্ত, যদিও তার চোখ স্থির হয়ে আছে পর্দায়। "আমি তোমাকে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে থাকা লেফটেন্যান্ট জশ লেব্লাং-এর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।"

"এন্টার্কটিকাতে?"

"হ্যাঁ। সে এই মুহূর্তে বেজক্যাম্প থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরের রস আইস শেলফে মিশন ক্রুদের সাথে আছে।" কী বোর্ডে আরও কয়েকটা বাটন চেপে মাইক্রোফোনটিকে চেয়ারের কাছে টেনে এনে ক্যাট বলল। "লেফটেন্যান্ট লেব্লাং, আপনি যা পেলেন তা কি আমাদের দেখাতে পারবেন?"

চিড়বিড় শব্দে কিছু কথা আবছাভাবে গ্রের কানে প্রবেশ করল।

তারপর, পর্দায় উপস্থিত হলেন একজন তরুণ, গায়ে মিলিটারি পার্কা। কিন্তু হুড পেছনে ফেলে রাখা, সম্ভবত এন্টার্কটিক গ্রীষ্ম উপভোগ করছেন তিনি। তার ছোট করে ছাঁটা চুল ঢেকে আছে একটা উলের টুপিতে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে তার চেহারা লালবর্ণ, অবশ্য এটি উত্তেজনার কারণেও হতে পারে।

ভিডিওচিত্র কাঁপছে, নিশ্চয়ই আনাড়ি কেউ একজন ক্যামকর্ডারে শ্যুট করছে ওকে। রিজ থেকে পেছাতে পেছাতে তিনি কথা বলছিলেন।

"প্রায় দুই ঘণ্টা আগে, আমরা দেখলাম বিশাল বিশাল গোল গোল আগুনের গোলা ম্যাকমার্ডোর ওখানে গিয়ে আঘাত হানছে। প্রথমে তো ভেবেছিলাম আমাদের ওপর কেউ বোমা বর্ষণ করছে। কান ফাটানো আওয়াজ—একটার পর আরেকটা—আমাদের পুরো বেসক্যাম্পে হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। আমার দলকে পাঠালাম ব্যাপার কি দেখে আসার জন্য। এটা ওরা পায়।"

তিনি হেঁটে গিয়ে রিজের ওপরে পৌঁছে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। ক্যামেরাম্যান সামনে এগিয়ে এলেন, ইমেজ কাঁপছিল ভয়াবহভাবে। হাতটি সুস্থির করতে পারার পরে, ক্যামেরা পরিষ্কারভাবে একটা নারকীয় দৃশ্য ফোকাস করতে সক্ষম হল।

বিশাল আকারের ক্রেটার (বিস্ফোরণের আঘাতে সৃষ্ট গর্ত) উঁকি দিচ্ছিল নীলচে বরফের মাঝ হতে, কোণার দিকটা কালচে রূপ ধারণ করেছে। গ্রে দেখল পাঁচটি উল্কাপিণ্ড বরফে আঘাত হেনে সেটির ভেতর দিয়ে পুরোটা পথ গিয়ে সাগরের তিনশ মিটার নিচে গলে গেল। তার নজরে আসল ছোট ছোট কালো পিঁপড়ার মতো মানুষজন, বরফের ওপর ইতস্তত ছুটাছুটি করছে, সম্ভবত লেব্লাং-এর দলের লোকদের একটা অংশ এরা।

মাইক্রোফোনের স্পিকারের মাঝ দিয়ে বজ্রধ্বনি ভেসে এল।

কিন্তু গ্রে শুধু তখনই তুমুল হট্টগোলের উৎস চিহ্নিত করতে পারল যখন একের পর এক কয়েকটি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। স্ক্রিনের পর্দায়, আইস শিল্ডের ফাটল ফুটে উঠল। বরফকণা উঁচুতে উঠে বাতাসে ছিটকে যাচ্ছিল। এক ক্রেটার হতে আরেক ক্রেটারের মধ্যবর্তী স্থানে ভাঙ্গন হচ্ছিল।

পর্দার আড়ালে থাকা লেব্লাং কাকে যেন চড়া গলায় গাল দিল। তারপর সে পর্দায় হাজির হল, ঢাল বেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তার দলের বিপদে পড়া লোকদের সাহায্য করার জন্য ছুটে যাচ্ছিল সে। ক্যামেরাম্যানও ক্যামেরা ফেলে তাকে অনুসরণ করল। ক্যামেরা বরফের মধ্যে তেরছাভাবে পড়ে থাকল। কিন্তু তখনও ক্যামেরায় দৃশ্য ধারণ চলছিল, অরাজক অবস্থা তীর্যকভাবে দেখিয়েই যাচ্ছে।

বরফের চাই-এর মাঝের ফাটল আরও বড় হতেই নিচের দিকটা মড়মড় আওয়াজ তুলে ভেঙ্গে গেল।

মানুষজন যে যেইদিকে পারল সেই দিকে পালাচ্ছে। ক্যামেরার মাইক্রোফোন দিয়ে নিচু স্বরে ভেসে এল মানুষের আর্তনাদ।

পায়ের তলার বরফ ফেটে যেতেই সেই ফাটলের মাঝ দিয়ে দুইজন নাবিকের শরীর পতিত হল। বরফের বড় একটা চাঁই খসে পড়ছে মেইন শেলফ হতে। আরেকটা ফাটল আঁকাবাঁকা হয়ে ছুটে আসায় ক্যামেরার লেন্সের সামনের কাঁচ বিস্ফোরিত হল, তারপরই পর্দা অন্ধকার।

কোয়াওস্কি, একসময়কার নেভি অফিসার, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আরেক হাতের তালুতে ঘুষি মারছে। হতাশ, কারণ এখানে ওর কিছুই করার নেই।

তারপর পেইন্টার আবার ফিরে আসলেন, চেহারা বিপর্যস্ত, রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। ক্যাটের পাশে ঝুঁকে, তার উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করলেন। "যত দ্রুত পারো ম্যাকমার্ডো স্টেশনে উদ্ধারকারী বিমান পাঠাও।"

পেইন্টার এবং ক্যাটের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রে নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করল।

কাজ হয়ে গেলে পরে, পেইন্টার তার মনোযোগ ফেরালেন গ্রের দিকে। "এখন তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদেরকে কিসের মোকাবেলা করতে হচ্ছে।"

"কী বলতে চাচ্ছেন?"

"এন্টার্কটিকা থেকে লেব্লাং আমাদের কাছে রিপোর্ট করার সামান্য আগে, লস এঞ্জেলেস থেকে এসএমসির টেকনিশিয়ান এবং ইঞ্জিনিয়ারেরা তাদের প্রাথমিক হিসাব দাখিল করেছে। তুমি তো জানোই ধ্বংস হওয়ার আগে স্যাটেলাইটটি কিছু ইমেজ তুলেছিল। ওদের হিসাব কনফার্ম করছে, ইমেজে যেই ধ্বংসযজ্ঞ দেখানো হয়েছিল, সেটি ইস্ট কোস্টে হামলা করা এক ঝাঁক উল্কার আঘাতের ফলাফল।"

কয়েক মুহূর্ত আগে দেখা ধ্বংসযজ্ঞ ফুটে উঠল গ্রের মনের পর্দায়। কল্পনায় ভেসে এল ঘনবসতি এলাকায় এমন ঘটনা ঘটলে কী বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

"টেকনিশিয়ানদের হিসাব অনুযায়ী, এন্টার্কটিকায় বিস্ফোরিত উল্কাগুলোর ব্যাস গড়ে সতের থেকে বিশ মিটার। ওরা প্রত্যেকে আটটি পারমাণবিক বোমার সমান পরিমাণ ক্ষমতা নিয়ে আঘাত হানতে সক্ষম।"

গ্রে ঢোক গিলল।

ওই ভাসমান হিমবাহ যে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে এতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পেইন্টার বলে চললেন, "স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার পর—বিস্ফোরণের ধরন, এর ফলে হওয়া গর্ত, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় এনে—ওরা বের করেছে, এন্টার্কটিকায় আঘাত হানা উল্কার চেয়ে তিনগুণ শক্তিশালী বিস্ফোরণে ইস্ট কোস্ট কেঁপে উঠবে।"

গ্রের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল, ওখানে থাকা তার সব বন্ধু আর স্বজনের ছবি মনে ভেসে উঠল, যার মাঝে সিগমা কমান্ডের বন্ধুরাও আছে।

"আর এটা হয়তো শুধু ইস্ট কোস্টেই আঘাত হানবে না," পেইন্টার আগেই সতর্ক করলেন। "আমাদের কাছে শুধু এই একটাই স্ন্যাপশট আছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ আরও বড় পর্যায়ে, এমনকি পুরো বিশ্বে পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে।"

"অথবা এটা যদি কখনও ঘটে আর কী," গ্রে যোগ করল, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু একটু আগে যা দেখল, তাতে পুরোপুরি উপেক্ষা করার সাহসও পাচ্ছে না।

"সেই কারণেই আমাদেরকে ওই স্যাটেলাইট উদ্ধার করতে হবে," পেইন্টার বললেন। "আমাদের প্রত্যেকটা চোখ এই মুহূর্তে আকাশের দিকে সতর্কভাবে নজর রাখছে—হাবল টেলিস্কোপ, নাসার সুইফট স্যাটেলাইট, ব্রিটিশ স্পেস এজেন্সি। আমরা বেশ কিছু সংখ্যক গ্রহাণুর ওপর নজর রাখছি যেগুলো ধূমকেতুর কারণে প্রভাবিত হতে পারে, এর কিছু কিছু এতো বিশাল যে ব্যাস হবে প্রায় দুইশ মিটার। এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে থাকা তথ্য অনুসারে, এর কোনটাই পৃথিবীতে আঘাত করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ না।"

"কিন্তু মাত্র একটু আগে এন্টার্কটিকাতে যেটা আঘাত হানলো সেটা তাহলে কোথা থেকে আসলো?"

"সেটাই তো সমস্যা। আমরা সবকটিকে এখনও বাগে আনতে পারিনি। পৃথিবীর কাছের কক্ষপথের দশ হাজারের মতো গ্রহাণুকে চিহ্নিত করতেই নাসার পনের

বছর লেগেছে, যার মানে বিশাল একটা অংশ এখনও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। চেলিয়াবিংক্স উল্কার কথাই ধরো, যা গত বছরে রাশিয়ার আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছিল। পুরোপুরি একটা সারপ্রাইজ। আর এটা যদি বায়ুমণ্ডলে থাকতে থাকতেই বিস্ফোরিত না হত, তাহলে সেটি রাশিয়াকে বিশটা পারমাণবিক বোমার সমান শক্তি নিয়ে আঘাত করতো... বিশটা হিরোশিমা !"

"তো তাহলে আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারবো না?"

পেইন্টার ক্যাটের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, যেন এই ব্যাপারে তার কথা বাড়ানোর ইচ্ছে নেই।

"কী ব্যাপার?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

ক্যাট পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"স্পেস এন্ড মিসাইল সেন্টার থেকে আসা সর্বশেষ সংবাদটি মনে ভয় ধরিয়ে দেয়ার মতো। তবে এখনই উপসংহারে পৌঁছে যাওয়ার সময় আসেনি। ডক্টর জ্যাডা শয়ের সাথে কাজ করা একজন পদার্থবিদ ধুমকেতুর কারণে সৃষ্ট মহাকর্ষীয় বিচ্যুতির ওপর নজর রাখছেন।"

"এবং?"

"আর এসএমসির ওই পদার্থবিদ সেই বিচ্যুতি ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। ধূমকেতু যেমন একদিকে পৃথিবীর কাছে এগিয়ে আসছে, অন্যদিকে তিনি কনফার্ম করছেন যে সেই বিচ্যুতির পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়ছে।"

"এর মানে কী?"

পেইন্টার ক্যাটের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। "আমরা এখনও সেই প্রশ্নের একটা উত্তরের অপেক্ষায় আছি। সেই উত্তর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু হতে পারে... আবার অর্থহীনও হতে পারে। আরও তথ্য সংগ্রহ করার পর তা বিশ্লেষণ করার আগ পর্যন্ত আমাদের তা জানা হবে না।"

"এর জন্য কতক্ষণ লাগবে?"

"কমপক্ষে বারো ঘণ্টা বা এরচেয়ে বেশিও লাগতে পারে।"

"তো এটুকু সময়ের মধ্যে, আমাদেরকে ওই স্যাটেলাইটটি খুঁজে বের করতে হবে।"

"হয়তো এটার মধ্যেই আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর রাখা আছে।" পেইন্টার তার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। "কত তাড়াতাড়ি তুমি যেতে পারবে?"

"এখনই। যদি ক্যাট সব জোগাড়যন্ত্র করতে পারে–"

ক্যাট তার চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে এসে বলল। "আমি কমান্ডার পিয়ের্সের টিমকে ভোরের দিকে মঙ্গোলিয়ায় পৌঁছে দিতে পারব।"

"মংকের টিমের কী অবস্থা?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"মাত্র কাজাখস্তান থেকে খবর পেলাম," ক্যাট বলল। "ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে ওদেরকে অল্প সময়ের জন্য জাহাজের ভেতর আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো সমস্যা না হলে, ওরাও সকালের দিকে উলান বাতোরে গিয়ে তোমার সাথে যোগ দিতে পারবে।"

"তাহলে তাই কর," পেইন্টার বলল। "ওখানে যত বেশি লোক থাকবে ততই ভালো। সেইশান কি তোমার সাথে যোগ দিতে চায়?"

তার মিটিং-এর চলতি পথে, গ্রে দেখল গুয়ান-ইন চোখের জল লুকাতে লুকাতে হলের দিকে যাচ্ছেন। তার ট্রায়াডের বিপদাপন্ন লোকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হংকং-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে উনাকে। ওই চোখের জল থেকে, গ্রে পেইন্টারের প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করে নিতে পারে।

"আমার বিশ্বাস সেইশান আসবে।"

"ভালো।"

পেইন্টার দ্রুত মিটিং শেষ করলেন, নিঃসন্দেহে তাকে এখন অনেক কাজ সামলাতে হচ্ছে।

মনিটরের কালো হয়ে যাওয়া পর্দার দিকে চেয়ে রইল গ্রে। মানসচোখে ভেসে উঠল এন্টার্কটিকার ধ্বংসযজ্ঞ। দ্রুত কাজ শুরু করার তাড়া অনুভব করল ও।

অধ্যায় : ১৭

১৯ শে নভেম্বর, রাত ১২:১৭ কিউওয়াইজিটি
(কাইজিলোরদা টাইম)
অ্যারাল সাগর, কাজাখস্তান

র‍্যাচেল এবং অন্যরা দ্রুতগতিতে ফাদার জসিপের নিজস্ব খাসকামরায় ফিরে চলল। ওদের মাথার ওপরের পরিত্যক্ত জাহাজের গায়ে তখন আছড়ে পড়ছিল ঝড়ের গর্জনধ্বনি।

পাইলট তার যান্ত্রিক ফড়িংকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছেন। নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন যাতে ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেন লবণ আর ধুলার ঝড়ো বাতাসে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

জসিপের দলের লোকজন নিচের লেভেলগুলো দখল করেছে। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বাইরের প্রকৃতির মারাত্মক রুদ্ররূপে কিছু যায় আসে না ওদের। এই লোকগুলো এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত। তাদের কেউ অলস ভঙ্গিতে বসে আছে, কেউ কার্ড খেলছে, কেউ সময় পার করার জন্য আড্ডায় মেতে উঠেছে।

ওদের সবার নিরুদ্বেগ চেহারা দেখেও র‍্যাচেল খুব একটা ভরসা পেল না।

"আসো এই বাক্সটাকে টেবিলের ওপর রাখি," মংক ডানকানকে বলল।

ওরা দুইজন রুপালি সিন্দুকটি নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়ায় ব্যস্ত। অন্যদিকে জ্যাডা তখন ব্যস্ত ওর গায়ে লেগে থাকা ধুলা পরিষ্কারে। চুলে ঝাঁকি দিয়ে ধুলা ঝাড়ল ও, তারপর পরিষ্কার করল কাপড় চোপড়ে লেগে থাকা লবণ-বালি। তবে ঘরে যে শুধু জ্যাডারই গায়ে ধুলাবালি লেগেছে তা কিন্তু নয়।

ঘোমটাপরা বাজপাখিটিকে হাতের কব্জির ওপর বসিয়ে কাঠের তক্তার ওপর রাখল সাঞ্জা। কয়েকবার ডানা ঝাপটাল হিরু, স্পষ্টতই বিরক্ত, কিন্তু তবুও ধারালো নখর দিয়ে তক্তাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। হিরু জানে অন্ধ অবস্থায় উড়ার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। ওর শরীরে হাত বুলিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলে পাখিটিকে শান্ত করল সাঞ্জা।

সামনে দাঁড়িয়ে সাঞ্জার দক্ষতা মুগ্ধ নয়নে দেখছিল র‍্যাচেল।

ওর চাচার মনোযোগ আবার অন্যদিকে, তিনি জসিপকে টেবিলের দিকে আসার জন্য ইশারা করলেন। "আমাদের অবশ্যই যত ভালোভাবে সম্ভব এই

জিনিস নেড়েচেড়ে দেখা উচিত। আতশ কাঁচের নিচে ফেলে বুঝতে হবে যে এই জিনিস আমাদের এরপরে কোথায় যেতে বলছে।"

জসিপ মাথা নাড়লেন, কিন্তু তার চেহারায় অমনোযোগ। যেন উনার মন এখানে না, অন্য কোথাও। বইয়ের উঁচু তাকের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি, পিঠ ঠেকিয়ে রাখা পেছনের টেবিলে।

এই সময় জসিপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো আরসালান, যেন ওর সাথে সে কিছু ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করতে চাচ্ছে।

তার বদলে, জসিপের গায়ে পিস্তলের ডগা চেপে ধরল সে। এবং উচ্চস্বরে চিৎকার দিল, "সবাই টেবিল থেকে দূরে সরে যাও! সবাই! হাত উপরে!"

হঠাৎ বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে, কিছুক্ষণের জন্য নড়াচড়া থেমে গেল সবার। তারপর খোলা দরজা দিয়ে মানুষ ঢুকতে লাগল গণহারে। ওদের সবার হাতে হয় রাইফেল নয়তো বাঁকানো তলোয়ার। জসিপের খননকাজের কর্মী হিসেবে এই দলে ঢুকেছিল এরা।

বন্দুকের গুলির কান ফাটানো আওয়াজ পুরো হলঘরে ধ্বনিত হল।

বাকি কর্মীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটা আন্দাজ করে নিল র‍্যাচেল। কল্পনায় ভেসে এল ইউনিভার্সিটির সেই বিস্ফোরণটির ঘটনার কথা, সেই সাথে আক্তাউ-এর ওই বম্বিং। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যতটা সন্দেহ করেছিল, শত্রুপক্ষ আসলে তারচেয়েও অনেক কাছাকাছি ছিল ওদের।

আরসালানের দিকে ফিরলেন জসিপ, তার চেহারায় বিভ্রান্তির ছাপ স্পষ্ট। "এসব কী, আরসালান?"

উত্তর হিসেবে, জসিপের মুখ বরাবর জোরালো এক ঘুসি বসিয়ে দিল আরসালান। ঠোঁট কেটে বেরিয়ে এল রক্ত। তারপর জসিপের হাত শক্ত করে ধরে অন্য দিকে ঘুরাল তাকে, পিস্তল চেপে বসল উনার পিঠের ওপর।

সাঞ্জা এক পা এগিয়ে আসল। "কাজিন, এসব তুমি কী করছ?"

"নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু আমাকে যা আদেশ করছে আমি সেটাই করছি, "আরসালান বলল। "আর তোমাকেও তা মানতে হবে। কারণ আমার মতো তুমিও আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলে।"

চেহারায় আহত ভাব নিয়ে সাঞ্জার দিকে ঘুরলেন জসিপ।

আরসালান তার মাথা দরজার দিকে ঘুরাল, গলায় কর্তৃত্বের সুর। "ওদের থেকে সরে যাও, কাজিন। অথবা ওদের সাথে মরার জন্য রয়ে যাও।"

সাঞ্জা এক পা পিছিয়ে গেল। "আমি ফাদার জসিপের কাজের ওপরে নজর রাখার ব্যাপারে রাজি হয়েছিলাম... কিন্তু এর জন্য না। দেখো, উনি একজন ভালো মানুষ। অন্যরাও কারুর কোনো ক্ষতি করেনি।"

"তাহলে ওদের সাথে তুইও মর," সে ঘৃণার সুরে বলল। "সাঞ্জা, তুই সবসময়ই খুব দুর্বল ছিলি। তোর মন তোর পাখির মতোই আকাশে উড়ে বেড়াতো। আর আমাদের মতো গরিব আত্মীয়দের কথার দাম না দিয়ে তোর বড়লোক বাপ-মাও তোকে এই ব্যাপারে আস্কারা দিয়েছে। কোনকালেই চেঙ্গিস খানের প্রকৃত অনুসারী হওয়ার যোগ্যতা ছিল না তোর।"

আরসালান এরপর একপাশে ঘুরে তার লোকদের উদ্দেশ্যে মঙ্গোলিয়ান ভাষায় কিছু একটা বলল। চারজন লোক তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে টেবিল থেকে রেলিকগুলো তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

র‍্যাচেল দেখল ওদের কষ্টার্জিত সম্পদগুলো সব চোখের সামনে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আরসালানও তার লোকদের পথ অনুসরণ করল। সে জসিপকে তার সম্মুখে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে রাখল, তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিম্মি হিসেবে। যাওয়ার সময় নিজের লোকদের হুকুম দিল যেন ভারী ইস্পাতের তৈয়ার হ্যাচটি বন্ধ করে দেয়।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের কাজিন এবং অন্যদের উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো হুমকি ছুড়ে দিল আরসালান।

"তোরা যখন এখানে ছিলি না, আমার লোকেরা তোদের এই ইঁদুরের গর্তে বিস্ফোরক বসিয়ে দিয়েছিল। একটু পরেই পাথর ধুলায় পরিণত হবে, সবকিছু ধসে পড়বে। আর ভারী জাহাজ যখন তোদেরকে নিচে রেখে ডুবে যাবে, জ্যান্ত কবর হবে তোদের। কেউ জানবে না কী হয়েছিল এখানে।"

কয়েকজন মানুষ কর্কশস্বরে হেসে উঠল এতে। ওর লোকেরা বন্দুক উঁচিয়ে রাখল, বিশেষ করে মংক এবং ডানকানের উদ্দেশ্যে। কারণ ওরা জানে, এই দুইজনই ওদের পরিকল্পনা সম্পন্ন করায় সবচেয়ে বড় হুমকি।

"ওদের খুন কর," আরসালান রুমে থাকা তার লোকদের আদেশ দিল। "তারপর আমাদের সাথে উপরে গিয়ে দেখা কর।"

র‍্যাচেলের দিকে একটা ইঙ্গিতময় দৃষ্টি ছুড়ে দিল সাঞ্জা, চোখের তারা নাচিয়ে হিরুর দিকে ইশারা করল সে।

এক সেকেন্ড সময় লাগল, এরপর সেই ইঙ্গিতের মানে ধরতে পারল র‍্যাচেল।

আরসালানের চ্যালারা তেমন একটা পাত্তা দিচ্ছিল না ওকে, সেই সুযোগে হিরুর কাছে গিয়ে এক টানে ওর মাথার ঘোমটা সরিয়ে ফেলল র‍্যাচেল।

হিরুর দিকে চিৎকার করে কিছু একটা বলল সাঞ্জা। তারপর ইঙ্গিত করল আরসালানের দিকে। ডানা ঝাপটে নিচে ধেয়ে এল বাজপাখিটি।

সব অস্ত্র ঘুরে গিয়ে পাখিটির দিকে নিবদ্ধ হল, গোলাগুলির বিকট আওয়াজ র‍্যাচেলের কানে ঝাঁঝা ধরিয়ে দিল।

অক্ষত অবস্থায়, ডাইভ দিয়ে নিচে নামল হিরু। ওর পায়ের নখর খামচে ধরল আরসালানকে। গালে এবং মাথায় লম্বালম্বিভাবে কাটা দাগের সৃষ্টি হল। ডানাদুটো আরসালানের মুখে বাড়ি মারতে লাগল। ওকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল। তীব্র ব্যথায় আরসালানের দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মুখ ফাঁক করে, সাদা দাঁত বের করে, তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সে।

তারপর বন্দুকের কান ফাটানো গুলির আওয়াজ বিস্ফোরিত হল ঘরের মাঝে।

রাত ১২:৩৮

সবচেয়ে কাছে থাকা লোকটির অস্ত্র সিলিং-এর দিকে মুখ ঘুরাতেই অ্যাকশনে নামল ডানকান। লোকটির মুখ বরাবর জোরসে এক ঘুসি বসিয়ে দিল সে।

লোকটির মাথা পূর্ণবেগে টেবিলের কোণায় গিয়ে লাগল। মারের জোরে তার মাথার হাড়ে ফাটল ধরল, নিস্তেজ শরীর নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটির দেহ।

তারপর লোকটির অস্ত্র তুলে নিয়ে নিজেকে মাটিতে গড়িয়ে দিল ডানকান। এখনও পিঠ ঠেকিয়ে মাটিতে শোয়া, দ্বিতীয় গুপ্তঘাতককে তার বুক বরাবর কয়েক রাউন্ড গুলিতে খতম করল ডানকান। তারপরে ওর পায়ের কাছে বুলেটবৃষ্টি ঠিকরে উঠল। পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল ডানকান, টেবিলের তলায় আশ্রয় নিল সে।

ওখান থেকেই শুটারের বাম হাঁটুর বাটিতে গুলি ছুড়ল ডানকান। পায়ের যন্ত্রণায় শুটার নিচু হতেই ডানকানের পিস্তল থেকে ছোঁড়া আরেকটা বুলেট ওর দুই চোখের মাঝে তৃতীয় আরেকটি নয়ন সৃষ্টি করল।

আরেকজন আক্রমণকারীকে ডানকানের চোখে পড়ল, ওর দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে সে।

কিন্তু গুলি ছোঁড়ার আগেই পাশের ভারী বুকশেলফ লোকটির ওপরে আছড়ে পড়ল। সেটির আড়ালে তার দেহ চাপা পড়ল।

অন্যদিকে একজন হতভম্ব বন্দুকধারীর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার গলায় কৃত্রিম হাত দিয়ে ঘুসি মারল মংক। লোকটির শ্বাসযন্ত্র ফুটা হয়ে হল। সেখান দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। চরম যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ শরীর মোচড়াল লোকটি। শেষদিকে তার নিশ্বাস আটকে এসেছিল।

অন্যদিকে আরসালানের দলের এক সদস্য পাখিটিকে রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মেরে তাদের নেতার মুখ থেকে ছুটিয়ে আনতে সক্ষম হল।

বিশৃংখল অবস্থার সুযোগে, এই গোলমালের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে রুমের ভেতরে দৌড় দিলেন জসিপ।

পর পর দুটো গুলির আওয়াজে সারাটা ঘর কেঁপে উঠল।

জসিপের বুক ক্ষতবিক্ষত। মংকের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি।

আরসালানের পিস্তল দিয়ে তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে। ওর লোকেরা তাকে টানতে টানতে দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। ডানকান ওদের দিকে গুলি ছুড়ল, কিন্তু তার আগেই ইস্পাতে ইস্পাতে ঘর্ষণের কটাং আওয়াজ সাথে করে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচের দরজা।

পায়ের ওপর খাড়া হয়ে, তড়িঘড়ি করে দরজার দিকে ছুটে গেল ডানকান। কাঁধ দিয়ে জোরালোভাবে ইস্পাতের হ্যাচটিকে ধাক্কাতে লাগল সে। কিন্তু সামান্যমতও নাড়ানো গেল না একে। নিশ্চয়ই অন্য পাশ থেকে আটকে দেয়া হয়েছে। ওরা এখন এখানে বন্দী।

ঘরের দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে নিল ডানকান।

ততক্ষণে আরেকটি বুকশেলফের পেছন হতে নিচু অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাডা। গোলাগুলি শুরু হতেই মংক তাকে ধাক্কা দিয়ে সেদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

হিরুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সাঞ্জা। মাটিতে শুয়ে থাকা পাখিটি ডানা নাড়াচ্ছে দুর্বলভাবে।

চাচার পাশ থেকে সরে অতিকষ্টে শ্বাস নেয়া জসিপের পাশে বসল র‍্যাচেল।

জসিপের দেহের পাশে রক্তের ছোটখাটো একটি পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। মানুষটা আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না। আর হয়তো ওদের সবাইকেই জসিপের ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে।

রাত ১২:৪০

না, না, না...

বন্ধুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন ভিগোর। সে মৃত অবস্থা থেকে ফিরে এসেছিল শুধু আবারও মারা যাওয়ার জন্য। এই মানুষটির সাথে ভাগ্য নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে। চরম প্রতিভা আর পাগলামো দুটোই জসিপকে দিয়েছিলেন ঈশ্বর। এভাবে মারা যাওয়া তো মানায় না ওকে।

বন্ধুর হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন ভিগোর।

সেদিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জসিপ। চোখে অবিশ্বাস, ঠোঁটের কোণায় রক্ত, কথা বলতে পারছেন না। একটা বেইমান গুলি করে তার ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছে।

"শান্ত হয়ে শুয়ে থাকো, প্রিয় বন্ধু আমার।"

বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য জসিপের হাত দুখানা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলেন ভিগোর। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি আর কিছু করার নেই। মংকের চোখ দেখে তিনি সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন।

কথা বলার শক্তি না থাকায় তার বন্ধুর হাত তুলে নিয়ে সেটিকে তার রক্তাক্ত বুকের ওপর রাখলেন জসিপ। বন্ধুর হৃদয়ের ধুকপুক আওয়াজ অনুভব করতে পারলেন ভিগোর।

তিনি যেন নির্বাক হয়ে বলতে চাইছেন, তোমাকে মিস করব, বন্ধু। তার চোখে তিনি সেই মানুষটির যন্ত্রণা, তার ভেতরের অনুতাপ দেখতে পেলেন। জসিপ জানে পৃথিবীর ওপরে কী রকম বিপদ। কিন্তু তারপরেও এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কিছুই করতে পারবে না সে।

"এই বোঝা তুমি অনেক দিন বয়ে বেড়িয়েছ, বন্ধু। এবার আমাকে বইতে দাও।"

ভিগোরের দিকে অপলক চেয়ে রইলেন জসিপ। জসিপের কপালে আলতো করে একটি ক্রুশচিহ্ন একে দিলেন ভিগোর।

"বিশ্রাম কর," ভিগোর ফিসফিসিয়ে বললেন।

এবং চিরশান্তির দেশে চলে গেলেন জসিপ।

রাত ১২:৪২

ফাদার জসিপের মৃতদেহকে টেবিলের ওপরে রাখার জন্য মংককে সাহায্য করল ডানকান।

"আমি দুঃখিত," ডানকান বলল। "উনাকে যথাযথ মর্যাদার সাথে কবর দেয়া উচিত ছিল।"

চোখের জল আটকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন ভিগোর। "এই জায়গাটাই ওর জন্য উপযুক্ত।"

মংক এবার ওদেরকে তাড়া দিল। "পালানোর বুদ্ধি বের করতে হবে। নাহলে উনার মতো আমাদের সবারও একই ভাগ্য হবে।"

সাঞ্জার দিকে ঘুরল ডানকান। "এখান থেকে বের হওয়ার আর কী কী পথ আছে?"

হিরুকে তখন কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখছিল সাঞ্জা। "আমি দুঃখিত, কিন্তু নেই। অন্য পাশে গেলে শুধু আরও অনেক ঘরই পাওয়া যাবে। কানা গলি। ওপরে যাওয়ার একমাত্র পথ যাওয়ার আগে বন্ধ করে দিয়ে গেছে ওরা।"

বের হওয়ার জন্য অল্প কয়েকটা মিনিট সময় আছে ওদের হাতে। আরসালান আর ওর দলের লোকেরা যদি একবার জাহাজ থেকে বের হতে পারে, নিচের স্তর উড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র সময় নেবে না ওরা। শুধু মনে মনে আশা করা যায়, যাওয়ার সময় মূল্যবান জিনিস লুটপাট করে কিছু সময় নষ্ট করবে বেইমানগুলো। কিন্তু তারপরেও এর ওপর খুব একটা ভরসা করা যাচ্ছে না।

চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে রইল জ্যাডা। দুই হাত ভাঁজ করে রেখেছে সে। "ওরা আমাদের শেষ করে দিতে এসেছিল," বিড়বিড় করল, আঘাতের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

"এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো এতে সফলও হবে," ডানকানও স্বীকার করল, ধরেই নিয়েছে এই পরিস্থিতিতে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে লাভ নেই।

সেদিকে তাকিয়ে জ্যাডা তাকে তিরস্কার করল। "এটা বুঝাতে চাইনি আমি। মাথাটা একটু খাটাও। যদি ওই মুহূর্তে সাড়া না দিতাম, তাহলে এতক্ষণে আমরা খুন হয়ে যেতাম। ওই বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেহকে এখানেই জ্যান্ত কবর দেয়া।"

ডানকানের মাথায় এখনও ব্যাপারটা ঢুকছে না।

"আমাদের এখন বেঁচে থাকার কথা না," সে বলল, কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত। একটা হাত দিয়ে ইশারা করল ঘরের দিকে। "ওই গর্দভটা বলেছে, সে পুরো এলাকায় বোমা পুঁতে রেখেছে। তাহলে এই জায়গাই বা বাদ যাবে কেন? এটাই সবচেয়ে নিচের স্তর। সে নিশ্চয়ই ভেবেছে আমরা ইতোমধ্যে মারা গেছি।"

অবশ্যই...

নিজেকে গালাগাল দিয়ে, দেয়ালের দিকে নজর দিয়ে খুঁজতে শুরু করল মংক।

নিজের বোকামিতে বিরক্ত হয়ে, ডানকানও অন্য পাশের দেয়ালে খুঁজাখুঁজি আরম্ভ করল। বিস্ফোরক চার্জটা খুঁজে পেতে তার তিরিশ সেকেন্ডও লাগল না। কাঠের পিলারের আড়ালে লুকানো ছিল এটা।

"একটা পেয়েছি!" ডানকান চেঁচিয়ে বলল।

"এখানে আরেকটা!" মংক অন্য পাশ দিয়ে চেঁচালো।

"ঐটার ট্রান্সিভার সরিয়ে আনো!" সে ফিরতি চিৎকার দিল। "আর সাবধান থেকো!"

র‍্যাচেল ওর পিছন পিছন গিয়ে ওকে বলল। "কি মনে হয়, এতোটুকু সময়ের মধ্যে সব বিস্ফোরক চার্জ বিকল করে দিতে পারবে?"

"সেটা আমার উদ্দেশ্য না," কাজ করতে করতে বলল ডানকান। "ওরা হয়তো পুরো এলাকা জুড়ে এই জিনিস পুঁতে রেখেছে।"

খুব সাবধানে, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের বান্ডিল থেকে ব্লাস্টিং ক্যাপ এবং ট্রান্সিভার সরিয়ে আনল ও। তারপর এটি নিয়ে পড়িমড়ি করে ইস্পাতের হ্যাচের দিকে ছুটে গেল সে।

মংক ওখানে তার সাথে যোগ দিল, ওর হাতে আরেকটা ট্রান্সিভার।

হাত দিয়ে চাপড় মেরে ডানকান সেটিকে হ্যাচের কব্জার সাথে ফিটিং করল। তারপর ট্রান্সিভারটা খুলল। এই ট্রান্সিভার এমন এক যন্ত্র, যাতে আছে একটা রেডিও ট্রান্সমিটার আর একটা রিসিভার। আঙুলের নখ দিয়ে, সে একে আলাদা একটা সেটিং-এ পাল্টে দিল। আরসালানের লোকেরা যেই সেটিং-এ বোমা ফিট করেছে এটি তার থেকে ভিন্ন।

পুরো এলাকা উড়িয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই ওর।

তারপর মংকের হাত থেকে ট্রান্সিভারটা নিল ও।

"তুমি নিশ্চয়ই ভালো করে জানো তুমি কী করছ?" ওর পার্টনার জিজ্ঞেস করল।

"রেডিওশ্যাকে কাজ করার জন্য আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর অতোগুলো কোর্স করিনি।" দ্রুত গতিতে কাজ করছে ডানকান। ট্রান্সমিটারের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করা হয়ে যেতেই সবাইকে পিছিয়ে যাওয়ার ইশারা করল ও। "আড়ালে গিয়ে কানে তালা দাও!"

সেও পিছিয়ে গিয়ে দলের অন্যদের সাথে যোগ দিল। এবং একটা শক্তপোক্ত বুকশেলফের আড়ালে গিয়ে নিজেকে লুকালো। জায়গামতো বসা হয়ে গেলে, ওর বুড়ো আঙুল নিয়ে গেল ট্রান্সিভারের লাল রঙের ছোট্ট বাটনটির দিকে। শুধু নতুন ফ্রিকোয়েন্সির দিকেই এর সাড়া দেয়ার কথা। কিন্তু তারহীন বিস্ফোরকের ব্যাপারে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ারদের ভাগ্যেও অনেক সময় খারাপ জিনিস ঘটে।

বাটনটি চেপে দিল ও।

একটু পরের কানফাটানো বিস্ফোরণে ডানকানের মনে হল সে ব্যর্থ হয়েছে। মনে হল সবকিছু উড়িয়ে দিয়েছে সে। ধোঁয়া আর ধুলায় ঢেকে আছে পুরো জায়াগটা। ডানকান উঠে দাঁড়াল, হাত নাড়ছে আর বেদম কাশছে।

ওদের সামনের হ্যাচ সম্মুখ থেকে উধাও, সেই সাথে এর পাশের দেয়ালের বড়সড় একটি অংশও আর নেই এখন।

মংকও যোগ দিল ওর সাথে। ওর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল যেন সেটি বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। "বজ্জাতগুলোর কানে হয়তো ওই আওয়াজ গেছে!"

ডানকান সায় দিল।

অর্থাৎ... এখুনি পালাতে হবে!

রাত ১২:৪৬

সবার সামনে থাকা ডানকানের হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো অনুসরণ করে দ্রুতগতিতে একের পর এক সিঁড়ি পার হচ্ছে জ্যাডা। ওদের পেছনে, মংক এবং

র‍্যাচেল ঢালু সিঁড়ি পার হয়ে উপরে উঠার জন্য ভিগোরকে সাহায্য করছে, বয়স্ক মানুষটির শরীরের অর্ধেক ভার ওরাই বহন করছে।

প্রতি পদক্ষেপে জ্যাডার মনে ভয় হচ্ছিল তার চারপাশের দুনিয়া যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। টনকে টন পাথরের নিচে ফেলে ওকে পিষে মারবে, দাফন করবে বালু আর লবণের মাঝে।

এই পথ যেন আর শেষই হচ্ছে না। ভেতরের গোলকধাঁধার আকার আকৃতি আরও উঁচু আরও প্রশস্থ হচ্ছে। আতংক আরও বাড়ানোর জন্যই কিনা, মাথার ওপরের ঝড়ো হাওয়ার বাতাসের বেগ আরও বৃদ্ধি পেল। জাহাজের কাঠামোর মধ্য দিয়ে বাতাস শিস বাজিয়ে গর্জন করতে থাকল, ওকে তাড়া দিচ্ছে আরও দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

"প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা!" ডানকান হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, হাতে রাইফেল নিয়ে এক একবারে দুটো করে সিঁড়ি পার হচ্ছিল সে।

সামনের দিকটা দেখার জন্য গলা উঁচু করল জ্যাডা। কিন্তু সামনে থাকা ডানকানের শরীরের কারণে সম্মুখ দিকটা দেখতে পেল না ও।

আর পাঁচ গজ দূরত্ব পার হতেই, ডানকানের কথা সত্যি প্রমাণিত হল। অনুভব করল, পাথরের নুড়ির বদলে পায়ের তলায় ইস্পাতের গুঁড়া মচমচ করছে। দলের সবাই শেষ পথটুকু পাড়ি দেবে, তখনই পায়ের তলার মাটি ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল। সাথে এমন গগণবিদারী আওয়াজ যেন পৃথিবী এখনই ফেটে দুই ভাগ হয়ে যাবে।

সিঁড়ির গোড়ায় হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়তে বাধ্য হল ওরা সবাই। নিচ থেকে ধেয়ে আসা গুঁড়া গুঁড়া ধূলা, ধোঁয়া আর বালুর মিলিত ঝড় শ্বাসরোধ করে দিল ওদের। কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে গেল ওদের চোখ।

সিঁড়ির বাকিটুকু বাচ্চাদের মতো হাঁটু গেড়ে সামনে হাত বাড়িয়ে পার হতে লাগল জ্যাডা। ডানকানের দেখানো ফ্ল্যাশলাইটের আলোর আভা ধরে কোনোমতে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা হাত জ্যাডাকে আকড়ে ধরে ওর দেহকে সিঁড়ি থেকে উঁচিয়ে আনল। এমনভাবে ওকে তুলে আনল যেন ওর দেহের ওজন পালকের মতো হালকা।

আবারও পায়ের ওপর খাড়া হয়ে ডানকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জ্যাডা। ডানকান তখন অন্যদেরকেও টেনে আনায় ব্যস্ত।

"দ্রুত বাইরে বেরোও!" সে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। জাহাজের প্রবেশমুখের দিকে ইশারা করছে।

জ্যাডা ঘুরতে যাবে, অমনি ওর পাজোড়া পিছলে গিয়ে ভারসাম্য হারাল। পায়ের নিচের দুনিয়া ভীষণ বেগে দুলে উঠেছে। ধাতব গর্জন ধ্বনি সাথে করে জাহাজের পশ্চাদভাগের নিচের দিকটা দেবে যাচ্ছে। জাহাজের অগ্রভাগের মাথা উঁচু হচ্ছে। জ্যাডার কল্পনায় ভেসে এল, নিচের বিস্ফোরণে হওয়া গর্তের কারণে হাজার টনি জাহাজটা মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ছে।

জাহাজের এক পাশ থেকে, অর্ধশতাব্দীর পুঞ্জিভূত বালি একত্র হয়ে ওদের দিকে ধেয়ে এল। ওদেরকে গিলে খেতে প্রস্তুত।

বালুর ঢেউ নিচের দিকে টানছে জ্যাডাকে। এভাবে খুব বেশিক্ষণ টিকে থাকা অসম্ভব। হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে নিচের ঢালু জায়গায় পিছলে যেতে শুরু করল ও। অন্যদের অবস্থাও এরচেয়ে বেশি ভালো নয়, বালুর মাঝে কেউই ভারসাম্য রাখতে পারছে না। এই বালু তুষারধসের মতো হুড়মুড় করে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে, ধাবিত হওয়ার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে জ্যাডা। নিজেকে মনে হচ্ছে যেন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়া একজন সাঁতারু, যে এক্ষুণি সাগরের গভীর জলে ডুবে যাবে।

এবং হয়তো সে ডুবে যাবেও।

ওর পেছনে, বিপদের আলামত নিয়ে ঘূর্ণি পাকাচ্ছে একটা ধূলিঝড়, অপেক্ষায় আছে কখন ওকে গিলে খাবে। বালুপ্রবাহের বাকিটুকুও জ্যাডার দিকে ধেয়ে আসছে। একবার ফাঁদে ধরা পড়লে হয়, তক্ষুনি মুখে পুরে নিবে ওকে।

তারপরই ডানকানের উদয় হল। পাশ দিয়ে পিছলে নিচে নেমে যাচ্ছে সে। কিন্তু বালু প্রবাহের টান উপেক্ষা করার জন্য অন্যদের মতো বাধা দিচ্ছে না।

দ্রুতবেগে নিচের ধুলার মেঘের মাঝে হারিয়ে গেল সে।

ডানকান কি তবে হাল ছেড়েই দিল?

রাত ১২:৫০

বালুর উপরে ভারসাম্যহীন অবস্থায় পড়ে আছে ডানকান। এই মুহূর্তে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য... কোনমতে বেঁচে থাকা।

দিনের শুরুতে এখানে আসার স্মৃতি ওর মনের পর্দায় ভেসে এল। ল্যান্ড রোভারটি তখন জাহাজের পেছনের অস্থায়ী গ্যারেজ হতে বেরিয়ে আসছিল। নবাগত অতিথিদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

এক মুহূর্ত আগে ওর দুনিয়া ভীষণভাবে দুলে উঠেছিল। তখনই চোখে পড়ে, ল্যান্ড রোভারটি তখনও ওখানে পার্ক করা। সে ঠিক করে এর ওপরে গিয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে এটি বালিতে ডুবে আছে এবং সেখান দিয়ে দ্রুতগতিতে দেবে যাচ্ছে। নিজেকে গাড়ির বাম্পারে নিক্ষিপ্ত করল ডানকান। এবং হুডের ওপর গিয়ে ধপাস করে পড়ল। উইন্ডশিল্ডে পৌঁছুতেই, খোলা জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতরে গলিয়ে নিল নিজেকে। এবং নিজেকে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে নিয়ে এল।

চেক করে দেখল গাড়ির ইগনিশনে তখনও চাবি লাগানো।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ...

একসিলাটরের চাপ দিতেই অনুভব করল প্রাণ ফিরে পেয়েছে গাড়িটি। চাকার ঘূর্ণন বালিকে পেছন দিকে ছুড়ে মারল। বাহনটি চলতে শুরু করল, ঢাল বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল এর চাকা।

ডানকানের উদ্দেশ্য ইতোমধ্যে ধরতে পেরেছে মংক। এবং প্রতিরোধের চেষ্টা না করে সেও নিজেকে বালুপ্রবাহের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে গাড়ির দিকে গড়িয়ে এল। রোভারের কাছে পৌঁছতেই, গাড়ির হুডের ওপর ঝাঁপ দিল মংক। পেট

নামিয়ে ওখানে ল্যান্ড করল সে। এরপর তার কৃত্রিম হাত দিয়ে ডানকানের উদ্দেশ্যে থাম্বস আপ দিল।

"উঠতে থাকো!" মংক চিৎকার করে উঠল।

ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে গাড়িকে উপরে উঠাচ্ছিল ডানকান। অন্যদিকে একইসময় মংক ব্যস্ত অন্যদেরকে বালুস্রোত থেকে উদ্ধার করে আনায়। ভিগোরকে সংগ্রহ করে আনা হল; শীঘ্রই র‍্যাচেলও যোগ দিল তার সাথে। সাঞ্জার ডান হাত ধরে রেখেছিল জ্যাডা, মংকের সাহায্যে ওকে তুলে আনল সে। তখনও কাপড় দিয়ে মোড়ানো হ্রিুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখেছিল সাঞ্জা।

সবাই যেহেতু উঠে গিয়েছে, ডানকান তাই গাড়ির ইঞ্জিনে আরও চাপ প্রয়োগ করল। ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে ঢাল বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করল সে।

ডানকানের মানসচোখে ভেসে এল জাহাজের বিশাল ওজনের ভার এর পশ্চাদভাগের ওপর চাপছে, ওজনের কারণে ধীরে ধীরে দেবে যাচ্ছে এটি, শীঘ্রই পাতালগভীরে দাফন হয়ে যাবে।

বালু কেটে এগোনোর জন্য ল্যান্ড রোভারের টায়ার বিশেষভাবে বানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সামনে এগোতে বেগ পেতে হচ্ছে একে। গাড়ির চাকা যতবার পিছলে যায়, ডানকানের নিশ্বাসও ততবার বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়। একবার যদি নিচে পতিত হয়, তাহলে আর জীবন বাঁচিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। অমনটা ঘটলে, দ্রুততার সাথে পাঁচ দশক ধরে জমে থাকা বালি, কাদামাটি আর লবণের মাঝে আশ্রয় নেবে ওদের সবার দেহ।

ডানকান একদিকে চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে জাহাজটির ভেতর থেকে আসা অস্ফুট আর্তনাদ এর ইস্পাতের দেহের মাঝে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঢিলা হয়ে জাহাজের সব তক্তা খুলে আসছে, হুড়মুড় করে ধেয়ে যাচ্ছে স্টার্নের (জাহাজের পিছনভাগ) দিকে। সবকিছু টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে।

পোর্ট সাইডের দিক নেয়ার পর, ডানকান অবশেষে হালের (জাহাজের কাঠামো) মধ্য দিয়ে কাটা গর্তের কাছে পৌঁছাতে পারল। জাহাজ কাত হয়ে যাওয়ার কারণে সেই খোলা জায়গাটি ভূমি থেকে কয়েক পা দূরে সরে গিয়েছে, ওখানে যেতে হলে তাই ঝাঁপ দেয়ার ঝুঁকি নিতেই হবে।

গাড়িটাকে স্থির রাখতে চেষ্টা করছিল ডানকান। অন্যদিকে সেই দরজা দিয়ে এক এক করে তার সব সঙ্গীর বের করে আনছিল মংক।

"এর পরে তুমি আসবে!" জোরালো বাতাস পেরিয়ে মংকের চিৎকার ডানকানের কানে প্রবেশ করল।

ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ডানকান। "তুমি যাও! আমি আসছি!"

কথাটা মিথ্যা বলল ও। এখান থেকে নড়াচড়ার কোনো সুযোগ নেই ডানকানের। যখনই সে গাড়ির প্যাডেল থেকে পা সরিয়ে নেবে, ল্যান্ড রোভারটি তক্ষুণি গড়িয়ে গিয়ে পিছন দিকে হামলে পড়বে।

উইন্ডশীল্ডের মাঝ দিয়ে মংক চেয়ে রইল ওর দিকে। বুঝতে পারছে, মনস্থির করে ফেলেছে ডানকান। ওর মনোভাব পাল্টানো যাবে না । সেটা বুঝে ওর মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। তারপর ঝাঁপ দিল।

কিন্তু দরজার ওপাশে লাফ না দিয়ে, সে লাফ দিল গাড়ির দিকে। কৃত্রিম হাত দিয়ে গাড়ির নিচের ধারে ঝুলে রইল ও। এবং ওর অন্য হাত বাড়িয়ে দিল ডানকানের দিকে।

"আমার দিকে এগিয়ে এসো!" মংক বলল। "তারপরে আমার হাতটা আঁকড়ে ধর!"

ডানকান দ্বিধা করল, জানে এই কৌশলে এগোলে দুইজনেই মারা যেতে পারে।

"তোমাকে বাঁচাতে আমাকে যেন ঝাঁপ দিতে না হয়!" মংক চেঁচাচ্ছে।

এই লোক সেই কাজ করেও বসতে পারে।

সে ব্যাপারে সতর্ক থেকে, ইঞ্জিনটিকে একসিলারেট করে কয়েক মিটার আগে আগে বাড়ল ডানকান। গাড়ির টায়ার পিচ্ছিল বালুতে ঘূর্ণন তুলল। এটিকে জায়গামতো ধরে রাখার জন্য সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল ওকে। এক হাত দিয়ে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ধরে রাখল এবং অন্য হাত জানালার বাইরে বাড়িয়ে দিল ডানকান।

মংক প্রথমে ডানকানের আঙুল, তারপর ওর হাতের তালু শক্ত করে ধরল।

বিড়বিড় করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিল ডানকান। তারপর একসিলারেটর থেকে পা তুলে নিল, আর জানালা দিয়ে বেরোনোর জন্য নিজেকে সেদিকে ঠেলে দিল। যেমনটা আগেই সন্দেহ করেছিল, ল্যান্ড রোভার তৎক্ষণাৎ নিচের দিকে ধাবিত হল এবং মংকের হাতের শক্ত বাঁধনে ঝুলে রইল সে।

ডানকানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস।

কিন্তু ঘটনার তখনও আরও বাকি।

ওখানে ঝুলে থাকার সময়, আধখান হয়ে ভেঙ্গে গেল জাহাজটি।

রাত ১:০৪

ঝড়ো হাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে ওর শরীরকে নিচু করে রেখেছিল জ্যাডা। হঠাৎ নজরে এল জাহাজের মাঝের অংশে একটি ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এবং ধাতব গর্জন সাথে করে জাহাজকে দ্বিখণ্ডিত রূপ দিল সেটি। এর অগ্রভাগ মড়মড় ধ্বনি তুলে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হল।

বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়া টুকরো কণার হাত থেকে বাঁচতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ওরা সবাই। জোরালো বাতাস দেহে চাবুকের মতো বিঁধছিল। ধূলিঝড়ের কারণে সবকিছু অস্পষ্ট। নাকের সম্মুখের এক ফুট দূরের জিনিসও দেখার উপায় নেই।

ডানকান... মংক...

মরিয়া হয়ে জাহাজের ধ্বংসাবশেষের চারিদিকে অনুসন্ধান চালালো জ্যাডা।

এবং হঠাৎ ওর নজরে এল বেজমেন্টের তলা হতে বেরিয়ে আসছে মংক আর ডানকান। সৌভাগ্যবশত, জাহাজে ফাটল ধরায় ওদের সামনে বেরিয়ে আসার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত এর কারণেই প্রাণরক্ষা পায় ওদের।

ওদের দেখতে পেয়ে তীব্র বেগে ছুটে এল জ্যাডা। ডানকানের রক্ত-ভেজা পা দেখে কেঁপে উঠল ওর হৃদয়।

অন্যরাও এগিয়ে এল ওদের অবস্থা কী দেখার জন্য।

"কী হয়েছিল?" জ্যাডার ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা।

"চেষ্টা করেছিলাম জাহাজকে সাথে করে ডুবে যেতে," ডানকান বলল। "কিন্তু মংকের জন্য সেটা করতে পারলাম না।"

"সবাই ঠিক আছে তো?" মংক সতর্ক কণ্ঠে বলল। চারপাশে নজর বুলাতেই লক্ষ করল কেউ একজন তাদের সাথে নেই। "সাঞ্জা কোথায়?"

জ্যাডা চারপাশে তাকাল। সাঞ্জা যে ওদের মাঝে নেই, এটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি ও।

ভিগোর উত্তর দিল, "সে আমাদের পাইলটকে খুঁজতে গেছে।"

হেলিকপ্টারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের পর জ্যাডার মন অপরাধ বোধে আক্রান্ত হল। এমনকি একবারের জন্যও মাথায় আসেনি পাইলটের ভাগ্যে কী ঘটল। মনের কোনো এক গহীন কোণে, জ্যাডা নিশ্চয় ধরেই নিয়েছিল হামলার শুরুতেই লোকটা মারা গেছে। খুন হয়েছে জসিপের দলের অন্য সবার মতো।

মংক হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটা ধরল, সাথে আছে ডানকান। যাওয়ার পথে, জমাট বাঁধা রক্তের পুকুরে শায়িত তিনটা মরদেহ দেখতে পেল ওরা।

সবাইকে গুলি করে খুন করা হয়েছে।

ডানকান খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেদিকে এগিয়ে গেল। "মনে হচ্ছে আমাদের পাইলট সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছে।"

"আর একই সময়ে আমাদের জীবনটাও বাঁচিয়েছে, "মংক বলল। "সম্ভবত ওর কারণেই আরসালানের লোকেদের জাহাজ ধসিয়ে দিতে দেরি হয়, আর আমরাও অতিরিক্ত সময় কাজে লাগিয়ে পালিয়ে আসার সুযোগ পাই।"

জ্যাডা তখন দ্বিগুণ অপরাধবোধে আক্রান্ত হল। সে এমনকি পাইলটের নামটা পর্যন্ত জানে না।

হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরা দেখতে পেল বুলেট এর গায়ে অসংখ্য গর্ত সৃষ্টি করেছে। এবং গুলির আঘাতে কাঁচের গ্লাসে ফাটল ধরেছে।

চারপাশে অনুসন্ধান চালিয়েও সাঞ্জার দেখা মিলল না।

তারপর আঁধারঘেরা ঝড়ের মধ্য হতে দুইজন মানুষ উদয় হল, একে অপরের দেহের ভার বহন করছিল ওরা। জোরালো বাতাস উপেক্ষা করে এগিয়ে আসছে।

সাঞ্জা এবং পাইলট।

জ্যাডাকে ডানকানের কাছে রেখে গিয়ে মংক ওদেরকে হেলিকপ্টারে চড়তে সাহায্য করল।

"আমি ওর শরীর থেকে বের হওয়া রক্তের ধারা অনুসরণ করছিলাম," ওদের সাথে যোগ দিয়ে সাঞ্জা বলল।

"আমার ঊরু বরাবর গুলি করেছিল ওরা," পাইলট বলল। "হেলিকপ্টারের নিচে আটকা পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল এইবার আমি শেষ, কিন্তু তারপরেই জাহাজের দিক থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এল। আর আমিও সেই সুযোগে খোঁড়া পা নিয়ে ঝড়ের মাঝে হারিয়ে গেলাম।"

জ্যাডার কল্পনায় ভেসে এল জাহাজের তলির বিস্ফোরিত হ্যাচের দৃশ্য।

তো তার মানে আমরা দুজনেই একে অপরের জীবন বাঁচিয়েছি।

"হেলিকপ্টার কি এখনও উড়তে পারবে?" মংক জিজ্ঞেস করল।

পাইলট ভুরু কুঁচকে ক্ষয়ক্ষতির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল। "এই অবস্থায় পারব না। কিন্তু যদি কিছু জিনিস মেরামত করে নেয়ার সুযোগ পাই, তাহলে হয়তো এটিকে আকাশে উড়ানো যাবে।"

"গ্রেট," মংক বলল।

ঝড়ো বাতাসের গর্জন সাথে নিয়ে হেলিকপ্টারের কেবিনে ফিরে এল ওরা সবাই।

মংক সাঞ্জার দিকে ঘুরল। সাঞ্জা তখন তার বাজপাখিটিকে সিটের তলা থেকে বের করে আনছিল। হিরুকে তখনও কম্বলের চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই হিরুকে কেবিনের নিরাপদ জায়গায় রেখে গিয়ে তারপর পাইলটকে খুঁজতে বেরিয়েছিল সে।

"রেলিক দুটি নিয়ে আরসালান কোথায় গেছে সেটা তুমি জানো?" মংক জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চিত জানা নেই। খুব সম্ভবত উলান বাতোরের দিকে।"

ভিগোর তাকে চাপ দিল। "ওখান থেকে জিনিসটা কার হাতে যাবে?"

"এটা অবশ্য আমি নিশ্চিত জানি। সে এটা আমার গোত্রের প্রধানকে দেবে। তার উপাধি হচ্ছে বোরজিগিন, যার অর্থ নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু।"

"চেঙ্গিস খানকেও এই নামে ডাকা হতো, "ভিগোর বলল।

সাঞ্জা সায় দিল।

"ওর আসলে নাম কী?" মংক জিজ্ঞেস করল।

"আমার জানা নেই। সে সবসময় আমাদের সামনে নেকড়ের মুখোশ পরে আসে। শুধু আরসালান তার আসল পরিচয় জানে।"

পায়ের ক্ষতে ব্যান্ডেজ লাগাতে লাগাতে ডানকান বলল, "তাহলে ওতে আমাদের কোনো লাভ হচ্ছে না।"

"চূড়ান্ত রেলিকটি ছাড়া," ভিগোর বললেন, "আমরা শেষ।"

জানালার মাঝ দিয়ে রাতের আকাশের ধূমকেতুর দিকে চেয়ে রইল জ্যাডা। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, সে তার নিজের বিশ্বাস স্থাপন করেছে সংখ্যা এবং তথ্য প্রমাণের ওপর। প্রথমে ওদের এই কুসংস্কারের দিকে তাকিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিল ও। একে পাত্তা দেয়নি, ভেবেছিল এখানে আসা অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু আকাশের দিকে তাকানোর পরে চারপাশ থেকে হতাশা ঘিরে ধরল ওকে। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছে সত্যিটা।

মনসিনিয়রের কথাই ঠিক।

আমরা শেষ।

তৃতীয় অংশ

লুকোচুরি খেলা

অধ্যায় ১৮

১৯ শে নভেম্বর, সকাল ১১:০৯ ইউএলএটি
উলান বাতোর, মঙ্গোলিয়া

"তোমাদের সবার বিশ্বাস এই ক্রুশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ," গ্রে বলল।

সবাইকে সাথে নিয়ে হোটেল উলানবাতারের বিলাসবহুল কক্ষে বসে আছে গ্রে। হোটেল উলানবাতারের অবস্থান রাজধানী শহরের কেন্দ্রস্থলে। ভবনের বাইরের অংশটা দেখতে সোভিয়েত আমলের মতো, দেশের নির্যাতিত অতীতের একটি নিদর্শন। কিন্তু ভেতরের দিকে ফুটে উঠেছে ইউরোপিয়ান আধুনিকতা ও আভিজাত্য। প্রতিনিধিত্ব করছে নতুন মঙ্গোলিয়ার।

ওদের হোটেল কক্ষে লম্বা কনফারেন্স টেবিলসহ একটা মিটিং রুম আছে। এই মুহূর্তে সবাই সেখানেই বসে আছে। মংকের দল টেবিলের এক পাশে, গ্রের দল অন্য পাশে।

এক ঘণ্টা আগে, গ্রের দরজায় কে যেন টোকা দেয়। দরজা খুলতেই, ন্যাড়ামাথা এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মংকের মুখোমুখি হল গ্রে। মংক ওকে ভালুকের দৃঢ়তায় বুকে টেনে নিল। গ্রে-কে সে এত জোরে চেপে ধরেছিল যে হাড় ভেঙে যাওয়ার দশা হয়েছিল ওর। মংকের পেছন পেছন প্রবেশ করল ওদের নতুন পার্টনার, ডানকান রেন। ছয় ফুটি শরীরের ডানকানকে মাথা নুয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হল। ওদের সাথে আছে একজন ইয়াং মঙ্গোলিয়ান, তার পরনে হাঁটু অবধি লম্বা ভেড়ার চামড়ার কোট। হাতে পোশা প্রাণী রাখার একটা ক্যারিয়ার, ওটার ভেতর থেকে মাঝে মাঝেই কিছু একটা নড়াচড়া করে উঠছে।

কিন্তু এর পরের দুইজনকে দেখে মনের মধ্যে বেশকিছু অনুভূতি হল গ্রের। আনন্দ, সুন্দর সুন্দর সব স্মৃতি আর গভীর ভালবাসাপূর্ণ অনুভূতির মিশ্রণ সেগুলো।

একটু আগে মংক যেভাবে জাপ্টে ধরেছিল ওকে, ঠিক সেভাবে গ্রে-ও জাপ্টে ধরল ভিগোরকে। মনসিনিয়রের মাঝে নিজেকে খুঁজে পায় সে দারুণ সাহসী, দৃঢ়চেতা এবং একই সাথে খুবই ভালো একজন মানুষ। কিন্তু গ্রে দেখল এখন উনার শারীরি ভাষায় বয়স ফুটে বেরোচ্ছে, শরীরটাও দুর্বল। এমনকি উনার চেহারার অবস্থাও ফ্যাঁকাসে এবং হাড্ডিসার।

তারপর দেখা গেল র‍্যাচেলকে।

অন্যদেরকে যেমন উষ্ণ অভিবাদন জানিয়েছে, র‍্যাচেলকেও সেভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ করল গ্রে। কিছু সুন্দর স্মৃতি অস্পষ্টভাবে উঁকি দিল ওর মনের মাঝে। একজন বন্ধু আরেকজন বন্ধুর সাথে যতক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ থাকে র‍্যাচেল তারচেয়েও অতিরিক্ত কিছু সময় ধরে থাকল ওকে। একসময় দুইজন কিছু সময়ের জন্য কাছাকাছি এসেছিল। এমনকি অন্তরঙ্গতাও হয়েছিল। দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে গড়ানোর ব্যাপারে কথাও এগিয়েছিল কিছুদূর। কিন্তু নতুন প্রেমের উজ্জ্বলতাকে একসময় বাস্তব দুনিয়ার বাস্তবতার কাছে হার মানতে হয়। শেষ পর্যন্ত দুইজনের মধ্যকার প্রেমময় সম্পর্ক উধাও হয়ে গিয়ে টিকে থাকে শুধু গভীর বন্ধুত্ব। তবে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে গেলে পুরানো প্রেম জেগে উঠে আবারও।

কিন্তু যেহেতু আগের সেই অবস্থা আর নেই...

র‍্যাচেলের সামনে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল গ্রে।

গ্রে-র‍্যাচেলের অতীত সম্পর্কের ইতিহাস জানা আছে সেইশানের। এবং র‍্যাচেলের সাথে ওর নিজের সম্পর্কটাও একদম সোজা সরল না। কিন্তু ওরা দুইজন ওদের সম্পর্কের সীমানা ঠিক করে নিয়েছে। একে অপরকে সম্মান করে ওরা। কিন্তু সেই সাথে সাবধানতাও অবলম্বন করে।

মংকের দল ধাতস্থ হওয়ার পর, ওদের সবাইকে পথ দেখিয়ে মিটিং রুমে নিয়ে এল গ্রে। এখান থেকে ওদেরকে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হবে।

পেইন্টারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর, ভিগোর এবং র‍্যাচেলের সাথে বিধ্বস্ত স্যাটেলাইটের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করেছে মংক। এমনকি মঙ্গোলিয়ান সাঙ্গাও বাদ পড়েনি। খান খেনতির সুরক্ষিত এলাকায় ওদেরকে গাইড করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে সে।

বহুদিন পর বন্ধুরা আবারও মিলিত হল। কিন্তু স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি এবং এন্টার্কটিকের সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে এই পুনর্মিলনের আনন্দ খানিকটা মিইয়ে গিয়েছে। সবাই জানে ওদের সামনে গভীর সংকট। তাই ওদের সবার চেহারা গম্ভীর।

কিন্তু একটা ব্যাপারে মনের খচখচানি ভাব কিছুতেই দূর হচ্ছে না গ্রের। মনে হচ্ছে ওরা সবাই একটা ব্যাপারে নিশ্চিত। এই ক্রুশটি–যেটা সেইন্ট থমাস এককালে নিজের সাথে বয়ে বেড়াতো–সম্ভাব্য বিপর্যয় ঠেকানোর ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে এটার।

এমনকি ডক্টর জ্যাডা শ পর্যন্ত বিশ্বাস করে এটা খুঁজে বের করা জরুরি।

জ্যাডার ব্যাখ্যা, "আমার পর্যবেক্ষণ এবং হিসাবনিকাশ থেকে আমি বলতে পারি, ওই ধূমকেতুটি অস্বাভাবিক শক্তি বিকিরণ করছে এবং এর ফলে মহাকর্ষীয় বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে।"

"তোমার বিশ্বাস, এটি ডার্ক এনার্জির কারণে হচ্ছে," গ্রে বলল।

"শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ওই বিচ্যুতি আমার তাত্ত্বিক হিসাবের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।"

“আর ওই ক্রুশ?”

“ডানকানের মতে, ওই বহুপুরাতন রেলিকটি এক ধরনের এনার্জি বিকিরণ করছে। আমাদের ধারণা, বহুদিন যাবত ক্রুশটি নিজের সাথে বয়ে বেড়ানোর কারণে চেঙ্গিস খান এর থেকে নির্গত এনার্জির প্রভাবে আক্রান্ত হন।”

তার চোখজোড়ায় দৃঢ় প্রত্যয়, আঙুল দিয়ে গোনার ভঙ্গিতে বলছে। “প্রথমত, ওই ক্রুশের ইতিহাস একটা উল্কাপিণ্ডের পতনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়ত, এটা এমন একটা দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত যেটা আড়াই দিনের মধ্যে ঘটবে, স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি যে সময়ের উল্লেখ করছে তার সাথে এটি মিলে যায়। তৃতীয়ত, এটা একটা অদ্ভুত শক্তি বিকিরণ করছে যার চিহ্ন এই রেলিকে পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে হয় এটাকে নিয়ে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত।”

“কিন্তু সেই পরীক্ষার ভার তোমাকে দেয়া হবে না,” গ্রে বলল, জ্যাডার এমন নিশ্চয়তা দিয়ে বলাটা পছন্দ হচ্ছে না ওর।

জ্যাডা বড় করে শ্বাস নিয়ে বলল। “বিধ্বস্ত স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষের ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারব। আমার দক্ষতা অভিজ্ঞতার জায়গা হচ্ছে এসট্রোফিজিক্স। ওই স্পেসক্রাফটের ভেতর-বাইরের সবকিছু আমার জানা। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। বলতে গেলে গতবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত বিস্তৃত।”

এরই মাঝে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে যে জ্যাডা, ডানকান এবং মংক সরাসরি দূর পাহাড়ের ক্র্যাশ সাইটে (যেখানে স্যাটেলাইট বিধ্বস্ত হয়েছে) যাবে। সাঞ্জা ওদের গাইড এবং দোভাষী হিসেবে কাজ করবে।

ওদের সাথে যেতে চেয়েছিল গ্রে, তবে মংক আর ওর গ্রুপ একমত যে কাউকে না কাউকে ক্রুশটার খোঁজ করতেই হবে। যেটা–সেইন্ট থমাসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী–সম্মুখে এগিয়ে আসা মহাপ্রলয় ঠেকাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ওদের সাথে যাওয়ার জন্য ভিগোরও গোঁ ধরে আছেন। যদি তিনিও যান, তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। সবকটি মুখ ঘুরে গেল গ্রের দিকে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু সে তখনও দ্বিধা করছে, এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। “তোমরা শেষ রেলিকটা ধরে রাখতে পারোনি। সেটির মধ্যে ক্রুশ খুঁজে পাওয়ার একমাত্র সূত্র সংরক্ষিত ছিল।”

“তাহলে এটাকে আমরা আবারও খুঁজে বের করব,” ভিগোর বললেন।

“কিভাবে? এখন এটা কোন জায়গায় আছে বা ওই গুণ্ডা দলের রহস্যময় নেতার পরিচয় কী তা তোমাদের জানা নেই। আমাদের হাতের সময় যেভাবে ফুরিয়ে আসছে, আমার মনে হয় এসব বাদ দিয়ে আমাদের সব সহায় সম্বল এখন স্যাটেলাইটের পেছনে ব্যয় করা উচিত। এই মুহূর্তে, আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে জানার জন্য ওই স্পেসক্রাফটের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করাই সবচেয়ে জরুরি। আর বিপদ ঠেকাতে হলে স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া জ্ঞানই আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে, এই ক্রুশটা না।”

এমনকি জ্যাডাও সিটে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। নিঃসন্দেহে গ্রের সাথে পুরোপুরি একমত। কিন্তু কথা হচ্ছে সে একজন বিজ্ঞানী, সবসময় যুক্তি মেনে চলতে অভ্যস্ত। গ্রের যুক্তিযুক্ত কথা তো ওর পছন্দ হবেই।

ভিগোর, অন্য দিকে, মন থেকে যা বিশ্বাস করেন সেই অনুযায়ী চলেন। তিনি স্রেফ বিরক্ত ভঙ্গিতে দুই হাত ভাঁজ করে বসে রইলেন। "এই খোঁজাখুঁজির কাজে আমাকে তোমাদের প্রয়োজন নেই, কমান্ডার পিয়ের্স। তবে আমি ফাদার জসিপকে কথা দিয়েছি আমি কাজ চালিয়ে যাবো। যদি কেউ আমার সাথে না আসে, আমি আমার নিজের চেষ্টায় ওই ক্রুশের সন্ধান করবো।"

র‍্যাচেল গ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, নিঃসন্দেহে সে এখন চাচার নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত। ওরা দুজনেই জানে ভিগোর কী রকম গোঁয়ার-গোবিন্দ, তাছাড়া সেও চায় না ভিগোর এই খোঁজাখুঁজির কাজ একলা একলা করুক। এই কাজের বিপদ ওদের সবার গায়ের কালশিটে দাগ, রক্তাক্ত কাটা দাগ থেকেই বুঝে নেয়া যায়।

র‍্যাচেল গ্রের সাহায্য প্রার্থনা করছে, যেন চাচাকে এই পথে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে সে।

সাঞ্জার দিকে ঘুরল গ্রে। স্থানীয় লোকেরা ওই পথের বিপদ সম্বন্ধে আরও ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

"সাঞ্জা, তুমি ইতোমধ্যে বলেছ যে এই গুণ্ডা দলের নেতা বোরজিগিনের ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণা নেই। এই লোকটিকে ডাকা হয় নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু নামে... কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো সে কী পরিমাণ সম্পদশালী এবং কতটা নির্মম!"

"একথা সত্য," গম্ভীর সুরে বলল ও। "ওর বিশ্বস্ত লোকেরা–যেমন ধরুন আমার কাজিন আরসালান–ওর জন্য যে কোনো কিছু করতে পারে। ওদের কাছে, চেঙ্গিস খান হচ্ছে সাক্ষাৎ দেবতা, আর ওই গুণ্ডা দলের নেতা বোরজিগিন হচ্ছে তাদের পোপ। যার সাথে সাক্ষাৎ এর মাধ্যমে গৌরবময় অতীতে যাওয়া যায় এবং সেই সাথে দারুণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে।"

এর মুখেও সেই একই রকম দেশাত্মবোধক আবেগের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল গ্রে। তবে ওই উন্মাদের ছড়ানো জাতীয়তাবাদী আবেগের কোমল পানীয় পুরোপুরি পান করতে ব্যর্থ হয়েছে সাঞ্জা।

"বোরজিগিন নিজেকে চেঙ্গিস খানের সরাসরি বংশধর বলে দাবি করে। এমনকি আমার এটাও মনে পড়ে, সে–"

সাঞ্জার কথা হঠাৎ করেই থেমে গেল। সে সিধা হয়ে বসল, চোখদুটো প্যাঁচার মতো বড় বড়, ডান হাতের তালু দিয়ে কপালে বাড়ি মারল। "আমি কী বোকা!"

ভিগোর তার দিকে ফিরলেন। "কী ব্যাপার, সাঞ্জা?"

"মাত্র মনে পড়ল আমার।"

ধন্যবাদ দেয়ার ভঙ্গিতে গ্রের দিকে মাথাটা একটু নোয়ালো সাঞ্জা... কিন্তু ধন্যবাদটা কিসের জন্য?

"নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য," সাঙ্গা বলল, "বোরজিগিন একবার কব্জিতে হাতঘড়ির মতো পরে থাকা যায় এরকম একটা স্বর্ণের ব্রেসলেট আমাদের দেখায়। সে বলেছিল এই মূল্যবান জিনিসটা একসময় চেঙ্গিস নিজে তার হাতে পরতেন। সেই সময় আমি উনার কথা পাত্তা দেইনি। ভেবেছিলাম উনি গুল মারছেন। তাই আমি এটা নিয়ে পরে সেভাবে ভাবিওনি।" সে ভিগোরের দিকে ঘুরল। "কিন্তু তারপর ফাদার জসিপ কাজাখস্তানে যে জিনিস বিক্রি করেছেন সেটির কথা গতকাল আমার কানে এল। আমি জানতাম ফাদার জসিপ তার অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু একটা বিক্রি করেছিলেন, কিন্তু ঠিক কী বিক্রি করেছিলেন তা সেই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি।"

ভিগোরের গলার স্বর আরও তীব্র। "তুমি যে ব্রেসলেটের কথা বলছ সেটিই কী আটিলার সমাধিতে পাওয়া গিয়েছিল, যার ওপর খোদাই করা হয়েছিল চেঙ্গিসের নাম?" তিনি সাঙ্গার কাছে গিয়ে ওর হাত খামচে ধরলেন। "ওই ব্রেসলেটে কী ফিনিক্স পাখি আর পিশাচের ছবি আঁকা ছিল?"

সাঙ্গা মনসিনিয়রের দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল। "আমি ভালো করে দেখার সুযোগ পাইনি। শুধু দূর থেকে একবারের জন্য দেখেছিলাম। সেই কারণেই আমি এতক্ষণ এই দুটি জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক মেলাতে পারছিলাম না।"

"তবে এখনও আমার ভুল হতে পারে," সাঙ্গা স্বীকার করল, "উলান বাতোরের অনেক এন্টিক ডিলারের কাছে চেঙ্গিসের ব্যবহৃত অনেক জিনিস রাখা আছে। আর স্বর্ণের ব্রেসলেটও তেমন অস্বাভাবিক কিছু না। অনেকে এই ধরনের ব্রেসলেট আমাদের বর্ণময় অতীতের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পরিধান করে।"

"কিন্তু এই তথ্য আমাদের কিভাবে কাজে লাগবে?" গ্রে বলল। "জসিপ মাটি খুঁড়ে যা পেয়েছিলেন সেই একই ব্রেসলেট যদি ওই নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভুর হাতে থাকেও, তাহলে এই লোককে চিহ্নিত করতে সেটা আমাদের সাহায্য করবে কিভাবে?"

সাঙ্গা তার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "কারণ, যদিও আমার জানা ছিল না ফাদার জসিপ কী বিক্রি করেছিলেন, তবে কার কাছে বিক্রি করেছিলেন সেটা আমি জানি।"

র‍্যাচেল নড়েচড়ে বসল। "আমিও সেই একই প্রশ্ন জসিপকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

ভিগোর আফসোসের ভঙ্গিতে বললেন, "আর আমিও এটাকে অপ্রয়োজনীয় কথা হিসেবে বাতিল করে দিয়েছিলাম।"

"চাচা, তুমি ওই সময় চাওনি যে জসিপ কাকুর মনে আঘাত লাগুক। আর এই তথ্যের তাৎপর্য ওই সময় আমাদের বুঝার কথাও না।"

গ্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাঙ্গার দিকে তাকাল। "এই জিনিস কে কিনেছে, ওই স্বর্ণের ব্রেসলেট?"

"শ্রমিকেরা বিভিন্ন কথা বলে নানান রকম গুজব ছড়ায়, তাই এই কথাও সত্যি না হওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রত্যেকে বিশ্বাস করে এই জিনিস মঙ্গোলিয়ান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজনের কাছে বিক্রি করা হয়েছে।"

"কে?"

"আমাদের বিচার বিভাগের মন্ত্রী। বাটু খান নামের একজন।"

একে নতুন পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে ধরে নিল গ্রে। এবং এর সমস্যাগুলোও ভেসে এল ওর চোখের সামনে। হয়তো এটা অন্য কোনো একটা ব্রেসলেট। হয়তো বাটু খান সেই লোক নয় যে এই জিনিস কিনেছে। আর এমনকি যদি দুটিই সত্যি হয়, হয়তো মন্ত্রীমশাই এটি বহু আগেই কারও কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

সবকটি চোখ এখন গ্রের ওপরে নিবদ্ধ।

"ব্যাপারটা একবার দেখে আসা উচিত," শেষপর্যন্ত গ্রে স্বীকার করল। "অন্তত এই লোকের সাথে আমাদের একবার দেখা করে আসা উচিত। কিন্তু এই মন্ত্রীটি যদি বোরজিগিন হয়, তাহলে হয়তো সে আমাদের সবার চেহারা আগে থেকেই চেনে।" মংকের দিকে নড করল ও। "কিন্তু সে আমার চেহারা চেনে না। সেইশানের চেহারাও না।"

উত্তেজনায় ভিগোর দাঁড়িয়ে পড়লেন। "যদি আমরা ওই দেহাবশেষ উদ্ধার করতে পারি–"

গ্রে তার হাত উঁচু করে ধরল। "এটা এখনও শুধুই একটা অনুমান। আর এই সময়সাপেক্ষ কাজ সমাধা করার জন্য আমি শুধু শুধু স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানের কাজ পিছিয়ে দিতে চাচ্ছি না।" সে টেবিলের অন্য পাশের দিকে আঙুল তাক করল। "মংক, তুমি ডানকান আর জ্যাডাকে নাও আর সাঞ্জাকে সাথে করে পর্বতমালার দিকে যাত্রা কর। তোমার কাছে পেইন্টারের কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ প্রযুক্তির জিপিএস আছে। সেটা দিয়ে তুমি অনুসন্ধানের এলাকা চিহ্নিত করে রাখবে, ঠিক আছে?"

এসএমসি টেকনিশিয়ানরা স্যাটেলাইট বিধ্বস্তের এলাকা নিয়ে গবেষণা করছে, চেষ্টা করছে অনুসন্ধানের এলাকা যতটা পারা যায় ছোট করে আনার জন্য।

"এখনও অনেক বড় একটা এলাকা চষে ফেলতে হবে আমাদের," মংক ধরা গলায় বলল।

"তো তাহলে তোমরা দ্রুত কাজ শুরু করে দাও। এর মধ্যে, আমি সেইশানকে নিয়ে এই মন্ত্রীর সাথে দেখা করে আসি। কোয়াওস্কিকে হোটেলে রেখে যাচ্ছি যেন সে ভিগোর আর র‍্যাচেলকে গার্ড দেয়। সন্দেহজনক কিছু যদি না পাওয়া যায়, পর্বতমালার ওখানে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি তোমাদের সাথে যোগ দেবো আমরা।"

মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়ালো মংক, যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

কোয়াওস্কি দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যাঁ, আমাদের আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। এই কৌশলে আগেও ভালো কাজ হয়েছে।"

দুপুর ১২:০২

হোটেল ঘরে পায়চারি করছে সেইশান। সামনের রুমে, ক্যাটের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত আছে গ্রে। মঙ্গোলিয়ান বিচার বিভাগের মন্ত্রী বাটু খানের ব্যাপারে যাবতীয়

তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে ওরা। যার মধ্যে আছে, এই লোক আগে কোথায় কোথায় কাজ করেছে বা কোন কোন জায়গায় বাস করেছে তার সব বিবরণ। সেই সাথে বাটু খানের টাকা-পয়সার হিসাব, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-সহকর্মীর তালিকা, ব্যবসার পার্টনারের নাম ধাম ইত্যাদি ইত্যাদি। শত্রুর সাথে দেখা করার আগে দরকারি সকল তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, কিছুই বাদ দেয়া হচ্ছে না।

যদি এই লোকই সেই শত্রু হয়ে থাকে...

কার চরিত্র আসলে কী রকম কাউকে দেখে সেটা বুঝা যায় না। এটি এমন একটি কৌশল যা ঠেকে শিখতে হয়েছে সেইশানকে। সেই সময় যখন এই ভয়ংকর দুনিয়ার বাস্তবতার সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হচ্ছিল ওকে। যেখানে সবার গায়ের ওপর একটা দাম লেপ্টে দেয়া। আর মানুষের মুখের চেহারা হচ্ছে একটা ছদ্মবেশ, গুণ্ডা দলের নেতারা যেখানে নেকড়ের মুখোশ পরে থাকে। জীবন থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছে সেইশান... নিজেকে ছাড়া আর কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

এমনকি গ্রেও যদি পাশে থাকে, তখনও নিজেকে পুরোপুরি অরক্ষিত রাখে না ও।

নিজের সত্যিকারের চেহারা উন্মোচিত হয়ে যাবে, এই ভয় সেইশানের নেই। ওর ভয় হচ্ছে, ওর আসলে কোনো চেহারাই নেই। এতগুলো বছর বেঁচে থাকার জন্য এতগুলো ভূমিকায় অভিনয় করার পর, ওর ভয় হয় যে এখন আর কিছুই বাকি নেই ওর মধ্যে। যদি নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরে ও, ওর মধ্যে কী সত্যিই তখন নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কিছু আর দেখতে পাওয়া যাবে?

আমার শরীরে কাটা দাগ ছাড়া আর আছেই বা কী!

দরজায় একটা টোকা পড়ায় চিন্তার সুতা ছিঁড়ে গেল ওর। বলে উঠল, "কে?"

দরজা খুলতেই র‍্যাচেলের মাথাটা সামান্য বের হয়ে আসল। "তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ কি-না বুঝতে পারছিলাম না।"

"কী চাও?"

কথাটা আসলে সে এত রূঢ় ভাষায় বলতে চায়নি। র‍্যাচেলের সাথে তার কোনো শত্রুতা নেই। যদিও তারা কখনও বন্ধু হতে পারবে না, কিন্তু সে তার মেধা, তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারিফ করে। কিন্তু তারপরেও আজকে যখন র‍্যাচেলকে দেখল তখন নিজের মাঝের হিংসাকে ও বাধ দিয়ে রাখতে পারেনি। ব্যাপারটা অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তিবশত একটি বাঘিনী যেভাবে নিজ এলাকা দখলে রাখে সেরকম।

"আমি দুঃখিত," সেইশান আবার ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করল। "ভেতরে আসো।"

সাবধানে ভেতরের দিকে পা বাড়াল র‍্যাচেল, যেন সিংহীর খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছে ও। "আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমার চাচাকে সাহায্য করতে রাজি হওয়ার জন্য। যদি উনি নিজে নিজে অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন..."

সেইশান শ্রাগ করল। "ওটা ছিল গ্রের সিদ্ধান্ত।"

"তারপরেও..."

"আর তোমার চাচাকে আমি পছন্দ করি," নিজের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে একটু অবাক হয়ে গেল সেইশান। একটু আগে হোটেলে প্রবেশের সময়, মমতা নিয়ে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন ভিগোর। ওর অন্ধকার অতীত সম্পর্কে জানেন তিনি। সেইশানের কাছে এই সামান্য মমতার দাম অনেক। "তিনি কতদিন যাবত অসুস্থ?"

র‍্যাচেলের চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসতে চাইল। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল ওর।

সেইশান বুঝল, এখনও বাস্তবতাটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি র‍্যাচেল। ভিগোর যে অসুস্থ এটা র‍্যাচেল আগেই বুঝতে পেরেছে, ও বোকা নয়। কিন্তু এখনও সত্যিকারভাবে এর মুখোমুখি হয়নি ও।

কারণ তার চাচা এই ব্যাপারে এখনও নিজের মুখ খোলেননি।

ওকে ভেতরে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল সেইশান।

"উনি এটা নিয়ে কথা বলবেন না," র‍্যাচেল ধরা গলায় বলল। "আমার মনে হয় উনার বিশ্বাস নিজের অসুখের কথা চেপে রাখলেই ভালো।"

"এটা উনার ঠিক হচ্ছে না।"

মাথা নাড়তে নাড়তে চোখের পানি মুছল র‍্যাচেল, "আমি দুঃখিত।"

"ঠিক আছে।"

"একবার উনি পাহাড় ধরে নিচে নামছিলেন। সবকিছু ঠিকঠাক, ছোটখাটো যেসব হোঁচট খাচ্ছিলেন সেগুলা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কিন্তু তারপরও কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো চোখে পড়বেই।"

লম্বা একটা শ্বাস নেয়ার জন্য তার মুখ ঢাকল র‍্যাচেল। তারপর মুখটা আবারও নিচু করল, নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

"আমার জানা নেই কেন আমি তোমার ওপরে এই বোঝা চাপাচ্ছি," সে বলল।

সেইশান বুঝতে পেরে চুপ রইল। মাঝে মাঝে অপরিচিত মানুষের সামনে মন খুলে কথা বলতে পারলে মনটা হালকা হয়।

"আমি... উনাকে দেখে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী।" সামনে হাত বাড়িয়ে সেইশানকে জড়িয়ে ধরল র‍্যাচেল। "এই ব্যাপারটা একলা সামলাতে পারতাম বলে মনে হয় না।"

না চাইতেও হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল সেইশান, সহজাত প্রবৃত্তিবশত র‍্যাচেলকে ঝাঁকি মেরে সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু তারপরেও নিজের বুনো প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে বলল, "আমরা তাহলে সবাই মিলে এটা সামলাবো।"

কৃতজ্ঞতায় ওর হাতে মৃদু চাপ দিল র‍্যাচেল। "ধন্যবাদ।"

ওর হাত সরিয়ে নিল সেইশান, এতোটা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে ওর। ও বুঝতে পারে, শুধু যে নিজের চাচার ভার বইবার জন্যই ওকে ধন্যবাদ দিচ্ছে তা কিন্তু নয়, বরঞ্চ সেই সাথে নিজের মনের কথা সময় নিয়ে মন

দিয়ে শুনার জন্যও। চুপচাপ থাকলে টেনশন ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। যদি মুখ ফুটে টেনশনের কথা কাউকে বলা যায় তাহলে তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়, যদিও সেটা অল্প কিছু সময়ের জন্য।

"এবার চাচার কাছে ফেরত যাওয়া উচিত আমার।" র‍্যাচেল উঠে দাঁড়ালো। যাওয়ার জন্য কয়েক পা বাড়িয়েও দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। "গ্রে বলল তুমি তোমার মাকে খুঁজে পেয়েছ। তোমার জন্য এটা অবশ্যই দারুণ ব্যাপার।"

ভেতরে ভেতরে জমে গেল সেইশান, বুঝার চেষ্টা করছে কিভাবে এর উত্তর দেয়া যায়। র‍্যাচেলের উদাহরণ অবলম্বন করবে কিনা ভাবল, সত্যি কথা কি বলে দেবে, নিজের ভয়ের কথা আরেকজনের সাথে কি শেয়ার করবে, প্রায় অপরিচিত একজন মানুষকে কী মন খুলে বলবে নিজের সব কথা?

কিন্তু নিজের পুরোটা জীবন নিশ্চুপ ছিল সেইশান।

এই ধারাবাহিকতা ভেঙে ফেলা অতো সহজ না... বিশেষ করে এখন।

"ধন্যবাদ," মিথ্যাকে আড়াল করে সেইশান বলল। "আসলেই দারুণ।"

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে চলে গেল র‍্যাচেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার পর উজ্জ্বল জানালার দিকে ঘুরল সেইশান। ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত ও। ট্রায়াড, নিজের মা, আর উত্তর কোরিয়ার চিন্তা পেছনে পড়ে যাওয়ায় মনে মনে খুশি।

তারপরেও মনের গভীরে একটা ব্যথা অনুভব করছে ও।

বুঝতে পারছে, চুপ করে থাকাটা ঠিক কাজ হয়নি ওর।

দুপুর ১:১৫ কেএসটি
পিয়ংইয়ং, উত্তর কোরিয়া

"ওই মেয়ে মঙ্গোলিয়াতে কী করছে?" হুয়ান পাক জিজ্ঞেস করল।

কারাগারের একটি প্রশাসনিক ভবনের বাইরে বেরিয়ে উত্তর কোরিয়ান বিজ্ঞানীকে অনুসরণ করছে জু-লঙ। জু-লঙ এখনও ক্যাম্পেই আছে। তবে এখানকার বাসিন্দা হিসেবে না, ওর নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই ওকে এখানে রাখা হয়েছে।

অথবা সেরকভাবেই বুঝ দেয়া হয়েছে ওকে।

সেইশানের পালানোর পর, পরিস্থিতি শান্ত হতে বহু সময় লেগেছে। ওরা আবিষ্কার করে, ওদের বন্দী পালিয়ে গিয়েছে উত্তর কোরিয়া থেকে। উদ্ধারকার্যে সহায়তা করেছে মার্কিন বাহিনী। এবং এই ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা যাবে না। নিজেদের ভুল স্বীকার করাটা লজ্জার বিষয়।

এর কারণে বাজে একটা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছে জু-লঙকে। উত্তর কোরিয়ানদের, বিশেষ করে হুয়ান পাকের এমন কাউকে দরকার, যার ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়। প্রবাদ আছে, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। এরজন্য হাতের কাছেই ছিল জু-লঙ।

তারপরেও নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে, জু-লঙ এর সাথে সবসময়ই বিকল্প একটি পরিকল্পনা থাকে। বহু বছর আগে থেকেই অতিরিক্ত সতর্কতা

হিসেবে নিজের মালের ওপরে লেবেল এঁটে দেয়া শুরু করেন তিনি। এমনকি এই ধরনের মালের ক্ষেত্রেও সেই অভ্যাস বজায় রেখেছেন। ব্যবসার এই কৌশল খুবই কাজের, কারণ এতে করে মাল কখন কোন জায়গায় আছে তা সহজেই জানা যায়।

যখন ওই সুন্দরী গুপ্ত ঘাতক তার জিম্মায় অচেতন অবস্থায় শুয়ে ছিল, ওর শরীরে মাইক্রো-জিপিএস ট্র্যাকিং ডিভাইস ঢুকিয়ে দেন জু-লঙ। যাতে সেইশান কখন কোথায় আছে তা সুবিধামতো জেনে নেয়া যায়। মাইক্রোট্র্যাকারটি ডাকটিকিটের সাইজের একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সেইশানের ক্ষতস্থানের নিচে সেলাই করে রেখে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কেউ না কেউ খুঁজে পাবে এটাকে অথবা এর ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য, নিজের মালের ওপর নজর রাখার ব্যাপারে এর থেকে পাওয়া সার্ভিসের কোনো তুলনা নেই।

আজ সকালের দিকে, পাককে তার লুকানো টেক্কা দেখায় ও। জু-লঙ এর ধারণা, এই কারণেই গত রাতের ঘটনার পর ওকে এতো খাতির যত্ন করা হচ্ছে। ওরা এমনকি অফিসার্স কোয়ার্টারে একটা বিছানার অফার করে তাকে। সেখানে জু-লঙ ঘণ্টা দুয়েক আরামও করেন। বিছানা ছাড়ার আগে, ম্যাকাও-এ ফোন দেয় সে। এবং জিপিএস ট্র্যাকারটি চালু করার নির্দেশ দেন। তবে পালিয়ে যাওয়া বন্দীর হদিস বের করতে যতটা সময় লাগবে বলে ভেবেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি সময় লেগেছে। তার বড় কারণ, মেয়েটা দুনিয়ার ওই জায়গায় থাকবে এটা প্রত্যাশা করেনি কেউ।

"বুঝতে পারছি না ওই মেয়ের মঙ্গোলিয়াতে যাওয়ার কারণটা কী," জু-লঙ স্বীকার করল। ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে কারাগারের বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের জায়গায়। যেখান থেকে যাবতীয় ঘটনা সূত্রপাত।

পাক বলেছিল, এখানে দরকারি কিছু একটা রেখে গেছে সে। এমন কিছু যা এই মেয়েকে হাতেনাতে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করবে ওদের। বিল্ডিং-এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ওর পিছু পিছু হাঁটতে থাকল জু-লঙ। একটু পর সেই একই রুমে এসে থামল যেখানে সে আর পাক গত রাতে আটকা পড়েছিল।

ওখানে একজন নতুন বন্দীকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার মাথা ঝুলে আছে একপাশে, পায়ের কাছে থিকথিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সিগারেটের ছ্যাকার কারণে তার হাতে ফোসকা পড়া। ওর চেহারায় এতো বাজেভাবে কালশিটে দাগ পড়েছে আর মুখকে এমনভাবে থেঁতলে দেয়া হয়েছে যে, ওকে চিনতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হল জু-লঙ এর।

চিনতে পেরেই হায় হায় করে সামনে এগিয়ে গেলেন জু-লঙ। "টোমাজ!"

টোমাজ হচ্ছে জু-লঙ এর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।

নিজের নাম শুনে, দুর্বল গলায় কাতর ধ্বনি করল টোমাজ।

পাকের দিকে ঝট করে ঘুরল জু-লঙ। পাক তখন মুখে একগাল হাসি নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছেন।

"ওকে আটকে রাখা হয়েছে কেন?" রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন জু-লঙ।

একটা সিগারেট ধরাল পাক। যেন ওর কথার জবাব না দিয়ে হালকা বিরতি নেয়ার নিষ্ঠুর মজাটা উপভোগ করছেন তিনি। সিগারেটের ডগা আগুনে লাল না হওয়া পর্যন্ত বড় করে টান দিলেন এতে।

"একটা শিক্ষা হিসেবে," পাক মুখ ফুলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। "ব্যর্থতা বরদাশত করি না আমরা।"

"এই বন্দীর পালিয়ে যাওয়া কী আমার দোষ?" সে টোমাজের দিকে আঙুল তাক করল। "ওর দোষ? সেটা কিভাবে হয়?"

"না, আমার কথা বুঝতে পারোনি তুমি। ওই মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি মনে করি এই মেয়েকে অপহরণের আগে এর ব্যাপারে তোমার ভালো করে খোঁজ-খবর করে নেয়া উচিত ছিল। এখন এই মেয়ে কখন কোথায় আছে তার খবর তুমি রাখবে। এবং একে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য একটা এলিট টিমও গঠন করবে। আমেরিকানরা কোন একটা কারণে এখান থেকে উদ্ধার করেছে ওকে। আমার সরকার সেই কারণটা জানতেও আগ্রহী।"

"হারানো মালের ব্যাপারটা আমি সামলাই না," জু-লঙ বলল। "সরল বিশ্বাসে, ওই মেয়েকে আমি তোমার কাছে হস্তান্তর করেছিলাম। পালিয়ে যাওয়ার সময় তোমার জিম্মায় ছিল সে। আমি বুঝলাম না, এখানে আমার দায়টা কোথায়!"

"কারণ, দেলগাডো-সি... আমার কাছে মালটা হস্তান্তর করার আগে জিনিসটা তোমার ভালো করে চেক করে নেয়া উচিত ছিল। আমার সরকার মনে করে, তুমি আমাদের মাটিতে আমাদের হাতে একটা জলজ্যান্ত বোম তুলে দিয়েছিলে। যদি আমরা জানতাম এই মেয়ে আমেরিকানদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে এই মাল অন্যভাবে সামলাতাম আমরা। তাই এই ভয়ানক ভুল এবং আমাদের দেশকে অপমানের খেসারত দিতেই হবে তোমাকে।"

"যদি না দেই?"

পকেট থেকে পিস্তল বের করল পাক। টোমাজের মাথায় তাক করল, তারপর ট্রিগার চেপে দিল। ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে হতবাক হয়ে গেল জু-লঙ। চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল টোমাজের শরীর।

"যেমনটা একটু আগে বললাম... এটা একটা শিক্ষা।"

নিজের ফোন বের করে জু-লঙ-এর কানের কাছে ধরল পাক।

"এই ফোন কলটি সফলতার ব্যাপারে চাঙ্গা হতে সাহায্য করবে তোমাকে।"

মাথা কাজ করছে না, তবুও ফোনটা নিয়ে কানের কাছে ধরল জু-লঙ। সাথে সাথে ভেসে এল একটি ভীত গলার স্বর। আতংকে কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে তার।

"জু-লঙ?"

গলার স্বর চিনতে পেরে বুক ধক করে উঠল ওর, কোনরকমে বলল। "নাতালিয়া?"

"আমাকে বাঁচাও। এই লোকগুলো কারা–"

খপ করে ফোনটি ছিনিয়ে নিল পাক, জু-লঙ এর বুক বরাবর তখনও পিস্তল তাক করে রাখা। সাবধানের মার নেই।

উত্তর কোরিয়ানটার ঘাড় ভেঙে দেয়ার ভীষণ ইচ্ছে থাকলেও নিজেকে সামলে রাখলেন জু-লঙ। কারণ, এই কাজ করলে বৌ-এর মন্দ বৈ ভালো হবে না।

"তোমরা বৌ আমাদের জিম্মায়... আর সম্ভবত তোমার অনাগত সন্তানটিও... ওরা হংকং-এর একটা জায়গায় নিরাপদে আছে। তুমি যদি আমাদের সহযোগিতা কর তাহলে দুজনের কাউকেই কোনো ক্ষতি করা হবে না। কিন্তু অবাধ্যতার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেলেই ডাক্তার তোমার ছেলেকে পেট থেকে বের করে আনবে এবং বাচ্চার দেহকে তোমার ঠিকানায় মেইল করে দেয়া হবে। অবশ্য তোমার বৌকে তখনও বাঁচিয়ে রাখা হবে।"

জু-লঙ জানে, নাতালিয়ার সাথে এরপর যা করা হবে তার সাথে তুলনা করলে ছেলের মৃত্যুকে দয়া বলে মনে হবে।

পাক হাসল। "আমাদের মধ্যে তবে একটা চুক্তি হয়েই গেল?"

অধ্যায় : ১৯

১৯শে নভেম্বর, দুপুর ১:২৩ ইউএলএটি
মঙ্গোলিয়ার গ্রাম্য এলাকা

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে এসেছে ডানকান।

পুরানো মডেলের একটি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার করে এগোচ্ছে ওরা। পার হয়ে এসেছে ছোট একটি খনি এলাকা, কয়লা খনির চারপাশের বিধ্বস্ত জনপদ, ছাই রঙা সোভিয়েত আমলের বিল্ডিং। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিতেই চোখের সামনে জেগে উঠল পপলার, এল্ম এবং উইলো গাছে ভর্তি একটি উপত্যকা।

আরও সামনে এগোতেই দেখতে পেল, রুপালি একটা নদী আলাদা করে দিয়েছে তৃণভূমির উঁচু প্রান্তরকে। যাযাবর উপজাতির ব্যবহৃত ছোট আকৃতির তাঁবু—সাঞ্জা যেটাকে জার্স বলে ডাকে—জমিনের মাঝে এমনভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে বাসা বেঁধেছে যে, মনে হচ্ছে যেন অনেক নৌকা ঝড়ো সাগর পেরিয়ে সম্মুখে এগোতে চাইছে।

উপজাতীয়দের ছড়ানো ছিটানো তাঁবুর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাতেই ডানকানের মনে হল, চেঙ্গিস খানের আমলের পর থেকে গ্রামের এদিকটার চেহারা খুব একটা পাল্টায়নি। কিন্তু উপত্যকা পেরিয়ে খোলা রাস্তার ওপর উঠতেই চোখে পড়ল, এখানকার প্রাচীন জীবনযাত্রায় ইতোমধ্যেই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। একটি তাঁবুর মাথা থেকে বেরিয়ে আছে স্যাটেলাইট ডিশ এন্টেনা। আরেকটি তাঁবুর সামনে, ছোট সাইজের একটা মেড ইন চায়না মোটরসাইকেল সযত্নে বেঁধে রাখা।

জোরালো বাতাস পেরিয়ে ধীরে ধীরে চোখের সামনে জেগে ওঠা পর্বতের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। এর চূড়া পুরোপুরি তুষারে আবৃত। গাড়ির চাকার নিচের রাস্তা পাল্টে যেতে যেতে প্রথমে পিচ, তারপর নুড়িপাথর এবং সবশেষে কাদামাটিতে রূপ নিল। তাঁবুর দেখা পাওয়া একসময় কঠিন হয়ে এল। যেসব তাঁবুর দেখা পাওয়া গেল সেগুলোর পাশের খোঁয়াড়ের মধ্যে ছাগল এবং বাইরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ঘোড়া। ছোট আকৃতির কয়েকজন মানুষ ওদের গাড়ি দেখে বেরিয়ে এল। ওদের চেহারা রোদে পোড়া, গায়ে শিপস্কিন কোট, মাথায় পশুর লোমের হ্যাট।

এক হাতে গাড়ি চালাতে চালাতে, অন্যটি দিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল ডানকান। দারুণ আগ্রহের সাথে চারপাশের মানুষজনও ফিরতি অভিবাদন জানালো

ওকে। সাঞ্জার ভাষ্যমতে, আতিথেয়তার সুযোগকে মঙ্গোল জাতি অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে।

ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সিটে বসে, কোপাইলট এবং নেভিগেটরের ভূমিকা পালন করছে মংক। ওর কোলের ওপরে একটা মানচিত্র খোলা অবস্থায় রাখা এবং হাতে একটি বহনযোগ্য জিপিএস। "তোমাকে এবার বায়ের দিকে মোড় নিতে হবে। এই রাস্তা আমাদেরকে নিয়ে যাবে অনুসন্ধানের এলাকায়।"

স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ কতটুকু এলাকার মাঝে থাকতে পারে তার একটি অনুমান করার চেষ্টা চালানো হয়েছে এই মানচিত্রে। মানচিত্রে এলাকাটিকে রাখা হয়েছে একটি বর্গাকৃতি চতুর্ভুজের মধ্যে। প্রতি পাশে বেড় একশ মাইল করে। তবে গতকাল এই বেড় ছিল প্রতি পাশে পাঁচশ মাইল। সেই হিসেবে আজকের হিসাবকে একটু উন্নতি বলাই যায়।

ডানকান এরপরে গাড়িটিকে বাম দিকে ঘুরাল। বডি কাঁপাতে কাঁপাতে পাহাড়ের দিকে রওনা হল গাড়িটি। পায়ের নিচের রাস্তা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ওকে। চাকা ঘুরানোই কষ্টকর। রাস্তার প্রায় পুরোটাই গঠিত ভাঙা পাথরনুড়ি এবং ঘাসের জমি দিয়ে। কোথাও কোথাও পথ তৈরি হয়েছে পাইন গাছের জঙ্গল ভেদ করে। বৃষ্টির কারণে রাস্তার কিছু জায়গা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যে কারণে গাড়ি চালাতে হচ্ছে হুশিয়ার হয়ে।

"এই জায়গাকে সরকারের বিশেষ সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসার কোনো দরকার দেখি না আমি।" ডানকান বলল। "চারপাশের দুর্গম প্রকৃতিই এই এলাকার ভালো তদারকি করছে।"

পেছনের সিট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে এসে সাঞ্জা বলল। "সেই কারণেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এই জায়গাকে নিজেদের সমাধিস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। পুরো এলাকা জুড়ে দেখতে পাওয়া যাবে একে। কখনও কখনও দেখবে একটার ওপরে আরেকটা কবর। দুর্ভাগ্যবশত, সমাধিতে চোরের দলের উৎপাত বড় একটি সমস্যা। স্থানীয়রা মাঝে মাঝেই এখানকার পুরানো জায়গায় তল্লাশি চালায়। তারপর শহর থেকে আসে দালালরা। ওরা সেসব জিনিস অল্প দামে কিনে নিয়ে যায়। তারপর সেগুলোকে চীনে গিয়ে বেশি দামে বিক্রি করে।"

অন্যান্য পর্বতের চেয়ে উঁচু একটা বৃত্তাকার চূড়ার দিকে আঙুল তাক করল সাঞ্জা। "এই জায়গার নাম বুরখান খালদুন, আমাদের সবচে পবিত্র পর্বত। গুজব আছে যে এখানেই চেঙ্গিস খান জন্মেছিলেন, আর অনেকে বিশ্বাস করে এখানেই তাকে কবর দেয়া হয়। কেউ কেউ বলে তাকে পর্বতের নিচে বড় একটা গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে। আরও বিশ্বাস করা হয় এখানে শুধু তার শরীর আর ধন সম্পত্তিই না, সেই সাথে তার বংশধরদের কবরও আছে, যার মধ্যে আছে তার সুবিখ্যাত নাতি, কুবলাই খান।"

"ওই সমাধি যেই খুঁজে পাক, ওর কপাল খুলে যাবে," ডানকান বলল।

"উনার সমাধির সন্ধান পাওয়ার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করে যাচ্ছে গুপ্তধন শিকারীরা। যার কারণে অনেক লুটপাট ও ভাংচুর হয়েছে। আমাদের পরিবেশ এবং ঐতিহ্য রক্ষায় সরকার তাই এখন এখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, এমনকি আকাশ পথও বাদ যায়নি।"

এখানে গাড়ি চালিয়ে আসার এটাও অন্যতম একটা কারণ। কিন্তু আরও কারণ আছে। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিতে এই এলাকায় বিধ্বস্ত মহাকাশযানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তাই এই খোঁজাখুঁজিতে হেলিকপ্টার বা বিমান যে খুব কাজে আসবে তা হলপ করে বলা যায় না।

এমনকি স্যাটেলাইট পুরোপুরি পুড়ে যাওয়ারও একটা সম্ভাবনা আছে। এতো সব কিছু হয়তো বেকার ছুটোছুটি। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করা যাবে না।

"তোমাদেরকে আরও আগেই সতর্ক করা উচিত ছিল আমার। এখানকার এত বিধিনিষেধের অন্য কারণও আছে," সাঞ্জা বলল।

জ্যাডা তার দিকে ফিরল। "কী কারণ?"

"বলা হয়, চেঙ্গিস নিজে এই জায়গাটাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্থানীয় অনেকের বিশ্বাস, যদি উনার সমাধি খুঁজে পাওয়ার পর সেটি উন্মুক্ত করা হয়, এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ডানকান কাতর কণ্ঠে বলল। "দারুণ। যদি আমরা চেঙ্গিসের সমাধি খুঁজে পাই, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি না পাই, তাহলে দুনিয়ার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"আমরা কিছু করলেও শেষ, কিছু না করে বসে থাকলেও শেষ।" জ্যাডা অস্ফুট স্বরে বলল।

ওর কথা বুঝতে না পেরে গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে জ্যাডার চোখের দিকে তাকাল ডানকান। জ্যাডা ওর দিকে ফিরে ছোট্ট একটা হাসি দিল।

"এখানে যাত্রা শুরু করার সময় ডাইরেক্টর ক্রো আমাকে এই কথাটি বলেছিলেন," সে ব্যাখ্যা করল, "মনে হচ্ছে তিনি সঠিক কথা বলেছিলেন।"

মংক নড়ে উঠল, যদিও চোখ এখনও ম্যাপের ওপরে রাখা, "কখনও পেইন্টারের সাথে বাজি ধরতে যেও না, এই লোক সবজান্তা।"

দুপুর ২:৪৪

জ্যাডা পিছনের সিটে বসে ঝিমাচ্ছিল। ডানকান তখন উচ্চ স্বরে বলে উঠল, "আমাদের রাস্তা শেষ!"

সিধা হয়ে বসল জ্যাডা, আঙুল দিয়ে চোখ ঘষটাচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে বুঝল কথাটা রূপক অর্থে বুঝায়নি ডানকান। কাদামাটির রাস্তা ক্যাম্প করে রাখা পাঁচটি জার্সের (মঙ্গোলীয়ান তাঁবু) সামনে এসে থেমেছে। মুক্ত হয়ে ছুটে চলা কয়েকটি ছাগল তাদের গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে তাঁবুর দিকে চলে গেল। আরেকটু পেছনে, এক দল ঘোড়া বড় আকারের খোঁয়াড়ের মাঝে ধীর পায়ে হাঁটছে।

অনুসন্ধান এলাকায় পৌছানোর পর, সাঞ্জাই ওদেরকে সুপারিশ করে, ওরা যেন মেইন রাস্তা বাদ দিয়ে এই রাস্তা ধরে। ওদের মানচিত্রে এর কথা বলা হয়নি। কিন্তু সাঞ্জা বলল, স্যাটেলাইট খুঁজে পাওয়ার সবচে সহজ উপায় হচ্ছে এখানকার স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করা।

সাঞ্জা বলল, এখানে বাতাসে একটা পাতা নড়লেও এদের কানে ঠিকই খবর পৌঁছে যায়। তাই বড় আকারের কোনো কিছু এই জায়গায় আছড়ে পড়লে ওদের কাছে তা গোপন থাকবে না।

ল্যান্ড ক্রুজার থামার সঙ্গে সঙ্গে সেটি থেকে বের হয়ে এল সাঞ্জা। "আমাকে অনুসরণ করো।"

গাড়ি থেকে নামতেই হিম হিম ঠাণ্ডা জাপ্টে ধরল সবাইকে। ওরা সবাই নামতেই, সাঞ্জা সোজা হাঁটা ধরল সবচেয়ে কাছের তাঁবুটির দিকে।

"তুমি এই লোকদের চেনো?" মংক জিজ্ঞেস করল।

"ব্যক্তিগতভাবে না। কিন্তু এই ক্যাম্পে আমি কয়েকদিন ছিলাম।"

কাঠের বিশাল দরজার দিকে এগিয়ে গেল সাঞ্জা। এবং দরজায় টোকা না দিয়েই টান দিয়ে খুলে ফেলল সেটি। ওদেরকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল এটাই এখানকার প্রথা, মঙ্গোল আতিথেয়তার আরেকটা নিদর্শন। যদি তুমি দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে এখানকার লোক একে অপমান হিসেবে দেখবে। কারণ ওরা তোমার সাথে ভাল আচরণ করবে কিনা, সেই ব্যাপারে তুমি খোলাখুলিভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছ।

সাঞ্জা এমনভাবে ভেতরে ঢুকল যেন সেই এই জায়গার মালিক।

ওকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ওদের। সাঞ্জা বলেছিল দরজার চৌকাঠের মাঝামাঝি পা না রাখতে। ওর সেই সাবধানবাণী মান্য করল জ্যাডা। এবং বৃত্তাকার তাঁবুতে প্রবেশের সময় প্রথাগতভাবে ডানদিকে মোড় নিল।

জ্যাডা অবাক হয়ে দেখল ঘরটা অনেক চওড়া এবং উষ্ণ। ছাদ ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে কাঠ দিয়ে; দেয়াল ফুটা ফুটা করা বাঁশের বেড়া দিয়ে মোড়ানো। ফুটাগুলো আবার ভেড়ার মোটা চামড়া এবং উলের পশম দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যাতে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে না পারে।

হাসিমাখা মুখে ঘরের বাসিন্দারা বরণ করে নিল ওদেরকে। ওরা সবাই যেন ওদের আসার অপেক্ষাতেই ছিল। ওদের মেজবানের পরিবারটি চার জনের, যার মধ্যে আছে দুইটা বাচ্চা, যাদের বয়স এখনও পাঁচ পেরোয়নি। ঘরের কর্তা তার ঢিলা গাউনটি ঠিকঠাক করে নিলেন এবং তাদেরকে টুলে বসার জন্য ইশারা করলেন।

কোনো কিছু বুঝার আগেই জ্যাডার হাতে একটা গরম চায়ের কাপ ধরিয়ে দেয়া হল। চুলায় পাতিলা দেয়া হল। তাড়াতাড়ি খাবার দেয়ার তোড়জোড় করা হচ্ছে। তরকারি আর ধোঁয়া ওঠা মাংসের গন্ধ পেল জ্যাডা। একটা বাটি আর প্লেট এনে রাখা হল ওর সামনে। ঘরের বৌ তাকে উৎসাহ দিল খাওয়ার জন্য। মহিলা মুখে চওড়া হাসি দিয়ে জ্যাডাকে আশ্বস্ত করল খাবার খুব সুস্বাদু হয়েছে।

"এটা বুর্জের স্যুপ," সাঞ্জা বলল। "খুব ভালো জিনিস। আর প্লেটের ওই জিনিসটি, যেটি দেখে মাটির ভাঙা বাসন কোসন এর মতো লাগছে, ওটার নাম হচ্ছে আরুল চিজ। খুব পুষ্টিকর খাবার।"

ভদ্রতার খাতিরে, ওই চিজের এক টুকরা মুখে দেয়ার চেষ্টা করল জ্যাডা। এটা খেতেও পোড়ামাটির মতো শক্ত। শেষ পর্যন্ত এটাকে ক্যান্ডির মতো চুষতে শুরু করল ও। স্থানীয়রাও এই জিনিস এভাবেই খায়।

যখন রোমে থাকবে তখন রোমানদের মতো আচরণ করবে...

বাড়ির কর্তার সাথে ওদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে লাগল সাঞ্জা। ভাব বিনিময়ের জন্য দুই পক্ষকে প্রচুর পরিমাণে হাত নেড়েচেড়ে অঙ্গভঙ্গি করতে হল। স্বামীটি প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগলেন, তারপর উত্তর-পুব দিকে আঙুল তাক করলেন।

জ্যাডার মনে হল এটিকে ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

আরও কিছুক্ষণ একটানা কথা বলল ওরা। খাওয়ার মাঝে মাঝে ওদেরকে দেখতে থাকল জ্যাডা। ওর অন্যপাশে, মংকের নকল হাত দেখে বাচ্চারা ভীষণ মজা পেয়ে গেছে। একটা বাচ্চা উঠে বসেছে ওর কোলে। মংক এখন ওকে দেখাচ্ছে কিভাবে কৃত্রিম হাতটা কব্জি থেকে খুলে আনতে হয়। খুলে আনার পরেও কৃত্রিম হাতটি তার আঙুল নড়াচড়া করেই যাচ্ছে।

জ্যাডার কাছে ব্যাপারটা গা ঘিনঘিনে লাগল।

তবে বাচ্চারা মুগ্ধ।

অবশেষে, সুপের বাটি হাত দিয়ে উঁচিয়ে সেটিতে যা অবশিষ্ট আছে সেটুকু চামচ দিয়ে চেটেপুটে খেতে লাগল সাঞ্জা। খেতে খেতেই ওদের কাছে ব্যাখ্যা করল, "আমাদের মেজবান... চাওলুন, সে বলছে যে, উত্তরের দিক থেকে একজন লোক গতকাল এখানে এসেছিল। সে আকাশ থেকে আগুনের গোলা পতিত হওয়ার একটা গল্প বলেছে ওকে। এটা সম্ভবত পর্বতমালার কাছাকাছি ছোট হ্রদের ধারে গিয়ে পড়েছে আর এখন ডুবে আছে হ্রদের পানিতে।"

মংকের কপালে ভাঁজ। "ওই ধ্বংসাবশেষ যদি সত্যিই পানির নিচে থাকে, তাহলে আমাদের স্যাটেলাইট যে এটার খোঁজ বের করতে পারেনি এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

"তাহলে এর কাছে কী করে যাব আমরা?" জ্যাডা বলল।

জ্যাডা ওর সাঁতারের পোশাক আনেনি, ডাইভিং ইকুইপমেন্ট তো দূরের কথা।

"ওটা নিয়ে পরেও ভাবা যাবে," মংক বলল। "আসো আগে ওই জায়গা খুঁজে বের করি, তারপর যা যা লাগে তার ব্যবস্থা পরে করব।"

সাঞ্জা আগেই সতর্কতা নিয়ে রেখেছে। "সাবধান থাকতে হবে। এই জায়গার কোনো বিশ্বাস নেই। আমরা গাড়ি বা ট্রাকে করে ওখানে যেতে পারব না। আমি চাওলুনকে অনুরোধ করেছি সে যেন আমাদের জন্য চারটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেয়।"

জ্যাডা মনে মনে খানিকটা দমে গেল। সে ঘোড়ায় চড়তে পারে, তবে তত ভালো না।

তারপরেও, আমার হাতে যে অন্য কোনো বাহন আছে তাও তো না।

"সে কি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে রাজি?" মংক জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, আর এমনকি আমাদের সাথে ওর একজন কাজিনকেও পাঠাবে। ভাগ্য ভাল হলে, সূর্যাস্তের আগেই হ্রদে পৌঁছে যাবো আমরা।"

মংক উঠে দাঁড়ালো। "তাহলে চল যাই।"

জ্যাডাও অনুসরণ করল ওকে। যাওয়ার আগে ওদের মেজবানদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করল ও। চাওলুন তাদেরকে বাইরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। এবং নিজের ছেলেকে পাশের বাসায় পাঠাল। মনে হয় কাজিনকে নিয়ে আসার জন্য।

পার্শ্ববর্তী তৃণভূমির দিকে আঙুল তাক করল চাওলুন। ঘন বন দ্বারা আবৃত সেই জায়গা, চূড়ার দিকে পাহাড়ের উঁচু ঢাল বরফে সাদা হয়ে গায়ে লেগে আছে।

সম্ভবত এটাই তাদের গন্তব্য। দেখে বিশ মাইলের বেশি বলে মনে হচ্ছে না। উদ্দেশ্যের এতো কাছে কাছে এসে বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল জ্যাডার। দায়িত্বের বোঝা কাঁধের ওপর শক্তভাবে চেপে বসেছে। পৃথিবী এখন ওর কাছে দুনিয়া ধ্বংস ঠেকানোর উপায় জানতে চায়।

ওর ভয়ার্ত অবস্থা বুঝতে পেরেই কিনা ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডানকান। জ্যাডা তার নির্বাক প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল।

এভাবেই...

কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে!

একটা শোরগোলের আওয়াজ কানে আসায় ওদের সবার মনোযোগ অন্যদিকে সরে গেল। একজন তরুণী, বয়স আঠারোর বেশি হবে না, ওদের দিকে থপথপ করে এগিয়ে আসছে। তার শিপস্কিন জ্যাকেটের কলার সুন্দর করে একত্র করা, কালো চুল বেণি করে ফেলে রাখা হয়েছে পিঠের ওপর। এক হাতে ফিতা। জাদুকরের মতো দ্রুত গতিতে সেই ফিতা দিয়ে চুলের খোঁপা বাঁধল মেয়েটি। খোঁপা বাঁধা হয়ে যেতেই, তাড়াহুড়া করে তাঁবুর পাশে রাখা একটা বাঁকানো ধনুক আর কাঁধের তূণে এক গাট্টি তীর নিল ও। সেই সাথে কাঁধে একটা রাইফেলও বহন করছে মেয়েটি।

এই মেয়েই কী ওদের গাইড?

মঙ্গোলদের প্রথাগত হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুটজুতা পরে ওদের সামনে হাজির হল মেয়েটি। "আমার নাম খাইডু," ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল। "আপনারা উলফ ফ্যাং (নেকড়ের শ্বদন্ত) এ যেতে চান। আমি আপনাদের নিয়ে যাবো। এখনই ওখানে যাওয়ার ভালো সময়।"

ওদের সবার মধ্যে যে রকম তাড়াহুড়া, এর মধ্যেও দেখছি একই রকম তাড়াহুড়া।

একজন বয়স্ক মানুষ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, ভেতরে ডাকলেন খাইডুকে।

বিরক্তি নিয়ে রাগে গড় গড় করতে ওদিকে রওনা দিল সে।

সাঞ্জা ব্যাখ্যা করল। "তার স্বামী। সম্ভবত এরেঞ্জড ম্যারেজ।"

মেয়েটি যে এখান থেকে ভাগতে চাচ্ছে এতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

খাইডু ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে রওনা দিতেই অন্যরা অনুসরণ করল তাকে।

মংক হাসল। "এই ট্রিপের মজাটা একটু বাড়ল।"

"তুমি না বিবাহিত!" ডানকান তাকে খোঁচা দিল। "সাথে বাচ্চাকাচ্চাও আছে।"

মংক মুখ বিকৃত করল। "এমনভাবে বলছ, যেন আমি একটা মরা লাশ।"

জ্যাডা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পুরুষ মানুষ... এদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো।

বিকাল ৩:৩৩

উলফ ফ্যাং-এর দিকে মাথা উঁচু করে স্থির চেয়ে রইল ডানকান। উঁচু পাহাড়টাকে সত্যিই নেকড়ের চোখা শ্বদন্তের মতোন লাগছে, আকাশের দিকে এর চূড়া তাক করে রেখেছে।

মাথার উপরে সূর্য থাকায়, দিনের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব দ্রুত কেটে গেল। ঘোড়ায় চড়ার জন্য আজকের দুপুরটা খুবই আরামদায়ক। পাথুরে এলাকা পার হওয়ার সময় সবকিছু আরও সুন্দর লাগছিল। ঘোড়ার খুরের বেদম আওয়াজ সাথে করে, শজারুর গায়ের কাঁটার মতো উঁচু উঁচু ঘাসের তৃণভূমি পার হতে লাগল ওরা। এছাড়া ঘন একটা বনও পার হতে হল, যেখানে সাদা ছালওয়ালা বৃক্ষ আর জাম গাছের ছড়াছড়ি।

নিঃসন্দেহে, আজকের ঘোড়ায় চড়া তেমন একটা আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না জ্যাডার নিকট। ডানকান লক্ষ করল, ঘোড়াকে সামলে রাখতে ভীষণ বেগ পেতে হচ্ছে ওকে। তাই সেও সবসময় জ্যাডার ধারে-কাছে থাকল।

ওদের পেছনে আছে মংক। অন্যদিকে উত্তেজনায় টগবগ করে ফোটা খাইডু আছে সাঞ্জার সাথে। তবে সত্যিকার অর্থে সবার আগে আগে থাকল হিরু।

গতকালের আঘাতের ধাক্কা থেকে সামলে উঠেছে বাজপাখিটি। মুক্ত অবস্থায় নীল আকাশে উড়াল দিচ্ছে পাখিটি। মাঝে মাঝে সাঞ্জার মুখ দিয়ে বের হওয়া শিসধ্বনির প্রতিও সাড়া দিচ্ছে।

খাইডুর কাছে নিজেকে জাহির করছে সাঞ্জা, ওদের দুইজনের ঘোড়া পাশাপাশি চলছে। এবং সাঞ্জাও মনে হয় ভালোই খেল দেখাচ্ছে। কারণ, মেয়েটার সাথে ইতোমধ্যে ওর ভাব জমে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই ওর দিকে ঝুঁকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করছে বা এই জনপদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছে।

এদিকে, জ্যাডার মনোযোগ আকাশের দিকে না, বরং ঘোড়ার খুরের দিকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে আটকে আছে।

ডানকান সাহস দেয়ার চেষ্টা করছে ওকে। নিজের স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার ছোপ ছোপ দাগওয়ালা গলায় হাত বুলিয়ে দিল ও। "তোমরা ঘোড়ার ওপর ভরসা রাখো! ও জানে ও কী করছে। এগুলো দারুণ শক্ত পোক্ত মঙ্গোল ঘোড়া, চেঙ্গিস একসময় যেসব ঘোড়ায় চড়তেন সেগুলোর বংশধর।"

"তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ এগুলো গত শতাব্দীর মডেল।" ডানকানের দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসল ও, চেহারায় সাহসী ভাব আনার জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরে, সরু একটি খাড়িতে এসে উপস্থিত হল ওরা। এর একপাশ সোজা নেমে গিয়েছে নিচের দিকে। ওখান দিয়ে একবার নিচে পড়লে আর দুনিয়া দেখতে হবে না। নিজেকে জ্যাডার কাছাকাছি নিয়ে এল ডানকান। নিজেকে জ্যাডা এবং খাড়ির মাঝামাঝি রাখল। জ্যাডা যদি এখন ভয় পায় তাহলে অবস্থা বেগতিক হবে। তাই ওর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার জন্য কাজের ব্যাপার নিয়ে কথা বলা শুরু করল ডানকান।

"বিধস্ত হওয়ার সময় স্যাটেলাইটের কী ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?" সে জিজ্ঞেস করল। "মানে, ওই যে ছবিটা যে তুলল?"

ওর দিকে একপলকের জন্য তাকাল জ্যাডা। নিঃসন্দেহে কথা বলতে চায়, কিন্তু ঘোড়া সামাল দিয়ে ওর দিকে মনোযোগ দিতে বেগ পেতে হচ্ছে। "ডার্ক এনার্জি হচ্ছে স্থান কালের মূল কথা। যখন আমরা পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে এই পরিমাণ এনার্জি টেনে আনি, গ্রহের চারপাশের স্থান-কালের মসৃণ বক্র রেখায় সেটি তখন এবড়ো-থেবড়ো অবস্থার সৃষ্টি করে।"

"এবং সময় সামান্য একটু সামনে এগিয়ে যায়" সে বলল। "তুমি পেইন্টারকে বলেছিলে যে, তোমার বিশ্বাস স্যাটেলাইটটি সম্ভবত ধূমকেতুর সাথে কোয়ান্টাম লেভেলে সম্পর্কযুক্ত।"

"এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে... যদি যথেষ্ট পরিমাণ ডার্ক এনার্জি শুষে নেয় এটি। কিন্তু আরও তথ্য পাওয়ার জন্য আগে স্যাটেলাইটের কাছে পৌঁছাতে হবে আমাকে।"

"তো তাহলে আরেকটা ব্যাপার নিয়ে ভাবা যাক।"

জ্যাডা তার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

"ওই ক্রুশ," সে ব্যাখ্যা করছে। "ধরে নিই, ওই ধূমকেতুর টুকরাটি... শেষবার যখন এখানে আসে তখন এখানে এসে পতিত হয়। অথবা এটা কোনো একটা গ্রহাণুও হতে পারে, যেটি ওই সময় ধূমকেতুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। চেঙ্গিসের শরীর যেভাবে এনার্জি শুষে নিয়েছিল সেভাবে ধূমকেতু থেকে এনার্জি শুষে নেয়, তারপর পৃথিবীতে একটা উল্কা হিসেবে পতিত হয়।"

জ্যাডা সায় দিল। "দ্বিতীয় বিকল্পটার কথা এমনকি আমার মাথাতেও আসেনি, তবে তোমার কথা ঠিক। এটাও একটা সম্ভাবনা।"

"সে যা হোক, একটা ব্যাপার আমার খুব জানার ইচ্ছা। ওই ক্রুশ কিভাবে সেইন্ট থমাসকে দুনিয়া ধ্বংসের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দিল?"

"হুম্ম। এটা একটা ভালো প্রশ্ন।"

"তো আমি তাহলে তোমার মাথা গুলিয়ে দিলাম, ডক্টর শ।"

"মোটেই না," সে বলল, তার কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সুর। "তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে। এক, ডার্ক এনার্জি কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর পেছনের চালিকা শক্তি। এরা এক এবং অভিন্ন। একটা সার্বজনীন ধ্রুবক।"

"তুমি ওটা আগেও বলেছ।"

"দুই, কিছু কিছু মানুষ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের প্রতি তুলনামূলক বেশি স্পর্শকাতর। এমনকি শরীরে যদি চুম্বক না ঢুকিয়ে থাকে তাহলেও।"

ওর আঙুলের ডগার দিকে ইঙ্গিত জ্যাডার। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রতি অতি-স্পর্শকাতর (হাইপার-সেনসেটিভ) কথাটার সাথে পরিচয় আছে ডানকানের। কিছু কিছু মানুষ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের কাছাকাছি হলে অসুস্থ হয়ে যায়। মোবাইল ফোনের টাওয়ারের আশেপাশে দীর্ঘদিন থাকলে ওদের মাথাব্যথার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্লান্তি, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ, এমনকি স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া পর্যন্তও দেখা যায়। অন্যদিকে, কারও কারও মাঝে ইতিবাচক প্রভাবও পড়ে। অনেকে বিশ্বাস করে যে ডোওজারেরা (সেই সব মানুষ যারা হাতে দণ্ড নিয়ে মাটির নিচের স্তরে পানি, মূল্যবান ধাতু বা রত্নপাথর আছে কি-না তার খোঁজ করতেন) অস্বাভাবিকভাবে মাটির নিচ থেকে আসা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উঠানামা বুঝতে পারতেন।

"তিন, সে বলে চলল, "বিজ্ঞানীরা একটা ব্যাপারে একমত... মানুষের চেতনা লুকিয়ে আছে কোয়ান্টাম ফিল্ডের মধ্যে। সেখানে আমাদের মস্তিষ্ক তার স্নায়ুর বিশাল নেটওয়ার্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছুকে।"

"তো তাহলে আমাদের বাস্তব জগৎ আসলে কোয়ান্টামের কেরামতি।"

জ্যাডা সুন্দর করে একটা হাসি দিল। "আমার কাছে সবসময় তিন নম্বর পয়েন্টের কথাটা ভাবতে ভালো লাগে।"

"কেন?"

"যদি তিন নম্বর পয়েন্ট সত্যি হয়, তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কারণে আমাদের চেতনা অনেক আলাদা আলাদা জগতের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার সেই মৃত জীবনের চেতনা বিলুপ্ত হবে। এবং আমার চেতনা তাৎক্ষণিকভাবে অন্য আরেক জগতে চলে যাবে, যেখানে আমি এখনও জীবিত।"

তার চেহারায় অনিশ্চয়তা লক্ষ করে, সে ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝানোর চেষ্টা করল। "ক্যান্সারের কথাই ধরো। ক্যান্সার হলে তোমার শরীরে যেই কোষ আছে তা ভুলভাবে একটা আরেকটার থেকে আলাদা আলাদা হয়ে যায়। ছোট্ট একটা ভুল, কিন্তু একটা সুস্থ দেহে বারবার ঘটেই চলেছে। শরীর যদি এই ভুল না করে, তাহলে ক্যান্সার হয় না। যখন এই ভুল হয়, তখনই শরীরে বাসা বাঁধে ক্যান্সার। একে তুমি জেনেটিক লুডু খেলা বলতে পারো। গুটিতে হয় এপিঠ পড়বে নয়তো ওপিঠ।"

ডানকান তার চোখের কোণের পানি লুকিয়ে ফেলল। এই কথা তার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করেছে। ওর হাত ওর বুকে আঁকা ছোট ভাইয়ের হাতের তালুর উল্কির দিকে চলে গেল। ছোট ভাইয়ের কথা মনে এল... হাসপাতালের বিছানায় হাড় জিরজিরে শরীর নিয়ে শুয়ে আছে। পোকায় খাওয়া দাঁতের হাসি ছাড়া আর সব কিছুই উধাও। জেনেটিক লুডু খেলার গুটিতে উল্টোপিঠ পড়ায়, অস্টিওজেনিক সার্কোমা রোগে ভুগে মারা যেতে হল বিলিকে।

জ্যাডা বলে চলছে, ডানকানের মুখের বিষাদমাখা প্রতিক্রিয়া ওর চোখ এড়িয়ে গেছে। "কিন্তু আমরা সবাই যদি আসলেই অনেক জগতের সাথে জড়িয়ে থাকি তাহলে কী হবে? এটি একটি অসাধারণ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। একটি জগতে, ক্যান্সার তোমাকে মেরে ফেলেছে। অন্য জগতে তুমি তখনও জীবিত। মারা যাওয়ার সাথে সাথে তোমার চেতনা সেই জগতে স্থান করে নিয়েছে, যেই জগতে তোমার ক্যান্সার হয়নি। তুমি সেখানে সুস্থ।"

"আর তোমার জীবন আপন গতিতে চলতে থাকবে?"

"অথবা অন্ততপক্ষে তোমার চেতনা তার আপন গতিতে চলতে থাকবে। অন্য জগতের সাথে তখনও সংযুক্ত থাকবে। এটা বারবার ঘটতেই থাকবে, প্রত্যেক বার সময়ের পথ পরিক্রমায় তুমি অন্য জগতে চলে যাবে, যেখানে তুমি তখনও বেঁচে আছ... যতদিন না তোমার জীবন পূর্ণতা লাভ করছে, ততদিন এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।"

কল্পনায় বিলির চেহারা ভেসে এল। এই সম্ভাবনার কথা ভেবে মনকে একটু সান্ত্বনা দেয়া যায়।

"কিন্তু তারপরে কী হবে?" সে জিজ্ঞেস করল। "যখন সকল সম্ভাবনার দুয়ার বন্ধ হয়ে তোমার জীবন একটা মাত্র জগতে এসে ঠেকবে, যেখানে তোমার মরণ অবধারিত?"

"আমার জানা নেই। এটাই তো দুনিয়ার সৌন্দর্য। একটা রহস্য সমাধান করলে আরেকটা রহস্য এসে হাজির হয়। হয়তো এর সবকিছুই একটা পরীক্ষা, একটা বিশাল গবেষণা প্রকল্প। অনেক পদার্থবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন আমাদের দুনিয়াটা আসলে একটা হলোগ্রাম। ত্রি-মাত্রিক ভ্রান্তির জগৎ। দুনিয়ার ভেতরে কোথায় কী আছে, কী করলে কী হবে সব সমীকরণের মাধ্যমে আগে থেকেই লিখে রাখা।"

"কিন্তু এই সমীকরণ কার লেখা?"

সে শ্রাগ করল। "হয়তো ঈশ্বর, হয়তো ক্ষমতাবান কেউ একজন, যার অনেক বুদ্ধি, আমাদের থেকে বুদ্ধিমান কোন প্রজাতি... কে জানে?"

"আমার মনে হয় প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আমরা," ডানকান বলল। "তোমার তিনটা কথার মূল কথা হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্ক কোয়ান্টাম নিয়ম মেনে কাজ করে। ডার্ক এনার্জি হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা ফাংশন, এবং কিছু কিছু মানুষ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের আশেপাশে গেলে তাদের শরীর অতিরিক্ত সাড়া দেয়।"

ওর দিকে জ্যাডা এমনভাবে তাকাল যেন বলতে চায়, দেখি তো সবকটি এক সাথে মেলাতে পারো কি-না।

চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করল ডানকান।

"তোমার ধারণা সেইন্ট থমাস ছিলেন অতি-স্পর্শকাতর ধরনের একজন মানুষ। সেই কারণে, বিশেষভাবে উনার শরীর ক্রুশ থেকে আসা ডার্ক এনার্জিতে প্রভাবিত হয়। এই শক্তি তার মস্তিষ্কের কোয়ান্টাম ফিল্ডকে উদ্দীপ্ত করে এবং তার সামনে এনে হাজির করে ভবিষ্যতের একটা নির্দিষ্ট সময়কে।"

"অথবা এর সহজ সরল কোনো ব্যাখ্যা আছে।"

"যেমন?"

"ঈশ্বরের কেরামতি।"

বড় করে শ্বাস ফেলে জ্যাডা বলল। "এটা বৈজ্ঞানিক ঘটনা বা ঈশ্বরের কেরামতি যাই হোক। একটা জিনিস আমাকে এখনও ভাবিয়েই মারছে, ওই স্যাটেলাইট আর সেইন্ট থমাসের অন্তদৃষ্টির দিয়ে দেখা দুইটি জিনিস, একদম একই সময় নিয়ে মিলে গেল কিভাবে?"

"ঈশ্বর দুনিয়া নিয়ে পাশা খেলেন না," আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি দিল জ্যাডা।

সুন্দর।

"এই দুটো ঘটনাকে আমি হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা দুর্ঘটনা বলে মনে করি না," সে বলে চলল। "মনে রেখ, সময় দৈর্ঘ্য প্রস্থের মতো শুধুই আরেকটা মাত্রা। প্রকৃতিগতভাবে এটা আসলে নদীর স্রোতের মতো সামনে পেছনে প্রবাহিত হয় না।"

"অন্য কথায়... অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যকার পার্থক্য আসলে মারাত্মক শক্তিশালী একটা বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়?" ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রু উঁচু করে ধরে বলল। "দেখলে, আমিও কিন্তু আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি দিতে পারি।"

দাঁত বের করে হাসল জ্যাডা, ওতেই মনে হল ওর বয়স পাঁচ বছর কমে গেছে। "তাহলে সময়কে মনে কর, মহাশূন্যের মাঝখানের একটা নির্দিষ্ট বিন্দু। 'আই অফ গড' আর সেইন্ট থমাসের অন্তর্দৃষ্টি, দুটোই সময়ের ওই বিন্দুকে ছুঁয়ে

গিয়েছিল। সম্ভবত ধূমকেতুর ডার্ক এনার্জির জ্যোতির্বলয় যখন পৃথিবীর কাছ দিয়ে চলে যায় তখন সেটা ঘটেছিল। সেই বিন্দুতে, যেমন ধরো কলের গানের সিডি প্লেয়ারে গভীর খাঁজ কাটা দাগের মতো, এই দুটোই ওই ফাঁদে আটকা পড়ে এবং একই সঙ্গীত বাজিয়েই চলে, বারংবার... বারংবার।"

"অথবা এই কাল্পনিক ব্যাপারখানা দেখানোর ক্ষেত্রে বলতে গেলে, পৃথিবীর ধ্বংসযজ্ঞ বারবার দেখিয়েই যাচ্ছে এটি।"

জ্যাডা সায় দিল এতে।

"কিন্তু এর পর কী হবে বলে মনে হয় তোমার কাছে?"

"ডাইরেক্টর ক্রো এন্টার্কটিকের যেই ঘটনা আমাদের দেখালেন, আমার মনে হয় ওই জ্যোতির্বলয়ের ডার্ক এনার্জি যখন সর্বোচ্চ মাত্রায় গিয়ে ঠেকবে, তখন এটা পৃথিবীর কাছাকাছি স্থান-কালের চার মাত্রার জগৎকে বাঁকা করে দেবে। স্বাভাবিকভাবে ঠিক যেমনটা করে থাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।"

"কারণ ডার্ক এনার্জি আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তাত্ত্বিক ধারণা আসলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত," ডানকান বলল, এই বার জ্যাডার নিজের বলা কথা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে।

"ঠিক তাই। শুধু এই বার, স্থান-কালে ভাঁজ ফেলার পরিবর্তে এটি একটি সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করবে, যেটার ভেতর দিয়ে উল্কাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামবে... যেন কতগুলো মার্বেল একত্র হয়ে নিচে নেমে আসছে।"

"আসলেই এমনটা ঘটবে?"

"এটা শুধুই একটা তত্ত্ব।"

কিন্তু জ্যাডার মুখের ভাব দেখে ডানকান নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, এই কথা মন থেকে বিশ্বাস করে মেয়েটি।

তার পর, অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকল জ্যাডা। যেন কিছু একটা ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত সে।

"কী হয়েছে?" ডানকান জিজ্ঞেস করল।

"আমি জানি না। মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে।"

আলোচনা আরও গভীর দিকে মোড় নেয়ার আগে, জোরালো একটি চিৎকারে ওদের সবার মনোযোগ অন্যদিকে সরে গেল। পথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে ওরা এবং ওদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ একটি উচ্চভূমি। সামনের সোজা উপরের দিকে উঠে গিয়েছে পাহাড়ের চূড়া।

ওদের দিকে এগিয়ে এসে সাঞ্জা বলল। "আমরা উলফ ফ্যাং-এ পৌঁছে গিয়েছি।"

"দেখলে, এখন পর্যন্ত আমাদের ভ্রমণকে খুব একটা খারাপ বলা যায় না," ডানকান বলল। "সবচে খারাপ পথটা পাড়ি দিয়ে এসেছি আমরা। এখান থেকে মসৃণ গতিতে এগোনোর কথা।"

বিকাল ৩:৩৪

"ওদের খুঁজে পেয়েছি আমরা," ফোনে জানাল আরসালান।

বাটু খান বসে আছেন পার্লামেন্ট ভবনের অফিসে। সামনে থেকে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন যুবতী সেক্রেটারিকে। মেয়েটি শরীরের সাথে শক্ত

করে সেঁটে থাকা জামা আর জ্যাকেট পরে আছে। পশ্চিমা জিনিস, অবশ্যই দেশের ঐতিহ্যের মানানসই নয়। তবে এই পোশাক বাটু খানের তেমন একটা খারাপও লাগে না। পশ্চিমা কিছু কিছু জিনিস নতুন মঙ্গোলিয়ার বরণ করে নেয়া উচিত। এবং সেই মঙ্গোলিয়া তিনি তৈরি করবেন চেঙ্গিস খানের সম্পদ দিয়ে।

ইতোমধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন চেঙ্গিসের সমাধি থেকে পাওয়া সম্পদ দিয়ে তিনি কী কী করবেন। প্রথমেই, মূল্যবান জিনিস যেগুলো গলিয়ে ফেলা যায় সেগুলো সরিয়ে ফেলবেন তিনি, দামি রত্নও বাদ যাবে না। এগুলো বিক্রি করা হবে খোলা বাজারে। এরপর তিনি দুনিয়ার সবাইকে তার আবিষ্কারের কথা জানাবেন, আর এই খ্যাতিকে পরিণত করবেন ক্ষমতায়। শুধু মঙ্গোলিয়ার না, তিনি হবেন পুরো এশিয়ার সবচে ধনী মানুষ। পুরো দুনিয়া রাজত্ব করবেন, ঠিক যেভাবে করে গেছে তার পূর্বপুরুষরা। ধন-দৌলতে ভরা একটা সাম্রাজ্য বানাবেন যেখানে তিনিই হবেন এর পুরোধা।

কিন্তু তার আগে কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কাজাখস্তানের ঝড় থেমে যাওয়ার পর, আরসালানের দলের একজন সদস্য অ্যারাল সাগরে ফিরে যায় ওদের শত্রুপক্ষের মৃত্যু কনফার্ম করা এবং হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করে আনার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখে হেলিকপ্টারটি সেখানে নেই।

পাইলট একলাই পালাতে পেরেছে নাকি অন্য কেউ বেঁচে ফিরেছে সেটা কারুর জানা নেই। যদিও বাটু খানের এনিয়ে কোনো ভয় নেই, কারণ একমাত্র আরসালানই শুধু তার আসল পরিচয় জানে। তারপরেও যেহেতু সাবধানের মার নেই, তাই উলান বাতোর এবং খেনতি পর্বতমালার আশে পাশে অনেক গুপ্তচর রেখেছেন তিনি। ওই এলাকার সব রাস্তাঘাটের ওপর সতর্ক নজর রাখা আছে, পাছে কেউ বেঁচে গিয়ে ওই পবিত্র জায়গায় চেঙ্গিসের কবরের সন্ধান করে।

সত্যি বলতে, এই জালে কেউ ধরা পড়বে সে আশা তিনি করেন না। ওখানকার গুপ্তচরদের আসল কাজ হচ্ছে পাহাড়া দেয়া... তার স্থির বিশ্বাস ওখানেই কোথাও চেঙ্গিসকে কবর দেয়া হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত জিজ্ঞাসাবাদের আগেই মরে গেল ফাদার জসিপ। ওকে একটু অত্যাচার করে ওর কাছ থেকে কিছু কথা বের করে নেয়া যেতো।

কাউকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা ঘৃণা করতেন চেঙ্গিস। বাটু খান একে খান সাহেবের সবচে বড় দুর্বলতা বলে মনে করেন।

আর এখন আসলো এই খবর।

"আপনি আমাকে কী করতে বলেন?" আরসালান জিজ্ঞেস করল।

"ওরা তোমার চেয়ে কতটুক পথ এগিয়ে আছে?"

"এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিজেদের চলার পথ লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা ওদের মাঝে দেখা যায়নি।"

"তাহলে আরও তিরিশ মিনিটে কোনো সমস্যা হবে না। তোমার সবচে বিশ্বস্ত লোকদের জড়ো কর, যাদের তলোয়ার আর তীর-ধনুকে ভালো দক্ষতা

আছে। লড়াই-এর জন্য দল গঠন কর। পরে আমি তোমাদের সাথে যোগ দিয়ে দলকে নেতৃত্ব দেব।"

"ঠিক আছে, বোরজিগিন।"

আরসালানের গলায় ভীষণ রকম আগ্রহ।

এটি বাটু খানের নিজের রক্তপিপাসার প্রতিধ্বনি। অতীতে, ওদের গুণ্ডাবাহিনীর মূল কাজ ছিল হালকা পাতলা দাঙ্গা বাধানো। গোত্রের লোকেরা বলতে গেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখত। জখম খুব বেশি হলে কেউ যখন ঘোড়া থেকে পড়ে যেত তখন হাত-টাত ভাঙত। তবে এই ব্যাপারে বাটু খানের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তিনি মনে করেন, তার গড়া নতুন মঙ্গোল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য খুনাখুনির দরকার আছে।

কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা, একজনের বুকের গভীরে তীর ঢুকিয়ে দেয়ার ইচ্ছে তার বহুদিনের। এবার সেরকম একটা সুযোগ এসেছে।

"আর একটা কথা," আরসালান বলল, "সাঞ্জা বেইমানটাও আছে ওদের সাথে।"

আহ... এর গলায় ঘৃণার সুরের কারণটা এখন টের পাওয়া যাচ্ছে।

কাজাখস্তান থেকে ফেরার পর, আরসালানের চেহারার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা কল্পনা করলেন বাটু খান। মাথার খুলির হাড় বেরিয়ে এসেছিল, নখের আঘাতে গালে জায়গায় জায়গায় গর্ত। এই লোক স্বাভাবিকভাবেই চেহারা বিকৃত হওয়ার শোধ নিতে চাইবে।

আর সেই সুযোগ থেকে ওকে বঞ্চিত করা হবে না।

অবশ্যই বেইমানদের ভালো মতো শিক্ষা দেয়ার দরকার আছে।

ইন্টারকম থেকে ভেসে এল মেয়েলি কণ্ঠস্বর। "মিনিস্টার বাটু খান, আমার এখানে মাইনিং কনসোর্টিয়ামের দুইজন প্রতিনিধি বসে আছেন। ওদের সাথে আপনার চারটায় দেখা করার কথা।"

"ওদেরকে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রাখো।"

আরসালানের সাথে কথা বলা শেষ করে তিনি এই মিটিং বাতিল করবেন কি-না চিন্তা করলেন। এই চুক্তি অনেক লাভজনক হতে পারে। ভালো টাকা আসতে পারে। এবং তার নতুন সাম্রাজ্য গড়ার পথে ভালো অবদান রাখবে এটি।

তিনি জানিয়ে দিলেন, "পাঠিয়ে দাও। আর এখানে চা পাঠাও।"

ওরা পশ্চিমা লোক, হয়তো কফি পছন্দ করবে। কিন্তু কফিতে তার রুচি আসে না, বরং ঐতিহ্যবাহী চা বেশি ভালো লাগে।

এখনই ওদের ঐতিহ্যের সাথে আমেরিকানদের মানিয়ে নেয়ার সবচে উপযুক্ত সময়।

নীল চোখ আর নির্দয় চেহারার একজন লম্বা মানুষ দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। এর দিকে তাকিয়ে একে মনে মনে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্বীকার করে নিলেন বাটু খান। ওর পেছন পেছন এল ওর সহযোগী, পরিপাটি স্যুট পরা সুন্দর চেহারার একজন ইউরেশীয় মহিলা। এমনিতে মেয়েদেরকে তিনি তেমন একটা আমল দেন না, কিন্তু একে দেখে তার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল।

ইন্টারেস্টিং।

ওদেরকে বসতে ইশারা করলেন তিনি।

"বলুন, কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?"

অধ্যায় : ২০

১৯শে নভেম্বর, বিকাল ৩:৫০ ইউএলএটি
উলান বাতোর, মঙ্গোলিয়া

মুখোমুখি শত্রুকে চিনে নিতে ভুল হয় না গ্রের।

টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে আছেন বাটু খান। তার চেহারা বন্ধুত্বপূর্ণ, সৌজন্যতা দেখাতেও কোনো কার্পণ্য করছেন না। উনাকে দেখে খোশ মেজাজে থাকা মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। বয়স পঞ্চাশের কোটায়। শরীর এখনও মজবুত। কিন্তু গ্রের চোখে অন্য একজনের চেহারা উঁকি দিল...নেকড়ের মুখোশের মাঝে কয়েকটি ফাটল চোখে জ্বলজ্বলে ক্ষুধার্ত চাহনি, সেইশানের দিকে দীর্ঘ সময় কামনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, অবচেতন মনে মাঝে মধ্যে হাত মুঠি করে ডেস্কের ওপরে বাড়ি মারা।

খনিজ দ্রব্যের অধিকার, তেলের ভবিষ্যৎ এবং সরকারের নানাবিধ বিধি-নিষেধ নিয়ে আলোচনার সময় এই লোকের মেজাজ পুরোটা সময় চড়া সুরে বাঁধা ছিল। সেই সাথে গ্রে এও দেখল বার বার হাত ঘড়ির দিকে চোখ বোলাচ্ছিলেন বাটু খান।

ইতোমধ্যে একটি আড়িপাতার যন্ত্র বাটু খানের টেবিলের তলায় লাগিয়ে দিয়েছে সেইশান। যাতে আজকের আলোচনার কোনো কিছু হারিয়ে না যায়।

চেয়ার থেকে একটু সরে বসল গ্রে, বাটু খানের টেবিলের বাম পাশে রাখা একটা আলমারির দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে অনেক আর্টিফ্যাক্ট রাখা। ডিসপ্লেতে আছে অনেক বাসন-কোসন, অস্ত্র এবং কয়েকটি ছোট ছোট মূর্তি। সেই সাথে আছে কাঠ হতে খোদাই করা এক জোড়া নেকড়ের মূর্তিও।

"মাফ করবেন," তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিল গ্রে। তার আঙুল তাক করে রাখা পাশের আলমারির দিকে। "আমি কী একটু কাছে গিয়ে দেখতে পারি?"

"অবশ্যই।" নিজের কালেকশনের গর্বে প্রতিদ্বন্দ্বীর বুক ফুলে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে কাঁচেঘেরা বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল গ্রে। ছোট ছোট আকৃতির খোদাই করা জিনিসগুলো ভালো করে দেখার জন্য মুখটা নিচু করল ও।

"দেখতে পেলাম পুরো শহরে নেকড়েদের ছড়াছড়ি। অনেক জায়গা নিজেদের নীলাভ নেকড়ে নামে পরিচিত করছে।"

কাঁচের গায়ে পড়া প্রতিফলনে গ্রে দেখল বাটু খানের ঠোঁটের এক কোণা একটু টানটান হয়ে গিয়েছে, যেন গোপন একটি কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

হুম...

"ব্যাপারটার তাৎপর্য কী?" গ্রের প্রশ্ন, আড়মোড়া ভেঙ্গে মানুষটার মুখোমুখি হল।

"এর ব্যাখ্যার জন্য আমাদের সৃষ্টি সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীর কাছে যেতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে, মঙ্গোল জাতির জন্ম হয়েছে গুয়া মাড়াল নামের একটা বন্য হরিণী আর বোয়ের্তো চীনো নামের একটি নীলাভ নেকড়ের মিলনের মাধ্যমে। এমনকি চেঙ্গিস খানও তার বাহিনীর নামকরণ করেছিলেন নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু নামে।"

এর গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার সুরেই গ্রের মনের সন্দেহ দূর। সাথে সাথে টের পেল এই সেই লোক, রহস্যময় বোরজিগিন।

"আর নেকড়েদের ব্যাপারে মানুষ এতো মোহাচ্ছন্ন কেন?" সেইশান জিজ্ঞেস করল, নিঃসন্দেহে একই ব্যাপার তার চোখেও পড়েছে। সেইশান নড়েচড়ে বসে ওর একটা পা লম্বা করে বাড়াল। ফর্সা পা সামান্য বাড়িয়ে ধরল যাতে বাটু খানের নজর সেদিকে থাকে।

"ওদেরকে আমাদের এখানে সৌভাগ্যের নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়, বিশেষ করে পুরুষদের জন্য।" সেইশানের ফর্সা পা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার জন্য ভালোই বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। "নেকড়েদের আবার ক্ষুধা মারাত্মক রকমের বেশি।"

"কী রকম?" সেইশান জিজ্ঞেস করল, এবার অন্য পাকে ঘুরিয়ে রাখল এই পাশে। বাটু খানের মনোযোগ পুরোপুরি বিক্ষিপ্ত।

"একটা নেকড়ে যতটুকু খেতে পারে তারচে বেশি শিকার করে। আমাদের লোক কাহিনী অনুযায়ী ঈশ্বর নেকড়েকে বলেছিলেন, সে প্রতি এক হাজার ভেড়ার মধ্যে একটা ভেড়া খেতে পারবে। নেকড়ে সেই কথার ভুল ব্যাখ্যা করে, এবং নিজের শিকার করা প্রতি এক হাজার ভেড়ার মধ্যে একটাকে খায়।"

ওর কথায় অহংকারের আভাস পেল গ্রে, হয়তো হুমকিরও।

ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন বাটু খান। "আমাদের এবার কথা শেষ করা উচিত, অনেক সময় পার হয়ে গেছে। আর আমার জরুরি কিছু কাজও আছে।"

এই ব্যাপারে গ্রের কোনো সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে ওদের বিদায় জানালেন তিনি। অফিস ঘরের দরজা পেরিয়ে আসার সাথে সাথে, কানের মধ্যে ছোট্ট একটা ইয়ারপিস গুজে নিল গ্রে।

সেইশান ওকে মৃদু স্বরে বলল, "নেকড়েদের ব্যাপারে কথা বলার সময় ওকে কী তোমার কাছে সন্দেহজনক মানুষ বলে মনে হয়নি?"

এই প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুত এসে ধরা দিল গ্রের কানে। ইয়ারপিসে শুনল বাটু খান তার সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিচ্ছে... আজকের দিনের সব মিটিং বাতিল করে

দাও। তারপর বাটু খান আবারও ফিরে এলেন ফোন লাইনে, তার কর্কশ কথায় কর্তৃত্বের সুর।

"শহরের বাইরে যাচ্ছি," সে বলল। "না ফেরা পর্যন্ত গুদামঘরের মাল পাহারা দিবে, চব্বিশ ঘণ্টা।"

গ্রে সেইশানকে ইশারা দিয়ে বোঝালো সবকিছু সুন্দরভাবেই এগোচ্ছে।

গ্রে ভেবেছিল, ওদের সাথে কথা বলার পর এই লোকের মন বেশ ভালোভাবেই অস্থির হবে। এবং অস্থির মন নিয়ে চুরি করা রেলিক দুটির কাছে ছুটে যাবে সে। কিন্তু যা হয়েছে এটাও একবারে খারাপ বলা যায় না। মঙ্গোলিয়ান মন্ত্রীর সহায় সম্পত্তির যেই হিসাব ক্যাট বের করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে শহরে তার একটিমাত্র গুদামঘর আছে।

রাস্তায় বেরিয়ে একটি ক্যাব ডাকল গ্রে। দ্রুত শহর পার হয়ে এল ওরা। সেই শহরটি মঙ্গোল এবং সোভিয়েত আমলের সুন্দর সুন্দর স্থাপনা দিয়ে সাজানো। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে শান্ত-নিঝুম বৌদ্ধ মঠ। এছাড়াও আছে মাথার ওপর আঁধার-ঘেরা কালো মেঘ... শহরের দূষণ আর কালো ধোঁয়ার সৌজন্যে পাওয়া উপহার এটি।

সেইশানের কাছে এগিয়ে এল গ্রে। এক হাত মেয়েটির আরেক হাতের মধ্যে পাচার করে দিয়ে মুখটাকে প্রেমিকের মতো ওর কানের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বলল, "নর্দমায় নামতে হবে ভেবে শিহরণ লাগছে না?"

সেইশান হাসল, "মেয়েদের মনের শিহরণের খবর দেখি তোমার ভালোই জানা!"

বিকাল ৪:২৮

পশ্চিমাকাশে সূর্য ডুবু ডুবু। গ্রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেইশান। এই মুহূর্তে ম্যানহোলের ঢাকনা খোলায় ব্যস্ত গ্রে। ঢাকনার নিচের গরম বাষ্পের টানেল উন্মোচন করছে সে। এই টানেল দুনিয়ার সবচে ঠাণ্ডা রাজধানী শহরের নিচে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য গরম বাতাসের বাষ্প শহরের অভ্যন্তর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অবিরাম ধারায়।

টানেল থেকে ভেসে আসছে মৃদু স্বরে গান, মনে হচ্ছে যেন দূরে কোথাও বাচ্চারা গান করছে।

মাটির নিচের পাতালঘরের পরিবেশ অস্বাভাবিক সুন্দর।

"মানুষ এখানে ঘর বানিয়ে থাকে," গ্রে বলল।

বেকারত্বের উচ্চহার, সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে আসা এবং এরকম আরও কিছু কারণে উলান বাতোর শহরের মানুষগুলো দারুণ বিপদে পড়ে গেছে, যাদের মধ্যে আছে অনেক গৃহহীন শিশুও।

সেইশানের জীবনের বড় একটা অংশ এই রকম গুপ্ত জায়গায় কেটেছে... ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য, রাস্তার অন্য বাচ্চাদের সঙ্গলাভের জন্য।

গ্রে আগে নিচে নামল। ওদের কাজকর্ম পাশের এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ওদের লক্ষ্য এখান থেকে অল্প কয়েক ব্লক দূরে। ওয়াশিংটন

ডিসিতে বসে, শহরের নথিপত্র ঘেটে ওদের জন্য গুদামঘরের ব্লুপ্রিন্ট জোগাড় করেছে ক্যাট। সেই ব্লুপ্রিন্ট থেকেই ওরা আবিষ্কার করেছে, মাটির নিচের এই টানেল সোজা বিল্ডিং-এর তলায় পৌঁছে দেবে ওদের।

মই বেয়ে নিচে নামল সেইশান। চোখের পলকে আলোকোজ্জ্বল, শীতল দিন উধাও হয়ে তার জায়গা করে নিল টানেলের উষ্ণতা এবং অন্ধকার। মই-এর প্রত্যেকটা ধাপ পার হওয়ার সাথে সাথে, গরম আরও বাড়তে থাকল। এক পর্যায়ে সহ্য করা হয়ে উঠল রীতিমতো অসম্ভব। আর তারপরে নাকে আসল আবর্জনা ও বর্জ্যের মাথা নষ্ট করা তীব্র দুর্গন্ধ। মানব বিষ্ঠার উৎকট গন্ধও প্রবেশ করল নাকে।

একটি ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে সেটিকে নিচের টানেলের ফ্লোরে ছুড়ে মারল গ্রে।

সেইশানও যোগ দিল ওর সাথে। নিজের ফ্ল্যাশলাইটটি জ্বালালো ও। আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি কোণে। সেই আলোয় দেখা গেল টানেলটির শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত। হঠাৎ, কিছু একটা নড়ে উঠল এক জায়গায়। একটা ছোট বাচ্চার ভীত চেহারা উঁকি দিয়ে আবার হারিয়ে গেল।

তারপর আর কিছু না।

এমনকি গানের আওয়াজও থেমে গেছে।

সেইশানের ধারণা হল, এই টানেল সম্ভবত মাঝে মাঝেই ঘেরাও দেয়া হয়। এরপর এখানকার বাচ্চাদের আটক করে পাঠানো হয় কোনো বন্দিশালায়। যার পরিবেশ উত্তর কোরিয়ান কারাগারগুলোর মতোই নির্মম।

এদের পালিয়ে যাওয়ায় তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

"এই পথে," একথা বলে গুদামঘরের দিকে রওনা হল গ্রে।

এই পথ সরলরেখা ধরে যায়নি। তাই পথের দিশা পাওয়ার জন্য দুইবার ম্যাপের দিকে তাকাতে হল ওকে। শেষপর্যন্ত, এক দিকে ইশারা করল গ্রে।

"এই পথ আমাদেরকে গুদামঘরের মেইন ফ্লোরে নিয়ে যাবে। কাজ সমাধা করতে অল্প কিছু সময় পাবো আমরা। এছাড়া আমাদের জানা নেই কতজন লোক পাহারায় আছে ওখানে।"

"বুঝেছি।"

অন্য কথায়, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

নাইট ভিশন গগলসটি মাথার সাথে লেপটে নিল সেইশান। গ্রেও একই রকম গগলস পরে নিল। ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল, ওদের মাথায় তৃতীয় আরেকটি নয়ন জেগে উঠেছে।

ওকে সামনে এগিয়ে আসতে ইশারা করল সেইশান। এখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া লাগবে ওদের। গ্রে আগে আগে গেল। আচমকা কে যেন সেইশানের গোড়ালি আঁকড়ে ধরল।

ঝট করে ঘুরল সেইশান, হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল।

একটি নয় কি দশ বছর বয়সি মেয়ের মুখোমুখি হল ও। টানা টানা চোখ, গোলগাল মুখ। আয়নায় যেন নিজের অতীত চেহারা দেখছিল সেইশান। অস্ত্র দেখে বাচ্চাটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল।

পিস্তলটি ঘুরিয়ে নিল সেইশান। তারপর বাচ্চার হাত থেকে নিজের পা ছাড়িয়ে নিল।

"কী চাও তুমি?" ভিয়েতনামিজ ভাষায় ফিসফিস করে বলল ও, ভিয়েতনামিজ ভাষা মঙ্গোলিয়ান ভাষার অনেকটাই কাছাকাছি।

গ্রে যেই পথে গিয়েছে সেদিকে আঙুল তাক করল মেয়েটি। মাথা ঝাঁকিয়ে এবং নিজের প্যান্টের এক কোণায় টান দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করল যেন ওরা ফিরে যায়।

বিপদের আগাম সতর্কবার্তা ও সম্ভবত দিয়ে রাখল।

প্রথমে হয়তো এখানকার বাচ্চারা সন্দেহ করেছিল, সেইশান এবং গ্রে দুজনেই পুলিশের লোক। কিন্তু এতক্ষণ ধরে ওদের ওপর নজর রাখার পর, বাচ্চারা অবশ্যই ওদের আসল উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে। নিঃসন্দেহে, গুদামঘরের রক্ষীদের সাথে এই বাচ্চাগুলোর সম্পর্ক হাই-হ্যালোর পর্যায়ে না। ওদের সতর্ক করার কারণ যতটা না ওদের দুইজনের ভালোর জন্য তারচেয়েও বেশি ওদের নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগ। গ্রে-সেইশান ওদের কাজে সফল হোক বা না হোক, বাচ্চাদের জন্য সেটি মোটেও ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

এবং ওদের মনের উদ্বেগ হয়তো সঠিক।

ওরা চলে যাওয়ার পর শাস্তির খড়গ নেমে আসবে এখানকার মানুষের ওপর। কিন্তু এই ব্যাপারে সেইশানের আসলে তেমন কিছু করার নেই। ওর একার পক্ষে নিষ্ঠুর দুনিয়ার নিয়ম বদলে ফেলা সম্ভব নয়।

আমি দুঃখিত, ছোট বাবু। এখান থেকে যতটা পারো দূরে থাকো।

এই কথা বাচ্চাটিকে বুঝানোর চেষ্টা করল ও।

"চলে যাও," সে ভিয়েতনামিজ ভাষায় বলল।

ভীত চোখ নিয়ে, বাচ্চাটা আঁধারে হারিয়ে গেল।

গ্রে শিস বাজিয়ে সেইশানকে ডাকল। এখানকার ঘটনার ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ সে। তাড়াহুড়া করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল সেইশান। অন্যদিকে রেলিং এর গোড়ায় বিস্ফোরক ফিট করায় ব্যস্ত গ্রে।

ফিট করা হয়ে যেতেই, সময় এল ডেটোনেটরে চাপ দেয়ার। মাথা নিচু করে ফেলল দুজনেই।

বিস্ফোরণের আওয়াজ পুরো এলাকায় প্রতিধ্বনিত হল। এটির আওয়াজ যদিও পটকাবাজির চেয়ে খুব একটা বেশি হবে না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে গুদামঘরের গার্ডদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

গ্রে তড়িঘড়ি করে সামনে এগিয়ে গেল, সেইশানও অনুসরণ করল তাকে। সে এক হাত দিয়ে থাবা মেরে মাথার ওপরের রেলিংটাকে উপরে ফেলল, আর অন্য হাত দিয়ে দক্ষতার সাথে দুই দিকে দুটো স্মোক গ্রেনেড ছুড়ে দিল। একদিকে বোমা দুটি এক ঝলক আগুন আর বিস্ফোরণের ঝাঁঝ নিয়ে ছুটছে, অন্যদিকে গ্রে এবং সেইশান নিজেদের শরীরটিকে গড়িয়ে দিয়ে প্রবেশ করল গুদামঘরের মেঝেতে।

ইতোমধ্যে সেইশান তার চোখে নাইট ভিশন গগলস পরে নিয়েছে। সিমেন্টের মেঝেতে শুয়ে থেকে ধোঁয়ার মাঝে জ্বলতে থাকা সব লাইটকে একে একে টার্গেট করল সে।

দ্রুতগতিতে ফায়ার করে সব আলোকে নিভিয়ে দিল সেইশান। গুদামঘর নিমজ্জিত হল গভীর অন্ধকারে।

ইতোমধ্যে অফিসের দিকে দৌড় দিয়েছে গ্রে। রেলিকজোড়া ওখানেই থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তবে ওর ধারণা ভুলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনো একজন গার্ডকে আটকে চাপ প্রয়োগ করে জেনে নেবে কোথায় আছে ওগুলো।

সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে চাপা বিস্ফোরণে গুলি করতে করতে গুদামঘরের অফিসের দিকে দৌড়ে গেল গ্রে। সেইশানের পিঠ এখনও মেঝেতে ঠেকিয়ে রাখা। নিজেকে ধোঁয়ার আড়ালে লুকিয়ে চারপাশে নজর রাখছে।

গগলসের সেটিং চেঞ্জ করে ইনফ্রাফেডে নিয়ে এল সেইশান। গুদামঘরে ছুটন্ত গার্ডদের দেহ থেকে নির্গত হওয়া উষ্ণতা দিয়ে গগলসটি শনাক্ত করছে এদের। গার্ডদের দিকে পিস্তল তাক করল সেইশান।

ব্যাম, ব্যাম, ব্যাম...

কয়েকটা দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ল।

অন্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। কেউ কেউ আড়াল খুঁজছে, অন্যরা গুলি করছে অন্ধভাবে।

সেইশান জানে ধোঁয়ার এই আড়ালের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর সবার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়বে ওর চেহারা।

গ্রে, বেশি সময় নিও না!

বিকাল ৪:৪৮

ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময়... চোখের সামনে কোনোকিছু নড়তে দেখলেই গুলি করছে গ্রে। মেঝেতে থাকা দুইজনকে খতম করল ও, এছাড়া সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো একজনকেও। সিঁড়ি বাইতে শুরু করল। মাথা নিচু করে প্রতিবারে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করছে ও।

হঠাৎ একটি বুলেট সিড়ির রেলিং-এ লেগে ঠিকরে উঠল, অল্পের জন্য মিস করেছে ওকে।

গুলির উৎসের দিকে ঝট করে ঘুরল গ্রে। ওর গগলস তাপ বিকিরণ চিহ্নিত করতেই, সেদিকে গুলি করল ও।

পিস্তলধারী পড়ে গেল।

সবচেয়ে উপরের ল্যান্ডিং-এ পৌঁছুতেই, গুলিতে গুলিতে ঝাঝরা করে দিয়ে দরজা উন্মুক্ত করল ও। দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না যে দরজায় তালা দেয়া ছিল নাকি নেই। গুদামঘরের এই মাথায় ধোঁয়ার স্তর তুলনামূলক কম।

বিপদ আসার প্রমাণ হিসেবেই যেন, কয়েক রাউন্ড বুলেট ছিটকে উঠল ওর দেহের কাছাকাছি।

নিজের গতি ধীর না করে, কাঁধ ঠেকিয়ে দরজা ভাঙল গ্রে। তারপর নিচু হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ও। জানালা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল। মেঝেতে পিঠ ঠেকিয়ে রাখা অবস্থাতেই লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটি। অন্যদিকে একই সময় ঘরের চারিদিকে একবার ঘুরিয়ে নিল হাতের পিস্তলটিকে। পেছনের দিকের একটি দরজা চলে গিয়েছে এডমিনিস্ট্রেশন সেকশন আর কনফারেন্স রুমের দিকে।

এই ঘরে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। হামা দিয়ে পেছনের দরজাটির দিকে এগিয়ে গেল গ্রে।

তালা দেয়া।

খুব ভালো।

গ্রে চাচ্ছে না ওই দরজা দিয়ে কেউ এসে ওকে আচমকা সারপ্রাইজ দিয়ে যাক।

জানালা থেকে সরাসরি তাকালেও ডেস্ক দেখা যায় না। উঠে দাঁড়ানো তাই নিরাপদ। পায়ের ওপর খাড়া হল গ্রে। অফিস ঘরের চারপাশে নজর বুলালো ও। রেলিকটি এখানে কোথায় রাখা থাকতে পারে? বড় আকৃতির কিছু একটাকে কম্বলে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। ভিগোর যেমনটা বলেছিলেন তার সাথে এর আকার মিলে যায়। ভাঁজ খুলে ভেতরে উঁকি দিতেই এর মরিচাধরা রুপা বেরিয়ে এল।

বাকিটুকুও তন্ন তন্ন করে খুঁজল গ্রে। কিন্তু অন্য রেলিক দুটি পাওয়া গেল না। টেবিলের ড্রয়ারগুলো দেখল। নিচের দিকের একটা ড্রয়ারে দেখা গেল নেকড়ের একটি মুখোশ স্থির তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

তো বোরজিগিন তাহলে এখানে এসেছিল। সম্ভবত নতুন পাওয়া গুপ্তধনটির স্বাদ গন্ধ নিতে চেয়েছিলেন একবারের জন্য।

নিচু হতেই গ্রে দেখল একটা ছোট কাপড়ের ব্যাগ ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে রাখা। এটার চেইন খুলতেই খুলি আর চামড়ার বইটি দেখতে পেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ব্যাগটাকে কাঁধে নিল আর বাক্সটাকে বগলদাবা করল ও। এগুলোর অনেক ভার এবং বয়ে নেয়াও শক্ত। কিন্তু তারপরেও পিস্তল ধরে রাখার জন্য অন্তত একটা হাত মুক্ত আছে ওর।

জানালা দিয়ে এক নজর তাকাতেই দেখা গেল মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে গুদামঘরের ধোঁয়ার স্তর।

খোঁজাখুঁজিতে অনেক বেশি সময় লেগেছে ওর।

জুতার ডগা ব্যবহার করে দরজা খুলল গ্রে। খুলতেই দেখল দুইজন সশস্ত্র গার্ড মেশিন গান নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ওদের পেছনের বিবর্ণ ধোঁয়ার মাঝে অস্ত্রযুদ্ধ চলছে। নিশ্চয়ই গুদামঘরের বাকি গার্ডদের সামলাচ্ছে সেইশান।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসতেই, চোখের নাইট-ভিশন গগলস ফেলে দিয়ে তড়িঘড়ি করে ডেস্কের দিকে ছুটে এল গ্রে। ডেস্কের নিচের ড্রয়ার খুলে নেকড়ের মুখোশটি বের করে আনল। মুখোশটাকে খাবলে ধরে সেটিকে নিজের মুখে

লাগিয়ে নিল এক ঝটকায়। টেবিল থেকে পিস্তলটাও তুলে নিল, ঠিক তখনই লাথি মেরে দরজাটিকে উন্মুক্ত করল দুইজন গার্ড।

ঘরে প্রবেশ করল গার্ড দুইজন। হাতে ধরে রেখেছে সাবমেশিন গান। কিন্তু নেকড়ের মুখোশ দেখেই আঁতকে উঠল দুই গার্ড। মুখোশের রহস্যময় মালিকটির প্রতি অজানা আতংকে কয়েক মুহূর্তের জন্য গুলি করবে কি করবে না সেটা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগল ওরা।

হঠাৎ দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বুলেট দিয়ে ওদের কপালে তৃতীয় নয়ন এঁকে দিল গ্রে।

ওদের শরীর মাটিতে পড়ে যেতেই সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে বাকি পথটুকু পেরিয়ে এল গ্রে। মাঝপথে শুধু একটু সময় খরচা করল, যাতে নিজের পিস্তল পাল্টে ওদেরটার সাথে বদলাবদলি করা যায়।

গ্রের চেহারায় তখনও মুখোশ পরা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ও। এবং রেলিং এর গায়ের ওপর নিজের শরীরটাকে পিছলে দিয়ে মেঝেতে নেমে এল ও। ধোঁয়ার স্তর পেরিয়ে মেঝেতে ল্যান্ড করার সময় কয়েক রাউন্ড গুলি ওর দেহের আশেপাশের দেয়ালে ঠোকর দিয়ে চলে গেল।

মাথা নিচু করে এখান থেকে পালাতে চাইল গ্রে। কিন্তু হঠাৎ নজরে এল একজন গার্ড দৌড়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

তবে গার্ডটি যখন দেখল নেকড়ের মাথাওয়ালা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, বিস্ময় এবং আতংকে বৃহৎ রূপ ধারণ করল গার্ডটির চোখজোড়া। একদম কাছ থেকে লোকটিকে গুলি করল গ্রে।

কিন্তু গুলি করার পরেই গ্রে বুঝতে পারল এই লোক কী কারণে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

অস্ত্রযুদ্ধের কোনো চিহ্ন আর নেই এখন। সবকিছু নীরব।

এই গার্ডটি আসলে পালানোর চেষ্টা করছিল তখন।

আগে যেখানে ছিল এখনও সেখানেই আছে সেইশান। ওর অবস্থা আলুথালু, হাঁসফাঁস করছে। কিন্তু শরীরের কোনো জায়গায় চোট লাগেনি ওর। ওকে দেখেই ঘুরল মেয়েটি। তবে চেহারায় মুখোশ থাকায় গ্রেকে চিনতে পারেনি সেইশান। আরেকটু হলেই গুলি করে দিচ্ছিল।

মুখোশটা খুলে সেটিকে ছুড়ে ফেলে দিল গ্রে।

সেইশান ওকে তিরস্কার করল। "এবার কিন্তু সত্যিই সত্যিই তোমার ছদ্মবেশ ধারণ করা থামানো উচিত, গ্রে। ব্যাপারটা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।"

"চিন্তা করোনা। পরের হ্যালোউইন উৎসবে নিশ্চিত করবো তোমার কাছে যেন কোনো অস্ত্র না থাকে।"

বিকাল ৪:৫২

টানেলের ভেতর থেকে কম্বলের মোড়া বাক্স আর কাপড়ের ব্যাগ বের করায় গ্রেকে সাহায্য করল সেইশান। বিপদ কেটে যাওয়ার পরেও সতর্কতা কমায়নি ও।

চারিদিকে নজর রাখছে। তবে এখন পর্যন্ত যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে, যেসব গার্ড বেঁচে ছিল ওরা সবাই জান নিয়ে পালিয়েছে।

বের হওয়ার সময় গুদামঘরের চারদিকে তাকিয়ে সেইশান লক্ষ করেছিল, ঘরটির এখানে ওখানে বাক্সভর্তি কাপড়, ইলেক্ট্রনিকস পণ্য, গাড়ির পার্টস থেকে শুরু করে বাচ্চাদের খাবার-দাবার পর্যন্ত গাদাগাদি করে রাখা। বাটু খানের দেখা যাচ্ছে ব্যবসার অভাব নেই। এই গুদামঘরে এতো পরিমাণ খাবারের মজুদ, অথচ টানেলের বাচ্চাগুলো দুবেলা দু মুঠো খেতে পায় না।

গ্রে-কে অনুসরণ করে টানেলের গরম এবং দুর্গন্ধের মাঝ দিয়ে এগোতে থাকল সেইশান। গ্রে বাক্সটাকে সামলাচ্ছে আর কাপড়ের ব্যাগটিকে নিজের কাঁধে বহন করছে সেইশান।

সাইড টানেলে পৌঁছতেই, সেইশান দেখল ওখানে পরিচিত চেহারার কেউ একজন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এক মুহূর্তের জন্য থামল ও। তারপর নিজের নাইট ভিশন গগলসটিকে বাড়িয়ে দিল মেয়েটির দিকে। আঁধারের মাঝে টিকে থাকার জন্য এই জিনিস ভীষণভাবে কাজে লাগবে বাচ্চা মেয়েটির। কিন্তু এখানে বাচ্চা শুধু এই একটিই না।

ছোট বাচ্চাটির কাঁধের পেছনে আরও অনেক ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে, সেখানে হয়তো আরও শ খানেক বাচ্চা আছে।

আঙুলের ইশারায় সিঁড়ির দিকটায় ইঙ্গিত করল সেইশান, বুঝাতে চাইছে গুদামঘরে যেই ধন-সম্পদ পড়ে আছে সব এখন তোমাদের।

"ডি! হ্যাঁয়! নাও লা আন তোয়ান!" ওদের উদ্দেশ্যে বলল সেইশান। এগিয়ে যাও! সব তোমাদের! কেউ কিচ্ছু বলবে না!

আর কিছু করার নেই দেখে সেইশান এবার নিজের পথে রওনা দিল।

হয়তো পুরো দুনিয়া বদলে দেয়ার ক্ষমতা নেই সেইশানের... তবে এর ছোট একটা অংশকে কিছুক্ষণের জন্য খুশি তো রাখতেই পারে ও।

অধ্যায় ২১

১৯শে নভেম্বর, বিকাল ৫:০০ ইউএলএটি
খেনতি পর্বতমালা, মঙ্গোলিয়া

জ্যাডা এবং অন্যরা আঁধার পেরিয়ে প্রবেশ করল আলোতে।

আর এক ঘন্টার মধ্যে অস্ত যাবে সূর্য। দলের সবাই তাই দ্রুতগতিতে গাছ গাছালিতে ভরা পাহাড় বেয়ে উপরদিকে উঠছে। পাহাড় চূড়ায় দিন শেষের গোধূলি আলোর ঝলকানি, সেটি প্রতিফলিত হচ্ছে তুষারাবৃত বরফে। নিচের জঙ্গল-বার্চ এবং পাইন গাছের মিশ্রণ সেখানে-সন্ধ্যা এগিয়ে আসায় সেখানটা নিমজ্জিত হয়েছে গভীর অন্ধকারে।

অন্ধকারের মাঝ দিয়ে নেকড়ের পালের চাপা গড়গড় ভেসে আসছে, সেই সাথে হুক্ক-হুয়ার প্রতিধ্বনি। সূর্যাস্তকে স্বাগত জানাচ্ছে ওরা। মনে হচ্ছে উলফ ফ্যাং (নেকড়ের শ্বদন্ত) নামক এই জায়গাটির নামকরণ শুধু এলাকার ভৌগোলিক আকৃতির কারণেই নয়, বরং এখানে যেই জানোয়ারগুলো আস্তানা গেড়েছে তার জন্যও দায়ী।

এই জঙ্গল পেরিয়ে সম্মুখে বিস্তৃত হয়ে আছে বিশাল এক তৃণভূমি। একটু আগেই এটিকে পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা। এখান থেকে অসম্ভব রকম দূর বলে মনে হচ্ছে ওই জায়গাটিকে।

বিশ্বাসই হচ্ছে না, এত উঁচুতে পৌঁছাতে পেরেছে ওরা।

জ্যাডার মনে হল নিচে কিছু একটাকে নড়াচড়া করতে দেখেছে ও। অন্ধকার বনের এক কোণায় কিছু একটা, কিন্তু ভালমতো দেখার জন্য সেদিকে তাকাতেই জিনিসটা উধাও হয়ে গেল।

অন্ধকার তোমাকে ভুলভাল দেখাবে...

ডানকান এখনও কান খাড়া করে জঙ্গল থেকে ভেসে আসা নেকড়ের গর্জন শুনেই যাচ্ছে। "এরা কী মানুষের ওপর হামলা চালায়?"

"যদি না কেউ ওদেরকে ক্ষ্যাপায়," সাঙ্গা বলল। "আর মানুষজনের সংখ্যা যদি আমাদের মতোন হয়, তাহলে সাধারণত এরা ধারেকাছে ঘেঁষে না। কিন্তু এখন মাত্রই শীতের শুরু, আর ওদের ক্ষুধাও বাড়তে আরম্ভ করেছে।"

কিন্তু এই উত্তর ডানকানকে খুশি করতে পারল না। "তাহলে আলো নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা চলতে থাকব।"

"কেন?" সাঞ্জা সামনের দিকে নির্দেশ করল। "আমরা ইতোমধ্যে এখানে পৌঁছে গিয়েছি।"

দিনের শেষ আলোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জ্যাডা। ওরা পৌঁছেছে পাহাড়ের পাশের একটি চওড়া উচ্চভূমিতে। আরও তিরিশ বা চল্লিশ গজ পর তুষারের স্তর শুরু হয়ে উঠে গিয়েছে উপরের দিক। তবে ওর চোখে এখনও কোনো হ্রদ ধরা পড়েনি।

"হ্রদটা কোন জায়গায়?" ডানকান প্রশ্ন করল।

"এই পাহাড় ঘুরে ওপাশের পশ্চিম দিকে যেতে হবে," সাঞ্জা বলল, ঘোড়াকে তাড়া দিচ্ছে সেদিকে যেতে আর অন্যদেরকেও বলছে সেই পথ ধরে অনুসরণ করতে।

পাথুরে পথ ধরে এগোতে থাকল ওরা। এদিকটায় বোল্ডারের স্তূপ এবং ক্লিফের (খাড়া উঁচু পাহাড়) ঢালের মাঝে একটা সরু প্যাসেজ আছে। সন্দিগ্ধ চোখ নিয়ে সেদিকে তাকাল জ্যাডা। মনে হচ্ছে ব্যাপক মাত্রায় তুষারধস হয়ে স্তূপীকৃত আকারে বরফ জমে আছে ওখানে। কিন্তু, সত্যি বলতে, ওখানকার জমে থাকা তুষার জমতে বহু শতাব্দী লেগেছে।

পাথরের স্তূপ পেরোনোর পর ওরা দেখল এই উচ্চভূমিটি আগেরটির চেয়েও চওড়া। এটির ক্লিফ বামদিক থেকে নিচে নেমে এসেছে এবং এর ডানদিকে তুষারের ঢাল উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। বাকি যেটুকু জায়গা আছে সেটুকু পূরণ হয়েছে দুই একরের একটি হ্রদ দিয়ে, সেটির পানির রঙ কালচে নীল... অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের সাথে ম্যাচ করা। এর উপকূল বরফ দিয়ে ঘেরাও করা। যেটি দেখে ধারণা করা যায়, গলিত বরফ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই হ্রদ।

মংক জ্যাডার পাশে এসে দাঁড়াল। "গত কিছুদিনের মধ্যে এখানে কিছু বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।"

ওর কথা সত্য। এই জায়গাটিকে মনে হচ্ছে আদিম, এখনও মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি এখানে।

ঘোড়ায় চড়ে হ্রদের ধারে পৌঁছাল খাইডু। স্যাডল থেকে লাফিয়ে নামল মেয়েটি। তারপর ক্লান্ত ঘোড়াটিকে হ্রদের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল পানি খাওয়াবে বলে। তৃষ্ণা মেটাতে সেখানে নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল প্রাণীটি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পিছিয়ে এল মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। এক পর্যায়ে ঘোড়াটিকে শক্ত হাতে সামলাতে বাধ্য হল খাইডু। তা নাহলে অবুঝ জন্তুটি পাহাড় থেকে সোজা নিচে পড়ে যেতো।

ঘোড়ার স্যাডল থেকে নামল সাঞ্জা। ওর কপালে ভাঁজ। নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়ে দিল খাইডুর হাতে। হ্রদের ধারে পৌঁছাল সে এবং এর পানিতে নিজের হাত ডোবাল। তারপর ওদের দিকে ঘুরল, ওর চেহারায় বিস্ময়।

"পানি এখানে গরম..."

প্রত্যক্ষদর্শীর বলা সেই কাহিনী মনে পড়ল জ্যাডার। এখানে উল্কা পতিত হতে দেখেছিল ওই লোকটি। আরও বলেছিল, হ্রদের পানি তাপের কারণে ফুটতে আরম্ভ করেছিল। যদিও এখন ফুটছে না। কিন্তু জ্যাডার কল্পনায় ভেসে এল, অতিমাত্রায় উত্তপ্ত ধাতুটি হ্রদের তলার গভীর পানিতে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হচ্ছে। হ্রদটি নিশ্চয় একে পুরোপুরি ঠাণ্ডা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি।

"স্যাটেলাইট এখানেই আছে," ডানকান বলল, নিঃসন্দেহে ওর মাথাতেও একই চিন্তা চলছে।

"কিন্তু আমরা নিশ্চিত হব কী করে?" জ্যাডা জিজ্ঞেস করল।

মংক ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল এবং জ্যাডাকেও নামতে সাহায্য করল। "মনে হচ্ছে কোনো একজনকে হ্রদের তলায় ডাইভ দিয়ে ভেতরের অবস্থাটুকু দেখে আসতে হবে।"

বিকাল ৫:১২

হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডানকান। পাহাড়ের ধার থেকে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে ওর দেহে। ওর ছোটবেলার বেশিরভাগ কেটেছে দক্ষিণ আমেরিকায় এবং এই ঠাণ্ডা জিনিসটা ওর ধাতে সয় হয় না।

ওর পরিবার বলতে গেলে প্রতি বছর জায়গা বদল করত। কত জায়গায় গিয়েছে : জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা। সাপের খোলস বদলানোর মতো, চাকরি বদলানোটা বাবার নিয়মিত অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। বেশির ভাগ সময়ই তিনি তাদের দুই ভাইকে একলা রেখে বাইরে বেরোতেন। এই কারণেই ডানকান আর তার ছোট ভাই বিলি এত ঘনিষ্ঠভাবে বেড়ে উঠার সুযোগ পায়। কিন্তু বিলি যখন মারা গেল, এবং মা-ও যেহেতু দীর্ঘদিন আগেই তাদের জীবন থেকে উধাও, ডানকান এবং তার বাবার পক্ষে ভাঙ্গা পরিবারটা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। তাই দুজনেই দুজনের জীবন থেকে আলাদা হয়ে যায়, কেউ কাউকে আটকানোর চেষ্টা করেনি। বহু বছর বাবার সাথে যোগাযোগ নেই, ডানকান এমনকি জানেও না বাবা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে।

"তুমি কী একটু তাড়াতাড়ি করবে?" ডানকান জিজ্ঞেস করল। কাজে ব্যস্ত হয়ে অতীত স্মৃতিকে ভুলে থাকতে চায়।

হাঁটু গেড়ে খোলা ল্যাপটপের সামনে বসে আছে জ্যাডা। "ভিডিওটা এডজাস্ট করছি। আর সামান্য একটু সময় লাগবে আমার।"

ডানকানের মাথায় পানি নিরোধক একটি ক্যামেরা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে রেডিও এবং একটি এলইডি বাতিও লাগানো হয়েছে। এন্টেনার একটা তার লাগানো আছে ভাসমান ভেলার সাথে। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ল্যাপটপে সরাসরি ভিডিও সম্প্রচারে সাহায্য করবে এন্টেনাটি।

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?" জিজ্ঞেস করল জ্যাডা।

কানের সাথে লাগানো রেডিও রিসিভার ঠিকঠাক করে ডানকান উত্তর দিল। "একদম স্পষ্ট।"

অন্য যে কারও চেয়ে স্যাটেলাইটের ব্যাপারে ভাল জানে জ্যাডা। হ্রদের এপাশ থেকে তাই ওর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে সে। এবং সেই সাথে সবসময় যোগাযোগও রাখবে যাতে এই উদ্ধার কাজে কোনো সমস্যা না দেখা দেয়।

"তাহলে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক," জ্যাডা বলল।

ডানকানের পাশে দাঁড়িয়ে মংক বলল। "বোকার মতো কিছু করে বসো না।"

"এত পরে না বলে এই কথা আরও আগে বললে ভালো হত!"

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটু পানি থেকে গভীর পানির দিকে এগিয়ে গেল ডানকান। এই পানির উষ্ণতা স্বাগত জানাচ্ছে ওকে। আরেকটু সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাইভ দিল ও। উপরের ঠাণ্ডা হাওয়া পেরিয়ে আসার পর এই পানি ভীষণ আরামদায়ক লাগছে ওর কাছে। এককালে বেলিজে কয়েকবার ডাইভ দিয়েছিল ডানকান, ওখানকার সাগরে ডুব দিয়ে মনে হয়েছিল যেন বাথটাবে গোসল করছে ও। কিন্তু এই জায়গার পানি বেলিজের চেয়েও গরম।

হাতদুটোকে সামনে প্রসারিত করে সাঁতরাতে শুরু করল ও। পা দিয়ে পিছনদিকে সজোরে লাথি মারল। হ্রদটি মোটামুটি আকারের, একটু একটু করে পুরোপুরি চষে ফেলতে অনেক সময় লাগবে। তাই খোঁজাখুঁজির কাজ কমিয়ে আনতে একটা বুদ্ধি বের করেছে ডানকান। হ্রদের জলে বাচ্চাদের মতো গরম পানি, ঠাণ্ডা পানির খেলা খেলবে।

অথবা এই ক্ষেত্রে, খেলাটার নাম হচ্ছে গরম পানি এবং তারচেয়েও গরম পানি।

স্যাটেলাইটের কাছাকাছি পানির স্তর তুলনামূলক গরম হওয়ার কথা। তাই সাঁতার কাটার সময় যখনই ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে আসছে, তক্ষুনি নিজের মুখ ঘুরিয়ে গরম পানির দিকে চলে যাচ্ছে সে। গভীর পানিতে ডুব সাঁতার দেয়ার সময় হৃষ্টপুষ্ট ট্রাউট মাছ, একজনের বুটজুতা, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচুর শ্যাওলা চোখে পড়ল।

হ্রদের একটা জায়গা বিশেষভাবে গরম অনুভূত হওয়ার পর, বড় করে শ্বাস নিয়ে সেদিকে ডাইভ দিল ও। পা জোড়াকে উপরে তুলে সজোরে লাথি মেরে নিজেকে জলের গভীরে নিয়ে গেল। তিন মিটার যাওয়ার পর, পানির চাপের কারণে কানে ব্যথা হতে লাগল। তখনই ওর চোখে পড়ল ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে কিছু একটা চিলিক মারছে।

"আরও বামে যাও," কানে নির্দেশ পৌঁছে দিল জ্যাডা, ওর কণ্ঠে উত্তেজনার সুর।

হুকুম অনুযায়ী সেই নির্দেশিত পথে রওনা হল ডানকান। ফ্ল্যাশলাইটের বীমের আলো তার চারদিকের পানি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড আলোকিত করে রেখেছে।

এবং ওই তো সে, পাথরে গর্ত করে বসে আছে স্থির হয়ে, ধাতু এবং পুড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ থেকে আসা আলোর আভা ঘিরে রেখেছে তাকে।

দ্যা "আই অফ গড"।

পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে স্যাটেলাইটটি।

বিকাল ৫:৩৪

জ্যাডার কান্না পাচ্ছে।

"ওখানে কিছু নেই," অস্ফুট স্বরে সবাইকে বলল মেয়েটি।

ভিডিওর মান খুব বাজে। এবং ডানকান যত গভীরে ডুব দিয়েছে ততই ভিডিওর মান আরও বাজে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও জ্যাডা নিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারে ওখান থেকে উদ্ধারের মতো কিছুই আর বাকি নেই। অরিজিনাল স্যাটেলাইটটি আকারে বাচ্চাদের বয়ে নেয়া গাড়ির মতো হবে। থিওরি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিজাইনের সুন্দর একটি সমন্বয় ছিল স্যাটেলাইটটি।

ল্যাপটপ স্ক্রিনের পর্দার কাঁপাকাঁপা ছবির দিকে অপলক চেয়ে রইল জ্যাডা।

শুধু পুড়ে যাওয়া কিছু ধ্বংসাবশেষ বাকি, যেটির সাইজ হবে একটা মিনি ফ্রিজের সমান। পৃথিবীতে প্রবেশের সময়কার চরম উত্তাপ, সেই সাথে জলের সাথে সংঘর্ষ এবং পানির সংস্পর্শে আসার ফলে হওয়া ড্যামেজ... সব মিলিয়ে দগ্ধ লোহা ছাড়া ওখানে এখন আর কিছুই নেই। কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ল ওর একটা পুড়ে যাওয়া হরাইজন সেন্সর, বাইরের দিক গলে যাওয়া এক টুকরা সোলার এরে, একটা নষ্ট ম্যাগনেটোমিটার...গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ বা কোন তথ্য উদ্ধার করার সম্ভাবনা শূন্য।

এই চরম সত্য নিজের কাছে স্বীকার করে নিতেই হবে—এবং ডানকানের কাছেও।

নিশ্বাস ফুরিয়ে আসায়, আবারও পানির ওপরে যাওয়ার জন্য এগোল ডানকান। একটু পরেই হ্রদের পানিতে ভুস করে জেগে উঠল ওর মাথা, খুলির সাথে চুল লেপ্টে আছে।

কিন্তু সত্যি কথাটা ডানকানও জানে।

ওর চেহারা হচ্ছে একজন পরাজিত মানুষের মুখোশ।

জ্যাডাও তখন মনে মনে ভাবছিল... আমার চেহারাও আলাদা কিছু না!

এত দূর আসার পর, এত কষ্ট সওয়ার পর...

নিজের মাথাটিকে সবেগে দুই পাশে নাড়ল জ্যাডা। সবচেয়ে খারাপ খবর, এই ধ্বংসাবশেষটি সম্মুখে আগত কেয়ামত থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো সমাধান দিতে পারছে না।

হাতের বুড়ো আঙুলটি নিচের দিকে তাক করল ডানকান। "এটি আমার থেকে প্রায় পাঁচ মিটার গভীরে। চেষ্টা করে দেখি এটিকে টেনে উপরে তুলতে পারি কি-না। একবারে পারব না, একটু একটু করে চেষ্টা করতে হবে।"

জ্যাডা বুঝল, কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইছে এই লোক। যাতে পরাজিত ভাব ভুলে থাকা যায়।

"আমি তাহলে সিগমা কমান্ডকে জানিয়ে রাখি," মংক বলল। হাতে স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে দূরে সরে গেল, যাতে পেইন্টারের সাথে ওর উত্তপ্ত কথাবার্তা এদের কানে না যায়।

ওদের হতাশা বুঝতে পেরে, চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল সাঞ্জা এবং খাইডু।

স্ক্রিনের পর্দায় জ্যাডা দেখল, আবারও ডাইভ দিয়ে দ্রুত স্যাটেলাইটের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ডানকান।

স্পর্শ করবে কী করবে না এই ভাবতে ভাবতে স্যাটেলাইটের দিকে হাত বাড়াল ডানকান। হয়তো ভয় পাচ্ছে এটি এখনও অনেক উত্তপ্ত। শেষ পর্যন্ত স্যাটেলাইটটিকে স্পর্শ করল ডানকান।

কিন্তু ওটায় তার আঙুল ছোঁয়াতেই ল্যাপটপের পর্দায় আঁধার নেমে এল।

মাথা উঁচিয়ে হ্রদের দিকে তাকাল জ্যাডা। পানিতে ভাসমান এন্টেনাকে দেখে অবস্থা তো স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। পানির তলার ছবি তো এখনও পাওয়ার কথা। ব্যাপারখানা কী?

"ডানকান?" রেডিওতে ডাকল ওকে। "আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? সাড়া দাও। আমি ভিডিও সম্প্রচার হারিয়েছি..."

আরও তিরিশ সেকেন্ড অস্বস্তিকরভাবে পার হয়ে গেল। ডানকানের ডাইভ দেয়ার ফলে হ্রদে যে ঢেউ উঠেছিল সেই জায়গাটিও শান্ত। জ্যাডার দুশ্চিন্তা এতে আরেক দফা বাড়ল।

ল্যাপটপের সামনে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মংকের দিকে ফিরল ও।

"কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।"

বিকাল ৫:৩৮

ধ্বংসাবশেষে আঙুল ছোঁয়ানোর সাথে সাথেই, আঙুলের ডগায় পরিচিত একটি শিহরণ অনুভব করল ডানকান। যেন কিছু একটা পেছন দিকে ঠেলে দিতে চাইছে ওকে, এমনকি গভীর পানির চাপ সত্ত্বেও অনুভূত হল এটি। শক্তি বিকিরণ হওয়ার সেই তেল চিটচিটে, কালচে অনুভূতিটিকে চিনতে পারার পর এখানকার উষ্ণ পানিকেও হঠাৎ শীতল বলে মনে হচ্ছে। এটিই রেলিক থেকে বের হওয়া সেই একই এনার্জি।

প্রাচীন ক্রুশটির সাথে ধূমকেতুর সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ থেকেই থাকে, এখন আর সেটি নেই। নিঃসন্দেহে এই দুই বস্তুই একইরকম আজব এনার্জি বিকিরণ করছে।

ডার্ক এনার্জি...

ডানকানের ইচ্ছে হল এক্ষুণি গিয়ে জ্যাডাকে এই কথা বলে আসে। কিন্তু স্যাটেলাইটের বাকিটুকু উদ্ধার না করে সেই কাজ করা যাবে না। এটিকে টেনে উপরে নিয়ে আসতে চাইল ডানকান। কিন্তু নড়ানো গেল না। মনে হচ্ছে নিচের পাথরের সাথে আঠার মতো লেগে আছে এটি। নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রবেশের সময় স্যাটেলাইটের ধাতুর আবরণ গলে গিয়েছিল। তারপর পানির স্পর্শ পেয়ে ঠাণ্ডা হয়, শেষ পর্যন্ত জোড়া লেগে যায় পাথরের সাথে।

হতাশ হয়ে, হাতজোড়াকে স্যাটেলাইটের উপরিতলে বোলাল ডানকান। অনুভব করল এক জায়গার এনার্জি ফিল্ড অন্য জায়গার তুলনায় কিছুটা শক্তিশালী। আঙুলের ডগা দিয়ে আতিপাতি অনুসন্ধানের পর ডানকান দেখতে পেল এর উপরিতলে এক জায়গায় ফাটল ধরেছে। নিশ্চয়ই পাথরের সাথে ঠোকর খেয়ে ইস্পাতের প্লেট মুচড়ে গিয়েছিল।

চিড় ধরিয়ে এই ফাটল হয়তো আরও বড় করা যায়।

ডানকান চাইল আঙুল ব্যবহার করে এই কাজ সারতে, কিন্তু পারল না। বুঝতে পারল এভাবে চেষ্টা করা নিরর্থক। এবং ওর দমও ফুরিয়ে এসেছে। তাই নিজেকে হ্রদের নিচ থেকে ঠেলে দিয়ে উপরে তুলে আনল ও।

পানিতে ভেসে উঠে ভুস করে নিশ্বাস নিতেই, তাকিয়ে দেখল আতংকিত মুখে হ্রদের জলে দাঁড়িয়ে আছে মংক।

"এখানে কী করছ তুমি?" সে চিৎকার করে বলল।

জ্যাডা দাঁড়িয়ে আছে মংকের পেছনে। "আমরা ভেবেছিলাম তোমার খারাপ কিছু একটা হয়েছে! ভিডিও সম্প্রচার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় আর তুমিও পানির তলায় এত সময় যাবত ছিলে যে..."

"আমি ভালো আছি।" তীরের দিকে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বলল। "শুধু কিছু জিনিস লাগবে আমার!"

ভাবল উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে হেঁটে ওর সঙ্গীদের কাছে যাবে কি-না। কিন্তু সেকাজ করতে গিয়ে শুরুতেই হিমশীতল বাতাস এসে লাগল ওর গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গিয়ে আবারও উষ্ণ পানিতে ফেরত গেল ও।

"ছোট শাবলটা দাও তো," সে বলল। "ওটাকে খুলে দেখি, ভেতরে কিছু থাকলেও থাকতে পারে।"

মংক তখনও হাঁটু পর্যন্ত জলে দাঁড়ানো, ইস্পাতের দণ্ডটি জ্যাডা তার দিকেই এগিয়ে দিল আর মংকও সেটিকে পাচার করে দিল ডানকানের হাতে।

"ব্যাপারটা কী?" তার জিজ্ঞাসা। "ওখানে তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিকে থাকার কথা না।"

"আমি ওই ধ্বংসাবশেষ থেকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি বিকিরণ পাচ্ছি। শক্তিশালী কিছু একটা।"

জ্যাডার কপালে ভাঁজ, চেহারায় সন্দিগ্ধ ভাব। "অসম্ভব!"

"আমার ফিঙ্গারটিপস মিথ্যা বলে না। আর আমি মোটামুটি নিশ্চিত এই একই ধরনের এনার্জি ফিল্ডের মুখোমুখি আমি আগেও হয়েছি।"

ভ্রু উঁচিয়ে ওর দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইল ডানকান।

"ওই রেলিক দুটোর মতো?" মেয়েটির চোখ বড় বড়। "ওই খুলি আর বই... ?"

"সেই একই শক্তি বিকিরণ।"

মেয়েটি কয়েক পা সামনে এগিয়ে এল, মনে হচ্ছে ডানকানকে সাথে নিয়ে সেও এক্ষুণি পানিতে নামবে। "তুমি কি স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ এখান পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবে?"

"পুরোটা পারবো না। এর বেশির ভাগই গলে গিয়ে পাথরের সাথে জোড়া লেগে গিয়েছে। কিন্তু মনে হয় এটাকে ভেঙ্গে আমি এর ভেতরের কিছু জিনিসপাতি সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারবো।"

"তাহলে সেটাই কর," সে বলল।

যাওয়ার আগে পা ঠুকে ওকে স্যালুট জানালো ডানকান, তারপর ডাইভ দিল পানিতে।

বিকাল ৫:৪২

দিগন্তে সূর্য ডুবু ডুবু, কিন্তু পশ্চিমাকাশে তখনও আলোর আভা। জ্যাডার চোখ রাখা আছে ল্যাপটপের মনিটরে। ডানকান ফিরে আসার পর কী কারণে যেন ভিডিও আবার ঠিক হয়ে গিয়েছে। তাই পর্দায় পানির তলার জগৎ আবারও ফুটে উঠেছে।

"ডানকান, তুমি কী আমাকে শুনতে পাচ্ছ?" রেডিওতে জিজ্ঞেস করল, সংযোগ ঠিক আছে কি-না বুঝে নিতে চাচ্ছে।

ওর উদ্দেশ্যে একটা থাম্বস আপ দিয়ে ডানকান বুঝিয়ে দিল সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে।

যতই গভীরে গেল, পর্দার ছবিও ততই অস্পষ্ট হতে লাগল।

স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষই কী এর কারণ?

ডানকানকে বুদ্ধি দিল সাবধানে এগোনোর জন্য, "আমার মনে হয় স্যাটেলাইটের এনার্জি ফিল্ডের কারণে ছবি ঝাপসা আসছে।"

ওর পাশে শরীরে ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মংকের দেহ ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছিল। "ওকে বল এটা যেন স্পর্শ না করে। ওর দেহ মাটির সাথে লাগোয়া না, এটি কন্ডুইটের (ইলেক্ট্রিকের তার যাওয়ার টিউব) মতো কাজ করতে

পারে এবং ওর সাথে থাকা জিনিসপাতির কাজও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

মংকের কথায় যুক্তি আছে।

"পিছিয়ে আসো, ডানকান, তুমি যা দেখছ তা আমাদের দেখতে দাও। আমাকে দেখাও কোন জায়গাটায় তুমি সবচেয়ে বেশি এনার্জি অনুভব করছ আর কোন জায়গায় তুমি শাবলটাকে ব্যবহার করতে চাও। আমরা চাচ্ছি না এমন কিছুতে ক্ষয়ক্ষতি হোক, যেটা পরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে।"

ওর কথা শুনতে পেয়ে স্যাটেলাইটের এক পাশে অবস্থান নিল ডানকান। তারপর শাবলের অগ্রভাগ ওটার এক প্রান্তে তাক করল।

"মনে হচ্ছে ওই জায়গাটাই মেইন ইলেক্ট্রনিকস মডিউল," সে রেডিও মারফত বলল। "আর তুমি থার্মাল রেডিয়েশন ডোরের দিকে সেটিকে তাক করে রেখেছ। যদি তুমি ওটাকে খুলতে পারো, আমি এখান থেকে তোমাকে পরবর্তী নির্দেশ দিতে পারবো।"

শাবলটিকে দরজার সেই ফাটলের মধ্যে গলিয়ে দিল ডানকান।

"সাবধান..."

নিজের দুই পা পাথুরে জমিতে বসাল ডানকান। দুটো পা রাখা আছে স্যাটেলাইটের দুই দিকে, এরপর শাবলটিকে ভেতরে ঢুকিয়ে সেটিকে উঁচিয়ে আনার চেষ্টা করল ও। থার্মাল হ্যাচ প্রথম কয়েক সেকেন্ড নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইল, তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে গেল পানির মাঝে।

বিধ্বস্ত স্যাটেলাইটের ভেতরটা ক্যামেরায় ভালো করে ফুটে উঠতে কিছুটা সময় খরচ হল।

ভেতরটা দেখে আবারও মন খারাপ হল জ্যাডার। ভেতরের সব ইলেকট্রনিক এবং অপটিক্যাল ফাইবার পুড়ে গিয়েছে, বেশির ভাগই গলে গিয়ে পরিণত হয়েছে প্লাস্টিক, সিলিকন এবং ফাইবার অপটিকের স্তূপে।

স্ক্রিনের পর্দায় দেখা গেল, স্যাটেলাইটের ভেতরে এক হাত রাখছে ডানকান। কোনো কিছুর সাথে ছোঁয়া না লাগার ব্যাপারে সতর্ক। একটা বর্গাকৃতি বস্তুর দিকে আঙুল তাক করল ও। ইস্পাতের ব্লক, সেই সাথে একপাশে দৃশ্যমান একটি কব্জা। এটিকে দেখে তুলনামূলকভাবে অক্ষত বলেই মনে হচ্ছে। ডানকানের অঙ্গভঙ্গি দেখে এটা পরিষ্কার, কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে ও।

"নিশ্চয়ই এখানটাতেই এনার্জি সবচেয়ে শক্তিশালী," মংক বলল, জ্যাডার কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে আছে সে। আর হয়তো মেয়েটির মনের ভাবনাও বুঝতে পারছে।

"ডানকান, ওটা হচ্ছে জাইরোস্কোপিক হাউজিং। দেখো এটাকে অক্ষত অবস্থায় বের করে আনতে পারো কি-না। শুধু মোটা একটা তার দিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে একে। মোচড় দিলেই পুরোটা বের হয়ে আসবে।"

ডানকান ওকে আরেকটা থাম্বস-আপ দিল। তারপর শাবলটিকে রেখে দিল স্যাটেলাইটের একপাশে। এটিকে টেনে বের করে আনার জন্য দুটো হাতের সাহায্যই লাগবে ওর।

আঙুল সেখানটা স্পর্শ করার সাথে সাথে ভিডিও চিত্র আবারও পর্দা থেকে উধাও হয়ে গেল।

একবারের জন্য মংকের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল জ্যাডা, তারপর দুইজনেই স্থির চেয়ে রইল হ্রদের দিকে। ডার্ক এনার্জি সম্পর্কিত জ্যাডার থিওরি যদি সঠিক হয়, তাহলে ডানকান এই মুহূর্তে যেই আগুন নিয়ে খেলছে প্রকৃতপক্ষে সেটিই আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে টিকে থাকার জন্যে জ্বালানি সরবরাহ করছে।

হুঁশিয়ার...

বিকাল ৫:৪৩

নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে ডানকানের। কিন্তু তারপরেও স্যাটেলাইট এবং বিরক্তিকর অনুভূতিটির সাথে লড়াই চালিয়েই যেতে হচ্ছে ওকে। শালার বাইর হস না ক্যান-

এমনিতে সে গালাগালি করার পক্ষপাতি না, কিন্তু গলিত ধাতুর মাঝে আটকে থাকা জাইরোস্কোপিক কেসিং এবং সেই সাথে এনার্জি ফিল্ডের বিরক্তিকর স্পর্শানুভূতি, দুইয়ে মিলে মনে হচ্ছে, একদিকে ও আচার বৈয়াম খুলছে এবং অন্যদিকে ওর হাতের সবকটি আঙুল চুবিয়ে রাখা হয়েছে তরল থিকথিকে ইলেক্ট্রিফায়েড জেলির মধ্যে।

স্যাটেলাইটের পেছনদিকটা খুলার সময় ভেতরের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ইস্পাতের হৃদয় থেকে উঠে আসা দগ্ধ ধাতু বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে আরও দূরে ঠেলে দিতে চাইছে ওকে। জাইরোস্কোপিক কেসিং-এ হাত লাগানোর সময় মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওর হাতটাকে চুবিয়ে ধরেছে আঠালো কাদার মধ্যে। এর এনার্জি ফিল্ড ওকে বাধা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিল, অথবা ওর আঙুলের ডগায় থাকা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র কাছে ব্যাপারটা হয়তো সেই রকমই ঠেকছিল।

অবশেষে, ওর আঙুল যখন এটাকে স্পর্শ করল... সেইসময়কার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ট্রেনিং নেয়ার সময় ওকে একবার বিদ্যুতের শক খেতে হয়েছিল। কিন্তু এটি মোটেও তামা দিয়ে বানানো তারের কামড় নয়। এটি স্পর্শ করা অনেকটা হাত দিয়ে বৈদ্যুতিক ঈল মাছ ধরার মতো। এটি থেকে নির্গত হওয়া এনার্জির স্পর্শানুভূতি একদমই আলাদা জাতের।

এর এনার্জি ফিল্ড থেকে আসা শিহরণের অনুভূতি চুল খাড়া করে দেয়ার মতোন।

অবশেষে, অর্ধ-গলিত তারকে বুনো জানোয়ারের মতো টান দিয়ে এটিকে বের করে আনতে সক্ষম হল ডানকান। বের করে এনেই সঙ্গে সঙ্গে পানির ওপরে মাথা ভাসাল ও। এই জিনিসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে ডানকান।

ওপরে পৌঁছেই লোভাতুর ভঙ্গিতে নাক দিয়ে তাজা বাতাস টেনে নিল ডানকান, তারপর রওনা হল হ্রদের কিনারার দিকে। জাইরোস্কোপিক কেসিংটাকে একটা বাস্কেটবলের মতো হাতের তালুতে ধরে আছে ও। এবং এই বলটি এমনই এক বস্তু যেটি পাশের জনের কাছে ঠেলে দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে ও।

বিকাল ৫:৪৭

হ্রদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ডানকানের জন্য হাতে কম্বল নিয়ে অপেক্ষা করছে জ্যাডা। কিনারায় পৌঁছেই জল থেকে উঠে দাঁড়াল ডানকান, ফোঁটায় ফোঁটায় পানি গড়িয়ে পড়ছিল ওর শরীর বেয়ে।

মাথায় লাগানো বাতি নিভিয়ে দিল ডানকান। নিভিয়ে দিতেই চারিদিকে নেমে এল ছায়া ছায়া ভাব। ল্যাপটপের দিকে সব মনোযোগ দিয়ে রাখায় আঁধার ঘনিয়ে আসার ব্যাপারটা জ্যাডার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। এতো উঁচুতে রাত নেমে আসতে বেশিক্ষণ সময় নেয় না, ঝপ করে নেমে আসে সেটি।

ডানকান জ্যাডার কাছাকাছি হতেই ইস্পাতের কিউবটার বিনিময়ে ওর হাতে কম্বল ধরিয়ে দিল মেয়েটি।

"এটার এত গুরুত্ব কেন?" ঠাণ্ডায় দাঁত কিড়মিড় করতে করতে প্রশ্ন করল ডানকান।

"আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।"

বোল্ডারে রাখা ল্যাপটপের দিকে সরে এসে জ্যাডা বলল, "এই জিনিসটি যদি ওই দুটো রেলিকের মতো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি বিকিরণ করে, তাহলে এটা অবশ্যই ওই ধূমকেতুর করোনার (জ্যোতির্বলয়) সাথে ডার্ক এনার্জির মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত। যদি আমি একে আমার ল্যাব পর্যন্ত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাই, আমি হয়তো এই প্রশ্নের আরও ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারব।"

মংকের দিকে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও।

"তোমার কথার সূত্র হিসেবে..." মংক বলল। "ক্যাটকে ফোন দিয়ে বলছি সে যেন আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।"

জ্যাডার সাথে কথা বলার মাঝেই মংকের হাতে উঠে এসেছে স্যাটেলাইট ফোন। "আমাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব লস এঞ্জেলসের স্পেস এন্ড মিসাইল সিস্টেম সেন্টারের ল্যাবরেটরিতে পৌঁছাতে হবে। পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করার মতো সবকিছু রাখা আছে ওখানে। সেইসাথে আছে টেকনিশিয়ান এবং ইঞ্জিনিয়ারেরাও। আমার কাজের পদ্ধতির সাথে পরিচিত ওরা। এই সমস্যার যদি সত্যিই কোনো সমাধান থাকে, ওখানে বসেই সেটা পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমার।"

মংকের কপালে ভাঁজ, যেন জ্যাডার সাথে একমত হতে পারছে না, কিন্তু আসল কারণ সেটা নয়। "কোনো সিগন্যাল পাচ্ছি না..."

"মনে হয় এটা থেকে শক্তি বিকিরণ হওয়ার কারণে সিগন্যাল পাচ্ছে না," সশব্দে মনের ভাব প্রকাশ করল জ্যাডা। আঙুল তাক করে রাখা পাশের জাইরোস্কোপিক কেসিং-এর দিকে। "আরও দূরে গিয়ে ট্রাই কর। আর বিমানে যাওয়ার সময়, এটার শক্তি বিকিরণ কিভাবে থামাবো সেটাও আমাকে এবার ভেবে ভেবে বের করতে হবে।"

শুকনো জামা পরে ওর পাশে এসে দাঁড়াল ডানকান। "এই জিনিস ওখান থেকে বের করে আনার পর ধ্বংসাবশেষের বাকিটুকুর ওপরে হাত বুলিয়েছিলাম আমি। কিন্তু ওখান থেকে শক্তি বিকিরণের আর কোনো চিহ্ন অনুভব করিনি। আমার মনে হয় পুরো শক্তি শুধু এটার থেকে বিকিরিত হচ্ছে।"

“এমনটাই হওয়ার কথা।”

“কেন?”

“এটা হচ্ছে ‘আই অফ গড’ এর হৃৎপিণ্ড...সত্যি বলতে এটাই ‘আই অফ গড’।”

ওর মনোযোগ আবারও জাইরো কেসিং-এর দিকে ফিরিয়ে আনল জ্যাডা। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতেই ছোট একটা হুড়কো খুঁজে পেল ও। তারপর খুব সাবধানে এটিকে খুলে ভেতরে যা আছে সেটিকে বের করে আনল।

ততক্ষণে ওর কাছাকাছি ঝুঁকে এসেছে ডানকান।

জাইরো কেসিং-এর ভেতরে রাখা আছে একটি স্ফটিকের গোলক, আকারে এটি ক্রিকেট বলের চেয়ে সামান্য বড় হবে। যদিও এর দিকে তাকিয়ে কেউ বুঝতে পারবে না, কিন্তু এই গোলকটি প্রায় নিখুঁতভাবে গোল। ত্রুটির পরিমাণ মাত্র ৪০টি পরমাণু।

“এটাই হচ্ছে সেই জাইরোস্কোপ যেটা স্যাটেলাইটের অভ্যন্তরে সবসময় ঘুরতে থাকে,” মেয়েটি ব্যাখ্যা করল। “গবেষণার সময় আমরা একে পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালের বক্রতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করতাম।”

“কিন্তু এটি এখনও এনার্জিতে পরিপূর্ণ কেন?”

“নিশ্চিতভাবে বলার জন্য আমাকে শুয়ে শুয়ে টেস্ট করতে হবে। তবে আমি ব্যাপারটা অনুমান করতে পারি। কক্ষপথের চারপাশে ঘুরে ঘুরে স্থান-কালের বক্রতা পরিমাপ করার সময়, স্থান-কালের জগতের কুঞ্চন এটার নজরে আসে। আমার ধারণা... কুঞ্চন সৃষ্টির জন্য যেই ডার্ক এনার্জির প্রবাহ দায়ী, সেই প্রবাহই তখন এই গোলকের চক্ষুর মাঝে পতিত হয় এবং এই গোলকটিও তখন সেই ঘটনার একমাত্র সাক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়।”

“এই স্ফটিকের গোলক?”

“এবং এটি তখন রূপান্তরিত হয় সত্যিকারের ‘আই অফ গডে’ (ঈশ্বরের চক্ষু)।”

“কিন্তু এই জিনিস আমাদের কী কাজে লাগবে?”

“যদি আমরা–”

শিস দেয়ার মতো অদ্ভুত একটা শব্দ আসায় ওদের মনোযোগ অন্যদিকে সরে গেল...তারপরেই টক করে একটা আওয়াজ, যেন কিছু একটা মাংসের মধ্যে আঘাত হেনেছে।

ওরা দুইজনই অবাক হয়ে দেখল হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়েছে খাইডু, পাথরের গায়ে ঠেকিয়ে রেখেছে ওর দেহ।

দুই হাত দিয়ে শক্ত করে পেটের নাভির দিকটাকে ধরে রেখেছে মেয়েটি।

ইস্পাতের তীরের একটি তীক্ষ্ণ ডগা মুখ বের করে আছে সেদিক দিয়ে।

অধ্যায় ২২

১৯ শে নভেম্বর, বিকাল ৫:৫৫ ইউএলএটি
উলান বাতোর, মঙ্গোলিয়া

ভিগোরের ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড অবিরাম ধুকপুক ধুকপুক করছে। চোখজোড়ায় ব্যথা নিয়ে হোটেল স্যুটের কনফারেন্স টেবিলের চারপাশে অনবরত পায়চারি করছেন তিনি। প্রায় এক ঘণ্টা আগে, গ্রের রেলিকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার সংবাদে তিনি বিজয়ানন্দ অনুভব করছিলেন। কিন্তু এখন আটশ বছরের পুরানো রহস্যের সমাধানে অক্ষমতার জন্য সেই আনন্দ মুছে গিয়ে সেখানে ভর করেছে হতাশা।

সবার মনোযোগ টেবিলের মাঝখানে নিবদ্ধ। সেখানে শায়িত আছে মানুষের হাড় এবং তামাটে চামড়া দিয়ে তৈরি ভীতিকর একটি জাহাজ।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে নিয়ে পাক্কা এক ঘণ্টা সময় এর পেছনে ব্যয় করেছেন ভিগোর। এখনও এর পাশের মরিচাপড়া রুপালি বাক্স থেকে আসা গন্ধ তার নাকে এসে আঘাত করছে। মৃত বন্ধুটির স্মৃতি তিক্তভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে তাকে।

এই আর্টিফ্যাক্টের রহস্য উন্মোচনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিল জসিপ। এবং কতদূর পর্যন্ত সেই রহস্য সমাধান করেছিল ও?

এক ঘণ্টা ভালো করে পর্যবেক্ষণের পরেও, শুধু এর কারিগরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া আর কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে পারলেন না ভিগোর। জাহাজের উপরিতলে চিত্রাংকন করার জন্য এর খোলসে ব্যবহৃত পাজরের হাড়কে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা হয়েছিল। উপরিতলে দুর্বোধ্য আকৃতির সব ঢেউ অংকন করা হয়েছে। সেই সাথে আছে অসংখ্য মাছ, পাখি, এমনকি সীল পর্যন্ত। সীল মাছ এখানে আনন্দোচ্ছল ভঙ্গিতে ফুর্তি করছে, কোনো কোনোটি উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পানিতে ঝাঁপও দিচ্ছে। পালগুলোকে মানুষের কোঁকড়ানো চুল দিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে। সং রাজবংশের আমলের ঐতিহ্যবাহী চীনা নৌকার আদলে তৈরি করা হয়েছে এটিকে। উল্লেখ্য, সং রাজবংশের রাজত্বকাল চেঙ্গিসের শাসন কালের সাথে মিলে যায়।

কিন্তু এসবের মানে কী? এই সূত্র কী আদৌ ওদেরকে কোনো পথ দেখাবে? এই রহস্যের সমাধানের জন্য, তার হাতের কাছেই একটি ল্যাপটপ রাখা আছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যত ওয়েবসাইট আছে সব সাইটেই ঢুঁ মেরেছেন তিনি। কিন্তু

কিছুতেই কিছু জানা যায়নি। একটার পর একটা কানা গলিতে গিয়ে মাথা ঠুকে ফিরে আসতে হয়েছে।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে সবাই এই রহস্যের সমাধান জানতে চাইছে তার কাছ থেকে। কিন্তু এর সমাধান হয়তো উনার সাধ্যের বাইরে। ভিগোর অসহায় বোধ করলেন, মনে মনে ভাবলেন জসিপকে যদি একবার কাছে পাওয়া যেত। পাগল বন্ধুটির পাগলামোভরা প্রতিভা এখনই যে সবচে বেশি প্রয়োজন ছিল।

সেইশানের পাশ থেকে গ্রে বলে উঠল। "যেহেতু এটি একটা চীনা জাহাজ, নিশ্চয়ই চীনের কোনো একটা জায়গার দিকে মুখ করে আছে এটি।"

"সেটা নাও হতে পারে। চেঙ্গিস খান যেসব জায়গা দখল করেছিলেন, সেখানকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন তিনি। এসব স্থান থেকে যা যা পেয়েছিলেন তার সবকিছুই তিনি বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়েছিলেন। চাইনিজ গানপাউডার থেকে শুরু করে কম্পাস, অ্যাবাকাস কিছুই বাদ যায়নি। তিনি অবশ্যই নৌকা বানানোর এমন কৌশলের উপযুক্ত মূল্যায়ন করতেন।"

"এটা স্রেফ একটা মাছ ধরা নৌকা," গ্রে বলল, অলংকরণের ডিটেইলসের দিকে তার ইঙ্গিত। "নৌকাটি সম্ভবত আমাদের ইঙ্গিতে বুঝাতে চাচ্ছে যে, প্রশান্ত মহাসাগর অথবা পীত সাগরের কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে আছে ক্রুশটি।"

"আমি একমত। এবং সেই সাগরের উপকূল সম্ভবত চেঙ্গিসের সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের শেষপ্রান্তকে চিহ্নিত করছে।"

জসিপের আগের বলা কথা তার মাথায় বেজে উঠল।

আমার বিশ্বাস চেঙ্গিস তার ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন যেন পুরো দুনিয়াকে তার সমাধিতে পরিণত করা হয়। তার আধ্যাত্মিক সীমানা যাতে ছড়িয়ে যায় মঙ্গোল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

তার বন্ধু সঠিক ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে হাঙ্গেরিতে সমাহিত করা হয় চেঙ্গিসকে, যেটি তার ছেলের সাম্রাজ্যের পশ্চিমদিকের শেষপ্রান্তকে চিহ্নিত করছে। তারপর ওই হাড়নির্মিত নৌকাটি লুক্কায়িত ছিল অ্যারাল সাগরে, চিহ্নিত করছে চেঙ্গিসের নিজের দখলকৃত এলাকার সর্বাপেক্ষা পশ্চিমদিককে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়, পরের স্পট হবে সর্বাপেক্ষা পূর্বদিক।

এখানে শুধু একটা সমস্যা আছে এবং উচ্চস্বরে সেটার কথা জানান দিলেন ভিগোর। "যদি আমাদের ধারণা ঠিকও হয়, আমাদেরকে প্রায় এক হাজার মাইলব্যাপী উপকূলীয় এলাকা চষে ফেলতে হবে। কোথা থেকে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করব আমরা?"

টেবিলের ওপর প্রান্ত থেকে র‍্যাচেল বলল। "মাথা পরিষ্কার করে একটু তাজা হয়ে নেয়ার জন্য আমাদের হয়তো এবার একটা বিরতি নেয়া উচিত।"

"আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই," ওর কথায় রেগে গিয়ে ভিগোর বললেন, কিন্তু সাথে সাথে এই ভঙ্গিতে কথা বলার জন্য ওর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ভাতিঝির কাছে ক্ষমা চাইলেন তিনি।

কিছু একটা ভিগোরকে জ্বালিয়েই মারছে এবং একদণ্ডও সুস্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। আর তাছাড়া, দেহের প্রতিটি নড়াচড়ায় পেটের ওখানটায় সেলাইয়ের জায়গার ব্যথাটা ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করাকে করে তুলছে কঠিন থেকে কঠিনতর।

হয়তো র‍্যাচেলের কথাই ঠিক। ছোট্ট একটা বিশ্রাম নিলে খারাপ হয় না।

গ্রের ভ্রু কোঁচকানো। "ওরা তার মাথা হাঙ্গেরিতে কবর দিয়েছে। আর আমার ধারণা, যেহেতু নৌকাটি পাজরের হাড় এবং মেরুদণ্ডের কশেরুকা দিয়ে তৈরি... তার দেহের বুকের দিকটাকে তুলে ধরছে এটি।"

"অথবা খুব সম্ভবত তার হৃৎপিণ্ড," ভিগোর শুধরে দিলেন, একথা বলতেই সেই খ্যাচখ্যাচে ব্যথাটি আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

"মাথা এবং হৃৎপিণ্ড," কোয়াওস্কি অস্ফুট স্বরে বলল। পার্শ্ববর্তী সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে আছে সে, এক হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে নিজের চোখদুটোকে। "আন্দাজ করি এখন আমাদেরকে এই লোকের পা খুঁজে বের করতে হবে।"

ভিগোর কাঁধ ঝাঁকালেন। আশ্চর্য হলেও ওর কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে।

মাথা, হৃৎপিণ্ড, পা।

জসিপের কথা আরও একবার উচ্চারিত হল।

ওর আধ্যাত্মিক সীমানা ছড়িয়ে দাও মঙ্গোল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

চেয়ারে বসে বসে দুলতে থাকা ভিগোরের দুলুনি এত দ্রুত থামল যে পাশের খালি চেয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজেকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হল উনাকে। তিনি আকস্মিকভাবে বুঝতে পারলেন জসিপের বলা কথাগুলো আরও মনোযোগ দিয়ে শুনা উচিত ছিল তার।

"ইউ স্মার্ট, ক্রেজি ম্যান," তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন। "আমি কী বোকামিই না করছিলাম।"

মারা যাওয়ার সময় জসিপের চেহারায় যে প্রবল আক্ষেপ ফুটে উঠেছিল এতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। অসময়ে মারা যাওয়ার বেদনা তো ছিলই। কিন্তু তারচেয়েও বড় আক্ষেপ, তিনি জানতেন এই রহস্য সমাধানে ভিগোরের জ্ঞান মোটেও পর্যাপ্ত নয়।

"সে এই রহস্যের সমাধান করেছিল!" ভিগোর ব্যাখ্যা করলেন।

"কি বলতে চাচ্ছ?" র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল। "তুমি কী ফাদার জসিপের কথা বলছ?"

বুকের যেখানটায় হৃৎপিণ্ড আছে সেখানে ভিগোর তার হাত রাখলেন, অনুভব করছেন এর ধুকপুকানি। মারা যাওয়ার সময় জসিপও ওর হাতটিকে নিজের রক্তাক্ত বুকে ধরেছিল... স্রেফ বিদায় বলার জন্যই না, বরং মৃত্যুর আগেই একটা ক্লু রেখে যেতে চেয়েছিল সে।

"মাথা, হৃৎপিণ্ড, পা," একই কথা আবারও বললেন ভিগোর, নিজের বুকে চাপড় দিয়ে সুরধ্বনি সৃষ্টি করলেন।

"আমরা এতক্ষণ এর দিকে ভুল দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম।"

অলস ভঙ্গি থেকে নড়েচড়ে বসল র‍্যাচেল। "মানে?"

"ওই খুলিটি তার ছেলের সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে, চিহ্নিত করছে চেঙ্গিসের মৃত্যুর পরের ভবিষ্যৎ মঙ্গোল সাম্রাজ্যকে। ওই হৃৎপিণ্ড চেঙ্গিসের নিজের সময়কার সাম্রাজ্যকে তুলে ধরছে, অর্থাৎ তার বর্তমান। আমাদের এখন এমন একটি স্পট খুঁজতে হবে যেখানে চেঙ্গিস প্রথম নিজের পা রাখেন, যেটা প্রতীকীরূপে তার অতীতকে প্রকাশ করছে।"

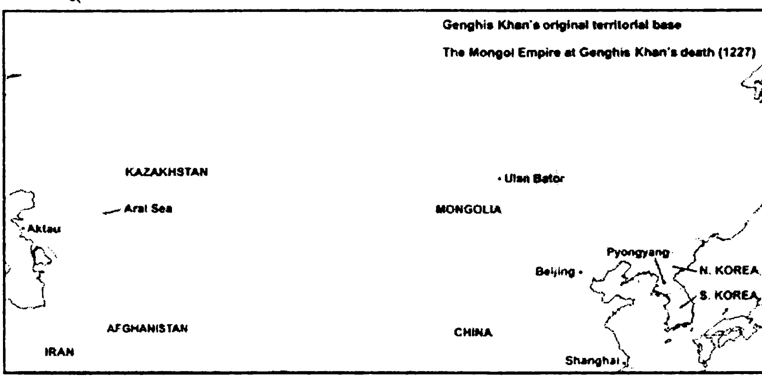
"মাথা, হৃৎপিণ্ড, পা," গ্রে বলল। "অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ!"

ভিগোর সায় দিলেন, খোলা ল্যাপটপের সামনের চেয়ারে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে বললেন। "চেঙ্গিস চায়নি তার ছেলে তার দেহকে ভৌগোলিকভাবে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে দিক। তিনি চেয়েছিলেন তার দেহ যেন অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।"

হাত বাড়িয়ে চাচাকে জাপ্টে ধরল র‍্যাচেল। "ব্রিলিয়ান্ট।"

"এখনই এই নামে ডেকো না।" তিনি কী বোর্ডে টোকা দিলেন। "এই মুহূর্তে আমার নিজেকে আরও বোকা বোকা লাগছে, কারণ মারা যাওয়ার আগে জসিপ আমাকে আভাসে এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আর এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এখন আবিষ্কার করতে হবে, এর পর অনুসন্ধানের জন্য কোথায় গিয়ে আমাদেরকে হানা দিতে হবে।"

"তুমি সেটা ঠিকই বের করে ফেলবে।"



একটা মানচিত্র এনে হাজির করলেন ভিগোর। সেখানে চেঙ্গিস খানের আমলের মঙ্গোল সাম্রাজ্য কতটুকু বিস্তৃত ছিল সেটিকে দেখানো হয়েছে।

"চেঙ্গিসের সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল," তিনি বললেন, "কিন্তু উত্তর মঙ্গোলিয়ার ওখানটায় ডিম্বাকার আকৃতির কালচে জায়গাটিই হচ্ছে খান সাহেবের মূল আঞ্চলিক ঘাঁটি।"

তিনি স্ক্রিনের পর্দায় দেখানো জায়গায় টোকা দিলেন।

গ্রে সেদিকে তাকিয়ে বলল। "তারপরেও এটা চষে ফেলার জন্য অনেক বড় একটা এলাকা।"

"এবং এটি সম্পূর্ণভাবে স্থলবেষ্টিত," ভিগোর যোগ করল। "তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, তার মূল আঞ্চলিক ঘাঁটি পীত সাগর অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যায়নি।"

সবাই জাহাজের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইল, আর ভিগোর তার চেহারা ডুবিয়ে রাখলেন ল্যাপটপের মনিটরে। এই এলাকার তথ্য সংবলিত আরও জিনিস সামনে নিয়ে আসছেন।

"কেন একটা নৌকাকে ক্লু হিসেবে ব্যবহার করতে হল?" গ্রে জিজ্ঞেস করল, তার ইঙ্গিত রেলিকটির দিকে।

কম্পিউটারের জুম অপশনে গিয়ে মানচিত্রকে বড় করে তুলে ধরলেন ভিগোর। তারপর উত্তর কোণের বিশাল জলমগ্ন একটি অংশের দিকে নিজের আঙুল তাক করলেন।

"এটার কারণে," তিনি ব্যাখ্যা করলেন। "বৈকাল হ্রদ।"

"ওই নির্দিষ্ট হ্রদটার ওপর এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কেন?" আধখাওয়া চাঁদের মতো আকৃতির জলাধারটির দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গ্রে বলল। "এর ব্যাপারে তোমার কী কিছু জানা আছে?"

"এখন আমি যেই পেজের দিকে চেয়ে আছি শুধু সেটুকুই জানি," ভিগোর সংক্ষেপে উঁচু গলায় বলতে শুরু করল। "এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে প্রাচীন এবং গভীরতম হ্রদ। এতে সংরক্ষিত আছে সমগ্র দুনিয়ার স্বাদু পানির বিশ শতাংশ। প্রাচীন মঙ্গোল জাতির মানুষদের কাছে এটি ছিল মাছ শিকারের প্রধান উৎস... এবং এখনও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এই হ্রদ।"

আরও কাছাকাছি হয়ে খোদাই করা অলংকরণের দিকে তাকাল গ্রে। "তাহলে এখন বুঝা গেল জাহাজের খোলসে কেন মৎস্য খোদাই করা হয়েছে, কিন্তু মনের আনন্দে খেলে বেড়ানো এই প্রাণীগুলো-?"

"সীল মাছ?" ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি নিয়ে ভিগোর জিজ্ঞেস করলেন। চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে সবাইকে ল্যাপটপের ছবিটি দেখার সুযোগ করে দিলেন তিনি। পাথরের ওপর বসে আছে কালো রঙ-এর মসৃণ চামড়াওয়ালা একটি প্রাণী। "আপনাদের সবাইকে নার্পার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। দুনিয়ার একমাত্র স্বাদু পানির সীল মাছের প্রজাতি এবং–"

"আমাকে আন্দাজ করতে দিন," গ্রে তাকে এইবার থামিয়ে দিয়ে বলল। "এদেরকে শুধু বৈকাল হ্রদেই দেখতে পাওয়া যায়।"

ভিগোরের মুখের হাসি আরও চওড়া হল।

গ্রের স্যাটেলাইট ফোন বাজছে। ফোনের স্ক্রিনের দিকে এক পলক দৃষ্টি ফেলল সে। "সিগমা কমান্ড থেকে ফোন এসেছে।" ফোন নিয়ে আড়ালে চলে যাওয়ার সময় ভিগোরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল। "হ্রদটার ব্যাপার যতটুকু পারা যায় জানার চেষ্টা কর।"

"ইতোমধ্যে সেই কাজে লেগে গিয়েছি।"

কাজ থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য জসিপের উদ্দেশ্যে স্বর্গপানে চেয়ে রইলেন ভিগোর।

ধন্যবাদ তোমায়, বন্ধু আমার।

সন্ধ্যা ৬:১৮

"তুমি মংকের কাছ থেকে কিছুই শুনতে পাওনি?" পেইন্টার ফোনে জিজ্ঞেস করলেন।

"একটা কথাও না।" গোপনে কথা বলার জন্য বেডরুমের শেষপ্রান্তে চলে এসেছে গ্রে, তবে বৈকাল হ্রদের ব্যাপারে ভিগোরের অনুসন্ধানকে বাধাগ্রস্ত করতে না চাওয়াও আড়ালে যাওয়ার আরেকটা কারণ।

"আমি ওর সাথে যোগাযোগের জন্য গত দশ মিনিট যাবত চেষ্টা করে যাচ্ছি," পেইন্টার বললেন। "কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ওদের

থেকে পাওয়া সর্বেশষ আপডেট ছিল ওর দল ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহাড়ি পথে রওনা দিয়েছে।"

"এখন তো ওখানে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে," গ্রে সমাধান বাতলে দিল। "হয়তো ওরা ক্যাম্প বসানোয় ব্যস্ত।"

পেইন্টার ক্লান্ত ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ভেবেছিলাম ওরা রাতে শুয়ে পড়ার আগেই ডক্টর শ-এর সাথে একটা ব্যাপার নিয়ে শলাপরামর্শ করব।"

"কী ব্যাপারে?"

"মাত্র এসএমসির টেকনিশিয়ানদের করা চূড়ান্ত হিসাব হাতে পেলাম। তোমাকে সেই পদার্থবিদের কথা বলেছিলাম না, যে মহাকর্ষীয় বিচ্যুতির ওপর নজর রাখছে?"

"হ্যাঁ। আর ওই বিচ্যুতি পরিবর্তিত হচ্ছে। মানে এই রকম কিছু একটা বলেছিলেন।"

"সত্যি বলতে, বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওরা নিশ্চিত করেছে, ধূমকেতুর পৃথিবীর কাছাকাছি হওয়ার সাথে সাথে এই ক্ষুদ্র পরিবর্তন সরাসরি অনুপাতে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

"আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে, ওই ধূমকেতু আমাদের এখানে এসে আঘাত হানবে?"

এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ১৯৯৪ সালে, শুমেকার-লিভাই ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের ওপরে আছড়ে পড়েছিল। এবং সম্ভবত আগামী বছরের কোন এক সময়, একটি ধূমকেতু প্রচণ্ড বেগে মঙ্গল গ্রহকে আঘাত করবে।

"না," পেইন্টার বলল, "ওই ধূমকেতু আমাদের কাছাকাছি হয়তো আসবে, কিন্তু আমাদেরকে আঘাত করার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা আশঙ্কামুক্ত। আমরা গত কয়েকদিন যাবত NEO-এর যাত্রাপথ অনুসরণ করছি।।"

"NEO মানে?"

"Near-Earth Objects (পৃথিবীর কাছাকাছি বস্তু)। ধূমকেতুর এনার্জি প্রভাবে পৃথিবীর চারপাশের এলাকা ভালোই নাড়া খেয়েছে। তাই আমরা সতর্ক নজর রাখছি। যেকোনো গ্রহাণু তার অবস্থান পাল্টে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। এনার্জির যাত্রাপথ ইতোমধ্যে মহাজাগতিক বিলিয়ার্ড বোর্ডের বলগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, যার ফলাফল হচ্ছে কিছু সময় আগের উল্কাবৃষ্টি।"

"সেই সাথে এন্টার্কটিকায় যা ঘটল?"

"ঠিক তাই। ঠিক সেই কারণেই আমি ডক্টর শ-এর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। এই মহাকর্ষীয় বিচ্যুতির ব্যাপারে তার জ্ঞান যে কারুর চাইতে বেশি। এসএমসির সবাই একটা ব্যাপারে একমত, যে ওই ধূমকেতু যতই পৃথিবীর কাছাকাছি হবে, এই ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনও ততই বাড়বে। অর্থাৎ তখন ভয়ংকর এক উল্কাবৃষ্টি আমাদের গ্রহে আছড়ে পড়ে মানুষজনের ওপর ভয়াবহবেগে গোলাবর্ষণ করবে। এবং নাসার দেয়া খবর অনুযায়ী, কিছু বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড ওইসব বিচ্যুতির দিকে ইতোমধ্যে সাড়া দিতে শুরু করেছে।"

গ্রের কানে এল ডাইরেক্টরের কণ্ঠে আতংকের সুর বাজছে। "একে থামানোর জন্য কি আমাদের কিছু করার নেই?"

"এসএমসি ওই পদার্থবিদের বিশ্বাস, এই প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তর দিতে পারবেন ডক্টর শ। সেই সাথে উনি আরও বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর কাছাকাছি হওয়ার সাথে সাথে এই বিচ্যুতির বড় থেকে বড় হওয়ার নিশ্চয়ই কোন না কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। তার ধারণা, আমাদের গ্রহে এমন কোনো বস্তু আছে, যার প্রতি ধূমকেতুর এনার্জি সাড়া দিচ্ছে।"

"জ্যাডারও একই ধারণা," গ্রে স্বীকার করল, মনে মনে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল যে, এই চুরি যাওয়া রেলিকগুলো খুঁজে আনার ব্যাপারে রাজি হয়েছিল সে।

"জ্যাডা মনে করে ওই প্রাচীন ক্রুশটি খোদাই করা হয়েছে ধূমকেতুর পতিত অংশ থেকে। তার আরও ধারণা, এটি হয়তো এখনও কিছুটা ডার্ক এনার্জি ধরে রেখেছে। এবং এই দুইটি বস্তু—এই ক্রুশ আর ওই ধূমকেতু-এরা হয়তো একে অপরের সাথে কোয়ান্টামগত দিক দিয়ে সম্পর্কিত।"

"তাহলে আমাদেরকে ওই আর্টিফ্যাক্ট খুঁজে বের করতেই হবে।"

গ্রে তাকে ছোট একটি ভালো খবর দিল। "আমরা হয়তো এইবার সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি। ভিগোর এখনও এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সাবধানের মার নেই, হাতে সময়ও কম। ক্যাটকে আগেভাগেই বলে রাখুন, আমাদের দল যাতে ওখানে সহজে পৌঁছুতে পারে তার জন্য এখুনি যেন কোনো বাহন-টাহনের ব্যবস্থা করে রাখে।"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে থাকা একটা হ্রদের দিকে, লোকে একে বৈকাল হ্রদ নামে ডাকে। আমরা এখন যেখানে আছি, সেখান থেকে এটা প্রায় তিনশ মাইল উত্তরে।"

"আমরা কাজে লেগে পড়ছি। এই দূরত্ব পাড়ি দিতে তোমাদের অল্প কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়, কিন্তু তোমাকে তারপরেও তাড়াহুড়া করতে হবে। আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা।"

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে ভাবতে ভাবতে, ফোনটি নামিয়ে রাখল গ্রে এবং ফিরে আসল অন্যদের কাছে। ঘরে ঢুকার সময় চোখে এল, ভিগোর আর তার ল্যাপটপের পাশে গিয়ে সবাই জড়ো হয়ে আছে।

"কী ব্যাপার?" সে জিজ্ঞেস করল।

ভিগোর তার দিকে ফিরল। "বৈকাল হ্রদের দিকে যতই তাকাচ্ছি, এটাই সেই জায়গা বলে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হচ্ছে।"

র‍্যাচেল এক গাল হাসি হাসল, উত্তেজনায় চেহারা চক চক করছে। "আমরা এমনকি এটাও জানি বৈকাল হ্রদের কোথায় গিয়ে খুঁজতে হবে।"

"কোথায়?" গ্রে তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য এগিয়ে এল।

"প্রথমত, লোককাহিনীতে বলা হয় যে চেঙ্গিস খানের মা ওই হ্রদের একটা দ্বীপে জন্মেছিলেন।"

"আরেকটা দ্বীপ," গ্রে বলল।

কিন্তু অন্ততপক্ষে এটা শুনে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। প্রথম রেলিকটি পাওয়া গিয়েছিল হাঙ্গেরির ডাইনিদের দ্বীপে, আর দ্বিতীয় রেলিকটি পাওয়া গিয়েছিল অ্যারাল সাগরের একটি দ্বীপের মাটির তলায়।

“একে ডাকা হয় ওলখোন দ্বীপ নামে,” ভিগোর ব্যাখ্যা করলেন। “স্থানীয় এলাকায় গুজব আছে যে চেঙ্গিস খানের জন্ম ওখানেই। এটা সত্যি হওয়ার ভালো সম্ভাবনাও আছে।”

এটা নিয়ে ভাবল গ্রে। যদি চেঙ্গিস খান কোথা থেকে এসেছে সেটা জানা আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মায়ের গর্ভে থাকা চেঙ্গিসকে দিয়ে শুরু করাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত।

ভিগোর বলে চলছেন, “অন্য লোককাহিনীতে দাবি করা হয় যে চেঙ্গিসকে অবশ্যই ওই দ্বীপে কবর দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা এরকম না যে পুরোপুরি মানুষের গুজবের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলছি আমরা। কারণ, ওই একই কথা এশিয়ার আরও অনেক জায়গা সম্বন্ধে বলা যায়। কিন্তু এই বিশেষ লোককাহিনীতে বলা হয়েছে যে, চেঙ্গিসকে একটা মহিমান্বিত অস্ত্রের সাথে সমাধিস্ত করা হয়েছে, এমন একটি অস্ত্র যেটি দুনিয়াকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে।”

এই কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল র‍্যাচেল। “এই লোককাহিনীই হয়তো মঙ্গোলিয়ার সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের উৎস, যেখানে বলা হয়েছে যদি চেঙ্গিসের সমাধি উন্মুক্ত করা হয়, তাহলে দুনিয়ায় কেয়ামত শুরু হবে।”

গ্রে অনুভব করল ওদের উত্তেজনা তার রক্তেও টগবগ করে ফুটছে।

ভিগোর বললেন, “প্রত্নতত্ত্ববিদরা ওই দ্বীপে মঙ্গোল যোদ্ধাদের অনেক অস্ত্র এবং রেলিক খুঁজে পেয়েছে। ওখানে এমনকি ঐতিহাসিক দলিলও আছে যে চেঙ্গিসের আমলের মঙ্গোল যোদ্ধারা এই দ্বীপে এসেছিল। যদিও ওরা ঠিক কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে ওখানে গিয়েছিল, সেটা কেউ বলতে পারে না।”

“এই দ্বীপ একই সাথে স্বতন্ত্র জাতের শামানিজম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র,” র‍্যাচেল বলল। “স্থানীয় বুরিয়াট উপজাতি, এরা প্রাচীন মঙ্গোলদের বংশধর... ওরা এমন একটা ধর্মের চর্চা করে যা বৌদ্ধধর্ম এবং প্রকৃতিপূজার মিলিতরূপ। ওদের বিশ্বাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক শক্তিমান মহানায়ক তার আত্মা দিয়ে এই দ্বীপকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছেন। শামানরা এখনও সেই শাসকের অনেক পবিত্র স্থান ভক্তিভরে সংরক্ষণ করে। তারা আরও বিশ্বাস করে, সেই জায়গায় কেউ অযাচিতভাবে পা ফেললে দুনিয়াব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ হবে।”

চেঙ্গিসের কাহিনীর মতোই অবস্থা...

“সর্বশেষ,” ভিগোর বললেন, “কিছু কিছু পর্যটক ওখান থেকে ঘুরে এসে এমন কিছু কথা বলেছে যা সেখানে এনার্জির উপস্থিত থাকার সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করছে। এই হচ্ছে অবস্থা।”

র‍্যাচেল মাথা নেড়ে সায় দিল। “হয়তো এই লোকগুলো সেইন্ট থমাসের ক্রুশ থেকে নির্গত হওয়া এনার্জির প্রতি অতিরিক্ত স্পর্শকাতর (হাইপার সেনসেটিভ)। কেউ কেউ এমনও দাবি করে, তারা এমন একটি গুহায় গিয়েছিল যা অন্য দুনিয়ার দরজা খুলে দেয়।”

গ্রের মনে পড়ল ডক্টর শ-এর ডার্ক এনার্জি এবং একাধিক জগৎ থাকার তত্ত্বের কথা। সে অবাক হয়ে আরও চিন্তা করল... অন্য সব জগতেও কি সেইন্ট থমাসের ভবিষ্যদ্বাণী একই রকমভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে?

তাহলে চল ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখে আসা যাক," গ্রে বলল। "আমি ইতোমধ্যে সিগমা কমান্ডের মাধ্যমে আমাদের পরিবহনের সুব্যবস্থা করে ফেলেছি।"

"কিন্তু মংক আর অন্যদের কী হবে?" র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

গ্রে ভ্রু কোঁচকাল। ওদের জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

"আমরা এগোতে থাকবো," গ্রে সিদ্ধান্ত নিল। "যখনই পারি ওদেরকে লেটেস্ট আপডেট জানাবো।"

কিন্তু, একটা ব্যাপার ওকেও খোঁচাচ্ছে।

মংকের দলের হলটা কী?

অধ্যায় : ২৩

১৯ শে নভেম্বর, সন্ধ্যা ৬:২০ ইউএলএটি
খেনতি পর্বতমালা, মঙ্গোলিয়া

দু'পা দুপাশে ছড়িয়ে ঘোড়ায় বসে আছেন বাটু খান। ঘোড়া এবং তিনি দুজনেই ঐতিহ্যবাহী চামড়ার বর্ম দ্বারা পরিহিত। মাথায় মঙ্গোলদের ঐতিহ্যবাহী ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, সেই সাথে মুখে আছে নেকড়ের চামড়ার একটি মুখোশ, যাতে তার চেহারা দেখলে কেউ চিনতে না পারে।

যেহেতু খুনোখুনি শুরু হয়ে গিয়েছে, তাই নিজের পরিচয় গোপন রাখা এখন বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

বাটু খানের কানের কাছাকাছি রাখা ধনুকের ছিলাটি এখনও কাঁপছে, রক্তের দামামা বাজছে সেখানে। পাহাড়ের ধারে দাঁড়ানো মেয়েটির পিঠে তীর বিদ্ধ হতে দেখেছেন তিনি। আঘাতের ধাক্কায় মেয়েটির হাঁটু গেড়ে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি ভীষণ আনন্দ দিয়েছে তাকে। মুখোশের আড়ালে থেকে মুচকি মুচকি হাসি হাসছেন তিনি।

"অসাধারণ শট," আরসালান বলল, বাটু খানের পাশের স্ট্যালিয়ন ঘোড়ায় বসে আছে সে। চামড়ার পোশাক দিয়ে একইভাবে নিজেকে ঢেকে রেখেছে সে। মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে আছে। কিন্তু আরসালানের চেহারার ধ্বংসাত্মক অবস্থা সবাইকে দেখানোর জন্য অনাবৃত হয়ে আছে। ক্ষতস্থানে সেলাই করার ফলে সৃষ্ট দাগ ফুটে আছে সেখানে। সেলাই তার গাল এবং ভ্রুকে আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত করেছে। ক্ষতস্থানটি একই সাথে বিতৃষ্ণাকর এবং ভয়ংকরদর্শন।

"সাঙ্গাকে আমি তোমার জন্য রেখে দিলাম," বাটু খান বলল।

পাহাড়ের ধারে দুটো টার্গেট দাঁড়িয়ে ছিল, সাঙ্গা এবং ওই মেয়ে। কিন্তু তিনি মেয়েটিকে বেছে নিয়েছিলেন। বাটু খান মনে মনে ভাবছেন...মানুষ খুন করা যৌনক্রিয়ার মতোই উত্তেজনাকর। বিদ্ধ করার আনন্দ একই রকম উপভোগ্য। সাঙ্গাকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ তিনি জানেন নিজের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আরসালান পরে চাইবে একে।

পাহাড়ের ধারে এখন আর কেউ নেই, ওদের শিকার সম্ভবত ভয় পেয়ে লুকিয়েছে। কিন্তু এই বিরান ভূমি থেকে এদের পালানোর কোনো জায়গা নেই।

বাটু খান তার ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ঘোড়ায় চড়া ডজনখানেক যোদ্ধার দিকে। জঙ্গলের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঢালে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এই ঢাল ওদেরকে নিয়ে

যাবে পাথরের শেলফ পর্যন্ত। এই লোকগুলো বাটু খানের বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক।

তিনজন পুরুষ আর দুইজন মহিলার বিরুদ্ধে বারোজন যোদ্ধা।

মহিলার সংখ্যা অবশ্য এখন একে নেমে এসেছে।

নীতিগত কারণে সর্বশেষ বেঁচে যাওয়া মেয়েটিকে এখনই প্রাণে মারবেন না তিনি। তার লোকেরা এই মেয়েকে নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করবে, চেঙ্গিস খানের বাহিনী অতীতে যেমনটা করতো। এটা তাদের জন্মগত অধিকার এবং সুপ্রাচীন একটি ঐতিহ্য... আর আজকের রাতের রক্তপাতের পর এটুকু দাবি তো ওরা করতেই পারে।

ওই মেয়েকে মারার সুযোগ পরে আরও অনেক পাওয়া যাবে।

পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে শক্ত লাথি মেরে, তিনি সামনের দিকে চালিত করলেন তার ঘোড়াকে। স্যাডলে বসে আছেন ঘাড় উঁচু করে। জানেন তার চেহারাটিকে এই মুহূর্তে সিনেমায় দেখানো যুদ্ধবাজ সেনাপতির মতো লাগছে। প্রত্যেকের সাথে টুকরো টুকরো কথা বিনিময় করলেন তিনি। ওদেরকে শ্রদ্ধা দেখালেন, শ্রদ্ধা ফিরেও পেলেন। যেকোনো ভালো সেনাপতির মতোই, নিজের সৈনিকদের আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছেন তিনি।

যোগাযোগের পালা শেষ হতেই, আরসালানের পাশে ফিরে গেলেন তিনি। এবং মাথা উঁচিয়ে উচ্চভূমির দিকে ইশারা করলেন। কঠিন বরফের দেয়াল ঘিরে রেখেছে ওই স্থানটিকে, তার শিকার ওখানকার ফাঁদে আটকা। পালানোর একমাত্র পথ হচ্ছে এই জঙ্গলের ঢাল, যেটিতে দাঁড়িয়ে আছেন তারা। এছাড়া ওদের পালানোর আর কোনো উপায় নেই। আর নয়তো মাথা সামনে বাড়িয়ে উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে হবে ওদের। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এই স্থানটি এই মুহূর্তে একটি কসাইখানা। খুন করার সময় তার শিকারের আর্তনাদমাখা চিৎকার ধ্বনি আড়াআড়িভাবে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হবে। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। হয়তো চেঙ্গিস খান নিজের সমাধি থেকে চেয়ে আছেন ওদের দিকে। আগ্রহভরে অপেক্ষা করছেন, কখন শুরু হবে রক্তপাত এবং আতংকের সময়।

বাটু খান চিৎকার দিলেন, এখন আর নিজেদের গোপন রাখার কোনো দরকার নেই।

প্রথম তীর ইতোমধ্যে ছোঁড়া হয়ে গেছে এবং তাতে রক্তও ঝরেছে।

"ইয়াভিয়া!" তিনি গর্জে উঠলেন, মঙ্গোলিয়ান ঐতিহ্য অনুযায়ী এভাবেই যুদ্ধে আহ্বান জানানো হয়। "ইয়াভিয়া!"

সন্ধ্যা ৬:৩৩

নিচ থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গুটিসুটি মেরে সাঞ্জার পাশে শুয়ে আছে ডানকান। জমাটবাঁধা বরফের কাছাকাছি এক গুচ্ছ বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়েছে ওরা।

বোল্ডারের কোণায় গিয়ে লুকালো জ্যাডা। জায়গাটা হ্রদের কিনারার কাছে, এই মুহূর্তে এখানে বিপদের সম্ভাবনা একটু কম। ডানকান তাকে একটা পিস্তল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে

কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়। জ্যাডার পাশে শুয়ে আছে আহত খাইডু। ওর ক্ষতস্থান খুব একটা গুরুতর নয়, তবে দ্রুত চিকিৎসা না পেলে সমস্যা হবে।

মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর, বিপরীত পাশ থেকে দৌড়ে এসে মংকের সাথে যোগ দিল ডানকান এবং সাঞ্জা। তড়িঘড়ি করে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল ওরা। জানে, পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নিচ্ছে। ওই তীর ছোঁড়া হয়েছিল ওদের একজনের রক্ত ঝরিয়ে ওদের সবাইকে আতংকিত করার জন্য। এটি মঙ্গোল যোদ্ধাদের একটা সাধারণ কৌশল।

নিচের থেকে চিৎকার কানে আসতেই ডানকানকে তাড়া দিল সাঞ্জা। এই চিৎকারের মাধ্যমে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। "হিরুর জেসের সাথে বেঁধে দাও এটিকে। ওর নখর থেকে বেরিয়ে আসা চামড়ার টুকরার সাথে।"

ভেজা হেডব্যান্ডটিকে ভালো করে গিঁট দিয়ে পাখিটির পায়ের সাথে বেঁধে দিল ডানকান। ডানকানের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হুড দেয়া বাজপাখিটিকে নিজের দেহের কাছাকাছি রাখল সাঞ্জা।

"এবার ছেড়ে দাও ওকে," ডানকান বলল।

একটানে পাখিটির চোখ ঢেকে রাখা হুডটিকে সরিয়ে দিল সাঞ্জা এবং উড্ডয়নের জন্য কব্জি বাড়িয়ে আকাশে উঠিয়ে দিল পাখিটিকে। উড্ডয়ন শুরুর জোরালো ডানা ঝাপ্টানোর হাত থেকে বাঁচতে নিজের মাথা নিচু করে রাখল ডানকান। ওর চোখ রাখা আছে ল্যাপটপের মনিটরে। মনিটরের পর্দায় দেখা যাচ্ছে, বাজপাখিটি ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠছে, পাখির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাচ্ছে উপর থেকে নিচের জঙ্গল। এই ভিডিও ফিড (সরাসরি সম্প্রচার) আসছে পাখিটির পায়ের হেডব্যান্ডের সাথে লাগানো ক্ষুদ্র ভিডিও ক্যামেরা থেকে। গভীর পানির তুলনায় মাথার ওপরের আকাশে আরও ভালোভাবে কাজ করছে এটি।

বাজপাখিটি উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠছে, ক্যামেরার ইমেজের এলাকার ব্যাপ্তিও বাড়ছে সেই সাথে। ডানকান সর্বোচ্চ চেষ্টা করল নিচের ঘোড়ার সংখ্যা গোণার জন্য। অন্তত এক ডজন হবে। সবাই যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চড়ে বসেছে। লক্ষ করল, সব মানুষ ঘোড়ায় চড়া। মাটিতে পা দিয়ে রেখেছে এমন কোনো মানুষ ওখানে নেই।

মংকের কাছে রেডিও বার্তা পাঠাল ডানকান। আক্রমণকারী বাহিনীকে স্বাগত জানানোর জন্য বোল্ডারের সুরক্ষা ছেড়ে দূরে আশ্রয় নিয়েছে মংক।

"বারোজনের বেশি হবে না," ডানকান রিপোর্ট দিল। "সবাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে আছে। আমি ওদের সাথে তীর-ধনুক, তলোয়ার, আর কয়েকটা অটোমেটিক রাইফেল দেখতে পাচ্ছি।"

"বুঝেছি," মংক ফিরতি বার্তা পাঠাল। "আমার এখানে সবকিছু প্রস্তুত।"

বোল্ডারের ওপরে গলা বাড়িয়ে ডানকান দেখল তার পার্টনার এক হাঁটু ভেঙ্গে পাথরের ধারে নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। চারিদিকে এক্সপ্লোসিভ চার্জ স্থাপন করে সেগুলোকে ডেটোনেটরের সাথে জোড়া লাগাচ্ছে। স্যাটেলাইট সরানো বা উদ্ধার করা না গেলে তখন যাতে একে ধ্বংস করে দেয়া যায় সেই কারণে ওই বিস্ফোরকগুলো আনা হয়েছিল। চাইনিজ অথবা রাশিয়ানরা ওদের গোপন সামরিক প্রযুক্তি নিজের জিম্মায় নিয়ে যাবে, এই ঝুঁকি ওরা নিতে পারে না।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।

ওদের পরিকল্পনা, এখানে লুকিয়ে থেকে ওদের আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করে জ্যাডা এবং খাইডু যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং শত্রুপক্ষ যখনই পাহাড়ের মাঝের সরু জায়গাটিতে এসে উপস্থিত হবে, তখনই বিস্ফোরকটি উড়িয়ে দেবে ওরা। চেষ্টা করবে শত্রুপক্ষের যতজন পারা যায় ততজনকে পরপারে পাঠিয়ে দিতে। অন্যদিকে ওপারের হ্রদে যাওয়ার প্রবেশপথটিও বন্ধ করে দেয়া হবে, যাতে জ্যাডা এবং খাইডু নিরাপদে থাকে।

শত্রুপক্ষের যারা বেঁচে যাবে ওদেরকে সামলানোর ভার পড়বে ডানকান, মংক এবং সাঞ্জার কাঁধে। ওদের দলের অবস্থান এই মুহূর্তে খুব একটা সুবিধাজনক নয়, কিন্তু এছাড়া আর কোনো বিকল্পও তো নেই ওদের হাতে।

আর একাজে সফলতার জন্য লাগবে নিখুঁত সময় জ্ঞান।

ডানকানের নজর স্ক্রিনের পর্দায় রাখা। দেখল, জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একজন মানুষ নেতৃত্ব দিচ্ছে সবাইকে। মানুষটি নিজের চেহারা ঢেকে রেখেছে মুখোশ দিয়ে, মনে হচ্ছে মুখোশটা তৈরি হয়েছে নেকড়ের মাথা দিয়ে। অর্থাৎ নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু এইবার নিজের হাত নোংরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

"এইতো ওরা আসছে," ডানকান ফিসফিস করে বলল।

মাথা নিচু করে রাখল ওরা তিনজন। চাচ্ছে না আক্রমণকারীদের কেউ ওদের দেখে ফেলুক।

স্ক্রিনের পর্দায় ওরা দেখল, এক পাল ঘোড়া এবং ওদের সওয়ারীরা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। একজনের কাঁধে রাইফেল; অন্যদের কাছে তীর ধনুক। কাউকে দেখতে না পেয়ে, পাথরের স্তূপ এবং হ্রদের দিকে আঙুল তাক করল ওদের দলনেতা।

"উরাগশা!" তিনি আদেশ দিলেন, যার সম্ভাব্য অর্থ সামনে আগাও।

খাপ থেকে বাঁকানো একটা তলোয়ার বের করলেন নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু। এরপর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটলেন হ্রদের দিকে।

ভালোই, ডানকান ভাবল।

যদি ওদের দলনেতাকে মারা যায়, তাহলে বাকি যোদ্ধারা কী করবে বুঝতে না পেরে পালিয়ে যাবে।

মংকের বুড়ো আঙুল রাখা আছে ডেটোনেটরে, চোখজোড়া আটকে রেখেছে স্ক্রিনের পর্দায়। অপেক্ষা করছে ঘোড়সওয়ারেরা কখন পাথুরে ঢাল এবং খাড়া পাহাড়ের কিনারের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় আসবে।

এখনই চেপে দাও, নিঃশব্দে ওকে তাড়া দিল ডানকান।

যেন ওর কথা শুনতে পেল মংক। তক্ষুণি চাপ দিল ডেটোনেটরে।

কিন্তু কিছুই হল না।

বা অন্তত তেমন জোরালো কিছু না।

পটকাবোমার মতো আওয়াজ তুলে একটা ক্যাপ বিস্ফোরিত হল। অন্ধকারে ঝিলিকি দিয়ে উঠেছে। আকস্মিক আওয়াজ চমকে দিয়েছে সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটিকে, কিছুটা সামনে এগিয়ে পাশের ঘোড়াকে দুম করে ধাক্কা দিয়ে বসল সেটি। কিন্তু অন্য ঘোড়াগুলো লাইনের শৃঙ্খলা বজায় রাখল।

"প্রথম চার্জের ক্যাপ মনে হয় খসে গিয়েছিল," নিজের দুর্ভাগ্যকে গাল দিল মংক। "শালার অন্ধকারে কাজ করলে এমনটাই হয়।"

ডেটোনেটরটিকে মুচড়ে দিয়ে পরের চার্জে আনল ও। এবং আবারও চাপ দিল বাটনে। এই বার ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা উচ্চভূমি। পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা বরফ তুষার হয়ে ঝরে পড়ল ওদের গায়ের ওপর।

মংক থামল না। দ্রুত গতিতে, তৃতীয় এবং চতুর্থ বারের মতো ডেটোনেটরে চাপ দিল ও। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ডানকানের দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঘোড়াগুলো পিছু হটে হ্রেষাধ্বনি করল। ওদের সওয়ারিরা স্যাডল থেকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেল।

"লেটস গো!" মংক আদেশ দিল।

লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। বন্দুক বাগিয়ে সেটি দিয়ে বের করল উজ্জ্বল অগ্নিশিখা।

গুলি করতে করতে, ডানকান মনে মনে প্রার্থনা করল জ্যাডা আর খাইডু দুজনেই যেন নিরাপদে থাকে।

সন্ধ্যা ৬:৩৯

জ্যাডা দেখল, হ্রদের দূর পাশ হতে তিনজন ঘোড়সওয়ার দৃষ্টিসীমায় উপস্থিত হয়েছে। সামনের জনের মুখ ঢাকা আছে ভয়ংকরদর্শন একটা নেকড়ের মুখোশ দিয়ে। এক সেকেন্ড আগে গুলির আওয়াজের মতো কিছু একটা কানে এসেছিল ওর।

তারপর একের পর এক বিকট আওয়াজ ঝাঁ ঝাঁ ধরিয়ে দেয় ওর কানে। জ্যাডাকে বাধ্য করে এক হাত দিয়ে চেহারা ঢাকতে। বোল্ডার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়ে সেখানটা ভর্তি হল কালো ধোঁয়া আর গুঁড়ি গুঁড়ি পাথুরে ধুলায়। হ্রদের কিনারা থেকে ছোট ছোট পাথরকণা নিয়মিতভাবে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছিল, হ্রদের পানিতে আছড়ে পড়ে সেগুলো জল ছিটাচ্ছিল বা গ্রানাইট পাথরের শক্ত জমিনের স্পর্শ পেয়ে লাফিয়ে উঠছিল।

জ্যাডার নিশ্বাস আটকে আসছে। মনে মনে আশা করছে বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে ঘোড়সওয়ারিরা মত পাল্টে ফিরতি পথ ধরবে। কিন্তু ধোঁয়ার স্তর ভেদ করে, বজ্রনিনাদে দৃষ্টিসীমায় ফেরত এল ঘোড়সওয়ারত্রয়ী।

ওদের দিকে ফিরে গুলি চালাল জ্যাডা। পিস্তলের ট্রিগার বারংবার চাপতেই থাকল। আগে কোনোদিন পিস্তলে চাপ দেয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি। তাই লক্ষ্যভেদের উদ্দেশ্য না নিয়ে বরং বুলেটের মজুদ শেষ করার দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিল ও।

কিন্তু তারপরেও, একটা ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগাতে সক্ষম হল জ্যাডা। ঘোড়াটি পিছিয়ে গেল, তবে জানোয়ারটিকে শক্ত করে ধরে রাখল এর ঘোড়সওয়ার। এটি ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। আতংকিত ঘোড়াটি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে অন্ধের মতো লাফ দিল। ঘোড়াটি টাল সামলাতে পারল না। খাড়া উঁচু পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে ধাবিত হল নিচের অতল গহ্বরে। সাথে করে নিয়ে গেল ঘোড়সওয়ারীকেও। নিচে পড়ে যাওয়ার সময় মানুষটির ভয়ার্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।

অন্যদিকে পাগলের মতো গুলি ছুড়তে লাগল জ্যাডা।

ভাগ্যের জোরে লাগা আরেকটি গুলি দ্বিতীয়জনের গলায় বিদ্ধ হল। কাঁধের তীর ধনুক বের করে আনার চেষ্টা করছিল তখন সে। গুলির আঘাতে ঘোড়ার জিন থেকে পতিত হয়ে মুখ থুবড়ে পানিতে পড়ল সে। তার পতনে জলের উপরিতলের পানি হালকা করে ছিটকে উঠল।

কিন্তু তৃতীয় ঘোড়সওয়ার তখনও অক্ষত। বাঁকানো একটা তলোয়ার উঁচু করে ধরে ছুটে আসছে জ্যাডার দিকে। নেকড়ের মুখোশ তার চেহারাটিকে আড়াল করে রেখেছে। মনে হচ্ছে ভয়ংকর নির্দয় এক প্রাকৃতিক শক্তি সবকিছু ভেঙ্গেচুড়ে গুঁড়িয়ে দেবে বলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

আবারও পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিল জ্যাডা। কিন্তু একচুলও নড়ল না এটি। এর স্লাইড পেছনে গিয়ে আটকে গেছে। ডানকান আগেই এর অর্থ জানিয়ে রেখেছিল ওকে।

বুলেট ফুরিয়ে গেছে।

ঘোড়ার আরোহী ছুটে আসছিল, চাঁদের আলোয় তার হাতের তলোয়ার চিকচিক করে উঠল।

তারপর মাথার পাশ দিয়ে বাতাসে কেটে হুশ করে বেরিয়ে গেল একটি তীর। তীরের পালক জ্যাডার কান স্পর্শ করে ঘষা দিয়ে গেল।

তীরটি উড়ে গিয়ে ঘোড়ার গলায় আঘাত হানল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়াটি। এর আরোহী ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে জ্যাডার সামনে পতিত হল। আচমকা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পিছনে সরে গেল জ্যাডা। অন্যপাশে ধনুকের ছিলায় আরেকটা তীর বসানোর জন্য সংগ্রাম করছিল খাইডু, কিন্তু একটা তীর ছুড়তে গিয়েই তরুণীর দেহের সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। খাইডুর হাতের আঙুলগুলো কাঁপছিল। যন্ত্রণার কারণে মুখে জমা ফোঁটা ফোঁটা ঘাম চিকচিক করছে। শেষ পর্যন্ত আর পারল না। খাইডুর হাতের দুর্বল মুঠি থেকে গড়িয়ে গিয়ে ধনুকটি মাটিতে পড়ে গেল।

ততক্ষণে লোকটি পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গিয়েছে। ওর পেছনে, মাটিতে পড়ে রইল ওর ঘোড়া। ঘোড়াটির ধমনী থেকে বের হওয়া লাল রক্তে পাথর রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

চোখে করুণা নিয়ে জানোয়ারটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খাইডু। ওই ঘোড়াটি ওর লক্ষ্যবস্তু ছিল না। সেটি ছিল ওই মানুষরূপী জানোয়ারটা। সে এখন তলোয়ার বাগিয়ে দৃঢ় পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। এক হাত গুঁজে রেখেছে হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের বাটে।

জ্যাডার দিকে ফিরল খাইডু। খাইডুর মুখের ভাবে করুণার চিহ্ন নেই। "পালাও... !"

উপদেশটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য, পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে পাশের হ্রদে ঝাঁপ দিল জ্যাডা।

পানির গভীরে নিমজ্জিত হওয়ার সময় নিষ্ঠুর হাসি অনুসরণ করল জ্যাডাকে।

নির্মম সত্যিটা ওদের দুজনেরই জানা।

পালিয়ে যাবে কোথায় জ্যাডা?

সন্ধ্যা ৬:৪৩

ঘোড়া এবং মানুষের তৈরি বিশৃংখল পরিস্থিতির মাঝে পড়েছে ডানকানেরা। বিস্ফোরণের পর দেখা যায়, আটজন মানুষ তখনও জীবিত। তলোয়ার এবং রাইফেল দিয়ে সশস্ত্র ওরা। অ্যামবুশের শুরুতেই চারজনকে খতম করতে সক্ষম হয় ওরা।

এই খেলা এখন আরও বিপজ্জনক দিকে মোড় নিয়েছে।

শত্রুপক্ষের একজন উচ্চভূমির ধারে গিয়ে স্নাইপারের পজিশন গ্রহণ করে। এবং নিজেকে মাটিতে লেপ্টে রেখে ওদের ওপর ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এতে ডানকানের দল রক্ষণাত্মক পজিশনে চলে যেতে বাধ্য হয়। খোলা জায়গায় যেহেতু আড়াল নেয়ার কোনো উপায় নেই, এখানে পরিস্থিতি অনেকটা পানিভর্তি ড্রামে মাছ শিকারের মতো দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আটটি ঘোড়া এবং স্নাইপারের সঙ্গিসাথীদের কারণে ডানকানের দল সামান্য হলেও আড়াল পাচ্ছে।

কিন্তু এই আড়াল যদি এখনই নড়াচড়া থামিয়ে দেয় অথবা তোমাকেই খুন করার চেষ্টা করে, তখন ব্যাপারটি কেমন দাঁড়াবে?

ডানকানের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মংক। পায়ের আঙুলের ডগার সম্মুখে একটি বুলেট ঠোকর দেয়ায় সেটি থেকে বাঁচতে নাচানাচি করতে হচ্ছে ওকে। ওরা দুজনেই কয়েক মুহূর্তের আড়াল পাওয়ার আশায় ঘোড়ার পিছনে এসে লুকিয়েছে। স্নাইপার এবং ওদের মধ্যকার নিরাপত্তা প্রাচীর হিসেবে কাজ করছে ঘোড়াটির দেহ।

একটু পরেই সাঙ্গাও যোগ দিল ওদের সাথে।

মংক হাফাচ্ছে। "ডাংক, ওই স্নাইপারটিকে খতম করে দাও।"

এখানে তর্কাতর্কির কোনো জায়গা নেই... এই লোক আসলেই ওদের মাথা গরম করে দিচ্ছে।

"আর এরমধ্যে সাঙ্গা আর আমি ওই দেয়াল পার হতে চেষ্টা করব," মংক আঙুলের ইশারা দিয়ে বলল।

হ্রদ থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে। নিশ্চয়ই বিস্ফোরণের আগে আগে শত্রুপক্ষের কয়েকজন এই জায়গা পার হয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এখন জ্যাডা এবং খাইডুকে সাহায্য করতে কাউকে না কাউকে এগিয়ে যেতেই হবে।

ওদের পরিকল্পনা বুঝতে পারছে ডানকান। এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য, ওই স্নাইপারকে ঘায়েল করা লাগবেই। স্নাইপারকে ফাঁকি দিয়ে কোনোমতেই পাথরের দেয়াল টপকে ওপাশের হ্রদে যেতে পারবে না মংক এবং সাঙ্গা।

"বুঝেছি," ডানকান বলল, "কিন্তু সেজন্য এই ঘোড়াটা ধার দিতে হবে আমাকে... আর এই লোকটার শিরস্ত্রাণটাও।"

হ্যাঁচকা টানে পায়ের তলায় একটা দেহ থেকে তার শিরস্ত্রাণ নিয়ে সেটিকে নিজের মাথায় গলিয়ে নিল ডানকান। এরপর ঘোড়ার বুকের সাথে রাখা পাদানিতে পা রাখল ও। মংক নড করল ওকে। স্যাডলে চেপে বসল ডানকান। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে স্নাইপারের দিকে ঘুরিয়ে নিল একে। জন্তুটিকে তাড়া দিল পূর্ণবেগে ধাবিত হওয়ার জন্য। মাটিতে খুরের প্রতিটা আঘাতের সাথে সাথে ডানকানের মাথার শিরস্ত্রাণ ওপরে-নিচে দুলতে থাকল।

নিজেকে ঘোড়ার আড়ালে রেখে মাথাটিকে নিচু করে রাখল ডানকান। মনে মনে প্রার্থনা করছে স্নাইপার যেন শুধু ঘোড়া এবং ওর শিরস্ত্রাণ ছাড়া আর কিছু দেখতে না পায়। হঠাৎ গুলি ছুড়ল স্নাইপার... কিন্তু ওর লক্ষ্যবস্তু ছিল ডানকানের পেছনের কেউ একজন, হয়তো মংক এবং সাঞ্জা এই মুহূর্তে দেয়াল টপকাতে চাইছে।

অন্ধকারের মাঝে পিস্তলের মাজলের ফ্ল্যাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ডানকান। ঘোড়াকে তাড়া দিচ্ছে সেদিকে দ্রুত ছোটার জন্য। স্নাইপারকে খতম করার সুযোগ মাত্র একবারই মিলবে। গ্রানাইট পাথরের ওপর ঘোড়ার খুর ঠক ঠক আওয়াজ তুলল; স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার গলায় জমেছে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম।

তারপর স্নাইপারের কাছে পৌঁছুল ও।

ক্ষণিকের জন্য লোকটার চেহারা দেখতে পেল ডানকান। অন্যদিকে স্নাইপার যতক্ষণে ধোঁকাবাজিটা ধরতে পারল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ঘোড়াটি শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু শক্ত করে ঘোড়ার লাগাম টেনে রাখল ডানকান। আটশ পাউন্ড ওজনের মঙ্গোলিয়ান স্ট্যালিয়ন ঘোড়া স্নাইপারের আধশোয়া দেহকে পদদলিত করে ওর শরীরটিকে মাংসের দলা বানিয়ে ছাড়ল। হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার আওয়াজ কানে এল কিছুক্ষণ।

তারপর স্নাইপারকে ছেড়ে আসল ডানকান। ঘোড়ার গতি ধীর করে দিয়ে জন্তুটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরাতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ওর। ঘোড়ার স্যাডল থেকে পিছলে নেমে এল সে। কিন্তু স্নাইপারের চেহারা দেখা ডানকানের উদ্দেশ্য নয়। এর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ডানকানের ইচ্ছে স্নাইপারের বন্দুকটি হস্তগত করবে সে। পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রণ নেবে।

দুর্ভাগ্যবশত, ঘোড়ার খুরের আচমকা আঘাত গিয়ে পড়ল রাইফেলের ওপর। গুলিভর্তি স্টক ভেঙ্গে গিয়ে ব্যারেল বাঁকা হয়ে গেল। তারপরেও অস্ত্রটিকে হাতে তুলে নিল ডানকান। এবং নাইট-ভিশন টেলিস্কোপের মাঝ দিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল।

খুনোখুনির এলাকায় চোখ বুলাতেই দেখা গেল মংক তার খোঁড়া পা নিয়ে দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ওর পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল তখনও। ছুরি দিয়ে একজনের গলা কেটে সেই দেহকে মাটিতে ছুড়ে দিল সাঞ্জা। তারপর একটা ঘোড়া মুভ করতেই শেষ আক্রমণকারীকে চোখে পড়ল। ওদের পেছন থেকে এগিয়ে আসছে সে।

"মংক!" ডানকান চেঁচাল।

ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং তার পায়ের খুরের ঠকঠক আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেল ডানকানের সতর্কবার্তা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

লোকটি সাঞ্জার পিঠে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল, অন্যহাতে রাইফেলটি উঁচিয়ে মংকের দিকে তাক করে রাখল। চেহারার সর্বনাশা অবস্থা সত্ত্বেও, আক্রমণকারীকে চিনতে পারল ডানকান।

আরসালান।

ডানকান ইতোমধ্যে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দৌড়াতে শুরু করে দিয়েছে। তবে সে জানে, ওখান পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে ওর।

সন্ধ্যা ৬:৪৭

জয়ের স্বাদ ভালোমত চেখে দেখা উচিত।

অল্পবয়সি মঙ্গোল মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বাটু খান। এই মেয়েকে বালিকার থেকে বেশি কিছু বলা যায় না। রক্তে ভিজে আছে মেয়েটির বুক। তীর-ধনুকে বেশ ভালো দক্ষতা আছে এর। তার ঘোড়াটিকে তীরের এক আঘাতে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। তলোয়ারটিকে মেয়েটার ছোট ছোট স্তনজোড়ার মাঝে চেপে ধরলেন তিনি। জোরালোভাবে চাপ প্রয়োগের ফলে কাপড় এবং চামড়ার আবরণ ভেদ করে বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকা হাড় স্পর্শ করল তলোয়ারটি।

যন্ত্রণায় মেয়েটির চেহারা বিকৃত হয়ে গেল, কিন্তু তারপরেও পাথুরে দৃষ্টি মেলে বাটু খানের দিকে স্থির চেয়ে রইল সে।

কঠিন চরিত্রের মেয়ে!

বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও নিজ দেশের লোকদের বীরত্বে মুগ্ধ হলেন বাটু খান। কিন্তু তারপরেও এই মেয়েটিকে খুনের স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না তিনি। চেঙ্গিস খানের মুখ দিয়ে বের হওয়া প্রিয় একটি বাণী হঠাৎ মনে এল শুধু আমি সফল হলেই হবে না, অন্য সবাইকেও ব্যর্থ হতে হবে।

সাহসিকতার পুরস্কার হিসেবে এই মেয়েকে কষ্ট না দিয়ে দ্রুত মৃত্যু দান করবেন তিনি।

তবে আমেরিকান মেয়েটির মৃত্যু হবে ধীরগতির।

পিস্তলটিকে অন্য হাতে রেখে হ্রদের দিক থেকে চেহারাটিকে একবার ঘুরিয়ে আনলেন তিনি। তাড়াহুড়ার কিছু নেই, অসহায় মেয়েটিকে অবসর সময়ে ধাওয়া দেয়া হবে। এই মেয়েটার পালানোর কোনো জায়গা নেই, এমনকি নিজেকে রক্ষা করার মতো কোনো অস্ত্রও নেই ওর সাথে।

মুখোশের আড়ালে মুচকি হাসি হাসলেন তিনি। সামনে এগিয়ে এলেন। সুমিষ্ট অনুভূতিটি পাওয়ার জন্য মেয়েটির বুকে তলোয়ারটি ঢুকিয়ে দিতে প্রস্তুত। তারপরই জল ছিটকে আসার জোরালো আওয়াজে তার মনোযোগ অন্যদিকে সরে গেল।

পেছনে এক পলক তাকাতেই দেখা গেল গাঢ় রঙের এক মানবমূর্তি উঠে আসছে জল থেকে। এ কী জলের দেবী নাকি! বিকটদর্শন একটি ইস্পাতের দণ্ড বাতাসে দোলাতে দোলাতে তীব্রবেগে ছুটে আসছে সে। এখুনি সেটিকে নামিয়ে এনে খুলির হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে প্রস্তুত।

লোহার দণ্ডটিকে বাতাসে দোলাচ্ছে জ্যাডা, এখুনি শয়তানটার মাথায় আঘাত হানবে সে।

হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরেই ওর মনে পড়ে, স্যাটেলাইটের খোলস ভাঙার পর লোহার শাবলটিকে পানির তলায় রেখে এসেছিল ডানকান। জ্যাডা হয়তো পিস্তল সামলানোয় অতোটা পটু না, কিন্তু বহু বছর ট্রায়াথলনে (অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা, যেখানে তিনটি আলাদা আলাদা ইভেন্ট থাকে। সাধারণত সাঁতার, সাইকেল চালনা এবং দূর পাল্লার দৌড়) অংশ নেয়ার কারণে ওর দেহে যথেষ্ট স্ট্যামিনা ছিল এবং জানত কী করে ডুব-সাঁতার দিতে হয়। নিশ্বাস নেয়ার জন্য হ্রদের জলের উপরিতলে নিজের মুখ আর নাক সামান্য সময়ের জন্য উঁচু করেছিল ও। নিশ্বাস নেয়া হতেই, জলের গভীরে ডাইভ দেয় সে। এরপর চাঁদের আলোকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় পরিষ্কার টলটলা পানির মধ্য দিয়ে। এবং অস্ত্রটি খুঁজে নিয়ে বাগিয়ে নেয় সেটি।

তারপর আবারও সাঁতার কেটে ফিরে আসে ও। অগভীর জলের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করছিল হ্রদের ওপর আছড়ে পড়া তারার আলো যেন লুকিয়ে রাখে ওকে।

এতক্ষণ যাবত উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল ও। আক্রমণের জন্য কখন পুরোপুরি নিজের মুখ ঘুরিয়ে নেবে লোকটি? কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই লোক ওর পরিকল্পনা টের পেয়ে যায়। এবং নিজেকে সরিয়ে নেয়। ওর আঘাতটি গিয়ে লাগে ইস্পাতের হেলমেটের সাথে।

ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষের আওয়াজ হল।

একে মারতে গিয়ে চোটের ধাক্কায় জ্যাডার হাত বেয়ে কাঁধ পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠল। হাতের আঙুল অবশ হয়ে শক্তি হারানোয় হাত থেকে পড়ে গেল লোহার দণ্ডটি। পাথরের ওপর পড়ায় শাবলটি ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল।

কান বিদীর্ণ করা সেই আঘাতে বাটু খানের হেলমেটে ফাটল ধরল, টলোমলো পায়ে পিছিয়ে গেলেন তিনি। হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল, পা জোড়া কাঁপছিল ভয়ানকভাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পিস্তলটি তখনও হাতছাড়া করেননি তিনি!

পিস্তল উঁচিয়ে জ্যাডার বুক বরাবর তাক করলেন সেটিকে। এবং এক হাত দিয়ে মাথার হেলমেটটিকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। স্থানীয় ভাষায় ক্রমাগত গালমন্দ করছেন, চেহারা দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে প্রচণ্ড রাগ এবং প্রতিহিংসা।

হঠাৎ... শরীর ঝুঁকিয়ে পিস্তলটা ঠেলে দিলেন জ্যাডার দিকে। ব্যথায় মুখ কুঁচকানো। ভারী দেহ পতিত হল মাটিতে, ভর দিলেন হাঁটুতে।

বাটু খানের পেছনে, খাইডু তার এক হাতে ধরে রেখেছে ওর ফেলে দেয়া তলোয়ারটি। তলোয়ারটি এখন রক্তে রঞ্জিত।

জলে ভেজা বুটজুতোর এক লাথিতে পিস্তলটিকে লোকটার হাতের নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দিল জ্যাডা। অস্ত্রটি উড়ে গিয়ে পানিতে পড়ল। জল ছিটকে ডুব দিল হ্রদের গভীরে। তারপর মাটি থেকে লৌহদণ্ডটি তুলে নিল জ্যাডা। আপারকাট সুইং নামক মারের সাহায্যে বাটু খানের গালের একপাশে আঘাত হানল। তার মাথা উড়ে গেল পেছনে, এরপর তার শরীরের বাকি অংশ অনুসরণ করল সেটাকে।

প্রচণ্ড শব্দে পাথরের সাথে বাড়ি খেলেন বাটু খান। অচেতন হয়ে সেখানেই পড়ে রইলেন, পা দুটো রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

জ্যাডা তড়িঘড়ি করে খাইডুর পাশে গেল। পায়ের ওপর দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে।

কিন্তু ওদের মাথার ওপর থেকে বিপদ তখনও পুরোপুরি কাটেনি।

সন্ধ্যা ৬:৫২

ভয় পেলে সময়ও যেন ধীর গতিতে চলে। টলোমলো পায়ে দৌড়াচ্ছে ডানকান। সম্মুখে সৃষ্টি হয়েছে সিনেমার স্লো মোশনের মতো নাটকীয় এক পরিস্থিতি। যেখানে খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে মংক, সাঞ্জার দেহ বিদ্ধ হয়ে আছে তলোয়ারের ফলায় এবং আরসালান তার রাইফেলটি তাক করে রেখেছে মংকের পিঠ বরাবর।

পায়ের তলার পাথর কণা পিচ্ছিল হয়ে আছে মানুষ এবং ঘোড়ার রক্তে। আতংকিত ঘোড়ার ছুটাছুটি সামনে এগোতে দিচ্ছে না ডানকানকে।

ধপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সাঞ্জা। তারপরে উপরে একপলক তাকিয়ে উচ্চস্বরে ডাক দিল, "হিরু!"

ওই নাম শুনে ভয় পেয়ে গেল আরসালান। বাজপাখির নখরের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভয়ে পিছিয়ে গেল সে। মাথা নিচু করে রাখল, আকাশে উঁচিয়ে ধরল হাতের রাইফেল।

কিন্তু পাখিটি তখন ওখানে ছিল না।

আচমকা পায়ের ওপর খাড়া হল সাঞ্জা। এক হাতে ড্যাগার, সজোরে সেটিকে আরসালানের গলায় সম্পূর্ণভাবে বিঁধিয়ে দিল সে। বাজপাখিওয়ালা তার নিজের পাখির অপচ্ছায়াকে ব্যবহার করে আরসালানকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। সাঞ্জা জানতো, অতিসাম্প্রতিক নখের আচড়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আতংকিত হয়ে আরসালান এরকম কিছু একটা প্রতিক্রিয়া দেখাবেই।

আরসালানকে টেনে মাটিতে নামিয়ে আনল সাঞ্জা। টেনে নামানোর সময় ভয়াবহভাবে মুচড়ে দিল ছুরিটিকে। আরসালানের নাক-মুখ দিয়ে অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরে পড়ল। নিজের রক্তের পুকুরের মাঝে আরসালানের দেহ প্রবলবেগে কাঁপছিল। ঠ্যালা দিয়ে ওকে দূরে সরিয়ে দিল সাঞ্জা। তারপর পিঠ পেছনে ঠেকিয়ে নিজেও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অবশেষে, অন্যদের কাছে পৌঁছাতে পারল ডানকান। হাঁটু পিছলে চলে এল সাঞ্জার পাশে। কিন্তু কেউ একজন সেই প্রতিযোগিতায় ডানকানকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম হল।

ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ নিয়ে মসৃণ লোমওয়ালা পাখিটি তার প্রভুর বুকের ওপর নেমে এল। ডানা দুই দিকে ছড়িয়ে শান্ত হয়ে বসল হিরু। মাথা নিচু করে রাখল। সাঞ্জার গালে এবং থুতনিতে নিজের গাল ঘষটে দিল।

হাতজোড়া উঁচু করে হিরুর নখরে বাঁধা চামড়ার ফিতা খুলে দিল সাঞ্জা। তারপর পাখির ঠোঁটটিকে নিজের দিকে টেনে আনল সে। পালকের আড়ালে মুখ রেখে, তাকে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল।

বিদায় বলা শেষ হতেই সাঙ্গার মাথা মাটিতে ঠাঁই নিল। ঠোঁটে মুচকি হাসির আভা। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তারাভরা আকাশে। কয়েকটা মুহূর্ত ওভাবেই কেটে গেল। এরপর তার হাতজোড়া নির্জীব হয়ে পাখিটির পালক হতে পিছলে পড়ে গেল। পাখিটি এখন স্বাধীন।

পেছনের পায়ে লাফিয়ে আকাশে উড়াল দিল হিরু। হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

সাঙ্গার স্থির দৃষ্টি তখনও আকাশপানে নিবদ্ধ, পাখির মতো তার প্রাণবায়ুটিও খাঁচা ভেঙে উড়ে গেছে।

সন্ধ্যা ৭:১০

তীব্র আতংক ওদেরকে দ্রুত মুভ করার জন্য জ্বালানি সরবরাহ করছে।

তার পোঁটলাটিকে ঘোড়ার সাথে জুড়ে দিল জ্যাডা। এর মাঝেই রাখা আছে জাইরোস্কোপিক কেসিংটি। একে হস্তগত করার জন্যে অনেক অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে ওদের। এই ত্যাগ বৃথা যেতে দেয়া যাবে না।

হতভাগা সাঙ্গা...

হত্যাযজ্ঞের দিক হতে নিজের পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে জ্যাডা। সারি সারি লাশের ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে চাচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও মৃতদেহের দুর্গন্ধ নাকে আসছেই। কাছের পাথরে থেঁতলে যাওয়া একটি লাশ থেকে চোখ সরিয়ে নিল মেয়েটি।

কয়েক মুহূর্ত আগে, পাথরের বাধা ঠেলে ওদের দিকে ছুটে আসে ডানকান। ওকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জ্যাডা। কিন্তু ওর আরও আগে আসা উচিত ছিল, দেরি করে এসেছে। তবে খাইডুকে অপর প্রান্তে নিতে সাহায্য করার মাধ্যমে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে।

মংক এখনও মেয়েটার আহত জায়গা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে সে একজন দক্ষ চিকিৎসক। ওদের ইমার্জেন্সি ফিল্ড কিটে আগে থেকেই কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখা ছিল। সেগুলো দিয়েই চিকিৎসার কাজ করতে হচ্ছে তাকে। তীরের ইস্পাতের ফলা মট করে ভেঙ্গে ফেলল মংক। তীরের পালকওয়ালা অপর প্রান্তও একইভাবে ভেঙ্গে নিল। যদিও পেটের ভেতর বিঁধিয়ে থাকা কাঠের অংশটুকু স্পর্শ করেনি। জানে, এটাকে খুলে আনতে গেলে পরিস্থিতি বেগতিক দেখা দিতে পারে। তার বদলে, ক্ষতস্থানটিকে পেটের চারপাশে শক্ত করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।

"এবার যাওয়া যায়!" খাইডুর শুশ্রূষা শেষ করে মংক বলল।

ওর কথায় নড করে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ডানকান। এতক্ষণ নাইট ভিশন টেলিস্কোপ দিয়ে জঙ্গলের ওপর নজর রাখছিল সে। শত্রুপক্ষের কয়েকজন এখনও অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে পারে। কে জানে, হয়তোবা আবারও হামলা করতে আরও লোকজন নিয়ে ফিরে আসছে।

কিন্তু এত তাড়াহুড়া করার কারণ শুধু এটিই নয়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বন থেকে আসা নেকড়ের গর্জন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। রক্ত এবং মাংসের গন্ধে ওরা নিশ্চয়ই পাগলপারা।

এখানে তাই আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুই পা দুইদিকে ছাড়িয়ে বসল ডানকান। খাইডুকে ওর হাতে পাচার করে দিল মংক। ডানকানও আলতো করে মেয়েটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। আহত মেয়েটিকে বহন করে পাহাড় থেকে নেমে যেতে প্রস্তুত।

নিজের ঘোড়ার স্যাডলে চেপে বসল জ্যাডা। এই পাহাড়ি এলাকা দ্রুত ত্যাগ করতে চাওয়ার নিজস্ব কারণ আছে ওর। জাইরোস্কপিক কেসিং ধরে রাখা পোঁটলার ওপর একবার তাকাল ও। বহু কষ্টে অর্জিত এই বস্তুটির কাছে কী সত্যিই কোনো উত্তর রাখা আছে? যদি কোনো উত্তর থাকে, সেটি পেতে হলে অবশ্যই এটিকে সহিসালামতে ওর ল্যাবরেটরি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

এবং তাড়াতাড়ি।

কোনো বাধাই রুখতে পারবে না ওকে।

একটা হাত দিয়ে নিচের দিকে ইশারা দিল মংক। "লেটস গো!"

সন্ধ্যা ৭:২৫

বজ্রপাতের শব্দে জেগে উঠলেন বাটু খান।

হতবুদ্ধি অবস্থায়, কুয়াশাচ্ছন্ন লেকের ধারে কষ্ট করে বসলেন তিনি।

পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে গেল।

এই আওয়াজ তো বজ্রপাতের নয়...

মাথা পরিষ্কার হওয়ার পরে, আস্তে আস্তে দূরে হারিয়ে যেতে থাকা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ চিনতে পারলেন তিনি।

"দাঁড়াও," ফ্যাসফ্যাসে গলায় চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। ওর লোকেরা উনাকে ফেলে চলে যাচ্ছে ভেবে মনে মনে আতংক অনুভব করছেন।

একটা শব্দ বলতে গিয়েই চোয়ালের নিচটা ভীষণ জ্বালা করে উঠল বাটু খানের। আঙুল উঁচিয়ে বুঝতে পারলেন ঠোঁটের নিচটা কেটে সেখান দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। কী হয়েছিল মনে পড়ে গেল।

হারামি মাগী...

পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, বা দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। পায়ের নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে আর্তনাদ বের হয়ে এল। রক্তাক্ত শরীরের দিকে একবার তাকালেন, সেগুলো কেন সাড়া দিচ্ছে না ভেবে দিশেহারা লাগল। হাঁটুর যেখানে জ্বালা করছে সেখানে হাত দিলেন, অনুভব করলেন গভীর ক্ষত আর ছিন্নভিন্ন রগ। পায়ের অবস্থা ফালাফালা, যে কারণে এটি এখন তার শরীরের ভার বইতে অক্ষম।

না...

নিজের লোকদের সিগন্যাল দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি।

গর্দভগুলো নিশ্চয়ই আমাকে মৃত ভেবে পালিয়ে যাচ্ছে।

হাত দিয়ে টানতে টানতে নিজেকে মৃত ঘোড়ার পাশে নিয়ে আসলেন তিনি। সামান্য নড়াচড়াতেই ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। কপাল দিয়ে ঘাম বের হতে লাগল। ঠোঁট দিয়ে বের হচ্ছে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত। মনে হচ্ছে শরীরের নিচের অংশটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।

শুধু একবার যদি ফোনের কাছে পৌঁছাতে পারি।

তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। উদ্ধারকর্মীরা না আসা পর্যন্ত ততক্ষণ বিশ্রাম নেবেন তিনি।

মাথা উঁচিয়ে চারপাশে তাকালেন। লেক থেকে দূরে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের টিলার ওপরে কতগুলো ছায়ার নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।

কেউ একজন এখনও এখানে আছে।

তিনি তার হাত উঠালেন, তারপর শুনতে পেলেন চাপা গলায় ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি।

আঁধারের মধ্যে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করলেন দেয়াল ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কিছু একটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

নেকড়ের পাল।

মৃত্যুর আদিম ভয়ে বুক দুরুদুরু কেঁপে উঠল।

এরকম মৃত্যু তো চাইনি আমি!

গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের ধারে চলে গেলেন তিনি। নিজের শরীর খুবলে খুবলে খাওয়া দেখার চেয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভালো। পা-জোড়া সাড়া দিচ্ছেনা। রক্তের চিহ্ন রয়ে যাচ্ছে বরফে। নেকড়েগুলো এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

কোনোমতে পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌঁছালেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিচে। কিন্তু নিচে পড়ার আগেই কিছু একটা তার শরীরকে খামচে ধরল, তীক্ষ্ণ দাঁত মাংস ভেদ করে পৌঁছে গেল হাড় পর্যন্ত।

আরেকটি চোয়াল মুখ বাড়িয়ে বাটু খানের কব্জির চামড়ার বর্মে কামড় বসাল। রোধ করল তার পতন। শক্তিশালী পা এবং তেজি হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে অতল গহ্বর থেকে টেনে আনল তাকে।

আরও কতগুলো নেকড়ে তাদের ধারালো দাঁত নিয়ে হামলে পড়ল তার শরীরের ওপর। তাকে ভাঁজ করে ধরল উল্টো দিকে।

পালের নেতার ছায়া মুখের ওপর পড়ায়, মুখ বাড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালেন বাটু খান। ঠোঁট পেছনে নিয়ে, দাঁতমুখ খিচিয়ে চাপাগলায় গর্জন করে উঠল নেকড়েটি। ধারালো-চোখা দাঁতের পাশ দিয়ে অবিরাম ধারায় লালা ঝড়ছে।

এই চেহারা মোটেও কোনো নেকড়ের মুখোশ না।

এই হচ্ছে চেঙ্গিস খানের আসল চেহারা।

নির্দয়, নির্মম, দুর্জয়।

কোনো রকম আগাম পূর্বাভাস ছাড়াই, নেকড়ের পাল ছিন্নভিন্ন করে ফেলল বাটু খানের শরীর।

অধ্যায় : ২৪

১৯শে নভেম্বর, সন্ধ্যা ৭:৫২ ইএসটি
ওয়াশিংটন ডি.সি.

দুনিয়ার অপর প্রান্তে, নিজের অফিসঘরে দাঁড়িয়ে আছেন পেইন্টার। তাকিয়ে আছেন মহাশূন্যের দিকে। আক্ষরিক অর্থেই। দেয়ালে লাগানো এলসিডি মনিটরের বিশাল পর্দায় ফুটে আছে একটি বিরাটাকায় বোল্ডার, ব্যাকগ্রাউন্ডে নক্ষত্রমণ্ডলী। এর পৃষ্ঠদেশ গর্তের মতো অসংখ্য দাগে ভরা, যেন ক্ষতচিহ্নওয়ালা একজন বয়স্ক যোদ্ধা।

"হাওয়াই-এ থাকা নাসার ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ ফ্যাসিলিটি কয়েক মুহূর্ত আগে এই ছবি পাঠিয়েছে আমাদের," ক্যাট তার পিছন হতে বলল। "ওই গ্রহাণুর অফিসিয়াল নাম হচ্ছে ৯৯৯৪২, কিন্তু এমনিতে এপোফিস নামে ডাকা হয় একে। ইতোমধ্যে অতীতে একবার বিপজ্জনক হিসেবে হাজির হয়েছিল এটি। এটিই ইতিহাসের একমাত্র গ্রহাণু যেটি টরিনো স্কেলে এক হতে দুই এ উন্নীত হওয়ার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করে।"

"টরিনো স্কেল?"

"এই কৌশল ব্যবহার করে আমরা নির্ণয় করতে পারি পৃথিবীর কাছাকাছি বস্তুগুলোর আমাদের গ্রহের ওপর হামলার ঝুঁকি কতটুকু। শূন্য বলতে বুঝানো হয় কোনো প্রকার ঝুঁকির আশংকা নেই। দশ বলতে বোঝানো হয় নিশ্চিতভাবে গ্রহে আঘাত হানবেই।"

"এবং এপোফিসই ছিল প্রথম গ্রহাণু যেটি দুইয়ে পৌঁছেছিল?"

"অল্প সময়ের জন্য চার পর্যন্ত পৌঁছেছিল এটি। তখন ধারণা করা হয়েছিল পৃথিবীর গায়ে আঘাত হানার সম্ভাবনা বাষট্টি শতাংশ। রিস্ক ফ্যাক্টর এরপর থেকেই কমতে থাকে... তবে গত কয়েকদিন থেকে আবারও বাড়ছে এটি।"

"তুমি লস এঞ্জেলেস এর এসএমসি থেকে কী শুনে এসেছ?"

"ওরা ধূমকেতুর মহাকর্ষীয় বিচ্যুতির ওপর সতর্ক পর্যবেক্ষণ রাখছে। হিসাব করে বের করছে আমাদের ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে এটি। ধূমকেতুর যাত্রাপথে থাকা এপোফিসের মতো বড়সড় NEO-এর ওপর নজর রাখছে ওরা। এই মুহূর্ত থেকে, যদি ধূমকেতুর চারপাশের এনার্জি ফিল্ডের মহাকর্ষীয় প্রভাব স্থির থাকে এবং কোনো পরিবর্তন না হয়, তারপরেও এপোফিস এখনও ঝাড়া পাঁচ। কিন্তু ধূমকেতু এগিয়ে আসার সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বিচ্যুতির পরিমাণ যদি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে, তাহলে টরিনো স্কেলে গ্রহাণুর র‍্যাংকিং অবিরাম গতিতে বাড়তে থাকবে।"

ক্যাটের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন পেইন্টার। "কত উপরে গিয়ে এটা পৌঁছাবে?"

"এসএমসির লোকেরা বিশ্বাস করে, এটা তখন বিপজ্জনক এলাকায় গিয়ে পৌঁছাবে। আট, নয় অথবা দশ।"

"এবং র‍্যাংকিং-এর উপরের লেভেলের সাথে নিচের লেভেলে তফাৎ কোথায়?"

"তফাতটা হচ্ছে তখন মানুষের প্রাণহানি হবে, জানমালের ক্ষতি হবে, গ্রহও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।"

"র‍্যাংকিং এর দশম স্তরে পৌঁছালে তখন।"

ক্যাট তার কথায় সায় দিয়ে পর্দার দিকে ইশারা করল। "এপোফিস তিনশ মিটারেরও বেশি চওড়া এবং এর ভর হচ্ছে চল্লিশ মেগাটন (দশ লাখ টনে এক মেগাটন)। আমাদের হিসাব যদি ঠিক হয় তাহলে এটাই ইস্ট কোস্টের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।"

"কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এক ঝাঁক উল্কা ইস্ট কোস্টে আঘাত হানবে, এরকম বিশালাকৃতির কিছু না।"

"এসএমসির ধারণা, এপোফিস বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে বিস্ফোরিত হবে এবং এর টুকরো টাকরা পতিত হবে উপকূলবর্তী এলাকায়। স্যাটেলাইট আমাদের যা দেখিয়েছিল তা হচ্ছে ওই অতর্কিত হামলার ভয়াবহ পরিণাম।"

ক্যাটের মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, মানচিত্রের মতো সেটি পড়তে পারছেন পেইন্টার। কিছু একটা নিয়ে মেয়েটি বেশ দুশ্চিন্তায় আছে। "আমার কাছে এখনও কোন কথাটি লুকিয়ে রেখেছ তুমি?"

"সময়।" ক্যাট এবার তার দিকে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়েছে। "স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ওই ছবি এখন থেকে ছেচল্লিশ ঘণ্টা পরের সময়ের। কিন্তু ধোঁয়ার ঘনত্ব এবং ধ্বংসের মাত্রা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে এসএমসির একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাব করে বের করেছে যে, আঘাত হানার প্রকৃত সময় সম্ভবত আরও ছয় থেকে আট ঘণ্টা এগিয়ে আনতে হবে।"

"তো আমাদের দিকে যা ধেয়ে আসছে, তা থামাতে আসলে আমাদের হাতে আরও কম সময় আছে।"

"আর সেটা শুধু ছয় বা আট ঘণ্টা কমই নয়।"

"তুমি আসলে কী বলতে চাচ্ছ?"

"আমি আপনাকে বলেছিলাম, যে এমনকি আমরা যদি ওই ধূমকেতুকে কোনো রকমে অন্য লাইনে সরিয়ে দিতেও পারি, তারপরেও এপোফিস ক্যাটাগরি পাঁচে থাকবে। এনার্জি ফিল্ড-এর চলার পথকে ভালোভাবেই পাল্টে দিয়েছে।"

"আর এনার্জি নির্গত হওয়াকে থামিয়ে দিলেও এপোফিস আগের অবস্থানে ফিরে আসবে না?"

"না।"

একথা বলার সময় ক্যাটের চেহারা দিয়ে ভয় ফুটে বেরোচ্ছিল। "মহাকর্ষীয় বিচ্যুতির দিকে সতর্ক নজর রাখা পদার্থবিদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম। এপোফিসের টরিনো স্কেলের অষ্টম স্তরে পৌঁছাতে কত সময় লাগতে পারে সেটা সে হিসাব করে বের করেছে। আপনাকে বলে রাখি, অষ্টম স্তরে পৌঁছুলে এই গ্রহাণু পৃথিবীকে আঘাত হানবেই। তারপর আমরা ওই এনার্জি ফিল্ড বন্ধ করে দেই বা নেই, তাতে আমাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না।"

"আর সেই অবস্থা সৃষ্টি হতে কতটুকু সময় বাকি?"

ক্যাট তার চোখে চোখ রেখে বলল। "এখন থেকে ষোল ঘণ্টা পরে।"

টেবিলে ভর দিলেন পেইন্টার, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ষোল ঘণ্টা...

এক মুহূর্তের জন্য ভয়াবহ আতংক ঘিরে ধরল তাকে। কিন্তু তারপরেও একে জোর করে সরিয়ে দিলেন। তার ঘাড়ে এখন অনেক দায়িত্ব। আতংক নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ক্যাটের মুখোমুখি হলেন তিনি, চেহারায় দৃঢ়তা।

"ডক্টর শকে লাগবে আমাদের।"

রাত ৮:১৪ ইউএলএটি
খেনতি পর্বতমালা, মঙ্গোলিয়া

মংক ঘোষণা দিল, এবার গাছের তলায় সংক্ষিপ্ত একটি বিশ্রাম নেয়া হবে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কষ্ট করে ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণের পর, স্যাডল থেকে নামার সুযোগ পেয়ে খুশি হল জ্যাডা। মংক এরপর খাইডুকে সাহায্য করল ডানকানের কোল থেকে নেমে আসার জন্য।

"দশ মিনিট সময়!" মংক বলল, এরপর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করার জন্য খাইডুকে বহন করে নিয়ে গেল মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা একটি কাঠের গুঁড়ির দিকে।

অন্যদিকে ডানকান এগিয়ে গেল জ্যাডার দিকে।

হাঁটুগেড়ে বসে তার ব্যাকপ্যাক খুলল জ্যাডা। বের করে আনল জাইরোস্কোপিক কেসটি।

গত কিছুদিন এটার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। তাই ভেতরের জিনিসপাতি অক্ষত আছে কিনা সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

তারার আলো প্রতিফলিত হল গোলকটির গায়ে। নিখুঁতভাবে গোল করে কাটা গোলকটি সেই জাইরো কেসিং-এ বেশ ভালোভাবেই অবস্থান করছে।

গোলকটি দেখে এর অবস্থা ভালো বলেই মনে হচ্ছে, তবে চোখে দেখে যা মনে হয় তা ভুলও হতে পারে।

ডানকানের দিকে এক পলক তাকাল জ্যাডা। নিশ্চয়ই ওর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেয়েছিল সে, তাই ডানকান নিজের হাত বাড়িয়ে উন্মুক্ত কেসিং-এর ওপর রাখল।

"চিন্তা করো না," সে বলল। "এটি থেকে বিকিরিত এনার্জি এখনও বেশ শক্তিশালী।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জ্যাডা।

মংক ডাকল জ্যাডাকে। আড়মোড়া ভাঙছে। বোঝাই যাচ্ছে, খাইডুর ক্ষতস্থান নিয়ে আপাতত চিন্তার কিছু নেই। "শেষ পর্যন্ত একটা সিগন্যাল পেলাম।" মংকের হাতে ধরা আছে স্যাটেলাইট ফোন। "আমি সিগমা কমান্ডের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।"

জ্যাডা উঠে দাঁড়ালো। "আমিও ডাইরেক্টর ক্রোর সাথে কথা বলতে চাই!"

পেইন্টারকে বলে রাখতে হবে, ল্যাবরেটরির সব জোগাড়যন্ত্র যেন করে রাখেন তিনি। যাতে ওখানে গিয়েই সবকিছু প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছেই কালবিলম্ব না করে কাজ শুরু করে দিতে পারবে ও। এমনকি দুই ঘণ্টা সময়ও সাফল্য-ব্যর্থতার মাঝে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

ওকে এগিয়ে আসার জন্য ইশারা করল মংক। কিন্তু জ্যাডা সেদিকে কয়েক পা এগিয়েছে কী এগোয়নি, হাত উঁচিয়ে আবার ওকে আসতে নিষেধ করল মংক। "দাঁড়াও! সিগন্যাল আবার হারিয়ে গেছে!"

হাতের জাইরো কেসিং-এর দিকে তাকালো জ্যাডা। "নিশ্চয়ই 'আই অফ গড' থেকে নির্গত হওয়া এনার্জি ফিল্ডের কারণেই সিগন্যাল পেতে সমস্যা হচ্ছে," মেয়েটি তার দিকে ফিরে চিৎকার দিল।

"ওটা তাহলে এখানেই রেখে যাও," মংক আদেশ দিল।

জ্যাডা ঘুরল, চারপাশে কী যেন খুঁজছে। এটাকে মাটিতে ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না ওর।

চেহারায় লজ্জিত একটা ভাব নিয়ে ডানকান এগিয়ে এল ওর কাছে। এবং বাড়িয়ে দিল ওর হাত দুখানা। "আমার হাতে দাও। আমি এটা নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছি। কারণ আমার ধারণা, যতদূর যাবো সিগন্যালও তত ভালো পাওয়া যাবে।"

"তোমার কথাই হয়তো ঠিক।"

নিজের সেনসেটিভ আঙুল দিয়ে কেসিংটা এমনভাবে নিল, যেন কেউ একজন বিষাক্ত গোখরা সাপ উপহার হিসেবে দিচ্ছে ডানকানকে। "দেখো গে ওখানে কী অবস্থা চলছে," জ্যাডাকে তাড়া দিল সে, তারপর সরে গেল মাঠের খোলা অংশের দিকে।

হাতের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে তড়িঘড়ি করে মংকের পাশে ফিরে গেল জ্যাডা। দ্রুতগতিতে এবং দক্ষতার সাথে কী কী হয়েছিল তার সবটুকু বর্ণনা করছে মংক। নিঃসন্দেহে আগেও অনেক বার এই ধরনের প্রতিবেদন দাখিল করেছে ও। রক্তপাত এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা একপাশে সরিয়ে শুধু প্রকৃত তথ্যটুকুই দিচ্ছে সে।

সব কথা বলা হতেই, ফোনটা ওর হাতে তুলে দিল মংক। "মনে হচ্ছে কেউ একজন তোমার সাথে কথা বলার জন্য উতলা হয়ে আছে।"

ফোনটি নিজের কানের কাছে ধরল জ্যাডা। "ডাইরেক্টর ক্রো?"

"মংক আমাকে বলল, তোমরা স্যাটেলাইটের জাইরোস্কোপিক কেসিং উদ্ধার করেছ এবং আরও বলল, এটা থেকে নাকি অদ্ভুত একটা এনার্জি নির্গত হচ্ছে।"

"আমার বিশ্বাস এটা সেই একই এনার্জি, যা ওই ধূমকেতুটিকে চালিত করছে। কিন্তু এসএমসিতে আমার ল্যাবে না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।"

"তোমার পরিকল্পনা আমাকে জানিয়েছে মংক। তোমার সাথে আমি একমত। ক্যাট যত তাড়াতাড়ি পারে তোমাকে ক্যালিফোর্নিয়াতে নিয়ে আসবে। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে এখানে যা যা ঘটেছে সেই ব্যাপারে আমি তোমাকে এখনই জানিয়ে রাখতে চাই।"

তারপর জ্যাডাকে সব কথা খুলে বললেন তিনি, এর কোনোটিই খবর হিসেবে ভালো নয়।

"ষোল ঘণ্টা?" আতংকিত গলায় সে বলল। "উলান বাতোরে ফিরে যেতেই তো আমাদের অন্তত দুই ঘণ্টা সময় লাগবে।"

"আমি মংককে বলবো সোজা বিমানবন্দরের দিকে যেতে। তোমাদের এবং 'আই অফ গডের' জন্য ওখানে একটা বিমান প্রস্তুত করে রাখা আছে।"

"কেউ কী এসএমসি থেকে পাওয়া সর্বশেষ খবর আমার ল্যাপটপে পাঠাতে পারবে? আমি ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার পথে সবকিছু একবার দেখে নিতে চাই। আর সেই সাথে যখন বিমানে থাকবো তখন এসএমসির কর্মীদের সাথে কথা বলার একটা নিরাপদ মাধ্যমও আমার চাই।"

"সেটার ব্যবস্থা করা যাবে।"

প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর, ফোনটা আবার মংকের হাতে পাচার করে দিল জ্যাডা।

তারপর অন্য পাশে সরে গেল ও। দুই হাত দিয়ে নিজের শরীরকে প্যাঁচিয়ে জড়িয়ে ধরল জ্যাডা। ঠাণ্ডা এবং ভয় দুটোর কারণেই, ঠকঠক করে কাঁপছে ওর দেহ। সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রাতের আকাশে জ্বলজ্বলে ধূমকেতুর দিকে।

ষোল ঘণ্টা।

এতো অল্প সময়ে এই কাজ শেষ করা ভীষণ কঠিন, বলতে গেলে অসম্ভব।

রাত ৮:৪৪

মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ডানকান। চেষ্টা করছে আঙুলের ডগার স্পর্শ না লাগিয়েই জাইরো কেসটিকে ধরে রাখতে। কিন্তু তারপরেও, এর ডার্ক ইলেকট্রিক ফিল্ড এড়াতে পারছে না সে। এর ক্ষুদ্র তরঙ্গ খুব দুর্বলভাবে টিকটিক করেই যাচ্ছে। মনের মাঝে এমন অনুভূতি হচ্ছে, যেন ও নিজের হাতে মানুষের একটি হৃৎপিণ্ড ধরে রেখেছে এবং সেটি অনবরত ধুকপুক করেই যাচ্ছে।

ওর দেহে শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। তবে বাইরের ঠাণ্ডা আবহাওয়াকে এর কারণ বলা যাবে না।

কেউ যেন মরা মুরগির ফ্যাকাসে চামড়া দিয়ে ঢেকে ফেলেছে ওর হাতটাকে।

ডানকান মনে মনে ভাবছে...ভাইয়েরা, আর দাঁড় করিয়ে রাখিস না, তাড়াতাড়ি আয়, এই জিনিস থেকে উদ্ধার কর আমায়!

অন্যদিকে স্যাটেলাইট ফোনে পেইন্টারের সাথে কথা বলছে মংক। হয়তো ওদের কথা প্রায় শেষের পথে।

সেটা হলে খুবই ভালো হয়।

এই জিনিসের হাত থেকে তখন মুক্তি পাব।

বাজে অনুভূতিটিকে ভুলে থাকার জন্য বনের ধারে হাঁটাহাঁটি করায় নিজেকে ব্যস্ত রাখল ডানকান। হঠাৎ ওর বুটের ডগা মাটি থেকে বেরিয়ে আসা গাছের মূলে আঘাত হানল। আচমকা হোঁচট খাওয়ায় নিজেকে বোকা বোকা লাগল ডানকানের– কিন্তু এরপর ঘটল এরচেয়েও বাজে একটি ঘটনা।

জাইরো কেসের নিচের অর্ধেকটা খুলে গিয়ে ওর হাতের তালুতে উন্মুক্ত হয়ে গেল সেটি। জ্যাডা নিশ্চয়ই এটা বন্ধ করার কথা ভুলে গিয়েছিল। আর সেও ভাবেনি যে ব্যাপারটা চেক করে দেখা দরকার।

স্লো মোশন ক্যামেরার মতো ধীর গতিতে, ডানকান দেখল, ক্রিস্টালের নিখুঁত গোলকের মাঝে উদয় হল একটি চক্ষুর। এবং সে চক্ষুতে দেখা যাচ্ছে, আগুন লেগে গিয়েছে পুরো দুনিয়ায়। হঠাৎ বিস্ময়ের কারণে গোলকটি পড়ে গেল ওর হাত থেকে। মাটিতে আঘাত করল গোলকটি এবং তৃণভূমির ঘাসের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যেতে থাকল।

এটার পেছনে ধাওয়া দিল ডানকান।

যদি একে হারিয়ে ফেলে ও...

গোলকটিকে একহাতে ধরে ফেলল ও। যেভাবে ক্রিকেট খেলায় একজন ফিল্ডার মাটি কামড়ানো চার বাঁচাতে বাউন্ডারির ভেতর থেকে লুফে নেয় বলটি। অনাবৃত গোলকটি খালি হাতে আকড়ে ধরার বিস্ময়, হাঁটু ভেঙ্গে বসতে বাধ্য করল

ওকে। এর ভেতরের ডার্ক এনার্জি তার হাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আঙুল দিয়ে কোনোমতে গোলকের চারপাশ আঁকড়ে ধরে সেটিকে মুঠোবন্দি করার চেষ্টা চালাল ডানকান। ও বলতে পারবে না, কখন এনার্জি ফিল্ডের বিকিরণ শেষ হয়ে ক্রিস্টালের এনার্জি বিকিরণ শুরু হল। এমন অনুভূতি হচ্ছে, যেন ওর আঙুলগুলো বলের ভেতর দিয়ে গলে যাচ্ছে।

এখনও হাঁটু গেড়ে বসা, গোলকটি উঁচু করে ধরল ও। ভাবছে এখনই একে ছুড়ে ফেলে দেবে কিনা। কিন্তু একটা স্ফুলিঙ্গ ওর মনোযোগ টেনে নিল। সে অপলক চোখে গোলকের মাঝ দিয়ে চেয়ে রইল। ক্রিস্টালের মাঝ দিয়ে উলফ ফ্যাং-এর দৃশ্য ফুটে উঠেছে সেখানে।

কিন্তু উলফ ফ্যাং এখন আর স্বাভাবিক নেই। এর পাহাড় চূড়া পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ধুলার পাতলা কুয়াশার চাদর ঢেকে ফেলেছে একে। নিচের জঙ্গল আগুনে পুড়ছে, আকাশে কালো ধোঁয়ার পুরু স্তর।

ক্রিস্টাল গোলকটিকে নিচু করতেই, উলফ ফ্যাঙ আবারও আগের মতো স্বাভাবিক।

গোলকটি আবারও উঁচিয়ে তুলল ডানকান। এবং দুনিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ ফিরে এল আবারও।

এটা তো ভালো কথা না!

পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গোলকটিকে চারিদিকে ঘুরালো ডানকান। 'আই অফ গডের' দৃষ্টি যেদিকেই নিক্ষেপ করা হোক, এতে দেখানো আগুনে মহাপ্রলয়ের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

"ওটা নিয়ে কী করছ তুমি?" জ্যাডা জিজ্ঞেস করল ওকে, কথাটা পিছন থেকে আসায় ডানকান চমকে উঠল।

বিস্ময়ের কারণে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না ওর। গোলকটিকে জ্যাডার মুখের সম্মুখে ধরে সেটিকে উলফ ফ্যাং-এর দিক বরাবর ধরল ডানকান।

ওর বোকামি দেখে কপালে কুঞ্চন দেখা দিল জ্যাডার। কিন্তু তারপরেও, ঘাড় নিচু করে বড় বড় চোখে ক্রিস্টালের মাঝে তাকাল ও। ওই ভাবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই রইল। ডানকানের মনে হল... ও যেমন অবাক হয়েছিল, জ্যাডাও তেমনি অবাক হয়েছে।

"তো?" অবশেষে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল জ্যাডা।

"তুমি দেখতে পাওনি?"

"কী দেখব?"

"ওই পর্বতমালা, বন-বনানী। সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।"

মেয়েটি তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। "আমি এরকম কিচ্ছু দেখতে পাইনি।"

কী?

আগুনে ধ্বংসযজ্ঞের দিকে আবারও নিজের মনোযোগ ফেরাল ডানকান। ক্রিস্টালের 'চক্ষুর' ঠিক মধ্যিখানে এমন এক ধ্বংসযজ্ঞ জ্বলজ্বল করছে, যা স্পষ্টত শুধু ওর চোখেই ধরা পড়ছে।

শুধু ইস্ট কোস্টই যে ঝুঁকির মুখে আছে তা নয়। পুরো দুনিয়াই এখন হুমকির মুখে। এবং এই দৃশ্যই হচ্ছে সেই প্রমাণ।

ব্যাপারটি বুঝতে পেরে, একটি কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হল ডানকান।

কঠিন জালে ফেঁসে গেছি আমরা।

চতুর্থ অংশ
আগুন এবং বরফ

অধ্যায় : ২৫

২০ শে নভেম্বর, রাত ১:০২ আইআরকেএসটি
বৈকাল হ্রদ, রাশিয়া

বাসের সম্মুখে লোকজনের সাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশের নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার, পাঁচশ কিলোমিটার দূরের উলান বাতোরের তুলনায় আজকের রাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা। ওদের সবার পরনে হুডওয়ালা পার্কা। এই মধ্যরাতে সাথে থাকা ওলখোন দ্বীপের স্থানীয় লোকদের তুলনায় ওদেরকে খুব একটা আলাদা দেখাচ্ছে না।

স্বাভাবিক অবস্থায়, হ্রদের পাশের ছোট গ্রাম সাখিউর্তায় যাওয়ার জন্য নৌকা ব্যবহার করা হয়। পাড়ি দিতে হয় এক মাইল লম্বা জলপথ। এই জলপথ মূলভূখণ্ড হতে আলাদা করেছে ওলখোনকে। কিন্তু শীতকালে, দ্বীপে যাওয়ার একমাত্র উপায়টা খুব অদ্ভুত। পাবলিক বাসে চড়ে যেতে হয় তখন।

তবে ওখানে কিন্তু মানুষের বানানো কোনো সেতু নেই।

বাসটা চলবে স্রেফ বরফের ওপর দিয়ে। শীতকাল এলে হ্রদের গভীর জল এমনভাবে জমে বরফ হয়ে যায় যে, এর ওপর দিয়ে চাকাওয়ালা বাহন চলতে পারে তখন।

ওদের বাহনের দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল র‍্যাচেল। ওদের কেউই এটাতে চড়বে বলে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। এমনকি কোয়াওস্কির মেজাজও স্বাভাবিকের চেয়ে রুষ্ট।

"আমার বরফ ভ্রমণের ডোজ পুরা হয়ে গেছে," বিশালদেহী মানুষটির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে গোঁ গোঁ ধ্বনি। "ভাবছি নিজের নাম পাল্টে ইয়েতি (হিমালয়ের তুষারমানব) রাখব কিনা?"

ওর কথাকে পাত্তা দিল না গ্রে। সব জিনিসপাতি জায়গামতো রাখা হয়ে যেতেই, সবাইকে উঠে আসার জন্য ইশারা করল ও। সব যাত্রী সিটে আসন নেয়ার পর, ওদের ড্রাইভার বাসের দরজা বন্ধ করে দিল। গিয়ারে চাপ দিতেই বরফের ওপর দিয়ে চলা আরম্ভ করল বাসটি। শীতকাল মাত্র শুরু হয়েছে এখানে। জানালায় লেগে আছে কুয়াশা। বাইরে তাকাবে বলে গ্রে তাই জানালাটিকে হাত দিয়ে মুছল। মনে তীব্র উত্তেজনা, বাসের পার হওয়া দেখছে। জানুয়ারির মধ্যে এই বিশাল হ্রদটি পুরোপুরি কঠিন বরফে পরিণত হবে। অকুতোভয় অভিযাত্রীরা তখন দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে হ্রদের এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাবে।

এখনও এটা জমাট বরফের সেই স্তরে পৌঁছায়নি। হ্রদের দূর পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল গ্রে। দেখল, হ্রদের উপরিতলের ওপর ঢেউ দোল খাচ্ছে। বৈকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশোনা করার পর গ্রে জানে এটি একটি ভৌগোলিক বিস্ময়। এই গ্রহের সবচেয়ে গভীর হ্রদ। ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যাওয়া দুটি টেকটোনিক প্লেটের শূন্যস্থান পূরণের জন্য এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে এই হ্রদ তাই বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে। নতুন একটি সাগরে রূপ না নেয়া পর্যন্ত হ্রদের এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

সেটা ঘটবে, যদি আমাদের সাধের গ্রহটি তখনও অক্ষত অবস্থায় থাকে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল গ্রে। ইরকুটস্কে ল্যান্ড করার পর সে পেইন্টারের সাথে কথা বলেছে। ওকে জানানো হয়েছে, ওরা যা ভেবেছিল হাতের সময় এখন আসলে তারচেয়েও কম। প্রায় বারো ঘণ্টা মিসিং। গ্রে কল্পনা করল মংক এখন ডক্টর শ এবং ডানকানকে সাথে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার পথে আছে।

ওদের পরিকল্পনা হচ্ছে, ওখানে 'আই অফ গড' নামক জাইরোস্কোপিক গোলকটি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হবে। জ্যাডা হয়তো এটি পরীক্ষা করে ওর নিজের মাথা থেকে কিছু একটা সমাধান বের করে আনতে পারবে।

গ্রে এবং ডক্টর জ্যাডা শ দুজনেই সময়ের বেড়াজালে ভীষণভাবে বন্দী।

আমেরিকায় যাওয়ার জন্য সাত-আট ঘণ্টার ফ্লাইটে চড়তে হবে জ্যাডাকে। মূল্যবান সময়ের কী দারুণ অপচয়। গ্রের নিজের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়।

সূর্য উঠার আগে অনুসন্ধান কার্য শুরু করতে পারছে না ওরা। এখনও এতো অন্ধকার যে কিছুই করা সম্ভব না। তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার, ওরা এমনকি জানেও না যে কোথা থেকে শুরু করবে। এই দ্বীপ চুয়াল্লিশ মাইল লম্বা এবং তের মাইল চওড়া। পুবদিকের অর্ধেকটা পুরোপুরি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের কিনারা দখল করা দেবদারু বৃক্ষের সারি উঠে গেছে এর সর্বোচ্চ বিন্দুতে, মাউন্ট ঝিমায়। বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের বাকিটুকু হচ্ছে বালির স্তূপ, ঘাসের প্রান্তর আর বিভিন্ন জাতের গাছের মিশ্রণ।

কোনো রোডম্যাপ না থাকলে এমনকি দিনের আলোতেও খোঁজাখুঁজি করা অসম্ভব। কোথা থেকে শুরু করবে ওরা?

তাই ওদেরকে একটি পরামর্শ দিয়েছিল ভিগোর।

কেন আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করে এই ব্যাপারে জেনে নিচ্ছি না?

এই দ্বীপে প্রায় পনেরশ আদিবাসী মানুষ থাকে। লোকে এদেরকে বারিয়াট নামে ডাকে। মঙ্গোল ঔপনিবেশিকদের বংশধর এরা।

ভ্যাটিকানের সাথে নিজের সম্পর্কের প্রভাব খাটিয়ে, ওখানকার উচ্চপদস্থ একজন শামানের সাথে দেখা করার বিরল সুযোগ তৈরি করেছেন ভিগোর। যদি কেউ দ্বীপের গোপন ব্যাপার-স্যাপার জানে, সেটি তিনিই জানবেন। এই লোকটি হচ্ছে বারিয়াটদের রহস্যঘেরা ধর্মের নেতা। এই ধর্মটি বৌদ্ধধর্ম এবং প্রকৃতি পূজার অস্বাভাবিক মিশ্রণ। এই ধর্মে মেয়েদের ব্যাপারে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বারিয়াটরা বিদেশি লোকদের ব্যাপারে মারাত্মকভাবে সতর্ক।

সেই সতর্কতার মাত্রা এমনই যে, একজন শামানের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য কোনো বিদেশিকে দ্বিতীয়বার দেয়া হয় না।

কিন্তু ওই শামানের মুখ থেকে কথা বের করে আনা যায় কিভাবে?

গ্রে পরামর্শ দিল, হাতের সব কার্ড টেবিলের ওপরে উপুড় করে ধরবে ওরা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে, ওদের সংগ্রহ করা চেঙ্গিস খানের সব মৃতদেহ দেহাবশেষ দেখাবে উচ্চপদস্থ শামানকে। গ্রে আশা করছে, এটিই ওদের জন্য চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে। এবং রেলিকগুলো দেখলেই দ্বীপের রহস্যের ব্যাপারে মুখ খুলবে এই লোকটি।

ওই শামান ওদের সাথে দেখা করার ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। কিন্তু শুধু ভোরের দিকে দেখা দেবেন তিনি। দাবি করেছেন, কথা শুরুর আগে সূর্যোদয়ের আলোয় স্নান করে পবিত্র হতে হবে ওদেরকে। কোনোকিছুই তার এই মনোভাবকে পাল্টাতে পারবে না।

কতগুলো ঘণ্টা নষ্ট হয়ে গেল...

কিন্তু গ্রেকে স্বীকার করতেই হবে যে, ওরা সবাই মারাত্মক ক্লান্ত। ওদের ভীষণ ঘুম দরকার। এছাড়া, যেই সময় ওরা শামানের সাথে দেখা করবে, মংকের গ্রুপ তখন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ওদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য রওনা দিবে। তাহলে এতে ওদের দুই গ্রুপই চার ঘণ্টা করে সময় পাচ্ছে মাথার ওপরের হুমকি কিভাবে মোকাবেলা করা হবে সেটা নিয়ে ভাবার জন্য।

জানালার কাঁচের সাথে নাক লাগিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল কোয়াওস্কি। আচমকা রাস্তার ধারের বরফের সাথে বাড়ি খেয়ে বাসটি লাফিয়ে উঠায় ভয়ে চমকে উঠল সে। "ওখানে কী দেখা যায়, ওই বরফের কাছের গর্তটায়?"

গ্রের চোখে পড়ল কালচে ধূসর কিছু একটা বরফের ওপর পিছলে গিয়ে জলের মধ্যে ডুব দিল, এই পথ দিয়ে বাস চলায় বিরক্ত। "শান্ত হয়ে বস। এটা স্রেফ একটা সীল মাছ।"

"বোকা বানানোর জন্য ঠিক এভাবেই তোমার সামনে দেখা দেবে এটি," কোয়াওস্কি বিড়বিড় করল। "বরফের তলায় লুকানো জিনিসে বিশ্বাস করতে নেই।"

নিঃসন্দেহে এই লোকের অতীতে বরফ সম্পর্কিত কোনো যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা আছে। তবে গ্রে একে পাত্তা দিল না। এখানে যেই বিপদই থাকুক, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

গ্রের পাশের সিটে বসলেন ভিগোর। আঙুল তাক করলেন জানালার বাইরের দিকে। "পাথুরে এলাকাটার দিকে তাকাও। স্থানীয় লোকেরা একে খোরিন-ইরগি নামে ডাকে, যার অর্থ 'ঘোড়ার মস্তক'। দেখেছ... হ্রদে পানি পানরত একটা ঘোড়ার সাথে এটা কী রকম ভাবে মিলে যায়। চেঙ্গিস খানের আমলের মঙ্গোল যোদ্ধারা এই জায়গাটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। ওই লোকগুলো বিশ্বাস করতো, এই অন্তরীপের আকৃতি হচ্ছে ওদের নেতার প্রতি এক প্রকার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি।"

ভালো করে আবছা এলাকাটার দিকে একবার তাকাল গ্রে। "আপনার কী মনে হয় এই জায়গা থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেই ভালো হয়?" গ্রের প্রশ্ন।

"আমার সন্দেহ আছে," ভিগোর বলল। "অন্তরীপটি এই দ্বীপের ব্যস্ততম এলাকা। কেউ না কেউ নিশ্চিতভাবে এতদিনে ওখানে কিছু না কিছু খুঁজে

পেয়েছে। আমার কথা হচ্ছে, এই দ্বীপের অনেক জায়গার সাথে চেঙ্গিসের ব্যাপারে প্রচলিত বিভিন্ন গুজবের সম্পর্ক আছে। আমাদের শুধু খুঁজে বের করতে হবে কোনটার মধ্যে উনার সমাধি রাখা আছে।"

"হয়তোবা এই শামান আমাদের বলতে পারবে।"

"যদি সে কিছু জানে, তাহলে শুধু পেশাদারি সৌজন্যবোধ থেকেই এই কথা তারই পেশার আরেকজনের সাথে ভাগাভাগি করবে সে।" ভিগোর তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত একটা হাসি দিল। "বিশ্বাস হারিও না, কমান্ডার পিয়ের্স। যদি ওই ক্রুশ এখানে থেকে থাকে, আমরা সেটা পাবই।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এটা সময় মতো খুঁজে পাব তো আমরা?"

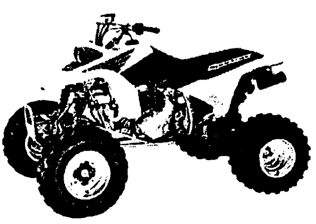
ভিগোর গ্রের হাঁটুতে পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে চাপড় দিলেন এবং ফিরে গেলেন তার নিজের সিটে। ভাইঝিকে হাত দিয়ে প্যাঁচিয়ে ধরলেন। সে এখনও তার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করেই যাচ্ছে।

বড় একটা ঝাঁকুনি খেল বাসটি। বরফের রাস্তা পেরিয়ে পৌছুল কঠিন পাথুরে রাস্তায়। ভারী চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে একটি বেড়িবাঁধ পার হল এবং এগিয়ে চলল সরু পথ ধরে। দ্বীপের অর্ধেকটা পাড়ি দিয়ে ওলখোনের সবচেয়ে বড় গ্রামে পৌছুল বাসটি।

পয়তাল্লিশ মিনিটের পাথুরে রাস্তা পার হওয়ার পর বাসটি পশ্চিম উপকূলে আসল। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম, খুজির। কাঠ নির্মিত বাড়ি, শুকনো খড় দিয়ে ছাওয়া ছাদ, উঠানের সাথে লাগোয়া বেড়াকে রাঙানো হয়েছে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে। গ্রামটি দ্বীপের পশ্চিম পাশের উপসাগরের সাথে লাগোয়া এবং ওখানে মাত্র দুটো সরাইখানা আছে যেখানে ওরা আজরাতের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

সবচেয়ে ছোটটিকে বেছে নিল গ্রে। এই সময়টা পর্যটকদের জন্য অফ সিজন। ইচ্ছে করলে পুরো জায়গাটাই ভাড়া নিয়ে নিতে পারত ও। তবে পুরো জায়গা ভাড়া নিলেও এক ডজনের বেশি বেডরুম পাওয়া যেত না।

ওদেরকে সরাইখানার একদম দরজার সামনে এনে নামিয়ে দিল বাসটি। সরাইখানাটি দোতলা এবং সেখান থেকে উপসাগরের চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়। পেছন দিকে ঘোড়ার আস্তাবল আছে এবং এক সারিতে পার্ক করে রাখা হয়েছে কয়েকটি অল টেরেইন ভেহিকল। নিঃসন্দেহে সেই সব অতিথিদের জন্য, যারা এই দ্বীপে মজা করে ভ্রমণ করতে চায়।



অল টেরেইন ভেহিকল (এটিভি বাইক)

মালপত্র নামিয়ে ভেতরে প্রবেশের তোরজোর শুরু করল ওরা। সরাইখানার মালিক—বয়স্ক রাশিয়ান দম্পতি, ওদেরকে অভিবাদন জানাল। ইংরেজির সামান্য

জ্ঞানের কারণে যোগাযোগের জন্য হাত নেড়েচেড়ে অনেক অঙ্গভঙ্গি করতে হল তাদের। ওরা এতক্ষণ গ্রের দলের জন্য অপেক্ষায় ছিল। এবং ওরা আসবে বলে কমন রুমের ফায়ারপ্লেসে আগুনও জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঘরটি ছোট হলেও আরামদায়ক। কাঠের মেঝে, তুলোয় ঠাসা চেয়ার আর লম্বা একটি ডাইনিং টেবিল আছে ঘরটিতে।

হঠাৎ বাইরের ঠাণ্ডা থেকে এসে আগুনের উত্তাপ নেয়ায় প্রথমে কিছুক্ষণ কষ্ট হল গ্রের। কিন্তু সব বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ার পর, নিজেকে উষ্ণতার চাদরে আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না গ্রে।

আর্মচেয়ারে নিজের শরীর এলিয়ে দিলেন ভিগোর, "এখানে দারুণ লাগছে।"

"বিছানা," সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় কোয়াওস্কির মুখ দিয়ে শুধু এতটুকুই বের হল। এমনভাবে চোখ ঘষছে যেন একটা ঘুমকাতুরে বাচ্চা সে, অনেক রাত করে ঘুমোতে যাচ্ছে।

কোয়াওস্কির আইডিয়ার সাথে গ্রেও একমত। যেন এটা প্রমাণের জন্যই... গ্রের মুখ ফাঁক হয়ে বিশাল একটি হাই বেরিয়ে এল। "দুঃখিত। আমাদের সবার মনে হয় এখন একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। তবে শামানের সাথে দেখা করার জন্য সূর্য উঠার এক কি দুই ঘণ্টা আগে উঠে যেতে হবে।"

"তোমাদের...শুধু পুরুষদেরই করতে হবে সেটা," সেইশানের কণ্ঠে বিরক্তি।

শামানের সাথে দেখা করার জন্য আরেকটি নিয়ম মেনে নিতে হয়েছে ওদের। পবিত্র জায়গাটিতে সঙ্গে করে কোনো মেয়ে নেয়া যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে, বারিয়াটদের পবিত্র জায়গা হচ্ছে ছেলে-ছোকরাদের ক্লাব।

"সেইশান আর আমি তাহলে এখানে আড্ডা মারবো," র‍্যাচেল বলল, "আর তোমরা সবাই তখন ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে ঘুরাঘুরি করবে।"

এতে অবশ্য খুব একটা খুশি নয় র‍্যাচেল। চাচাকে চোখের আড়াল করার ইচ্ছে নেই ওর। এমনকি এখনও ফায়ারপ্লেসের পাশের চেয়ারে বসে চাচার ওপর কড়া নজর রাখছে সে।

শেষ কিছু কথা বলে, সেই রাতের জন্য বিশ্রামে চলে গেল ওরা সবাই।

সিঁড়ি পার হচ্ছে গ্রে, পায়ের তলার কাঠের সিঁড়ি ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে নালিশ জানাচ্ছে ওকে। কিন্তু গ্রের মনে তখন অন্য চিন্তা। মাথা থেকে বিপদের আশংকা তাড়াতে পারছে না ও। বারবার মনে হচ্ছে, কাছাকাছি কোথাও অশুভ কেউ ঘাপটি মেরে বসে আছে। যেন কেউ একজন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে আসছে ওর কবরের দিকে।

অথবা... কবরটি অন্য কারও!

সিঁড়িতে বিন্দুমাত্র শব্দ না তুলে, গ্রে-কে অনুসরণ করে উপরতলায় উঠতে থাকল সেইশান।

রাত ৩:০৩

বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে জেগে উঠল র‍্যাচেল।

ফায়ারপ্লেসের পাশের চেয়ারটিতে জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে ও। ফায়ারপ্লেসের কাঠ ফাটার আরেকটা ফটফটানি শব্দে শুরুর দিকের পাওয়া ভয় একটু কেটে গেল

ওর। দ্রুত মনে পড়ে গেল এখন কোথায় আছে। ঘড়িটা দেখে সময় বুঝার চেষ্টা করল।

ভীষণ অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠতে চাইল র‍্যাচেল।

"ভিগোর চাচা, তুমি এখনও জেগে? রাত এখন তিনটা। তোমার কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া উচিত।"

আগুনের উনুনের অপর পাশে বসে আছেন ভিগোর। তার কোলের ওপর রাখা আছে একটি ভ্রমণবিষয়ক বই। চোখের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে রিডিং গ্লাস, আগুনের শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে সেখানে।

"এখানে আসার পথে বিমানে ঘুমিয়েছি আমি, গাড়িতে আসার সময়ও ঘুমিয়েছি।" ভাতিঝার দুশ্চিন্তাকে পাত্তাই দিলেন না তিনি।

চাচা যে মিথ্যা বলছেন তা ভালোভাবেই বুঝা যাচ্ছে। পুরোটা সময় চাচার ওপরে নজর রেখেছিল র‍্যাচেল। একবারের জন্যও নিজের চোখ বন্ধ করেননি তিনি। এমনকি এখনও, তার কপালের এক কোণায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। এবং সেই ঘামের কারণ পাশের ফায়ারপ্লেসের আগুনও নয়। উনার চেহারার ফ্যাঁকাসে অবস্থা দেখে নিশ্চিত বলে দেয়া যায় এটি।

উনার ইনসোমনিয়া বুড়ো বয়সে এসে দেখা দেয়নি। এমনকি কোলে থাকা বইটাও এর কারণ না। এর কারণ হচ্ছে ব্যথা।

চেয়ারটি একপাশে সরিয়ে দিয়ে চাচার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল র‍্যাচেল।

"শুধু আমাকে একবার বল," সে বলল। জানে এরচে বেশি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজের চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন ভিগোর। বই এক পাশে সরিয়ে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। "আমার অগ্ন্যাশয়ে ক্যান্সার হয়েছে," লজ্জিত ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বললেন... এই লজ্জা অসুস্থ হওয়ার জন্য নয়, বরং সেটি গোপন রাখার জন্য।

"কত দিন?"

"তিন মাস আগে রোগ ধরা পড়েছে।"

চাচার দিকে স্থির চেয়ে রইল র‍্যাচেল। এই উত্তর জানতে চায়নি সে। আবারও জিজ্ঞেস করল, "কত দিন?"

"আমার হাতে হয়তো আর দুই-তিন মাস সময় আছে।"

সত্যি কথা জানতে পেরে একই সাথে স্বস্তি এবং আতংক ভর করল র‍্যাচেলের মনে। এতদিন অজানা থাকার পরে, শেষ পর্যন্ত জানা গেল সত্যিটা। কিন্তু ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হয়ে বাস্তবতা মেনে নিতে দারুণ কষ্ট হল ওর। এতদিন তাও নিজেকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যেত, এখন তো সেটিও করা যাবে না।

র‍্যাচেলের চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে এল।

চাচা তার চোখের পানি মুছে দিলেন। "কাঁদবে না। এই কারণেই কাউকে জানাতে চাইনি। জীবন থেকে অনেক পেয়েছি, কোনো আফসোস নেই।"

"আমাকে তো একবার বলতে পারতে।"

"আমার..." তিনি আবারও বড় করে শ্বাস ফেললেন। "এই কথা কিছুদিন আমার নিজের মধ্যে রাখার দরকার ছিল।"

মাথাটা একটু ঝাঁকালেন ভিগোর, ব্যাখ্যা মন মতো না হওয়ায় একটু হতাশ।

কিন্তু র‍্যাচেল ঠিকই বুঝল। চাচার হাঁটুতে চাপ দিল হালকা করে। নিজের মৃত্যুর খবর অন্যের সাথে ভাগাভাগি করা সহজ না। নিজের মনের সাথে আগে লড়াই করতে হয়।

ভিগোর এর পর আরও বিস্তারিত খুলে বললেন। বেশির ভাগ অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের মতো, তার রোগেরও প্রথম দিকে তেমন বড় কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। যখন শরীর অসুস্থ লাগল, বদহজমের সমস্যা ভেবে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল অনেক দেরি হয়ে গেছে। পেট থেকে ফুসফুসে পৌঁছে গেছে ক্যান্সার। এখন ব্যথার ওষুধ খাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

"একটা ভালো দিক," নিরাশার অন্ধকারের মধ্যেও আলোর একটা উজ্জ্বল রেখা, "জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও আমার গুরুত্ব পুরোপুরি ফুরিয়ে যায়নি।"

র‍্যাচেল অনুভব করল তার গলায় কিছু একটা দলা পাকিয়ে উঠছে। হঠাৎ নিজের ওপরে খুশি খুশি লাগল এই ভেবে যে, সে তার চাচাকে এই ভ্রমণ থেকে আটকায়নি। হয়তো এটাই হবে উনার জীবনের শেষ অভিযান।

"আমি তোমাকে কখনও ভুলবো না," র‍্যাচেল কথা দিল।

"ভালো, কিন্তু নিজের কথাও ভুলে যেও না।" তিনি বললেন। "আমাদের নশ্বর শরীরের আয়ু অল্প। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটি উপহার। এই উপহারকে অপচয় করো না, ভবিষ্যতে ব্যবহার করবে ভেবে আলমারিতে তুলে রেখো না; দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরো আর কাজে লাগাও। বর্তমানকে উপভোগ করো।"

চাচার কোলে নিজের মাথা রাখল র‍্যাচেল। শরীর কাঁপছে ওর। তীব্র দুঃখে নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

বেদনা ছুঁয়ে গেল ভিগোরকেও। র‍্যাচেলের মাথার ওপর হাত রেখে নরম গলায় তিনি বললেন, "তুই আমার মেয়ে। সবসময় সেভাবেই দেখে এসেছি। খুব ইচ্ছে ছিল যদি আমার জীবন তোর সাথে ভাগাভাগি করতে পারতাম। তোকে ভীষণ ভালোবাসি, র‍্যাচেল।"

ভিগোরকে জড়িয়ে ধরল র‍্যাচেল। যেতে দেয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু জানে শীঘ্রই চলে যেতে দিতে হবে।

আমিও তোমাকে ভালোবাসি, বাবা।

রাত ৩:১৯

বিছানায় শুয়ে চোখের পানি আটকে রাখার চেষ্টা করছে সেইশান। ওদের ঠিক ওপরের রুমটাই তার, তাই নিচের রুমের সব কথাই ওর কানে এসেছে। কাঠ দিয়ে নির্মিত এই হোটেলে প্রত্যেকটা ফিসফিসানি জোরালো হয়ে কানে বাজে।

আড়ি পাতার কোনো উদ্দেশ্য ওর ছিল না। কিন্তু ওদের গলার আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে যায়।

ভিগোরের মুখ থেকে বের হওয়া মমতা মাখানো কথা এখনও ওর কানে বাজছে।

তুই আমার মেয়ে।

কথাটা ওর বুকে শেলের মতো বিঁধল। এটা সত্যি যে ভিগোর র‍্যাচেলের বাবা না। কিন্তু তারপরেও দুজনের মধ্যে একটি পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠার ব্যাপারে সেটি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ওদের কথা শুনতে শুনতেই, মায়ের চেহারা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অজানা অচেনা মানুষের মতো এখন ওরা দুজন একে ওপরের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। সেইশান কি পারে না মা-মেয়ের সম্পর্ক আবারও চাঙ্গা করতে? নিভু নিভু আগুনে কী নতুন করে জ্বালানি সরবরাহ করা যায় না?

সেইশানের মনে সামান্য আশার আলো জেগে উঠল। হতেও তো পারে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও। এখন আর ঘুম আসার সম্ভাবনা নেই।

ভিগোরের উপদেশ তার কানে বাজছিল।

...এই উপহারকে অপচয় করো না, ভবিষ্যতে ব্যবহার করবে ভেবে আলমারিতে তুলে রেখো না; দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরো আর কাজে লাগাও। উপভোগ কর...

পায়ের ওপরে খাড়া হল সেইশান। নগ্ন গায়ে ঢিলা একটা জামা পরল। খালি পায়ে রুম থেকে বের হয়ে গ্রের ঘরের দিকে গেল। দেখল ঘরে তালা দেয়া নেই। আস্তে করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ফায়ারপ্লেসে কয়েকটা কাঠ তখনও নিভু নিভু জ্বলছিল।

গ্রের বিছানায় নিজের শরীরটিকে গলিয়ে দিল সেইশান। এক কোণায় জায়গা করে নিয়ে নিজের নগ্ন দেহ ওর পাশে রাখল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে দ্রুত সাড়া দিল গ্রে। চেহারায় বিস্ময়। লোহার মতো কঠিন আঙুল চেপে ধরল সেইশানের হাত। চিনতে পেরে যদিও চাপ কমিয়ে দিল কিন্তু একবারে ছেড়ে দিল না। ফায়ারপ্লেসের আগুনের শিখা প্রতিফলিত হচ্ছিল ওর চোখে।

"সেই—?"

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল সেইশান। অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেক অনুভূতি ভাগাভাগি হয়েছে।

"কী করছ—?"

আঙুল সরিয়ে গ্রের ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিল সেইশান।

উপভোগ।

অধ্যায় ২৬

২০ শে নভেম্বর, ভোর ৪:০৪ জেএসটি (জাপান স্ট্যান্ডার্ড টাইম) প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে আকাশ পথে

বিমান সামান্য নড়ে উঠায় জ্যাডার মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। জ্যাডার মুখ নিজের বুকের ওপর রাখা, সামনে খোলা ল্যাপটপ।

"সিট চাপ দিয়ে নিচু করে ভালো করে একটা ঘুম দাও," জ্যাডার পাশের সিটেই বসে ছিল ডানকান। "মংকের মতো করে।"

বিমানের আরেক আরোহীর দিকে ইশারা করল ডানকান। বিমানের ইঞ্জিনের সাথে তাল মিলিয়ে সমানে নাক ডেকে যাচ্ছিল মংক।

"আমি ঘুমাচ্ছিলাম না," মুখ বিকৃত করে হাই আড়াল করতে করতে জ্যাডা বলল, "ভাবছিলাম।"

"তাই?" জ্যাডার হাত উঁচু করে তুলে ধরল ডানকান, দেখা গেল জ্যাডার হাত ওর হাতের ঠিক নিচেই রাখা। "আমি কী জিজ্ঞেস করতে পারি ঠিক কী নিয়ে ভাবছিলে?"

লজ্জায় চেহারা রাঙা হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "এর জন্য দুঃখিত।"

ডানকান হাসল। "আমি কিছু মনে করিনি।"

বিব্রত হয়ে জানালার বাইরে তাকাল জ্যাডা। মেঘের ফাঁক বেয়ে দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে ওদের বিমান। ল্যাপটপের ঘড়ি জানান দিচ্ছে ওরা প্রায় তিন ঘণ্টা যাবত আকাশ পথে আছে।

"মাত্র জাপান পার হলাম আমরা," ডানকান বলল। "আর পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছে যাবো।"

কেবিনের চারপাশে নজর বুলানোর সময় আরেকটি বিলাসবহুল বিমানের কথা মনে পড়ে গেল জ্যাডার। লস এঞ্জেলেস থেকে শুরু হয়েছিল ওদের অভিযান। এরপর ওয়াশিংটন। তারপর কাজাখস্তান হয়ে মঙ্গোলিয়া। আর এখন যেখান থেকে শুরু করেছে আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছে।

পুরো দুনিয়া এক চক্কর দেয়া হয়ে গেল।

এত কিছু করা হল শুধু দুনিয়াকে বাঁচানোর জন্য।

জ্যাডা মনে মনে ভাবল এটা যেন ওর বিদায়ী সফর না হয়। 'আই অফ গডের' মাঝ দিয়ে ডানকান যা দেখেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে পুরো গ্রহ ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে আছে।

জ্যাডার দৃষ্টি পতিত হল টেবিলে রাখা বাক্সটির ওপর। উলান বাতোর ছাড়ার আগে, সে আই অফ গডকে সাময়িকভাবে কপার দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছে। কপার ব্যবহারের ফলে এর থেকে নির্গত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বিমানের যন্ত্রপাতির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব রাখতে পারবে না। বাক্সের ওপর তার হাত রেখে, ডানকান এই কৌশলের কার্যকারিতা কনফার্ম করে। কিন্তু কপারের খাঁচার মধ্যে থাকলেও আই অফ গডের কোয়ান্টাম ইফেক্ট এখনও অবিরাম গতিতে চলছে। কপারের পক্ষে এটি আটকে রাখা অসম্ভব।

ডানকান আচমকা প্রশ্ন করল, "তো আমিই কেন একমাত্র মানুষ যে আই অফ গডের চক্ষুর মাঝ দিয়ে পৃথিবীর ধ্বংস দেখতে পেল?"

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল জ্যাডা। "তুমি হয়তো আই অফ গডের কোয়ান্টাম ইফেক্টের ব্যাপারে স্পর্শকাতর। যেটার কারণে আমার এখন মনে হচ্ছে আই অফ গডে যাই ঘটুক না কেন সেটা স্যাটেলাইটের ক্যামেরার কাঁচের লেন্সে প্রভাব ফেলে। যার ফলে ক্যামেরার ডিজিটাল সেন্সর কাছাকাছি ভবিষ্যতের একটি ছবি রেকর্ড করে। ঠিক সেই মুহূর্তে... যখন এর ত্রুটিপূর্ণ লেন্সের ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে।"

"আর আমার ব্যাপারটা কী?"

"আগে যেমনটা বলেছিলাম, মানুষের চেতনা কোয়ান্টাম ফিল্ডে অবস্থান করে। কোনো এক অজানা কারণে, আই অফ গডের কোয়ান্টাম পরিবর্তনের সাথে তোমার কোনোরকম সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। হতে পারে সেটি তোমার আঙুলের ডগায় থাকা ওই চুম্বকের কারণে... অথবা তুমি হয়তো অতিরিক্ত স্পর্শকাতর।"

"যেমন সেইন্ট থমাস আর তার ক্রুশ।"

"সে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমি কিন্তু তোমাকে সেইন্ট ডানকান ডাকতে পারবো না।"

"সত্যি বলছ তো? আমার তো নিজেকে সেইন্ট ডানকান শুনতে দারুণ লাগছে।"

ডেস্কটপ স্ক্রিনে নতুন একটা ফোল্ডারের উদয় হওয়াতে, ছোট একটা বিপ আওয়াজ ভেসে আসল ল্যাপটপ থেকে। এসএমসি থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতির সর্বশেষ আপডেট, এসেছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে।

অবশেষে...

"আবার কাজে ফিরে যাচ্ছ?" ডানকান জিজ্ঞেস করল।

"একটা জিনিস আমাকে একটু চেক করে দেখা লাগবে।"

ফোল্ডারে ক্লিকের মাধ্যমে ওপেন করে, ডকুমেন্টটি পড়তে শুরু করল জ্যাডা। পড়া শেষ হতেই ঠিক করল, গ্রাফ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ধূমকেতুর যাত্রাপথের একটা মানচিত্র তৈরি করবে। যেটা এর করোনা (জ্যোতির্বলয়) থেকে নির্গত ডার্ক এনার্জির গমনপথকে অনুসরণ করবে। কিছু একটা ক্রমাগত জ্বালিয়েই মারছে ওকে। এবং ওর কাছে মনে হচ্ছে, তথ্য উপাত্ত নিয়ে কাজ করায় ব্যস্ত থাকলে ব্যাপারটি ধরা সহজ হবে।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ শুরু করল ও। সেগুলোকে প্রবেশ করাল ল্যাপটপের গ্রাফ প্রোগ্রামে। একই সাথে সাম্প্রতিক প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের সাথে তার নিজের বানানো সমীকরণের (যেটা ডার্ক এনার্জির বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম) তুলনা করল। সমীকরণ থেকে বুঝা গেল, ডার্ক এনার্জি একটি মহাকর্ষীয় শক্তি সৃষ্টি করেছে। সমীকরণ থেকে পাওয়া ফলাফল, তার ডার্ক এনার্জির উৎসের সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বের (কোয়ান্টাম ফোমের কৃত্রিম কণাগুলো বিনাশের ফলাফল হচ্ছে ডার্ক এনার্জি) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে জানে, এটাই হচ্ছে বর্তমান সমস্যার সবচেয়ে জটিল অংশ। একে কেবল একটা শব্দেই প্রকাশ করা যায়।

আকর্ষণ।

কৃত্রিম কণাগুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে আনতে চাইছে। আর এর ফলে যে শক্তি নির্গত হচ্ছে, তা প্রভাবিত করছে মহাকর্ষীয় শক্তিকে। এটি অনেকটা দুর্বল এবং সবল পারমাণবিক শক্তির জ্বালানির মতো... যা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনকে একত্রে টেনে পরমাণু গঠন করে। এর কারণেই চন্দ্র পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে। এবং আমাদের সৌরজগৎ ও গ্যালাক্সি চড়কির মতো ঘুরছে এই যুক্তিতেই।

কাজ করতে করতে জ্যাডা লক্ষ করল, এসএমসির সমীকরণে ভুল দেখা যাচ্ছে। এসএমসির পদার্থবিদ যেসব ব্যাপার ধরে হিসাব করেছেন, সেগুলো তার সমীকরণ থেকে পাওয়া ফলাফলকে সাপোর্ট করছে না। আরও দ্রুত গতিতে কাজ করা শুরু করল জ্যাডা। চোখ থেকে সরে গেল ঘুমের শেষ চিহ্নটুকুও। আতংকের সাথে খেয়াল করল, মনের কোণের আশঙ্কাটি বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে।

আমাকে ভুল হতেই হবে... হতেই হবে।

তথ্যগুলো আবারও চেক করার জন্য, কী বোর্ডে পাগলের মতো আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগল ও।

"কোনো সমস্যা?" ওপাশ থেকে ডানকান প্রশ্ন করল।

জ্যাডা চাইল কারও সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করতে। কিন্তু তার মনের গহিনে থাকা ভয় তাকে মুখ ফুটে বলতে বাধা দিল। যেন, কথাটা কাউকে বলে দিলে ভয়টা সত্যি সত্যি দেখা দেবে।

"জ্যাডা?"

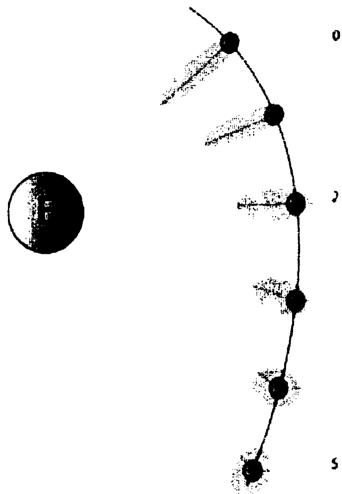
শেষ পর্যন্ত সে ল্যাপটপ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলল। "এসএমসির সেই পদার্থবিদ, যাকে আমাদের হাতে কতটুকু সময় আছে হিসাব করতে দেয়া হয়েছিল... সে একটা ব্যাপারে ভুল করে ফেলেছে।"

"তুমি নিশ্চিত?" ডানকান তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। "সে আমাদের ষোল ঘণ্টা সময়ের কথা বলেছিল। সে হিসেবে আমাদের হাতে এখনও নয় ঘণ্টা সময় থাকার কথা।"

"সে হিসাবে ভুল করেছে। সে ধরে নিয়েছিল, ধূমকেতু যতই পৃথিবীর কাছে এগিয়ে আসবে, ততই এর মহাকর্ষীয় বিচ্যুতির পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকবে।"

"এবং তার এই ধারণা ভুল?"

"না, সেটা ঠিক আছে।" কী বোর্ডে ক্লিক করে একটু আগে বানানো গ্রাফটিকে সামনে নিয়ে এল। "এখানে তুমি দেখতে পাবে, ধূমকেতুর ডার্ক এনার্জি করোনা পৃথিবীর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।"



জ্যাডা বলে চলল, "একইভাবে, পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালের বক্রতা সেই মহাকর্ষীয় শক্তির টানের দিকে সাড়া দিচ্ছে। বক্রতাটি বাইরের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। দুটোই একে অপরকে আকর্ষণ করছে। এতে করে গ্রহাণুটির জন্য একটি সুড়ঙ্গপথের সৃষ্টি হচ্ছে, যেই পথ দিয়ে এটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আমাদের গ্রহের ওপর।"

"তো ওই পদার্থবিজ্ঞানীর হিসাব ঠিক থাকলে, সমস্যাটা কোন জায়গায়?"

"সে একটা ভুল করেছে, এবং আমার বিশ্বাস নতুন পাওয়া তথ্য একে সমর্থন করছে।"

"কী ভুল?"

"সে মহাকর্ষীয় প্রভাবের বৃদ্ধিকে জ্যামিতিক ধরে নিয়েছিল, যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকবে। কিন্তু আমার কাছে সেরকম মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয় এটা সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে," জ্যাডা তার দিকে ঘুরল। "অন্যভাবে যদি বলি, এটি বাড়ছে আরও অনেক দ্রুত গতিতে।"

"কত দ্রুত?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে কিছু হিসাব নিকাশ করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাকে বলতে বললে বলব, গ্রহাণুর হামলা ঠেকানোর জন্য আমাদের হাতে ৫ ঘণ্টা সময় আছে, ৯ ঘণ্টা না।"

"এতো আমাদের হাতে যেই সময় থাকার কথা তার প্রায় অর্ধেক।" ডানকান সিটে হেলান দিয়ে বলল, সমস্যার গভীরতা বুঝার চেষ্টা করছে। "ভাগ্য ভালো হলে ওই সময় আমাদের লস এঞ্জেলসে থাকার কথা।"

"আর গত কয়েক দিনের কথা যদি মনে রাখি, ভাগ্যের ওপর ভরসা রাখা ঠিক হবে না আমাদের।"

ভোর ৪:১৪

বিপদের ওপর বিপদ...

হতবাক হয়ে বসে আছে ডানকান।

যতক্ষণ না হিসাব করে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পারছে, ততক্ষণ ওকে শান্ত হয়ে বসে থাকতে অনুরোধ করেছে জ্যাডা। হিসাব সমাধা করার জন্য, এখন নিজের তৈরি করা প্রোগ্রামে ডেটা নিয়ে তা বিশ্লেষণ করছে মেয়েটি।

অপেক্ষা করার সময় নাক চুলকাতে চুলকাতে ডানকান বলল। "ওই স্যাটেলাইট সব জায়গা বাদ দিয়ে কেন মঙ্গোলিয়ায় গিয়েই পড়ল? ক্যানসাসে বা মিসিসিপি নদীতেও তো পড়তে পারতো। আমাদের তাহলে সারা দুনিয়ায় এভাবে চক্কর মারা লাগতো না।"

জ্যাডার আঙুল স্থির হয়ে গেল কী বোর্ডের ওপর।

"কী বললে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক এই কথাটাই... এই কথাটাই আমাকে এতোক্ষণ জ্বালাতন করছিল। আমি কী বোকা।" সে তার চোখ জোড়া বন্ধ করল। "সবসময়ই এটি ছিল দুটো বস্তুর আকর্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপার।"

"কী বলতে চাইছ?"

জ্যাডা আবারও গ্রাফটির দিকে ইঙ্গিত করল। "এসএমসি ওই পদার্থবিদ তাত্ত্বিকভাবে বলেছিলেন যে, আমাদের গ্রহে এমন কিছু একটা আছে, যার প্রতি ওই ধূমকেতুর এনার্জি সাড়া দিচ্ছে। এবং আমি তার সাথে একমত।"

"তুমি আগে বলেছ যে, তোমার বিশ্বাস এটা হচ্ছে ওই ক্রুশ," ডানকান বলল। "কারণ একে ধূমকেতুর আলদা হয়ে যাওয়া একটা অংশ থেকে বানানো হয়েছে।"

"ঠিক তাই। ওই দুটো বস্তু-ধূমকেতু এবং ক্রুশ-খুব সম্ভবত কোয়ান্টাম থিওরি অনুযায়ী একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং ওরা পরস্পরকে নিজেদের দিকে টানছে, হয়তো শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে। আমার ধারণা, ক্রুশটি যদি কোনো রকমে পেয়েই যাই, ওই গোলক থেকে নির্গত হওয়া শক্তিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি হয়তো তাদের আকর্ষণের টান ভঙ্গ করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারব।"

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডানকান। ব্যাপারটা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। "আর তুমি যদি এটা কর, তাহলে ওই ধূমকেতুর এনার্জির আর কোনোভাবেই পৃথিবীর সাথে আকর্ষণ থাকবে না। এবং এর ফলে, আমাদের গ্রহের চারপাশের স্থান-কালে ভাঁজ পরার সম্ভাবনার হাত থেকেও তখন নিস্তার পাওয়া যাবে।"

"এবং ওই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এসে গ্রহাণুটিও পৃথিবীকে আঘাত হানতে পারবে না।"

ব্রিলিয়ান্ট, ডক্টর শ।

"দুটো প্রশ্ন," ডানকান বলল। "ধূমকেতু এবং ওই ক্রুশের মধ্যকার আকর্ষণের ব্যাপারে তুমি এতো নিশ্চিত হচ্ছে কী করে? আর তুমি কী এদের মধ্যকার কোয়ান্টাম সম্পর্ক ভঙ্গ করতে পারবে?"

"তোমার দুটো প্রশ্নের উত্তর একই। আইনস্টাইনের কথাটা আবারও বলি, ঈশ্বর দুনিয়া নিয়ে পাশা খেলেন না।"

জ্যাডা তার চেহারার হতবুদ্ধি অবস্থা বুঝতে পারল। "এক মুহূর্ত আগে," সে বলল, "তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে ওই স্যাটেলাইট মঙ্গোলিয়াতেই কেন বিধ্বস্ত হল? এর চেয়ে ভালো প্রশ্ন আর হতে পারে না।"

"থ্যাংক ইউ..." সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে ধন্যবাদ দিল।

"এর উত্তর দেয়ার জন্য, আমি তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। ক্রুশটি এই মুহূর্তে কোথায় লুকিয়ে আছে বলে আমরা ধারণা করছি?"

"বৈকাল হ্রদের একটা দ্বীপে, প্রায় তিনশ মাইল উত্তরে..." তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। "বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, স্যাটেলাইট পৃথিবীর যেখানটায় বিধ্বস্ত হয়েছে তার ঠিক বিপরীতদিকে।"

"আর এটাকে তোমার কাছে কী একটু বাড়াবাড়ি রকমের দৈবদুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না?"

সে মাথা নাড়ল।

এবং ঈশ্বর পাশা খেলেন না।

জ্যাডার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডানকান। ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে ওর। সব সময়ই করে, তবে এখন একটু বেশি করছে। "স্যাটেলাইটটি ওখানেই পতিত হয়েছে, কারণ ক্রুশ থেকে নির্গত এনার্জির আকর্ষণ সেদিকেই টানছিল একে।"

"ওখানেই পড়ার কথা এটির। ধূমকেতু থেকে নির্গত হওয়া সেই একই ডার্ক এনার্জি দ্বারা স্যাটেলাইটটি চার্জড হয়ে আছে।"

ডানকান আরেকবার সেই গ্রাফের দিকে তাকালো। এনার্জির জ্যোতির্বলয় দেখাচ্ছে এটি। সে কল্পনা করল, স্যাটেলাইটটি হচ্ছে সেই এনার্জির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশ। ক্রুশ থেকে নির্গত এনার্জি তার আকর্ষণ দিয়ে একে তার কক্ষপথ থেকে টেনে বের করে আনছে। এরপর স্যাটেলাইটকে নিয়ে ফেলে আমাদের গ্রহের উপরিতলের ওপর।

এ কথা সত্যি হয়ে থাকলে, সন্দেহাতীতভাবে জ্যাডার কোয়ান্টাম এনটেঙ্গলমেন্ট সম্পর্কিত থিওরিকে সাপোর্ট করছে এটি। কিন্তু এরপরেও ওর অন্য প্রশ্নের জবাব এটি দিচ্ছে না।

ডানকান ওর দিকে মুখ ঘুরাল। "তুমি বলেছিলে এই তথ্যটি আমাদেরকে এদের মধ্যকার কোয়ান্টাম সম্পর্ক ভাঙ্গার উপায় এনে দেবে।"

মেয়েটি হাসল। "আমি ভেবেছিলাম, এটা একদম সুস্পষ্ট।"

"আমার কাছে না।"

"স্যাটেলাইটটি যা করতে চাইছিল, তা আমাদেরই সমাধা করতে হবে। আমাদেরকে 'আই অফ গডের' এনার্জি এবং ক্রুশের এনার্জি একত্র করতে হবে। ধরে নাও যে এই জোড়াটির একটি হচ্ছে পজিটিভ চার্জযুক্ত কণা এবং অন্যটি হচ্ছে নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণা। যখন তাদের বিপরীত চার্জ একে অপরকে কাছাকাছি টেনে আনবে-"

"যখন তারা একত্রে মিলে যাবে, তখন ওরা একে অপরকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাতিল করে দেবে।"

"ঠিক তাই। বিস্ফোরণ হলে যেই এনার্জি নির্গত হবে সেটি ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার দুটোর যোগফল। দুটি বিপরীত শক্তির মিলিত হওয়ার ফলে যে বিস্ফোরণ হবে তার ফলে ওদের মধ্যকার কোয়ান্টাম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

তাত্ত্বিকভাবে ভালোভাবেই মিলে গিয়েছে, কিন্তু...

"কেন এগুলো বিপরীতধর্মী?" সে জিজ্ঞেস করল। "এদের মধ্যে তফাৎটা কী?"

"মনে করিয়ে দিচ্ছি, সময়ও একটি মাত্রা। এখানে ক্রুশ এবং 'আই অফ গড' দুটোই ডার্ক এনার্জির একই কোয়ান্টাম দ্বারা চার্জ হয়ে আছে। এরা দুটো আলাদা এবং স্বতন্ত্র জাতের সময়কে ধরে রেখেছে। একই অক্ষরেখার দুটি বিপরীত প্রান্ত। একটি এসেছে অতীত থেকে, একটি এসেছে বর্তমান থেকে। কোয়ান্টাম এনটেঙ্গলমেন্ট মানে হচ্ছে ওরা দুটোই এক হয়ে মিশে যেতে চায়।"

"অর্থাৎ ওরা অবশ্যই একে অপরকে বিনাশ করবে?"

মেয়েটি সায় দিল। "আমার বিশ্বাস এটি এদের মধ্যকার কোয়ান্টাম সম্পর্ক ভেঙ্গে দেবে এবং ধূমকেতুর এনার্জি থেকে আসা আকর্ষণের টান বিকল করবে।"

"কিন্তু তারপরেও, বড় একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এখনও," ডানকান বলল। "ক্রুশটা এখন কোথায়?"

"আমি জানি না, কিন্তু-"

ওদের আলোচনা কম্পিউটার থেকে আসা আওয়াজে বাধাগ্রস্ত হল। সেই আওয়াজ ঘোষণা করছে ডক্টর শয়ের দেয়া প্রোগ্রাম তার কাজ সম্পূর্ণ করেছে। একটি সংখ্যা প্রোগ্রামের রেজাল্ট বক্সে দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

৫.৬৮ ঘণ্টা।

"এটুকু সময়ের মধ্যেই আমাদের ওটা খুঁজে বের করতে হবে।" জ্যাডা ডানকানের দিকে ঘুরল। "আমাদের এখন কী করণীয় সেটি নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।"

ডানকানের জানা আছে।

ডানকান তার সিট থেকে লাফ দিয়ে নেমে এগিয়ে গেল মংকের দিকে। এবং তার পার্টনারকে এক ঝাঁকুনিতে জাগিয়ে তুলল ঘুম থেকে।

"কী ব্যাপার... ?" মংক ঘুম জড়ানো চোখে বলল। "এসে গেছি নাকি?"

ডানকান ওর কানের কাছে ঝুঁকে এসে বলল। "এই বিমান অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে আমাদের।"

অধ্যায় ২৭

২০ শে নভেম্বর, ভোর ৬:৪২ আইআরকেএসটি
(ইরখুটস্ক সামার টাইম)
ওলখোন দ্বীপ, রাশিয়া

সূর্য তখনও উঠেনি। কিন্তু গ্রের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। অনুভব করল কেউ একজন ওকে জড়িয়ে ধরে আরামসে শুয়ে আছে ওর বুকের ওপর। সেই মেয়েটির দেহের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের প্রতিটি কোণে। গ্রের বাঁ হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সেইশানের কাঁধকে। গ্রের ভয় হচ্ছে। মেয়েটি হয়তোবা ওর উত্তেজিত মনের কল্পনার সৃষ্টি, যেকোনো মুহূর্তে আঙুলের ফাঁক গলে হারিয়ে যেতে পারে।

অলস ভঙ্গিতে দেহকে দোলাল সেইশান। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তৃপ্ত ধ্বনি যা মিষ্টি হয়ে বাজল গ্রের কানে। মাথাটা একপাশে কাত করে সেইশান ওর চোখ খুলল, ঘরের মৃদু আলো প্রতিফলিত হল সেই চোখে।

গ্রে এগিয়ে এসে আঙুল দিয়ে ওর চিবুক স্পর্শ করে তাকে কাছে টেনে নিল। ওদের ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সাথে মিলিত হবে, ঠিক তখনই...

রাতের নির্জনতা ভঙ্গ করে তারস্বরে বেজে উঠল ফোনটি। জাদুময় মুহূর্ত হারিয়ে গেল এক লহমায়। দুজনকেই মনে করিয়ে দিল কম্বল আর বিছানার অপর পাশের দুনিয়া এই মুহূর্তে বিপদে আছে। গ্রের ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল রাগান্বিত গর্জন। লম্বা এক মুহূর্ত সেইশানকে নিজের কাছে ধরে থাকল ও। তারপর ওকে ছেড়ে গড়িয়ে গেল বিছানার পাশে রাখা ফোনটির দিকে।

"আমরা ইরকুটস্কে পৌঁছেছি," মংক তাকে আপডেট দিল। "যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে দ্রুত এলাম।"

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ওর বন্ধু ওকে মাঝপথে বিরক্ত করল; প্রথম বার করেছিল ঘণ্টা দুয়েক আগে। ওদের রওনা দেয়ার কথা জানিয়ে রেখেছিল গ্রে-কে।

"বুঝেছি," শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল গ্রে। "মানে এখানে পৌঁছুতে তোমাদের এখনও দুই ঘণ্টা লাগবে।"

ঠিক করা হয়েছে, মংকের দলের জন্য সরাইখানায় অপেক্ষা করবে সেইশান এবং র‍্যাচেল। অন্যদেরকে নিজের সাথে নিয়ে শামানের আস্তানায় যাবে গ্রে। শামানের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় জেনে নেবে। মংকের দল এখানে পৌঁছালেই, সেইশান-র‍্যাচেলকে নিয়ে ওরা সবাই মিলিত হবে।

ঘড়ির দিকে একবার চোখ বুলাল গ্রে। আটটার সময় শামানের গুহায় সূর্যোদয় সম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি শুরু হবে। ওখানে পৌঁছুতে হলে, পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে ওদেরকে।

দ্রুত কথা শেষ করে ফোনটাকে ওর বিছানার সামনের মেঝের ওপরে ছুড়ে ফেলল গ্রে। হাতের আঙুল গুটিগুটি করে সেইশানের পিঠের নিচে নিয়ে গিয়ে ওকে নিজের ধারে নিয়ে এল।

"তো আমরা যেন কোথায় ছিলাম..."

আধা ঘন্টা পরে, বিছানাঘর হতে বেরিয়ে এল গ্রে। সম্মুখে সেইশান, মেয়েটির গায়ে শুধু লম্বা একটি শার্ট। যদিও গ্রের মতে, সেইশানের পরনে কোনো জামা-কাপড় থাকার দরকার নেই। কিন্তু হলরুমের শূন্য ডিগ্রির নিচের তাপমাত্রার কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। সেইশানকে কাছে টেনে এনে তীব্র আবেগে ওর ঠোঁটে চুমু দিল গ্রে।

আচমকা হলরুমের অন্যপাশের দরজা দিয়ে উদয় হল র‍্যাচেল। থতমত অবস্থা। ততক্ষণে প্রেমিক-প্রেমিকা নিজেদের আলাদা করে নিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব যুগলের দিকে তাকিয়ে এরপরে বিব্রতভঙ্গিতে নিজের মাথা নিচু করল র‍্যাচেল। কিন্তু গ্রে লক্ষ করল ওর ঠোঁটের কোণে ছোট্ট এক টুকরো হাসি। র‍্যাচেল জানে, সেইশানের সাথে কখনও অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ পায়নি গ্রে। ওদের মধ্যকার সম্পর্কটি এতদিন পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ছিল। কিন্তু এখন ও জেনে গিয়েছে, সেই বাধা ইতোমধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে ওরা।

অস্ফুট স্বরে ওদেরকে শুভ সকাল বলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল র‍্যাচেল। হলরুমে রান্না করা বেকনের গন্ধ এবং তাজা কফির সুবাস ইশারা দিয়ে ডাকছে ওকে।

শেষবারের মতো পরস্পরকে চুমু খেয়ে আলাদা হয়ে গেল গ্রে এবং সেইশান। সেইশান বেডরুমে গেল কাপড় পাল্টানোর জন্য। আর গ্রে রওনা দিল নিচের ঘরে যেখানে এখন সকালের নাশতা দেয়া হয়েছে। সরাইখানার মালিক নিজে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। টেবিলে সুসজ্জিতভাবে রাখা হয়েছে হরেক রকমের সুস্বাদু খাবার তাজা পনির, তেলে ভাজা পাউরুটি, কালোজাম, সিদ্ধ ডিম, মাংসের বড় টুকরা, সসেজ, সেই সাথে হ্রদ থেকে শিকার করা বিভিন্ন জাতের মাছ।

হাতে এক কাপ গরম চা নিয়ে টেবিলে বসলেন ভিগোর। তার ফ্যাঁকাসে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু তারপরেও সেই চেহারায় তৃপ্তি খেলা করছে। চাচাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় র‍্যাচেল তার মাথায় চুমু করল, আর নিজেও একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল।

ওদের সাথে যোগ দিল গ্রে, এবং র‍্যাচেলও ওকে স্বাগতম জানাল। র‍্যাচেলের চেহারায় দুষ্টুমির ছাপ, যেন বলতে চাইছে প্রেম করতে এতদিন লাগল তোমার? আপাতদৃষ্টিতে... প্রাথমিক বিস্ময় এবং বিব্রতভাব কেটে গিয়ে ব্যাপারটি এখন ছেলেমানুষি কৌতূকে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে গ্রের এও মনে হল ওদের

অন্তরঙ্গতা দেখে মেয়েটির মন খানিকটা খারাপ। কিন্তু ওর এই ধারণা ভুলও হতে পারে।

প্রসঙ্গ পাল্টে–যদিও কেউ কোনো কথা বলছে না–গ্রে প্রশ্ন করল, "কোয়াওস্কি কোথায়?"

"ওর খাওয়া শেষ।" মাথা বাড়িয়ে দরজার দিকে ইশারা করলেন ভিগোর। "সে এখন বাইরে গিয়ে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার হালচাল দেখছে।"

পাশের জানালা দিয়ে, ওর সঙ্গীর কামানো মাথা অন্ধকারে চকচক করে উঠতে দেখল গ্রে। সরাইখানার ধারে রাখা এটিভি পরিদর্শনে ব্যস্ত কোয়াওস্কি। এই বিশাল চাকাওয়ালা বাহনটিই আজ তাদের উপসাগরের অপর পাড়ের ছোট গুহায় নিয়ে যাবে।

বড় একটা প্লেটে খাবার ভর্তি করে সেটির ওপর হামলে পড়ল গ্রে। অন্যদিকে ভিগোর তখন রেলিক রাখা ব্যাগটি চেক করায় ব্যস্ত। জোরালো পদক্ষেপে ভেতরে প্রবেশ করল কোয়াওস্কি, সাথে নিয়ে এল বাইরের হিমশীতল ঠাণ্ডা হাওয়া।

"আমরা কী প্রস্তুত?" গ্রে জিজ্ঞেস করল ওকে।

"সব ঠিকঠাক," কোয়াওস্কি বলল। "যেকোনো সময় রওনা হতে পারি আমরা।"

ততক্ষণে, সেইশান ফিরে এসেছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ভিগোরের কাঁধ আলতোভাবে স্পর্শ করল। মেয়েটি যেন আঙুলের চাপে বুঝিয়ে দিতে চাইছে ওর জানা আছে তিনি কেমন পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে যাচ্ছেন। এই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার গ্রের চোখে অদ্ভুত ঠেকল। সহানুভূতি নয় বরঞ্চ বিপদে ভরসা হওয়ার আশ্বাস। মনে হচ্ছিল সেইশান এমন একটি ব্যাপার জানে, যেটা শুধু ও ছাড়া আর কারুর জানা নেই।

চেয়ার টেনে বসার সময় গ্রে তাই মেয়েটির দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মাথাটা ছোট করে নেড়ে সেইশান বুঝিয়ে দিল, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অবশেষে গ্রে উঠে দাঁড়াল, ভিগোরকেও দাঁড়াতে সাহায্য করল। "আমরা তোমাদের দুজনকে রেখে গেলাম দুর্গ সুরক্ষিত রাখার জন্য," সেইশান এবং র‍্যাচেলকে বলল সে। "মংক এবং অন্যদের নয়টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা, তাই ওদের আসার অপেক্ষায় থেকো। আমাদের হাতে খুব একটা সময় নেই। ডক্টর শ-এর কথা অনুসারে মনে হচ্ছে, আমাদের হাতের সময় আরেক দফা কমানো হয়েছে।"

ওদেরকে নতুন পাওয়া হিসাব-নিকাশের কথা বুঝিয়ে বলল গ্রে। এছাড়া, ক্রুশ এবং 'আই অফ গড' দুটোকে একত্রিত করার পরিকল্পনাও ব্যাখ্যা করল ও।

"আর এতসব কিছু ঘটবে সকাল দশটার মধ্যে?" ভিগোর ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, "সূর্য উঠবে আটটা বাজে। যার মানে 'আই অফ গড' এবং 'ক্রুশ' নিয়ে আসার জন্য আমাদের হাতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় আছে।"

"তাহলে তো ওই ওঝা ব্যাটার সাথে দেখা করতে এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত," কোয়াওস্কি বলল।

"কোয়াওস্কির কথা ঠিক," গ্রে একমত। "ওই দ্বীপ তেমন একটা বড় না। আর জায়গাটা যেহেতু কাছাকাছি, এটা হয়তো সম্ভব।"

সম্ভব হতেই হবে, মনে মনে নিজেকে শুধরে দিল গ্রে।

সকাল ৭:৪৪

হিমশীতল ঠাণ্ডা এড়ানোর জন্য নিজেকে পার্কার আড়ালে ঢেকে রেখেছেন ভিগোর। এটিভি বাইক নিয়ে ছুটে চলছেন উপকূলীয় পাইন গাছের সারির মাঝ দিয়ে।

ভোরের আলোর আভা জমাটবাঁধা বরফের ধারের জলের ওপর নীলাভ কিরণ নিক্ষেপ করেছে। এই জল এত পরিষ্কার যে এটি নির্ভয়ে পান করা যায়। সত্যি বলতে স্থানীয় লোককাহিনী অনুযায়ী, এতে কেউ সাঁতার কাটলে তার আয়ু আরও পাঁচ বছর বেড়ে যাবে।

একথা যদি সত্যি হত, ভিগোর ভাবলেন, ঠাণ্ডার পরোয়া না করে আমি ঠিকই পানিতে ঝাঁপ দিতাম।

কিন্তু এরপরেও নিজের ওপর তিনি খুশি। শেষ পর্যন্ত র‍্যাচেলকে ক্যান্সারের ব্যাপারটি জানাতে পেরেছেন তিনি। এই সব কথা চেপে রাখলেই সমস্যা। এবং মনের কথা বলতে পেরে তার এখন নির্ভার বোধ হচ্ছে। তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। কিন্তু আরও কিছু দিন বাঁচতে পারলে অনেক কিছু দেখে যেতে পারতেন র‍্যাচেলের বিয়ে, ওর বাচ্চাকাচ্চা নেয়া, বাচ্চাদের ছোট থেকে বড় হওয়া।

কতকিছু অদেখা থেকে যাবে।

কিন্তু অন্ততপক্ষে মুখ ফুটে বলতে পেরেছেন যে র‍্যাচেলকে কতটা ভালোবাসেন তিনি।

এই ছোট্ট আশীর্বাদটি দেয়ার জন্য ঈশ্বরকে অসীম ধন্যবাদ।

অন্যদিকে, হুইলের পেছনে থাকা কোয়াওস্কি এটিভি বাইককে একদিকে ঘুরিয়ে এমনভাবে স্কিড করাল যেন ও পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে বাহনটি কতটুকু খেল দেখাতে পারে। শুধু অল্পবয়সিরাই নিজেদের অমরত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং একমাত্র ওরাই মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে পারে। কিন্তু বয়স একসময় ঠিকই ওদের সেই আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেয়। যদিও শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সবকিছু জেনে বুঝেও স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান–অথবা হয়তো, ওরা প্রতিটা দিন উপভোগ করেন, পরিপূর্ণভাবে জীবন ধারণ করেন। কিন্তু সবসময় মাথায় রাখেন যে সবকিছুরই শেষ আছে।

সৈকতে গিয়ে পৌঁছুতেই, ভিগোরের সাথে কথা বলার জন্য বাইকের গতি ধীর করল গ্রে। সম্মুখে আঙুল তাক করল। ওখানে একটি পাথুরে টিলা বরফে আবৃত এলাকার মাঝে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওটাই কী বুরখান অন্তরীপ?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

একে ডাকা হয় শামানস রক নামে। বারিয়াট দেবতার আবাসস্থল এটি, টেংরি নামে পরিচিত। এই স্থানটিকে এশিয়ার দশটি পবিত্রভূমির একটি বলে মনে করা হয়।

ভিগোর সায় দিলেন, হ্রদের জোরালো বাতাসের জন্য তাকে চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। "গুহাটি ওই দূর পাড়ে, জলের দিকে মুখ করে আছে। ঠিক ওখানেই বৃদ্ধ শামান আমাদের সাথে দেখা দেবেন। সৈকতের শেষ প্রান্তে একটি রাস্তা আছে। সেটি আমাদের অন্তরীপ পর্যন্ত নিয়ে যাবে।"

ভিগোরের কথা বুঝতে পেরে গ্রে নড করল। কোয়াওস্কিকে ইশারা করল গতি স্লো করার জন্য। এর পর দুইজনে বাঁকানো রাস্তাটি ঘুরল। এরপর এক চিলতে সরু পথ বেয়ে এগিয়ে চলল ওরা।

কিছুদূর এগোতেই দেখল পথের শেষ প্রান্তে একজন ছোটখাটো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। যেন অন্তরীপে যাওয়ার রাস্তা পাহাড়া দিচ্ছে সে। একহারা গড়ন, পরনে ভেড়ার চামড়ার কোট, তার ওপরে চাপিয়েছে নীল বেল্টওয়ালা আলখাল্লা।

কাঁধে একটি ড্রাম বহন করছে সে। হাতের ইশারায় থামতে বলল ওদেরকে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল বাইকের ইঞ্জিনটাকেও বন্ধ রাখতে। এর কান ফাটানো আওয়াজে সে স্পষ্টতই বিরক্ত। ভিগোরের জানেন, অতীতে যারা এই স্থান পরিদর্শনে আসতো তারা নিজেদের ঘোড়ার পা চামড়া দিয়ে বেঁধে রাখতো... যাতে দেবতার শান্তি ভঙ্গ না হয়।

"আমার নাম টিমার," সম্মানসূচক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে সে বলল। "আমিই আপনাদের বৃদ্ধ বাইয়ানের কাছে নিয়ে যাবো। তিনি আপনাদের অপেক্ষায় আছেন।"

ভিগোরের বাইকের পেছনে রাখা ব্যাগটিকে বাহুবন্দী করে তরুণটির দেখিয়ে দেয়া পথ অনুসরণ করল কোয়াওস্কি। খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া উঁচু পাহাড়ের বরফের সিঁড়ি পার হয়ে এগোতে থাকল ওরা। সামান্য পরেই হ্রদের দিকে মুখ করে রাখা একটি বড়সড় গুহার চওড়া প্রবেশপথ উন্মুক্ত হল ওদের সম্মুখে।

পাহাড়ি পথ বেয়ে গুহায় প্রবেশের পর ক্লান্তিতে বড় করে শ্বাস নিলেন ভিগোর। গুহায় প্রবেশপথের দুই পাশে পাথরের দুটি স্তূপরাখা। সেগুলোকে রঙচঙে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। এবং ক্ষুদ্রাকৃতির কয়েকটি পতাকা স্থাপন করা হয়েছে এর ওপর। হ্রদ থেকে ভেসে আসা বাতাসে সেই পতাকার ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। সেই দুটি পাথরের স্তূপের মাঝে, চামড়ায় বহু ভাঁজ পড়া একজন বৃদ্ধ মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। তার বয়স আন্দাজ করা যাচ্ছে না। সেটি ষাটও হতে পারে আবার একশ হওয়াও বিচিত্র নয়। তার পরনের পোশাকও তরুণটির মতোই, অতিরিক্ত হিসেবে আছে উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া তীক্ষ্ণ একটি হ্যাট। হাঁটুর কাছাকাছি আগুন জ্বালিয়েছেন তিনি। সেদিকে জুনিপার গাছের শুকনো ডালপাতা ছুড়ে মারছেন তিনি। ঝিমুনি ধরানো ধোঁয়ার স্তর গুহার মাঝে ঘূর্ণি পাকিয়ে ওদের মনে বিচিত্র এক অনুভূতি সৃষ্টি করছে।

বৃদ্ধ শামানকে ছাড়িয়ে আরও পেছনে, বিস্তৃত টানেলটি গভীর হয়ে আরও ভেতরের দিকে চলে গিয়েছে। ভিগোর জানেন, ভ্যাটিকানে এত উঁচু পদে আসীন থাকা সত্ত্বেও সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবেনা তাকে।

"বৃদ্ধ বাইয়ান চান আপনারা হ্রদের দিকে মুখ করে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসবেন।"

গ্রে সঙ্গীদের ইশারা করল ওদের ধর্মীয় প্রথা অনুসরণ করতে।

ভিগোর এক পাশ নিলেন, ওর বন্ধুরা নিল অন্য পাশ। ধোঁয়ার কারণে নাসারন্ধ্র এবং চোখজোড়ায় তীব্র যন্ত্রণা বোধ হল। কিন্তু এর গন্ধ অদ্ভুত রকম সুমিষ্ট।

একই সময়ে ধীর গতিতে ড্রাম বাজানো আরম্ভ করল টিমার। অন্যদিকে হাতে থাকা জুনিপার গাছের ডাল আলতোভাবে দোলাতে দোলাতে প্রার্থনা সঙ্গীত আবৃতি করলেন শামান।

গুহার প্রবেশমুখের বাইরের আঁধার আবৃত হ্রদ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করল। গুহার সম্মুখের জলের রঙ আকাশী নীল হতে রূপান্তরিত হল গাঢ় নীলে। হাজার হাজার নীলকান্তমণি এবং স্ফটিকের উজ্জ্বলতা সাথে নিয়ে বরফ চিকচিক করে উঠল। তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে, অকস্মাৎ আগুনে কিরণ ছড়িয়ে গেল। গলিত স্বর্ণের মতো ছড়িয়ে পড়ল সূর্যের প্রথম আলো। সূর্যের সেই আলো জল এবং বরফে ঢাকা এলাকাটিকে আবৃত করল।

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন ভিগোর। তারিফ করার ভঙ্গিতে এমনকি বাতাসও কিছুক্ষণ তার বায়ুপ্রবাহ বন্ধ রাখল।

তারপরে ড্রামের বুকে চূড়ান্ত বিট বাজিয়ে টিমার মুখ ঘুরাল ওদের দিকে, "অনুষ্ঠান পর্ব শেষ। আপনারা এখন বৃদ্ধ বাইয়ানের সাথে কথা বলতে পারেন।"

শামান দাঁড়াল, ওদেরকেও ইশারা করল দাঁড়ানোর জন্য।

উপযুক্তভাবে আশীর্বাদ নেয়া হলে পরে, পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে বৃদ্ধ বাইয়ানকে বাউ করলেন ভিগোর। "আমাদের সাথে দেখা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে হবে এবং এর জন্য এমন কাউকে প্রয়োজন যার ওলখোন দ্বীপের ব্যাপারে ভালো জ্ঞান আছে।"

বাইয়ানের কানে কানে ফিসফিস করে টিমার ওদের কথা অনুবাদ করল।

"বলুন আপনারা কী জানতে চান?" বয়স্ক লোকের হয়ে তরুণ টিমার জিজ্ঞেস করল।

ভিগোর গ্রের দিকে ঘুরল। "উনাকে রেলিকটি দেখাও।"

কোয়াওস্কির কাছে থাকা ব্যাগ নিয়ে গ্রে সেটিকে খুলল এবং ভেতরের বস্তুগুলো সাবধানে বের করে আনল। মরচে ধরা রুপালি বাক্সের পাশে ওই খুলি আর বই রাখল। তারপরে গ্রে সেটির কব্জা উঁচু করে ধরে ভেতরের নৌকা প্রদর্শন করল।

বৃদ্ধের চোখ সামান্য বড় হওয়া ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া গেল না।

"এগুলো কী বস্তু?" টিমার প্রশ্ন করল, কিন্তু এই প্রশ্ন শামানের কাছ থেকে আসেনি, তরুণের কৌতূহল থেকে এসেছে।

তার পরিবর্তে, শামান সম্মুখে এগিয়ে এসে প্রতিটি বস্তুর ওপর হাত স্থির করে ধরলেন, আবারও বিড়বিড় করে প্রার্থনাসঙ্গীত শুরু হল।

অবশেষে তিনি আবারও কথা বললেন এবং টিমারও সেটিকে অনুবাদ করল। "এর শক্তি পুরানো, তবে অজানা নয়।"

বৃদ্ধ বাইয়ানের কুঞ্চিত হাতের দিকে স্থির চেয়ে রইলেন ভিগোর।

ইনিও কী ডানকানের মতো এনার্জি ফিল্ড অনুভব করতে পারেন?

হাতের তালু খুলির ওপর রাখলেন শামান।

"আমরা জানি আপনারা কীসের খোঁজ করছেন," টিমার বলে চলল, বাইয়ানের

হয়ে কথা বলছে সে। "কিন্তু সেখানে অনুপ্রবেশ করলে মারাত্মক বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

"হাসিমুখে সেই বিপদের মুখোমুখি হবো আমরা," ভিগোর বলল।

বাইয়ানের কানে সেই কথা গেলে তার ভ্রু কুঁচকে উঠল। "না, এটা খুশির ব্যাপার না।" বিশেষ করে ভিগোরকে এই কথাটি বলল টিমার। "বৃদ্ধ বাইয়ান বলছেন তুমি অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছ, তবে সামনে আরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।"

দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হল ভিগোরের মন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রের দিকে এক পলক তাকালেন তিনি।

টিমার বলল, "আপনারা যেই জায়গা খুঁজছেন আমি আপনাদের সেখানে নিয়ে যাবো।"

এই কথা শুনে ভিগোরের খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু এর বদলে মনে মনে ভীতি অনুভব করলেন তিনি। শামানের চোখজোড়া তখনও ভিগোরের দিকে নিবদ্ধ, বৃদ্ধের মুখের ভাবে বিষণ্ণতা।

ভিগোর জানেন সবাইকে একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে আতংকিত বোধ করলেন তিনি।

সকাল ৮:০৭

সরাইখানার পেছনের ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করল র‍্যাচেল। পার্কার চেইন টেনে নামিয়ে দিল নিচের দিকে। সকালের নাশতা থেকে পাওয়া ক্যালরি পোড়ানোর জন্য হাঁটতে বেরিয়েছিল ও। সেই সাথে চাচার অসুস্থতার ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তার জন্যও।

ঠিক করেছে চাচার রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করবে ও। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। মনে মনে লিস্ট বানাচ্ছে কোন কোন ডাক্তারের সাথে দেখা করবে, কোন কোন ক্লিনিকের সাথে কনসাল্ট করবে, নতুন কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি এল কিনা সেটাও দেখতে হবে। কিন্তু এক পর্যায়ে বুঝতে পারল এসব নিয়ে ভেবে ভেবে কোনো লাভ নেই। চাচা এসব নিয়ে ঝামেলা না পাকিয়ে শান্তিতে থাকতে চাইছেন। এবং তারও উচিত তাকে শেষ সময়ে শান্তিতে থাকতে দেয়া।

কিন্তু নির্জন হোটেলে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না ওর। সেই সাথে গ্রের রুম থেকে সেইশানের বেরিয়ে আসা দেখে ফেলায় ওর বিব্রত লাগছিল। তাই ও ঠিক করল হাঁটতে বেরুবে। কিন্তু বাইরের হিম বাতাস আবারও সরাইখানায় টেনে এনেছে ওকে। জোরালো বায়ুপ্রবাহের মুখোমুখি হওয়ায় ওর নাক সাড়া দিচ্ছে না এবং চিবুকের দিকটাও জ্বালা করছে।

এখনই সরাইখানায় যাওয়ার চেয়ে, র‍্যাচেল ঠিক করল একবার আস্তাবলের ভেতরটা দেখে আসবে। ঘোড়ার উষ্ণদেহের কারণে আস্তাবলের ভেতরটা গরম। চিঁহিহি স্বরে ঘরের বাসিন্দারা জানান দিল এই অনধিকার প্রবেশ পছন্দ হয়নি ওদের। ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে খড়, গোবর এবং সেই সাথে বাসি কিন্তু মিষ্টি একটি গন্ধ। মেয়েটি সেদিকে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার মখমলের মতো কোমল নাকে আদর করে দিল, অন্য হাত দিয়ে অল্প কিছু শস্যদানা সাধল ঘোড়াটিকে।

তারপর শরীরটা গরম হলে পরে, দরজার দিকে ঘুরে বাইরে বেরিয়ে এল সে। দরজা খুলতেই হিম বাতাস অভিবাদন জানাল তাকে।

বায়ুপ্রবাহের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাথা নিচু করে ক্লান্ত পায়ে হোটেলের দিকে হেঁটে চলল র‍্যাচেল।

হঠাৎ জোরালো কিছু একটার আওয়াজ কানে আসায় আপনা থেকেই মাথা উঁচু হয়ে গেল ওর। শব্দটা অনেকটা যেন ঝড়ো বাতাসে জানালার পাশের দেয়ালে বাড়ি লাগা শাটারের মতো। একটু পর কানে ভেসে এল আরও কয়েকটি বিস্ফোরক আওয়াজ।

পিস্তলের দাগা।

র‍্যাচেল থামল, বিভ্রান্ত বোধ করছে। পেছন থেকে একটা হাত এসে ওর গলা প্যাঁচিয়ে ধরল, শ্বাসরোধ করে দিতে চাইছে যেন।

অনুভব করল আগ্নেয়াস্ত্রের ঠাণ্ডা মাজল ঠেকানো রয়েছে ওর কপালের এক পাশে।

সকাল ৮:১০

প্রতিক্রিয়া দেখাতে স্রেফ এক মুহূর্ত সময় নিল সেইশান।

ওর অনুভূতিপ্রবণ মন অনুভব করল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। আজ সারাটা সকাল ধরে সে রুমে বন্দি। সরাইখানার অলস আবহাওয়ার ছন্দবদ্ধ গতি ধরতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ওকে। নিচ থেকে ভেসে আসা স্বামী-স্ত্রীর কথার কলকলধ্বনি, পাতিল আর কড়াইয়ের ঠোকাঠুকির ঝনঝন আওয়াজ, ঘরের ফাঁকফোকর দিয়ে ভেসে আসা বাতাসে শিস বাজানি। ওর কানে এল দরজা একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে, সরাইখানার মালিক মাঝে মধ্যেই আবর্জনা ফেলার জন্য বের হচ্ছেন। শেষবার ওর কানে এল, বাইরে বেরিয়ে গ্রামটা একবার ঘুরে দেখার জন্য দরজা দিয়ে বের হচ্ছে র‍্যাচেল।

দুই মিনিট আগে দরজা খোলার শব্দ এল ওর কানে। মনে হল মাত্র ফিরে এসেছে র‍্যাচেল। কিন্তু নিচ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ আসছিল না। অস্বস্তিকর নীরবতা। শুধু ভেসে এল মেঝেতে প্লেট আছড়ে পড়ার ঠক ঠক আওয়াজ।

এটি শুনেই সেইশানের শরীর টান টান হয়ে গেল, পেশি শক্ত, প্রতিটা ইন্দ্রিয় সজাগ। এমনকি কী হচ্ছে বোঝার জন্য ঘরের ধুলাবালি পর্যন্ত উড়াউড়ি বন্ধ করে দিয়েছে।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে কেউ উঠে আসার ক্যাড়ক্যাড় আওয়াজ...

তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ওর সিগ সাওয়ার পিস্তল হস্তগত করল সেইশান। বিছানার পাশের টেবিলের ওপর হোলস্টারে রাখা আছে সেটি। ওর সেমি-অটোমেটিক পিস্তল হোলস্টার থেকে খাপমুক্ত করে পড়িমড়ি করে দরজা দিয়ে বেরুল মেয়েটি। সিঁড়ি এড়িয়ে ছুটে গেল ল্যান্ডিং-এর শেষ প্রান্তে থাকা জানালার দিকে। বেরুতেই চোখে পড়ল সিঁড়ির ধারে একজন মানুষের ছায়া, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সে। তারপর আগমন হল আরেকজনের... ছদ্মবেশ ধারণের জন্য সাদা ক্যামোফ্ল্যাজ পরে আছে সে।

পেছন ফিরে দুইবার ফায়ার করল সেইশান। আর্তনাদ করল লোকটি। আঘাত গুরুতর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এর কারণে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু

সময় পেল ও। কাঁচের ভাঙ্গা টুকরা সাথে নিয়ে জানালা ভেঙ্গে নিচে নেমে এল। উঠানের সাথে লাগোয়া একতলার ছাদে ল্যান্ড করল সেইশান। নিজের দেহকে গড়িয়ে নিয়ে কোণার দিকে অবস্থান নিল ও।

শূন্যের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে, শরীর মুচড়ে পা জোড়া নিচে রেখে নিজেকে মাটিতে আছড়ে ফেলল সেইশান। উঠেই সতর্ক ভঙ্গিতে চারপাশে পিস্তল বোলাল। এই মুহূর্তে বাড়ির পেছন দিকটায় আছে ও।

ছোট উঠান পেরোতেই সম্মুখে পড়বে জঙ্গল। ওদিকে দৌড় দিতেই সেইশান দেখল ছদ্মবেশধারী একদল সশস্ত্র সৈনিক গাছের সারির মাঝে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিক পাল্টে ডান দিকে মোড় নিল ও। সেখানে রাস্তার পাশে একটা গভীর কালভার্ট আছে। ওকে আড়াল নিতে হবে। এই ব্যারিকেড ভেঙ্গে বেরুতেই হবে। সন্দেহাতীতভাবে ওর শত্রুপক্ষ হোটেলকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে।

সর্বশক্তিতে দৌড় দিল সেইশান। ওর পায়ের কাছে ঠোকর দিচ্ছে ওদের পিস্তল থেকে ছোঁড়া বুলেট। পেছন ফিরে কোনোদিকে না চেয়েই অন্ধের মতো গুলি ছুড়লো সেইশান। একবার যদি সামনের পথটুকু পার হয়ে যাওয়া যায়...

তখনই ওর কানে বেজে উঠল একজন পরিচিত মানুষের চেনা কণ্ঠস্বর।

“থামো... নইলে এক্ষুণি আমি ওকে খুন করব!”

সে থামল না। শেষ দূরত্বটুকু অতিক্রম করেই পেটের ওপর শরীরটিকে পিছলে দিয়ে আশ্রয় নিল কালভার্টের আড়ালে। পায়ের তলায় বরফ চিড়বিড় করে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে নিল চিৎকারের উৎসের দিকে। লুকানো অবস্থাতে সেদিকে তাক করে রাখল ওর পিস্তলের মাজল।

সেইশান দেখল...আস্তাবলের ধারে উঠানের অপর পাশে, বিশালদেহী একজন মানুষ র‍্যাচেলের গলা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

র‍্যাচেলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে জু-লঙ দেলগাডো।

অন্য পাশে, হুয়ান পাক।

উত্তর কোরিয়ান বিজ্ঞানী র‍্যাচেলের কানের কাছে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে।

“এক্ষুণি বেরিয়ে এসো! নাহলে আমি ওর মাথার ঘিলু বের করে দিবো!”

পরিস্থিতি বুঝতে সেইশানকে ভীষণ বেগ পেতে হচ্ছে। এরা এখানে এলো কী করে? সেইশান লক্ষ করল, আক্রমণকারীদের সবাই উত্তর কোরিয়ান। সম্ভবত সেনাবাহিনীর এলিট ফোর্সের সদস্য এরা। কিন্তু পাক ওকে খুঁজে পেল কী করে?

র‍্যাচেল ওর উদ্দেশ্যে চিৎকার করল, “পালাও! এদের কাছে ধরা দেবে না!”

মেয়েটিকে ধরে থাকা গুণ্ডাটি এতে ক্ষেপে গিয়ে ওর গলা আরও শক্ত করে প্যাঁচিয়ে ধরল। কিন্তু তারপরেও বজ্জাতটার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শরীরটিকে মোচড়াতেই থাকল র‍্যাচেল।

যখন বুঝতে পারল পালানোর চেষ্টা করলে ওরা র‍্যাচেলকে জানে মেরে ফেলবে। এবং যেহেতু সেই চেষ্টা করলেও সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত আকাশে ভাসিয়ে লুকানো স্থান থেকে বেরিয়ে এল সেইশান।

“গুলি করবে না!” চেঁচিয়ে জানান দিল ও।

দলে দলে সৈনিকেরা ওর পেছনে এসে জড়ো হল, একেকটা যেন অশরীরী আত্মা। সে তাদের সংখ্যা গোণার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছে হুয়ান পাক পুরো একটা আর্মি নিয়ে এসেছে ওকে পাকড়াও করার জন্য।

কেন?

সেইশানের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেটিকে পাকের কাছে জমা দিল ওরা।

কাছাকাছি হতেই, র‍্যাচেলের সাথে চোখাচোখি হল সেইশানের। র‍্যাচেলের মুখে যত না ভয় তার চেয়ে বেশি নিজের বোকামির প্রতি রাগ। এই পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য নিঃশব্দে সেইশানের কাছে ক্ষমা চাইল র‍্যাচেল।

কিন্তু সেইশান জানে এতে র‍্যাচেলের দোষ নেই। এর দায় ওর নিজেকেই নিতে হবে, এই বিপদ ওর পিছু নিয়েই এখান অব্দি এসেছে।

যেই বদমাশটা র‍্যাচেলকে ধরে আছে সে-ই নিশ্চয় এই মিলিটারি দলের নেতা। এর চোখে সানগ্লাস আর চেহারার বেশির ভাগ হুড দিয়ে ঢাকা। সেদিক দিয়ে শুধু অশুভ লক্ষণযুক্ত ক্ষতচিহ্ন বেরিয়ে আছে। এই লোক বহু যুদ্ধে পোড় খাওয়া সৈনিক। এদেরকে সেইশানের চেনা আছে... এরা যেদিকে যায় মৃত্যু তাকে অনুসরণ করে।

সেইশানের কাছাকাছি হতেই ওর দিকে ঘুরে তাকালেন হুয়ান পাক। ভয় ধরানো এক হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ওদের কপালে ভবিষ্যতে অনেক দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা করছে।

"এবার তোমাকে বলতেই হবে আমেরিকানরা কোথায় আছে।"

অধ্যায় : ২৮

২০ শে নভেম্বর, সকাল ৮:১২ আইআরকেএসটি
ওলখোন দ্বীপ, রাশিয়া

এটিভিতে করে উপকূলীয় এলাকা দিয়ে যাচ্ছে ওরা। বাইকের চাকার তলায় পুরু স্তরের বরফ মচমচ করছে। বাইকের পেছনের সিটে বসে শামানের শিক্ষানবিশ ছাত্র টিমার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রের দলকে। ওদের গন্তব্য বুরখান অন্তরীপ হতে উত্তর দিক।

নিজ নিজ বাহনে বসে কোয়াওস্কি এবং ভিগোর কাছাকাছি থেকে অনুসরণ করছে ওদেরকে।

ভোরের আলোর উজ্জ্বলতা দ্রুত বাড়ল। বরফকে কাঁচের মূর্তির মতো লাগছে এখন। কিছু কিছু জায়গাকে এমন রূপ দিয়েছে মনে হচ্ছে যেন স্বচ্ছ পানি খেলা করছে সেখানে।

"পাথুরে টিলার পাশ ঘেঁষে সম্মুখে।" টিমার বলল। "এক মাইলের মতো হবে।"

ল্যান্ডমার্কটিকে কাজে লাগিয়ে, জনমানব শূন্য দ্বীপের বিস্তৃত এলাকায় প্রবেশ করল ওরা। এক হাত দিয়ে চোখজোড়া ঢেকে রেখেছে টিমার। চারিপাশ সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে সে। ওদের দৃঢ় গলায় বলছে যেন উপকূলের ধার দিয়ে যায়।

"ওখানে!" চেঁচিয়ে জানান দিল টিমার। "ওই প্রবেশপথের দিকে!"

গ্রের নজরে এল একটি সমুদ্র তীরবর্তী গুহার প্রবেশপথ। ছোটখাটো একটা ভ্যান এঁটে যাবে এতে। বিশাল আকৃতির অসংখ্য স্ট্যালাকটাইটস (গুহার ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা সাপের শ্বদন্তের মতো তীক্ষ্ণ দণ্ড) মুখ বের করে আছে, উঁচুতে এমনভাবে ঝুলে আছে যেন শিকারের ওপর কামড় বসাতে প্রস্তুত। এক এক করে ঢুকলেই কেবল এটিভি বাইকগুলো সেই প্রবেশমুখ দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

ধীরে ধীরে আগে বাড়লো গ্রে। বাইকের হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল, যাতে ভেতরটা আলোকিত হয়। টানেলটি আঁধারের মাঝ দিয়ে গিয়ে দূর প্রান্তে হারিয়ে গিয়েছে। গম্বুজাকৃতির টানেলের সিলিং আবৃত হয়ে আছে স্ট্যালাকটাইটসে। গুহার দেয়াল ঢেকে আছে জমাটবাঁধা বরফে।

"নিশ্চয়ই আমরা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছি না, তাই না?" কোয়াওস্কি সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল। "গুহা হল এক জিনিস, কিন্তু বরফের গুহা..."

ওর কথার জবাব দিল না গ্রে। বরং তীক্ষ্ণ বরফখণ্ড থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করে এটিভির চাকা গড়িয়ে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ও। হেডলাইটের বীম থেকে উৎসারিত আলোকে অনুসরণ করে এগোতে থাকল।

ভেতরের এলাকাটি আগের তুলনায় আরও কয়েকগুণ সুন্দর। বাইকের চাকার নিচের বরফের স্তর এত স্বচ্ছ যে সেটি ভেদ করে মসৃণ ও উজ্জ্বল পাথর দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বরফের নিচ দিয়ে প্রবাহিত জলে মাছের সাঁতার কাটাও।

"মনে হচ্ছে, এখানেই এই গুহার শেষ না!" পেছন ফিরে বলল গ্রে।

টিমারের নির্দেশনা অনুযায়ী টানেলের গভীরে প্রবেশ করল ওরা। যতই ঢুকছে মাথার ওপরে সিলিং ততই উঁচু হচ্ছে এবং টানেলের দুই পাশের প্রশস্থতাও উত্তরোত্তর চওড়া হচ্ছে। ত্রিশ গজ ভেতরে যাওয়ার পর, টানেল শেষ হয়ে ভেতরটা বরফাবৃত বড়সড় একটি গুহার রূপধারণ করল। ঝলমলে নীলচে রঙ-এর ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি সিলিং থেকে মুখ বের করে আছে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা হীরার মতো স্বচ্ছ পিলার মেঝে ফুড়ে সিলিং ছুঁয়েছে।

প্রবেশ করার সময়... বাইকের পায়ের তলার বরফে চাপ প্রয়োগের কারণে ফাটল ধরে গোঙানির শব্দ বের হল। গুহার বদ্ধ দেয়ালে সেই আওয়াজ বিবর্ধিত হয়ে চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। সঙ্গীতের সুরধ্বনির মতো ঝনঝনে শব্দের সৃষ্টি করে অলংকরণ করা ঝাড়বাতির কয়েকটি ভঙ্গুর টুকরো ঢিল হয়ে আছড়ে পড়ল বরফের মেঝের ওপর।

গুহার অপর প্রান্তে, বরফের পুরু পর্দা গুহার কালচে দেয়ালকে ঢেকে রেখেছে। গুহার একপাশে অবস্থান করছে একটি জলপ্রপাত। সেটির জলপ্রবাহ বন্ধ হয়ে সেখানে বরফ জমাট বেঁধে আছে।

বরফের মেঝের মাঝখানে একটি কালচে গর্ত সুপ্রাচীন স্থানটির ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট করছে। গর্তটির কারণে তরল জলে যাওয়ার একটি সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি হয়েছে। গর্তের ঢালু পাশ বিবর্ণ এবং বহু ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত।

গুহায় প্রবেশের সময় গ্রে দেখল মসৃণ লোমওয়ালা একটি প্রাণী বসে আছে ওখানে। ওদেরকে দেখতে পেয়েই নিজেকে পিছলে দিয়ে সেই গর্ত দিয়ে পানিতে নেমে গেল। নিশ্চয়ই এই জায়গাটিই বৈকাল হ্রদের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণী, নার্পা সীল মাছের বাসস্থান।

যেহেতু এখানেই পথের শেষ, ওর এটিভি বাইককে থামাতে বাধ্য হল গ্রে। কোয়াওস্কি এবং ভিগোরও কাছাকাছি এসে যোগ দিল ওর সাথে।

"আমরা কোথায়?" কোয়াওস্কি জিজ্ঞেস করল।

টিমার জবাব দিল, "এখানেই বৈকাল হ্রদের সীল মাছেরা বাচ্চা বিয়োয় এবং শীতকালে অল্পবয়সি সীলেরা এখানে সুরক্ষা আশ্রয় গ্রহণ করে। আমাদের লোকেরা একে বিশেষ স্থান বলে মনে করে। ওরা বলে, আমরা আত্মিক দিক দিয়ে এই রাজকীয় প্রাণীর বংশধর।"

"কিন্তু আমাদের এখানে নিয়ে এলে কেন?" চারপাশে একবার তাকিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করল গ্রে। ওর মনের অবস্থা এই মুহূর্তে বৈকাল সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের পর্যায়ে নেই, বিশেষ করে যেখানে ঘড়ির কাঁটা টিক টিক জানান দিচ্ছে যে হাতে সময় খুব কম।

"কারণ বৃদ্ধ বাইয়ান এই গুহাতেই আপনাদের নিয়ে আসতে বলেছিল আমাকে," টিমার বলল। "শুধু এটুকুই আমি জানি। কেন আনতে বললেন সেটা আমার জানা নেই।"

ভিগোরের দিকে ঘুরল গ্রে। ভিগোরও একই রকম হতভম্ব।

"বুড়ো লোকটা হয়তো সীল মাছ ভালোবাসে," কোয়াওস্কির মন্তব্য।

"অথবা এটা আমাদের জন্য একটা ধাঁধা," ভিগোর বলল। "চেঙ্গিসের অন্য সব স্থাপনাই বেশ ভালোভাবে গোপন করা। প্রায়ই সেখানে ভূমির সাথে পানির সংযোগ ঘটেছে, এখানে যেরকম। কিন্তু হাঙ্গেরির খরা বা অ্যারাল সাগর শুকিয়ে ভৌগোলিক বিপর্যয় ঘটার কারণে ওগুলো আমরা সহজেই খুঁজে পেয়েছিলাম।"

"কিন্তু, লাখ লাখ বছর ধরে এই এলাকায় কোনো কিছুই পাল্টায়নি," গ্রে বলল। "এই ধাঁধার সমাধান সহজ হবে না।"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

বরফে আবৃত ঘরটিতে ভালো করে নজর বোলাল গ্রে। নিজেকে শান্ত রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে। তবে একটা কথা বুঝতে পারল। বৃদ্ধ শামান ওদেরকে এখানে বিনা কারণে পাঠায়নি। গ্রের মনে পড়ল বাইয়ান টিমারকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া লাগবে। বুঝিয়ে বলার জন্য বেশি কথা খরচ করেননি বাইয়ান। কিন্তু তারপরেও জায়গার অবস্থান বুঝতে অসুবিধা হয়নি টিমারের। এর কেবল একটাই অর্থ হতে পারে।

"টিমার, তোমাদের স্থানীয় লোকেরা এই গুহাটির কী কোনো নাম রেখেছে?"

সে নড করল। "আমাদের স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় এমেজতেই, যার মানে হচ্ছে মহিলা মানুষের স্ফীত পেট," সে বলল, এরপর নিজের পেটটিকে ফুলিয়ে অভিনয় করে দেখাল।

"মহিলার গর্ভ," গ্রে বলল।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই," টিমারের উত্তর। তারপর সে বাও করে পিছিয়ে গেল। "আশা করছি আপনারা যা খুঁজছেন তা পাবেন। কিন্তু আমাকে এখন যেতে হচ্ছে।"

"আমার বন্ধু তোমাকে বুরখান অন্তরীপে পৌঁছে দিতে পারে," ইশারায় কোয়াওস্কিকে দেখিয়ে গ্রে বলল ওকে।

টিমার মাথা ঝাঁকাল। "তার দরকার পড়বে না। আমার পরিবার এখান থেকে কাছেই থাকে।"

টিমার চলে যাওয়ার পর, গ্রের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাত দিয়ে গর্তটির দিকে ইশারা করলেন ভিগোর। "গর্ভ। ব্যাপারটা বোধগম্য। এই জায়গাটিই হচ্ছে দ্বীপের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রাণীর জন্মস্থল।"

গ্রেও এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছে না। সত্যি বলতে, মনসিনিয়রের ধারণা যে ঠিক, এ ব্যাপারে সে মনে মনে নিশ্চিত। যদিও ভিন্ন পথে চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি। "ভিগোর, তুমিই তো বলেছিলে ওলখোন দ্বীপ হচ্ছে সেই স্থান যেখান থেকে চেঙ্গিস খানের মা এসেছে?"

তার চোখজোড়া উজ্জ্বল। "দ্যাটস রাইট!"

"তাহলে এই পবিত্র স্থানটি খুব সম্ভবত প্রতীকীরূপে প্রকাশ করছে যে এটিই চেঙ্গিস খানের উৎসস্থল।"

"প্রতীকী অর্থে এটিই হচ্ছে তার গর্ভ," ভিগোর একমত।

গুহার দিকে তাকিয়ে থাকা কোয়াওস্কির কপালে কুঞ্চন। "যদি তোমাদের কথা সত্যি হয়, তাহলে চেঙ্গিসের মায়ের গর্ভের ভেতরটা অবশ্যই হিমশীতল..."

গ্রে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। "এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গা।"

"কিন্তু এটা জেনে আমাদের কী লাভ হবে?" ভিগোরের প্রশ্ন।

গ্রে তার চোখজোড়া বন্ধ করল, এই ঘরটিকে কল্পনায় একজন মহিলার গর্ভ হিসেবে ভাবার চেষ্টা করছে। মেয়েদের দেহের অভ্যন্তরের নালা, যেটি দিয়ে নবজাতক সন্তান দুনিয়ায় প্রবেশ করে, টানেলটি ঠিক সেভাবে সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছে।

কিন্তু জীবনের শুরু তো গর্ভে হয় না...

এর জন্য প্রথমে আদিম উৎস থেকে পাওয়া একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হয়।

ভিগোরের কথা অনুসারে, চেঙ্গিস খান প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে তার সময়ের চেয়ে অগ্রসর ছিলেন। যদিও হয়তোবা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু দিয়ে ভ্রূণ নিষিক্তকরণের কথা জানতেন না তিনি। তার সময়কার বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে মানুষের দেহের অভ্যন্তরভাগের ব্যাপারে স্রেফ সাধারণ কিছু জ্ঞান রাখতো।

এটিভি বাইক থেকে নেমে ব্যাকপ্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল গ্রে। এরপর গুহার অপর প্রান্তে যেতে উদ্যত হল। চেষ্টা করল যাতে বরফে পা পিছলে না যায়। সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেল গর্তটি। ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে কালচে দেয়ালে আলো ফেলল। চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জমাটবদ্ধ জলপ্রপাত, এখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল নামছে।

গ্রে আবিষ্কার করল জলপ্রপাতের উৎসস্থল হচ্ছে মাথা হতে পঁচিশ ফুট ওপরে। একটি কালো রঙ-এর গর্ত আরেকটি টানেলের পথ নির্দেশ করছে। পানি দিয়ে অর্ধেকটা পূর্ণ সেটি। বসন্তকালে প্রবাহিত জলধারা জমাট বেঁধে গিয়েছে ওখানে।

ভিগোর বুঝতে পারলেন। "প্রতীকীরূপে মহিলাদের ডিম্বনালিকে প্রকাশ করছে।"

যার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জীবনের স্ফুলিঙ্গ জরায়ুতে গিয়ে পৌঁছে।

"আমার ব্যাকপ্যাকে উপরে আরোহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রাখা আছে," গ্রে বলল। "ওগুলো দিয়ে জলপ্রপাত বেয়ে উপরে উঠে টানেলে পৌঁছাতে হবে।"

পেছনে ঘুরতেই, ভিগোরের চেহারায় চরম আগ্রহের ছাপ দেখতে পেল গ্রে। পুরানো বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল ও। "দুশ্চিন্তা করো না। একবার শুধু উপরে উঠে নিই, আমি একটা দড়ি নিচে নামিয়ে দেবো। তারপর আমরা দুজনে মিলে একত্রে ভেতরে যাবো।"

দ্রুতবেগে এটিভি থেকে জিনিসপাতি নিয়ে এল ওরা। এবং গ্রের যেসব জিনিসপাতি দরকার সেগুলোকে জড়ো করতে শুরু করল।

ভিগোরের শরীর শীতে কাঁপছিল, তাই তিনি ঠাণ্ডা এড়ানোর জন্য পা জোড়াকে জোরালোভাবে ঝাড়তে লাগলেন। কিন্তু তারপরেও তার চোখ টানেলের দিকে

স্থির। সেই চোখ দিয়ে ঠিকরে বের হচ্ছিল উত্তেজনা। "বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে ওপরের ওই প্যাসেজে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

গ্রে ভ্রু-কুঁচকে বলল। "কী বুঝাতে চাচ্ছ?"

"বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে এই গর্ত খুব সম্ভবত বন্যায় প্লাবিত হয়। যে কারণে ওই সময় এখান দিয়ে যাতায়াত করা অসম্ভব। শুধু শীতকালে, যখন সব জায়গা বরফে জমে যায়, তখনই এই টানেল দিয়ে প্রবেশ করা যায়।"

ব্যাপারটা বোঝার জন্য একটু বিরতি নিল গ্রে। "ওরা কী এই কাজ ইচ্ছেকৃতভাবে করেছে? খুলির গায়ে খোদাই করা তারিখটা হচ্ছে নভেম্বরের, শীতকালীন একটি মাসের।"

ভিগোর বললেন। "ওরা হয়তো কাঙ্ক্ষিত ঋতু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত প্রবেশাধিকার সীমিত করতে চেয়েছিল, যাতে ভেতরের মূল্যবান সম্পত্তি সত্যিকারের প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে।"

উপরে চড়ার জন্য স্পাইকওয়ালা বুটজুতা বরফের গায়ে ফিট করল গ্রে। কাঁধের কুণ্ডলি পাকানো দড়ি নিয়ে নিজেকে সিধা করল। এরপর কুড়াল দিয়ে বরফের গায়ে কীলক বসানোর জন্য ঘা বসাতে শুরু করল।

আসল ঘটনা জানার জন্য শুধু এই একটি উপায়ই খোলা আছে।

সকাল ৮:৩২

ধীরে ধীরে বরফের দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে গ্রে। শ্বাস নেয়ার কথাও ভুলে গিয়েছেন ভিগোর। সাবধানে এগোও...

অযথা ঝুঁকি নেয়ার ধারে কাছে দিয়েও গেল না গ্রে। দুর্ঘটনার রিস্ক নেয়ার সময় নয় এখন। প্রতিটি কীলককে বরফের মাঝের ফাটলে খুব সাবধানে গভীরভাবে গুঁজে দিচ্ছে ও। এগুনোর গতি ধীর, প্রতিবার অগ্রসর হওয়ার সময় কুণ্ডলী পাকানো দড়ি ছাড়ছে একটু একটু করে।

চার ভাগের তিন ভাগ পথ অতিক্রম করল গ্রে। হঠাৎ বরফের গায়ে কুঠারের আঘাত কষাতেই দেয়ালের বড় একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তুষারস্রোতের মতো বিকট আওয়াজ সাথে নিয়ে ভেঙ্গেচূরে নিচে নামছে। ছড়ানো-ছিটানো বরফের বোল্ডার পিছলে নেমে আছড়ে পড়ল এটিভি বাইকের গায়ে।

ভারসাম্য হারিয়ে দড়িতে ঝুলে রইল গ্রে। কিন্তু তারপরেও পা জোড়াকে আবারও বরফের ওপরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল ও। এবার আরও সতর্ক ভঙ্গিতে উপরে আরোহণ করতে থাকল। অবশেষে চূড়ায় পৌঁছে হিমায়িত টানেলে প্রবেশ করতে পারল গ্রে।

এরপর ফ্ল্যাশলাইটটিকে জ্বালাল ও। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় জলপ্রপাতটি নীলচে কাঁচের রূপধারণ করল।

সঙ্গীদের ইশারা করল। "প্যাসেজে প্রবেশ করতে আর কোনো বাধা নেই!" গ্রের দৃষ্টি নিচের দিকে। "দড়ি বাঁধতে একটু সময় লাগবে। কোয়াওস্কি, উপরে চড়ার ব্যাপারে ভিগোরকে সাহায্য কর।"

অল্প সময়ের মধ্যেই দড়ি বাঁধা হয়ে গেল। নিচে একটা দড়ি ফেলে দিল গ্রে। টানেলের সিলিং-এ লাগানো বল্টু শক্ত করে আঁকড়ে রেখেছে দড়িটি। ভিগোরকে দড়ির এক প্রান্তে লটকিয়ে দিয়ে অপর প্রান্ত টেনে ওকে জলপ্রপাতের ওপরে তুলে আনল কোয়াওস্কি। সত্যি বলতে, বিশালদেহী মানুষটি লিফটের মতো দড়িটিকে টেনে জায়গামতো পৌঁছে দিল ভিগোরকে। ভিগোরও চেষ্টা করলেন কোয়াওস্কি ওপর খুব বেশি চাপ না ফেলতে।

অবশেষে টানেলে পৌঁছে গ্রের কাছে এলেন ভিগোর।

"চলুন যাই," গ্রে বলল, হাত-পা মাটিতে রেখে হামাগুড়ি দিচ্ছিল সে তখন। "আমার পেছনে লেপ্টে থাকুন।"

টানেলের ওপর দিকটা সামান্য উঁচু। প্যাসেজের সারফেস পিচ্ছিল এবং জলের কারণে আর্দ্র হয়ে আছে। বরফের দেয়ালটিকে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে। একটি ভুলই একজন মানুষকে পিছলে টেনে এনে টানেলের বাইরের খোলা হাওয়ায় নিক্ষিপ্ত করার জন্য যথেষ্ট।

আরও পনেরো মিটার নিচে নামল ওরা দুইজন। এরপরই ভেতরের পুঞ্জিভূত বরফের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে গেল। শরীর মুচড়ে শুঁয়োপোকার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য হল গ্রে। প্যাসেজের সংকীর্ণ অংশে এসে থেমে গেলেন ভিগোর, অসুস্থ বোধ হচ্ছে উনার। বদ্ধ জায়গায় দম আটকে মারা যাওয়ার মতো অনুভূতি!

গ্রের গলার আওয়াজ বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনি তুলল। "এই জায়গাটা একটু খোলামেলা! এই জায়গাটি তোমার দেখাই লাগবে!"

গ্রের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে উত্তেজনা বোধ করলেন ভিগোর। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার তাড়না অনুভব করলেন। কিছুদূর এগোতেই, কোথা থেকে একটি হাত এসে আঁকড়ে ধরল তার কব্জিকে। ভিগোরের দেহকে এমনভাবে বাইরে টেনে আনল যেন তিনি বোতলে আটকানো কর্কের ছিপি।

ভিগোর দেখলেন হিমায়িত আরেকটি গুহায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বামদিকে, চার মিটার উঁচু একটি খাড়া পাহাড়। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালালো গ্রের। পাথর কুদে বানানো উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া একটি সিঁড়িপথ স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই আলোয়। সম্ভবত এটিই ওদের উপরতলায় পৌঁছে দেবে।

"আগে বাড়ুন," গ্রে তাড়া দিল।

খুব সাবধানতার সাথে সেই পথ পাড়ি দিল ওরা। গ্রে ওর হাতের কুড়ালটিকে ব্যবহার করল পুরু হয়ে জমে থাকা বরফের স্তর পরিষ্কার করার জন্য। কুড়ালটিকে ব্যবহার করতেই হল, যতক্ষণ না একদম উপরতলায় পৌঁছুতে পারল ওরা।

আগে আগে উপরতলায় পৌঁছাল গ্রে। ভিগোরকে পায়ের ওপরে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্য গ্রে ওর হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সেটাকে আমলে নিলেন না ভিগোর। তার দৃষ্টি দেয়ালের দিকে স্থির। পাতলা বরফের নীলচে স্তর ভেদ করে তিনি দেখলেন কালচে একটি দরজা দাঁড়িয়ে আছে উনার সম্মুখে।

এই পর্যায়ে এসে গ্রের হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন ভিগোর। যেন নিশ্চিত হতে চাইছেন, সামনে যা দেখছেন সেটি তার মনের কল্পনা নয়। "এটাই চেঙ্গিসের সমাধিতে ঢোকার প্রবেশদ্বার।"

সকাল ৮:৪৮

এই আবিষ্কার উপভোগ বা উদযাপন করার মতো সময় গ্রের হাতে নেই। ইস্পাতের কুঠার দিয়ে দরজার ওপর জমে থাকা বরফের স্তর ভেঙে ফেলল গ্রে। কুঠারের প্রতিটি বাড়িতে বড়সড় টুকরা ছিটকে এল। এমন আওয়াজ বেরুচ্ছে যেন শক্ত লোহার গায়ে আঘাত করছে কেউ। সম্মুখের বাধা দূর হতে এক মিনিটের মতো লাগল।

দরজাটি গ্রের মাথা সমান উঁচু হবে।

একদিকে কজায় জমে থাকা বরফকুচি পরিষ্কার করছে গ্রে, অন্যদিকে একই সময় শ্রদ্ধাভরে দরজায় হাত রাখলেন ভিগোর। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন সেটিকে। গ্রের কুঠারের আঘাতে ধাতব দরজার এক পাশ উন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

"দরজাটা রুপার!" ভিগোর উত্তেজিত। "যেই বাক্সে নৌকা রক্ষিত ছিল সেটির মতো। কিন্তু, ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে এর নিচের দিকটা কাঠের তৈরি। শুধু উপরিতলটাই রুপার। কিন্তু তারপরেও..."

উত্তেজনা খেলা করছে ভিগোরের চোখে মুখে।

দরজার মধ্যিখান পরিষ্কার হতেই হুড়কোটিকে উপরে তুলে এনে খুলে আনল গ্রে। এটিই দরজাকে দুই পাশ হতে আটকে রেখেছিল। তারপর একপাশে সরে গেল গ্রে। প্রথমবার দরজার ওপাশে যাওয়ার সম্মান ভিগোরকেই দিতে চাইছে সে।

নিশ্বাস চেপে রেখে, দরজার হাতলে হাত রাখলেন ভিগোর। পূর্ণ শক্তিতে টেনে আনলেন পেছন দিক। কজায় আটকে থাকা জমাটবদ্ধ বরফের ক্যাচক্যাচ শব্দ সাথে নিয়ে অবশেষে খুলল দরজাটি।

সম্মুখের দৃশ্য দেখে ভিগোর পিছিয়ে গেলেন।

এই জিনিস দেখার প্রত্যাশা তো করেননি তিনি।

ঘরটি প্রায় খালি, কিন্তু তাতেও বিস্ময়ের কমতি হচ্ছে না।

ঘরটি বৃত্তাকার। কিন্তু ঘরের পুরোটা জুড়ে স্বর্ণের ছড়াছড়ি। মেঝে, ছাদ, চারপাশের দেয়াল... সবকিছু চকচকে-হলদে ধাতু দিয়ে আবৃত। এমনকি দরজার ভেতরের দিকের সারফেসেও রুপার বদলে স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া।

গ্রে ভিগোরকে ইশারা করল আগে ভেতরে প্রবেশের জন্য। তারপর ভিগোরকে অনুসরণ করবে সে।

স্বর্ণের পিলার মেঝেতে ভর দিয়ে উপরে গিয়ে ঠেকেছে। স্বর্ণালি রেখা আঁকাবাঁকা হয়ে সিলিং-এর বৃত্তাকার বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে।

"এটি স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত একটি তাঁবু," গ্রে বলল। "একটি মঙ্গোলিয়ান জার্স।"

ওদের প্রবেশপথের দিকে তাকালেন ভিগোর। "আর যখন দরজা বন্ধ হয়ে যায়, দুর্ভেদ্য একটি কামরার রূপ নেয় এটি। এই মুহূর্তে প্রতীকীরূপে সেইন্ট থমাসের রেলিক্যোয়ারির তৃতীয় বাক্সে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।"

গ্রের মনে পড়ল, খুলি আর বই এঁটে দেয়া হয়েছিল লোহা দিয়ে, নৌকা রুপা দিয়ে, এবং এখন ওরা দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণনির্মিত ঘরের মধ্যে।

ডান দিকে ঘুরলেন ভিগোর। দোনোমনো করছেন, যেন ভেতরে ঢুকবেন কী ঢুকবেন না সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছেন না তিনি। "দেয়ালের দিকে তাকাও।".

স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া একটি পিলার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। দেখে মনে হচ্ছে রত্ন দিয়ে অলংকৃত করা পিলারটিকে এখানে রাখা হয়েছে মশাল বহন করার জন্য। কিন্তু ওদিকে এগিয়ে যেতেই গ্রে বুঝল এগুলো হচ্ছে মাথার মুকুট।

"চেঙ্গিস খান যেই যেই রাজ্য জয় করেছে সেখান থেকে পাওয়া," ভিগোর বলল। "কিন্তু এই সমাধি চেঙ্গিস খানের না।"

দরজা খোলার সাথে সাথে গ্রেও সেটা বুঝতে পেরেছে। চেঙ্গিস এবং তার বংশধরদের রত্নখচিত কবরস্থান আবিষ্কার করা এখনও বহুদূরের পথ। হয়তো সেটি মঙ্গোলিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের কোনো এক জায়গায় ঘাপটি মেরে আছে।

ভিগোরের গলার স্বর নিচু। "এই সমাধিতে যেই মানুষটি শায়িত আছেন, তার সম্মানেই এই মুকুটগুলোকে এখানে রাখা হয়েছে।"

ঘরের কোণার দিকে যাওয়ার জন্য মুখ ঘোরালেন ভিগোর। নিঃসন্দেহে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।

দেয়ালের মাঝখানের অংশটি শিল্পকর্ম দ্বারা আবৃত। স্বর্ণ খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা চিত্রগুলো ছবির মতো সুন্দর। হাতুড়ি চালানোর মাধ্যমে বৃহৎ একটি মাস্টারপিস তৈরি হয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে চীনাদের স্টাইল এটি।

"সং রাজবংশের আমলের সমাধিগুলোর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। মৃত ব্যক্তির জীবনকালকে ছবির মতো করে ফুটিয়ে তোলা হত," ভিগোর বললেন। "এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই।"

গ্রে লক্ষ করল দরজার ডানদিকের প্রথম প্যানেলের চিত্রে একটি পাহাড় দেখানো হচ্ছে। পাহাড়টির চূড়ায় তিনটি ক্রুশ স্থাপন করা হয়েছে। ঝড়ো আকাশের নিচের পাহাড়ি ঢালে অশ্রুসজল মানুষের ঢল নেমেছে।

পরের প্যানেলে, হাঁটু গেড়ে বসে থাকা একজন মানুষের উদয় হল। ওপরে ভাসমান একজন আহত মানুষের দিকে পৌঁছুতে চাইছেন তিনি।

অন্য প্যানেলগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল, সেই একই মানুষ ভয়ংকর এক পথে যাত্রা করছেন। চীনা রূপকথায় বর্ণিত ড্রাগন এবং বিরাটাকায় সব দানবের সাথে লড়াই করছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বিশাল সাগরের উপকূলে পৌঁছুলেন তিনি। উপকূলে আছড়ে পড়ছে বিরাট বিরাট ঢেউ, উত্তেজিত জনতা হাতে পতাকা নিয়ে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

"সেইন্ট থমাসের জীবনচিত্র এটি," ভিগোর বললেন। "এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, চীন এবং পীত সাগরে পৌঁছাতে পেরেছিলেন তিনি।"

কিন্তু সেইন্ট থমাসের কাহিনীর এখানেই শেষ নয়।

অবশেষে চূড়ান্ত প্যানেলের সামনে এসে থামলেন ভিগোর।

চাইনিজ রাজার দৈত্যাকৃতির মূর্তি বিশাল একটি ক্রুশ উপহার দিচ্ছে সেইন্ট থমাসকে। রাজার কাঁধের ওপরের ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে আকাশে একটি আধ-খাওয়া চাঁদ ঝুলে আছে। সেই আকাশে অনেক তারা এবং একটি ধূমকেতু জ্বলজ্বল করছে।

প্যানেলের চিত্রগুলো দেখা শেষ হলে প্রায় খালি ঘরটার দিকে ফিরে তাকালেন ভিগোর। এই স্বর্ণনির্মিত তাঁবুর মধ্যিখানের একটি জায়গায় পাথরের স্তূপ জড়ো করে করে রাখা হয়েছে। শামানের গুহার প্রবেশপথে যেমনটি দেখেছিলেন অনেকটা সেরকম।

পাথরের স্তূপের ওপর কালো রঙ-এর একটি বাক্স রাখা।

গ্রের দিকে এক পলক তাকালেন ভিগোর, যেন সেদিকে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন তিনি।

গ্রে লক্ষ করল ভিগোরের চামড়া হলদে ফ্যাকাসে ভাব ধারণ করেছে। কিন্তু এই হলদেটে ভাব স্বর্ণের প্রতিফলনের কারণে তৈরি হয়নি। গ্রে মনে মনে আন্দাজ করল, বুড়ো মানুষটার জন্ডিস হয়েছে।

"এগিয়ে যান," মৃদু স্বরে বলল গ্রে।

সকাল ৮:৫৬

বাক্সটির দিকে ছুটে গেলেন ভিগোর। আবেগের তীব্রতায় তার পাজোড়া অসাড় হয়ে গিয়েছে। ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছেন না তিনি।

মনে মনে ভাবছেন, হয়ত হাঁটু মুড়ে এটার কাছে যাওয়াটাই আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সিধা রেখেই পাথরের পিলারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। বাক্সটি দেখতে লোহার মতো, তবে এতে হয়তো কিছুটা পারদের মিশ্রণও আছে, কারণ কিছুটা জংধরা দেখাচ্ছিল এটিকে। এর ঢাকনিতে একটি চীনা অক্ষর খোদাই করা।

দুটি গাছ।

ঠিক যেভাবে ইন্ডিকো বর্ণনা করেছিল এবং প্রতিলিপি বানিয়েছিল।

কাঁপাকাঁপা আঙুল নিয়ে তিনি ডালাটি তুলে ধরলেন। ভেতরে দ্বিতীয় আরেকটি বাক্স রাখা আছে। আগেরটির মতোই কালো। কিন্তু ভিগোর জানতেন, এর ছদ্মবেশের তলায় এটি হচ্ছে রুপার তৈরি। আরেকটি চীনা অক্ষর এতে খোদাই করা।

আদেশ।

এটিকে উন্মুক্ত করতেই তিনি দেখলেন আরেকটি স্বর্ণের বাক্স রাখা। এতে কোনো অলংকরণ নেই, কিন্তু একদম নতুনের মতোই ঝকঝকে। এর উপরে ছোট আকৃতিতে চীনা একটি অক্ষর লেখা।

নিষিদ্ধ।

নিশ্বাস আটকে আসছে তার। শুধু তর্জনীর ডগা ব্যবহার করে, সর্বশেষ ঢাকনিটা খুলে সেটিকে পিছনে ঠেলে দিলেন।

এই সম্মান দেয়ার জন্য স্রষ্টাকে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন তিনি।

বাক্সের ভেতরে, মানুষের মাথার একটি খুলি স্বর্ণের পিলারের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে। শূন্য অক্ষি কোটর তার পানে স্থির।

সেইন্ট থমাসের খুলি এটি।

হাঁটু ভেঙে পড়ে যাওয়ার দশা ভিগোরের। কিন্তু গ্রের অবশ্যই মানুষটার কম্পমান অবস্থা আগেই চোখে পড়েছিল। তাই সে উনাকে আগেই ধরে ফেলল। এবং তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

ভিগোরের দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন। সেন্ট থমাসের খুলির কাছে গিয়ে পৌঁছালেন তিনি। সেইন্ট থমাসকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। যীশুর অন্য আর সব অনুসারীদের থেকেও তাকে তিনি স্থান উঁচুতে দেন। ভিগোরের নিকট, সেইন্টের মনের সন্দেহই প্রমাণ করে যে তিনিও একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মতোই তার মনের মাঝেও যুক্তি এবং বিশ্বাসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে। সেইন্ট থমাস প্রশ্ন করেছিলেন, প্রমাণ চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তার আমলের একজন বিজ্ঞানী, যিনি কৌতূহলী মন নিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করেন। এমনকি তার নিজস্ব গসপেলও সেই আমলের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার বাইরে আসতে পেরেছিল। পাপমোচনের পথ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তিনিই বলেছিলেন, ঈশ্বরের নিকট পৌঁছানোর পথ সবার জন্য উন্মুক্ত, যারা ঈশ্বরের নৈকট্য সত্যিকারভাবেই চায়।

সন্ধান কর, তাহলেই তুমি তাকে খুঁজে পাবে।

গত কয়েকদিন যাবত কী এই কাজটাই করার চেষ্টা করছে না ওরা?

"সেইন্ট থমাসের সমাধি খুঁজে পেয়েছি আমরা," ভিগোরের চেহারা অশ্রুসজল। "নেস্টোরিয়ানস এবং সেই সাথে ইন্ডিকোর বাণী এই দুইয়ের কারণেই সেইন্ট থমাসের জন্য এই সমাধিস্থানটি তৈরি করেছিলেন চেঙ্গিস। সেই কারণেই তার লিখিত গসপেল হাঙ্গেরিতে রেখে যাওয়া হয়। এটিই ছিল তার লিখিত আহ্বান যেন তার সমাধিগৃহ খুঁজে বের করা হয়। হাঙ্গেরিতে সংরক্ষিত ছিল থমাসের বাণী...আর শেষটিতে, থমাসের দেহ এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব যা মৃত্যুর পরেও থমাসকে তাড়া করে ফিরছে।"

ওই পবিত্র হাড় ছুঁয়ে দেখতে তার আঙুলগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ভিগোর। স্বর্ণের রেলিক্যোয়ারি থেকে তুলে সেটিকে উঁচু করে ধরলেন।

গ্রে তার কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সেইন্ট থমাসের খুলিটিকে তার হাতের তালুতে করে কোলে তুলে নিলেন ভিগোর। অন্যদিকে গ্রে তখন ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় বাক্সের ভেতরটা আলোকিত করে রাখল।

বাক্সের তলায় কালো রঙ-এর একটি ক্রুশ রাখা।

ভারী ধাতব বস্তু বলে মনে হচ্ছে একে। এতো লম্বা যেন একটা বাড়িয়ে দেয়া একটি হাত।

"সেইন্ট থমাসের ক্রুশ," গ্রে অস্ফুট স্বরে বলল। "কিন্তু কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি আমরা?"

এই পরিস্থিতিতেও মুখের হাসি আটকাতে পারলেন না ভিগোর।

যেখানে তার মনে এনিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, গ্রে তখন প্রমাণ চাইছে।

"ডানকান বলতে পারবে," তিনি বললেন।

গ্রে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। "আমাদের হাতে শুধু এক ঘণ্টা সময় আছে। আমি গিয়ে দেখে আসছি ওদের অবস্থা কী।"

"যাও," ভিগোর বলল। "আমি এখানে অপেক্ষা করছি।"

ভিগোরকে আলিঙ্গন করল গ্রে। এরপর তাড়াহুড়া করে রওনা দিল।

শুধু তখনই সেইন্ট থমাসের খুলিটিকে কোলের ওপরে রেখে হাঁটু গেড়ে বসলেন ভিগোর।

ধন্যবাদ, প্রভু, আমায় এমন সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

কিন্তু তারপরেও, ভেতরে ভেতরে আতংকিত বোধ করছেন তিনি। শামানের চোখ জোড়া অনবরত ধাওয়া করে যাচ্ছে তাকে। আর সেই সতর্কবার্তা।

অনেক যন্ত্রণা সয়েছ, তবে আগামীতে আরও যন্ত্রণা সইতে হবে।

সকাল ৯:০৪

এটিভি বাইকে চড়ে টানেল হতে বের হল গ্রে। সকালটা বেশ উজ্জ্বল। গুহার ভেতরে স্যাটেলাইট ফোনের নেটওয়ার্ক পেতে সমস্যা হয়। তাই বাধ্য হয়েই গুহা ছেড়ে বাইরে বেরুতে হয়েছে।

সে মংকের নাম্বারে ডায়াল করল এবং ওপাশ থেকে সাড়া এল সাথে সাথে।

"কোথায় তুমি?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"বরফের ওপরে দিয়ে বাসে করে আসছি। দ্বীপের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা।"

বিরক্তভাব গোপন করল গ্রে। অন্যরা কেউই এখনও এসে পৌঁছায়নি।

"আমি চাই সোজা এখানে চলে আসবে তুমি। সেইশানকেও ফোন দিয়ে একই কথা বলব। বুরখান অন্তরীপ থেকে তিন মাইল উত্তরে আছি আমি। জায়গাটা উপকূলের কাছাকাছি। এটিভি বাইকটাকে টানেলের বাইরে রেখে যাচ্ছি। যাতে এটা দেখে আমাদের অবস্থান বুঝতে পারো তোমরা।"

"ক্রুশটা কী খুঁজে পেয়েছ?" মংক জিজ্ঞেস করল।

হতভম্ব, গ্রের মনে পড়ল মংককে এখনও সে কথা বলা হয়নি।

"হ্যাঁ। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে ডানকানকে লাগবে।"

এবং সেই সাথে 'আই অফ গডকেও' আনতে হবে।

ব্যাকগ্রাউন্ডে, গ্রের কানে এল জ্যাডা মংককে বলছে, "ওকে বলবে ক্রুশটা যেন নাড়াচাড়া না করে।"

"ও কী নিয়ে কথা বলছে?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"তুমিই জিজ্ঞেস কর। দাঁড়াও দিচ্ছি ওকে। আমি একটু ঘুরে দেখে আসি তোমার ওখানে পৌঁছানোর কোনো শর্টকাট রাস্তা আছে কি-না।"

"কী ব্যাপার?"

কিন্তু মংক ততক্ষণে নেই আর ফোনলাইনে ফিরে এসেছে জ্যাডা। "ক্রুশটা পাওয়ার পর সেটি তুমি নড়াচড়া করোনি তো?" মেয়েটি প্রশ্ন করল, কণ্ঠস্বরে ভীত ভাব।

"না।"

কনফার্ম না হলে গ্রের ওটা স্পর্শ করারও কোনো ইচ্ছে নেই।

"ভালো। আমার মনে হয় ক্রুশ এবং ধূমকেতুর মধ্যকার কোয়ান্টাম সম্পর্ক ভাঙ্গার জন্য এটি এই মুহূর্তে মহাকাশের যেদিকে মুখ করে আছে সেদিকেই মুখ করে রাখা উচিত।"

"কেন?"

"কারণ এই মুহূর্তে ক্রুশটি পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালের একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে মুখ করে আছে। আমি চাই শুধু সময়ই যেন একমাত্র ভ্যারিয়েবল থাকে। আমি তোমাকে আমার হিসাব দেখাতে পারি, কিন্তু–"

"তোমার কথায় আমার বিশ্বাস আছে। শুধু 'আই অফ গডকে' সময়মতো নিয়ে এসো এখানে।"

"মংক সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে..."

ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে এল ডানকানের গলার জোরালো আওয়াজ, "এটাই তোমার পরিকল্পনা!"

আর তারপর, ফোনের মাঝ দিয়ে ভেসে এল অস্থির মানুষের উত্তেজিত চিৎকার। "হচ্ছেটা কী ওখানে?"

কোনো ব্যাখ্যার ধার না ধেরে জ্যাডা বলল, "আমরা পথে আছি।"

তারপর হঠাৎ ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

গ্রে শুধু ওদের ওপর ভরসা রাখতে পারে যে ওরা জানে ওরা কী করছে। এরপর সেইশানকে ফোন দিল ও। অনেকক্ষণ ধরে রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে কেউ একজন সেটিকে পিক করল।

"কোথায় তুমি?" সেইশান জানতে চাইল, কণ্ঠস্বরে রাগ।

সেইশানের রুক্ষ প্রতিক্রিয়ার কারণ নিয়ে ভাবার মতো সময় হাতে নেই। গ্রে তাই অল্প কথায় তাকে জানিয়ে দিল কোথায় আসতে হবে, তারপর বলল, "এখানে সরাসরি চলে আসবে।"

কিন্তু তারপর সেইশানও একই রকমভাবে আচমকা ফোন রেখে দিল, এমনকি এতক্ষণ যাবত কথোপকথন চলার পরও ওর নাম ধরে একবারের জন্যও ডাকেনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা হল গ্রে।

সেইশানের ওপর ভরসা রাখতেই হবে ওকে। মেয়েটি নিশ্চয়ই জানে সে ঠিক কাজটাই করছে।

অধ্যায় ২৯

২০ শে নভেম্বর, সকাল ৯:০৬ আইআরকেএসটি
ওলখোন দ্বীপ, রাশিয়া

সেইশান বুঝতে পারছে না কী করবে।

পাক তার চেহারাটিকে সামনে এগিয়ে আনল। নাকে তামাকের বিশ্রী গন্ধ অনুভব করল সেইশান। এখানে আসার পর থেকেই একটানা সিগারেট টেনে চলেছে পাক।

"আমাকে বল ওরা তোকে কী বলল! এখন কোথায় আছে ওরা?"

একটু আগে গ্রের সাথে ফোনে কথা হয়েছে সেইশানের। পাকের হাতে এখনও সেই ফোন ধরা। ওর পেছনে, উত্তর কোরিয়ান ইউনিট লিডার–যাকে ওরা রাইয়ুং নামে ডাকছে–র‍্যাচেলের বুক বরাবর পিস্তল ধরেই রেখেছে সে। পাক এতক্ষণ সেইশানকে চাপ দিয়েই যাচ্ছে গ্রে কোথায় আছে জানার জন্য।

দুই উত্তর কোরিয়ানেরই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

সরাইখানার বৈঠকখানার একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত দ্রুত গতিতে পায়চারি করতে লাগল পাক। ক্রুদ্ধ চেহারা নিয়ে ক্রমাগত ধূমপান করে যাচ্ছে সে। ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়ানো জু-লঙকে দেখে মনে হচ্ছে না এইসব তিনি উপভোগ করছেন। সেইশানের কেন যেন মনে হচ্ছে এই লোককে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়েছে এখানে। দেলগাডো ম্যাকাও-এ ভালো টাকা-পয়সা এবং সামাজিক মর্যাদার মালিক। আর এখানে যেই নাটক মঞ্চায়িত হচ্ছে, তাতে দেলগাডোর লাভের কোনো সুযোগ নেই।

যদি না এখানে ওদের সাহায্য করতে আসে সে।

সামনের চেয়ারেই বেঁধে রাখা হয়েছে র‍্যাচেলকে। রাইয়ুং-এর লোকেরা বেশ দক্ষ হাতেই বেঁধেছে ওদের দুইজনকে। নড়াচড়ার কোনো সুযোগই রাখেনি। কোনো জাদুকরী উপায় বুদ্ধি ছাড়া এই বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই ওদের। ওদের সাথে কোনো লুকানো ছুরি নেই। এছাড়া এই শক্ত-পোক্ত চেয়ার ভাঙাও সম্ভব না।

হোটেলমালিকের রক্তাক্ত লাশের দিকে চেয়ে রইল সেইশানের। লাশের পায়ে কোনো জুতা নেই। নিশ্চয়ই রান্নাঘরে ফেলে এসেছে।

নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পারছে সেইশান। ওদের দুজনের জীবনই এখন পাকের দয়ার ওপর নির্ভর করছে–আর সেইশানের সন্দেহ আছে এই লোকের মধ্যে সেই গুণটি আছে কি-না।

সবদিক বিবেচনা করে, সেইশান শুরুতেই ওদেরকে বলে দিয়েছিল, সূর্যোদয়ের সময় বুরখান অন্তরীপের সামনে থাকবে গ্রে। যদি না বলতো, তাহলে নিশ্চিতভাবে র‍্যাচেলকে ওই সময়েই মেরে ফেলত ওরা।

সেইশান চাইছে এই করে আরও কিছু সময় পার করে দিতে। আর কিছুক্ষণের মাঝেই হয়তো সরাইখানায় এসে পৌঁছাবে মংক। মংক আসলে পরিস্থিতির মোড় অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে, এমনকি ভাগ্য ভালো হলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের সুযোগও হয়তো মিলবে।

সেইশানের স্বীকারোক্তি পাওয়ার পর, কয়েকজনকে বুরখান অন্তরীপের দিকে পাঠিয়ে দেয় রাইয়ুং। এবং আধা ঘণ্টা আগে ফিরে এসেছে ওরা। নিশ্চিত করেছে, সেইশান সত্যি কথাই বলেছিল। ওই শামানকে গ্রের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে ওরা। কিন্তু বৃদ্ধ শামান মুখ খুলেননি। স্রেফ গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের নিচে নিজেকে ছুড়ে ফেলে আত্মহত্যা করেন তিনি।

উত্তর কোরিয়ানরা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়, গ্রের দল কোথায় গিয়েছে সেটা এই মেয়েদের জানা নেই। তবে তারপরেও মেয়েদের ওপর অত্যাচার করার মজা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেনি ওরা। র‍্যাচেল এবং সেইশান, দুইজনের হাতেই এর প্রমাণ হিসেবে সিগারেটের ছ্যাঁকা লেগে আছে।

এরপর এল এই ফোনকল।

লেটেস্ট আপডেট পাওয়ার জন্য এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে পাক।

"ওদেরকে বলবে না," কাটা ঠোঁট নিয়ে তোতলাতে তোতলাতে র‍্যাচেল বলল। "তুমি জানো এতে কী বিপদ হতে পারে।"

সেইশানের দেরি করিয়ে দেয়ার কৌশলে বিরক্তবোধ করছে পাক। মুখের সিগারেট নেভাল সে। এবং ক্রুদ্ধ পায়চারি থামিয়ে ঘরের ওপাশ থেকে এগিয়ে এল ওদের কাছে। পাকের হাতজোড়া মোচড়ামুচড়ি করছিল। শয়তানি হাসি চিলিক মারছিল ওর চোখে।

ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি হল সেইশানের।

"একটু মজা করা যাক, কী বল?" পাক বলল।

পকেট থেকে একটি উত্তর কোরিয়ান রুপালি পয়সা বের করে আনল পাক। পয়সার এক প্রান্তে উত্তর কোরিয়ান একনায়ক কিম জং-ইলের হাস্যোজ্জ্বল মুখ খোদাই করা।

"জানোই তো বাজি ধরতে কত্ত পছন্দ করি আমি," পাক বলল। "তো এবার তবে একটা বাজি হয়েই যাক। হেডস পড়লে তোমার বন্ধুকে গুলি করা হবে। টেইল পড়লে, সে বেঁচে যাবে।"

এই লোকের অকারণ নিষ্ঠুরতা দেখে, আতংকিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল সেইশান।

"যতক্ষণ না মুখ খুলছ, ততক্ষণ পয়সা ছুড়তেই থাকব আমি," পাক জোর দিয়ে বলল। "হেড পড়লেই, মারা যাবে এই মেয়েটি।"

আরও শক্ত করে তার পিস্তলটি র‍্যাচেলের বুক বরাবর ধরল রাইয়ুং।

পিছিয়ে গিয়ে, পয়সাটিকে বাতাসে ভাসিয়ে দিল পাক। বাতির আলোতে রুপালি পয়সাটির এক প্রান্ত ঝিলিক দিয়ে উঠল।

সেইশান হাল ছেড়ে দিল, বুঝতে পেরেছে দেরি করিয়ে রাখার কৌশলে কাজ হবে না।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বলবো!"

"কক্ষনো বলবে না!" র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠল।

পয়সাটি মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খেতেই থাকল, যতক্ষণ না পাক তার জুতার তলায় এনে চাপা দিল সেটিকে। তার চেহারায় বিশ্রী একটা হাসি, পরিস্থিতি দারুণ উপভোগ করছে সে।

"দেখলে, মুখ খোলানো তেমন কঠিন কিছু না," সে বলল। "এখন বল আমাকে।"

সত্যি কথাটা বলে দিল সেইশান।

"খুব ভালো," পাক বলল, নিজের কাজে খুশি সে।

নিজের জুতাটিকে উঁচু করে ধরল হুয়ান পাক।

কিম জং-ইলের চর্বিওয়ালা চেহারাটি মেঝের ওপর হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে।

হেডস।

"আমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি হেরে গেছ," পাক বলল, এরপর রাইয়ুংকে ইশারা দিল সে।

এক পা পিছিয়ে গেল রাইয়ুং। র‍্যাচেলের বুক বরাবর পিস্তল তাক করে, গুলি করল সে।

আতংক আর বিস্ফোরণের ধাক্কায় চমকে উঠল সেইশান। যেই চেয়ারে বসেছিল আরেকটু হলে সেটি নিয়ে উল্টে পড়ছিল ও।

চোখে একই রকম বিস্ময় নিয়ে, নিজের রক্তভেজা জামার দিকে একবার তাকাল র‍্যাচেল। এরপর তাকাল সেইশানের দিকে।

হতভম্ব হয়ে পাকের দিকে চাইল সেইশান। এমনভাবে বেঈমানি করা হবে সেটি বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে ওর।

পাক শুধু কাঁধটা একটু ঝাঁকাল। যেন বুঝাতে চাইছে, এছাড়া আমি আর কীইবা করতে পারতাম!

"আমাদের হাউসের নিয়ম-কানুন এরকমই," সে বলল। "একবার বাজি ধরা হয়ে গেলে আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই।"

র‍্যাচেলের মাথা বুকের কাছে এসে ঝরে পড়ল।

হতাশা ঘিরে ধরল সেইশানকে।

এ আমি কী করলাম?

সকাল ৯:২০

আঁধারের মাঝ দিয়ে ঠাণ্ডা একটি চাদর ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে র‍্যাচেলকে।

র‍্যাচেলের শরীরের সব শক্তি বুকের মাঝের ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, চুরি করে নিচ্ছে দেহের উষ্ণতাকে। প্রতিটি নিশ্বাসের সাথে দুর্বল শরীরে অনুভব করছে মৃদু একটি ব্যথা। বুকের ব্যথার চেয়ে অবচেতন মনেই যন্ত্রণা হচ্ছে বেশি।

মরতে চাই না আমি...

বাঁচার জন্য লড়াই করতে চাইল র‍্যাচেল। কিন্তু এই যুদ্ধে শরীরের পেশি এবং হাড় অংশ নিতে চাইল না। শুধু ইচ্ছাশক্তি এবং মনের জোরই অংশ নিল এতে। র‍্যাচেলের কানে এল, এখানে ওকে একলা মারা যাওয়ার জন্য রেখে, হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা।

মংক যদি আসে এখন...

বেঁচে থাকার অসম্ভব আশা করে না র‍্যাচেল। মংক ওকে সুস্থ করে তুলতে পারবে না, এমনকি ডাক্তারি বিদ্যায় ওর ভালো দক্ষতা থাকার পরেও না। তার বদলে, শুধু একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার মৃতপ্রায় প্রাণবায়ুটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল র‍্যাচেল।

গ্রের দল কোথায় গিয়েছে, মৃত্যুর আগে সেটি যেন মংককে জানিয়ে যেতে পারে।

তাড়াতাড়ি আসো...

অন্ধকার টেনে নিতে চাইল ওকে। একটি দরজা খুলে গিয়ে দ্রুতগতিতে চলা লোকজনের পায়ের আওয়াজের কারণেই শুধু দেহটি অচেতন হতে গিয়েও হল না।

একটি হাত স্পর্শ করল ওর হাঁটুকে।

অন্ধকারের মাঝ দিয়ে অস্পষ্ট কথা ভেসে এল কানে। প্রায় দুর্বোধ্য, শোনা যায় কি যায় না। কিন্তু তারপরেও ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করা প্রশ্নটি কর্ণছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে কানের গভীরে গিয়ে বেজে উঠল।

কোথায় ওরা?

শেষবারের মতো বড় করে নিশ্বাস নিয়ে, র‍্যাচেল ওদেরকে বলল কোথায় যেতে হবে। এরপর ওর ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল প্রার্থনা...নিজের জন্য না, দুনিয়ার জন্য না।

তার বদলে, গাঢ় নীল চোখের একজনের কথা মনে মনে ভাবল র‍্যাচেল।

তারপর সব অন্ধকার।

অধ্যায় : ৩০

২০ শে নভেম্বর, সকাল ৯:২২ আইআরকেএসটি
ওলখোন দ্বীপ, রাশিয়া

"এটা পাগলামি!" ডানকান খেঁকিয়ে উঠল।

"এতে আরও দ্রুত যাওয়া যাবে," মংক বলল।

এরপর ডানকান দেখল বাসের স্টিয়ারিং হুইলটিকে সবলে টানছে ওর পার্টনার মংক। উপকূলের ধার দিয়ে কাত করে নিয়ে যাচ্ছে বাসটিকে। বরফের গায়ে চাকা স্কিড করাল সে। আরেকটু হলেই জেলেদের একটি কুটির ভেঙ্গেই দিচ্ছিল প্রায়। তবে তারপর আবারও নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক রাস্তায় নিয়ে আনল বাসটিকে।

গ্রের ফোন কলের পরপরই, বাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় মংক। যাত্রীদের এবং ড্রাইভারকে তাড়িয়ে পাঠিয়ে দেয় বাসের বাইরে। এরপর হুইলের পেছনে বসে যাত্রা শুরু করে দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে। নিঃসন্দেহে আগে থেকেই এই কাজ করার পরিকল্পনা করছিল সে। কারণ ড্রাইভারের সাথে কথা বলায় অনেকখানি সময় ব্যয় করেছিল মংক। ড্রাইভারকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল এখানে বরফের স্তর কতটা পুরু এবং বছরের এই সময় উপকূল থেকে বিস্তৃত হয়ে কতদূর চলে গিয়েছে এটি।

ওর পার্টনারের মাথায় কী চলছে তা বুঝতে পারে ডানকান। ইরকুটস্কে ল্যান্ড করার পর, ওলখোন দ্বীপের মানচিত্র নিয়ে গবেষণা করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিল ওরা। সেই মানচিত্রে ওরা দেখেছিল, এই রাস্তাটি ফেরি স্টেশন থেকে গ্রামের সরাইখানা পর্যন্ত গিয়েছে। মাঝখানে অনেক আঁকাবাঁকা ঘুরপথ পেরিয়ে এরপর ওখানে পৌঁছাতে হয়। অনেক লম্বা সময় লাগে এতে।

সেই সাথে, এই দ্বীপের আকৃতি আধ খাওয়া চাঁদের মতো। পশ্চিম দিক থেকে বাঁকা হয়ে উত্তর প্রান্তে গিয়ে মিশেছে... ঠিক যেখানে ওদের যাওয়া দরকার।

তাই, পয়েন্ট 'এ' থেকে পয়েন্ট 'বি' পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা একদম সোজা। ডান দিকের তুষারাবৃত পথ দিয়ে চলে গেলে সেটা ওদেরকে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে গ্রের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

কিন্তু তারপরেও... বুদ্ধিটাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না।

সিট আঁকড়ে ধরে বসে আছে জ্যাডা, আতংকে বড় বড় হয়ে গিয়েছে ওর চোখ।

বাসের ওজনের কারণে চাকার তলার বরফ ক্যাড়ক্যাড় করছে। যেই পথ পেরিয়ে আসছে সেখান দিয়ে তৈরি হচ্ছে ফাটল। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে বাইরের লোকজন আঙুল তাক করছে ওদের বাসের দিকে।

ওরা এখন যেখানটায় আছে, বরফের ঘনত্ব খুব একটা বেশি হবে না ওখানে। স্পিডে চালানোর কারণেই বাসটি এখনও বরফে তলিয়ে যায়নি। এখন বাসের গতি ধীর করলেই বিপদ। গতি ধরে রাখার ওপরেই নির্ভর করছে ওদের সফলতা ব্যর্থতা।

"নিশ্চয়ই ওটাই বুরখান অন্তরীপ!" জ্যাডা চেঁচিয়ে বলল, ওর আঙুল জঙ্গলাকীর্ণ সৈকতের দিকে তাক করা।

ডানকান দেখল কাঠ নির্মিত কয়েকটি বাড়ি সৈকতের ধারে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই এটাই খুজির গ্রাম।

"আরও তিন মাইল!" একথা বলে, বাসের ডান পাশের জানালার দিকে আঙুল তাক করল মংক। "গ্রে বলেছিল, এটিভি বাইকটিকে টানেলের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে সে। যাতে আমরা ওদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারি। তাই ভালো করে চারপাশের ওপর নজর রাখো তোমরা!"

ডানকান বাসের এক পাশে সরে গেল। অন্যদিকে মংক বাসটিকে নিয়ে এল উপকূলের ধারে। সৌভাগ্যক্রমে ওখানটায় বরফ আরও পুরু। উত্তেজনাময় আরও পাঁচ মিনিট পার হওয়ার পরে, তারস্বরে চিৎকার করে উঠল জ্যাডা। ওর আচমকা চিৎকার শুনে ভয়ে লাফিয়ে উঠল ডানকান। একটুর জন্য বাসের সিলিং-এ মাথা ঠুকে গেল না।

"ওই তো!" জ্যাডা আঙুল তাক করে বলল। "ওই ভালুকের মতো দেখতে বিশাল পাথরটার পাশে!"

গোলগাল কান এবং হোঁতকা মুখ থাকায় এই বোল্ডারটিকে আসলেই ছাইরঙা ভালুকের মতো দেখাচ্ছে। এবং গ্রানাইট পাথরের জানোয়ারটির কাঁধের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে কালো একটি বিন্দু। একাকী এটিভি বাইকের উপস্থিতি ঘোষণা করছে এটি।

"নিঃসন্দেহে এটিই সেই জায়গা," মংক বলল।

আরও কাছে এগিয়ে আসতেই ওরা দেখতে পেল টানেলের ছাদ দিয়ে তীক্ষ্ণাকৃতির দণ্ড বেরিয়ে আছে ভীতিকরভাবে। হঠাৎ ডানকানের মনে হল জঙ্গলের দিকটায় কারুর যেন নড়াচড়া দেখতে পেল ও। কিন্তু দ্বীপের অন্যপাশে মাত্র সূর্য উঠলেও এই পাশের জঙ্গল গভীর ছায়ার মাঝে ঢেকে আছে। সম্ভবত ভুল দেখেছিল ও।

আর যদি ওখানে কেউ থেকেও থাকে, সম্ভবত এখানটায় বাস দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে এসেছিল সে।

ব্রেক চাপতেই কর্কশ শব্দে নালিশ জানাল টায়ার। মংক বাসটিকে ধীর করে আনল। বা বলা যায়, ধীর করে আনার চেষ্টা করল।

এক পাশে স্কিড করাল বাসটিকে, বরফের ওপর চাকা পিছলে যাচ্ছিল।

এটিভি বাইককে ধাক্কা দিয়ে সেটিকে টানেলের সামনে এগিয়ে দিল ওদের বাস।

পাথুরে ঢাল বাসের জানালার গায়ে গায়ে ঘষা দিচ্ছিল, ডানকান এবং জ্যাডা দুজনেই নিজেদের বাঁচানোর জন্য সরে গিয়ে সিটের অপর প্রান্তে চলে গেল।

অবশেষে টানেল হতে দশ গজ দূরত্বে এসে থামতে সক্ষম হল বাসটি।

হুইল থেকে হাত সরিয়ে ওর হাতের তালুটিকে ঊরুর ওপরে ঘষল মংক। "আমি এটাকে 'প্যারালাল পার্কিং' (সমান্তরালভাবে পার্ক করা) বলে ডাকি।"

ডানকান বিরক্ত। "একে তুমি এই নামেই ডাকো?"

হুড়মুড় করে বাস থেকে বেরিয়ে এল ওরা সবাই। সব মালসামাল নামানোর আগে সঠিক জায়গাতেই এল কি-না নিশ্চিত হতে চাচ্ছে ওরা।

বাইরের গোলমাল কানে আসায় ততক্ষণে ছায়াঘেরা টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে গ্রে। ওদের বাহন দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল ওর চোখ।

আরে... এই বাসে করেই না এই দ্বীপে এসেছিলাম আমরা!

"বাসে করেই এলে তবে?" গালভর্তি হাসি নিয়ে গ্রের প্রশ্ন। "ট্যাক্সিক্যাব খুঁজে পাওনি বুঝি?"

সকাল ৯:২৮

দ্রুত মংকের সাথে কোলাকুলি পর্ব সেরে নিল গ্রে। বেস্ট ফ্রেন্ডকে দেখতে পেয়ে খুশি খুশি লাগছে ওর। এমনকি এই জটিল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং অস্বাভাবিক একটি বাহনে করে আসার পরেও।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে জ্যাডার সাথে হ্যান্ডশেক করল গ্রে, কিন্তু আঙুল তাক করে রাখল ডানকানের দিকে। "আমি চাই 'আই অফ গডকে' নিয়ে ভল্টে যাবে তুমি। কোয়াওস্কি ওখানে আছে, সে তোমাকে পথ দেখাবে। আমরা ক্রুশটা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু এটাতে এখনও এনার্জি প্রবাহিত হচ্ছে কি-না সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।"

"আমিও যাচ্ছি ওর সাথে," জ্যাডা প্রস্তাব দিল।

ধন্যবাদ দেয়ার সুরে মাথা দোলাল গ্রে। কিন্তু ওর দৃষ্টি বরফ ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে দূরে কোথাও। গ্রে ভাবছে... সেইশান-র‍্যাচেলের আসতে এতক্ষণ লাগছে কেন? সে প্রত্যাশা করছিল মংকের গ্রুপ আসার আগেই এখানে চলে আসবে ওরা।

বাসের দিকে হাঁটা ধরল জ্যাডা। "আমার ব্যাগটা রেখে এসেছি ওখানে।"

হঠাৎ জোরালো একটি শিসধ্বনি খান খান করে দিল সকালের নীরবতাকে। সাথে এসে হাজির হল আগুন এবং বরফ খণ্ড খণ্ড হওয়ার কান ঝালাপালা করা বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের শকওয়েভ জ্যাডাকে ছুড়ে দিল ডানকানের দিকে। মাটির প্রচণ্ড কম্পন ওদেরকে আছড়ে ফেলল টানেলের গায়ে, সেই সাথে গায়ে প্রবলবেগে ছিটকে এল তুষারকণা।

পিঠে ভর দিয়ে থাকা গ্রে তখন মাটিতে আধশোয়া, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে নিজের বুটের ডগার দিকে।

অন্যদিকে, বাসের পেছনের দিক উঁচু হয়ে সামনের দিকে নিচে ঝুঁকে আছে, জানালা বিস্ফোরিত। বাসের তলায় আগুন লেগে গিয়েছে। সেখান দিয়ে কালো ধোঁয়ার পুরু স্তর উপরে উঠে যাচ্ছে। হঠাৎ চাকার নিচের বরফে ভাঙ্গন শুরু হল, সবার আগে বাসের সম্মুখ দিকটি ডুব দিচ্ছে পানিতে।

ওদের লক্ষ করে কেউ একজন রকেট হামলা চালাচ্ছে।

কিন্তু কে সে... এবং কেন?

কিন্তু তারপরেও, বড় একটি প্রশ্নের উদয় হল। "আই অফ গড কোথায়?" গ্রে জিজ্ঞেস করল, ভয়ার্তভাবে চিৎকার করছে, কানে তালা লেগে গিয়েছে ওর।

পায়ের ওপর খাড়া হওয়ার জন্য জ্যাডাকে সাহায্য করল ডানকান। হ্রদে ডুবো ডুবো অবস্থায় থাকা বাসের দিকে আঙুল তাক করল মেয়েটি।

"ওখানে আমার ব্যাগ..."

ব্যাগটি তখনও ওই বাসের মধ্যে।

"সবাই পিছিয়ে যাও!" গ্রে বলল, টানেলের গভীরে যেতে নির্দেশ করছে সে।

হুকুম মোতাবেক আগুনের তেজ থেকে পালিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন টানেলের ভেতরের ঠাণ্ডার মাঝে আশ্রয় নিল ওরা সবাই। টানেলের বাঁকে পৌঁছে পেছন ফিরে তাকাল গ্রে। বরফের ভেতর থেকে বাসের পশ্চাৎভাগ বাঁকা হয়ে বের হয়ে আছে। গ্যাসোলিন এবং ডিজেল থেকে ছড়িয়ে যাওয়া আগুনের প্রবাহ ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে বাসটিকে। সেই স্ফুলিঙ্গের মাঝ দিয়ে মানুষের ছায়ামূর্তির ইতিউতি নড়াচড়া চোখে পড়ছে।

এই কাজ কে করতে পারে? রাশিয়ান বাহিনী? মস্কোর কেউ কী এই দ্বীপে ওদের গোপন অবস্থানের কথা জানতে পেরেছিল?

"মংক, এখানেই থাকো।" গ্রে আদেশ দিল। "টানেলের মধ্য দিয়ে কেউ ঢুকতে চাইলেই আমাদের সতর্ক করে দিও।"

যারাই এই আক্রমণের পরিকল্পনা করুক। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওরা ওদের একমাত্র বাহনকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। এদের ইচ্ছা, গ্রের দলকে এখানে ফাঁদে ফেলে বন্দী করবে। তবে হামলার উদ্দেশ্য নিয়ে এই মুহূর্তে না ভাবলেও চলবে। হাতে থাকা সময় যেভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখন শুধু একটাই লক্ষ্য বাকি 'আই অফ গড' উদ্ধার করা এবং সেটিকে ভল্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।

গুহার মাঝ দিয়ে ডানকান এবং জ্যাডাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিল গ্রে। ওখানে চিন্তিত ভঙ্গিতে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল কোয়াওস্কি।

"ব্যাপার কী রে, ভাই?" ওই বিশালদেহী মানুষ প্রশ্ন করল। "বাইরে কোন জাহান্নামটা হচ্ছে?"

"তেমন কিছু না," একথা বলে ডানকানের দিকে ঘুরল গ্রে। "ওই জ্বলন্ত বাস থেকে ডক্টর শ-এর ব্যাকপ্যাক ফিরিয়ে আনতেই হবে আমাদের।"

"কিন্তু কিভাবে?" ডানকান জিজ্ঞেস করল।

গ্রে জ্যাডার দিকে ঘুরল। "তোমার কী মনে হয়, ভল্টে যাওয়ার জন্য রাখা ওই রশি বেয়ে নিজে নিজে উঠতে পারবে?"

মেয়েটি সায় দিল। "তুমি আমাদেরকে কী করতে বল?"

গ্রে ওদেরকে বলল।

"তোমরা পাগল হয়ে গেছ," ডানকান ওর চারপাশে তাকাল সমর্থন পাওয়ার আশায়।

কোয়াওস্কি শুধু কাঁধটা একটু ঝাঁকি দিয়ে বলল। "আমরা আগে এরচেয়েও বোকা বোকা কাজ করেছি।"

সকাল ৯:৩৪

বারবার এক জিনিস ভালো লাগে না!

গায়ে আবারও সাঁতারের পোশাক চাপাতে হয়েছে ডানকানকে। পানির ধারে দাঁড়িয়ে আছে সে। তবে এই বারে দাঁড়িয়ে আছে বরফের মাঝ দিয়ে হওয়া একটি জলমগ্ন গর্তে। এখান দিয়ে মা সীল মাছ হ্রদের পানিতে আসা-যাওয়া করে। ডানকান কল্পনা করল... সীল মাছটি গর্তে নেমে বরফের নিচ দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সাঁতার কাটছে যতক্ষণ পর্যন্ত না খোলা হ্রদে পৌঁছাচ্ছে এটি।

ডানকানকে যদিও বেশিদূর যেতে হবে না, কিন্তু তারপরেও এক নিশ্বাসে যাওয়ার জন্য দূরত্বটি একদম কমও না। আর তাছাড়া সীল মাছকে যেই চর্বি ঠাণ্ডা থেকে সুরক্ষিত রাখে সেই পরিমাণ চর্বিও নেই ওর শরীরে।

এবং একই কথা ওর সাঁতারের সঙ্গিনীর ক্ষেত্রেও সত্য। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাডা, গায়ে শুধু শর্টস আর ব্রা।

ডানকানের মনোযোগ জ্যাডার দিকে ধরে রাখা। মেয়েটার শরীর কাঁপছে, তবে কম্পনের কারণ শুধু যে ঠাণ্ডা তা নয়, কিছুটা ভয়ও কাজ করছে।

"প্রস্তুত?" সে জিজ্ঞেস করল।

একটা ঢোক গিলে, মাথা নেড়ে সায় দিল জ্যাডা।

"আমার পা জোড়া অনুসরণ করবে," একথা বলে সে একটা হাসি দিল। "কোনো সমস্যা হবে না।"

"আসো দেরি না করে পানিতে নেমে যাই," জ্যাডা বলল। "এটা নিয়ে যতই চিন্তা করব, মনের অবস্থা ততই আরও খারাপের দিকে যাবে।"

কথায় যুক্তি আছে।

ডানকান তার বুকের পাশে লাগানো শোল্ডার হোলস্টার ঠিকঠাক করে নিল এবং জ্যাডার বাহুতে আলতো করে চাপ দিল। এরপর শরীরটিকে উবু করে নিজেকে পিছলে দিল গর্তের ঢালু কিনারায়। জমাটবাঁধা বরফের নিচের জলে ডুব দিল সে।

ঠাণ্ডা জল তৎক্ষণাৎ ওর শরীরকে চিরে ফেলতে চাইল। যদিও আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি ছিল, কিন্তু যা ভেবেছিল এই জল তার চেয়েও ঠাণ্ডা। ওর ফুসফুস আর্তনাদ করছে, শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। ইচ্ছে করছে এখুনি ভেসে উঠে নিশ্বাস নিতে। কিন্তু মনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জোর করে এগিয়ে চলল। ওদের পরিকল্পনা, বরফ নিচ দিয়ে সাঁতার কেঁটে শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে বাসের কাছাকাছি হওয়া।

শরীর মুচড়ে পেছনে তাকাতেই ডানকান দেখল, জ্যাডাও পানিতে ডাইভ দিচ্ছে। ডাইভ দিতেই ওর দেহ ঝাঁকি খেল। পেটের ভেতরে ভ্রূণ যেভাবে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকে, ওর দেহ চলে গেল সেই পজিশনে। কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হল মেয়েটি। পা জোড়া দিয়ে বন্য পশুর মতো পানির তলায় লাথি মারল, যেভাবে একটি ঘোড়া আস্তাবলের দরজায় লাথি মারে। মেয়েটি এখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

ধুর শালা, মেয়েটা তো দেখা যাচ্ছে দারুণ ফাস্ট।

পাশের দেয়ালে লাথি মেরে টানেলের নিচ দিয়ে রওনা হল ডানকান। ইতিউতি আলো মাথার ওপরের বরফে একটি কালচে নীল আভা সৃষ্টি করেছে এবং সেই আভা নিচের দিকটাকে যথেষ্ট আলোকিত করে রেখেছে। ডানকান

নিজের ওপর আরও জোর প্রয়োগ করল যাতে জ্যাডার সামনে এগিয়ে থাকা যায়। এতে জ্যাডার চেয়ে এগিয়ে থাকা তো হলোই, সেই সাথে এই কৌশলে শরীরটাও গরম থাকছে।

এই টানেল লম্বায় মাত্র তিরিশ গজ হবে। এইটুকু পথ সাধারণত এক নিশ্বাসেই অতিক্রম করতে পারে ডানকান। কিন্তু এই পুরু বরফের আস্তরণের নিচ দিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতরানো... এটি একটি ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ।

কতটুক অগ্রসর হল এটি বুঝার জন্য আলোর উৎসের দিকে নজর রাখল ও। সময় যত পার হচ্ছে, একটু একটু করে আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে এটি। টানেল পার হয়ে সকালের সূর্যালোক দেখার জন্য মনে মনে উন্মুখ হয়ে আছে সে।

কিন্তু তারপরেও, এই ঠাণ্ডা খুব দ্রুত ওর সহ্যক্ষমতা শুষে নিচ্ছে। বাতাস না পেয়ে ওর ফুসফুস ব্যথায় হাঁসফাঁস করছে এবং পায়ের পেশি কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছতেই ডানকানের মনে হল ওর চোখের সামনে কালচে দাগের আনাগোনা শুরু হয়েছে। পেছন দিকে এক পলক চাইতেই ডানকান দেখল জ্যাডাও হাঁসফাঁস করছে।

কিন্তু তবুও ডানকান নিজেকে সামনে এগোতে তাড়া দিল, দুইজনের হয়েই।

সামনে, নজরে এল ওদের লক্ষ্যস্থল। এটি দেখে দ্বিগুণ গতিতে সাঁতরানোর উৎসাহ পেল ডানকান।

ওদের থেকে দশ গজ দূরে আছে বাসটি। এর পেছন দিকটা এখনও ভেসে আছে বরফের ওপর।

তাজা বাতাস পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে, দ্রুত সাঁতরে গিয়ে বাসের পাশে পৌঁছাল সে। রকেট হামলার কারণে উইন্ডশিল্ড চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই বাসের স্টিয়ারিং হুইল ধরে ভেতরে প্রবেশ করতে কোনো সমস্যা হল না। ড্রাইভিং সিট পেরিয়ে নিজেকে বাসের পেছন দিকে নিয়ে এল সে। ওখানে এয়ার পকেট সৃষ্টি হওয়ায় বাতাস জমে আছে।

এক সেকেন্ড পরই জ্যাডার উদয় হল।

ওরা দুইজনেই যতটা সম্ভব নিঃশব্দে, হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস নিল। শুধু অক্সিজেনই না, সেই সাথে উষ্ণতারও তারিফ করছে ওরা। কিছুক্ষণ আগের বিস্ফোরণে বাসের ভেতর দিকটা ভালোই গরম হয়ে আছে।

বাইরে, মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল ডানকান। এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এরা কোরিয়ান, চাইনিজও হতে পারে। বাসের মধ্যে ডানকানদের উপস্থিতির ব্যাপারে ওরা এখনও অজ্ঞ। ওরা নিশ্চয়ই আশা করেনি, ওদের ফাঁদে পড়া শত্রুপক্ষ ডুবন্ত বাসে এসে হাজির হবে।

জ্যাডার দিকে ফিরে বাসের নিচের দিকে ইশারা করল ডানকান। এরপর দুইজনেই ডুব দিল। সিট ধরে ধরে এগিয়ে জ্যাডার ব্যাকপ্যাক খুঁজতে শুরু করল ওরা।

বাসের ভেতরে যেসব জিনিসপাতি আলগা অবস্থায় রাখা ছিল সেগুলো সব সামনের দিকে এসে জড়ো হয়েছে বা উইন্ডশিল্ড দিয়ে বেরিয়ে বাইরে পতিত হয়েছে। একটু আগের নেয়া অক্সিজেনে তাজা হয়ে সীল মাছের মতো সাঁতার

কাটছে জ্যাডা। তবে ডানকানের কাছে মনে হল জ্যাডা একটি বাচ্চা তিমি... যে মাত্রই সাঁতার কাঁটা শিখেছে। খুব দ্রুত ওর ব্যাকপ্যাকটি খুঁজে পেল জ্যাডা। খুঁজে পেতেই আবারও এয়ার পকেটে ফিরে গেল ওরা।

জ্যাডা ব্যাকপ্যাকের ভেতরটা একবার দেখে নিল। ওর চেহারায় স্বস্তি দেখে বুঝা গেল, ভেতরের সবকিছু ঠিক ঠাক আছে।

ওর উদ্দেশ্যে থাম্বস-আপ দিল ডানকান, জ্যাডাও ফিরতি থাম্বস-আপ দিল।

'আই অফ গড' আবারও ফিরে এসেছে ওদের কাছে।

হঠাৎ ঝোঁকের বশে, জ্যাডার কাছে গিয়ে ওকে চুমু দিল ডানকান। ডানকানের জানা নেই এই কাজ করার সুযোগ আবারও পাবে কি-না। এই সামান্য চুমু দিয়ে অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছে সে জ্যাডা যেন নিরাপদে থাকে, ওর প্রচেষ্টার জন্য ওকে ধন্যবাদজ্ঞাপন... কিন্তু তারচেয়েও বেশি বোঝাতে চেয়েছে এরকম চুমু দেয়ার সুযোগ যেন ভবিষ্যতে আরও দেয়া হয় ওকে।

বিস্ময়ের ধাক্কায় জ্যাডার ঠোঁট প্রথমে একটু শক্ত হয়ে গেল। কিন্তু এরপর আর ডানকানকে বাঁধা দিল না, বরং সেও যোগ দিল এতে।

ঠোঁটজোড়া আলাদা হয়ে যেতেই দেখা গেল জ্যাডার চোখজোড়া চিকচিক করছে। সেই চোখে একই সাথে সাহস এবং ভয়। ডানকানের গাল স্পর্শ করল জ্যাডা। এবং এরপর ডুব দিল পানির তলায়।

আড়াল নিয়ে বাসের জানালার দিকে এগোল ডানকান। বাইরে তাকাল। টানেলের দুই পাশে জড়ো হয়েছে ছদ্মবেশ নেয়া এক দল সশস্ত্র মিলিটারি। শত্রুপক্ষের সংখ্যা গোণার চেষ্টা করল ডানকান।

খবর ভালো না।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওর সিগ সাওয়ারটা বের করল ডানকান। এরপর স্পর্শ করল গলার সাথে লাগানো মাইকটি। নিচু গলায় গ্রেকে বলল। "আই অফ গডকে জ্যাডার সাথে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন পথেই আছে এটি। আর এখানে বিশ জন যোদ্ধা দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় এরা কোরিয়ান।"

গ্রে গালমন্দ করল। গ্রে বুঝতে পারছে কোন জিনিস ওদের পিছু লেগেছে। "আমাদের করা আগের পরিকল্পনার সাথে লেপ্টে থাকো," ফিরতি বেতার বার্তায় কমান্ডার গ্রে বলল। "তিরিশ পর্যন্ত গুনবে, এরপর গুলি করা শুরু করবে।"

জানালার দিক বরাবর ঝট করে ঘুরল ডানকান।

এই পরিস্থিতিতে ওদের দলের জয়ের কোনো আশা নেই।

এর বদলে, ওদের পরিকল্পনা সহজ সরল।

জীবন দিয়ে হলেও... যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ সময় এই লোকগুলোকে এখানে আটকে রাখা।

আঁধারঘেরা পানির দিকে একবার ফিরে তাকাল ডানকান। এই মুহূর্তে দুনিয়ার ভাগ্য নির্ভর করছে জ্যাডা কতটা দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে তার ওপর।

অধ্যায় : ৩১

২০ শে নভেম্বর, সকাল ৯:৪৪ আইআরকেএসটি
ওলখোন দ্বীপ, রাশিয়া

জ্যাডা বুঝতে পারছে, ওর পক্ষে আর এগোনো সম্ভব হবে না।

ঠাণ্ডা এবং ক্লান্তি সহ্য-সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়েছে ওকে। কাঁধের ওপরে থাকা এই পোঁটলা টানতে যাওয়াতে ওর চলার গতি আরও কমে গেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর কাঁধের ওপরে একটা এক মণি বস্তা চাপিয়ে দিয়েছে। পেশির প্রতিটা নড়াচড়ার সাথে সাথে ওর শরীর নালিশ দিয়ে উঠছে। কিন্তু এর চেয়েও বড় একটি সমস্যা সামলাতে হচ্ছে ওকে।

জ্যাডার পেছনে রক্তের লম্বা একটি সারি বয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা টানে সেই ধারা আরও লম্বা হচ্ছে। বাস থেকে বের হওয়ার সময় এর বেরিয়ে আসা লোহার ধারালো টুকরার সাথে লেগে ওর ডান হাত অনেক গভীর করে কেটে যায়। প্রতি গজ দূরত্ব পার হওয়ার সাথে সাথে শরীর থেকে তাপ ও শক্তি দুটোই সেই ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাঢ় লাল রঙ-এর পতাকার মতো পানিতে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জোর লড়াই করল জ্যাডা। যন্ত্রণার কারণে প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা ওর।

বাতাসের জন্য আঁকুপাঁকু করছে ওর ফুসফুস।

সামনের পথ অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু সূর্যের আলো কমে আসা এর কারণ নয়। আসলে, চোখ খুলে রাখতে পারছে না জ্যাডা। অন্ধের মতো সাঁতরাতে হচ্ছে ওকে।

অনেকখানি দূরে, পানির স্তর আলোকিত হয়ে আছে। সেখানে গর্তের পাশে ফ্ল্যাশলাইট রাখা আছে। তার আসার অপেক্ষায় আছে এটি, সেই সাথে ওখানে রাখা আছে উষ্ণ জামা-কাপড়।

কখনও পৌঁছানো হবে না...

এটি প্রমাণ করার জন্যই যেন, ওর চলার গতি ধীর হয়ে গেল। ওর ডান হাত আর কাজ করছিল না, এক পাশ টেনে টেনে চলতে হচ্ছিল ওকে। পানিতে কাঁপুনি তুলে সামনে এগোনোর জন্য পা দিয়ে পেছনে লাথি মারল জ্যাডা। মরিয়া হয়ে এগোনোর চেষ্টা করল, কিন্তু হতাশ হতে হল।

পানিতে কম্পন সৃষ্টির ফলে একটা গুড়গুড় শব্দ তার কানে প্রবেশ করল।

উপরে চেয়ে দেখল পাতলা বরফের স্তর ভেদ করে আসা একটা উজ্জ্বল আলো ওকে ছাড়িয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

সেদিকে পৌঁছে তার হাতের তালু বরফের পাদদেশে রাখল জ্যাডা।

সাহায্য কর...

কিন্তু ওরা থামল না, ওকে বরফের তলায় ফেলে রেখে চলে গেল ওরা।

সকাল ৯:৪৫

এটিভি বাইক নিয়ে আগে আগে ভোরের সূর্যালোকের দিকে যাচ্ছে গ্রে। হাতে শটগান নিয়ে ওর বাইকের পেছনেই বসে আছে মংক। এবং দ্বিতীয় বাইকে করে ওদেরকে অনুসরণ করছে কোয়াওস্কি। টানেলের সম্মুখ আরও বড় হয়ে উঠল। ওরা দেখল কয়েকটি মানবমূর্তি ডানে-বামে নড়াচড়া করছে।

ডানকান বলেছিল কোরিয়ান... কিন্তু গ্রে জানে এরা আসলে উত্তর কোরিয়ান।

এরা ওদেরকে খুঁজে পেল কিভাবে? সেইশান এবং র‍্যাচেলের জন্য দুশ্চিন্তা আগুন ধরিয়ে দিল গ্রের রক্তে। এই কারণেই কী মেয়েরা এখনও দেখা দেয়নি? ওদেরকে কী আটক করা হয়েছে? গ্রের মনে পড়ল সেইশানের সাথে ওই আন্তরিকতাশূন্য এবং সংক্ষিপ্ত কথোপকথন।

ওরা অবশ্যই বন্দুকের ভয় দেখিয়ে বন্দী করেছে সেইশানকে।

তারপরেও, অন্তত একটা আশার দিক আছে।

ওই উত্তর কোরিয়ানরা নিঃসন্দেহে তাকে আর কোয়াওস্কিকে জীবিত অবস্থায় আটক করতে চায়।

অন্ততপক্ষে, প্রাথমিকভাবে।

গ্রের কানে এল ডানকানের সিগ সাওয়ার পিস্তলের প্রথম ফট ফট শব্দ।

শত্রুপক্ষের মনোযোগ এতক্ষণ টানেলের মুখ বরাবর নিবদ্ধ ছিল। পেছন ফিরে থাকা কোরিয়ানদের গুলি করছে ডানকান। ওই মুহূর্তে অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল ওরা।

অপ্রত্যাশিত দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ আসায় কোরিয়ানরা আতংকে-বিস্ময়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল। গোলমাল আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বাইকের পেছন থেকে উঠে এসে গ্রের কাঁধের ওপর দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ল মংক।

বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এবং শত্রুর দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুযোগ নিল গ্রে। সৈনিকরা হতভম্ব অবস্থায় আছে, বুঝতে পারছে না দুই দিক থেকে আক্রমণ কিভাবে সামাল দেবে। গ্রে বাইক নিয়ে টানেলের দিকে এগিয়ে গেল।

একজন সৈন্য একটা রাইফেল বাগিয়ে টানেল ধরে বাইকের দিকে দৌড়ে এল।

পিস্তলের এক গুলিতে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল মংক।

মাটিতে শুয়ে থাকা লোকটিকে রেখে গ্রে বাইক ঘোরাল বাম দিকে, কোয়াওস্কি গেল ডান দিকে।

সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এল ওরা। বাইকের হ্যান্ডলবার ছেড়ে দিল গ্রে। চড়কির মতন ঘোরা শুরু করল বাইকটি। পিস্তল উঁচিয়ে যে যেদিকে পারে গুলি

ছুড়ছে। ধাক্কা দিয়ে বাসের পেছনের জানালা খুলে ফেলে হঠাৎ উদয় হল ডানকান, উঁচু থেকে গুলি ছুড়তে লাগল।

সৈন্যরা গুলি থেকে বাঁচতে হয় বরফে শুয়ে পড়ল অথবা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু করল যাতে সহজ টার্গেটে পরিণত না হয়।

কিন্তু গ্রে জানত ওর দলের লোকসংখ্যা এবং অস্ত্র সরঞ্জাম দুটিই ওদের তুলনায় কম। পরিস্থিতি একসময় ওদের বিরুদ্ধে যাবেই।

এখন ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য উত্তর কোরিয়ানদের ব্যস্ত রেখে সময়-ক্ষেপণ করা।

গ্রে ভিগোরকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল যেন ভল্ট থেকে বের না হয়। যেন জ্যাডার জন্য অপেক্ষা করেন তিনি। মনসিনিয়র সম্মত হয়েছিলেন, যদিও তাকে সেই সময় তেমন একটা সুস্থ দেখাচ্ছিল না।

এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে... গ্রে গুলি করতেই থাকল–করতেই থাকল। মনে মনে জ্যাডাকে বলল... তাড়াতাড়ি এসো, দেরি করো না!

সকাল ৯:৪৬

পা দিয়ে পেছনে লাথি মেরে এবং যে একটি হাত সুস্থ আছে সেটি দিয়ে পানি খাবলে খাবলে, দূরে জ্বলতে থাকা আলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকল জ্যাডা। কানে এল বন্দুকের গোলাগুলির আওয়াজ। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্যরা তাদের জীবন বাজি রেখেছে। এমন একটি আত্মত্যাগ, জ্যাডাকে সাহায্য করল মনকে শক্ত করতে। ভীষণ ইচ্ছে করছে শ্বাস নিতে, ফুসফুসে দারুণভাবে জ্বালা হচ্ছে ওর। জ্যাডার বাকি শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা, শরীরের ভারও মনে হচ্ছে বেড়ে গিয়েছে।

তারপর কিছু একটা ওর শরীরে ঘষা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তামাটে রঙ-এর একটি মা সীল মাছ। মসৃণ এবং নরম দেহের অধিকারী। নিজের দেহ মুচড়ে এবং গড়িয়ে দিয়ে সীল মাছটি আবারও ফেরত এল জ্যাডার কাছে। জ্যাডার কোমরের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। মাঝে মাঝে ওর গায়েও ঘষা দিল। এরপর ওর পাশে থেমে জলের মাঝে স্থির হয়ে ভাসল। যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওকে।

যদিও যন্ত্রণার কারণে জ্যাডার মাথা সেভাবে কাজ করছিল না, কিন্তু তারপরেও ওর আমন্ত্রণ বুঝতে পারল সে।

নিজের সুস্থ হাতটি দিয়ে সীল মাছটার লেজ আঁকড়ে ধরল জ্যাডা। হাতের স্পর্শ পেতেই, সীল মাছটি দ্রুত গতিতে সামনে অগ্রসর হল...ভয়ে এগোচ্ছে নাকি ইচ্ছেকৃতভাবে এগোচ্ছে সেটা নিশ্চিত নয়। পানির মাঝ দিয়ে জ্যাডাকে ওর সাথে করে টেনে নিয়ে চলল।

আঙুলের সর্বশক্তি জড়ো করে, সীল মাছটিকে শক্ত করে ধরে থাকল জ্যাডা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, আলোকিত এলাকায় এসে হাজির হল ওরা। পানির ওপরে মাথা তুলতেই আকুল হয়ে বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করল জ্যাডা।

সীল মাছটি তখন বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। যেন বুঝার চেষ্টা করছে সে ঠিক আছে কি-না। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর, জ্যাডার এক মুহূর্ত সময় লাগল ব্যাপারটা হজম করার জন্য। এই কাজটা কি মা সীল মাছ সহজাত প্রবৃত্তি থেকে করেছে? আরেকজন আঘাতপ্রাপ্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা! নাকি দ্বীপকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বে থাকা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী আত্মার কাজ এটি?

সে যাই হোক, জ্যাডা নিঃশব্দে ধন্যবাদ দিল ওকে। সীল মাছটি তার নাক দিয়ে বাতাসে কয়েকবার গন্ধ শুকল, তারপর পানিতে লাফিয়ে দূরে হারিয়ে গেল।

গর্তের কিনারায় সাঁতরে এল জ্যাডা। গ্রে ওখানে একটি দড়ি রেখেছে যাতে পানি থেকে উঠে আসা সহজ হয়। উপরে উঠার পর, হাত আর হাঁটুর সাহায্যে হামাগুড়ি দিল সে। জ্যাডার হাত দিয়ে বের হওয়া রক্ত বরফের ওপর লালচে হাতের ছাপ ফেলল।

সামনে এগিয়ে কম্বলের কাছে পৌঁছে নিজের শরীর থেকে পানি ঝেড়ে ফেলল জ্যাডা। ওখানে যদিও কাপড় রাখা আছে, কিন্তু ওগুলোকে তেমন পাত্তা দিল না সে। জানে, পুরোপুরি কাপড়-চোপড় পরার সময় পাওয়া যাবেনা। তার বদলে, হাতের পোঁটলাটিকে মাটিতে ফেলল সে। গায়ে পারকা চাপিয়ে এর চেইন আটকে দিল।

ভয়ানকভাবে কাঁপতে কাঁপতে, টলোমলো পায়ে জমাটবাঁধা জলপ্রপাতের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাডা। শরীরের পেশিগুলো ওর হুকুম মানতে চাইছে না। জলপ্রপাতের নিচে দাঁড়িয়ে দড়ির দৈর্ঘ্যের দিকে তাকাল সে। যেটা বরফের ঢাল পেরিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে।

দড়িটা হাত দিয়ে ধরার পরপরেই, সে বুঝতে পারল এই কাজ ওকে দিয়ে হবে না। আঙুল একদমই সাড়া দিচ্ছে না। দেহের প্রতিটা নড়াচড়ায় শক্তিও কমতে কমতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

তখন কানে এল বন্দুকের গোলাগুলির আওয়াজ।

আমার বন্ধুরা হাল ছেড়ে দেয়নি।

আমি কিভাবে হাল ছেড়ে দেই!

হাতে সময় আছে মাত্র দশ মিনিট। প্রথম পিনে পা রাখল জ্যাডা। নিজেকে ওপরে চড়ানো শুরু করল, এরপর পা রাখল দ্বিতীয় পিনে। নবশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওর মন ওকে উৎসাহ দিচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ইচ্ছে শক্তি আর কব্জির জোর এক জিনিস নয়।

জ্যাডা চেষ্টা করল সুস্থ হাত দিয়ে তার আহত বাহুতে হাত বোলানোর জন্য... এবং সেই কাজ করতে গিয়েই দড়ি থেকে হাত পিছলে গিয়ে ওর দেহ শক্ত বরফের জমিনে পতিত হল। মাটিতে পড়ে চোখে হতাশা নিয়ে উপরের দিকে চেয়ে রইল। চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছে। মনে মনে সত্যিটা বুঝতে পারছে।

আমাকে দিয়ে একাজ হবে না।

গ্রে জানে, এ যুদ্ধে ওদের জয়ের সম্ভাবনা নেই।

ইতোমধ্যে অতর্কিত হামলার বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছে শত্রুপক্ষ। একটি বুলেট এটিভির এক পাশে ঠোকর দিল, সেখান থেকে ঠিকরে এসে বুলেটটি আবার গ্রের উরুতে আঘাত হানল। নিতম্বের ধারের মাংস কিছুটা খাবলে নিয়ে সেখানটায় জ্বালা ধরিয়ে দিল।

কোয়াওস্কিকে সিগন্যাল দিল গ্রে।

ইশারা পেয়েই বিশালদেহী মানুষটি তার এটিভি বাইকের মুখ ঘুরিয়ে বাসের দিকে তাক করে সেদিকে ছুটল। অন্যদিকে অনবরতভাবে গুলি চালিয়ে গ্রে আর মংক তখন কাভার দিল তাকে।

বাসের চারপাশে ঘিরে রাখা ভাঙ্গা বরফের কাছে পৌঁছে কোয়াওস্কি বাইকটিকে ১৮০ ডিগ্রি এঙ্গেলে ঘুরিয়ে সেটিকে স্কিড করাল। শেষ পর্যন্ত বাইকটি বরফের চূর্ণবিচূর্ণ ফাটলের বিপজ্জনক রকম কাছাকাছি এসে থামল।

বাসের ছাদে থাকা ডানকান এর ঢাল বেয়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে নামল, তারপর ডিজেলমিশ্রিত পানি এক লাফে পার হয়ে গেল। সেই লাফেই সোজা কোয়াওস্কির বাইকের পেছনের সিটে ল্যান্ড করল সে। এবং ওই বাইক তক্ষুণি রকেটের বেগে ছুটে টানেলের দিকে রওনা হল।

ওরা পালানোর সময় মুহূর্মুহু বুলেট বাসের আশপাশের বরফের গায়ে ঠিকরে লাগল এবং বরফের স্তরে ফাটল সৃষ্টি হল তাতে।

মংকও ফিরতি ফায়ার করল। অন্যদিকে একই সময় গ্রে একহাত দিয়ে বাইকের হ্যান্ডলবার ধরে রাখল এবং অন্যহাতে ধরা পিস্তল দিয়ে ফায়ার চালিয়ে গেল।

ওদের সবার কাছে থাকা অস্ত্রের গোলাবারুদ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সম্ভবত এটিই ওদের চূড়ান্ত আক্রমণ।

আড়াল নেয়ার জন্য টানেল বরাবর বাইক নিয়ে ছুটল গ্রে।

এবং কোয়াওস্কি অনুসরণ করল তাকে।

মংকের বুলেট একজন সৈন্যের পায়ে আঘাত করল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ডিগবাজি খেতে হল তাকে। গ্রের দল টানেলের সম্মুখে একযোগে ফায়ার করতেই অন্য সৈনিকেরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে বাধ্য হল। পথ পরিষ্কার হতেই, তীব্রবেগে টানেলে প্রবেশ করল ওরা। বাইক দাবিয়ে দশ গজ দূরত্ব পার হল। এরপর বাইক দুটোকে স্কিড করিয়ে একত্রে খাড়া করাল।

একবার থামলে পরে ওরা সবাই বাইকের পিছনে গিয়ে আড়াল নিল। বাইকটিকে সাময়িক আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করছে ওরা। এছাড়া শত্রুপক্ষের এবং ওদের মাঝামাঝি একটি ব্যারিকেড হিসেবেও কাজে দেবে এটি।

গ্রের চোখ দ্রুত একবার ওর সঙ্গীদের দেখে নিল। কোয়াওস্কির কাঁধ এবং দেহের এক পাশ থেকে রক্ত ঝরছে। ডানকানের গালে আড়াআড়িভাবে বেখাপ্পা ধরনের রক্তাক্ত আচড়। মংকের এক হাত নিজের উরুর ক্ষতস্থানে রাখা, রক্তে তার আঙুল ভিজে আছে।

কিন্তু এখনও ওদের সবার চেহারায় তেজি ভাব বিদ্যমান। জ্যাডা এবং ভিগোর যাতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সমাধা করতে পারে, তার জন্য প্রতিটি অতিরিক্ত মুহূর্ত ছিনিয়ে আনতে প্রস্তুত। দুর্ভাগ্যবশত ওদের বন্দুকের গুলি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এখন গুলি খরচ করতে হবে গুনে গুনে।

যেন এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই, চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য ওদের শত্রুপক্ষ আবারও একত্রিত হল।

পাল্টা হামলার জন্য গ্রের দলও প্রস্তুত। সবাই হাতের পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে।

তার বদলে, দৃশ্যপটে হাজির হল এক মানবমূর্তি। দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছে আরেকটি মানবমূর্তিকে।

একজন বিশালদেহী উত্তর কোরিয়ান সৈন্য সেইশানের গলা ধরে রেখেছে। মেয়েটাকে সামনে ধরে রেখে মানব বর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা পিস্তল সেইশানের খুলির কাছে ধরে রাখা। সেইশানের চেহারায় পরাজিত ভাব, ওর ভেতরকার পরিচিত আগুনে তেজ এখন আর নেই।

"তোমার অস্ত্র আমাদের দিকে ছুড়ে দাও!" কণ্ঠস্বরটা পরিচিত। "মাথার ওপর হাত দিয়ে ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে এসো নাহলে এই মেয়েকে তোমাদের সামনে খুন করা হবে। ঠিক যেভাবে অন্য মেয়েটাকে খুন করেছি।"

গ্রের মাথায় যেসব পরিকল্পনা এসেছিল, শেষের কথা শুনে বাতাসে উবে গেল সেগুলো।

...অন্য মেয়েটাকে খুন করেছি।

মংক দৃঢ়মুষ্টিতে ধরল ওর বাহু, কিন্তু গ্রে তার আঙুল সেভাবে অনুভবই করতে পারল না।

র‍্যাচেল।

সময় স্থির হয়ে গিয়ে স্মৃতির পর স্মৃতি ফুটে উঠল গ্রের মনের মাঝে: র‍্যাচেলের চোখের ঘন সবুজাভ রং, রেগে গেলে যেভাবে সে তার চুল ঝাড়ি মেরে এক পাশে সরিয়ে দিত, ওর কোমল ঠোঁট, অপ্রস্তুত অবস্থায় ভীষণ অবাক হয়ে গেলে ওর অনবরত হেঁচকি তোলা হাসি।

কিভাবে এর সবকিছু হারিয়ে যেতে পারল?

"গ্রে," মংকের ফিসফিসানি আওয়াজ কানে আসায় বর্তমানে ফিরে এল।

প্রচণ্ড রাগে ওর বিচারবুদ্ধি কাজ করছিল না তখন।

হঠাৎ টানেলের শেষ মাথায় পাকের উদয় হল, নিজেকে আড়াল করে রেখেছে লম্বা কোরিয়ানের পেছনে। "এক্ষুণি বেরিয়ে এলে বাঁচার একটা সুযোগ দেব!"

তেলাপোকাটার গলায় তখন নাকি সুরে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছিল। নিজের দায়িত্বের কথা মনে পড়ে গেল গ্রের। দুনিয়া রক্ষার জন্য এই লোকগুলোকে আরও কিছু সময় এখানে আটকে রাখা দরকার। কিন্তু গ্রের সামনে তখন নতুন একটা লক্ষ্য এসে হাজির হয়েছে : র‍্যাচেলকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

"তুমি আমাদের কী করতে বল?" ডানকান ফিসফিস করে বলল, তার হাতে সিগ সাওয়ার ধরা।

গ্রে চিন্তা করল একে জ্যাডাকে সাহায্য করার জন্য পাঠাবে কি-না। কিন্তু পাক বুঝে ফেলবে যে ওদের একজন এখানে উপস্থিত নেই। এরপর ডানকানের খোঁজে লোক পাঠাবে সে। যেটা ওদের উদ্দেশ্যকে ভেস্তে দেবে।

"যা বলছে তাই কর," ঠাণ্ডা গলায় বলল গ্রে। মনের কষ্টের কারণে চোয়াল নাড়াতেও বেগ পেতে হচ্ছে ওকে। "এতে আমরা আরও বেশি সময় ওকে আটকে রাখতে পারব।"

আর কোনো উপায় বুদ্ধি দেখতে না পেয়ে, ওরা ওদের সব অস্ত্র ছুড়ে ফেলল। বরফ পেরিয়ে টানেলের বাইরের রোদের মাঝে আশ্রয় নিল সেগুলো।

হাত দুটো মাথার ওপরে রেখে দাঁড়িয়ে রইল গ্রে।

অন্যরাও গ্রের উদাহরণ অনুসরণ করল।

নিজের জয়ের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত ওদের সামনে মুক্তভাবে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল হুয়ান পাক। পাক বুঝতে পারছে, পরিস্থিতি এখন যথেষ্টই ভালো। বিজয়ীর বেশে একটা সিগারেট জ্বালালো সে। এরপর সেই সিগারেটের ডগার জ্বলন্ত মাথা তাক করল গ্রের দিকে।

"আমরা অনেক মজা করব, তুমি আর আমি।"

গ্রে নিজেকে সামলে রাখল, মুখের ভাবে পরিবর্তন আনল না। সে চাচ্ছে এই লোক যেন টানেলের ভেতরে না যায়, বরং এখানে দাঁড়িয়ে আবোল-তাবোল বকতে থাকুক।

গ্রের জানা নেই, ওই জলপ্রপাতটি পেরিয়ে জ্যাডা ভল্টে যেতে পেরেছে কি-না। কিন্তু ওপরে উঠার দড়ি এখনও ওখানে রাখা। ওটা দেখলেই শত্রুপক্ষ কিছু একটা সন্দেহ করবে। এরপর ওই পথ অনুসরণ করে উপরে উঠে যাবে।

তাই হুয়ান পাকের দিকে সে শুধু স্থির চেয়ে রইল।

টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছুতেই গ্রে দেখল কয়েকটি মৃতদেহ বরফের ওপর শুয়ে আছে।

অন্তত পক্ষে পাকের সেনা বাহিনীর অর্ধেককে খতম করতে পেরেছে ওরা। এবং শত্রুপক্ষের অনেকের দেহ থেকে এখনও রক্ত বেরুচ্ছে।

গ্রে নিজের কাজে সন্তুষ্ট।

পাকের বাম পাশে, পরিচিত চেহারার একজন মানুষ নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে।

জু-লঙ দেলগাডো।

গ্রের দিকে এক পলক তাকাল সে। এরপর তাকাল নিজের পায়ের ডগার দিকে। সুস্পষ্টভাবে আজকের দিনে নিজের ভূমিকা নিয়ে মনে মনে লজ্জিত তিনি।

এটি খুবই দুঃখজনক।

হঠাৎ রোগা আকৃতির একটি মানবমূর্তি কোরিয়ানদের লাগানো দড়ি বেয়ে নেমে এল। জু-লঙ দেখতে পাননি একে। কোনো শব্দ না করেই নেমে এসেছিল এটি।

তলোয়ারের ফলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল জু-লঙ-এর বুক।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্মিত জু-লঙ। শ্বাস নেয়ার জন্য মুখ হা করে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলেন তিনি। অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছেন গুয়ান-ইন। ড্রাগনের উল্কিটি তার চেহারার ওপরে জ্বলজ্বল করছে। সেই চেহারায় প্রচণ্ড ক্রোধ অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। দ্রুতগতিতে একটি পিস্তল বের করে আনলেন। এবং গুলি করা শুরু করলেন।

অন্য রশিগুলো দিয়েও লোকজন নিচে নামতে থাকল। নামার সময় সমানে গুলি করছিল ওরা।

গুয়ান-ইনের ট্রায়াড।

গুয়ান-ইন কিভাবে ওদেরকে এখানে খুঁজে পেলেন? অনেক ভেবেও কোনো কূল কিনারা করতে পারল না গ্রে। কিন্তু এই প্রশ্ন নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে।

মায়ের কারণে সবার মনোযোগ অন্যদিকে সরে গিয়েছিল। সেই সুযোগে সর্বশক্তি নিয়ে তাকে ধরে থাকা লোকটির পা নিজের পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল সেইশান। যদিও এই মিলিটারি সৈনিক তাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিল না, কিন্তু হাত কিছুটা ঢিল হল। সেইশান তার মাথা নিচু করল, কিন্তু ওর চোখজোড়া স্থির হয়ে ছিল গ্রের দিকে।

গ্রে ততক্ষণে সেইশানের দিকে দৌড়ে দিয়েছে। ওই লোক গ্রের দিকে গুলি ছুড়ল। কিন্তু নিজেকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বরফের ওপর দিয়ে পিছলে এল গ্রে। পিছলে আসা অবস্থাতে হাতের কাছে পাওয়া প্রথম অস্ত্রটিই আঁকড়ে ধরল সে।

সৈনিকের হাঁটুর ধারে পৌছে, ধারালো বরফ দণ্ডটিকে উপরে ছুড়ে দিল গ্রে। সেইশানের কানে হাওয়া লাগিয়ে সেটি তার গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

সৈনিকটি পড়ে গেল। হাত থেকে অস্ত্র মাটিতে পতিত হল। এবং দুই হাত দিয়ে নিজের গলা শক্ত করে চেপে ধরল সে।

ডানকানের দিকে ফিরল গ্রে। "যাও জ্যাডাকে গিয়ে সাহায্য করো! এখনই!"

ওদের হাতে এখন অল্প কয়েকটা মিনিট বাকি আছে।

সকাল ৯:৫৩

সব ভেঙ্গেচুড়ে দৌড় দিল ডানকান।

পেছনে বন্দুকের গোলাগুলি তখনও চলছে। কিন্তু গুয়ান-ইনের ট্রায়াড বাহিনী শীঘ্রই বাকি উত্তর কোরিয়ানদেরকে সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবে এবং ওদের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জ্যাডার কাছে পৌছে গেল সে। জ্যাডা তখন বেশ ভালো বিপদেই আছে। দড়ি বেয়ে উঠার চেষ্টা করছে সে। টানেলের মেঝেতে নত হয়ে থাকা ভিগোর তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন জ্যাডাকে ওপরে তোলার জন্য, কিন্তু মেয়েটিকে তোলার মতো অতো জোর মনসিনিয়রের গায়ে নেই।

"ঝুলে থাকো!" ডানকান চিৎকার দিল।

"আমি এখানে কী করছি বলে তোমার মনে হয়!" ফিরতি বলল জ্যাডা। ডানকানের ওপরে রেগে আছে সে। তবে ওকে দেখে এখন স্বস্তিবোধও করছে।

ডানকান দড়ির অন্য প্রান্তের দিকে দৌড় লাগাল। "ধরে থাকো। আমি তোমাকে টেনে তুলছি।"

ডানকান শক্ত করে টান দিতেই জ্যাডার দেহ টানেলের মুখের কাছে চলে এল। ভিগোর জ্যাডাকে ভেতরে আসার ব্যাপারে সাহায্য করলেন। দুইজনকেই তখন পরিষ্কারভাবে নিঃশেষিত দেখাচ্ছিল।

জ্যাডা ওপরে পৌঁছাতেই, ডানকান ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল। "যেতে থাকো! আমি তোমাদের ঠিক পেছনেই আছি।"

কথা বলার মতো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। জ্যাডা তাই ওর উদ্দেশ্যে স্রেফ তার হাতটিকে নাড়ল।

জ্যাডাকে নিয়ে ভিগোর উধাও হয়ে গেলেন।

ডানকান নিজেকে দড়িতে চাপাল। এখনই ঢাল পার হবে সে।

সকাল ৯:৫৪

অবশেষে মুক্তি পেয়েছে সেইশান। মাটিতে পড়ে থাকা গার্ডটিকে পেরিয়ে গেল সে। একটু সময় থেমে রাইয়ুং-এর ফেলে দেয়া পিস্তল হস্তগত করল। এই একই পিস্তল দিয়ে র‍্যাচেলকে গুলি করেছিল রাইয়ুং।

রাইয়ুং-এর ছুরিবিদ্ধ দেহ পেরিয়ে গেল সেইশান।

হাঁটা ধরল গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্গেটের দিকে।

হুয়ান পাক।

বিপদের প্রথম লক্ষণ দেখতে পেয়েই বরফ পাড়ি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করল পাক। আধা ডুবন্ত বাসের পেছনে আড়াল নেবে বলে দৌড়াচ্ছে সে। হাতের পিস্তল দিয়ে অন্ধের মতো পেছন ফিরে সেইশানের দিকে গুলি চালাল। গোলমেলে অবস্থা ওর কপালের ফেরকে এভাবে পাল্টে দিয়েছে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে সে। কিন্তু যেহেতু পাক একজন পাকা জুয়াড়ি, তাই তিনি জানেন, ভাগ্যদেবীকে সবসময় পাশে পাওয়া যায় না।

নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে চলল সেইশান।

সেটা লক্ষ করতেই, পিস্তল তাক করে মেয়েটার দিকে আবারও গুলি ছুড়লেন পাক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য সরে দাঁড়ালো না সেইশান।

তার বদলে, সেইশান তার হাত উঁচিয়ে পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিল।

বুলেট তার হাঁটুতে বিদ্ধ হল। মাথা নিচু করে চিৎকার দিয়ে ভূমিতে আছড়ে পড়লেন পাক। তার দেহ ক্রমাগত ঘুরছিল। বিস্ফোরিত বাসের চারপাশের ভাঙ্গা বরফের কাছে আসতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না, হিমশীতল পানিতে পতিত হলেন।

পানির ধারে এগিয়ে সেইশান দেখতে পেল, পাক তখন পানি থেকে উঠে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হাঁটুতে প্রচণ্ড চোট পেয়েছে পাক। ভেসে থাকার জন্য পায়ের প্রতিটা নড়াচড়ায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে তাকে।

হাত বাড়িয়ে এ যাত্রা বরফ পানি থেকে উঠে আসার জন্য যুদ্ধ করলেন হুয়ান পাক। তার হাতের আঙুল অবশেষে বাসের একটা কোণা খুঁজে বের করল। দুর্ভাগ্যবশত আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে বাসটি তখন একটু নড়েচড়ে উঠেছে। এই হঠাৎ নড়াচড়ায় পাকের হাতের আঙুল বরফ এবং বাসের মধ্যকার ফাটলের মধ্যে আটকা পড়ে গেল। ভীষণ ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। সংগ্রাম করলেন ফাটল থেকে হাতের চারটা আঙুল ছুটিয়ে আনার জন্য।

বাজির ঋণের টাকার শোধ দেয়ার জন্য সেইশানের মা ইতোমধ্যে পাঁচ নম্বর আঙুলটাকে উধাও করে দিয়েছেন। সেইশানের কাছে পাকের ঋণ তার চাইতেও অনেক বেশি।

"সাহায্য কর!" পাক বলল। দাঁত কপাটি লেগে গেছে তার।

নিচু হয়ে সামনে ঝুঁকল সেইশান। দেখল পাকের চোখে তখনও আশা খেলা করছে।

তার বদলে, বরফ থেকে পাকের জ্বলন্ত সিগারেটটি তুলে নিল সেইশান। আড়মোড়া ভাঙল সে। সিগারেটের ডগায় ফুঁ দিয়ে জ্বলন্ত লাল রঙে রূপ দিল সেটাকে।

আশার জায়গায় ভর করল আতংক। সেইশানের মতো, পাকও নিশ্চয়ই পানির ওপর একটা পুরু আস্তরণ তৈরি করা পেট্রলের গন্ধ পেয়েছে।

"ঠাণ্ডা, তাই না?" সে বলল। "তোমার শরীরটা তাহলে একটু গরম করা যাক।"

সিগারেটটিকে পানিতে ছুড়ে দিল সেইশান। ছুড়ে দেয়া সিগারেট থেকে বের হওয়া আগুনের ছাই প্রথমে ধোঁয়া সৃষ্টি করল, তারপর পানিতে ভাসতে থাকা ডিজেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আগুনে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল নীলচে পানিতে, সাথে টেনে নিল হুয়ান পাককেও।

পাকের বিকট আর্তনাদ কানে বাজিয়ে পেছনে ঘুরল সেইশান। পাককে এমন জায়গায় রেখে এল... যেখানে সে উপরে আগুনে জ্বলবে আর নিচে বরফে জমে যাবে।

এই প্রতিশোধ উৎসর্গ করা হল র‍্যাচেলকে।

অধ্যায় : ৩২

২০ শে নভেম্বর, সকাল ৯:৫৫ আইআরকেএসটি
ওলখোন দ্বীপ, রাশিয়া

বরফে শুয়ে আছেন জু-লঙ। তার বুক রক্তাক্ত। কানে এল, পাক তার জীবনভিক্ষা চাইছে। একইসময় শুনলেন পিস্তলের গুলির আওয়াজ... এরপরই এল পাকের যন্ত্রণাবিদ্ধ চিৎকার ধ্বনি। কিন্তু এই লোকের জন্য জু লং-এর মনে কোনো করুণা জাগ্রত হল না।

বজ্জাত হুয়ান পাকের এইরকম মরণই প্রাপ্য ছিল।

আর হয়তো আমার নিজেরও।

যেন তার চিন্তা শুনতে পেয়েই, একটি চেহারা এসে হাজির হল জু-লঙের সামনে। তার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে আছেন তিনি। তার নামের অর্থ দয়াবতী দেবী হওয়া সত্ত্বেও সেই চেহারায় দয়া মায়ার কোনো ছাপ নেই।

"গুয়ান-ইন," তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন। কাঁপাকাঁপা হাতে তার উদ্দেশ্যে এক হাত উঁচু করলেন তিনি। কিন্তু দুর্বল লাগায় একটু পরেই নামিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। "পাক আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেছে...সাথে আমার অনাগত সন্তান।"

গুয়ান-ইনের চেহারা নির্বিকার রইল। গালে আঁকা ড্রাগন ট্যাটুর মতোই নির্মম। জু-লঙকে ক্ষমা করবেন না তিনি।

"আমি দুঃখিত," হাঁসফাঁস করতে করতে কোনো রকমে বললেন জু-লঙ, ঠোঁটে অনুভব করছেন রক্তের স্বাদ। "আমি...আমি ওদের অনেক ভালোবাসি... দয়া করে ওদের সাহায্য কর।"

"তুমি যা করলে তারপরেও কেন আমি তোমাকে সাহায্য করব?"

"আমি চেষ্টা করেছিলাম... আর কিভাবে আমি... সাহায্য করতাম।"

গুয়ান-ইনের কপালে চিন্তার রেখা উঁকি দিল।

"আমাদের খোঁজ কিভাবে পেলে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ?" যন্ত্রণাকাতর চেহারায় বললেন জু-লঙ। "পাক আর আমাকে এই দ্বীপ পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছ তুমি।"

"তোমার মতোই, সব জায়গায় আমার কান আড়ি পেতে আছে। আমার কানে আসে মঙ্গোলিয়া যাওয়ার জন্য উত্তর কোরিয়া ছেড়েছ তুমি। তাই আমি গোপনে তোমাকে অনুসরণ করি। আমি জানতাম তুমি অবশ্যই ধাওয়া–"

জু-লঙ তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। "তুমি কী ভেবেছ, তোমার ওই সব আড়িপাতা কান তোমাকে খবর সরবরাহ করেছে? আমিই ওদেরকে তোমার কাছে খবর পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

কথাটা সত্যি। পাকের সাথে থাকার কারণে জু-লঙকে এজন্য অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। জিপিএস ট্র্যাকার দিয়ে সেইশান কখন কোথায় আছে সেই খোঁজ বের করার অজুহাত দেখিয়ে, জু-লঙ নিয়মিত ম্যাকাও-এ ফোন করতো এবং দূর থেকে পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো। ম্যাকাও-এ থাকা নিজের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুললে হুয়ান পাকের কাছ থেকে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তার গর্ভবতী স্ত্রীর জীবন তখন হুমকির মুখে পড়ত। তাই জু-লঙ ঝুঁকি না নিয়ে তার প্রতিপক্ষের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলেন, যাতে গুয়ান-ইন নিজে এসে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

জু-লঙ-এর মনে পড়ল তলোয়ার যখন তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় সেই সময় কী পরিমাণ অবাক হয়েছিলেন তিনি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এদেরকে একটু বাড়াবাড়ি রকম ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

একটা ছোট্ট ভুল।

"আমি তোমাকে এখানে টেনে এনেছিলাম পাককে খুন করার জন্য, সম্ভব হলে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করারও," ছোট্ট একটা হাসি হেসে, এক গাল রক্ত বের করে তিনি বললেন। "হয়তো শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভেতরকার ঝগড়া মিটিয়ে আমরা আবারও বন্ধু হতে পারতাম।"

এখন প্রিয়তমা নাতালিয়া ছাড়া কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না... আর আমার ছেলে যার চেহারা কোনোদিনও দেখা হবে না...

গুয়ান-ইন পেছনের পায়ে ভর দিলেন। জু-লঙ দেখল এখনও তাকে বিশ্বাস করছেন না গুয়ান-ইন। ওকে সাহায্য করার জন্য এটা কী একটি কারণ হতে পারে না? দোষীর প্রতি দয়া দেখানোর ব্যাপারে অবশ্য এই মহিলার তেমন একটা সুখ্যাতি নেই।

"আমি ওদের খুঁজে বের করব," অবশেষে কথা দিলেন তিনি, "আমি ওদেরকে মুক্ত করবোই।"

চিন্তা দূর হওয়ায় তার গাল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এল। তিনি জানেন গুয়ান-ইন তাকে নিরাশ করবে না।

ধন্যবাদ।

ঘাড় থেকে বোঝা নেমে যাওয়ার পর, জু-লঙ ভাবলেন এবার চোখটা একটু বন্ধ করা যায়। কিন্তু সেটি করার আগে, আরেকজন মানুষের চেহারা আবির্ভূত হল গুয়ান-ইনের পাশে। সেই সুন্দরী গুপ্তঘাতক... যার জন্য এত হাঙ্গামা পোহাতে হল তাকে।

শুধু তখনই, দুজনের চেহারার মিলটা ধরা পড়ল তার চোখে।

একজনের পরে আরেকজন।

মা আর মেয়ে।

শেষে গিয়ে, তার ছোট্ট ভুলের কারণটা বুঝা গেল। এত কিছু মোটেই টাকা বা এলাকার নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য হয়নি... কেবল পরিবারের টানের কারণে।

নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তিনি। অবাক হওয়ার কিছু নেই... তুমি তো আমাকে খুন করতে চাইবেই।

অবশেষে মুচকে একটা হাসি হেসে, অতল ঘুমে তলিয়ে গেলেন জু-লঙ।

সকাল ৯:৫৬

"তো ঠিক এভাবেই আমাদের খোঁজ পেয়েছিলেন," সেইশান আর ওর মায়ের পেছন থেকে বলে উঠল গ্রে, এতক্ষণ ওদের কথা আড়ি পেতে শুনছিল।

হাতে একটা পিস্তল নিয়ে ওদেরকে গার্ড দিচ্ছিল সে... অন্যদিকে মংক এবং কোয়াওস্কি ট্রায়াডের বাকিদের নিয়ে পরিস্থিতি সামলানোয় সাহায্য করছে।

গুয়ান-ইন দাঁড়ালেন। "হ্যাঁ, কিন্তু লোক মারফত পাওয়া সর্বশেষ খবরে বলা হয়েছিল, জু-লঙ-এর দল ওই মুহূর্তে খুজিরের সরাইখানায় আছে।"

নিশ্চয়ই এখানে আসার আগে নিজের গুপ্তচরদের সাম্প্রতিক তথ্য জানানোর মতো সময়-সুযোগ হাতে পাননি জু-লঙ। "তাহলে কী করে বুঝলেন যে এখানেই আসতে হবে?"

গুয়ান-ইনের চেহারায় বিষাদ খেলে গেল। "সরাইখানায় একটা মেয়েকে খুঁজে পাই আমরা, গুলি খেয়েছিল সে। তখনও বেঁচে ছিল। সেই আমাদের বলেছে।"

র‍্যাচেল...

গুয়ান-ইন দেখলেন গ্রের চেহারায় আশা ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরের কথাতেই গ্রের আশা দুমড়ে মুচড়ে দিলেন তিনি। "মেয়েটার মৃত্যু ঠেকানো যায়নি। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে ওর বলে দেয়া কথার কারণেই এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি আমরা।"

গ্রে উপলব্ধি করল...র‍্যাচেলের কারণেই আমরা সবাই বেঁচে আছি। আর হয়তো এই দুনিয়াও।

গুয়ান-ইন গ্রের হাত স্পর্শ করলেন। "আমার ধারণা শুধু ওই কথাগুলো বলার জন্যই অপেক্ষা করছিল সে।"

তীব্র শোকে বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে গ্রের। কিন্তু এখন শোক অনুতাপ করার সময় নয়।

কাজ এখনও অনেক বাকি।

টানেলের দিকে এগিয়ে গেল গ্রে।

পৃথিবী রক্ষা করার আগে আরেকটি কাজ সারতে হবে ওকে। এতে হয়তো ওর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ আরও বাড়াবে। একথা শুনে হয়তো তিনি কান্নায় ভেঙে পড়বেন। তবে তার ভাইঝির ভাগ্যে আসলেই কী ঘটেছে সেটি জানার অধিকার আছে ভিগোরের।

সকাল ৯:৫৭

"আর র‍্যাচেল?" মনসিনিয়র জিজ্ঞেস করলেন।

ডানকান লক্ষ্য করল বুড়ো মানুষটা ভালো কিছু খবর শুনবার আশা করছেন। ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণ নির্মিত ঘরটিতে। জ্যাডাও দাঁড়িয়ে আছে ভিগোরের পাশে, একই রকম প্রত্যাশা নিয়ে ডানকানের দিকে চেয়ে আছে সে।

যতটা পারা যায় সংক্ষিপ্তভাবে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল ডানকান। সেইশানকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করা, ট্রায়াড বাহিনী আসায় প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখ হঠাৎ করে ওদের দিকে ঘুরে যাওয়া... যেই ব্যাপারটি এখনও বিস্মিত করছে তাকে। কিন্তু তারপরেও, বুঝতে পারছে না কঠিন সত্যটা কিভাবে বলবে ভিগোরকে।

"র‍্যাচেলকে খুন করা হয়েছে," এই খবর চাপা না দেয়ার আর কোনো উপায় না দেখে ডানকান বলে ফেলল।

বিষাদে আক্রান্ত হলেন ভিগোর, তার ঠোঁট কাঁপছিল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডানকানের দিকে। "না..."

শোকের তীব্রতায় হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লেন ভিগোর।

কিন্তু জ্যাডাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সারতে হবে। ডানকানকে নিয়ে ঘরের মধ্যিখানে রাখা পাথরের পিলারের দিকে সরে এল সে।

"ক্রুশটি চেক করে দেখো," মেয়েটি ফিসফিস করে বলল। ব্যাগ নিচে নামিয়ে রেখে ভেতর থেকে বের করে আনল 'আই অফ গড'। "কিন্তু একে নাড়িও না।"

ডানকান বুঝল। ওদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে এই আর্টিফ্যাক্টকেই খুঁজছে ওরা সবাই। দ্রুত বেগে তিনটা বাক্সের সেট... লোহা, রুপা আর স্বর্ণের দিকে ছুটে গেল সে। পাথরের স্তূপের পাশে স্বর্ণের মেঝেতে একটি খুলি রাখা আছে।

রেলিকটিকে স্পর্শ না করে, একদম নিচের স্বর্ণের বাক্সটির দিকে চোখ ফেরাল ডানকান। একটি কালচে রঙ-এর ভারী ক্রুশ শায়িত আছে এর ভেতরে।

হাত বাড়াল ডানকান। কিন্তু সেই হাত লোহার বাক্স পেরোতে না পেরোতেই, অনুভব করল ওর আঙুলের ডগায় থাকা চুম্বক এনার্জির প্রতি সাড়া দিচ্ছে। সেই একই প্রেশার... যেন কোনো এক অজানা শক্তি ওকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। ওই এনার্জি ফিল্ডের আরও গভীরে ঠেলে দিল নিজের হাতটিকে। আঙুলগুলোকে বাক্সের উপরিতলের কালচে স্তরের আরও কাছাকাছি নিয়ে এল।

আবারও সেই অস্বাভাবিক, তেল চিটচিটে এনার্জির অনুভূতি ঠাহর করল ডানকান। কিন্তু ওর আঙুলের ডগা ক্রুশের এক মিলিমিটারের কাছে গিয়ে ঠেকতেই একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করল ও।

ওর আঙুল এই এনার্জি চিনতে পারছে, বলতে গেলে এটি প্রায় আগেরটার মতোন একই গোত্রের। কিন্তু এর গন্ধটি একটু অন্যরকম।

অথবা এর রঙ।

একে আর অন্য কোনোভাবে বর্ণনা করা যায়না।

আই অফ গডকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরতেই, এর মাঝে অন্ধকার কিছু একটা অনুভব করল ডানকান। তারাদের মাঝখানটা যেরকম আঁধারঘেরা থাকে সেই রকম অনুভূতি... নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে সুন্দর।

কিন্তু এখন একে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়... এই এনার্জির রঙ হচ্ছে সাদা।

জ্যাডা ওকে বলেছিল ক্রুশ এবং আই অফ গড দুটি বিপরীতধর্মী এনার্জির অধিকারী। কোয়ান্টামগত দিক দিয়ে এরা একে অপরের থেকে আলাদা। সময়ের অক্ষের ভিন্ন দুই মেরুতে এদের অবস্থান।

কিন্তু এদের মাঝে আরেকটা মৌলিক পার্থক্য আছে।

আই অফ গডের এনার্জি ফিল্ড-ওর কাছে বিরক্তিকর ঠেকেছিল।

কিন্তু এই ক্রুশের ক্ষেত্রে... একে স্পর্শ করা থেকে নিজেকে সামলে রাখার জন্য প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে ওকে। বলতে গেলে, এর আকর্ষণ ওকে ভয়াবহভাবে টানছে। জ্যাডার কাছ থেকে ওয়ার্নিং মেসেজ পাওয়ার পরেও, নিজের তর্জনীর ডগা দিয়ে এর উপরিতল স্পর্শ করল ডানকান।

ছোঁয়া লাগার সাথে সাথে, সাদা একটা চাদর এসে মুড়িয়ে দিল ওর দেহকে। দৃষ্টিশক্তিও কাজ করছিল না তখন।

পদার্থবিজ্ঞানের কোর্স থেকে ডানকান জানে, কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাক হোল) সকল প্রকার আলো তার নিজের মাঝে চুষে নেয়। অন্যদিকে তাত্ত্বিকভাবে সেই আলোকে বাইরের দিকে ছুড়ে দেয় শ্বেতগহ্বর (হোয়াইট হোল)।

এখন সেই রকম অনুভূতি হচ্ছে ওর। ওকে যেন এক ধাক্কায় অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, হয়তো অন্য কোনো সময়ে। উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার মাঝ দিয়ে, একজন মানবমূর্তি এগিয়ে এল ওর দিকে। আঁধারঘেরা ছায়া ঘিরে রেখেছে তাকে। যেন আয়নায় পড়া একটি কালচে প্রতিচ্ছবি। সেই মানবমূর্তিটি তার হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে... যেন ক্রুশটি তারও স্পর্শ করা চাই।

ওই আঙুল ক্রুশটি স্পর্শ করার সাথে সাথে, ডানকান দেখতে পেল ঘরের ভেতর ছুড়ে ফেলা হয়েছে ওকে।

হঠাৎ করে পরিচিত পরিবেশে উপস্থিত হল সে। ডানকানের পা টলোমলো। নিজের হাতের মুঠি একবার খুলছে, একবার বন্ধ করছে।

"কী হয়েছিল?" জ্যাডার জিজ্ঞাসা।

ডানকান তার মাথা ঝাঁকাল।

"তার আগে ক্রুশের খবর বলো!"

"এটা... এটাতে এনার্জি আছে।"

নিজেকে পিলারের দিক হতে পিছিয়ে আনল ডানকান। কিন্তু তার আগে মেঝেতে পড়ে থাকা খুলির ওপর চোখ পড়তেই মাথায় একটি চিন্তা ভর করল... আলোর মাঝ দিয়ে আসা ওই ছায়াঘেরা মানবমূর্তিটি কে।

এমনটা কী হতে পারে, যে... ?

এমন একটা সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে মন চাইছে না ওর, তাই নিজেকে জ্যাডার পাশে দাঁড় করাল ও। "আমাদের এবার কী করতে হবে?"

"আমার মনে হয় 'আই অফ গডের' সাথে ক্রুশকে শুধু স্পর্শ করালেই হবে। এদের বিপরীত এনার্জি একত্র করলেই এদের মধ্যকার শক্তির বিনাশ ঘটবে এবং কোয়ান্টাম এনটেঙ্গলমেন্টও তখন আর থাকবে না।"

ডানকানের মানসপর্দায় ভেসে এল... এনার্জি ফিল্ড থেকে শক্তি বিকিরণ থেমে গিয়েছে।

"ঠিক আছে," ডানকান বলল, এরপর আই অফ গড নামক ক্রিস্টালের গোলকটি নেয়ার জন্য হাত বাড়াল। "আসো তবে শুরু করি।"

গোলকটি তুলল জ্যাডা। তবে ডানকানকে না দিয়ে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল ওটা।

"কী?"

জ্যাডা চারপাশে তাকাল। "আমার মনে হয় এটা করার আগে দরজাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত। স্বর্ণ এমন একটা ধাতু যা প্রতিক্রিয়াশীল না। খাঁটি স্বর্ণে এমনকি মরিচা পর্যন্ত পড়ে না।"

"যেমন রুপা এবং লোহায় মরিচা পড়ে," ডানকান বলল।

"হয়তো অতীতের মানুষরা অনুভব করেছিল এটিকে আলাদা করে রাখার দরকার পড়বে।" জ্যাডা বলল। "সে যাই হোক, আমার মনে হয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই ঘর বন্ধ করে দিয়ে সবার এই জায়গা থেকে দূরে থাকা উচিত। যখন দুটি বিপরীত শক্তি পরস্পরকে বিনাশ করবে, তখন এখানে কারুর উপস্থিত থাকাটা বিপজ্জনক।"

"তাহলে তুমি আর ভিগোর বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও।"

"হয়তো আমারই একাজ করা উচিত," জ্যাডা তর্ক শুরু করল। "তোমার চেয়ে এই এনার্জির প্রতি আমি কম স্পর্শকাতর।"

ডানকান চাচ্ছেনা মেয়েটি এই ঝুঁকি নিক।

তৃতীয় একজন ব্যক্তি এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে এগিয়ে এলেন।

হঠাৎ এগিয়ে এসে আই অফ গডকে হাতে পুরে নিয়ে দূরে সরে গেলেন ভিগোর। ডানকান থামাতে চাইল তাকে। কিন্তু হাত উঁচিয়ে তর্জনি তাক করে ওকে নিবৃত্ত করলেন মনসিনিয়র। তার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে একই সাথে কর্তৃত্ব এবং বিষাদের সুর।

"চলে যাও তোমরা!"

ডানকান বুঝতে পারছে, ভিগোরের মন পাল্টানো যাবে না।

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল জ্যাডা। এরপর ডানকানের জামার হাতা ধরে দরজার দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওকে। "কাউকে না কাউকে এই কাজ করতেই হত। আর আমাদের হাতের সময়ও ফুরিয়ে আসছে।"

বুকে তীব্র দুঃখ নিয়ে, জ্যাডাকে নিয়ে গৃহ ত্যাগ করল ডানকান। বাইরে বেরিয়ে দরজা লাগানো শুরু করতেই ডানকান দেখল, পিলারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ভিগোর। কাঁধ নিচু, তীব্র শোকে নিজের ভার বইতে কষ্ট হচ্ছে তার।

ফলাফল যাই হোক... থ্যাংক ইউ, ওল্ড ম্যান।

দরজাটা বন্ধ করে সেটিকে শক্ত করে আটকে দিল ডানকান।

সকাল ৯:৫৯

সেইন্ট থমাসের রেলিক্যোয়ারির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ভিগোর। হাতে ধরে রেখেছেন আই অফ গড নামক ক্রিস্টালের সেই গোলক। এই গোলকটির মাঝে রক্ষিত এনার্জিই হচ্ছে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকাশক্তি। বাক্সত্রয়ীর মাঝে একটি ক্রুশ রাখা আছে। এই ক্রুশটি খোদাই করা হয়েছে পতিত নক্ষত্র হতে এবং যীশুর অনুসারী সেইন্ট থমাস বয়ে বেড়াতেন একে। এই মুহূর্তে তার উল্লাস

অনুভব করা উচিত। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন পুণ্যময়ী ঘটনার সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য কয়জনের হয়!

কিন্তু তারপরেও, পরাজয় ছাড়া আর কোনো কিছু অনুভব করলেন না তিনি।

নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন ভিগোর। মনে মনে এই ভেবে খুশি ছিলেন যে, র‍্যাচেল অন্তত সুখী জীবন যাপন করবে। হয়তো ভেতরে ভেতরে স্বার্থপর একটা অহংকারে ভুগছিলেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন র‍্যাচেল তাকে সবসময় স্মরণে রাখবে। ওর ছেলেমেয়েদের কাছে তার গল্প বলবে, এমনকি হয়তো ওর নাতি-নাতনীদের কাছেও। র‍্যাচেল ওদেরকে বলবে... ভিগোর চাচাকে নিয়ে কী দুঃসাহসী এক অভিযানেই না গিয়েছিল ওরা!

এই সুখ থেকে বঞ্চিত করায়, তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে গালমন্দ করতে চাইলেন। কিন্তু ক্রুশের দিকে অপলক নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার সময়, মনে কিছুটা শান্তি অনুভব করলেন তিনি। তার স্থির বিশ্বাস র‍্যাচেলের সাথে আবারও দেখা হবে, এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

ফিসফিস করে বললেন, "আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

তারপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন তিনি।

প্রার্থনা কার্যে বেশি সময় ব্যয় করার উপায় নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নতুন পুরানো সব বন্ধুদের চেহারা একবার স্মরণ করলেন তিনি।

গ্রে আর মংক, ক্যাট আর পেইন্টার, ডানকান আর জ্যাডা।

ওদের জীবন যাতে পূর্ণতা পায়, যাতে নিরাপদ থাকে তার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে র‍্যাচেল। যদিও নিজের আয়ু তাতে সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কিভাবে আমি ওর চেয়ে কম ত্যাগস্বীকার করি?

আই অফ গড উঁচু করে ধরলেন ভিগোর। সেইন্ট থমাসের খুলি যেখানে হাজার বছর যাবত শায়িত আছে সেখানে স্থাপন করলেন এটিকে। স্বর্ণনির্মিত পিলারের ওপর নিখুঁতভাবে নিজের স্থান করে নিল এটি... যেন আই অফ গডকে রাখার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছিল এই জায়গাটিকে।

এবং ঠিক তখনই ক্রিস্টাল গোলকের স্পর্শ পেল ক্রুশটি।

সকাল ১০:০০

নিঃশ্বাস আটকে এসেছে ডানকানের। ওর দেহ মেঝেতে পিছলে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছে। যেন প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস ভয়াবহভাবে আছড়ে পড়েছিল ওর বুকের ওপর... কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কোনোকিছুই আসলে পেছায়নি।

তার বদলে, ওর চেতনা এই মুহূর্তে অবস্থান নিয়েছে নিজের খুলির পেছনদিকে। এক মুহূর্তের জন্য ডানকান অবাক হয়ে দেখল... নিজের দেহের পিঠকে পিছন থেকে দেখছে সে। ওর শরীর দাঁড়িয়ে আছে জ্যাডার পাশে।

এরপর আবারও আগের জায়গায় নিজের চেনা শরীরে ফেরত এল ডানকান। এত তীব্রবেগে ফেরত এল যে আরেকটু হলে সামনে এগিয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে যাচ্ছিল। হাত ঝুঁকিয়ে কোনোমতে সামলে নিল নিজেকে।

জ্যাডার চোখ ওর দিকে স্থির। "তুমি ঠিক আছ?"

"ওই ঘরে না থাকায় আমার হঠাৎ খুশি খুশি লাগছিল।"

"কী হয়েছিল?"

নিজের চেতনা দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল ডানকান।

ওর কথা অবিশ্বাস করার বদলে জ্যাডা স্রেফ নিজের মাথাটা একটু ঝাঁকাল।

"এনার্জির বিনাশের কারণে হওয়া বিস্ফোরণের ধাক্কা সম্ভবত এই এলাকায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি কোয়ান্টাম ফিল্ড সৃষ্টি করেছিল। আর তোমার মতো স্পর্শকাতর কেউ... যার চেতনা কোয়ান্টাম ফিল্ডের সাথে বেশ ভালোভাবেই জোড়া লাগানো... তার ওপর সামান্য একটু ফিজিক্যাল ইফেক্ট পড়া খুবই স্বাভাবিক।" "আর ওই ঘরে যিনি আছেন, তার কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?"

সকাল ১০:০১

প্রশ্নটা ভালোই, জ্যাডা ভাবল।

এবং সেই সাথে ভীতিকর।

বিশেষ করে ডানকানের যা অভিজ্ঞতা হল, সেটা শুনার পরে।

"আমার জানা নেই," অবশেষে ভিগোরের ভাগ্যের ব্যাপারে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করল সে। "অনেক কিছুই অথবা কিছুই না। ওপরে পয়সা ছুড়ে দিলে মাটিতে কী পড়বে তার মতোই অনিশ্চিত অবস্থা তার।"

জ্যাডা মনে মনে উপলব্ধি করল ভিগোর হচ্ছেন অনেকটা শ্রোয়েডিংগারের বিড়ালের মতো। যতক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে, ততক্ষণ তিনি একই সাথে জীবিত এবং মৃত। শুধু দরজা খোলার পরেই জানা যাবে তার ভাগ্যে আসলে কী হয়েছে।

জ্যাডা কল্পনা করল, এই উত্তরের ওপর নির্ভর করছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দ্বিখণ্ডিত হবে নাকি হবে না।

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য দরজার কাছে গিয়ে পৌছাল ডানকান। কিন্তু দরজাটি উন্মুক্ত করার আগেই একটা আওয়াজ ওর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিল। টানেল থেকে নিচু হয়ে উঠে আসছে গ্রে। উঠে এসে ওদেরকে দেখেই দৌড়ে এল।

ওদের দিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে বুঝে ফেলল কেউ একজন এখানে অনুপস্থিত।

"ভিগোর কোথায়?" সে জিজ্ঞেস করল।

জ্যাডা বন্ধ করা দরজার দিকে ঘুরল, "আই অফ গডকে ক্রুশের সাথে জোড়া দেয়ার ব্যাপারে রাজি হয়েছিলেন তিনি।"

"সেই কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন তিনি?"

জ্যাডা বলল, "হ্যাঁ।"

বন্ধ দরজার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল গ্রে। "তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছো কী করে?"

মাথার পেছনটা হাতের তালু দিয়ে ঘষল ডানকান, যেন নিশ্চিত হতে চাইছে এখনও জায়গা মতোন আছে ওটা। "আমরা নিশ্চিত।"

গ্রে দরজার দিকে পা বাড়াল, "তাহলে চল এর ভেতরে ঢুকি।"

জ্যাডা তার হাত দরজার কবাটের ওপর রাখল, হঠাৎ নিজেকে বোকা বোকা মনে হল ওর। যেন গ্রেকে থামিয়ে রাখতে পারলেই ভিগোরের ভাগ্যকে অনিশ্চিত অবস্থায় আটকে রাখা যাবে।

"তিনি ব্যর্থও হতে পারেন," ডানকান গ্রেকে আগাম জানিয়ে রাখল, নিঃসন্দেহে আগেভাগেই ওর মনকে প্রস্তুত করে রাখার চেষ্টা করছে সে।

জ্যাডা তার মাথা দিয়ে একটি ইশারা করল, তারপর হাত সরিয়ে নিল দরজা থেকে।

তীব্র বেগে দরজাটি উন্মুক্ত করল গ্রে।

সকাল ১০:০২

স্বর্ণ নির্মিত ঘরে প্রবেশ করল গ্রে। ঘরের তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। দেয়াল চিত্র, যেটি ছবির মতো করে সেইন্ট থমাসের জীবনকাল তুলে ধরছিল, তা এখনও অক্ষত। পাথরের স্তূপ এখনও ঘরের মধ্যখানে রাখা। পিলারের ওপরের বাক্সগুলোও আগের মতোই।

শুধু ভিগোরের দেহ পড়ে আছে মেঝেতে এবং তার মাথার পাশে রাখা আছে সেইন্ট থমাসের রেলিকটি।

সেদিকে দৌড়ে গিয়ে তার দেহকে স্পর্শ করল গ্রে।

ভিগোরের বুক ধরফর করছে না।

গলায় আঙুল নিয়ে দেখা গেল হৃৎস্পন্দনও নেই।

ওহ, ঈশ্বর, না...

গ্রের চোখ বেয়ে জল নেমে এল।

বন্ধুর দিকে চেয়ে রইল গ্রে। ভিগোরের স্থির-শান্ত চেহারা ওর হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে।

"র‍্যাচেলের ব্যাপারটা জানিয়েছিলে ওকে?" গ্রে মুখ না ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করল।

ডানকান কর্কশস্বরে বলল, "জানিয়েছি।"

চোখদুটো বন্ধ করে গ্রে প্রার্থনা করল, পরকালে যেন ওরা দুইজন আবারও একত্র হতে পারে। এই চিন্তা মাথায় আসায় সামান্য হলেও সান্ত্বনা অনুভব করল ও। মনে মনে চাইল এমনটিই যেন হয়।

বন্ধুরা, যেখানেই থাকো, সুখে থেকো।

দীর্ঘ সময় যাবত ভিগোরের চেহারার দিকে নুয়ে রইল সে।

বাক্সগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ডানকান। গোলকের ওপর হাতটিকে রেখে আবার তুলে নিল সেটাকে। তারপর ক্রুশটিকেও পর্যবেক্ষণ করল। অবশেষে মাথা ঝাঁকিয়ে তার রায় প্রদান করল।

"এনার্জি উধাও।"

অর্থাৎ কোয়ান্টাম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে ওরা?

গ্রের কাছে এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আছে। "আমাদের দেরি হয়ে যায়নি তো?"

হাতঘড়ির দিকে তাকাল জ্যাডা। "আমার জানা নেই। একদম শেষ মুহূর্তের কাছাকাছি গিয়ে আমরা জোড়া লাগাতে সক্ষম হয়েছি। এর ফলাফল যেকোনো কিছুই হতে পারে।"

অধ্যায় : ৩৩

২১শে নভেম্বর, দুপুর ১:০৮ ইএসটি
(ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম)
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ওয়াশিংটন শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ন্যাশনাল পার্কে অবস্থান করছেন পেইন্টার। প্রেসিডেন্ট এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা লোকজনকে ইতোমধ্যে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় বালির বাঁধ তৈরি এবং সাধারণ নাগরিকদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কাজ শেষ। এমনকি মংক এবং ক্যাটও ওদের বাচ্চাদের নিয়ে ছোট একটা 'ছুটিতে' পেনসিলভানিয়ার অ্যামিশ কান্ট্রিতে চলে গেছে, বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থেকে দূরে কোথাও।

বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা অতো বেশি না হলেও কেউ ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। এমনকি তার বাগদত্তা লিসাও তাকে মেক্সিকোতে চলে আসতে বলেছে। কিন্তু পেইন্টার ওকে মানা করে দিয়েছেন।

ওয়াশিংটন ডি.সি. থেকে আদেশ দেয়া হয়েছে... স্বেচ্ছায় কেউ শহর ছাড়তে চাইলে তাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবে পেইন্টারের মতো অনেকেই এখনও রাজধানী শহরে রয়ে গেছেন। পার্কে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছে। এখানে ওখানে অনেক তাঁবু ফেলা হয়েছে, মোমবাতি জ্বলছে, এই অবস্থায় অনেকে আবার মদও খাচ্ছে। কেউ গান গাচ্ছে, কেউ প্রার্থনায় রত আবার কেউবা রেগেমেগে চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

স্মিথসোনিয়ান দুর্গের সিঁড়িতে দাঁড়ানো পেইন্টার মানুষের বিশাল জমায়েতের দিকে স্থির চেয়ে আছেন। লোকজনের চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে আকাশপানে... কয়েকজনের চেহারায় আতংক, বেশিরভাগের চেহারায়ই বিস্ময়। আজকের আগে তিনি কখনও মানুষের সঙ্গ এতটা উপভোগ করেননি। এদের চেহারায় ফুটে বেরোচ্ছে কৌতূহল, ভয়, শ্রদ্ধা। মানুষের চেহারায় যত প্রকার আবেগ খেলা করতে পারে তার সব আজ এখানে এসে জড়ো হয়েছে।

কেউ একজন কাছাকাছি হওয়ার ফলে এগিয়ে আসা পায়ের আওয়াজে তার মনোযোগ সরে গেল। জ্যাডা এবং ডানকান দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে। তিনি দেখলেন, তারা পরস্পরের হাত ধরে আছে... যদিও পেইন্টারের কাছাকাছি হতেই সেটি আবার আলাদা হয়ে গেল।

তিনি এনিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না।

জ্যাডার মুখোমুখি হলেন পেইন্টার। "আমাকে আবার বলবে না যে, এসএমসির করা আগের হিসাব হঠাৎ পাল্টে গেছে!"

জ্যাডা অন্য হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে একটা হাসি দিল। "আমি এর ওপর সতর্ক নজর রাখছি। এপোফিস এখনও পৃথিবীকে আঘাত হানতে পারে। তবে আঘাত করলেও বেশি কিছু করতে পারবে না। হয়ত গায়ে শুধু একটু হাওয়া দিয়ে যাবে। কিন্তু তারপরেও, আকাশে চমৎকার একটি দৃশ্য দেখা যাবে।"

ভালো খবর।

স্যাটেলাইট ছবিতে দেখানো ধ্বংসযজ্ঞটি কল্পনায় আনলেন পেইন্টার। কোয়ান্টাম এনটেঙ্গলমেন্ট বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে, ধূমকেতুর জ্যোতির্বলয়ের ডার্ক এনার্জি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। গ্রহের চার পাশের স্থান-কালে কুঞ্চনের সম্ভাবনাও তাই নেই। দুনিয়ার ওপরে অবিরত ধারায় গ্রহাণুর গোলাবর্ষণ ঠেকানো গিয়েছে।

তিনি এন্টার্কটিকার কথা কল্পনা করলেন, পুরো দুনিয়ায় কী ঘটতে পারত সেটি ছিল তার ছোট্ট একটা নমুনা। ওই ঘটনার কারণে তার আটজন লোক মারা যায়। মৃত মানুষের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারতো, যদি না লেফটেন্যান্ট জশ লেব্লাং দারুণ সাহস নিয়ে এগিয়ে এসে বীরত্বের সাথে তার লোকদের উদ্ধার করতেন। পেইন্টার একবার ভাবলেন, এই ছেলেটিকে সিগমায় নিয়ে আসবেন কিনা। সিগমার জন্য দারুণ এক সম্পদ হতে পারে সে।

তবে বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। ধূমকেতুর যাত্রাপথ বেঁকে যাওয়ার ফলাফল এখনও থামেনি। অস্ট্রেলিয়ার জনশূন্য দূরবর্তী এলাকায় কয়েকটি উল্কা আঘাত হেনেছে, প্রশান্ত মহাসাগরেও আঘাত হেনেছে বেশ কয়েকটি। আরেকটি বড়সড় পাথরকণা ভূপাতিত হয়েছে জোহানেসবার্গে, যদিও তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। শুধু ওখানকার কাছাকাছি একটি সাফারি পার্কের জন্তু জানোয়ারগুলো সামান্য ভয় পেয়েছিল।

এখনও সবচেয়ে বড় বিপদের নাম হচ্ছে গ্রহাণু এপোফিস। এটি ইতোমধ্যে এর নিয়মিত যাত্রাপথ থেকে সরে গিয়েছে এবং এই ব্যাপারে কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই। একদম শেষ মুহূর্তে এসে সিগমা দুটি বস্তুর মধ্যকার কোয়ান্টাম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। তবে তারপরেও দেখা যায়, এপোফিস শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে আঘাত হানবেই। কিন্তু এর ফলে এপোফিসকে অন্তত ইস্ট কোস্ট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা গিয়েছে। এখন গ্রহাণুটি হিট করলেও অন্য কোথাও গিয়ে হিট করবে।

গ্রহাণুটি বর্তমানে বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে যাত্রা করছে। ওখানে লম্বা সময় ভ্রমণ করতে হওয়ায় গ্রহাণুটি এর দেহে সঞ্চিত বেশির ভাগ কাইনেটিক এনার্জি (গতিসম্পর্কিত শক্তি) হারিয়ে ফেলবে। যদিও বিস্ফোরিত হওয়ার এখনও ভালো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এর ফলে ইস্ট কোস্টে কোনো ক্ষতিসাধন হবে না, বরং আটলান্টিক সাগরে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে এটি।

অথবা এমনটাই যেন হয়, সেই প্রত্যাশাই করছে ওরা সবাই।

জ্যাডার মুখের দিকে তাকিয়ে পেইন্টার বুঝার চেষ্টা করলেন ওর হিসাবনিকাশ অথবা পূর্বাভাস নিয়ে কোনো সন্দেহ বা ভয় সেখানে খেলা করছে কি-না। তবে তেমন কিছু দেখা গেল না, সেখানে শুধু ফুর্তির চিহ্ন দেখতে পেলেন তিনি।

এরপর জ্যাডা মুখ ঘুরিয়ে নিল রাস্তার দিকে।

রাস্তা দিয়ে একজন মানুষ দৌড়ে এগিয়ে আসছেন। হাত দিয়ে ইশারা করলেন জ্যাডাকে। একজন লম্বা-কালোমতো মহিলা। পরনে টেনিস শু, জিন্স আর গায়ে চেইনখোলা একটা জ্যাকেট। ওদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য ভীষণ উদগ্রীব তিনি।

পেইন্টার হাসলেন, সত্যিই আজকের পার্টিতে উনি না থাকলে চলত না।

দুপুর ১:১১

"মা!" জ্যাডা তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলল। "তুমি এসেছ!"

"মিস করতে চাইনি!" ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে এখানে পৌঁছার জন্য তাকে অনেক দূর দৌড়ে আসতে হয়েছে।

মায়ের হাত টেনে এনে নিজের হাতের ওপরে রাখল জ্যাডা।

মা-মেয়ে দুইজনেই রাতের আকাশের নক্ষত্রের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, ছোটবেলায় যেমনটা ওরা কম্বলের নিচে শুয়ে অনেকবার করেছে। সেই সব মুহূর্তগুলোই জ্যাডাকে উৎসাহ যুগিয়েছে নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করার জন্য, নিজেকে এদের অংশ হিসেবে ভাবার জন্য। মায়ের অনুপ্রেরণা ছাড়া আজকের অবস্থানে আসতে পারতো না সে।

মা আঙুল দিয়ে স্নেহের ভঙ্গিতে মেয়ের গাল টিপে দিলেন, তার মন আজ আনন্দ এবং গর্বে পরিপূর্ণ।

"এইতো সে আসছে," জ্যাডার ফিসফিস।

মা আর মেয়ে নিজেদের শক্ত করে ধরে রেখে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

একটি উন্মত্ত গর্জনধ্বনি ভেসে এল পুব দিক থেকে। বিশালাকার আগুনে গোলা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রবেশ করেছে দুনিয়ায়। এনার্জি এবং আলোর প্রবাহ অনুসরণ করছে এর লেজকে। সর্বশক্তি নিয়ে আকাশ মাঝে ছুটে যাচ্ছে। বিস্মিত জনতা নিশ্চুপ। এরপরই উল্কার যাত্রাপথ থেকে উঠে এল গুরুগম্ভীর গর্জন ধ্বনি, মনে হচ্ছে মাটি ফেটে দুই ভাগ হয়ে যাবে। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে পার্কের লোকজন ভূমিতে আছড়ে পড়ল। শহরের বাড়িগুলোর কাঁচের জানালা চূর্ণবিচূর্ণ। এবং রাস্তায় পার্ক করা গাড়িগুলো তাদের এলার্ম বাজিয়ে মালিককে কাছে ডাকা শুরু করল।

জ্যাডা তার মায়ের পাশে দাঁড়ানো, দুজনেই হাস্যোজ্জ্বল। ওরা দেখছে জ্বলন্ত নক্ষত্র পুবদিকে ধেয়ে যাচ্ছে... যেখানে দিগন্ত মিলে গিয়েছে আকাশের সাথে। এরপর চোখ ধাঁধানো ঝলকানি নিয়ে বিস্ফোরিত হল এটি। এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত করল আগুনে কণা। এবং এক পর্যায়ে দূরে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বুম করে দ্বিতীয় আরেকটি বিস্ফোরণে চারিদিক প্রকম্পিত হল।

এরপর রাত আবারও অন্ধকার হয়ে এল। ধূমকেতুটি আকাশে শুধু একটা জ্বলন্ত দাগ রেখে গিয়েছে। শয়ে শয়ে পতিত তারা মিটমিট করছে সেখানে। হঠাৎ হুশ করে একটি আওয়াজ হল... স্বর্গ থেকে আসা চূড়ান্ত উল্লাসধ্বনি।

জনতা উল্লসিত।

জ্যাডাও এর থেকে বাদ গেল না। তার মাও সবার সাথে উল্লাস করলেন। বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে জ্যাডার চোখের কোণায় জল চিকচিক করছে।

কার্ল সেগানের বলা একটা কথা জ্যাডার মনে পড়ে গেল।

আমরা সবাই নক্ষত্র থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া টুকরা দিয়ে তৈরি। আমাদের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে নেবে নিজেকে।

এই মুহূর্তে এর চেয়ে সত্যি কথা আর কিছু হয় না।

অধ্যায় : ৩৪

২৫ শে নভেম্বর, সকাল ১১:২৮ ইএসটি
ওয়াশিংটন ডি.সি.

কোলের ওপরে শার্টটাকে রেখে, টুলের ওপর বসে আছে ডানকান।

উল্কি আঁকায় ব্যবহৃত সুঁই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তার বাহুতে। মাংস ফুটা করে আঁকা হচ্ছে উল্কিটি, জ্বালাময়ী ব্যথা হওয়া তাই খুবই স্বাভাবিক।

এবারের উল্কিটি ধূমকেতুর। পেছনের দিকে লম্বা বাঁকানো একটা রেখা, আগুনের মতো জ্বলছে সেটি। এবারের উল্কির নকশা একটু অন্যরকম, বৈকাল হ্রদে পাওয়া স্বর্ণে যেভাবে চিত্রিত হয়েছিল (যেখানে চীনা রাজা সেইন্ট থমাসের হাতে ক্রুশ তুলে দিচ্ছেন) সেরকম নয়।

এক ঝাঁক প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ধর্ম বিশেষজ্ঞ এখন ওলখোন দ্বীপের প্রতিটি গুহা চষে বেড়াচ্ছে। তবে, এই আবিষ্কার এখনও সাধারণ মানুষের নিকট থেকে গোপন রাখা হয়েছে। কারণ লোক জানাজানি হলে এই জায়গার ওপর স্বর্ণ শিকারীরা হামলে পড়বে। অবশ্য ভেতরে শুধু স্বর্ণই না, চেঙ্গিস খানের বারোটি মহামূল্যবান মুকুটও আছে। ডানকান প্রত্যাশা করছে, এই জায়গাটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং মঙ্গোলদের নিকট তীর্থস্থান হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে।

একথা জানতে পারলে খুব খুশি হতেন ভিগোর। তার ত্যাগ স্বীকারের কারণেই পৃথিবী এই মহাবিপর্যয় এড়াতে পেরেছে। সততার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তিনি। এই বা কম কী!

উল্কি আঁকা শেষ, আড়মোড়া ভাঙল ক্লাইড। কাপড় দিয়ে ডানকানের বাহুর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মুছতে মুছতে বলল। "ভালোই দেখাচ্ছে।"

শরীর মুচড়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে, ডানকান খুশি খুশি গলায় বলল। "কীসের ভালো, এটিকে তো অসাধারণ লাগছে!"

ক্লাইড বিনয়ী ভঙ্গিতে জানাল। "ভালো বলতে বলতে আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

পাশের টুলের দিকে ইশারা করল ক্লাইড, সেখানে বসে আছে জ্যাডা।

ডানকানের সাথে নিজের বাহুতে আঁকা উল্কিটি একবার মিলিয়ে দেখল ও। ওরা দুজন একই উল্কি আঁকিয়েছে। তাদের সর্বশেষ এ্যাডভেঞ্চারের একটি স্মৃতিচিহ্ন।

আগে কখনও নিজের দেহে উল্কি আঁকেনি জ্যাডা, এবারই প্রথম। বলা যায়, ফাঁকা ক্যানভাসে তুলির প্রথম আচড় পড়েছে।

"তোমার কী মনে হয়?" ডানকান জিজ্ঞেস করল।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। "আমি ইতোমধ্যে এর প্রেমে পড়ে গিয়েছি।"

আর জ্যাডার চোখের দৃষ্টি থেকে বলে দেয়া যায়, এই প্রেম শুধু উল্কির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

দেহে নতুন শিল্প কর্ম সঙ্গী করে, গুদামঘর থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটের সূর্যালোকের নিচে দাঁড়াল ওরা দুই জন। কাছেই ডানকানের মাস্টাং কোবরা আর গাড়িটি পার্ক করে রাখা।

এই গাড়িটি ডানকানের অতীত স্মৃতিচিহ্ন। ছোটভাই বিলির স্মৃতি, দু:খ বিষাদের অদ্ভুত মিশ্রণ... সেই সাথে দায়িত্বেরও।

আমি বেঁচে আছি আর ও মারা গেছে।

ডানকান সবসময় অনুভব করে, তাকে সবার হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তার ছোট ভাই, অকালে ঝরে যাওয়া সেই সব বন্ধু বান্ধব... সৃষ্টিকর্তা যাদের সময়ের আগেই দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন।

জ্যাডাকে গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে, ডানকান নিজেকে বসাল ড্রাইভিং সিটে। সামনে রাখা আছে হুইল। গিয়ার পাল্টানোর জন্য নবে হাত রাখতেই অনুভব করল, নরম আঙুল চেপে বসেছে তার হাতের ওপর।

ওই দিকে চাইতেই দেখতে পেল, হাসিখুশি চোখ নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে জ্যাডা।

তার মনে পড়ল, মেয়েটি তাকে পাহাড়ে চড়ার সময় কী কী বলেছিল। মৃত্যু মানে জীবন থেকে স্রেফ একটি সম্ভাবনার হারিয়ে যাওয়া এবং এটিই সবকিছুর শেষ নয়। বরং এতে আরেক জগতের দরজা উন্মুক্ত হয়, চেতনা সেদিকে প্রবাহিত হয়ে তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে, সৃষ্টি হয় নতুন আরেকটি সম্ভাবনার।

তাই যদি হয়, তাহলে অন্যদের হয়ে অতগুলো জীবন আমার হয়তো না বাঁচলেও চলে...

একপাশে ঝুঁকে জ্যাডার ঠোঁটে চুমু খেল ও। মনে মনে বুঝতে পারছে, আপনজনদের কথা সর্বক্ষণ ভাবলেও, নিজের কথাই ভুলতে বসেছিল ও।

তাদের ঠোঁট আলাদা হতেই প্রশ্ন করল জ্যাডা, "এই গাড়ি কত জোরে ছুটতে পারে?" চোখ জোড়ায় দুষ্টুমির ঝিলিক। চেহারায় শয়তানি হাসি।

একই ভঙ্গিতে কুমতলবি হাসি দিল ডানকান।

তারপর গিয়ার পাল্টাল ও, এক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি ছুটাল রকেটের বেগে।

আলো ঝলমলে রাস্তার মাঝ দিয়ে গতির ঝড় তুলে দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল গাড়িটি।

ভূতুড়ে অতীত এখন আর ধাওয়া করে না ডানকানকে, জীবনের নতুন প্রতিশ্রুতি সাথে করে ভবিষ্যৎ তাকে টেনে নিয়ে চলে সম্মুখপানে।

এই দুনিয়ার আনন্দ উপভোগের জন্য, একটার বেশি দুটো জীবনের দরকার নেই।

বিকাল ৪:৪৪

"লিফটের জন্য ধন্যবাদ।" গ্রে বলল, মার্সিডিজ থেকে নেমে যাওয়ার সময় ব্যাগটিকে কাঁধে চাপাচ্ছে।

মৃদু হেসে উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করল কোয়াওস্কি। ঠোঁটের এক কোণে সিগারেট নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামনে ঝুঁকে এসে বলল, "খুব ভালো মেয়ে ছিল ও," গলার স্বর অস্বাভাবিক সিরিয়াস, ভঙ্গিটিও খুব আন্তরিক। "ওকে বা ওর চাচাকে আমরা কেউ ভুলব না।"

"ধন্যবাদ," একথা বলে দরজা বন্ধ করে দিল গ্রে।

সানগ্লাসে টোকা দিয়ে স্যালুট দেয়ার ভঙ্গিতে গুড বাই জানিয়ে, ঠাসা রাস্তার মাঝ দিয়ে মার্সিডিজ নিয়ে ছুট দিল কোয়াওস্কি। আরেকটু হলেই পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাসের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছিল।

রাস্তা পার হয়ে নিজের এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের দিকে এগিয়ে চলল গ্রে। কাঁধের ওপর হিমশীতল তুষার অবিরত ধারায় পড়েই যাচ্ছে।

চারপাশের সবকিছুই আগের মতো, কোনো পরিবর্তন নেই। যেন কেউ কোনো কিছু স্পর্শ করেনি।

তুষারের সাদা চাদরের তলায় লুকিয়ে রেখেছে দুনিয়ার সব নোংরামি।

এক ঘণ্টা আগে ইটালি থেকে দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এসেছে ও।

পূর্ণ মর্যাদায় সেন্ট পিটারে শায়িত করা হয়েছে ভিগোরকে। একইভাবে র‍্যাচেলকেও। ওর দাফন প্রক্রিয়ার সময় কারাবিনিয়ারি পুলিশের ইউনিফর্মড এবং মার্শালড ফোর্স উপস্থিত ছিল। র‍্যাচেলের কফিনটিকে মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল ইটালির পতাকা দিয়ে। চূড়ান্ত মুহূর্তে তাকে রাইফেলের গুলির আওয়াজের মাধ্যমে স্যালুট জানানো হয়।

তারপরেও এর মাঝে কোনো আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না গ্রে।

ওরা ছিল তার বন্ধু... আর ওদেরকে দারুণভাবে মিস করবে ও।

সিঁড়ি বেয়ে তার খালি এপার্টমেন্টে আসল গ্রে। সেইশান এখনও হংকং-এ, মায়ের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে। জু-লঙ-এর গর্ভবতী বৌকে তারা হংকং-এর বাইরের এক দ্বীপে বন্দী অবস্থায় খুঁজে পেয়েছে। তিনি এখন নিরাপদ। সেখান থেকে মুক্ত করে সেইশান তাকে পর্তুগালে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে, ম্যাকাওয়ে, নির্মম দক্ষতায় জু-লং-এর শূন্যস্থান পূরণ করে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন গুয়ান-ইন। ম্যাকাওয়ের নতুন বস হিসেবে আবির্ভূত হওয়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

নিজের পদমর্যাদা ব্যবহার করে, ক্যাওলুন উপদ্বীপ এবং সেই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাগ্যহারা মেয়েদের জীবনকে সুন্দর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

শুরু করা হয়েছে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত মেয়েদের দিয়ে। তাদের জন্য মানসম্মত পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। ওদের জীবন-যাত্রা সুন্দর করতে এবং ওদেরকে যাতে কেউ শোষণ করতে না পারে, তার জন্য কঠোর সব নিয়ম-কানুন বানানো হচ্ছে।

গ্রে আশাবাদী, মা-মেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক এতে আরও উন্নত হবে। ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েদের কষ্ট লাঘবের মাধ্যমে, ওরা আসলে নিজেদেরকেই সাহায্য করছে। ওরা হয়তো ভেবে নিয়েছে, বর্তমানকে যদি সুন্দর করা যায়, নির্মম অতীতের বেদনা হয়তো দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

সেইশান ঠিক করেছে, নিষ্ঠুর দুনিয়ায় টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম খাওয়া মঙ্গোলিয়ার গৃহহারা বালক বালিকাদের সে নিজ উদ্যোগে সাহায্য করবে। গ্রে জানে, এক সময় যেই মেয়েটির যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না, এদেরকে উদ্ধারের মাধ্যমে আসলে অতীতের সেই বাচ্চা মেয়েটিকেই মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিচ্ছে ও।

মঙ্গোলিয়ায় থাকাকালে, একবার খাইডুকে দেখে আসে গ্রে। অল্পবয়সী মঙ্গোলিয়ান মেয়েটি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে, তীরের আঘাতে আহত বুক এখন প্রায় সুস্থ। মেয়েটি তখন তার পরিবারের তাঁবুতে, একটি বাজপাখিকে অনুশীলন করাচ্ছে... খুবই তেজস্বী পাখি, চোখ-এর রঙ কালো আর পালকগুলো স্বর্ণালি।

খাইডু তার পাখির নাম রেখেছে সাঞ্জা।

গ্রে ভাবল, আমাদের সবারই শোক প্রকাশের নিজস্ব ধরন আছে। হারিয়ে যাওয়া আপন-জনদের উদ্দেশ্যে আমরা নিজেদের মতো শোক প্রকাশ করি এবং সম্মান জানাই।

দরজার সামনে পৌঁছে গ্রে দেখল সেখানে তালা দেয়া নেই।

নবটিকে আস্তে আস্তে ঘুরাতেই দরজাটি খুলে গেল। ভেতরে অন্ধকার। সাবধানে ভেতরে প্রবেশ করল ও। সবকিছু জায়গামতো। মাথা চুলকাল ও।

আমি কি দরজায় তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম?

রান্নাঘর পার হওয়ার সময় নাকে এল জুঁই ফুলের মিষ্টি সুবাস। চোখে পড়ল বেডরুমের বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে বের হয়ে এসেছে মিটমিটে আলো। এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল ও।

মোমবাতি জ্বালিয়েছে সেইশান। হংকং থেকে ফিরেই ছুটে এসেছে তার কাছে।

নগ্নাবস্থায় বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে আছে ও। উন্মুক্ত পা জোড়া মোমের অল্প আলোয় সাদা বিছানার চাদরের সম্মুখে ফুটে আছে কালো হয়ে। মৃদু আলোর রহস্যময় পরিবেশে চকচকে মসৃণ দেহটি জাদুকরী রূপধারণ করেছে। গ্রেকে টানছে মন্ত্র মুগ্ধের মতো। সেইশানের ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপাত্মক রঙ্গিলা হাসি নেই, আচরণেও নেই ঠাট্টা মশকরার কোনো চিহ্ন। শুধু সূক্ষ্মভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে, তারা দুজনেই আজ দুনিয়ায় জীবিত।

এবং ঈশ্বরের দেয়া জীবন নামক উপহারটিকে কোনো মতেই হেলাফেলা করে উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

খুজির হোটেলে থাকতে ভিগোরের ক্যান্সার সম্পর্কে যা শুনেছে সেই ব্যাপারে তাকে বলেছে সেইশান। এই মুহূর্তে, জীবন নিয়ে ভিগোরের সবচে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথাটা সে স্মরণে আনল।

...এই উপহারকে অপচয় করো না, ভবিষ্যতে ব্যবহার করবে ভেবে আলমারিতে তুলে রেখো না; দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরো...

ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এল গ্রে। প্রতিটা পদক্ষেপে খসিয়ে ফেলছে শরীরে জড়িয়ে থাকা কাপড়। ভালোয় ভালোয় খুলে আসতে চাইছে না যেগুলো, এক টানে ছিঁড়ে ফেলছে সেগুলোকে। পট পট শব্দ করে বোতাম ছিঁড়ে আসছে। এভাবে চলতেই থাকল, যতক্ষণ না সেইশানের মতো একইভাবে নগ্ন অবস্থায় উপনীত হল ওর দেহ।

এই মুহূর্তে, জীবনের মূল সত্যটিকে দেহের প্রতিটা শিরায় শিরায় উপলব্ধি করছে গ্রে।

বর্তমানকে উপভোগ কর... কে বলতে পারে, আগামীকাল সাথে করে কোনো বিপদ নিয়ে আসবে?

টেইলস

আমরা এখন সবকিছু কাঁচের মাঝ দিয়ে দেখতে পাই... আবছাভাবে।

-করিনথিয়ানস ১৩:১২

২৬ নভেম্বর সকাল ১০:১৭ সিইটি
রোম, ইটালি

ডাক্তারের রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাচেল। অপেক্ষা করছে চাচা কখন বেরিয়ে আসেন। কোনোভাবেই হাসপাতালে আসতে চাইছিলেন না ভিগোর, শুধু ভাতিঝির জোরাজুরির কারণেই এসেছেন।

দরজাটা শেষ পর্যন্ত খুলছে। এক গাল হেসে ডাক্তারের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বের হয়ে আসছেন ভিগোর চাচা।

"আশা করি এখন তুমি খুশি," ভিগোর বললেন ওকে, "আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো।"

"এমআরআই-এর ফলাফল কী?"

"পিঠের নিচে আর নিতম্বে সামান্য বাতের ব্যথা আছে, এ ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই।" ভাতিঝির কাঁধের ওপরে হাত ফেলে তাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার জন্য পা বাড়ালেন ভিগোর। "ষাট বছর বয়সেও স্বাস্থ্য এতো ভালো যে ডাক্তার বললেন, আমার নাকি একশতম জন্মদিন উদযাপনের আশা করা উচিত।"

র‍্যাচেল জানে তিনি তার সাথে মজা করছেন। হঠাৎ খেয়াল করল, তিনি দূরে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করছেন, যেন কিছু একটা মনে করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

"কী ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করল ও।

"আমি জানি, ক্যান্সারের চেক আপ করার জন্য তুমিই জোরাজুরি করছিলে..."

তাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল র‍্যাচেল, "দুঃখিত। ওলখোন দ্বীপ থেকে ফেরত আসার পর আমার মন কেমন কেমন করছিল। মনে হচ্ছিল তুমি অসুস্থ বা তোমার কিছু একটা হয়েছে।" মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল। "তোমাকে নিয়ে বোকার মতো কী সব দুশ্চিন্তাই না করছিলাম।"

"আমারও এরকম মনে হচ্ছিল; তখন শুয়ে আছি ডক্টরের পাশে বিছানায়, মেশিনগুলো সব ক্ল্যাক ক্ল্যাক আওয়াজ করছিল। মনে মনে ধরেই নিয়েছিলাম, খুব বাজে কিছু একটা হয়েছে আমার।"

"শুধু শুধু আমার জন্য তোমাকে এইসব উটকো ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হল।"

"হয়তোবা..." তিনি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরোবার দরজার দিকে এগিয়ে চললেন। "একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, র‍্যাচেল। স্ফটিকের গোলকটিকে সেইন্ট থমাসের ক্রুশের ওপরে ধরার সময় মনে হচ্ছিল আমার ভেতরটা যেন ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে, শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন একটা থেকে আরেকটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, আমি সাদা রঙ-এর মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছি। নিশ্চিত ছিলাম যে মরে গেছি। তারপর হঠাৎ আবার ফেরত এলাম। চোখ মেলতেই দেখলাম গ্রে, ডানকান আর জ্যাডা আমার পাশে বসা।"

তার হাত একটু টিপে দিল র‍্যাচেল "তোমার কিছু হয়নি এতেই আমি খুশি।"

র‍্যাচেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। "কী কারণে যেন এক মুহূর্তের জন্য আমার তখন মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, মনে হচ্ছিল তোমাকে আর দেখতে পাবো না।"

"আমি ভালোই ছিলাম," মনে মনে বলল, কোনো রকমে ভালো ছিলাম আর কী!

সেই রুপালি কয়েনটি আবারও র‍্যাচেলের মানসচোখে ভেসে এল। কয়েনটি বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়তেই, কাঠের মেঝেতে বাউন্স খেয়ে জায়গা করে নিল পাকের বুটের তলায়। ওই মুহূর্তে, সেইশানের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কেন ও বলে দিল গ্রে কোথায় আছে।

তারপর জুতা উঁচু করল পাক। দেখা গেল মুদ্রার নিচের দিক পড়েছে।

টেইলস?

সেটা দেখে পাক এতো হতাশ হয়েছিল যে বলার মতো না। তখনই নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল র‍্যাচেল, পয়সার উপরের দিক পড়লে, তার আর দুনিয়ায় বেঁচে থাকা লাগতো না।

"আমি বেঁচে গেছি," র‍্যাচেল বলল।

"সেটা অবশ্য একটু পরেই তোমার দৌড়ে আসা দেখে আমি বুঝতে পারি, আমি কেমন আছি দেখার জন্য তোমার আর তর সইছিল না।" তিনি বললেন। "কিন্তু আমি এই ভেবে একটু অবাক হয়ে যাই যে কেন আমরা দুজনেই একে অপরের ব্যাপারে খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা করছিলাম। মানে, আমার কিন্তু ক্যান্সার হলেও হতে পারতো। যদি আমার শরীরের কয়েকটা কোষ অন্য রকম আচরণ করতো... যেভাবে কাজ করার কথা সেভাবে না করে ভিন্নভাবে বিভাজিত হত। আমি নিশ্চিত আমার শরীর তখন টিউমারে টিউমারে ঝাঁঝরা হয়ে যেতো।"

"মুদ্রার এপিঠ বা ওপিঠ," র‍্যাচেল অস্ফুট স্বরে বলল।

ভিগোর র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "জীবনে বাঁচা-মরা একেবারেই ওপরে মুদ্রা নিক্ষেপের মতো... অনিশ্চিত।"

"এটা মেনে নেয়া যায় না।"

"যদি না যিনি মুদ্রা নিক্ষেপ করছেন তার ওপরে তোমার ভরসা থাকে।"

র‍্যাচেল তার চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জোর দিয়ে বলে চললেন ভিগোর। "ভবিষ্যতের পথে হাজারে হাজারে রাস্তা আছে, এক পথ গিয়ে মিশেছে আরেক পথের সাথে। কে জানে, এক দরজা বন্ধ হয়ে গেলে, হয়তো অন্য দুনিয়ায় আরেকটা দরজা খুলে যায়... আর তোমার আত্মা, তোমার চেতনা, সেই দরজা পার হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। এবং সব সময় সঠিক পথটাই বেছে নেয়।"

তাপরেও, সেই সব পথের কথা ভাবল র‍্যাচেল, যা সে পার হয়ে এসেছে। সেই পথে কী রাখা আছে তা কোনোদিনও জানা হবে না। অজানাই থেকে যাবে। তার হৃদয় দুঃখে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, যেন প্রিয় কোনো বন্ধু হারিয়ে গিয়েছে দূরে কোথাও।

"দেখো," ভিগোর তার মনোযোগ টেনে আনলেন। "সামনে যাওয়ার একটা রাস্তা সবসময়ই থাকে।"

"কিন্তু কোথায় গিয়ে মিশেছে সেই রাস্তা?" জিজ্ঞেস করল ও।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে নতুন দিনের উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ভিগোর বললেন, "সবখানে।"

ধান থেকে চাল আলাদা করার সময় এসেছে।

আগের বইগুলোর কথা বলতে গেলে, মনে হয় সেগুলোকে আমি সাদা কালো দুই ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেছিলাম। যদিও সত্যি বলতে, আমার বইয়ে এখনও অনেক ধূসর এলাকা রয়ে গেছে যাকে সাদা কালো কোনো ভাগেই ফেলা যায় না। মানে এই উপন্যাসে সত্য ঘটনা এবং কল্পিত ঘটনা অনেক সময় পরস্পরকে এমনভাবে ছুঁয়ে গেছে যে একজন পাঠক ধাঁধায় পড়ে যাবে যে কোনটাকে সে আসল হিসেবে মেনে নেবে আর কোনটাকে বাতিল করে দেবে। যা হোক, একজন পাঠক না হয় নিজের সাথে তর্কাতর্কি করে ব্যাপারগুলো বুঝার চেষ্টা করুক। বাস্তবে যা ঘটেছে তার সাথে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে আমি অন্য একটা জগৎ তৈরির চেষ্টা করেছি। তো আসুন দেখি, বাস্তবতা আর কল্পনার মাঝে সৃষ্টি হওয়া রেখা বেয়ে সামনে এগোলে সেটি আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।

প্রথমত, যে সব তথ্যকে ইতিহাস সত্য বলছে, তার মধ্যে ইতোমধ্যে অনেক ফাঁক ফোঁকর পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই ফাঁক ফোঁকর পার হয়ে কিছু কিছু তথ্যকে তুলনামূলকভাবে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়। সেগুলোর ব্যাপারে আমরা কতটুকু জানি?

আটিলা দ্যা হান : ৪৫২ খ্রিস্টাব্দে, আটিলা রোমে লুটপাট করতেই এসেছিল। পরে পোপ লিও দ্যা গ্রেট কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক নিয়ে হানদের নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেন, আর তাকে কোনো একভাবে আক্রমণ থেকে নিরস্ত্র করেন। কিন্তু কিভাবে? এক দল মনে করে যে আটিলার বাহিনী তখন নানান রোগে শোকে জর্জরিত ছিল। এছাড়া অন্য শত্রুবাহিনীর সাথে লড়াই এর হুমকিও ছিল। তাই নিজের মুখ রক্ষার জন্য ওখান থেকে চলে যায় আটিলা। আরেক দল মনে করে যে পোপ আটিলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আলারিকের অভিশাপের কাহিনী বলে সেই ভয় আরও জোরালো করেন, বই-এ ঠিক যেভাবে বলা হয়েছে। তারপরেও অনেকের বিশ্বাস, আটিলা যেন চলে যায় তার জন্য পোপ তাকে বেশ ভালো পরিমাণ স্বর্ণ আর মূল্যবান দ্রব্য দিয়েছিলেন।

কারণ যাই হোক, পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছিল আটিলা। পরের বছরে আটিলার মারা যাওয়ার ঘটনাও সত্যি। ঠিক যেমনটা তার পরিকল্পনা ছিল যে সে রোমে ফিরে গিয়ে আক্রমণ করবে। নাক থেকে রক্ত পড়ার জন্যই তার মৃত্যু হয় আর ইল্ডিকো নামের এক অল্প বয়েসি রাজকুমারীর সাথে বিয়ের পরে সেই রাতেই ঘটনাটি ঘটে। কেউ কেউ বলে যে ইল্ডিকো তার স্বামীকে বিষ খাইয়েছিল; অন্যরা বলে যে বেশি বেশি মদ পানের জন্যই তার মৃত্যু হয়। বিয়ের পরে উত্তেজিত হয়ে সে একটু বেশিই মদপান করে ফেলে। মৃত স্বামীর পাশে ইল্ডিকোকে পাওয়ার পরে মেয়েটির ঠিক কী হয় তা অবশ্য কারুর জানা নেই।

আটিলার উধাও হয়ে যাওয়া সমাধির কথা বলতে গেল, অনেকের ধারণা তাকে লোহা, রুপা এবং স্বর্ণের তিনটি কফিনে, একটির ভেতরে আরেকটিতে কবর দেয়া হয়। সাথে ছিল বিপুল পরিমাণে সোনা দানা, মূল্যবান সম্পদ।

আটিলাকে কবর দেয়ার সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের সবাইকে পরে মেরে ফেলা হয়। অনেকের বিশ্বাস, তাকে কবর দেয়ার জন্য একটা নদীর (সম্ভবত হাঙ্গেরির টিসা নদী) মুখ ঘুরিয়ে দেয়া হয়, তারপর সমাধি স্থাপন করা হয় কাদার মধ্যে, কবর দেয়া হয়ে গেলে নদীর মুখ ঘুরিয়ে আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়।

হাঙ্গেরির ডাইনি বিচারঃ বসরকানিসগেত বা ডাইনিদের দ্বীপের কাহিনী সত্যি। এই দ্বীপ সেগেদ শহরের কাছাকাছি অবস্থিত, যেখানে ১৭২৮ সালের জুলাই এ, এক ডজন ডাইনিবিদ্যা চর্চাকারীকে (পুরুষ এবং মহিলাকে) জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই উন্মাদনার আমলে চারশরও বেশি মানুষকে ডাইনি অভিযোগে হত্যা করা হয়েছিল। ওখানে তখন খরা চলছিল। যার কারণে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, সেই সাথে রোগ ব্যাধি। ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ তখন বলির পাঁঠা হিসেবে এদেরকে ডাইনি সন্দেহে বলি দেয়। যদিও, বই-এ যেমনটা বলেছি, অনেক মানুষকে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য হত্যা করা হয়েছিল।

চেঙ্গিস খান : এই বইতে মঙ্গোলিয়ার ওই নামকরা যোদ্ধার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তার বেশির ভাগই সত্যি। জন্মের সময় তার নাম ছিল তেমুজিন আর তার গোত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকা হতো বোরজিগিন নামে, যার মানে নীলাভ নেকড়ের মহাপ্রভু। বোরজিগিন এবং তেমুজিন এখন মঙ্গোলিয়ার সবচে বহুল প্রচলিত নামগুলোর অন্যতম।

জেনেটিক বিদ্যার নথিতে পাওয়া একটা অসাধারণভাবে সত্যি কথা হচ্ছে এই দুনিয়ার প্রতি দুইশ মানুষের মধ্যে একজন বংশগতভাবে চেঙ্গিসের সাথে সম্পর্কিত (এবং মঙ্গোলিয়ায় এই হিসাব হচ্ছে প্রতি দশ জনে একজন)। তো দেখা যাচ্ছে বহুবিবাহ এবং দেশের পর দেশ দখল করলে তার একটা চিহ্ন রয়েই যায়... অন্ত ত, বংশ পরম্পরায় তো বটেই।

আর চেঙ্গিসের বংশের লোকের কথা বলতে গেলে ভ্যাটিক্যান আর্কাইভে সত্যিই তার নাতির (গাইয়ুক খান) একটি চিঠি চতুর্থ পোপ ইনোসেন্টের কাছে রাখা আছে। তারিখ দেয়া আছে ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দের পোপকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তিনি যদি নিজে তার রাজধানীতে এসে তার সাথে দেখা না করেন তবে খুব খারাপ পরিণতি হবে।

প্রগতিশীল মনোভাবের কথা বললে, মঙ্গোল সাম্রাজ্য আসলেই তার সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। শারীরিক অত্যাচার নিরুৎসাহিত করা, কাগজের টাকার প্রচলন, ডাক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নজিরহীন ধর্মীয় সহনশীলতা ইত্যাদি তারই উদাহরণ। নেস্টোরিয়ানদের রাজধানী শহরে আসলেই একটা চার্চ ছিল, আর বলা হয় এই নব্য খ্রিস্টানরা চেঙ্গিস খানের ওপরে ভালোই প্রভাব বিস্তার করেন।

তার কবরস্থানের কথা বলতে গেলে, জায়গাটি এখনও দুনিয়ার অন্যতম বড় রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে। অনেকে বিশ্বাস করে এর অবস্থান খান খেনতি পর্বতমালার কোনো এক জায়গায়, প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক দুই কারণেই এই

স্থানের ওপর সাধারণ মানুষের চলাচলে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আরও অনেক জায়গারও (যেমন ওলখোন দ্বীপ) একই অবস্থা। সেই সাথে এটাও বিশ্বাস করা হয়, চেঙ্গিসের সমাধি হয়তো একটি কবরস্থান, যেখানে শুধু তার ধন সম্পত্তিই না, সেই সাথে তার অন্যান্য বংশধর, যেমন তার নাতি কুবলাই খানেরও কবর আছে। তোমাদের ব্যাপারে আমার জানা নেই, কিন্তু আমি এক্ষুণি বেলচা নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিতে রাজি আছি।

সেইন্ট থমাস এবং চীন : যীশুর শিষ্য...যাকে "সন্দেহবাদী থমাস" নামেও ডাকা হয়। বিশ্বাস করা হয় তিনি প্রাচ্যে ভ্রমণ করেছিলেন, নিশ্চিতভাবে তিনি ভারত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। ভারতে সেইন্ট থমাস ক্রিশ্চিয়ানস (নাসরানি) এখনও টিকে আছে। আরও বলা হয় চেন্নাই এর দিকে মেইলাপুর নামে একটা জায়গার কাছাকাছি তিনি শহীদ হয়েছেন। সেখানে খ্রিস্টীয় গির্জা হিসাবে ব্যবহৃত একটি অট্টালিকা সেই জায়গার অবস্থান সনাক্তকারী চিহ্ন হিসেবে এখনও টিকে আছে। তার মৃতদেহের কথা অবশ্য ইতিহাস ঘাঁটলে তেমন একটা জানা যায় না।

অল্প কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন, হয়তো সেইন্ট থমাস চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। এমনকি সেটা জাপান পর্যন্তও বিস্তৃত হতে পারে। নতুন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কারণে ধারণা করা হয় দূর প্রাচ্যে অষ্টম শতাব্দীর বহু আগেই হয়তো খ্রিস্টান ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।

চীনা হরফে ওল্ড টেস্টামেন্ট (খ্রিস্টানদের বাইবেলের প্রথম সংস্করণ) এর কথা থাকার ব্যাপারে এই বই যে দাবি করা হয়েছে তা সত্যি। ইন্টারনেট ঘাঁটলে এরকম আরও অনেক তথ্য আপনাদের সামনে হাজির হবে... তার কতটুকু মানুষের বানিয়ে বানিয়ে বলা কথা আর কতটুকু হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সত্য ভাষণ, সেটা বিচারের ভার আমি আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম।

ইহুদি ভাষায় জাদুমন্ত্র লেখা মাথার খুলি... এবং অন্যান্য ভীতিকর আজব বস্তু : প্রত্নতত্ত্ববিদরা দুই হাজারের ওপর ইহুদি ভাষায় মন্ত্র লেখা বাটি উদ্ধার করেছেন, বেশির ভাগই তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর আমলের জিনিস। কিন্তু সেই সাথে তারা কয়েকটা মাথার খুলিও পেয়েছেন যা বানানোর উদ্দেশ্য ছিল পিশাচদের দূরে রাখা অথবা জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করা। বার্লিন জাদুঘরে এরকম দুটো জিনিসের দেখা পাওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, এনথ্রোপোডার্মিক বিবলিওপেজি, মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা বই, সত্যি সত্যি আছে। কিছু কিছু দুর্লভ বই পাওয়া গেছে যাতে স্ত্রী লোকের নিপল এবং মানুষের মুখের চামড়া পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বই থেকে ডাক্তারি শাস্ত্রের বই পর্যন্ত আছে। এমনকি ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটা বইও এর থেকে বাদ যায়নি। এই আজব ব্যাপারের এখানেই শেষ না। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ফরাসী বন্দীদের শরীরের হাড় দিয়ে নৌকা বানিয়ে তা ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করা হত।

বই লেখালেখি করার একটা মজা হচ্ছে, আমাকে দুনিয়ার অসাধারণ কিছু জায়গা নিয়ে গবেষণা করতে হয়েছে। এই জায়গাগুলো সম্বন্ধে আমি যা যা লিখেছি তা কতটুকু সত্যি? ছোট্ট করে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় "প্রায় সবকিছু"। কিন্তু তারপরেও কিছু ব্যাপার সবাইকে বলে রাখতে চাই।

ম্যাকাও/হংকং যদি আপনি জুয়া পছন্দ করেন, ম্যাকাও-এ আপনাকে যেতেই হবে। পর্তুগীজ উপনিবেশ, চীনা সংস্কৃতি আর লাস ভেগাসের চাকচিক্যের সবকিছুর মিশ্রণ নিয়ে, এই শহর হচ্ছে টাকার ধান্ধা করা মানুষের শহর। যেখানে দুর্নীতি আর ব্যবসা চলে হাতে হাত ধরে। চাইনিজ অপরাধীরা সেখানে রাজনীতিবিদ আর প্রগতিশীলদের সাথে লড়াই-এ লিপ্ত। এই বই-এ ভিআইপি রুমের আনন্দ ভোজ থেকে শুরু করে টাকা পাচারের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার সব সত্য। আর হ্যাঁ, ক্যাসিনো লিসবোয়ার শপিং মলে আসলেই একটা "বেশ্যা খানা" আছে।

আমি যেই হংকং-কে বর্ণনা করেছি সেটাও নিখুঁত। সত্যি বলতে, ডুয়ান ঝি গুণ্ডাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের স্থাপনাকে যেভাবে তুলে ধরেছি তা মূলত বর্তমান চুংকিং ম্যানশন স্থাপনা থেকে নেয়া।

অ্যারাল সাগর : এটি সম্ভবত মনুষ্য নির্মিত সবচে বড় পরিবেশগত বিপর্যয়। ষাটের দশকের শুরুতে, সোভিয়েত কর্তৃক দুটো নদীর গতিপথ বদলে দেয়ার কারণে, এক সময়কার সমৃদ্ধিশালী স্থলবেষ্টিত সাগর শুকিয়ে চিমসে হয়ে যায় এবং পরিণত হয় আরালকাম মরুভূমির দূষিত এলাকায়। ব্ল্যাক ব্লিজার্ড বয়ে চলার ঘটনা মোটেও মিথ্যা নয়। এবং সেখানকার স্থানীয় মানুষের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল পঁয়ষট্টি বছর থেকে নেমে এসেছে একান্ন বছরে। আর হ্যাঁ, সৈকতের পুরো এলাকায় অসংখ্য জাহাজ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

উত্তর কোরিয়া : দুঃখের সাথে বলছি, এই বই-এ লেখা প্রতিটি কথা সত্যি। এটি এমন এক দেশ যেখানে দেশ চালায় স্বৈরাচারী শাসক। তারা নিজেদের মনে করে দেবতা, দুয়ে মিলে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে যে মানুষের অধিকার বলে আর কিছু নেই... যেমন ধরুন মানুষ একদিকে না খেতে পেরে মারা যাচ্ছে আর অন্যদিকে উনারা বিলিয়ন ডলারের সমাধিস্তম্ভ বানাচ্ছেন। উত্তর কোরিয়ার কারাগার ব্যবস্থা এখনও দুনিয়ার সবচে বাজে। সেখানে মৃতদেহের লাশ কবর দিলে বন্দীকে অতিরিক্ত কিছু খাবার দেয়া হয় এবং বন্দীরা এই খাবারের জন্য একে ওপরের সাথে লড়াই করে। বন্দীরা সাধারণত ওখানে ৫ বছরের বেশি বাঁচে না এবং শারীরিক অত্যাচার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। যদিও পিয়ংইয়ং-এর মতো শহরে অবস্থা এতোটা খারাপ নয়। কিন্তু মানুষগুলো সব সময় আতংকে থাকে, এই বুঝি কোনো বেফাঁস কথা বলে ফেলল বা কোনো ভুল কিছু করে ফেলল। এছাড়া বিদ্যুৎ এবং খাবারের ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি তো আছেই।

মঙ্গোলিয়া : উলান বাতোরকে দুনিয়ার সবচে ঠাণ্ডা রাজধানী শহর বলে মনে করা হয়। সেখানকার মাটির নিচে বাষ্পের টানেল আছে এবং সেখানে অনেক গৃহহীন মানুষ থাকে। এই মানুষদের অনেকেই শিশু। অর্থনীতির দুর্বল অবস্থার কারণেই হোক বা অবহেলার কারণেই হোক, ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে ওখানেই জীবন ধারণ করতে হচ্ছে। তবে সেই সাথে এ কথাও বলতে হয়, এই শহরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এদের অর্থনীতিকে পৃথিবীর সবচে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি বলে ধরা হয়। এই দেশের আছে বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ আর সেই সাথে নয়নাভিরাম প্রকৃতি। আর হ্যাঁ, দেশের মানুষের অনেকেই চেঙ্গিস খানকে মানুষরূপী দেবতা

গণ্য করে। যার ফলে, রাজধানী শহরে তার অনেক মূর্তির দেখা পাওয়া যায়। যার মধ্যে আছে ২৫০ টন ওজনের ইস্পাতের মূর্তি, যেখানে চেঙ্গিস খান ঘোড়ায় চড়ে আছেন। তবে কথা হচ্ছে, একটা দেশের প্রতি দশ জনের একজন যখন তার বংশধর, এমন অবস্থা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

বৈকাল হ্রদ : প্রথমত, হ্যাঁ, নার্পা পৃথিবীর একমাত্র স্বাদু পানির সীল মাছ এবং এদের আবাসস্থল হচ্ছে বৈকাল হ্রদ, কিন্তু দুনিয়ার সবচে প্রাচীন আর গভীর এই হ্রদের আজব দিক এখানেই শেষ না। এমনকি হ্রদের অস্বাভাবিক জীব বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য বিজ্ঞানীরা বৈকালজি নামে একটা শব্দ পর্যন্ত উদ্ভাবন করেছেন। এই উপন্যাসে যেমনটা বলা হয়েছে, হ্রদটি সত্যিই বছরের একটা সময়ে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়। আর শীতকালে, ওলখোন দ্বীপে যাওয়ার অনেক উপায়ের একটা উপায় হচ্ছে, বাসে করে বরফের রাস্তা দিয়ে যাওয়া। দ্বীপের মতোই, বুরখান অন্তরীপ সত্যি সত্যি আছে এবং একে এশিয়ার অন্যতম পবিত্র জায়গা বলে মনে করা হয়। চেঙ্গিস খানের সাথে এই দ্বীপের অনেক সম্পর্ক আছে, তন্মধ্যে আছে তার মায়ের জন্ম। এবং অনেকের বিশ্বাস, চেঙ্গিসকে এখানেই কবর দেয়া হয়েছে।

এই উপন্যাসে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তার বেশির ভাগ প্রমাণিত অথবা তাত্ত্বিকভাবে মেনে নেয়া হয়েছে। কিছু কিছু তথ্যকে আমার কল্পনা বা দূরকল্পনা বলা যায় (কিন্তু আপনি যতটা ভাবছেন ততটা না)। ডার্ক এনার্জি, কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যার দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম।

ধূমকেতু ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে যেই ধূমকেতু (সেই ধূমকেতুর নামকরণ করা হয়েছিল কমেট আইসন নামে) পৃথিবী পাড়ি দিয়েছিল, তার ভিত্তিতে কমেট আইকনকে আমি কল্পনায় এঁকেছি। ওই ধূমকেতুটি কিছুকালের জন্য আকাশে জ্বলজ্বল করেছিল। কিন্তু সুখের কথা, সেটির কারণে মানুষকে তেমন একটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি বা কেউ মারাও যায়নি। এই বইয়ে যেমনটা লিখেছি, ধূমকেতুর ইতিহাসে “আইসনকে” উজ্জ্বলতম ধূমকেতুর একটি বলে মনে করা হয়। এমনকি দিনের বেলায়ও এটিকে আকাশে দেখতে পাওয়া যেতো।

ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের কথা বলতে গেলে, বইয়ে লেখা আইওজি প্রকল্পের ভিত্তি হচ্ছে আইসিই স্যাটেলাইট, নাসা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যালির ধুমকেতুর দিকে এই স্যাটেলাইটটিকে উৎক্ষেপণ করেছিল। ধূমকেতুর কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা বলতে গেলে, সেরকম একটি ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহে আঘাত হানে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এবং আরেকটা মঙ্গল গ্রহে বিধ্বস্ত হয় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

ঐতিহাসিকভাবে, ধূমকেতুকে অশুভ সংকেত হিসেবে দেখা হয়। ধূমকেতু দেখে ইউরোপের মহামারী প্লেগ, হেস্টিংস-এর যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এমনকি মার্ক টোয়েনের মৃত্যুরও। আর সেই সাথে এটাও বিশ্বাস করা হয় যে, ১২২২ খ্রিস্টাব্দে যখন আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায় তখন সেটি চেঙ্গিস খানকে পশ্চিমের দিকে রওনা হতে এবং চেনা দুনিয়ার অনেকখানি দখল করার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

গ্রহাণু : আপনারা হয়তো ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া চেলিয়াবিংস্ক উল্কার বিস্ফোরণ খবরের চ্যানেলে দেখেছেন। পৃথিবীর কাছাকাছি থাকা বস্তুদের ব্যাপারে পূর্বাভাস দেয়া যে কতটা অনিশ্চয়তাময় এটি তার একটি ভালো উদাহরণ। এখনও পর্যন্ত এরকম দশ হাজারের ওপর বস্তু চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে নাসা। কিন্তু পৃথিবীর আশেপাশে এরকম যত বস্তু আছে এটি তার ভগ্নাংশও হবে না। যার মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছে রাশিয়ার আকাশে বিস্ফোরিত হওয়া গ্রহাণুটি। এর সম্ভাব্য গতিশক্তি ছিল তিরিশটা নিউক্লিয়ার বোমার সমান। কিন্তু যেহেতু এটি আকাশে থাকতেই বিস্ফোরিত হয়েছিল, তাই এর শক্তি মাটিতে পড়ার আগেই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও, বিস্ফোরণ পরবর্তী আঘাতের ধাক্কায় অনেক বাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে যায় এবং প্রায় পনেরশ মানুষ আহত হয়।

গ্রহাণু এপোফিস (অফিসিয়ালি ডাকা হয় ৯৯৯৪২ নামে) এই বইয়ে উল্লেখ হয়েছে এবং বাস্তবে এর অস্তিত্ব আছে। পৃথিবীর বুকে এটির আঘাত হানার ভাল সম্ভাবনা আছে, তবে সেটি ২০২৯ খ্রিস্টাব্দের আগে নয়। কিন্তু তারপরেও, রাশিয়ায় যে কাণ্ডটা হল, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহাকাশের অনেক গ্রহ-বিধ্বংসী উল্কা এবং গ্রহাণু এখনও অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছে।

আই অফ গড : বাস্তবে এর অস্তিত্ব আছে। বিজ্ঞানীরা গলিত কোয়ার্টজ দিয়ে চারটি ক্রটিহীন গোলক তৈরি করেছেন। এগুলোর প্রতিটি এত নিখুঁতভাবে গোলাকার যে, ক্রটির পরিমাণ কোনোমতেই ৪০টি পরমাণুর বেশি হবে না। এরা হচ্ছে নাসার গ্র্যাভিটি প্রোব বি স্যাটেলাইটের জাইরোস্কোপিক হার্ট। এদের কাজ হচ্ছে পৃথিবীর চারপাশের স্থান-কালের বক্রতা পরিমাপ করা। এবং আমি আশা করছি, এই স্যাটেলাইট কমেট আইসন থেকে দূরে থাকবে। উপন্যাস পড়ার পর যেহেতু আমরা সবাই এখন জানি, এই কাজ করলে খারাপ পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ডার্ক এনার্জি : এই জিনিস নিয়ে আমি শয়ে শয়ে পৃষ্ঠা লেখতে পারবো। এটি দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ৭০ শতাংশ গঠিত... তারপরেও ভালো করে বুঝানো যাবে না এটা আসলে কী। তাই বুঝতেই পারছেন এটার ব্যাপারে কিছু বলা একটু কঠিন আর সেটা শুনতে শুনতেও বিরক্তি চলে আসতে পারে। সবচে অসাধারণ কথাটি, আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম (যা উপন্যাসে ডক্টর শ এর তত্ত্ব বলে চালিয়ে দিয়েছি) তা হচ্ছে কোয়ান্টাম ফোমের কৃত্রিম কণাগুলোর একে অপরকে বিনাশের ফলাফল হচ্ছে ডার্ক এনার্জি। কিন্তু এই রকম আরও অনেক তত্ত্ব আছে।

এই বই লেখার সময়, আমি শিকাগোর বাইরে অবস্থিত ফার্মি ন্যাশনাল অ্যাকসিলারেটার ল্যাবে (ফার্মিল্যাব) যাওয়ার সুযোগ পাই। সৌভাগ্যক্রমে, সেখানে আমি বিজ্ঞানীদের বানানো নতুন ডার্ক এনার্জি ক্যামেরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এটি একটি ৫৭০-মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যা চিলির পাহাড়ের ওপরের টেলিস্কোপে বসানো হয়েছে। এই ক্যামেরা থেকে পাওয়া কিছু কিছু তথ্য বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে (যেগুলো ডক্টর শ-এর মাধ্যমে উপন্যাসে প্রকাশ করা হয়েছে)। এই ক্যামেরা এত

শক্তিশালী যে, এটি বিগ ব্যাং-এর সময় থেকে পার হওয়া চার ভাগের এক ভাগ সময় দেখে আসতে পারে। আশা করি অ্যাপল কোম্পানি তাদের নতুন মডেলের ক্যামেরায় এই টেলিস্কোপের বৈশিষ্ট্য যোগ করবে।

কোয়ান্টাম এনটেঙ্গলমেন্ট এটি একটি বাস্তব ধারণা, যেখানে কণাগুলো একে অপরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। তারপর আলাদা হয়ে যায়, প্রত্যেকটা বিচ্ছিন্ন হ একই কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য সাথে নিয়ে... যেখানে একটিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন হলে, সাথে সাথে অন্যটিতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমদিকে মনে করা হত, এই ব্যাপারটি শুধু পরমাণুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রেই ঘটে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে বড়সড় পদার্থ, যেমন খালি চোখে দেখা যাওয়া এক জোড়া হীরার ওপরেও ঘটে। হীরার ওপরে গবেষণাটি বিজ্ঞানীরা ২০১১ সালে চালিয়েছিলেন।

হলোগ্রাম এবং একাধিক জগৎ থাকার তত্ত্ব : আবারও ফার্মিল্যাবকে ধন্যবাদ, তাদের সৌজন্যেই আমি জেনেছি যে পুরো দুনিয়াটাই একটি হলোগ্রাম হতে পারে। সমীকরণের ওপরে ভিত্তি .করে এই ত্রিমাত্রিক কাঠামোটি গঠন করা হয়েছে। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এর খোলসের ভেতরে লিখে রাখা হয়েছে এটিকে। এই তত্ত্বের সত্যতা নিশ্চিত করতে ল্যাবরেটরিতে কর্মরত গবেষকেরা একটি হলোমিটার তৈরি করছেন। আমার কাছে এটাকে ভীষণ গোলমেলে লেগেছে (বা অন্তত পক্ষে যেই সমীকরণটি আমার হলোগ্রামকে সংজ্ঞায়িত করেছে সেটাই গোলমেলে)।

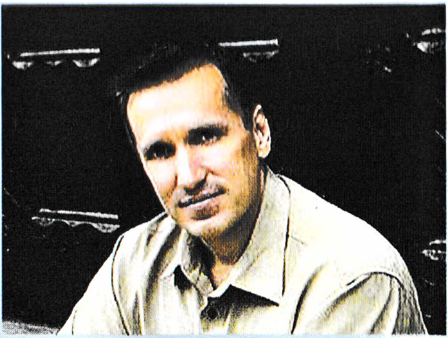
একইভাবে, অনেক জগৎ থাকার থিওরিরও অভাব নেই। অন্য জগৎ কিভাবে কাজ করে, কিভাবে একে অপরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখায় বা তাদের মাঝে কী কী সম্পর্ক এগুলো নিয়ে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু এদের যে অস্তিত্ব বিদ্যমান, এই ব্যাপারে বেশির ভাগ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীই একমত।

আঙুলের ডগায় লাগানো চুম্বক প্রথম কথা, ওটা আমার চাই...। আর, দ্বিতীয়ত, ওগুলো বাস্তব এবং আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি ঠিক সেই রকমই আজব। বায়োহ্যাকিং-এর দুনিয়ায়, হাজার হাজার মানুষ এই দুষ্প্রাপ্য মৌলের চুম্বক সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটি দিয়ে তারা দারুণভাবে ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড অনুভব করতে পারে। আমি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তারা বলেছে তারা এটি দিয়ে আকার, আয়তন, চলাফেরার ছন্দ, এমনকি বিভিন্ন রঙ পর্যন্ত অনুভব করতে পারে। এটি দুনিয়াকে একদম নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ করে দেয়। আর এর সাথে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে, এই নেশার জগৎ থেকে ফিরে আসাটা খুবই কঠিন। অনেকে বলে এগুলো ছাড়া তাদের নিজেকে অন্ধ অন্ধ লাগে। নিশ্চিতভাবেই এটি একটি নতুন দুনিয়া।

সব শেষে, আমি এই বই-এ আমার একান্ত নিজস্ব একটা তত্ত্ব বলার চেষ্টা করেছি। যদি মানুষের চেতনা একটা কোয়ান্টাম ইফেক্ট হয় এবং এই চেতনা অনেক দুনিয়ার সাথে জোটবদ্ধ থাকে, তাহলে কে জানে আমরা মারা গেলেও (ধরুন, বাসের সাথে ধাক্কা লেগে মরে গেলাম) আমাদের চেতনা হয়তো তখনও

টিকে থাকে। আমরা আসলে তখন অন্য একটা দুনিয়ায় চলে যাই যেখানে আমাদের সাথে আসলে বাসের কোনো ধাক্কা লাগেনি। আমাদের জীবন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক সময় একটা ছোট্ট মুদ্রার ওপরে নিক্ষেপ আমাদের ভাগ্য ঠিক করে দেয়। তাই এটা জেনে অনেকের একটু ভালো লাগতে পারে যে আরও অনেক সম্ভাব্য রাস্তা আমাদের সামনে খোলা আছে।

তো তাহলে আগামী বার পর্যন্ত... ভালো থাকুন। আর যে পথই বেছে নিন না কেন, আপনার যাত্রা উপভোগ করুন।



নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার লেখক জেমস রোলিন্স— আমেরিকান পশু চিকিৎসক জেমস পল চাইকাউস্কি'র ছদ্মনাম। তিনি মূলত অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার/থ্রিলার লেখক হিসেবেই সমগ্র বিশ্বের কাছে সুপরিচিত।

বিশ্ব বরেণ্য এই লেখকের জন্ম ২০ আগস্ট, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে, আমেরিকার শিকাগোতে। লেখাপড়া করেছেন 'ইউনিভার্সিটি অফ মিসৌরি'-তে।

এই লেখকের হাত দিয়ে এসেছে— *আমাজনিয়া*, *আইস হান্ট*, *ডিপ ফ্যাদম*, *এক্সক্যাভেশন*-এর মতো অসাধারণ সব থ্রিলার। সেই সাথে **সিগমা ফোর্স** সিরিজের মতো নামকরা সিরিজ তো আছেই। 'দ্য আই অফ গড' এই সিরিজের নবম বই। সিরিজ হলেও এই সিরিজের প্রত্যেকটি বইয়ের কাহিনি আলাদা, তাই যেকেনো বই নিশ্চিন্তে পড়া যায়। সমগ্রবিশ্বে চল্লিশটির-ও বেশি ভাষায় তাঁর লেখা বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছেন।

অনুবাদক

আরিফ জামান

প্রতিশ্রুতিশীল নবীন লেখক-অনুবাদক। অনুবাদ চর্চা শুরু হয় বিদেশি চলচ্চিত্রের বাংলা সাবটাইটেল নির্মাণের মাধ্যমে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র *ডিপার্টেড*, *শার্লক হোমস ডুয়োলজি*, *কালারস ট্রিলজি*, *ওশানস ট্রিলজি*, *জেমস বন্ড: স্কাইফল* ইত্যাদি তাঁর বাংলা সাবটাইটেলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ফেসবুক :

www.facebook.com/arifzaman

বাংলা সাবটাইটেল :

www.subscene.com/u/711297